কাণ্ডৈঃ সপ্তভিরন্বিতোঽতিবিততো রিষালবালোদিতঃ।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত

রামায়ণ।

বালকাণ্ড।

বাঙ্গালা-অনুবাদ।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

"বাল্মীকি গিরি-সম্ভূতা রামাম্ভোনিধি-সঙ্গতা।
শ্রীমদ্রামায়ণী গঙ্গা পুনাতু ভুবনত্রয়ম্॥"

কলিকাতা
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫:
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১২৮৯।

-রাম্বপ্রাপ্তিফলপ্রদো বিজয়তে রামায়ণঃ স্বস্তরুঃ॥"

বালকাণ্ডের নির্ঘণ্ট।

নির্ঘণ্ট পত্র।

নির্ঘণ্ট পত্র।

নির্ঘণ্ট পত্র।

বালকাণ্ডের নির্ঘণ্ট পত্র সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

রামায়ণ আমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার যেরূপ সুপরিচিত, তাহাতে তৎসম্বন্ধে কিছুই বলিবার আবশ্যক নাই।—তবে এতৎসম্বন্ধে আমাদের বিশেষ বিশেষ যাহা বক্তব্য আছে, তাহা গ্রন্থ-সমাপ্তির পর বলিবার বাসনা রহিল। এক্ষণে কেবল ইহার প্রচার-সম্বন্ধে দুই চারি কথা যাহা বলা আবশ্যক, নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি।

চন্দ্রবংশাবতংস মহাত্মা যযাতি বলিয়াছেন ;—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥" অর্থাৎ উপভোগ দ্বারা ভোগ-লালসার পরিতৃপ্তি হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাহার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। এ অংশে, রামায়ণ সম্বন্ধেও আমরা তাহাই দেখিতেছি।—রামায়ণ যতই প্রচারিত হইতেছে, সাধারণে যতই ইহার সুমধুর রস আস্বাদন করিতেছেন, ততই ইহার প্রতি সাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি হইতেছে। সাধারণের এই আগ্রহাতিশয় দর্শন করিয়াই আমরা মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণের অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আমাদের জ্ঞাতসারে বাল্মীকীয় রামায়ণের যে কয়েকখানি গদ্য-অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে বা এক্ষণেও হইতেছে, তন্মধ্যে কয়েকখানি অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি, একখানি সম্পূর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু তাহা এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। মূল ও টীকার সহিত একখানি অনুবাদ চতুর্দ্দশ বৎসরাবধি প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, পরন্তু এ পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই ;—আর কত দিনে যে সম্পূর্ণ হইবে, তাহাও জানি না; অধিকন্তু, মূল ও টীকার সহিত একত্র থাকাতে মূল্যাধিক্য-নিবন্ধন ঐ অনুবাদ কেবল-বাঙ্গালা-পাঠকদিগের পক্ষে নিতান্ত দুরধিগম্য হইয়া রহিয়াছে। আর দুই একখানি সম্প্রতি প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদের প্রত্যাশানুরূপ ফল-লাভের সম্ভাবনা দেখিতে পাইতেছি না। এই সকল পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সাধারণের রুচির অনুরূপ করিয়া আমরা এক্ষণে এই রামায়ণ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে রামায়ণ গ্রন্থ কালসহকারে যেরূপ পাঠান্তরিত ও রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে, বোধ করি, আর কোন গ্রন্থই সেরূপ হয় নাই।—আমরা এরূপ দুই খানি রামায়ণ দেখিয়াছি যে, তাহার এক খানির সহিত আর একখানি মিলাইলে, এক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া দুই খানি পৃথক কাব্য প্রণীত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাহা হউক, অস্মদ্দেশীয় রামায়ণ-অনুবাদকগণ প্রায় সকলেই বম্বে-প্রদেশের মুদ্রিত রামায়ণ অবলম্বন করিয়াছেন। আমরাও প্রথমত সেই বম্বে-প্রদেশীয় মূল রামায়ণ অবলম্বন করিয়াই অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, পরন্তু আমরা তাহার যতদূর মিলাইয়া দেখিয়াছি, তাহাতে রামায়ণের অবশ্য-জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় ও অনেক শ্লোক মধ্যে মধ্যে পরিত্যক্ত থাকাতে স্থানে স্থানে অসম্বদ্ধ ও অসংলগ্ন দেখিয়া, দুই ফর্ম্মা মুদ্রাঙ্কনের পর

আমরা ইটালী দেশীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গ্যাস্পর গোরেসিয়ো মহোদয়ের মুদ্রিত রামায়ণই এক্ষণে প্রধানরূপে অবলম্বন করিয়াছি; সংলগ্ন বোধ হইলে অন্যান্য রামায়ণ পুস্তক হইতেও কোন কোন অংশ গৃহীত হইতেছে। মহর্ষি বাল্মীকির অভিপ্রায় যাহাতে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়, সেইটিই মুখ্য উদ্দেশ্য রাখিয়া অবিকল অনুবাদ যতদূর সরল ও প্রাঞ্জল হইতে পারে, তৎপক্ষে সাধ্যমত যত্ন ও পরিশ্রমের ক্রটি হইতেছে না। প্রথমত আমি নিজেই অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার তাদৃশ অবকাশ না থাকায় আপাতত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি ইহার অনুবাদের প্রধান ভার অর্পণ করিয়াছি।—তর্কালঙ্কার মহাশয় যে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, বহুদর্শী এবং অনুবাদ বিষয়ে সুবিচক্ষণ ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ, তাহা কৃতবিদ্য মাত্রেই অবগত আছেন, সুতরাং তাঁহার অনুবাদ যে বিশুদ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এক্ষণে সাধারণে সমাদৃত হইলেই চরিতার্থ হই।

এস্থলে আর একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে যে, আমরা বিগত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে রামায়ণ প্রচার করিব, বলিয়া বিগত বৈশাখ মাসে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের বিজ্ঞাপন প্রচারের পর আমাদের কোন বন্ধু তাঁহার স্বকৃত অনুবাদ পুনর্মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করিবেন বলিয়া এক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। তাহাতে তদ্দ্বারা আমাদের রামায়ণ-প্রচারের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইবে ভাবিয়া ও বিশেষ অনুরোধক্রমে এতাবৎ কাল আমরা রামায়ণ প্রচারে এক প্রকার ক্ষান্তই হইয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, তাঁহা দ্বারা আমাদের সঙ্কল্পানুরূপ ও প্রত্যাশানুযায়ী রামায়ণ প্রচারিত হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ প্রায় দুই মাস অতীত হইল, এ পর্য্যন্ত তাঁহার-এক খণ্ডও বাহির হইল না; অধিকন্তু তিনি অনেক কার্য্যে ব্যস্ত এবং তাঁহার প্রচারিত রামায়ণের প্রথম সংস্করণও সম্পূর্ণ করিতে এখনও অনেক বাকী আছে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া এবং আত্মীয়-বন্ধুগণের সমুত্তেজনায় ও সৎপরামর্শে এক্ষণে আর ক্ষান্ত থাকা অযৌক্তিক বিবেচনা করিয়া আমরা সংপ্রতি সঙ্কল্পিত রামায়ণ-প্রচারণ-কার্য্যে পুনর্ব্বার কৃতপ্রযত্ন হইলাম। ফলত উপরি-উক্ত কারণ বশত আমাদের বিজ্ঞাপন-অনুসারে আমরা বিগত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে প্রচার করিতে পারি নাই বলিয়া এবং অত্যন্ত বিলম্ব হইল দেখিয়া, এই প্রথম খণ্ড, আমাদের নিয়মানুযায়ী আট ফর্ম্মার পরিবর্ত্তে, চারি ফর্ম্মাতেই প্রচারিত করিয়া দিলাম। আগামী খণ্ডে বার ফর্ম্মা প্রচারিত করিয়া এই ক্রটির পূরণ করিয়া দিব। এক্ষণে এতদ্দ্বারা সাধারণের যৎকিঞ্চিৎ উপকার দর্শিলেও সমস্ত পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত।
সম্পাদক।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়।
কলিকাতা—গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫:
৩০এ আষাঢ়—১২৮৯।

রামায়ণ।

বালকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

বাল্মীকি-নারদ-সংবাদ।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি, সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয় বর্ণন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তদনুরূপ অলোক-সামান্য কবিত্ব-শক্তি লাভের নিমিত্ত এবং তদুপযোগী বিষয়-জ্ঞানের জন্য সমাধি প্রভৃতি কষ্টসাধ্য তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিয়ৎকাল সাধনের পর যখন অনন্য-সুলভ পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত হইল, তখন ভগবান বিষ্ণু তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। পরে ভগবানের নিয়োগানুসারে দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষিকে অভ্যাগত দেখিয়া অভ্যর্থনা পূর্ব্বক আসন প্রদান করিয়া আপনিও নিজ-আসনে উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরস্পর সম্ভাষণ ও কথোপকথনের পর———

তপঃ-প্রভাব-সম্পন্ন বাল্মীকি, তপশ্চরণ-পরায়ণ, বেদাধ্যয়ন-নিরত, শব্দার্থ-তত্ত্ব-বিশারদ, মহর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবর্ষে! বর্ত্তমান সময়ে এই অবনীমণ্ডল-মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, মহাবীর্য্যশালী, ধর্ম্ম-পরায়ণ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী ও দৃঢ়-ব্রত আছেন? কোন্ ব্যক্তির চরিত্র অতীব বিশুদ্ধ? কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বভূতের হিত-সাধন করিয়া থাকেন? কোন্ ব্যক্তি সম্পূর্ণ কৃতবিদ্য? কোন্ ব্যক্তি প্রজারঞ্জন সন্ধি-বিগ্রহ প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যেই সমর্থ? কাহাকে দর্শন করিলে মনুষ্য-মাত্রেরই হৃদয়ে একমাত্র অপূর্ব্ব প্রীতির উদয় হয়? কোন্ ব্যক্তি অন্তঃকরণ বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কোন্ ব্যক্তি অসূয়া-পরিশূন্য, অসামান্য-লাবণ্য-সম্পন্ন ও জিতক্রোধ; এবং কোন্ ব্যক্তিই বা সংগ্রামে রোষাবিষ্ট হইলে দেবতারাও ভয়প্রাপ্ত হন? ইহা শ্রবণ করিবার জন্য আমার যার পর নাই কৌতূহল জন্মিয়াছে। মহর্ষে! ঈদৃশ-গুণ-সম্পন্ন কোন্ ব্যক্তি, তাহা আপনি অবশ্যই সুপরিজ্ঞাত আছেন।

ত্রিলোকদর্শী নারদ, বাল্মীকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 'অবধান কর' এই বলিয়া আমন্ত্রণ পূর্ব্বক প্রহৃষ্ট হৃদয়ে কহিতে

লাগিলেন, তপোধন! তুমি যে অনেকগুলি গুণ কীর্ত্তন করিলে, তৎসমুদায় একাধারে দুর্লভ। তথাপি আমি সবিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক স্মরণ করিয়া এতৎ-সমস্ত-গুণ-বিভূষিত এক ব্যক্তির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

রাম নামে লোক-বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুবংশ-সম্ভূত এক নরপতি আছেন। তুমি যে সমুদায় গুণের উল্লেখ করিলে, তৎসমুদায় গুণ এবং তদতিরিক্ত অনেকগুলি অনন্য-সাধারণ গুণও একমাত্র সেই মহাপুরুষে বিদ্যমান আছে। তিনি বশীকৃতান্তঃকরণ, মহাবীর্য্য, নিরুপম-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন, ধৈর্য্যশালী, বিজিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্, নীতিশাস্ত্র-বিশারদ, বাগ্মী, শ্রীমান্, শত্রুসংহারক, মহাবাহু, মহাহনু, বিপুলাংস ও কম্বুগ্রীব। তাঁহার বক্ষস্থল বিস্তীর্ণ, বাহু আজানুলম্বিত, এবং মস্তক ও ললাট সুগঠিত। মাংসলতা-প্রযুক্ত তাঁহার বক্ষ ও স্কন্ধ মধ্যগত অস্থি দৃষ্ট হয় না। তিনি বিক্রম প্রকাশ দ্বারা বিপক্ষ-পক্ষ দমন করেন। তাঁহার শরাসন দৃঢ় ও বৃহৎ। তিনি নিতান্ত দীর্ঘাকারও নহেন, নিতান্ত খর্ব্বাকারও নহেন। তাঁহার অবয়ব যথাযথ সম-অংশে বিভক্ত। তাঁহার বর্ণ স্নিগ্ধ-শ্যামল। তিনি মহাপ্রতাপশালী ও সমুদায়-শুভ-লক্ষণ-সম্পন্ন। তাঁহার বক্ষস্থল মাংসল ও সমোন্নত এবং নয়নযুগল বিশাল। তিনি লক্ষ্মীবান, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যসন্ধ, জ্ঞান-সম্পন্ন, বিশুদ্ধাচার, যশস্বী, সমাধিশালী ও বিনীত-স্বভাব। তিনি সর্ব্বদাই প্রজাগণের হিত-সাধনে তৎপর রহিয়াছেন। তিনি প্রজাপতি-সদৃশ, সুনিয়ামক, শত্রুসংহারক ও অসামান্য-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন। তিনি জীবলোকের রক্ষা-কর্ত্তা এবং সনাতন ধর্ম্মের সংস্থাপক। তিনি স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা এবং স্বজনের প্রতিপালক। তিনি বেদ-বেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ ও ধনুর্ব্বেদ-পার-দর্শী। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বলোক-প্রিয়, সাধু, বিচক্ষণ, সর্ব্বদাই প্রফুল্ল-হৃদয়, প্রতিভা-সম্পন্ন ও মেধাবী। নদ-নদীগণ যেমন একমাত্র সমুদ্রেই উপগত হয়, সেইরূপ সাধুগণ সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া থাকেন। তিনি সৌম্যমূর্ত্তি, সর্ব্বত্র সমদর্শী, সর্ব্বপূজ্য, সর্ব্ব-গুণ-সম্পন্ন ও কৌশল্যার আনন্দ-বর্দ্ধন। তিনি গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র-সদৃশ, ধৈর্য্যে হিমালয়-সদৃশ, বীর্য্যে বিষ্ণু-সদৃশ, ক্রোধে কালাগ্নি-রুদ্র-সদৃশ, ক্ষমাগুণে বসুধা-সদৃশ, দানে কুবের-সদৃশ ও সত্যে ধর্ম্ম-সদৃশ। প্রজাগণ সুধাংশু-দর্শনে যেরূপ প্রফুল্ল-হৃদয় হয়, তাঁহাকে দর্শন করিলেও সেইরূপ প্রফুল্ল-হৃদয় হইয়া থাকে।

মহীপতি দশরথ, ঈদৃশ অলোক-সামান্য-গুণ-সম্পন্ন, অমোঘ-পরাক্রম, প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে প্রজাগণের হিত-সাধনে তৎপর দেখিয়া, প্রীতিপ্রফুল্ল-হৃদয়ে প্রজাবর্গেরই শ্রেয়ঃ-সাধনের উদ্দেশে, যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার কনীয়সী মহিষী দেবী কেকয়ী যখন দেখিলেন যে, রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন হইতেছে, তখন তিনি রাজা দশরথকে, পূর্ব্বে অঙ্গীকৃত বরদ্বয় স্মরণ করাইয়া দিয়া, এক বরে রামের নির্ব্বাসন ও অপর বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিলেন।

রাজা দশরথ সত্য-প্রতিজ্ঞতা-প্রযুক্ত ধর্ম্ম-পাশে বদ্ধ হইয়া প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিলেন। বীরবর রাম, পিতার আজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত এবং কেকয়ীর প্রিয়কার্য্য সাধনের অভিপ্রায়ে বন-গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। বিনয়সম্পন্ন, সুমিত্রানন্দ-বর্দ্ধন প্রিয়তম ভ্রাতা লক্ষ্মণ, তাঁহাকে বন-গমন করিতে দেখিয়া স্নেহবশত তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণকে যার পর নাই স্নেহ করিতেন। লক্ষ্মণ এই সময় সৌভ্রাত্র প্রদর্শনে ক্রটি করিলেন না। সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্না, নিয়ত-ভর্ত্তৃ-হিতসাধন-নিরতা রমণী-রত্ন-ভূতা, ভগবন্মায়া-স্বরূপা; জনক-তনয়া সীতা, রামের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা ভার্য্যা ছিলেন। রৌহিণী যেমন দ্বিজরাজের অনুগামিনী হয়েন, সেইরূপ সীতাও রামের অনুবর্ত্তিনী হইলেন। পিতা দশরথ এবং পৌরগণ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা রাম গঙ্গাতীর-বর্ত্তী শৃঙ্গবের-পুরে প্রিয়তম মিত্র নিষাদপতি গুহের সহিত সঙ্গত হইয়া সারথিকে রথ লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা, নিষাদপতি গুহের সহিত কিছু সময় অতিবাহিত করিলেন। পরে তাঁহারা এক বন হইতে অন্য বনে, অন্য বন হইতে অপর বনে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে স্থানে স্থানে তাঁহাদিগকে বহুল-সলিলা নদী উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। পরে তাঁহারা মহর্ষি ভরদ্বাজের উপদেশ অনুসারে চিত্রকূট পর্ব্বতে সুরম্য কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দেব ও গন্ধর্ব্বের ন্যায় বিহার করত পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

রাম চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিলে, রাজা দশরথ পুত্র-শোকে কাতর হইয়া তাঁহার জন্য বিলাপ করিতে করিতে সুরলোকে গমন করিলেন। রাজা পরলোক-গত হইলে বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ, মহাবল ভরতকে রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ভরত সৌভ্রাত্রবশত কোনক্রমেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি পূজ্য-পাদ রামকে প্রসন্ন করিয়া আনিবার নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহাবীর ভরত বিনীত বেশ ধারণ পূর্ব্বক অমোঘ-পরাক্রম মহাত্মা রামের নিকট উপনীত হইয়া প্রার্থনা-বাক্যে কহিলেন, আপনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, সর্ব্ব-গুণ-সম্পন্ন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিতে কনিষ্ঠ যে রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারে না, তাহা আপনার অবিদিত নাই; অতএব আপনিই রাজপদে অভিষিক্ত হউন। ভরত এইরূপ কহিলে পরম-ঔদার্য্য-সম্পন্ন, মহাবল, মহাযশা, প্রফুল্লবদন রাম পিতৃনিদেশ-বশবর্ত্তিতা-প্রযুক্ত রাজ্য গ্রহণে অসম্মত হইলেন। পরে তিনি ভরতকে পুনঃপুন রাজ্যশাসনার্থ প্রত্যাবর্ত্তন-প্রার্থনা করিতে দেখিয়া ন্যাসস্বরূপ পাদুকা-দ্বয় প্রদানপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তখন ভরত ভগ্ন-মনোরথ হইয়া রামের চরণে প্রণাম-পূর্ব্বক নন্দিগ্রামে আগমন করিয়া, চতুর্দ্দশ বৎসর পরে রামের প্রত্যাগমন প্রত্যাশায়, তাঁহার রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

ভরত প্রতিনিবৃত্ত হইলে, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয়, শ্রীমান্ রাম, নগরবাসী জনগণের ও ভরত প্রভৃতির পুনরাগমন আশঙ্কা করিয়া অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রাক্ষসাকীর্ণ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজীবলোচন রাম সেই মহারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বিরাধ নামক রাক্ষসকে বধ করিয়া শরভঙ্গ নামক মহর্ষিকে দর্শন করিলেন। পরে তিনি মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্য-ভ্রাতা সুদর্শন বা ইধ্মবাহনকে সন্দর্শন করিয়া অগস্ত্যের বাক্যানুসারে পরমপ্রীত হৃদয়ে তাঁহার নিকট ঐন্দ্র শরাসন, খড়্গ ও অক্ষয়-শায়ক তূণীরদ্বয় গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে রাম বানপ্রস্থগণের সহিত বনে বাস করিতেছেন, এমত সময় দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ, অসুর ও রাক্ষস-সমূহের বধ কামনায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি অগ্নি-সদৃশ-তেজঃপ্রভাব-সম্পন্ন ঐ ঋষিদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক স্বীকার করিলেন যে, দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসদিগকে অবিলম্বেই সংগ্রামে নিহত করিবেন।

রাম সেই স্থানে বাস করিতেছেন, এমত সময় জনস্থান-নিবাসিনী, কামরূপিণী, রাক্ষসী শূর্পণখা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ নাসিকা-চ্ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে বিরূপা করিয়া দিলেন। অনন্তর শূর্পণখার উত্তেজনায় খর দূষণ ত্রিশিরা প্রভৃতি তত্রত্য রাক্ষসগণ যুদ্ধসজ্জা করিল। রাম, তাহাদিগকে ও তাহাদের সমুদায় অনুচরবর্গকে সংগ্রামে নিহত করিলেন। তাঁহার দণ্ডকারণ্য-বাসকালে এইরূপে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিপাতিত হইয়াছিল। পরে রাবণ জ্ঞাতিবধ-শ্রবণে ক্রোধাভিভূত হইয়া মারীচ নামক রাক্ষসকে সীতা-হরণ-বিষয়ে তাহার সাহায্য করিতে অনুরোধ করিল। মারীচ রাবণকে পুনঃপুন নিবারণ পূর্ব্বক কহিল, রাবণ! প্রবলের সহিত বিরোধ করা তোমার উচিত নহে।

রাবণ কাল-প্রেরিত হইয়াই তাহার বাক্যে কর্ণপাত করিল না; প্রত্যুত ঐ মারীচকেই সমভিব্যাহারে লইয়া রামের আশ্রম-সমীপে গমন করিল। মায়াবী মারীচ, মায়াবলে রাম ও লক্ষ্মণকে দূরে লইয়া গেল। এ দিকে রাবণ, গৃধ্ররাজ জটায়ুকে নিহত-প্রায় করিয়া রাম-প্রণয়িনী সীতাকে হরণ করিল। পরে রাম যখন্ দেখিলেন, গৃধ্ররাজ নিহত ও সীতা অপহৃতা হইয়াছেন, তখন তিনি শোক-সন্তপ্ত ও ব্যাকুল-হৃদয় হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি তাদৃশ শোক-সন্তপ্ত হৃদয়েই গৃধ্ররাজ জটায়ুর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাধান করিয়া সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে কবন্ধ নামক ঘোর-দর্শন বিকটাকার রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহাকে নিহত করিয়া তাহার দাহ-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। রাক্ষস কবন্ধ গন্ধর্ব্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ কালে তাঁহাকে কহিল, শ্রমণী নামে সকল-ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণা এক শবরী আছে। আপনি তাহার নিকট গমন করুন। শত্রু-সংহারকারী, মহাতেজা, দশরথ-তনয় রাম তাহার বাক্যানুসারে শবরীর আশ্রমে

উপনীত হইলেন। শবরী উত্তমরূপে তাঁহার পূজা করিল। পরে পম্পা-নদী-তীরে বানর-শ্রেষ্ঠ হনুমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মহাবল রাম হনুমানের উপদেশ-অনুসারে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইলেন এবং আদ্যোপান্ত-সমস্ত-বৃত্তান্ত, বিশেষত সীতার বিবরণ যাহা যাহা ঘটিয়াছে তৎসমুদায়, তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক কহিলেন।

কপিবর সুগ্রীব, রামের বিবরণ সমুদায় শ্রবণ করিয়া সম-দুঃখ-সুখ মহাবল ব্যক্তি পাইয়া প্রীত হৃদয়ে অগ্নি-সমীপে তাঁহার সহিত সখ্য-স্থাপন করিলেন। পরে রাম, বানররাজ বালীর সহিত বৈরানুবন্ধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সুগ্রীব প্রণয়-নিবন্ধন দুঃখিত হৃদয়ে তাঁহার নিকট সমুদায় বর্ণন করিলেন। রাম তাহা শ্রবণ করিয়া বালিবধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। বানর সুগ্রীব, বালীর কতদূর বল, তাহা রামের নিকট বিশেষ করিয়া কহিলেন, পরন্তু বীর্য্য-বিষয়ে রাম বালীর সমকক্ষ হইতে পারেন কি না, তদ্বিষয়ে নিয়তই সন্দিহান হইয়া রহিলেন; এবং বালী কতদূর বলশালী, তাহা রামকে বিশ্বাস করাইয়া দিবার জন্য বালিকর্ত্তৃক নিহত ও বহু দূরে নিক্ষিপ্ত মহাপর্ব্বত-সদৃশ বৃহদাকার দুন্দুভি নামক দৈত্য-শরীর দেখাইলেন। মহাবল মহাবাহু রাম, সেই অস্থি-দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া চরণের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পরে তিনি একটিমাত্র শরদ্বারা সাতটি তাল বৃক্ষ, তৎসন্নিহিত ধরাধর ও রসাতল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া সুগ্রীবের সংশয় দূর করিয়া দিলেন। মহাকপি সুগ্রীব তদ্দর্শনে বালি-বধ-বিষয়ে বিশ্বস্ত, রাজ্য-লাভ-বিষয়ে আশ্বস্ত ও প্রীত-হৃদয় হইয়া রামের সহিত কিষ্কিন্ধা নামক গুহাভ্যন্তরে গমন করিলেন।

অনন্তর কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া হেম-সদৃশ পিঙ্গলবর্ণ বানর-প্রধান সুগ্রীব সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বানররাজ বালী সেই মহাশব্দ শ্রবণে নির্গত হইয়া তারাকে সম্মত করিয়া সংগ্রাম-ভূমিতে সুগ্রীবের সহিত সমাগত হইলেন। তখন রামচন্দ্র একটিমাত্র সায়ক দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিলেন। তিনি সুগ্রীবের বাক্যানুসারেই রণস্থলে বালিবধ করিয়া সুগ্রীবকে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন।

বানররাজ সুগ্রীব, সমুদায় বানরকে আহ্বান করিয়া জানকীর অন্বেষণের নিমিত্ত সমুদায় দিগ্‌বিদিকে প্রেরণ করিলেন। মহাবল হনুমান, সম্পাতি নামক গৃধ্রের উপদেশানুসারে শত-যোজন বিস্তীর্ণ লবণ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিলেন।

তিনি রক্ষোরাজ-রাবণ-পরিরক্ষিত লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া অশোক-বনিকা-মধ্যে একমাত্র-রাম-ধ্যান-নিমগ্না সীতাকে দেখিতে পাইলেন। হনুমান সীতার নিকট অঙ্গুরীয়-রূপ অভিজ্ঞান প্রদর্শন পূর্ব্বক সুগ্রীবের সহিত রামের সখ্য-সংস্থাপন প্রভৃতি বৃত্তান্ত কথন দ্বারা তাঁহাকে সমাশ্বাসিত করিয়া অশোক বনের তোরণ ও অশোক বন বিমর্দ্দিত করিলেন। তিনি পিঙ্গলনেত্র প্রভৃতি

পাঁচ জন সেনাপতিকে, জম্বুমালী প্রভৃতি সাত জন মন্ত্রিপুত্রকে ও রাবণ-তনয় মহাবীর অক্ষকে নিপাতিত করিয়া ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হইলেন। পিতামহ-প্রদত্ত বর-অনুসারে কিঞ্চিৎ পরেই তিনি বন্ধন হইতে উন্মুক্ত হইবেন জানিতে পারিয়া, কার্য্যান্তর-ব্যপদেশে রাবণ-দর্শন-মানসে, যে সকল রাক্ষস তাঁহাকে বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া যাইতেছিল, তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। তদনন্তর মহাকপি হনুমান, সীতার আবাস ব্যতীত সমুদায় লঙ্কা দগ্ধ করিয়া সীতা-দর্শনরূপ প্রিয়-সংবাদ প্রদানের নিমিত্ত রামের নিকট পুনরাগমন করিলেন। অসীম-বল-বুদ্ধি-বীর্য্য-সম্পন্ন হনুমান, মহাত্মা রামের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন যে, আমি সীতাকে দর্শন করিয়া আসিয়াছি।

অনন্তর রাম সুগ্রীবের সহিত মহোদধি-তীরে গমন পূর্ব্বক সূর্য্য-সদৃশ শরনিকর দ্বারা সমুদ্রকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। শর-ক্ষোভিত সরিৎপতি সমুদ্রও তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি সমুদ্রের বাক্যানুসারে নলকে সেতু-বন্ধন-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সেতুবন্ধন সম্পূর্ণ হইলে রাম তাহা দ্বারা সসৈন্যে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক সংগ্রাম-ভূমিতে রাবণ বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিলেন, পরন্তু সীতা বহুকাল রাক্ষস-গৃহে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি লোকাপবাদ-ভয়ে লজ্জায় অভিভূত হইলেন। পরে তিনি বানর-রাক্ষস-সভা মধ্যেই তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সাধ্বী সীতা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অনল-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে পাবক যখন কহিলেন, এই সীতা বিশুদ্ধ-স্বভাবা ও পতিব্রতা, তখন রাম তাঁহাকে নিষ্পাপা দেখিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন। এবং দেবগণও সন্তোষ-বশত তৎকালে তাঁহার পূজা করাতে তিনি শোভমান হইতে লাগিলেন। মহাত্মা রাঘবের সীতা পরীক্ষা পর্য্যন্ত তাদৃশ অলোক-সামান্য কর্ম্ম সমুদায় দর্শনে দেবগণ, ঋষিগণ, এমন কি চরাচর সমুদায় জগতই পরিতুষ্ট হইল।

অনন্তর রাম, পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা-অনুসারে রাক্ষস-প্রধান বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অঙ্গীকার পালন দ্বারা আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিলেন। তাঁহার অবশ্য-কর্ত্তব্য-বিষয়িণী চিন্তা বিদূরিত হওয়াতে আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। তিনি সমাগত দেবগণের নিকট বর লাভ করিয়া সংগ্রামে নিপতিত বানরদিগকে প্রসুপ্তের ন্যায় উঠাইলেন এবং সুগ্রীব প্রভৃতি সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া পুষ্পক-যান আরোহণ পূর্ব্বক অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর সত্যপরাক্রম রাম, ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া অগ্রে হনুমানকে ভরতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তদনন্তর সুগ্রীবাদির সহিত পুনর্ব্বার পুষ্পক যানে আরোহণ করিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে নন্দিগ্রামে গমন করিলেন। সেখানে তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত ও মনঃপীড়া-পরিশূন্য হইয়া জটাভার মোচন পূর্ব্বক প্রহৃষ্টা

সীতার সহিত প্রাপ্ত-বিসৃষ্ট রাজ্য পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন।

এই অযোধ্যাধিপতি দশরথ-তনয় শ্রীমান রাম, এক্ষণে প্রমুদিত প্রজাগণকে পিতার ন্যায় পালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এক্ষণে প্রজাবর্গ, পুত্র পশু প্রভৃতি সম্পত্তি-লাভে আনন্দিত, ক্ষোভাদি না থাকাতে প্রমুদিত, ঐহিক-পারত্রিক-বিষয়ে মঙ্গল লাভের নিমিত্ত পরিতুষ্ট, দরিদ্রতা কৃশতা প্রভৃতি না থাকাতে পরিপুষ্ট, এবং ধর্ম্ম-নিষ্ঠ, মনঃপীড়া-পরিশূন্য, শারীরিক পীড়া-রহিত ও দুর্ভিক্ষ-ভয়-বিবর্জ্জিত হইবে। কোন ব্যক্তিকে কখনও পুত্রাদির মৃত্যু দেখিতে হইবে না। রমণীরা সকলেই পতি-পরায়ণা হইবে, এবং কাহাকেও কখনও বিধবা হইতে হইবে না। রাজ্যমধ্যে কোথাও অগ্নি-ভয় থাকিবে না, কোন প্রাণী জলমগ্নও হইবে না, কাহারো প্রবল-সমীরণ-ভয় থাকিবে না, কাহাকেও জ্বরকৃত ভয়ে অভিভূত হইতে হইবে না, এবং কাহারো ক্ষুধা-ভয় বা তস্কর-ভয়ও থাকিবে না। এই সময় নগর ও জনপদ সমুদায় ধন-ধান্য-সম্পন্ন হইবে; এবং প্রজাগণ সত্য-যুগের ন্যায় নিরন্তর প্রমুদিত চিত্তে থাকিবে।

মহাযশা রাম, বহু সুবর্ণ দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। তিনি কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধানে কোটি কোটি গো-দান এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য ধন-দান করিয়া কাম-রূপ কান্যকুব্জ প্রভৃতি প্রদেশে শত শত রাজবংশ স্থাপন করিবেন। তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিযোজিত করিয়া রাখিবেন। রাম এইরূপে একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন-করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন।

এই শ্রীরাম-চরিত চিত্তশোধক, পবিত্র, বেদসদৃশ ও পাপনাশক। যিনি ইহা পাঠ করিবেন, তাঁহার শরীরে কোন পাপ থাকিবে না। যিনি এই রামায়ণ নামক আখ্যান পাঠ করিবেন, তাঁহার পরমায়ু বৃদ্ধি হইবে। তিনি পুত্রপৌত্র প্রভৃতি ও দাস দাসীগণের সহিত ঐহিক সুখসম্পত্তি ভোগ করিয়া দেহাবসানে দেবলোকে সৎকৃত হইয়া পরম সুখানুভব করিবেন। যদি কোন ব্রাহ্মণ ইহা পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি শব্দার্থ-তত্ত্বজ্ঞ হইবেন। যদি কোন ক্ষত্রিয় ইহা পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি ভূপতি হইতে পারিবেন। যদি কোন বৈশ্য ইহা পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি বাণিজ্যে প্রচুর ধনসমৃদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন; এবং যদি কোন শূদ্র ইহা পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনিও মহত্ত্বলাভ করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

বাল্মীকি-পিতামহ-সংবাদ।

বাক্য-বিশারদ ধর্ম্মাত্মা বাল্মীকি, মহামুনি নারদের প্রমুখাৎ ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার পূজা করিলেন। দেবর্ষি নারদ বাল্মীকি-কর্ত্তৃক যথা-

বিধানে পূজিত হইয়া সম্ভাষণ পূর্ব্বক অনুজ্ঞা লইয়া আকাশ-পথে গমন করিলেন।

নারদ দেবলোকে গমন করিলে মহর্ষি বাল্মীকি, মুহূর্ত্ত কাল আশ্রমে অবস্থান করিয়া মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত ভাগীরথীর অনতিদূরবর্ত্তী তমসাতীরে গমন করিলেন। তিনি সেই স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, অবতরণ-প্রদেশে কর্দ্দম নাই। তখন তিনি সন্নিহিত শিষ্যকে কহিলেন, ভরদ্বাজ! দেখ, এই তীর্থটি কেমন রমণীয় এবং কর্দ্দম-রহিত। এখানকার জলও সাধু জনের হৃদয়ের ন্যায় নির্ম্মল। বৎস! এই স্থানে কলস রাখ, আমার বল্কল দাও। আমি অদ্য ঋষি-সেবিত এই তমসা-জলেই অবগাহন করিব।

ভরদ্বাজ-গুরু মহাত্মা মহর্ষি বাল্মীকি এই কথা বলিলে গুরু-শুশ্রূষা-পরায়ণ ভরদ্বাজ তাঁহাকে বল্কল প্রদান করিলেন। বিজিতেন্দ্রিয় বাল্মীকি শিষ্য-হস্ত হইতে বল্কল গ্রহণ পূর্ব্বক তাৎকালিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের অনুকূল প্রদেশ অন্বেষণের নিমিত্ত তীরবর্ত্তী বিস্তীর্ণ বনের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে ভগবান মহর্ষি দেখিতে পাইলেন, সেই বন-সমীপে আধি-ব্যাধি-পরিশূন্য এক ক্রৌঞ্চ-মিথুন, মনোহর রব করিতে করিতে বিহার করিতেছে। সেই সময় অকারণ-বৈরী পাপৈক-মতি এক নিষাদ, তাঁহার সমক্ষেই সেই ক্রৌঞ্চ-মিথুন-মধ্যে পুরুষটিকে বিনাশ করিল। নিহত ক্রৌঞ্চ, শোণিত-লিপ্তাঙ্গ হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে, দেখিয়া তাহার ভার্য্যা ক্রৌঞ্চী, করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাম্রবর্ণ-শীর্ষ-চূড়া-বিভূষিত এই পক্ষী, নিয়তই পক্ষিণীর সহিত একত্র বিচরণ করিত। এই সময় মদন-মত্ত হইয়া পক্ষ-বিস্তার পূর্ব্বক ঐ পক্ষিণীর সহিত সঙ্গমে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পক্ষিণী তৎকালে পূর্ণকামা না হইয়াই পতি-বিয়োগিনী হইয়া পড়িল।

ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি যখন দেখিলেন যে, নিষাদ সঙ্গম-প্রবৃত্ত কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে সংহার করিল, তখন তাঁহার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি ক্রৌঞ্চীকে রোদন করিতে দেখিয়া করুণার উদ্রেক বশত মদন-মোহিত পক্ষী বধ করা অধর্ম্ম স্থির করিয়া রোষাবিষ্ট হৃদয়ে কহিলেন, নিষাদ! তুমি কাম-মোহিত ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মধ্যে একটিকে বধ করিয়াছ। এই কারণে তুমি চিরকাল প্রতিষ্ঠা ভাজন হইতে পারিবে না।*

***"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥"**

এই শ্লোকটি আদি কবির মুখ-পঙ্কজ-বিনির্গত প্রথম শ্লোক। ইহার পূর্ব্বে কোন কাব্য বা শ্লোক প্রণীত হয় নাই। এই শ্লোক উপলক্ষ ও অবলম্বন করিয়াই এইরূপ করুণ-রস-প্রধান সমাক্ষর চরণ-চতুষ্টয়ে বদ্ধ শ্লোক দ্বারা আদিকাব্য রামায়ণ প্রণীত হইয়াছে; সুতরাং এই শ্লোকটিই সমগ্র রামায়ণের অথবা যাবদীয় সংস্কৃত কাব্যের বীজ-স্বরূপ। এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারগণ, ইহার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম প্রকাশ করা যাইতেছে।

কোন কোন টীকাকার বলেন যে, এই শ্লোকের অর্থান্তর দ্বারা শ্রীরামকৃত-রাবণ-বধ-রূপ-কাব্যার্থ এবং রামায়ণ কাব্যের নায়ক রামচন্দ্রের প্রতি আশীর্ব্বাদ, এই উভয়ই সূচিত হইল। যথা—মানিষাদ! (যিনি মা অর্থাৎ লক্ষ্মীর আবাস) হে রাম! তুমি রাবণ-মন্দোদরী-রূপ ক্রৌঞ্চ-মিথুন হইতে কামমোহিত রাবণকে বধ করিয়াছ, অতএব তুমি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ অখণ্ড ঐশ্বর্য্য আনন্দ যশ

মহর্ষি, নিষাদকে এই বাক্য বলিয়া পশ্চাৎ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এই বিহঙ্গমের নিমিত্ত শোকার্ত্ত হইয়া এ কি বলিলাম! তিনি মুহূর্ত্ত কাল এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই উদীরিত বাক্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক পার্শ্বস্থিত শিষ্য ভরদ্বাজকে কহিলেন, বৎস! আমার মুখ হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হইল, তাহা সমানাক্ষর চরণ-চতুষ্টয়ে নিবদ্ধ, ইহা আমার শোকাবেগ-প্রভাবে কণ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়াছে, এজন্য ইহা শ্লোক বলিয়া প্রথিত হউক।—আর যদিও ইহা আমার অনুচিত শোক হইতেই প্রবৃত্ত হইয়াছে, তথাপি ইহা আমার অযশোরূপ না হইয়া যশোরূপই হউক। মহর্ষি এই উদার বাক্য কহিলে শিষ্য ভরদ্বাজ, গুরুর প্রতি প্রীতি-প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রহৃষ্ট হৃদয়ে তাহার অনুমোদন করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি, শিষ্যের সহিত এইরূপ কথোপকথন করত সেই শোক-সম্ভূত শ্লোক চিন্তা করিতে করিতে আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। সংযতেন্দ্রিয় বিনয়-সম্পন্ন শিষ্য ভরদ্বাজও পূর্ণ কলস গ্রহণ করিয়া গুরুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রত্যাগমন করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি, শিষ্যের সহিত আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন পরন্তু ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার হৃদয় হইতে সেই শ্লোক-বিষয়িণী চিন্তা অপনীত হইল না;—তিনি তদ্গত চিত্তেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, সর্ব্ব-লোক-কর্ত্তা স্বয়ম্ভু ভগবান প্রভু স্বয়ং ব্রহ্মা, চিন্তাকুলিত সেই মহর্ষিকে

প্রভৃতি লাভ কর। কোন কোন টীকাকার, এই শ্লোকের অন্য প্রকার অর্থ করিয়া বলেন যে, এই অর্থ দ্বারা রামায়ণ-কাব্যার্থ সূচিত হইল; যথা—হে নিষাদ (নি অর্থাৎ নিতরাং ত্রৈলোক্য-পীড়ক) রাবণ! তুমি ক্রৌঞ্চ অর্থাৎ রাজ্যক্ষয়-বনবাসাদি দুঃখে পরম কৃশ, সীতা-রাম-রূপ কাম-মোহিত মিথুন হইতে একটিকে অর্থাৎ সীতাকে মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক পীড়া দিয়াছ; এই কারণে তুমি লঙ্কাপুরীতে পুত্র-পৌত্র-ভৃত্যগণের সহিত অধিক দিন সুখসম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবে না। কোন কোন টীকাকার আবার উপরি-উক্ত উভয় অর্থেরই অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক এরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, রাম যখন জানিলেন, নারদের মুখে তদীয় গুণ-বর্ণন শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার করুণরস-পূর্ণ চরিত-বর্ণনে সমুৎসুক হইয়াছেন, তখন, মহর্ষির হৃদয় করুণার্দ্র কি না, এবং মহর্ষি করুণ-রস-প্রধান কাব্য-প্রণয়নে সমর্থ কি না, পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, তিনি স্বয়ংই নিষাদরূপ ধারণ পূর্ব্বক মহর্ষির সম্মুখে ক্রৌঞ্চরূপে স্ত্রী-সম্ভোগ-প্রবৃত্ত কোন রাক্ষসকে সংহার করিলেন। মহর্ষি তদ্দর্শনে করুণার্দ্র-হৃদয় হইয়া অধর্ম্ম-বোধে শাপ প্রদান করিলেন যে, পাপমতে নিষাদ! তুমি কাম-মোহিত ক্রৌঞ্চ-মিথুন-মধ্যে একটিকে বধ করিয়া যার পর নাই অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, এই কারণে তুমি ইহলোকে অধিক কাল পত্নী-সহবাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না, অল্পকাল মধ্যেই তোমাকে পত্নী-বিয়োগ-জনিত দুঃখ অনুভব করিতে হইবে। বাল্মীকি যে রামকে শাপ দিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য যে তিনি সীতা পরিত্যাগ করেন, তাহা পদ্মপুরাণে রাম-বৈভব-বর্ণনে বর্ণিত আছে, যথা—জনপদবাসী কাষ্ঠ-বিক্রয়ী বিশ্বনিন্দক কোন দুর্ব্বৃত্ত পামর, নিজ বধূকে তিরস্কার করিবার সময়, সীতা রাবণ-গৃহে ছিলেন বলিয়া কলঙ্কারোপ পূর্ব্বক তাঁহার নিন্দা করিয়াছিল। রাজীবলোচন রাম চর-মুখে তাহা শ্রবণ করিয়া লোকাপবাদ ভয়ে ভীত হইলেন। তিনি লক্ষ্মণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি সীতা পরিত্যাগের গূঢ় কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমত ভৃগু, পশ্চাৎ বাল্মীকি আমাকে এই বিষয়ে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই কারণেই অদ্য আমি এই সীতাকে পরিত্যাগ করিতেছি; এ বিষয়ে অপর কোন ব্যক্তি কারণ নহে। স্কন্দপুরাণ-পাতালখণ্ডে অযোধ্যা-মাহাত্ম্যেও বর্ণিত আছে যে, বাল্মীকি, নিষাদকে শাপ প্রদান করিয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, ঈদৃশ সময়ে ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কহিলেন, যাঁহাকে তুমি শাপ দিয়াছ, তিনি ব্যাধ নহেন, রামচন্দ্র ব্যাধ-বেশে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন। তুমি কাব্যদ্বারা তাঁহার চরিত বর্ণনা কর। তাহাতে তুমি সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও সকলের পূজ্য হইবে। ব্রহ্মা এইরূপ উপদেশ দিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলে মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ-কাব্য প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দর্শন করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে আগমন করিলেন। বাল্মীকি তাঁহাকে দর্শন করিবা-মাত্র তৎক্ষণাৎ উত্থান পূর্ব্বক পরম বিস্মিত ও অতি সম্ভ্রম-বশত সংযতবাক্য হইয়া অতীব বিনীত-ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়-মান রহিলেন। পরে তিনি তাঁহাকে যথা-বিধানে প্রণামপূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য আসন প্রদান ও স্তুতি পাঠ প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর ভগবান পিতামহ পরম পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইয়া মহর্ষি বাল্মীকিকেও আসন পরিগ্রহ করিতে অনুমতি দিলেন। বাল্মীকি, পিতামহের অনু-জ্ঞানুসারে আসনে উপবেশন করিলেন।

এইরূপে সাক্ষাৎ লোক-পিতামহ সুখোপ-বিষ্ট হইলে বাল্মীকি তদ্গত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, পাপাত্মা নীচাশয় নিষাদ, কি কষ্টকর কার্য্যই করিয়াছে! সে তাদৃশ সুচারু-রব ক্রৌঞ্চকে বিনাপরাধে বধ করিল! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহর্ষির শোকাবেগ প্রবল হইয়া উঠিল; তিনি ক্রৌঞ্চীর নিমিত্ত মুহুর্মুহু শোক করিতে করিতে তদ্গত চিত্ত ও শোক-পরবশ হইয়া ব্রহ্মার সমক্ষেই পুনরায় সেই শ্লোক পাঠ করিয়া ফেলিলেন। তখন ব্রহ্মা সহাস্য মুখে তাঁহাকে কহিলেন, মহর্ষে! ক্রৌঞ্চ-বধ-উপ-লক্ষে তোমার মুখ হইতে যাহা নিঃসৃত হইল, তাহা তোমার শোক-বাক্যে নিবদ্ধ হওয়াতে শ্লোক বলিয়াই বিখ্যাত হউক, ব্রহ্মন্! আমার সঙ্কল্পানুসারেই তোমার মুখ হইতে ঈদৃশ বাক্য নির্গত হইয়াছে।

মহর্ষে! এক্ষণে তুমি গুণ-সম্পন্ন ধীমান ধর্ম্মাত্মা রামের সমগ্র চরিত বর্ণন করিয়া লোকে প্রচার কর। তুমি নারদ-মুখে যেরূপ রামচরিত শ্রবণ করিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণরূপ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হও। ধীমান রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, বানর এবং রাক্ষসগণ প্রকাশ্য-রূপে বা গুপ্তভাবে যেখানে যে সময় যে কার্য্য করিয়াছেন, অথবা ইহাঁদেরও বিদিত বা অবি-দিত ভাবে যাহা যাহা ঘটিয়াছে; তৎসমুদায়ের মধ্যে যে যে বিষয় তোমার অবিদিত আছে, আমার প্রসাদে তৎসমুদায়ই এক্ষণে তোমার জ্ঞানগোচর হইবে। রাজা দশরথ মহিষীর সহিত বা প্রকৃতির সহিত যখন যে স্থানে অবস্থান করিয়াছেন, যখন যে বাক্য বলিয়া-ছেন, যখন যাহা মনে করিয়াছেন, যখন যাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমার অনুগ্রহে তুমি তৎসমুদায়ই পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে। এই কাব্য মধ্যে তোমার মুখ হইতে একটিও অনৃত বাক্য নিঃসৃত হইবে না। এক্ষণে তুমি পবিত্র মনোহর শ্রীরাম-চরিত শ্লোকবদ্ধ করিয়া প্রকাশ কর।

এই মহীতলে যতকাল পর্য্যন্ত পর্ব্বত ও নদী সকল বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্ত রামায়ণ-কথা বিলুপ্ত হইবে না; এবং যত কাল পর্য্যন্ত ত্বৎপ্রণীত রামায়ণ কাব্য ভূতলে প্রচারিত থাকিবে, তত কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-লোকের ঊর্দ্ধ অধ, সকল প্রদেশেই তুমি বিচরণ করিতে পারিবে। ভগবান ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি ও তাঁহার শিষ্যগণ এতৎ-শ্রবণে পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পরে মহর্ষির সমুদায় শিষ্য পুনঃপুন ঐ শ্লোক গান করিতে লাগিলেন; এবং যারপর নাই বিস্ময়াপন্ন ও প্রীত হইয়া বারম্বার কহিতে লাগিলেন, মহর্ষি কর্ত্তৃক সমানাক্ষর পাদ-চতুষ্টয়ে যাহা গীত হইয়াছে, অতিশয় শোকাবেগ-ভরে সমুচ্চরিত হওয়াতে সেই শোকই শ্লোকরূপে পরিণত হইল।

অনন্তর আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন উদার-বুদ্ধি কীর্ত্তিমান মহর্ষি বাল্মীকি, এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইলেন যে, ঈদৃশ করুণ-রস-পূর্ণ শ্লোকদ্বারা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বিধ-পুরুষার্থ-সাধক, বহুবিধ-বিচিত্র-বিষয়-পূরিত, রত্নাকর-সদৃশ বহুবিধ-রত্ননিলয় ও সর্ব্ববিধ লোকের শ্রবণ-সুখকর সমগ্র রামায়ণ কাব্য প্রণয়ন করিব। পরে তিনি উদার-চরিত-বোধক-সুললিত-পদাবলী-বিভূষিত সমাক্ষর শত শত শ্লোক-দ্বারা যশস্বী রামের যশোবর্ণন বিষয়ক কাব্য প্রণয়ন করিলেন।

এক্ষণে, সমাস-সন্ধি-প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগ-নিষ্পন্ন, সম অর্থাৎ পতৎপ্রকর্ষ-প্রভৃতি-দোষ-পরিশূন্য, মাধুর্য্যগুণ-বিভূষিত, করুণরস-পূর্ণ, প্রসাদগুণ-সম্পন্ন বাক্যসমূহে নিবদ্ধ, পিতামহানুগ্রহে অবিতথ-বচন মহর্ষি-প্রণীত, সেই রঘুপ্রবীর শ্রীরামচরিত এবং রাবণবধ-বিবরণ সকলে শ্রবণ কর।

তৃতীয় সর্গ।

বাল্মীকির পরোক্ষ-জ্ঞান ও কাব্যোপসংক্ষেপ।

রাম-চরিতানুসন্ধান-পরায়ণ মহর্ষি বাল্মীকি, প্রথমত নারদমুখে কাব্য-বীজ-স্বরূপ শ্রীরাম-গুণাবলী-বর্ণন শ্রবণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ লোকের নিকট রামের চরিত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে তিনি যথাবিধি আচমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রাচীনাগ্র কুশোপরি উপবেশন করিয়া যোগবলে রাম সীতা প্রভৃতির চরিত উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাজা দশরথ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী প্রভৃতি রাজ-মহিষীগণ ও সমুদায় প্রজার সম্বন্ধে যখন যাহা ঘটিয়াছে, যিনি যখন যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, যিনি যখন যেরূপ বাক্য বলিয়াছেন, যিনি যখন যেরূপ হাস্য পরিহাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং যিনি যখন যে ভাবে চলিয়াছেন, মহর্ষি সমাধিস্থ হইয়া যোগবলে তৎসমুদায়ের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রত্যক্ষবৎ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। সত্য-সন্ধ রাম লক্ষ্মণ ও সীতা যৎকালে বনে বনে বিচরণ করেন, তৎকালে তাঁহাদের সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায়ও তিনি যোগবলে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন।——

শ্রীরামের জন্ম, ও স্বয়ং অক্ষত থাকিয়া শত্রু-পরাজয়-সামর্থ্য, তাঁহার প্রজানুরঞ্জন-প্রবৃত্তি, সর্ব্বলোক-প্রিয়তা, ক্ষান্তি, সৌম্যতা, সত্য-বাদিতা, বিশ্বামিত্রের সহিত তাঁহার গমন কালে বহুবিধ বিচিত্র কথা, মিথিলা-গমন, ধনুর্ভঙ্গ,

জানকীর বিবাহ, পরশুরামের সহিত বিবাদ, দশরথের ভয়, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন, কৈকেয়ীর দুরভিসন্ধি, অভিষেকের ব্যাঘাত, রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন, রাজা দশরথের শোক, বিলাপ, মোহ ও পরলোকগমন, প্রজাগণের বিষাদ, কৌশলক্রমে তাহাদিগকে অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্তী-করণ, নিষাদাধিপতি গুহের সংবাদ, সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন, গঙ্গা-সমুত্তরণ, মহর্ষি ভরদ্বাজের দর্শন, ভরদ্বাজের অভিমতি অনুসারে চিত্রকূটপর্ব্বত-দর্শন, চিত্রকূট পর্ব্বতে কুটীর-নির্ম্মাণ ও অবস্থান, ভরতের আগমন, ভরতের অনুনয়-বিনয় পূর্ব্বক রামকে প্রতি-নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা, রামচন্দ্রের পিতৃতর্পণ, রাম-পাদুকাদ্বয়ের অভিষেক ও ভরতের নন্দিগ্রামে বাস, শ্রীরামের দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ, সুতীক্ষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকার, অনসূয়ার সহিত সীতার সহবাস, অনসূয়া কর্ত্তৃক-অঙ্গরাগ-প্রদান, শরভঙ্গ-নামক মহর্ষির আশ্রমে বাস, বাসব-সন্দর্শন, শ্রীরামের অগস্ত্যের আশ্রমে বাস ও অগস্ত্যের নিকট দিব্য শরাসন গ্রহণ, বিরাধ নামক রাক্ষসের বধ, পঞ্চবটীতে বাস, শূর্পণখার হাস্য পরিহাস ও তাহার নাসিকা-চ্ছেদন, খর ও ত্রিশিরা নামক রাক্ষস বধ, রাবণের সীতাহরণোদ্যোগ, মারীচ-বধ, সীতাহরণ, গৃধ্ররাজ জটায়ুর নিধন, শ্রীরামের বিলাপ, কবন্ধনামক রাক্ষস কর্ত্তৃক রামাদির গ্রহণ, কবন্ধনিধন, রামের শবরী-সন্দর্শন, ফলমূল-ভক্ষণ, পম্পানদী-দর্শন, পম্পানদীতে মহাত্মা রাঘবের বিলাপ ও প্রলাপ, হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ, রামচন্দ্রের ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন, সুগ্রীবের সহিত সমাগম, তাল-ভেদাদি দ্বারা বীর্য্য-বিষয়ে সুগ্রীবের বিশ্বাসোৎপাদন, বালী ও সুগ্রীবের নিযুদ্ধ, বালিবধ, সুগ্রীবকে রাজ্যে সংস্থাপন, তারার বিলাপ, রাম ও সুগ্রীবের নিয়ম-স্থাপন, তদনুসারে রামের বর্ষাকালে নিরুদ্যোগ হইয়া অবস্থান, রঘুপ্রবীর রামচন্দ্রের কোপ, সুগ্রীবের কপি-সৈন্য-সংগ্রহ, নানাদিকে সৈন্য-প্রেরণ ও পৃথিবীর সংস্থানকথন, হনুমানের হস্তে রামের অঙ্গুরীয়কপ্রদান, ঋক্ষরাজের বিল-দর্শন, বানরগণের প্রায়োপবেশন, সম্পাতির সহিত সাক্ষাৎ, পর্ব্বতারোহণ, হনুমানের সমুদ্র-লঙ্ঘন, সমুদ্রের বচনানুসারে হনুমানের মৈনাক-পর্ব্বতদর্শন, রাক্ষসীর তর্জ্জন, ছায়াগ্রাহ নামক রাক্ষসের দর্শন, সিংহিকা-নিধন, লঙ্কাপুরীদর্শন, নিশাকালে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ, হনুমান একাকী বলিয়া তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয়িণী চিন্তা, পান-ভূমিতে হনুমানের গমন, অবরোধ-দর্শন, রাবণ-দর্শন, পুষ্পক-দর্শন, হনুমানের অশোক বনে গমন, সীতা-দর্শন, রাক্ষসী-দর্শন, রাবণ-সন্দর্শন, সীতার নিকট রামের অঙ্গুরীয়রূপ অভিজ্ঞান-প্রদান, সীতার সহিত হনুমানের কথোপকথন, রাক্ষসীদিগের তর্জ্জন, ত্রিজটার স্বপ্ন দর্শন, সীতার মণি-প্রদান, অশোক বনের বৃক্ষ-ভঙ্গ, রাক্ষসীদিগের পলায়ন, রাবণ-কিঙ্করগণের বিনাশ, মন্ত্রিপুত্র-বধ, সেনাপতি-বধ, অক্ষ-বধ, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ-প্রয়াণ, ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রে হনুমানের বন্ধন, লঙ্কা-দাহ ও লঙ্কা-বিমর্দ্দন,

হনুমানের পুনর্ব্বার সাগর-লঙ্ঘন, মধু-হরণ, রামের নিকট মণি-প্রদান, রামের প্রতি আশ্বাস-প্রদান, সমুদ্রের সহিত রামের সমাগম, নল দ্বারা সেতু-বন্ধন, সেতু দ্বারা সৈন্যদিগের সমুদ্র পার হওন, ভীষণ-ভাবে লঙ্কা-অবরোধ, বিভীষণের সহিত সমাগম, বিভীষণ কর্ত্তৃক রাবণ-বধের উপায়-কথন, কুম্ভকর্ণ-বধ, মেঘনাদ-বধ, রাবণ-বধ, সীতার উদ্ধার, লঙ্কারাজ্যে বিভীষণের অভিষেক, রামের পুষ্পক-যানে আরোহণ ও অযোধ্যাভিমুখে গমন, মহর্ষি ভরদ্বাজ-সমাগম, ভরতের নিকট হনুমৎ-প্রেরণ, ভরতের সহিত সমাগম, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের উৎসব, বানর-সৈন্য ও রাক্ষস-সৈন্যের বিসর্জ্জন, অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণের সমাগম, রাক্ষসগণের উৎপত্তি-কথন, রাবণের দিগ্বিজয়-কীর্ত্তন, সীতা-পরিত্যাগ, রামের প্রজারঞ্জন, রাজ-পদাভিষিক্ত ধীমান রামের চরিত, এই ভূতলে রামের ভবিষ্য ঘটনা, যমুনা-তীর-বাসী ঋষিগণের সমাগম, লবণ-বধের নিমিত্ত শত্রুঘ্ন-প্রেরণ, বাল্মীকির আশ্রমে সীতার পুত্রদ্বয়-প্রসব, লবণ-বধ, কাল ও দুর্ব্বাসার সমাগম, লক্ষ্মণ-পরিত্যাগ, এবং রামচন্দ্র যেরূপে পুত্রদিগকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিলেন; ত্রিলোক-দর্শী বাল্মীকি তপোবলে ও যোগবলে সেই সমস্ত বিষয় করতলস্থিত আমলকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিলেন।

মহর্ষি এই সকল সন্দর্শন করিয়া সুবিস্তীর্ণ রাম-চরিত-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে পুণ্য-পুঞ্জ-সঞ্চয় হয়। ইহা হইতে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-রূপ পুরুষার্থ-ত্রয় লাভ করা যাইতে পারে। এই অদ্ভুত কাব্য-সাগরে বেদার্থ-রূপ রত্ন-সমূহ নিহিত রহিয়াছে।

মহর্ষি বাল্মীকি এইরূপে সম্পূর্ণ রামায়ণ-কাব্য প্রণয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কোন্ ব্যক্তি ইহা ভূমণ্ডলে প্রচারিত করিবেন। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-বিশারদ মহর্ষি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ঈদৃশ সময়ে তাঁহার শিষ্য, তরুণ-বয়স্ক, রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন, ঔদার্য্য-গুণ-বিশিষ্ট, মুনি-বেশ-ধারী, সীতা-রামাঙ্গসম্ভব কুশ ও লব, তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। ভগবান বাল্মীকি তাঁহাদিগকে প্রণত ও সম্মুখ-স্থিত দেখিয়া মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, আমি এই আর্ষ রামায়ণ কাব্য প্রণয়ন করিয়াছি, আমার আজ্ঞানুসারে তোমরা ইহা অধ্যয়ন ও ধারণ কর। ইহা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিলে পুণ্য-সঞ্চয় হয়। ইহাতে পৌলস্ত্য-বধ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই পুরুষার্থ-ত্রয় লাভ করা যাইতে পারে। ইহা দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত লয়-সহকারে পঠিত বা গীত হইলে অতীব শ্রবণ-মধুর হইয়া থাকে। ষড়্জ প্রভৃতি সপ্ত স্বরে ও সপ্ত জাতি দ্বারা তন্ত্রী সহকারে ইহা এরূপ সুমধুর গান করা যাইতে পারে যে, তাহাতে শ্রোতৃবর্গের মন সর্ব্বতোভাবেই অপহৃত হইয়া যায়। ইহাতে শৃঙ্গার, বীর, বীভৎস, রৌদ্র, হাস্য, ভয়ানক, করুণ, অদ্ভুত, শান্ত, এই নববিধ কাব্য-রসেরই সমাবেশ আছে।

ভগবান মহর্ষি সেই দুই বালককে এইরূপ বলিয়া রাম-চরিত-বিষয়ক কাব্য উত্তম রূপে অধ্যয়ন করাইতে আরম্ভ করিলেন।

যখন তাঁহারা এই পরম পবিত্র রামায়ণ-কাব্য বিশিষ্টরূপে কণ্ঠস্থ করিলেন, তখন মহর্ষি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা মহর্ষিগণের সভায় এবং রাজর্ষিগণের ও পুণ্যাত্মা সাধুগণের সমাগম হইলে সেই স্থানে এই রামায়ণ-কাব্য গান করিতে আরম্ভ কর। যেমন একটি বিম্ব হইতে তাহার প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয়, সেইরূপ রামচন্দ্রের অনুরূপ-রূপ-সম্পন্ন, বেদ-বেদাঙ্গ-পুরাণ-ইতিহাস প্রভৃতির পারদর্শী, স্বভাবত-মধুর-স্বর, দেব-সদৃশ রূপবান, রাজপুত্র কুশ ও লব গুরুর উপদেশ-অনুসারে অধ্যাত্ম-বিদ্যা-বিশারদ সাধুগণের সমীপে সেই সুমধুর রামায়ণ কাব্য মধুর স্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পতগ-গণ, পন্নগগণ ও মহর্ষিগণ তাঁহাদের প্রতি পরম প্রীত হইলেন।

একদা এক স্থানে মহর্ষিগণ সমবেত হইয়াছেন, এমত সময় দেব-সদৃশ রূপ-সম্পন্ন কুশ ও লব তাঁহাদের সম্মুখে সমস্বরে রামায়ণ কাব্য গান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ গীতি শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ বাষ্পাকুলিত-লোচন হইলেন, তাঁহাদের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। বহু ব্যক্তি এককালে সাধুবাদ প্রদান করাতে মহান শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ধর্ম্ম-বৎসল মুনিগণ অতীব প্রীত-হৃদয় হইয়া গায়ক কুশ ও লব ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন, আহা! কাব্য কি ভাবানুগতই হইয়াছে! আহা! কি মধুর সঙ্গীত! আহা! এই বালক-দ্বয়ের কি মধুর স্বর! আহা! ভগবান রামচন্দ্রের সমগ্র চরিত কি মহান উদার! এই সমুদয় ঘটনা বহু দিন পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আমরা যেন এক্ষণে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি! এই কাব্য সমাক্ষর পদে ও সুমধুর সরল সংস্কৃত বাক্যে নিবদ্ধ হইয়াছে। মধুর-স্বর-সম্পন্ন, তরুণ, দেবকুমার-সদৃশ কুশ ও লব এই কাব্যের অনুরূপই গায়ক ও পাঠক হইয়াছে।

এই রামচরিত-বিষয়ক কাব্য কি সুশ্রাব্য! কি সুপাঠ্য! ইহাদের সঙ্গীত কি সুস্বর! ইহাতে যথাস্থানে সন্ধি, যথাস্থানে পদ-বিন্যাস ও যথাস্থানে তালমানাদি থাকাতে কি মনোহরই হইয়াছে; ইহা উত্তম স্বরসম্পন্ন হওয়াতে সকলেরই মনোরঞ্জন হইতেছে!

কুশ ও লব এইরূপে প্রশংসিত ও সম্মানিত হইয়া পুনর্ব্বার সমধিক সুমধুর স্বরে উত্তমরূপে গান করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে প্রীত-হৃদয় হইয়া কোন ঋষি তাঁহাদিগকে পানীয় কলস প্রদান করিলেন, কেহ সুস্বাদু বন্য ফল, এবং কেহ বা ইপ্সিত বল্কল পারিতোষিক দিলেন। কোন ঋষি কৃষ্ণাজিন, কেহ যজ্ঞোপবীত, কেহ বা কমণ্ডলু, কেহ বা মুঞ্জ-মেখলা, কেহ ঋষি-যোগ্য আসন, কেহ কৌপীন, কেহ বা হৃষ্ট হইয়া একখানি কুঠার, কেহ বা কাষায় বস্ত্র, কেহ বা একখানি ছিন্ন বস্ত্র, কেহ জটা-বন্ধন-রজ্জু, কেহ বা প্রমুদিত হইয়া কাষ্ঠ-বন্ধন-রজ্জু, কেহ যজ্ঞ-ভাণ্ড, কেহ বা কাষ্ঠ-ভার, এবং কেহ কেহ বা উডুম্বর-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত আসন প্রদান করিলেন; কোন কোন মহর্ষি আনন্দিত হইয়া আশীর্ব্বাদ

করিতে লাগিলেন; এবং কেহ কেহ বা হর্ষ-ভরে কহিলেন, তোমরা চিরজীবী হও। অবিতথ-বাদী মহর্ষিগণ এইরূপে সকলেই বর প্রদান করিতে লাগিলেন।

মুনিগণ সকলেই প্রশংসা পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন যে, মহর্ষি-প্রণীত এই আখ্যান অতীব চমৎকার; ইহা কবিত্ব শক্তির একমাত্র আধার; ইহার বিবরণ সমুদায় যথাস্থানে বিন্যস্ত হইয়াছে; ইহা আয়ুষ্য, পুষ্টি-জনন ও সর্ব্বশ্রুতি-মনোহর।

প্রথমত মহর্ষিগণ এইরূপে এই রামায়ণ-কাব্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন, এই অদ্ভুত আর্ষ রামায়ণ-কাব্য কবিগণের উপজীব্য। দেব-সদৃশ-নিরুপম-রূপ-সম্পন্ন কুশ ও লব এইরূপে সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইয়া রাজধানীতে রাজগণ-সমীপে এই কাব্য গান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময় রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তিনি এই গায়কদ্বয়ের বিষয় শ্রবণ করিয়া বিশ্বস্ত পুরুষ দ্বারা তাঁহাদিগকে সম্মান পূর্ব্বক লইয়া গেলেন। কুশ ও লব, যজ্ঞে দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণের অবকাশ সময়ে রামের আজ্ঞানুসারে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, এবং অন্যান্য ভূপতিগণের ও বশিষ্ঠ, অত্রি প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণের সমক্ষে এই রামায়ণ-কাব্য গান করিতে আরম্ভ করিলেন। রামচন্দ্রও মহামূল্য-আস্তরণ-সংবৃত নির্ম্মল-আসনে সমাসীন হইয়া ভরত প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত, বহু-সংখ্য পুরবাসিগণের সহিত ও শতসহস্র জনপদ-বাসী জনগণের সহিত, মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আত্মচরিত রামায়ণ-কাব্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাম তন্ত্রীস্বর-সদৃশ-সুস্বর-সম্পন্ন, বিনয়-নম্র, দেব-সদৃশ-পরম-রূপবান, কুমার কুশ ও লবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লক্ষ্মণকে এবং সমুদায় সদস্যগণকে কহিলেন, এই দুইটি বালক দেবতার ন্যায় তেজঃসম্পন্ন; ইহাঁরা বিচিত্র-পদ-বিন্যাস ও বিচিত্র অর্থে সুমধুর স্বরে মনোহর গান করিতেছেন; তোমরা ইহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। দেখ, তপোবনবাসী অথচ রাজ-লক্ষণাক্রান্ত বালক এই কুশ ও লব, মহর্ষি-বাল্মীকি-বিরচিত অদ্ভুত সঙ্গীত দ্বারা আমারই চরিত গান করিবে।

অনন্তর কুশ ও লব শ্রীরামের অনুজ্ঞানুসারে আদ্যোপান্ত সমুদয় রামায়ণ-কাব্য যথাক্রমে গান করিতে আরম্ভ করিলেন, রামচন্দ্রও সমাগত জনগণের সহিত একত্র হইয়া অনন্য-চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ সর্গ।

অনুক্রমণিকা।

রামচন্দ্র রাজ্যাভিষিক্ত হইলে, ভগবান মহর্ষি বাল্মীকি, বিচিত্র-পদ-বিন্যাস-পূর্ব্বক উদার অর্থে এই বিচিত্র শ্রীরাম-চরিত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-রমণীয় আখ্যান বিষ্ণুভক্তি-প্রদ ও পরম পবিত্র। এই চিরন্তন

ইতিহাসে বেদ-চতুষ্টয়ের তাৎপর্য্য সমুদায় নিহিত রহিয়াছে।

তাপস-বেশ-ধারী ইক্ষ্বাকু-বংশ-সম্ভূত কুশ ও লব, ধৌম্য মাণ্ডব্য কুশিক প্রভৃতি মহর্ষি-গণকে, ব্রত-পরায়ণ সংযতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ-গণকে, আর্ষ্ঠিসেন প্রভৃতি রাজগণকে এবং কোশল-দেশীয় সমুদায় প্রজাগণকে ইহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। ইহা শ্রবণ করিলে ইহ-লোকে ধন, যশ, আয়ু ও পরলোকে স্বর্গলাভ হয়। ইহা মহৎ স্বস্ত্যয়ন—ইহা পাঠ করিলে সমুদায় আপদ্-বিপদ শান্তি হইয়া থাকে। যাথার্থ্য-অবলম্বন পূর্ব্বক ইহাতে মহাত্মা রামচন্দ্রের কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। এই রামায়ণ-কাব্যমধ্যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, সুবি-স্তীর্ণ দণ্ডনীতি, বেদার্থ ও কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি সমুদায় বার্ত্তা-শাস্ত্র সন্নিবেশিত রহি-য়াছে।

এই রামায়ণ কাব্য যিনি পাঠ করিবেন, যিনি প্রতিদিবস শ্রবণ করিবেন, তিনি ইহ-লোকে অনন্য-সুলভ ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া চরম কালে দেব-সদৃশ হইবেন। ইহাতে ইক্ষ্বাকু-বংশ-সম্ভূত ভূপতিগণের, ধীশক্তি-সম্পন্ন জনকের এবং দেবর্ষি পুলস্ত্যের বংশ-বর্ণন আছে। মহানুভব রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইলে কুশ ও লব সর্ব্ব-সন্তোষকর এই রামায়ণ-আখ্যান প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ধর্ম্মার্থ-প্রতিপাদক, পাপনাশন, মঙ্গলকর আদিকাণ্ডে যাহা যাহা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সবিস্তার নির্ঘণ্ট কথিত হইতেছে।

ইহাতে প্রথমত নারদের প্রতি প্রশ্ন, বাল্মীকির তমসা-তীরে গমন, ব্রহ্মার দর্শন, ব্রহ্মা হইতে উত্তম বর-প্রাপ্তি, এবং রামায়ণ কাব্যের শ্লোক-পরিমাণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। পরে অযোধ্যা-নগরী-বর্ণন, রাজা দশরথের বর্ণন, অমাত্য-বর্ণন, কৌশল্যা-বর্ণন, পুত্রের নিমিত্ত রাজা দশরথের মন্ত্রণা, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, উত্তম বর-প্রাপ্তি, যজ্ঞভাগ-গ্রহণের নিমিত্ত দেবগণের আগমন, রাবণ-বধের নিমিত্ত দেবগণের মন্ত্রণা, দেবলোক হইতে দেবগণের অবতরণ, দিব্য পায়সের উৎপত্তি, রাজপুত্রগণের জন্ম, কৌশল্যার গর্ভে রামের, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরতের, সুমি-ত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের উৎপত্তি, সমুদায় বানরদিগের উৎপত্তি, বিশ্বামিত্রের সহিত রাজা দশরথের সমাগম, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ-রক্ষার্থ রামচন্দ্র-সমর্পণ, লক্ষ্মণের অনুগমন, বিশ্বামিত্রের নিকট রাম ও লক্ষ্মণের বিদ্যা-প্রাপ্তি, অনঙ্গাশ্রমে বাস, তাড়কাবন-দর্শন, তাড়কা-বধ, রামের অস্ত্রলাভ, রামের সিদ্ধা-শ্রমে বাস, যজ্ঞ-রক্ষা, সুবাহু-বধ, মারীচের ভর্ৎসনা, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিজ-বংশ কীর্ত্তন, পবিত্র-সলিলা গঙ্গার উৎপত্তি, দিব্য-গর্ভ-পতন, কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি, বিশালনামক রাজর্ষির বংশ-কীর্ত্তন, অহল্যার শাপ-মোচন, মিথিলা-দর্শন, যজ্ঞভূমি-দর্শন, মিথিলাধিপতি জনক-দর্শন, ধীমান শতানন্দ কর্ত্তৃক রাঘবের নিকট মহাত্মা কৌশিকের সমগ্র চরিত-কীর্ত্তন, ধনুর্ভঙ্গ, জনকের কন্যা-প্রদান, জনকের সহিত রাজা দশরথের সমাগম, সীতা ঊর্ম্মিলা প্রভৃতি

কন্যাগণের পরিণয়, পুত্রবধূ লইয়া রাজা দশরথের স্বদেশ-গমন, ধীমান জামদগ্ন্যের সহিত রামের সমাগম, জামদগ্ন্যের স্বর্গপথ-রোধ, রাজা দশরথের অযোধ্যা-প্রবেশ, ভরতের মাতামহ-গৃহে বাস, অযোধ্যা-নিবাসী প্রজাগণের আনন্দ ;—এই সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রথম কাণ্ডের নামই আদি অথবা বালকাণ্ড। ইহাতে চতুঃষষ্টি সর্গ এবং দুই সহস্র অষ্ট শত পঞ্চাশৎ শ্লোক আছে। এই আদি কাণ্ডে মহাত্মা রামের বাল-চরিত সমুদায় কীৰ্ত্তিত হইয়াছে।

অতঃপর অযোধ্যাকাণ্ড নামক দ্বিতীয় কাণ্ড। ইহাতে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সঙ্কল্প, অভিষেকের ব্যাঘাত, কৈকেয়ীর নিকট রাজা দশরথের অনুনয়-বিনয়, রাজা দশরথের শোক, রামের বন-গমন ও লক্ষ্মণের অনুগমন, প্রকৃতিগণের বিষাদ, রামকর্ত্তৃক তাহাদিগের বিসর্জ্জন, নিষাদাধিপতি-সংবাদ, সুমন্ত্র-বিসর্জ্জন, গঙ্গা-সমুত্তরণ, ভরদ্বাজ-দর্শন, ভরদ্বাজের অনুজ্ঞানুসারে রামের চিত্রকূট-দর্শন, চিত্রকূট পর্ব্বতে কুটীর-নির্ম্মাণ ও বাস, সুমন্ত্র অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, রাজা দশরথের মোহ-প্রাপ্তি, রাজা দশরথের নিজ-শাপ-কথন ও স্বর্গ-প্রাপ্তি, মাতুলালয় হইতে ভরতের শীঘ্র আগমন, রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত মহাত্মা ভরতের বন-গমন, ভরতের ভরদ্বাজ-আশ্রমে বাস, ভরতের রাম-দর্শন, রামের পিতৃতর্পণ, রামের নিকট ভরতের অনুনয়-বিনয়, জাবালি ও বামদেবের বাক্য, ইক্ষ্বাকুবংশ-কীৰ্ত্তন, রামচন্দ্রের কোশল-দেশ-গমনে অনিচ্ছা, ভরতের রাম-পাদুকা-গ্রহণ ও বিদায়, ভরতের নন্দিগ্রামে প্রবেশ, মাতৃগণের বিসর্জ্জন, মহাত্মা শত্রুঘ্নের অযোধ্যায় প্রবেশ ;—এই সকল বিষয় বিস্তারিত রূপে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় কাণ্ড অযোধ্যাকাণ্ড নামে কথিত হইয়া থাকে। ইহাতে অশীতি সর্গ এবং চারি সহস্র এক শত সপ্ততি শ্লোক আছে।

অতঃপর আরণ্যককাণ্ড নামক তৃতীয় কাণ্ড। ইহাতে মহাবাহু রামের দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ, অনসূয়ার সহিত সীতার সহবাস, অনসূয়া কর্ত্তৃক অঙ্গরাগ-প্রদান, বিরাধ-নামক রাক্ষস-দর্শন ও বিরাধ-বধ, ঋষিগণের সহিত রামের সাক্ষাৎকার, মৈথিলীর সান্ত্বনা, শরভঙ্গাশ্রমে রামের গমন, মহেন্দ্র-দর্শন, রামের সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে গমন, সীতার সহিত কথোপকথন, মন্দকর্ণির কথা, ইন্দ্র-বিসর্জ্জন, ইল্বল-নামক অসুরের সংবাদ ও তাহার দৌরাত্ম্য-কীৰ্ত্তন, রামের অগস্ত্যাশ্রমে বাস, পঞ্চবটী-দর্শন, জটায়ু-দর্শন, রামের জনস্থানে বাস, শীতকাল-বর্ণন, ভরতের স্মরণ, কৈকেয়ীর গর্হণ, শূর্পণখার সহিত সংবাদ, শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন পূর্ব্বক বিরূপকরণ, খরনামক ঘোর রাক্ষস-বধ, দূষণ-বধ, ত্রিশিরোবধ, রাক্ষসী শূর্পণখার লঙ্কা-প্রবেশ, শূর্পণখা কর্ত্তৃক রাবণের সীতাসম্বন্ধে প্রলোভন, দুরাত্মা রাবণের মারীচাশ্রমে গমন, মারীচের মৃগরূপে বৈদেহী-প্রলোভন এবং বৈদেহীর লোভোৎপাদন দ্বারা রামচন্দ্রকে দূরে অপনীত করণ, মারীচ-বধ, সীতা কর্ত্তৃক লক্ষ্মণের তিরস্কার, সীতাহরণ, রামের সহিত লক্ষ্মণের সমাগম,

জটায়ু-বধ, সীতা লইয়া রাবণের লঙ্কাপুরী-প্রবেশ, মহারণ্য-মধ্যে রামের সহিত লক্ষ্মণের সংবাদ, সীতা হৃতা হইয়াছেন মনে করিয়া রামের বিলাপ, জটায়ু-দর্শন, মহাত্মা জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক জটায়ুর তর্পণ, কবন্ধ-নামক রাক্ষস-বধ, কবন্ধের উৎকৃষ্ট স্বর্গলোক-প্রাপ্তি, কবন্ধের বাক্যানুসারে রাঘবের সুগ্রীব-অন্বেষণ, শবরী-দর্শন, পম্পানদী-তীরে রামের বিলাপ;—এই সকল বিষয় বিস্তারিত-রূপে বিবৃত হইয়াছে। এই তৃতীয় কাণ্ডের নাম আরণ্যককাণ্ড। ইহাতে এক শত চতুর্দ্দশ সর্গ এবং চারি সহস্র এক শত পঞ্চাশৎ শ্লোক আছে।

অতঃপর কিষ্কিন্ধাকাণ্ড নামে চতুর্থ কাণ্ড। ইহাতে মহাত্মা রামের ঋষ্যমুক পর্ব্বত-প্রাপ্তি, হনুমৎ-সন্দর্শন, হনুমানের সহিত কথোপকথন, রামচন্দ্রের ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আরোহণ, রাম ও সুগ্রীবের সখ্য-স্থাপন, বালির পৌরুষ-কীর্ত্তন, সপ্ততাল-ভেদ, তদ্দ্বারা রামের বল-বিষয়ে সুগ্রীবের প্রত্যয়োৎপাদন, বালি ও সুগ্রীবের নিযুদ্ধ, বালি-বধ, বালি-অন্তঃপুরে বিলাপ, তারার কারুণ্য, সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক, সুগ্রীবের নিকট বালি-পুত্র সমর্পণ, রামের বিলাপ, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক রামের সান্ত্বনা, বর্ষাকালে রামের বিলাপ, শরৎকাল-বর্ণন, শরৎকালে রামের বিলাপ, সুগ্রীবের সময়-লঙ্ঘন, সুগ্রীবের প্রতি রামের কোপ, রামের কোপ দেখিয়া লক্ষ্মণের সম্ভ্রম, সুগ্রীবের নিকট দৌত্য-কার্য্যে লক্ষ্মণ-প্রেরণ, রামাশ্রমে সুগ্রীবের আগমন, রামের নিকট সুগ্রীবের অনুনয়-বিনয়, বানর-সংগ্রহ, মহাত্মা সুগ্রীব কর্ত্তৃক পৃথিবীর সংস্থান-বর্ণন, চতুর্দ্দিকে বানর-যূথ-প্রেরণ, হনুমানের নিকট রামের অঙ্গুরীয়-প্রদান, হনুমান প্রভৃতির বিন্ধ্যপর্ব্বত-লঙ্ঘন, বানরগণের স্বয়ংপ্রভার গুহায় প্রবেশ, সীতার অনুসন্ধান না পাইয়া বানরগণের মহাবিষাদ, মহাত্মা বানরগণের প্রায়োপবেশন, ধীমান গৃধ্ররাজ সম্পাতির দর্শন;—এই সকল বিষয় বিস্তারিত-রূপে বর্ণিত আছে। এই চতুর্থ কাণ্ড কিষ্কিন্ধাকাণ্ড নামে কথিত হইয়াছে। ইহাতে চতুঃষষ্টি সর্গ এবং দুই সহস্র নয় শত পঞ্চবিংশতি শ্লোক আছে।

অতঃপর সুন্দরকাণ্ড। ইহাতে যথাক্রমে হনুমানের সমুদ্র-লঙ্ঘন, সুরসা-দর্শন, মৈনাক-পর্ব্বত-দর্শন, সিংহিকা-নাম্নী রাক্ষসী-বধ, হনুমানের লঙ্কা-দর্শন, লঙ্কা-প্রবেশ, লঙ্কা-বর্ণন, সীতার অনুসন্ধান, রাবণের মনোহর অন্তঃপুরে সীতার অন্বেষণ, রাক্ষসেশ্বর দুরাত্মা রাবণের সন্দর্শন, পুষ্পকরথ-দর্শন ও তাহাতে জানকীর অন্বেষণ, জানকীর অদর্শনে হনুমানের শোক, হনুমানের অশোক-বনে প্রবেশ ও জানকী-দর্শন, রাক্ষসরাজ রাবণের ঐ প্রমদা-বনে প্রবেশ, রাবণ কর্ত্তৃক সীতার প্রলোভন, সীতা কর্ত্তৃক রাবণের ভর্ৎসনা, রাক্ষসীদিগের তর্জ্জন-গর্জ্জন, সীতা কর্ত্তৃক হনুমৎ-সন্দর্শন, হনুমানের অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়-প্রদান, সীতার সহিত হনুমানের কথোপকথন, সীতা কর্ত্তৃক চূড়ামণি-প্রদান ও প্রতিসন্দেশ, হনুমান কর্ত্তৃক অশোক-বন-ভঙ্গ, ক্রূর রাক্ষসগণের ভর্ৎসনা, রাবণ-কিঙ্করগণের বধ, মন্ত্রিপুত্র-বধ, সেনাপতি-

বধ, অক্ষ-বধ, হনুমান ও মেঘনাদের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ, মেঘনাদের ব্রহ্মাস্ত্রে হনুমানের অদ্ভুত-রূপে বন্ধন ও রাবণের নিকট হনুমৎ-সমর্পণ, হনুমানের ভর্ৎসনা, হনুমানের লাঙ্গুলে অগ্নি-প্রদান, লঙ্কা-দাহ, হনুমান কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার সীতা-দর্শন, হনুমানের প্রত্যাগমন এবং জাম্ববান ও অন্যান্য বানরগণের সহিত সমাগম, সুগ্রীবের মধুবনে বানরগণের গমন, মধু-বিলুণ্ঠন, বানরগণের দেবমার্গে আরোহণ, মধুবন-ভঙ্গ, অঙ্গদ-প্রমুখ বানরগণের রামচন্দ্র-দর্শন, মহাত্মা রাম কর্ত্তৃক হনুমানের আলিঙ্গন, এবং হনুমান কর্ত্তৃক রামের নিকট 'সীতার সংবাদ, সীতার মণি-দান, লঙ্কা-দর্শন, রাবণ-দর্শন, সীতা-দর্শন, সীতার প্রতিসন্দেশ, দুর্গ-কর্ম্ম-বিধান, রাক্ষসীদিগের অত্যাচার, অশোক-বন-ভঙ্গ, দুর্গ-বিনাশ,' এই সমুদয় বিশেষরূপে কথন, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও অসংখ্য বানর-সৈন্যের সহিত রামের দক্ষিণাভিমুখে গমন, সাগর-তীরে সকলের উপবেশন;—এই সকল বিষয় বর্ণিত আছে। এই পঞ্চম কাণ্ড সুন্দরকাণ্ড নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সুন্দরকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশৎ সর্গ ও দুই সহস্র পঞ্চচত্বারিংশৎ শ্লোক আছে।

অতঃপর যুদ্ধকাণ্ড নামে ষষ্ঠ কাণ্ড। ইহাতে মহাবাহু রামচন্দ্রের সাগর-সমীপে সমুপস্থিতি, লঙ্কা-গমনাভিলাষে রামচন্দ্রের মন্ত্রণা, রাম আসিতেছেন শুনিয়া রাবণের মন্ত্রণা, রামের সহিত সন্ধি করিবার ইচ্ছায় রাবণের প্রতি বিভীষণের "মহারাজ মৈথিলীকে সমর্পণ করুন, আমাদের লঙ্কা নগরীর মঙ্গল হউক, এই কার্য্যই আমাদের পরম শ্রেয়স্কর। ইহার বিপরীতাচরণ করিলে মহা-বিপদ ঘটিবে"—এইরূপ কথন, বিভীষণের এতদ্বাক্য শ্রবণে কোপ-সংরক্ত-লোচন রাবণ কর্ত্তৃক বিভীষণের প্রতি পাদ-প্রহার, চারি জন সচিবের সহিত গদাপাণি বিভীষণের রাবণ পরিত্যাগ করিয়া রামের নিকট আগমন, সাগর হইতে জল লইয়া মহাত্মা রাম কর্ত্তৃক, প্রযত্ন সহকারে লঙ্কারাজ্যে বিভীষণের অভিষেক, সমুদ্রের প্রতি রামের ক্রোধ, রামের নিকট সমুদ্রের আগমন, সমুদ্রের অনুমতি ক্রমে রাম কর্ত্তৃক নল দ্বারা সেতু-বন্ধন, ঐ সেতু দ্বারা মহাত্মা রামের ঘোর সমুদ্র-সমুত্তরণ, সুবেলা-প্রাপ্তি, গুপ্তচর-প্রবেশ, শুক সারণের বাক্য, বানর-সৈন্য দর্শন, রাক্ষসেশ্বর রাবণের মন্ত্রণা, মায়াময় রাম-মস্তক-নির্ম্মাণ, সরমার বাক্য, সরমা কর্ত্তৃক সীতার আশ্বাসন, মাল্যবানের বাক্য, সৈন্য দ্বারা লঙ্কাপুরী-রক্ষা, রাঘব-বলমধ্যে মন্ত্রণা, চর-প্রবেশ, সুবেল পর্ব্বতের উপরিভাগে আরোহণ, লঙ্কা-অবরোধ, যুদ্ধের আরম্ভ, দ্বন্দ্বযুদ্ধ-প্রবর্ত্তন, সুপ্তঘ্ন-যজ্ঞকোপ প্রভৃতি রাক্ষস-বধ, ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক রাত্রি-যুদ্ধ-বিধান, রাম ও লক্ষ্মণের নাগপাশে বন্ধন, গরুড়-দর্শন, অস্ত্র-বন্ধন-মোচন, ধূম্রাক্ষ-বধ, অকম্পন-বধ, প্রহস্ত-বধ, যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া রাবণের পলায়ন, দুর্গ-কর্ম্ম-বিধান, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা-ভঙ্গ, কুম্ভকর্ণ-দর্শন, রামের প্রশ্ন, কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রা, বানরগণের ত্রাস, কুম্ভকর্ণ কর্ত্তৃক সুগ্রীব-গ্রহণ, কুম্ভকর্ণ-হস্ত হইতে সুগ্রীবের মুক্তি, রামচন্দ্রের হস্তে কুম্ভকর্ণ-বধ, ত্রিশিরো-বধ,

দেবান্তক-বধ, নরান্তক-বধ, অতিকায়-বধ, রাক্ষস-পুত্র নিকুম্ভ ও কুম্ভ-বধ, মেঘনাদের অস্ত্রে সসৈন্য রামের মোহ, হনুমান কর্ত্তৃক আনীত ওষধি দ্বারা সকলের চৈতন্য, উল্কাভিহার যুদ্ধ, মকরাক্ষ-বধ, মায়াসীতা-বধ, মেঘনাদ-বধ, রাক্ষসেশ্বর রাবণের ক্রোধ, রাবণের সাতিশয় দুর্নিমিত্ত দর্শন, রাবণের যুদ্ধ-যাত্রা, বিরূপাক্ষ-বধ, মত্ত-বধ, উন্মত্ত-বধ, মহোদর-বধ, মহাপার্শ্ব-বধ, রামের বাক্য, রাবণের ভর্ৎসনা, মহাত্মা রাম ও রাবণের অস্ত্র-যুদ্ধ, লক্ষ্মণ-বধ, রামের বিলাপ, গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে ওষধি-আনয়ন, লক্ষ্মণের পুনরুজ্জীবন, মহানুভব দেবরাজ কর্ত্তৃক রামের নিমিত্ত রথ-প্রদান, মাতলি-দর্শন, মাতলি কর্ত্তৃক দেবরাজের বাক্য নিবেদন, সংগ্রামে মূর্চ্ছিত রাক্ষসেশ্বর রাবণকে লইয়া সারথির পলায়ন, দুরাত্মা রাবণ কর্ত্তৃক সারথির ভর্ৎসনা, আকাশে দানবগণের সহিত দেবগণের বিগ্রহ, সপ্তাহ কাল রাম ও রাবণের মহাঘোর দ্বৈরথ যুদ্ধ ও ভূমিকম্প, ত্রিলোক-বিখ্যাত রাক্ষসেশ্বর রাবণ-বধ ;—এই সকল বিষয় বিস্তারিত-রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই ষষ্ঠ কাণ্ডের নাম যুদ্ধকাণ্ড। ইহাতে এক শত পাঁচ সর্গ ও চারি সহস্র পাঁচ শত শ্লোক আছে।

অতঃপর উত্তর চরিত-সহিত অভ্যুদয় নামক সপ্তম কাণ্ড। ইহাতে রাবণ-মহিষীদিগের বিলাপ, বিভীষণের লঙ্কারাজ্যে অভিষেক, রাবণের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া, হনুমানের অশোক-বন-প্রবেশ, সীতাদর্শন, রামদর্শনার্থ সীতার আগমন, রামচন্দ্রের সহিত সীতার সমাগম, মহাত্মা রাম কর্ত্তৃক সীতার ভর্ৎসনা, রাম কর্ত্তৃক সীতা-পরিত্যাগ, সীতার অগ্নি-প্রবেশ, অগ্নি-প্রবিষ্টা সীতার পরম অদ্ভুত অদাহ, ব্রহ্মাদি দেবগণের সন্দর্শন, বৃষভধ্বজ-দর্শন, পিতামহের নিকট রামচন্দ্রের বর-প্রাপ্তি, রামের পিতৃ-দর্শন, কৈকেয়ীর শাপ-মোচন, দশরথের পরিতোষ, ইন্দ্রের নিকট রামের বরপ্রাপ্তি, মৃত-বানরগণের পুনর্জ্জীবন-প্রাপ্তি, রাক্ষসেশ্বর বিভীষণ কর্ত্তৃক বানরগণের নিমিত্ত রত্ন-সংবিভাগ, মহাত্মা রামচন্দ্রের, বানরগণের এবং রাক্ষসগণের পুষ্পক-রথে আরোহণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অযোধ্যাভিমুখে গমন, ভরদ্বাজ-আশ্রমে গমন ও মহর্ষি ভরদ্বাজ দর্শন, রামচন্দ্রের নন্দিগ্রামে প্রবেশ ও গুরুজন-দর্শন, অযোধ্যাপ্রবেশ, রামচন্দ্রের ব্রত-সমাপন, রামের রাজ্যাভিষেক, নগর-বাসী জনগণের মহা আনন্দ, মহাত্মা ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক, মুনিগণের সমাগম, রাক্ষসগণের উৎপত্তি-কীর্ত্তন, রাক্ষসেশ্বর রাবণের ত্রৈলোক্য-বিজয়-কীর্ত্তন, অহল্যার বিবরণ, মহাত্মা লক্ষ্মণ দ্বারা সীতার নির্ব্বাসন, সীতার বাল্মীকি-আশ্রমে গমন, ইক্ষ্বাকুবংশ-বর্দ্ধন কুশ ও লবের উৎপত্তি, শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক লবণ-বধ, শম্বুক-নামক শূদ্র-তপস্বি-বধ, অগস্ত্য মুনির সমাগম, অগস্ত্যের নিকট অলঙ্কার-প্রাপ্তি, শ্বেতোপাখ্যান, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, রামচন্দ্রের রামায়ণ গীত শ্রবণ, রামায়ণ-কাব্য-শ্রবণান্তে কুশ ও লব আত্মপুত্র বলিয়া রামের পরিজ্ঞান, বাল্মীকির বাক্য,

রামচন্দ্রের বিলাপ, বৈদেহীর পরম-অদ্ভুতরূপে রসাতল-প্রবেশ, রামের ক্রোধ, ব্রহ্মার দর্শন, কাল ও দুর্ব্বাসার সমাগম, লক্ষ্মণ-পরিত্যাগ, মহাত্মা বানরগণের, সুহৃদ্গণের ও পৌরগণের মহাপ্রস্থান-গমন, সকলের উত্তম স্বর্গলোক-প্রাপ্তি ;—এই সকল বিষয় সবিস্তার কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সপ্তম কাণ্ডের নাম আভ্যু-দয়িক কাণ্ড ; ইহাতে অভ্যুদয়ের (রামের রাজ্যাভিষেকের) উত্তরবর্ত্তী ঘটনা বর্ণিত থাকাতে ইহা উত্তরকাণ্ড এবং রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের পরবর্ত্তী ভবিষ্য-ঘটনা বর্ণিত থাকাতে ইহা ভবিষ্যকাণ্ড বলিয়াও উক্ত হইয়া থাকে। এই আভ্যুদয়িক কাণ্ডে নবতি সর্গ ও তিন সহস্র তিন শত ষষ্টি শ্লোক আছে।

এই সাতকাণ্ড রামায়ণে সর্ব্বসমেত ছয় শত বিংশতি সর্গ এবং চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক রহিয়াছে।

ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত রামচন্দ্র-চরিত-বিষয়ক এই আখ্যান, সমুদয় পাপ ও ভয় নাশক। এই দিব্য বৈষ্ণব আখ্যান স্বয়ং বাল্মীকি-প্রণীত। ইহা শ্রবণ বা পাঠ করিলে ধন, যশ, আয়ু, পুত্র, ও পুষ্টিবর্দ্ধন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পর্ব্ব দিবসে শুচি ও সমাহিত-চিত্ত হইয়া মহাত্মা দাশরথির এই চরিত পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অন্তকালে পরম সুখে সদ্গতি লাভ করিতে পারেন।

পঞ্চম সর্গ।

অযোধ্যা-নগরী-বর্ণন।

প্রজাপতি বৈবস্বত মনু হইতে আরম্ভ করিয়া পুরুষানুক্রমে যে সমস্ত রাজা বাহু-বলে সসাগরা পৃথিবী পরাজয় পূর্ব্বক উপ-ভোগ করিয়া আসিতেছেন, যাঁহারা পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা নির্ম্মল কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন, যাঁহাদিগের বংশে মহারাজ সগর জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, (যে সগর রাজার গমনকালে ষষ্টি সহস্র পুত্র অনুগমন করিত, যিনি পুত্রগণ দ্বারা সাগর খনন করাইয়াছিলেন), ইক্ষ্বাকুবংশীয় সেই মহাত্মা রাজাদিগের বংশে রামায়ণ নামে প্রসিদ্ধ এই অপূর্ব্ব মহৎ আখ্যান সমুদ্ভূত হইয়াছে। এক্ষণে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-সাধন সেই রামায়ণ কাব্য, আদ্যোপান্ত সমস্ত আমরা গান করিব। অসূয়া-পরিশূন্য হইয়া সকলে শ্রবণ করুন।

সরযূ-নদী-তীরে কোশল নামে এক সুবি-স্তীর্ণ জনপদ আছে। ঐ জনপদ উত্তরোত্তর-উন্নতি-শীল, সর্ব্বদাই আনন্দ-কোলাহল-পরি-পূর্ণ এবং প্রভূত-ধন-ধান্য-সম্পন্ন। এই জন-পদে অযোধ্যা নামে সর্ব্বলোক-বিখ্যাত এক নগরী আছে। পূর্ব্বে মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এই সুশোভনা মহাপুরীর দৈর্ঘ্য দ্বাদশ যোজন ও বিস্তার তিন যোজন। ইহা নয়

সংস্থানে বিভক্ত। ইহার অন্তর-দ্বার-সমূহ সুপ্রণালী ক্রমে বিন্যস্ত রহিয়াছে। ইহার স্থানে স্থানে সুদীর্ঘ সুপ্রশস্ত মহাপথ সকল শোভা পাইতেছে। এই পুরী সুনির্ম্মিত সুবিশাল রাজপথ দ্বারা পরিশোভিত; এই সমস্ত রাজপথ প্রতি-নিয়তই বারি-সংসিক্ত হইয়া থাকে; ইহার উভয় পার্শ্বে বিকসিত সুগন্ধি কুসুমসমূহে আকীর্ণ পাদপপংক্তি কি রমণীয় শোভাই বিস্তার করিতেছে!

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অমরাবতী পালন করেন, তদ্রূপ রাজ্যবর্দ্ধনশীল মহাত্মা রাজা দশরথ সেই পুরী প্রতিপালন করিতেন। ঐ পুরীর যথাস্থানে কপাট ও তোরণ সকল সংবদ্ধ ও সুসজ্জিত রহিয়াছে। ইহার হট্ট-সমুদায়ে আপণ-শ্রেণী সুশৃঙ্খলায় বিন্যস্ত। আপণ-শ্রেণী-মধ্যস্থিত পথ ও দ্বার সুপরিষ্কৃত ও সুদৃঢ়। ইহার যথাস্থানে নানাপ্রকার যন্ত্র এবং বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত আছে। স্থানে স্থানে নানাপ্রকার-শিল্পবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি-গণ বাস করিতেছেন।

অতুল-প্রভা-সম্পন্ন এই মনোহর নগরী শত শত সূত (স্তুতি-পাঠক) ও মাগধ (বংশাবলী-কথক) সমূহে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। উচ্চ অট্টালিকা সমূহে উচ্ছ্রিত ধ্বজ-পতাকা সকল বায়ুভরে বিকম্পিত হইয়া নগরীর মনোহর শোভা সম্পাদন করিতেছে। শতঘ্নী নামক অয়োভার-বিনির্ম্মিত শত শত আয়ুধ উহার প্রাকারসমূহে অবিরল রূপে সংস্থাপিত রহিয়াছে। পুরীর প্রায় সকল স্থানেই ললনাগণের নাট্য-শালা-সমূহ শোভা পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে বৃহৎ পুষ্পবাটিকা ও আম্র-কানন অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে।

এই নগরী, বিশাল প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঐ প্রাকারের চতুর্দ্দিকে দুর্গম গম্ভীর পরিখা রহিয়াছে। তাহাতে আক্রমণের কথা দূরে থাকুক, বিপক্ষ পক্ষীয়েরা এই নগরীতে প্রবেশ করিতেও সমর্থ হয় না। এই নগরী মাতঙ্গসমূহে তুরঙ্গসমূহে রথসমূহে ও যানসমূহে পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে সহস্র সহস্র গো উষ্ট্র গর্দ্দভ প্রভৃতি নানাপ্রকার জন্তু রহিয়াছে। স্থানে স্থানে নানা-দেশীয় দূতগণ ও পথিকগণ অবস্থিতি করিতেছে; এবং নানা-দিগ্-দেশ-নিবাসী বাণিজ্য-জীবিগণ বাণিজ্যার্থ সমাগত হইয়া বাস করাতে নগরীর অভূতপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। নগরীর চতুর্দ্দিক করপ্রদ সামন্ত রাজগণে পরিবৃত রহিয়াছে।

দেবরাজের অমরাবতী পুরীর ন্যায় এই মহা-নগরীতে বৃহৎ পর্ব্বতাকার রত্ন-বিনির্ম্মিত প্রাসাদসমূহ এবং রমণীগণের ক্রীড়া-গৃহসমূহ পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। গৃহ-সমুদায় সুবর্ণ-জলে চিত্রিত থাকাতে সুবর্ণপুরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। বিমানের ন্যায় স্বচ্ছ-দাকার রমণীয় দেবালয়-সমূহ স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে পরম-রমণীয় উদ্যান, সাধারণ-সভা ও প্রপা-সমুদায় অনির্ব্বচনীয় শোভা বিস্তার করিতেছে। মধ্যে মধ্যে সুবিন্যস্ত মহাহর্ম্ম্য-সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে। সমস্ত নগরীই নর-নারীগণে পরিপূর্ণ। দেব-সদৃশ, উদার ও কৃতবিদ্য জনগণ, এই পুরীর শোভা সম্পাদন করিতেছেন। এই

পুরী দেখিলে বোধ হয়, যেন রত্ন সমুদায়ের আকর ও কমলার বিশ্রাম-নিকেতন। এখানকার প্রাসাদসমূহ শৈল-শিখরের ন্যায় বৃহৎ ও উন্নত।

এই নগরীতে শত শত নিরুপম-রূপবতী যুবতী, সর্ব্বপ্রকার রত্ন ও বিমানগৃহ (সপ্তভূমিক বা সপ্ততল গৃহ) রমণীয় শোভা বিস্তার করিতেছে। এখানকার গৃহসমূহ অবিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সংলগ্ন। এই পুরী সমতল ভূমিতে সন্নিবেশিত। ইহা রাশি রাশি ধান্য ও তণ্ডুলে পরিপূর্ণ। এখানকার জল ইক্ষুরসের ন্যায় সুস্বাদু। এই নগরীর উৎসব-সমাজ-সমূহে নিয়তই মহোৎসব হইতেছে। এখানকার সকল লোকই সর্ব্বদা হৃষ্ট ও প্রফুল্ল। ইহার কোথাও বেদধ্বনি হইতেছে; কোথাও জ্যা-নির্ঘোষ শুনা যাইতেছে। কোথাও দুন্দুভি-ধ্বনি, কোথাও মৃদঙ্গধ্বনি, কোথাও বীণাধ্বনি, কোথাও বা পণবধ্বনি হইতেছে। এই পুরীর সকল স্থানই মনোহর ধূপগন্ধ, মাল্যগন্ধ ও হব্যগন্ধে সুবাসিত। এখানে উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ও উৎকৃষ্ট পানীয় সমুদায় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানকার সকলেই শালি-তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিয়া থাকে। ইহার তুল্য রমণীয় নগরী ভূমণ্ডলমধ্যে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না; দেখিলেই বোধ হয় যেন সিদ্ধগণের তপোবলে দেবলোক হইতে বিমান অবতীর্ণ হইয়া মর্ত্যলোকে বিরাজ করিতেছে। এখানকার গৃহ-সমুদায়ের বহির্ভাগ উত্তম সুশৃঙ্খলায় বিনির্ম্মিত হইয়াছে। জ্ঞান-বিষয়ে, ধর্ম্মবিষয়ে, বিদ্যাবিষয়ে, যুদ্ধ-বিগ্রহ-বিষয়ে ও অন্যান্য সমুদায়বিষয়ে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ এখানে বাস করিতেছেন।

যাহারা দলভ্রষ্ট বা সহায়-বিহীন, যাহারা একমাত্র বংশধর অথবা নিরপেক্ষ বা কেবল দর্শক, যাহারা প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থান করে, যাহারা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে, লঘু-হস্ত ও রণ-বিশারদ হইয়াও যাঁহারা তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে বাণবিদ্ধ করেন না, যাঁহারা নিশিত শরনিকর দ্বারা এবং মল্লযুদ্ধ দ্বারা বলপূর্ব্বক অরণ্য মধ্যে গর্জ্জনকারী প্রমত্ত সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ প্রভৃতি সংহার করিতে পারেন, তাদৃশ সহস্র সহস্র মহারথ বীরগণে এই পুরী পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

রাজা দশরথ নানা প্রদেশ হইতে এই সকল ব্যক্তিদিগকে আনয়ন পূর্ব্বক এই অযোধ্যা পুরীতে বাস করাইয়াছিলেন। নাগ-গণ যেমন ভোগবতী পুরী পরিরক্ষা করে, তাহার ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-পারদর্শী লোকপাল-সদৃশ শত শত মহাবীর যোধ-পুরুষগণ দ্বারা এই নগরী পরিরক্ষিত হইত। ইক্ষ্বাকু-বংশাব-তংস ইন্দ্র-সদৃশ স্বয়ং রাজা দশরথও দেব-পুরী-সদৃশ এই অযোধ্যা পুরীর রক্ষাবিধান করিতেন।

শমদম প্রভৃতি সদ্গুণসম্পন্ন, আহিতাগ্নি, ষড়ঙ্গবেদ-পারদর্শী, সত্যপরায়ণ, তপস্বী, দয়ালু, দানশীল, মহর্ষিসদৃশ, সংযতেন্দ্রিয় যতিগণ, এই মহীপতি দশরথের সদ্গুণ-নিচয়ে সমাকৃষ্ট হইয়া নিয়তই এই পুরীতে অবস্থিতি করিতেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

রাজ-বর্ণন।

বেদ-বেদাঙ্গ-বিদগ্রগণ্য, অতীব তেজঃ-সম্পন্ন, ত্রিদশোপম, দূরদর্শী, সুবিখ্যাত রাজা দশরথ, সেই অযোধ্যা পুরীতে অবস্থান পূর্ব্বক আদিরাজ মনুর ন্যায় অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতেন। তিনি পৌরগণ ও জনপদ-বাসি-জনগণের নিরতিশয় প্রিয় ছিলেন। ইক্ষ্বাকুবংশের মধ্যে ইনি অতিরথ বলিয়া প্রসিদ্ধ;—ইনি একাকী দশ সহস্র মহারথ বীরের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইতেন। ইনি যাগশীল, ধর্ম্মপরায়ণ, মহর্ষি-কল্প, বলবান্, শত্রুবিজেতা, নীতিশাস্ত্র-বিশারদ, রাজর্ষি, জিতেন্দ্রিয় ও ত্রিলোক-বিখ্যাত ছিলেন। ইনি ধন ধান্য প্রভৃতি বিভব-বিস্তার দ্বারা দেবরাজ ও যক্ষরাজ সদৃশ হইয়াছিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অমরাবতী পালন করেন, সেইরূপ সত্যসন্ধ এই রাজা দশরথ, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-রূপ ত্রিবর্গ সাধন-উদ্দেশেই এই অযোধ্যা নগরী পরিপালন করিতেন। তাঁহার শাসন কালে এই নগরীতে সমুদায় লোকই সর্ব্বদা হৃষ্টপুষ্ট ছিল; বহুবিদ্যা উপার্জ্জন করে নাই, এমন লোকই লক্ষিত হইত না; কেহ উন্মার্গগামীও ছিল না। সকলেই স্ব স্ব সম্পত্তিতে পরিতুষ্ট থাকিত। কেহই অল্প-সঞ্চয়ী ছিল না; সকলেই প্রচুর পরিমাণে উত্তম উত্তম দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিত। যাহার গো অশ্ব ধন ধান্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য ছিল না, যাহার ঐহিক পারত্রিক কামনা সমুদায় পরিপূর্ণ হয় নাই, ঈদৃশ গৃহস্থই এ নগরীতে ছিল না।

এই নগরী মধ্যে কোন ব্যক্তি কামপরতন্ত্র, কুপ্রবৃত্তির বশীভূত, অনৃতাচারী, অভিমানী, সংরম্ভশীল, শঠ, নৃশংস, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, নীচাশয়, পিশুন, পরস্বোপজীবী ও দীন ছিল না। সকলেরই বহুপুত্র হইত। কাহারো পরমায়ু সহস্র বৎসরের ন্যূন ছিল না। এই নগরীর সকল পুরুষই স্বদার-নিরত ও সকল সীমন্তিনীই পতিপরায়ণা ছিল। নর নারী সকলেই ধর্ম্মশীল, সংযতেন্দ্রিয়, স্বভাবসন্তুষ্ট, সুশীল, সুচরিত এবং মহর্ষির ন্যায় নির্ম্মল-হৃদয় ছিল। কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে মুকুট ও গলদেশে মাল্য ধারণ করে নাই, এরূপ লোকই এ নগরীতে দৃষ্ট হইত না। সকলেরই ভূরি পরিমাণে বহুবিধ ধর্ম্মানুগত সুখসম্ভোগে কালাতিপাত হইত। সকলেরই গাত্র সুমার্জ্জিত ছিল। সকলেই উত্তম সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিত। সকলেরই শরীর চন্দন দ্বারা চর্চ্চিত ছিল। এই সর্ব্বোত্তম পুরীতে কোন ব্যক্তিই দরিদ্র; হীনদশাপন্ন, কুটিল বা নাস্তিক ছিল না। সকলেই সুপরিষ্কৃত ভূষণ ও নিষ্ক ধারণ করিত; সকলের হস্তেই হস্তাভরণ ছিল। এখানে কোন ব্যক্তিই সদ্বৃত্ত-রহিত ছিল না।

এই নগরীর দ্বিজগণ সকলেই স্বকর্ম্মনিরত, যাগাধ্যয়ন-নিষ্ঠ ও অপ্রতিগ্রহ ছিলেন। এখানে কোন মনুষ্যই নাস্তিক, মিথ্যাবাদী, কোপন-স্বভাব, খল-প্রকৃতি, সামর্থ্য-বিহীন ও অশুচি ছিল না। এখানকার কেহ অপরিচ্ছন্ন

দ্রব্য আহার করিত না; কেহ সুগন্ধ স্থান ব্যতীত দুর্গন্ধ স্থানে থাকিত না। কোন ব্যক্তি অদাতা, অহঙ্কার-মত্ত, দুঃখার্ত্ত বা কুটিল-হৃদয় ছিল না। এখানকার মহিলাগণ সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, চতুরতা, সুশীলতা, বিশুদ্ধাচার ও অন্যান্য অনন্য-সাধারণ গুণসমূহে বিভূষিত ছিল। তাহারা উত্তম পরিষ্কৃত বসন ভূষণ ব্যবহার করিত। এই অযোধ্যাতে কোন ব্যক্তিই বিকৃতাকার, ক্রূর, হতশ্রী, অলস, অবশীকৃতান্তঃকরণ ও অনার্য্য-হৃদয় ছিল না। এখানে কোন ব্যক্তিকেই অমর্ষান্বিত, উদ্বিগ্ন, আতুর, ভয়যুক্ত বা রাজভক্তি-বিরহিত দেখিতে পাওয়া যাইত না।

অত্রত্য জনগণ দীর্ঘজীবী ও সত্য-পরায়ণ ছিল। তাহারা সকলেই বর্ণশ্রেষ্ঠ জনগণের, দেবগণের, পিতৃগণের ও অতিথিগণের পূজা করিত। রাজন্যগণ ব্রাহ্মণগণের সম্মান করিতেন। বৈশ্য ও শূদ্রগণ রাজবংশীয়ের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে ত্রুটি করিত না। এখানে আচার-সঙ্কর বা যোনি-সঙ্কর ছিল না। পূর্ব্বকালে মানবেন্দ্র মনুর অধিকার সময়ে প্রজাগণ যেমন সর্ব্ব বিষয়েই উন্নতিশালী ছিল, সেইরূপ ইক্ষ্বাকু-কুল-তিলক রাজা দশরথের অধিকার কালেও অযোধ্যা-বাসী প্রজাবর্গ এই প্রকার সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বতোভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া পরম সুখে নিরুদ্বেগে কালাতিপাত করিতেছিল।

সিংহগণ যেমন গিরিগুহা রক্ষা করে; তাহার ন্যায়, সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ, পাবক-সদৃশ-তেজঃ-সম্পন্ন, শত শত যোধগণে এই পুরী সুরক্ষিত হইত। এই স্থান, কম্বোজ-দেশ-সম্ভূত, বনায়ু-দেশ-সম্ভূত, সিন্ধু-দেশ-সম্ভূত এবং বাহ্লীক-দেশ-সম্ভূত, সাগর-সমুত্থ-উচ্চৈঃশ্রবা-সদৃশ তুরঙ্গ-সমূহে পরিপূর্ণ ছিল। অসীম-বল-বীর্য্য-গুণ-সম্পন্ন, অক্রুর-বিচেষ্টিত, শৌর্য্য-শালী, পর্ব্বত-প্রতিম, প্রমত্ত মাতঙ্গগণেও এই নগরী সুশোভিত হইয়াছিল। এই মাতঙ্গগণের মধ্যে কতকগুলি বিন্ধ্য-পর্ব্বত-জাত, কতকগুলি হিমালয়-সমুৎপন্ন, কতকগুলি পদ্মনামক-নাগ-বংশ-সম্ভূত, কতকগুলি অঞ্জন-কুলোদ্ভূত, কতকগুলি ঐরাবত-কুল-প্রসূত, কতকগুলি বামন-কুলোদ্ভব, কতকগুলি ভদ্র-বংশীয়, কতকগুলি মন্দ-বংশীয়, কতকগুলি মৃগ-বংশীয়, কতকগুলি ভদ্রমন্দ-জাত, কতকগুলি ভদ্রমৃগ-জাত, কতকগুলি মৃগমন্দ-জাত, এবং কতকগুলি গন্ধহস্তী।

অযোধ্যার যে অংশে রাজসদন ছিল, যেখানে পাপস্পর্শ-পরিশূন্য রাজা দশরথ বাস করিতেন, তাহার এক যোজন বা তদপেক্ষাও দূরতর প্রদেশ পর্য্যন্ত এই নগরী অত্যন্ত সৌন্দর্য্য-সম্পন্না ও শোভমানা ছিল। এই অযোধ্যা পুরী সার্থক নামও ধারণ করিয়াছিল,—কোন বিপক্ষই এই নগরীতে আসিয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না।

কোশলেশ্বর রাজা দশরথ, মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন শত শত প্রাসাদ-সুশোভিত, দৃঢ়তর-তোরণ-রাজি-রাজিত, উপবন-বিভূষিত, সভা-গৃহালঙ্কৃত, পরম রমণীয় এই অযোধ্যা পুরী উত্তম রূপে পালন করিয়াছিলেন।

সপ্তম সর্গ।

অমাত্য-বর্ণন।

ইক্ষ্বাকুনন্দন মহাত্মা দশরথের অমাত্যগণ সকলেই অসামান্য-গুণ-সম্পন্ন, মন্ত্রজ্ঞ ও ইঙ্গিতজ্ঞ ছিলেন। তন্মধ্যে ষড়ঙ্গ-বেদে পারদর্শী মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বামদেব তাঁহার মন্ত্রী ও পুরোহিত; এবং ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র, এই আট জন তাঁহার প্রধান অমাত্য। এতদতিরিক্ত সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন, এই সমুদায় ব্রহ্মর্ষিগণও মন্ত্রিকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। দশরথের পুরুষ-পরম্পরাগত মন্ত্রী ও পুরোহিতগণ, ইহাঁদের সহিত মিলিত হইয়া ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন।

এই অমাত্যগণ সকলেই বিশুদ্ধাচার। ইহাঁরা সকলেই রাজার প্রতি অনুরক্ত, সকলেই তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদনে নিয়ত তৎপর ও সকলেই তাঁহার হিতানুষ্ঠানে একান্ত নিরত ছিলেন। ইহাঁরা অসাধারণ বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন, নীতিশাস্ত্র-বিশারদ, রাজনীতির অনুবর্ত্তী, কার্য্যকুশল, মহানুভব, শ্রীমান, হ্রীমান, বীর্য্যবান, ধনুর্ব্বেদ-পারদর্শী, বিখ্যাতবিক্রম, ধৈর্য্যশালী, কীর্ত্তিশালী, রাজকার্য্যে অবহিত-হৃদয়, রাজ-নির্দ্দিষ্ট-কার্য্য-সাধন-তৎপর, রাজাজ্ঞানুবর্ত্তী, মন্ত্র-সংবরণে সমর্থ, লোভ-বিরহিত, বিজিতেন্দ্রিয়, সুতীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, সুনিয়ামক, সুবিচারক, যশস্বী, তেজস্বী, ক্ষমাশীল, পরিণত-বয়স্ক, সর্ব্বদা উৎসাহ-সম্পন্ন, সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ, স্মিত-পূর্ব্বাভিভাষী ও নিরন্তর প্রিয়বাদী ছিলেন।

এই সচিবগণ সকলেই ব্যবহার-কুশল ও দৃঢ়-সৌহৃদ। ইহাঁরা কাম বা ক্রোধ বশত অথবা স্বার্থসাধন উদ্দেশে কখনও অসত্য বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। স্বরাষ্ট্র বা পররাষ্ট্র মধ্যে শত্রু মিত্র বা উদাসীন, যে কোন ব্যক্তি যে কোন কার্য্য করিতে অভিলাষ করিত, তাহার কিছুমাত্র ইহাঁদের অবিদিত থাকিত না। ইহাঁরা জাতি-বিশেষের ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার বিবেচনা বিষয়ে বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন। ধনাগারে ধনসংগ্রহ বিষয়ে ও নূতন বলবৃদ্ধি বিষয়ে ইহাঁদের সম্পূর্ণ দৃষ্টি ও বিশেষ যত্ন ছিল। ইহাঁরা সর্ব্বত্র সমদর্শী ছিলেন; পুত্র কোন অপরাধে অপরাধী হইলে ইহাঁরা ধর্ম্মানুসারে তাহার প্রতিও দণ্ড বিধান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; এবং বিনাপরাধে শত্রুর প্রতিও অত্যাচার করিতেন না।

এই অমাত্যগণ সকলেই জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন। ইহাঁরা পুরুষানুক্রমে উত্তম রূপে এই মন্ত্রিকার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ইহাঁরা রাজ্য-মধ্যস্থিত সর্ব্ববর্ণের ও বর্ণধর্ম্মের নিরন্তর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। বিশেষত যাঁহারা নির্ম্মল-হৃদয় ও বিশুদ্ধাচার, তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে ইহাঁরা সততই সবিশেষ যত্নবান থাকিতেন। ইহাঁরা রাজকোষ পরিপূরণে নিয়ত নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু কখনও ব্রহ্মস্ব হরণ করেন নাই। অল্প অপরাধে কাহারো

প্রতি তীক্ষ্ণ দণ্ড বিধান করা ইহাঁদের অভ্যাস ছিল না; পরন্তু অপরাধ-বিশেষে ব্যক্তি-বিশেষের বলাবল বিবেচনা করিয়া কখন কখন তীক্ষ্ণ দণ্ড প্রদানেও ইহাঁরা পরাঙ্মুখ হইতেন না। ইহাঁরা পরার্থ-সাধনের নিমিত্তই বল ও পৌরুষ প্রকাশ করিতেন। ইহাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীতিযুক্ত ও অবিরোধী ছিলেন। ইহাঁরা সকলের প্রতিই প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিতেন। ইহাঁরা কখনও পরনিন্দা করিতেন না। এই মন্ত্রিগণ বহু গুণে বিভূষিত হইয়াও গর্ব্বিত ছিলেন না। ইহাঁরা আর্য্যবেশ ও সৌমনস্য-সম্পন্ন ছিলেন। ইহাঁরা যাহা নিশ্চয় করিতেন, তদ্বিষয়ে কাহারো কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ থাকিত না। ইহাঁরা সর্ব্বদা ভূপালের বাক্যে সমাসক্ত-চিত্ত ও তাঁহার আদেশ পালনে সর্ব্বদা তৎপর ছিলেন।

এই মন্ত্রিগণ নিজ নিজ সদ্‌গুণানুসারেই খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা যেরূপ বিখ্যাতনামা, সেইরূপ রূপ-গুণ-সম্পন্নও ছিলেন। ইহাঁরা নীতি-নৈপুণ্য, বুদ্ধি-প্রাখর্য্য ও গুণ-গৌরব দ্বারা পররাজ্যেও সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমুদয় বর্ণকেই স্ব স্ব ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। ইহাঁরা পরস্পর একমতাবলম্বী, নির্ম্মল-বুদ্ধি ও প্রজাবর্গের সকল বিষয়েই সর্ব্বতোভাবে অভিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং ইহাঁদের সময়ে নগরী মধ্যে বা রাজ্যমধ্যে কোন ব্যক্তি মৃষাবাদী, তস্কর, অসদাচারী, দুষ্ট বা পরদারাভিমর্ষক ছিল না। ফলত ইহাঁরা যখন রাজ্য শাসন করিতেন, তখন রাজ্যমধ্যে কাহাকেও উদ্বিগ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই, তৎকালে সমুদায় নগর ও জনপদ, সর্ব্বত্রই সর্ব্বতোভাবে শান্তি-সুখ বিরাজমান ছিল।

বিশুদ্ধাচার-নিষ্ঠ এই সমস্ত মন্ত্রী যথাযোগ্য উৎকৃষ্ট বসন ও বেশভূষা ধারণ করিতেন। নৃপতির হিত সাধনই ইহাঁদের প্রধান পুরুষার্থ ছিল। ইহাঁরা নীতি-চক্ষুতে সর্ব্বদাই জাগরিত থাকিতেন। ইহাঁরা যেরূপ অসাধারণ গুরুর শিষ্য, সেইরূপ অসাধারণ গুণসম্পন্নও ছিলেন। ইহাঁদের পরাক্রম কোন দেশেই অপরিজ্ঞাত ছিল না। ইহাঁরা সকল সময়েই সম্প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। ইহাঁরা কোন বৈদেশিক ব্যক্তির নিকটেও অপরিচিত ছিলেন না। ইহাঁরা সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালেই অসামান্য গুণসম্পন্ন ছিলেন; কোন সময়েই যথোপযুক্ত গুণ-বর্জ্জিত হইতেন না। ইহাঁরা শিষ্ট-পালন কালে সত্ত্বগুণ, ধনধান্যাদি-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি সময়ে রজোগুণ, দুষ্ট-দমনকালে তমোগুণ অবলম্বন করিতেন। ইহাঁরা সম্পূর্ণরূপে সন্ধি-বিগ্রহ প্রভৃতির তত্ত্ব পরিজ্ঞাত ছিলেন। রাজা দশরথ ঈদৃশ মন্ত্রিগণে সমবেত হইয়া প্রজাগণের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিতেন।

পুরুষ-ব্যাঘ্র রাজা দশরথ অযোধ্যায় অবস্থান পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় ধর্ম্মপথানুবর্ত্তী হইয়া এরূপে ভূমণ্ডল শাসন ও প্রজা পালন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রতাপে সমস্ত রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছিল; সামন্ত ভূপালগণ সকলেই পদাবনত হইয়াছিলেন;

অন্যান্য নরপতিগণও মিত্রতা স্থাপন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। সূর্য্য যেমন সর্ব্বত্রই কিরণ বিকীর্ণ করেন, সেইরূপ তিনি পৃথিবীর সকল স্থানেই চার সঞ্চারিত করিয়া দেখিতেন, পরন্তু কোন স্থানেই আপনার সমকক্ষ শত্রু বা আপনা হইতে শ্রেষ্ঠতর অপর কোন রাজাকে দেখিতে পাইতেন না। তিনি বদান্যতা সত্য-প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্গুণসমূহে ত্রিলোক-বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

নভোমণ্ডলে দিবাকর যেমন তেজোময় কর-নিকর-মধ্যবর্ত্তী হইয়া দেদীপ্যমান হন, তদ্রূপ এই রাজা দশরথ, মন্ত্রণা-কার্য্যে নিয়ত-নিবিষ্টচিত্ত, হিতসাধন-পরায়ণ, কৃতবিদ্য, বিশ্বস্ত ও কার্য্য-কুশল এই সমস্ত মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া নিরতিশয় শোভমান হইয়াছিলেন।

অষ্টম সর্গ।

সুমন্ত্র-বাক্য।

ঈদৃশ-প্রভাব-সম্পন্ন ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা রাজা দশরথ, পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত নানাপ্রকার দৈব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার বংশধর পুত্র উৎপন্ন হয় নাই। একদা মহীপতি, এই বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমত সময় হঠাৎ তাঁহার মনে উদয় হইল যে, আমি সন্তান-উৎপত্তির নিমিত্ত কি জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করি?

অনন্তর ভূপাল, স্বামি-হিত-পরায়ণ মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃত-নিশ্চয় হইয়া সুবিচক্ষণ মন্ত্রী সুমন্ত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি অবিলম্বে বশিষ্ঠ প্রভৃতি সমুদায় গুরু ও পুরোহিতগণকে আনয়ন কর। দ্রুতগামী সুমন্ত্র, রাজার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া গমন পূর্ব্বক বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরু-পুরোহিতগণকে এবং বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী অন্যান্য মহর্ষিদিগকে আনয়ন করিলেন।

সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ সমাগত হইলে ধর্ম্মশীল রাজা দশরথ, তাঁহাদিগের যথাযোগ্য পূজা করিয়া ধর্ম্মার্থ-সমুজ্জ্বল মধুর বাক্যে কহিলেন, তপোধনগণ! পুত্রের নিমিত্ত আমাকে সর্ব্বদাই পরিতাপ করিতে হইতেছে। আমার এই সাম্রাজ্য ভোগে কিঞ্চিন্মাত্রও সুখ নাই। এই নিমিত্ত সম্প্রতি আমি মানস করিয়াছি যে, পুত্রোৎপত্তি-কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। শাস্ত্রে যেরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে, আমি তদনুসারেই যাগ করিতে ইচ্ছা করি। কিরূপে আমার মনোরথ পূর্ণ হয়, কিরূপে আমি অভীষ্ট পুত্র লাভ করিতে পারি, আপনারা তদ্বিষয়ে উপায় নির্দ্ধারণ করুন।

অনন্তর বশিষ্ঠ প্রভৃতি সমস্ত ব্রাহ্মণগণ, মহীপতির মুখকমল-বিনিঃসৃত এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার অনুমোদন পূর্ব্বক পুনঃপুন সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং পরম প্রীত হৃদয়ে কহিলেন, মহারাজ! আপনি যজ্ঞের আয়োজন করুন; যজ্ঞীয় অশ্বও ছাড়িয়া দিউন; সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত

করিতে আদেশ করুন। রাজন! পুত্রের নিমিত্ত যখন আপনকার ঈদৃশ ধর্ম্মানুগত অধ্যবসায় হইয়াছে, তখন আপনি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই অভিপ্রেত গুণ-সম্পন্ন পুত্র লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

রাজা দশরথ, ব্রাহ্মণগণের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তিনি হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে অমাত্যগণকে কহিলেন, অমাত্যগণ! আমি অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইব; বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরু-পুরোহিতগণ যেরূপ আজ্ঞা করেন, তদনুসারে তোমরা এই যজ্ঞের উপযোগী দ্রব্য-সামগ্রী সকল আহরণ কর। যজ্ঞীয় অশ্বও ছাড়িয়া দাও; অশ্ব-রক্ষণ-সমর্থ চারি শত রাজকুমার এবং উপাধ্যায়, অশ্বের সহিত গমন করুন। সরযূ নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত হউক। যজ্ঞের বিঘ্ন নিবারণের নিমিত্ত শান্তি-কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠিত হইতে থাকুক। শাস্ত্রোক্ত-বিধান অনুসারে যথাক্রমে এ যজ্ঞ সম্পন্ন করা সকল রাজার সাধ্যায়ত্ত নহে। যদিও ইহাতে কোনরূপ বিধি-বিপর্য্যয় বা ব্যতিক্রম না ঘটে; তথাপি, যজ্ঞাদিতে মন্ত্র-ক্রিয়া-লোপাদি-নিবন্ধন যে সকল ব্রাহ্মণ রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যজ্ঞ-তন্ত্রজ্ঞ সেই সকল বিদ্বান ব্রহ্ম-রাক্ষসগণ নিরন্তর ইহার ছিদ্র অন্বেষণ করিতে থাকেন এবং সামান্য ছিদ্র পাইলেই সেই সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক যজ্ঞ অঙ্গ-হীন, দূষিত ও অপধ্বস্ত করিয়া দেন। যজ্ঞ বিধি-বিহীন হইলে যজ্ঞকর্ত্তা অবিলম্বেই বিনষ্ট হন। অতএব, যাহাতে আমার এই যজ্ঞ যথাবিধি সম্পাদিত ও সম্পূর্ণ হয়, তদ্বিষয়ে তোমরা বিশেষ রূপে যত্নবান হও। তোমরা সকলেই কার্য্য-কুশল; তোমাদিগকে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

অমাত্যগণ সকলেই রাজরাজ দশরথের এই সমস্ত বাক্য আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া অভিনন্দন পূর্ব্বক 'যথাজ্ঞা মহারাজ' বলিয়া, তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। সেই সমস্ত আহূত ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণও রাজা দশরথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ প্রতিগমন করিলে, রাজা দশরথ সচিবগণকে কহিলেন, সচিবগণ! তোমরা ঋত্বিক্‌গণের উপদেশ মত যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন করিতে তৎপর হও। নৃপশার্দ্দূল মহামতি দশরথ সমুপস্থিত মন্ত্রিগণকে এইরূপ আদেশ পূর্ব্বক বিদায় দিয়া স্বয়ং নিজ-প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

রাজা দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক হৃদয়-গ্রাহিণী প্রেয়সী মহিষীদিগকে কহিলেন, সহধর্ম্মিণীগণ! আমি পুত্রের নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব; এক্ষণে তোমরাও আমার সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হও। রাজার এই মনোরম বাক্যে অসামান্য-লাবণ্য-সম্পন্ন মহিষীগণের মুখ-কমল বসন্তকালীন উন্মীলিত নলিনীর ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর সারথি সুমন্ত্র, রাজা দশরথকে এইরূপে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃত-সঙ্কল্প দেখিয়া একান্তে কহিলেন, রাজন! আমি

পূর্ব্বে ভবিষ্য বৃত্তান্ত যাহা শুনিয়াছি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে ভগবান সনৎকুমার, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের সমক্ষে আপনকার পুত্রোৎপত্তি-বিষয়ে এইরূপ ভবিষ্য কথা বলিয়াছিলেন,—এই পৃথিবীতে কাশ্যপ-পুত্র বিভাণ্ডক নামে এক মহর্ষি আছেন; ঋষ্যশৃঙ্গ নামে বিখ্যাত তাঁহার এক পুত্র হইবে। এই ঋষিকুমার অরণ্যে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন; অরণ্যেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন; অরণ্যেই বিচরণ করিয়া বেড়াইবেন; তাঁহার পিতা ভিন্ন অপর কোন মনুষ্যকে তিনি দেখিতে পাইবেন না; এবং অপর কোন মনুষ্যকে জানিতেও পারিবেন না। সেই মহাত্মার ব্রহ্মচর্য্য অক্ষত থাকিবে; তাঁহার উগ্র তপস্যা সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইবে। তিনি একমাত্র পিতৃ-শুশ্রূষা ও অগ্নি-শুশ্রূষাতেই নিয়ত নিযুক্ত থাকিবেন। তিনি এইরূপ তপোনুষ্ঠানে নিরত থাকিয়াই কালাতিপাত করিবেন।

এই সময়ে অঙ্গদেশে, লোমপাদ নামে সুবিখ্যাত মহাবল-পরাক্রান্ত প্রতাপশালী এক রাজা হইবেন। এই রাজার কোন ব্যতিক্রম-নিবন্ধন রাজ্যমধ্যে বহু-বৎসর-ব্যাপিনী প্রজা-ক্ষয়-করী অতিদারুণা অনাবৃষ্টি হইবে। রাজা লোমপাদ, অনাবৃষ্টি বশত ব্যাকুল হইয়া তৎ-প্রতীকারের উদ্দেশে জ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন, মহানুভবগণ! আপনারা নানাশাস্ত্রে পারদর্শী; আপনারা লোক-বৃত্তান্তও বিলক্ষণ অবগত আছেন; এক্ষণে কিরূপে এই অনাবৃষ্টির শান্তি হয়, আজ্ঞা করুন। বেদ-বিশারদ ও লোক-ব্যবহারজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বলিবেন, রাজন! আপনি যে কোন উপায়েই হউক, বিভাণ্ডক-তনয় ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করুন। মহারাজ! আপনি ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজধানীতে আনাইয়া সুসমাহিত হৃদয়ে গৃহ্যসূত্রাদির বিধান অনুসারে তাঁহাকে শান্তা নাম্নী কন্যা প্রদান করুন। ঋষ্যশৃঙ্গ কৌমার-ব্রহ্মচারী;—তাঁহার তুল্য বিশুদ্ধ ব্রহ্মচারী আর দ্বিতীয় নাই; তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেই আপনকার অরিষ্ট শান্তি হইবে।

প্রভাবশালী রাজা লোমপাদ, ব্রাহ্মণগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিবেন, কি উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজধানীতে আনিতে সমর্থ হইব। পরে যখন তিনি স্বয়ং ইতি-কর্ত্তব্যতা নিরূপণে অসমর্থ হইবেন, তখন অমাত্যগণকে, পুরোহিতকে এবং মন্ত্রণাকুশল অন্যান্য জনগণকে আহ্বান পূর্ব্বক ঋষি-কুমারকে আনয়ন করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিবেন। যখন জিজ্ঞাসিত হইয়া ইহাঁরাও কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন না, তখন রাজা স্বয়ংই আবার মন্ত্রিবর্গকে বলিবেন, তোমরা স্বয়ং গমন পূর্ব্বক বন হইতে ঋষি-কুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন কর। মন্ত্রিগণ, ভূপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয়াবনত মুখে অনুনয়-বিনয় সহকারে রাজাকে বলিবেন, মহীপতে! আমরা মহর্ষি বিভাণ্ডক হইতে ভীত হইতেছি, যাইতে সাহস হইতেছে না। তদনন্তর তাঁহারা বহুবিধ উপায় পরিচিন্তন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রাজাকে কহিবেন, যাহাতে

কোনরূপ দোষ না ঘটে, এরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া আমরা সেই ঋষিকুমারকে আনয়ন করিব।

রাজা লোমপাদ মন্ত্রিগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তৃতীয় দিবসে পুনর্ব্বার তাঁহাদের সহিত মন্ত্র-নিশ্চয় করিয়া মুনিরূপা বারাঙ্গনা দ্বারা প্রলোভন পূর্ব্বক কৌশলক্রমে ঋষিকুমারকে বিভাণ্ডকের আশ্রম হইতে নিজ পুরীতে আনাইবেন। ঋষিপুত্র ধীমান ঋষ্যশৃঙ্গ, মহীপাল লোমপাদের রাজ্যমধ্যে আগমন করিলেই দেবরাজ ইন্দ্র মুষল ধারায় বারি বর্ষণ করিবেন। পরে রাজা লোমপাদ, বিধি-অনুসারে, উদার-প্রকৃতি রূপবতী নিজ-দুহিতা শান্তার সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন। এইরূপে অসাধারণ-তপঃ-সম্পন্ন প্রতাপবান ঋষ্যশৃঙ্গ, রাজর্ষি লোমপাদের জামাতা হইবেন। পরে রাজা দশরথ পুত্রকামনা করিলে সেই মহাতেজা ঋষিকুমার যজ্ঞে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহারও অভীপ্সিত-পুত্র-কামনা পূর্ণ করিয়া দিবেন।

মহর্ষি সনৎকুমার যৎকালে ঋষিগণ-মধ্যে এই কথা বলেন, তৎকালে আমি তাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম; এবং এ বাক্যের যে অন্যথা হইবে না, তদ্বিষয়েও আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে। সনৎকুমার যেরূপ বলিয়াছিলেন, অসাধারণ-জ্ঞান-সম্পন্ন মহাযশা অঙ্গরাজ লোমপাদ, মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সেইরূপই করিয়াছেন।

রাজা দশরথ, সুমন্ত্রের মুখে এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক কহিলেন, কৌমার-ব্রহ্মচারী, মৃগগণের সহিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সাধু-চরিত, পুণ্যাত্মা, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-পরায়ণ ঋষ্যশৃঙ্গের সমুদায় বিবরণ তুমি বিস্তারিতরূপে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন কর।

নবম সর্গ।

ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান।

রাজা দশরথ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সুমন্ত্র কহিলেন, মহারাজ! অঙ্গরাজের মন্ত্রিগণ যেরূপ কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিয়াছিলেন, আমি তাহা সবিস্তার কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

রাজা লোমপাদ, বিভাণ্ডক-পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত মন্ত্রীদিগকে স্বয়ং গমন করিতে অনুমতি করিলে, তাঁহারা মহর্ষি বিভাণ্ডকের শাপ-ভয়ে স্বয়ং গমনে সাহসী না হইয়া কহিলেন, মহারাজ! ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিবার নিমিত্ত আমরা একটি অব্যর্থ কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছি। ঋষ্যশৃঙ্গ বনচর ও একমাত্র তপঃসাধনেই নিয়ত নিরত। তিনি কখনও স্ত্রীলোকের মুখ দেখেন নাই; রমণী যে কি রমণীয় পদার্থ, তাহাও অবগত নহেন এবং ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগেরও আস্বাদ জানেন না। অতএব, যাহা দ্বারা পুরুষের মন আকৃষ্ট ও বিমুগ্ধ হয়, যাহা প্রাণিমাত্রেরই অভিমত, ঈদৃশ ভোগ্য বস্তু দ্বারা তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়া কৌশলক্রমে বন হইতে এখানে ত্বরায় আনয়ন করা

যাউক। বেশ-বিলাস-বিষয়-সুনিপুণ,নৃত্য-গীত-প্রভৃতি-কলা-কুশল, কৌশলজ্ঞ বারবিলাসিনী-গণ, মুনিবেশে আত্ম-গোপন করিয়া বিভাণ্ডক মুনির আশ্রমে গমন করুক। তাহারা একান্তে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-পরায়ণ ঋষ্যশৃঙ্গের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যথোপযুক্তরূপে প্রলোভিত করিয়া যে উপায়ে পারে আনয়ন করুক। রাজা লোমপাদ ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। তদনন্তর তিনি মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক অবিকল সেইরূপ অনুষ্ঠান করিতেও প্রবৃত্ত হইলেন।

অঙ্গরাজ লোমপাদ, সুস্বাদু-ফলভারাবনত বৃক্ষ সকল, মূল শাখা ও পল্লবাদির সহিত আনয়ন পূর্ব্বক, বৃহন্নৌকা-মধ্যে রোপণ করাইলেন। সুসম্বদ্ধা সুবেশা নিরুপম-রূপবতী যুবতী বারবিলাসিনী সকল, সুগন্ধি সুস্বাদু ফল ও সুরভি পানীয় দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ বৃহন্নৌকারোহণে মুনির আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিল। পরে তাহারা বিজন অরণ্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই প্রজ্ঞাবান ঋষিকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষিণী হইয়া মহর্ষি বিভাণ্ডকের আশ্রমের অনতিদূরে অবস্থান করিতে লাগিল; কিন্তু বিভাণ্ডকের ভয়ে উদ্বিগ্ন-হৃদয়ে বন, গুল্ম ও লতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিল।

অনন্তর বারবিলাসিনীরা যখন জানিতে পারিল যে, মহর্ষি বিভাণ্ডক আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া বনান্তরে গমন করিয়াছেন, তখন তাহারা ঋষিকুমারের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল; এবং কন্দুক দ্বারা ও অন্যান্য বহুবিধ ক্রীড়নক দ্বারা বিচিত্র ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল; মধ্যে মধ্যে মনোহর গান করিতে লাগিল; কখনও বা মন্দগতি, কখনও বা দ্রুতগতি অবলম্বন করিয়া গতি-বৈচিত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোন কোন সুলোচনা ললনা মদ-বিহ্বলা হইয়া কখনও পতিত, কখনও বা উৎপতিত হইতে লাগিল। তাহারা নয়ন-ভঙ্গী, ভ্রূভঙ্গী ও সরোজ-সদৃশ-কর-সঞ্চালন দ্বারা পুরুষ-প্রমোদ-কর মনোবিকার-জনক ইঙ্গিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে নূপুর-শিঞ্জিত দ্বারা ও কলকণ্ঠ-কোকিল-কূজিত দ্বারা বোধ হইতে লাগিল যেন, গন্ধর্ব্ব-নগর-সদৃশ সেই অরণ্য সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে।

ক্রীড়া-কৌতুক-পরায়ণা যুবতী বারবিলাসিনী সকল এইরূপ ক্রীড়া করিতে করিতে পরস্পর কৌতুক-প্রহারে প্রবৃত্তা হইল। তাহাদের অঙ্গের বসন বেগ-বিগলিত ও পবন-বেগে ধূয়মান হইয়া যুব-জন-মনোহারী হইয়া উঠিল;—সুরম্য অঙ্গদ ও অন্যান্য বিবিধ ভূষণ বিকীর্ণ-রশ্মি হইয়া সৌদামিনী-বিলাস-বিভ্রম প্রদর্শন করিতে লাগিল;—কেলি-চলিত সুললিত সুরভি-কুসুম-মাল্য দোদুল্যমান হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা বিস্তার পূর্ব্বক নিরুপম পরিমল-প্রবাহে সমস্ত বন পরিমুগ্ধ করিয়া তুলিল;—সুন্দর সুগন্ধি চূর্ণ-নিচয় বিকীর্ণ ও উড্ডীন হইয়া অভূত-পূর্ব্ব পরম-রমণীয় শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। অসামান্য-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন ক্রীড়া-পরায়ণ বারবিলাসিনীগণ,

সরল-হৃদয় ঋষি-কুমারের অনঙ্গোদ্দীপনের নিমিত্ত এইরূপে মনোহর হাব ভাব বিলাস প্রদর্শন পূর্ব্বক নূপুর-শিঞ্জিত-মুখরিত চরণে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ, সেই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময়াভিভূত ও সাধ্বসান্বিত হইলেন। তিনি, সর্ব্বাবয়ব-সুন্দরী কৃশোদরী বিলাসিনীদিগকে দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। পিতৃবৎসল সুধীর ঋষিকুমার নিয়তই আশ্রমে অবস্থান করিতেন, আশ্রম-পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কখনও কোথাও গমন করেন নাই, সুতরাং তিনি জন্মাবধি এ পর্য্যন্ত কখনও তথাবিধ কামিনী, অপর পুরুষ অথবা নগর-নিবাসী বা জনপদ-বাসী অন্য কোন জীব অবলোকন করেন নাই।

রাজন! বিভাণ্ডক-তনয় ঋষ্যশৃঙ্গ, কৌতূহল-পরতন্ত্র হইয়া সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক বিস্ময়াভিভূত-হৃদয়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। ঋষি-কুমারকে বিস্ময়-পরবশ দেখিয়া মধুর-ভাষিণী কোন কোন বিলাসিনী সমধিক সুমধুর স্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিল;—কোন কোন সুলোচনা সুললিত হাস্য করিতে লাগিল; এবং মদ-বিহ্বলা কোন কোন মহিলা তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কল-কণ্ঠ-স্বরে সস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করিল, ব্রহ্মন! আপনি কে? কাহার পুত্র? কোথা হইতেই বা ত্বরান্বিত হইয়া এখানে আগমন করিলেন? এবং আপনি কি জন্যই বা একাকী এই বিজন বনে বিচরণ করিতেছেন? আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আমাদিগকে বলুন। প্রভো! আমরা আপনকার বিবরণ জ্ঞাত হইতে নিরতিশয় উৎসুক হইয়াছি। আপনি আমাদের নিকট যথাযথরূপে সমুদায় বর্ণন করুন।

ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ, সেই অদৃষ্ট-পূর্ব্বা নিরুপম-রূপবতী যুবতীদিগকে দেখিয়া প্রীতিভরে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতে সমুৎসুক হইয়া কহিলেন। কাশ্যপবংশীয় মহর্ষি বিভাণ্ডক আমার পিতা; আমি তাঁহার ঔরস পুত্র; আমার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ। এক্ষণে তোমরা কি অভিপ্রায়ে আমাদের আশ্রম সমীপে আগমন করিয়াছ?—আমায় তোমাদের কি কার্য্য করিতে হইবে? অসঙ্কুচিত চিত্তে বল। এই সম্মুখে আমাদিগের আশ্রম-পদ; কুটীরে যথেষ্ট সুস্বাদু ফল মূল আছে। তোমরা সকলে চল, আমি তোমাদের অতিথি-সৎকার করিব।

বারাঙ্গনাগণ ঋষিকুমারের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাতে সম্মত হইল, এবং আশ্রম দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলে একত্র হইয়া তাঁহার সহিত গমন করিল। বারবিলাসিনীরা কুটীরে সমুপস্থিত হইলে, ঋষ্যশৃঙ্গ পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন ও সুস্বাদু ফল মূলাদি দ্বারা তাহাদিগের আতিথ্য করিলেন। বারবধূগণ আতিথ্য গ্রহণ করিয়া মহর্ষি বিভাণ্ডকের শাপভয়ে উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়া অবিলম্বে প্রস্থান করিতে মানস করিল; এবং হাসিতে হাসিতে সুমধুর বাক্যে কহিল, ঋষিকুমার!—নির্ম্মল-হৃদয়! আমাদিগেরও আশ্রম-জাত সুস্বাদু ফল মূল কিঞ্চিৎ আনিয়াছি, গ্রহণ করুন; এবং যদি অভিরুচি

হয়, অবিলম্বে ভক্ষণ করুন, আপনকার মঙ্গল হইবে।

অনন্তর বারবিলাসিনীরা ঋষিকুমারকে ফল-সন্নিভ সুস্বাদু মোদক ও অন্যান্য বহুবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিল; এবং কহিল, 'ব্রহ্মচারিন! আমাদিগের আশ্রমের এই তীর্থোদক আনিয়াছি, পান করুন;' এই বলিয়া নানাপ্রকার সুমধুর মধুও প্রদান করিতে লাগিল। পরে মদ-বিহ্বলা কোন কোন মহিলা হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল; কেহ কেহ পীনোন্নত পয়োধর-যুগল দ্বারা পুনঃপুন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে লাগিল; এবং কেহ কেহ বা রহস্য-কথন-ব্যপদেশে তাঁহার কর্ণমূলে পুনঃপুন মধুগন্ধি বদন-কমল বিন্যাস পূর্ব্বক মনোহর কথা কহিতে লাগিল।

ঋষিকুমার, সুগঠিত সুস্বাদু মোদক ও ফলাকারে সুনির্ম্মিত বহুবিধ ভক্ষ্য দ্রব্যের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া তৎসমুদায়কে অপূর্ব্ব ফল মনে করিলেন। তদনন্তর তিনি অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব সেই সকল অপূর্ব্ব কৃত্রিম ফল ভক্ষণ করিয়া এবং সুগন্ধি সুমধুর মধু পান করিয়া নিরতিশয় প্রমুদিত হইলেন। বিশেষত বারবিলাসিনীদিগের সুকুমার অঙ্গ স্পর্শে তিনি একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং তাহাদের সেই সুললিত সুখস্পর্শ পুনঃপুন কামনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বারবিলাসিনীরা ঋষিকুমারের সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিদায় লইয়া, 'অনতিদূরে আপনাদের আশ্রম আছে' বলিয়া, তাৎকালিক ব্রতানুষ্ঠান-ব্যপদেশে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। তাহারা গমন করিলে ঋষ্যশৃঙ্গ যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইলেন, এবং তদ্‌গত-চিত্তে এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, সে রাত্রি তাঁহার আর নিদ্রা হইল না।

অনন্তর মহর্ষি ভগবান বিভাণ্ডক, নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে তাদৃশ উৎকণ্ঠিত ও চিন্তা-পরায়ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; তাত! অদ্য কি নিমিত্ত তুমি আমাকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছ না? অদ্য তোমাকে চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন দেখিতেছি কেন? তপস্বীদিগের ত এতাদৃশ আকার-প্রকার কখনই হয় না! বৎস! তোমার কি জন্য ঈদৃশ বিকার উপস্থিত হইল? শীঘ্র বল।

পিতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, ভগবন! আজি আমি কতকগুলি তাপস দেখিয়াছি; তাঁহারা এই আশ্রমেই আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের নয়ন কি সুন্দর ও মনোহর! আহা! তপঃপ্রভাবে তাঁহাদের সকলেরই বক্ষঃস্থলে পীন উন্নত সুকুমার কেমন অতি অদ্ভুত পদার্থ দুইটি উৎপন্ন হইয়া রহিয়াছে! তাঁহারা আমাকে সর্ব্বতোভাবে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক সেই অত্যদ্ভুত নিরুপম পদার্থ দ্বয় দ্বারা পুনঃপুন স্পর্শ করিয়াছেন। পিত! তাঁহারা কি সুললিত মনোহর গান করেন! তাঁহারা মুহুর্মুহু নয়ন-ভঙ্গী ও ভ্রূভঙ্গী করিয়া কেমন আশ্চর্য্য ক্রীড়া করিতে থাকেন! তাঁহারা অনেক ক্ষণ এখানেই ছিলেন, এই কিয়ৎক্ষণ হইল, গমন করিলেন। তাঁহাদের ঐ সকল আচার ব্যবহারে আমি যার পর

নাই প্রীত ও বিমুগ্ধ হইয়াছি; সুতরাং এক্ষণে তাঁহাদের অদর্শনে আমার মন নিরতিশয় ব্যাকুল হইতেছে।

ভগবান বিভাণ্ডক, ঋষ্যশৃঙ্গের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তাহারা রাক্ষস; তাহারা তপস্বীদিগের তপস্যা নষ্ট করিবার নিমিত্ত ঐ রূপেই সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে। বৎস! তুমি তাহাদিগকে কখনই বিশ্বাস করিও না। মহর্ষি এই প্রকার বলিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া সেই রাত্রি আশ্রমে অবস্থান করিলেন। তদনন্তর পর দিন প্রভাতে উঠিয়া তপঃসাধনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার বনান্তরে গমন করিলেন।

অনন্তর বিভাণ্ডক-তনয় ঋষ্যশৃঙ্গ, পূর্ব্ব দিবস যে স্থানে সেই মনোহারিণী নিরুপমরূপবতী যুবতীদিগকে দেখিয়াছিলেন, পর দিবস পুনর্ব্বার তদভিমুখে সত্বর-পদে গমন করিতে লাগিলেন। বারাঙ্গনারা দূর হইতে ঋষ্যশৃঙ্গকে আসিতে দেখিয়াই প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে কহিল, প্রভো! আসুন, আমাদিগেরও রমণীয় আশ্রমপদ অবলোকন করুন। আমাদিগের আশ্রমে যথাবিহিত পূজা গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিবেন। ঋষ্যশৃঙ্গ বারনারীদিগের এইরূপ অতি মনোহর সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের সহিত গমন করিতে মানস করিলেন। বারাঙ্গনারাও তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া অলক্ষিতরূপে নৌকা ছাড়িয়া দিল। অনন্তর ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ, মহীপাল লোমপাদের রাজ্যে উপনীত হইবামাত্র দেবরাজ তথায় অবিরল ধারায় বারি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এ দিকে ভগবান বিপ্রর্ষি বিভাণ্ডক, বন্য ফল মূলাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক ভারার্ত্ত হইয়া যথাসময়ে নিজ আশ্রমে আগমন করিলেন। তিনি আশ্রম শূন্য দেখিয়া পুত্র-দর্শন-লালসায় নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তথাপি পাদ প্রক্ষালন না করিয়াই 'ঋষ্যশৃঙ্গ! ঋষ্যশৃঙ্গ!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন এবং ঐরূপ ডাকিতে ডাকিতে তিনি সকল দিক অন্বেষণ করিলেন, কোথাও পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না।

তপোধন কাশ্যপ বিভাণ্ডক, তপোবনে পুত্রের কোন উদ্দেশ না পাইয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া গ্রামাভিমুখে গমন করিতে করিতে এক স্থানে দেখিতে পাইলেন, গোসমূহে পরিপূর্ণ কতকগুলি গ্রাম রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি গোপালকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই রমণীয় রাজ্য কাহার অধিকৃত? ধেনু-সমূহে সমাকীর্ণ এই গ্রাম সকলই বা কাহার? গোপালগণ মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ব্রহ্মর্ষে! অঙ্গদেশে লোমপাদ নামে সুবিখ্যাত এক নরপতি আছেন। তিনি, বিভাণ্ডক-তনয় ঋষ্যশৃঙ্গের পূজার নিমিত্ত এই সকল গ্রাম ও ধেনু উৎসর্গ করিয়াছেন।

মহর্ষি বিভাণ্ডক যখন গোপালদিগের মুখে এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি ধ্যান-নেত্র দ্বারা তথাবিধ ঘটনা সমুদায়ের

অবশ্যম্ভাবিতা জানিতে পারিয়া প্রীত হৃদয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে ধর্ম্মাত্মা ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ, যখন সুবিস্তীর্ণ জলযানে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করেন, তৎকালে চতুর্দ্দিকে ঘন ঘনঘটা ঘন-ঘন ঘোরতর গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল ;—নবীন-নীল-নীরদ-নিবহে নভস্তল তিমিরময় হইয়া উঠিল ;—চতুর্দ্দিকে মুষল-ধারায় বারি-বর্ষণ হইতে লাগিল। ঋষিকুমার ঈদৃশ অবস্থায় রাজধানীতে উপনীত হইলেন।

অঙ্গরাজ লোমপাদ, বারিবর্ষণ দর্শনেই, ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন নিশ্চয় করিয়া প্রত্যুদ্গমনার্থ বহির্গত হইলেন। পরে তিনি ঋষিকুমারকে দেখিবা-মাত্র তাঁহার পূজা করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং পুরোহিতকে অগ্রসর করিয়া অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন। অনন্তর তাঁহাকে সান্ত্বনা করি-বার নিমিত্তই তিনি পুরস্ত্রীগণের সহিত একত্র হইয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন ; এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত মহামূল্য অভীষ্ট ভোগ্য বস্তু সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। ফলত যাহাতে ঐ ঋষি-কুমারের মনে দুঃখ, শোক বা ক্রোধের উদয় না হয়, তজ্জন্য রাজা স্বয়ং তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিলেন। পরে তিনি প্রশান্ত-হৃদয়ে শান্তানাম্নী কমললোচনা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

মহারাজ! মহাতেজা ঋষিকুমার ঋষ্য-শৃঙ্গ, অঙ্গরাজ লোমপাদ কর্ত্তৃক এইরূপে সম্যক্-প্রকারে পূজিত হইয়া ভার্য্যা শান্তার সহিত এক্ষণে অঙ্গরাজ্যেই বাস করিতেছেন।

দশম সর্গ।

ঋষ্যশৃঙ্গের অযোধ্যায় আগমন।

বৃদ্ধতম মন্ত্রী সুমন্ত্র পুনর্ব্বার রাজা দশ-রথকে কহিলেন, মহারাজ! সনৎকুমার যখন ভবিষ্য ঘটনা বর্ণন করেন, তৎকালে তাঁহার মুখে আমাদিগের হিতকর আর আর যে সকল বাক্য আমি শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

সনৎকুমার বলিলেন ;—

ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথ নামে এক রাজা জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক, অমোঘ-পরাক্রম, অসামান্য-ধীশক্তি-সম্পন্ন ও অনন্য-সুলভ-যশোভাজন হইবেন। অঙ্গরাজ লোমপাদের সহিত সেই মহাত্মার মিত্রতা হইবে। রাজা দশরথের শান্তা নামে সৌভাগ্য-শালিনী একটি কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করিবে। অঙ্গরাজের সন্তান হইবে না ;—তিনি রাজা দশরথের নিকট প্রার্থনা করিবেন, সখে! আমি নিঃসন্তান। তুমি প্রসন্ন মনে তোমার এই শান্তা নাম্নী অসামান্য-রূপ-লাবণ্যবতী তনয়া আমাকে প্রদান কর ;—আমি পুত্রিকা করিব।

স্বভাবত করুণার্দ্র-হৃদয় রাজা দশরথ, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গরাজকে সেই হৃদয়-নন্দিনী নন্দিনী প্রদান করিবেন। অঙ্গরাজ, সেই সুকুমারী কুমারী লাভে পরম প্রীত,

পরিতাপ-পরিশূন্য এবং কৃতার্থম্মন্য হইয়া তাহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ রাজধানীতে প্রতিগমন করিবেন।

অনন্তর রাজা লোমপাদ, ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দিবেন। ঋষ্যশৃঙ্গও তাদৃশী পত্নী লাভ করিয়া পরম-প্রীত-হৃদয়ে অঙ্গরাজ্যেই অবস্থান করিবেন।

পরে মহাযশা মহীপাল দশরথ, অঙ্গরাজের নিকট গমন করিবেন এবং বলিবেন, ধর্ম্মাত্মন! আমি নিঃসন্তান; তুমি শান্তার ভর্ত্তাকে আদেশ কর, তিনি আমার বংশধর-পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত যাগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-বিশারদ অঙ্গরাজ, রাজা দশরথের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক অপরিহার্য্য ও অবশ্য-কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া পুত্র-কলত্র-সমেত ঋষ্যশৃঙ্গকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন।

যজ্ঞানুষ্ঠানাভিলাষী ধর্ম্মজ্ঞ রাজা দশরথ, পুত্রোৎপত্তি ও স্বর্গলাভ কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে ঋত্বিক্-কার্য্যে বরণ করিবেন। এই ঋষিকুমার হইতে রাজার সেই সমুদায় কামনা পূর্ণ হইবে। তাঁহার অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন চারি পুত্র জন্ম-পরিগ্রহ করিবেন। এই পুত্র-চতুষ্টয় হইতে তাঁহার কুলগৌরব, কীর্ত্তি, যশ, মান, ধর্ম্ম ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

মহারাজ! পূর্ব্বে দেবর্ষি-প্রধান ভগবান সনৎকুমার, ঋষিসমাজে এইরূপ ভবিষ্য বাক্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অতএব, এক্ষণে আমার অভিলাষ এই যে, আপনি বিভাণ্ডক-তনয় ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ পূর্ব্বক আনয়ন করুন।

রাজা দশরথ, সুমন্ত্রী সুমন্ত্রের ঈদৃশ সুমন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া কুলগুরু-বশিষ্ঠ-সন্নিধানে গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! সুবিচক্ষণ সুমন্ত্র সম্প্রতি আমায় ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিতে পরামর্শ প্রদান করিতেছেন; এক্ষণে আপনি যেরূপ অনুমতি করেন, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করি। মহর্ষি বশিষ্ঠ, এতৎ-সমুদায় শ্রবণ করিয়া তৎ-সম্পাদনে সম্মতি প্রদান করিলেন।

মহীপতি দশরথ মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট অনুজ্ঞা লাভ করিয়া যার পর নাই প্রীত-হৃদয় হইলেন। তিনি সুমন্ত্রের পরামর্শানুসারে অমাত্য, পুরোহিত ও অবরোধ-গণের সহিত একত্র হইয়া ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে বরণ করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ অঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি নানা নদ নদী বন ও জনপদ অতিক্রম করিয়া অনতি-দীর্ঘকাল মধ্যেই অঙ্গরাজ লোমপাদের রাজধানীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অঙ্গরাজও তাঁহার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও সম্মান করিতে ত্রুটি করিলেন না।

দশরথ, রাজা লোমপাদের ভবনে প্রবেশ করিয়া হুত হুতাশনের ন্যায় দেদীপ্যমান ঋষিকুমারকে দেখিতে পাইলেন। অঙ্গরাজ প্রিয়-সুহৃৎ রাজা দশরথকে অভ্যাগত দেখিয়া চিরন্তন সখ্যভাব-নিবন্ধন যার পর নাই আনন্দিত হইলেন; এবং তাঁহার অনুরূপ সম্মান পূর্ব্বক

যথাযোগ্য বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অনন্তর, কোশলেশ্বর দশরথের সহিত তাঁহার যাদৃশ সখ্যভাব ও সম্বন্ধ-বন্ধন আছে, ঋষি-কুমারের নিকট তিনি তাহার পরিচয় প্রদান করিলেন। ঋষিকুমারও সম্বন্ধ অবগত হইয়া তাঁহার যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা ও পূজা করিতে তৎপর হইলেন।

পুরুষসিংহ রাজা দশরথ সম্মানিত ও সৎকৃত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সাত আট দিবস অতিবাহিত করিলেন। পরে এক দিন তিনি কহিলেন, অঙ্গরাজ! আমি সম্প্রতি যে মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানের সঙ্কল্প করিয়াছি, তৎ-সম্পাদনের নিমিত্ত তোমার কন্যা শান্তাকে ভর্ত্তার সহিত একবার আমার রাজধানীতে প্রেরণ করিতে হইতেছে।

অঙ্গরাজ লোমপাদ, প্রিয়বয়স্য দশরথের ভবনে দুহিতা ও জামাতাকে পাঠাইতে সম্মত হইলেন। পরে তিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, ঋষিকুমার! এই রাজা দশরথ আমার পরমপ্রিয় সখা। আমার সন্তান না হওয়াতে আমি পুত্রিকা করিবার নিমিত্ত ইহাঁর আত্মজা বরবর্ণিনী শান্তাকে যাচ্ঞা করিয়াছিলাম; ইনিও তৎক্ষণাৎ অক্ষুব্ধ-হৃদয়ে এই প্রিয়তমা কন্যা আমায় প্রদান করিয়াছিলেন। ঋষিকুমার! আমার ন্যায় এই অযোধ্যাধিপতি দশরথও সম্বন্ধে আপনকার শ্বশুর হইতেছেন। সম্প্রতি ইনি সন্তানার্থী হইয়া আপনকার শরণাপন্ন হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি স্বীয় সহধর্ম্মিণী শান্তা সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় গমন করিয়া সঙ্কল্পিত যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক পুত্রার্থী কোশলেশ্বরকে পূর্ণ-মনোরথ করুন। ঋষি-কুমার, অঙ্গরাজের বচনাবসানেই 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলেন। পরে তিনি যথাসময়ে তাঁহার সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মপত্নী শান্তার সহিত অযোধ্যা গমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর অঙ্গরাজ লোমপাদ, অযোধ্যাধিপতি দশরথকে বারংবার আলিঙ্গন ও প্রিয়সম্ভাষণ পূর্ব্বক সম্মানিত করিয়া নিজ পুরীতে প্রতিগমন করিতে সম্মতি দিলেন। রাজা দশরথও প্রিয়সুহৃৎ লোমপাদের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক শান্তার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গকে সমভিব্যাহারে লইয়া শুভ দিনে শুভক্ষণে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পরে নরপতি দশরথ প্রিয় সংবাদ দিবার নিমিত্ত কতকগুলি দ্রুতগামী বিশ্বস্ত পুরুষকে অগ্রেই অযোধ্যায় পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন, তোমরা যত শীঘ্র পার, এস্থান হইতে গমন করিয়া পৌরজনগণের নিকট আমার আজ্ঞা প্রচার পূর্ব্বক সমুদায় নগরী সর্ব্বতোভাবে সুসজ্জিত করিতে বল। সমুদায় রাজপথ যেন সম্মার্জ্জিত, জলসিক্ত ও ধূপদ্বারা সুগন্ধীকৃত হয়। নগরের সর্ব্বত্রই যেন ধ্বজ-পতাকা-শ্রেণী শোভমানা হইতে থাকে।

দূতগণ রাজার আজ্ঞানুসারে প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে সত্বর গমনে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া রাজাজ্ঞা প্রচার করিল। পৌরগণও রাজা যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, অবিলম্বে তৎ-সমুদায় সম্পূর্ণ রূপে সম্পাদন করিল।

পরে রাজা দশরথ, সপত্নীক ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোবর্ত্তী করিয়া বিবিধ-বিচিত্র-

ধ্বজ-পতাকাদি-পরিশোভিত নিজ রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে শঙ্খ-ধ্বনি, তুর্য্য-নিনাদ ও দুন্দুভি-নির্ঘোষে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। মহারাজ দশরথ, প্রজ্বলিত-হুতাশন-সদৃশ-তেজঃপুঞ্জ-সম্পন্ন ঋষিকুমারকে সমভিব্যাহারে লইয়া সমুপস্থিত হইলেন, দেখিয়া পুরবাসী জনগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর রাজা দশরথ, ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজ-ভবনে প্রবেশ করাইয়া যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিলেন; এবং তাঁহার অধিষ্ঠানে পূর্ণ-মনোরথ হইয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুর-বাসী মহিলা-গণও বিলাসবতী বিশালাক্ষী শান্তাকে ভর্ত্তার সহিত সমাগত দেখিয়া যথাবিধানে পূজা করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন।

ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ, সুরপতি-সদনে সুর-গুরু বৃহস্পতির ন্যায়, নরপতি-দশরথ-ভবনে পূজ্যমান হইয়া সহধর্ম্মিণী শান্তার সহিত পরম-সুখে প্রীত-হৃদয়ে বাস করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ।

অশ্বমেধযজ্ঞ-সম্ভার।

অনন্তর শীত কাল অতীত হইলে, যখন বসন্ত কাল সমুপস্থিত হইল, তখন রাজা দশরথ উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া পূর্ব্ব-সঙ্কল্পিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি ঋষ্যশৃঙ্গের সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক পূজা করিয়া পুত্র-কামনায় তাঁহাকে যজ্ঞের হোতৃকার্য্যে বরণ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ তাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়া কহিলেন, রাজন! আপনি যজ্ঞ-সাধন সমুদায় দ্রব্য-সামগ্রীর আয়োজন করুন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিকে এবং অন্যান্য যে সকল ব্রাহ্মণকে আপনি মনোনীত করেন, তাঁহাদিগকে এই যজ্ঞে আমার হোতৃ-কার্য্যের সহকারি-পদে নিযুক্ত করিয়া আনয়ন করুন।

অনন্তর রাজা সমীপবর্ত্তী সুমন্ত্রকে কহিলেন, সূত! তুমি বশিষ্ঠ প্রভৃতি সমুদায় গুরুগণকে শীঘ্র আনয়ন কর; এবং যাঁহারা বেদজ্ঞ, নানা-বিদ্যা-বিশারদ, স্নাতক, বৈদিক কর্ম্মে নিষ্ঠাবান এবং সূত্র ও ভাষ্যে পারদর্শী, ঈদৃশ ব্রাহ্মণদিগকে, ও বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ, সঞ্চয়-পরাঙ্মুখ, বৃদ্ধ গৃহমেধীদিগকে, এবং পুত্র-কলত্র-বিশিষ্ট বিদেশস্থ শ্রোত্রিয়দিগকে সম্মান পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া আন।

সুমন্ত্র, রাজার বাক্য শ্রবণ মাত্র ত্বরান্বিত হইয়া হোতৃকার্য্যে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, পুরোহিত বশিষ্ঠ প্রভৃতি বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ মহর্ষিগণকে এবং অন্যান্য মুনিগণকে আনয়ন করিলেন। রাজা দশরথ তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া যথাবিহিত সম্মান পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত মধুর বাক্যে কহিলেন, মহানুভবগণ! বহুদিন অবধি আমি সন্তান-কামনা করিতেছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমার অনুরূপ সন্তান উৎপন্ন হইল না; এজন্য আমি সম্প্রতি মানস করিয়াছি যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিব। এক্ষণে ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গের প্রসাদ এবং আপনাদের তেজোবল আশ্রয় করিয়াই সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমি আপনাদের শরণাগত, আপনারা এ বিষয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।

ব্রাহ্মণগণ, মহীপতি দশরথের এইরূপ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন-হৃদয়ে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণও প্রীত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি মহর্ষিগণ, রাজাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, রাজন! এক্ষণে আপনি যজ্ঞসামগ্রী সমুদায় সংগ্রহ করুন এবং যজ্ঞীয় অশ্বও ছাড়িয়া দিউন। পুত্রমুখ নিরীক্ষণের নিমিত্ত যখন আপনকার ঈদৃশ ধর্ম্ম্য প্রবৃত্তি হইয়াছে, তখন আপনি নিশ্চয়ই পরম-রূপ-গুণ-সম্পন্ন মনোমত পুত্র লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

রাজা দশরথ, মহর্ষিগণের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন এবং সুমন্ত্র প্রভৃতি সচিবগণকে কহিলেন, তোমরা, গুরুদিগের আজ্ঞা এবং আমার আদেশ অনুসারে যত শীঘ্র পার, যজ্ঞসামগ্রী সমুদায় আহরণ কর। কার্য্যকালে কোন দ্রব্যের যেন অপ্রতুল না হয়, যাহাতে কোনরূপে যজ্ঞের অঙ্গহানি না হয়, তদ্বিষয়ে তোমরা বিশেষ মনোযোগী হইবে। এক্ষণে যজ্ঞীয় অশ্ব ছাড়িয়া দাও, সুমন্ত্র দ্বারা সেই অশ্ব পরিরক্ষিত হইবে; উপাধ্যায়ও অশ্বের সহিত গমন করুন। সরযূর পরপারে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত কর। এদিকে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বেদবিহিত শান্তিকর্ম্ম সকল যথাবিধানে অনুষ্ঠিত হইতে থাকুক। যাঁহার শ্রদ্ধা নাই, যাঁহার অল্প-ধন, যিনি হীনবল, তাদৃশ মহীপতি ঈদৃশ যজ্ঞ আরম্ভ ও সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হন না। যজ্ঞনাশক ব্রহ্ম-রাক্ষসগণ সর্ব্বদাই ইহার ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া থাকে। যজ্ঞ বিধিহীন হইলে অথবা যজ্ঞের কোনরূপ বিঘ্ন হইলে যজমান বিনষ্ট হন, অতএব যাহাতে আমার এই যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয়, তোমরা সকলে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইয়া কার্য্য কর।

মন্ত্রিগণ, 'যথাজ্ঞা মহারাজ!' এই বলিয়া রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন, এবং রাজার যেরূপ আদেশ ও উপদেশ, তদনুরূপ কার্য্য করিতে তাঁহারা কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। পরে ব্রাহ্মণগণ রাজাকে আমন্ত্রণ করিয়া 'আপনকার যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হউক' এইরূপ আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কৃত-সৎকার হইয়া প্রীত হৃদয়ে যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মুনিগণ ও ব্রাহ্মণগণ গমন করিলে মহারাজ দশরথ, যজ্ঞের অবশিষ্ট বিষয় সম্পাদনের আজ্ঞা প্রদান করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ সর্গ।

অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ।

অনন্তর পুনর্ব্বার বসন্ত কাল সমুপস্থিত হইলে সংবৎসর পূর্ণ হইল।* তখন রাজা দশরথ, মহর্ষি বশিষ্ঠকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিধি-অনুসারে পূজা করিয়া, সন্তান-কামনায় বিনীত-বচনে কহিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে আপনারা যথাশাস্ত্র যজ্ঞ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হউন; আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। যাহাতে যজ্ঞ-ঘাতক কোন দুরাত্মা যজ্ঞের ব্যাঘাত করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হইয়া কার্য্য করুন। আপনি আমার প্রীতি-প্রবণ প্রিয়সুহৃৎ ও পরম-পূজ্য গুরু। এক্ষণে উপস্থিত যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় সমুদায় কার্য্য-ভার আপনাকেই বহন করিতে হইতেছে। মহর্ষি বশিষ্ঠ, রাজার বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, আপনকার যাহা যাহা অভিপ্রেত, তৎসমুদায়ই আমি সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ, যজ্ঞ-কর্ম্ম-প্রবীণ ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন, তোমরা এক্ষণে স্থাপত্য-কার্য্যে সুনিপুণ পরমধার্ম্মিক স্থবির স্থপতিদিগকে স্থপতি-কার্য্যে, কর্ম্মান্তিক ভৃত্য-দিগকে নির্দ্দেশানুযায়ী বিশেষ বিশেষ কার্য্যে, চিত্রকর প্রভৃতি শিল্পকরদিগকে চিত্র-কর্ম্ম-প্রভৃতি কার্য্যে, তক্ষণ-নিপুণ ত্বষ্টাদিগকে তক্ষণ-কার্য্যে, খনন-নিপুণ খনকদিগকে কূপ-বাপী-প্রভৃতি-খনন-কার্য্যে, বাস্তু-বিদ্যা-বিশারদ গণকদিগকে শল্যোদ্ধার-প্রভৃতি কার্য্যে, চর্ম্ম-কার প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পজীবীদিগকে তত্ত-ন্নির্দ্দিষ্ট শিল্প-কার্য্যে, নাট্যবিদ্যা-বিশারদ নট-নটীদিগকে অভিনয়-কার্য্যে এবং নৃত্যগীতাদি-সুনিপুণ নর্ত্তক-নর্ত্তকীদিগকে নৃত্য-গীতাদি-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেও।

পরে মহর্ষি, বহুদর্শী বিবিধশাস্ত্র-বিশারদ রাজ-পুরুষদিগকে কহিলেন, আপনারা রাজার আদেশক্রমে অবিলম্বে যজ্ঞ-কর্ম্ম-সম্পাদনের সুব্যবস্থা করুন। বহু সহস্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন এ যজ্ঞ সম্পাদিত হয় না, অতএব সুযোগ্য ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিতে বিলম্ব করিবেন না। আপনারা ত্বরায় বহু সহস্র ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া রাজ-গণের বাসোপযোগী সৌধ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহা অপূর্ব্ব গৃহ-সামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত এবং বিবিধ অন্নপানাদি উপকরণ দ্বারা পরিপূরিত করিয়া রাখুন। ব্রাহ্মণগণের বাস-যোগ্য শত শত সুদৃশ্য শুভ-লক্ষণাক্রান্ত ভবন প্রস্তুত করুন। এই গৃহ সমুদায়ই এরূপ সুদৃঢ় হইবে যে, প্রবল বায়ু বা বর্ষা দ্বারা যেন তাহার কোন অংশে ক্ষয় বা অপচয় না হয়। প্রত্যেক গৃহেই ভূরি-পরিমাণে ভক্ষ্য দ্রব্য ও পেয় দ্রব্য থাকিবে। এইরূপ পুরবাসী জনগণের বাসের নিমিত্তও বহু-সংখ্য সুবিস্তীর্ণ গৃহ প্রস্তুত করাইবেন। এই

* বেদে বিহিত আছে যে, অশ্বমেধ যজ্ঞে বিশেষ-লক্ষণাক্রান্ত অশ্বকে প্রোক্ষিত করিয়া তাহার ললাট-দেশে জয়পত্র বন্ধন পূর্ব্বক বসন্তকালে ছাড়িয়া দিতে হইবে। অশ্ব যখন ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিবে, তখন তাহার রক্ষার্থ চারি শত রাজপুত্র এবং উপাধ্যায় সমভিব্যাহারে থাকিবেন। সাবন-মানে সংবৎসর পূর্ণ হইলে পুনর্ব্বার বসন্তকালে অশ্ব যজ্ঞবাটে প্রত্যাগমন করিবে। ঐ সময় সম্রাটকে যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইবে।

সমুদায় গৃহেও যথাভিলষিত ভোগ্য বস্তু সমুদায় এবং নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য পেয় প্রভৃতি দ্রব্য সমুদায় প্রস্তুত থাকিবে। এইরূপ জনপদবাসী জনগণের নিমিত্তও সুবিস্তীর্ণ সন্নিবেশ সকল প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে অধিক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য সমুদায় রাখিবেন। যে সকল ভূপতি, দূরতর প্রদেশ হইতে আগমন করিবেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত পৃথক পৃথক শয়নাগার, ভোজনাগার, স্নানাগার, বিশ্রামাগার, প্রমোদাগার, অন্তঃপুর, অশ্বশালা, হস্তিশালা এবং স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ভটগণের নিমিত্ত প্রশস্ত আবাস, বৈদেশিক-রাজানুচরগণের আবাস ও বৈদেশিক নাগরিকজনগণের আবাস উত্তম রূপে প্রস্তুত করাইয়া রাখিবেন। ঐ সমস্ত আবাসেই বহুবিধ উত্তম ভক্ষ্য পেয়াদি প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত থাকিবে। এ সকল ব্যাপারে বহুতর ইতর লোকেরও সমাগম হইয়া থাকে, অতএব তাহাদের নিমিত্তও বিবিধ উপাদেয় ভক্ষ্য পেয়াদি সমেত সুশোভন গৃহ সকল প্রস্তুত রাখিবেন।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমুদায় বর্ণই যাহাতে উত্তম রূপে সংকৃত, সম্মানিত এবং পূজিত হয়েন, তাহা করিবেন। কি অভ্যাগত, কি আহূত, কি অনাহূত, সকল ব্যক্তিকেই সমাদর ও সম্মান পূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে ভক্ষ্য ভোজ্য পেয় প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য অকাতরে প্রদান করিতে থাকিবেন; কাহাকেও অনাদর বা অবহেলা করিয়া কোন দ্রব্য প্রদান করিবেন না; দেখিবেন, যেন কাহারো কোন বিষয়ে মনঃপীড়া না হয়। আমাদের কোন ব্যক্তি কাম-ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া যেন কাহারো অপমান না করে। যে সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তি যজ্ঞ-সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন, তাঁহাদিগের এবং শিল্পকর প্রভৃতি সকলেরও যথাক্রমে বিশেষরূপে সৎকার ও পুরস্কার করিতে হইবে। আপনাদিগকে অধিক আর কি বলিব, যাহাতে যজ্ঞের সমুদায় কার্য্যই সুচারু রূপে সম্পাদিত হয়, কোন অংশে কোন ত্রুটি বা কোনরূপ অভাব না হয়, যাহাতে ভোজন পানাদি দ্বারা সকলেই পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হয়, আপনারা প্রীতি-প্রবণ-হৃদয় হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাহাই করিবেন।

অনন্তর রাজপুরুষেরা সকলেই বশিষ্ঠের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তৎসমুদায়ই সুচারু রূপে সুসম্পন্ন করিব; যাহাতে কোন বিষয়ে কোনরূপ ত্রুটি না হয়, তদ্বিষয়েও সবিশেষ যত্নবান থাকিব।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ, সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি রাজগণকে, ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ধার্ম্মিক জনগণকে, সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণকে নিমন্ত্রণ কর। তুমি সর্ব্বদেশীয় জনগণকেই সম্মান পূর্ব্বক আনয়ন করিতে যত্নবান হও। মিথিলাধিপতি জনক, বীর ও বিক্রমশালী; তিনি বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী ও সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; তুমি স্বয়ং সেই মহাত্মার নিকট গিয়া সবিশেষ সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন কর; তাঁহার সহিত রাজার চিরন্তন সৌহার্দ্দ

আছে বলিয়াই আমি ঈদৃশ বাক্য বলিতেছি। কাশিরাজ সতত প্রিয়বাদী, স্নিগ্ধ-হৃদয়, দেব-সদৃশ ও বিশুদ্ধাচার; তুমি তাঁহাকেও স্বয়ং গিয়া আনয়ন করিবে। বৃদ্ধ কেকয়রাজ পরম ধার্ম্মিক; তিনি মহারাজের শ্বশুর; তাঁহাকে ও তৎপুত্রকে বহুমান পূর্ব্বক আনয়ন করিবে। কোশলরাজ ভানুমানকেও সেইরূপ সবিশেষ সৎকার পূর্ব্বক আনিবে। অঙ্গদেশাধিপতি লোমপাদ,স্নেহার্দ্র-হৃদয়, যশস্বী ও মহারাজের প্রিয় বয়স্য; তুমি স্বয়ং গিয়া সবিশেষ সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকেও আনয়ন করিবে। সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিশারদ, মহাবীর, পরম-উদার-প্রকৃতি, কৃতজ্ঞ, পুরুষ-প্রধান মগধরাজকেও বহুমান পুরঃসর আনয়ন কর। তুমি রাজার আদেশ অনুসারে সমুদায় প্রধান প্রধান রাজাকেই আসিতে অনুরোধ করিবে। বিশেষত পূর্ব্বদেশীয় রাজগণ, সিন্ধুদেশীয় রাজগণ, সৌবীরদেশীয় রাজগণ, সুরাষ্ট্রদেশীয় রাজগণ ও দাক্ষিণাত্য রাজগণ, ইহাঁদের সকলকেই যত্নপূর্ব্বক অবিলম্বে নিমন্ত্রণ করিয়া আন; এবং অন্যান্য যে সমুদায় অতিস্নিগ্ধ-হৃদয় রাজগণ পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশ শাসন করিতেছেন, যথাযোগ্য সুবিচক্ষণ সম্ভ্রান্ত দূত প্রেরণ দ্বারা রাজাজ্ঞানুসারে তাঁহাদের সকলকেও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত ও অনুচরবর্গের সহিত শীঘ্র নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আনয়ন কর।

ধর্ম্মাত্মা সুমন্ত্র, মহর্ষি বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ বহুসংখ্যক উপযুক্ত পুরুষ নিযুক্ত করিলেন, এবং রাজার আজ্ঞা লইয়া মহর্ষি-নির্দ্দিষ্ট রাজগণকে আনিবার নিমিত্ত আপনিও স্বয়ং সত্বর গমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে, যে সকল ব্যক্তি প্রারম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত যজ্ঞসামগ্রী সমাহরণে এবং গৃহ-নির্ম্মাণাদি-কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট আসিয়া নিবেদন করিল, মহর্ষে! এক্ষণে যজ্ঞসাধন দ্রব্য-সামগ্রী সমুদায় প্রস্তুত হইয়াছে। মহর্ষি তৎ-শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া তাহাদিগকে পুন-র্ব্বার কহিলেন, যাহাতে যজ্ঞের কোন অংশে কোনরূপ ত্রুটি না হয়, তদ্বিষয়ে তোমরা সবিশেষ যত্নবান থাকিবে। তোমাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি, যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তিকে যাহা কিছু প্রদান করিবে, তাহা যেন অনাদর বা অবজ্ঞা-সহকৃত না হয়। অবজ্ঞা-সহকারে দান করিলে দাতাই তাহার সম্পূর্ণ দোষভাগী হইয়া থাকেন।

অনন্তর কিছু দিন অতীত হইলে নানা-দেশীয় রাজগণ, ভূরি-পরিমাণে ধন-রত্নাদি-উপহার গ্রহণপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে তথায় উপ-স্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি বশিষ্ঠ যার পর নাই প্রীত-হৃদয় হইয়া রাজা দশরথকে কহিলেন, পুরুষসিংহ! আপনকার আদেশ অনুসারে নানাদেশীয় নরপতিগণ উপায়ন লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাঁহাদের সকলেরই যথাযোগ্য সম্মান ও পূজা করি-য়াছি। কার্য্য-সাধন-তৎপর বহুদর্শী বিশ্বস্ত পুরুষগণ আদেশানুযায়ী যজ্ঞসামগ্রী সমুদায়ও আহরণ ও প্রস্তুত করিয়াছে। এক্ষণে আপনি

যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত সন্নিহিত যজ্ঞ-বাটে গমন করুন। যিনি যে বস্তু অভিলাষ করিবেন, তৎসমুদায়ই সে স্থানে সমন্তাৎ সম্পূর্ণ রূপে সংগৃহীত রহিয়াছে। মহারাজ! আপনি গমন করিয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখুন, যেন সঙ্কল্প মাত্রেই তৎসমুদায় প্রস্তুত হইয়াছে।

অনন্তর রাজা দশরথ, মহর্ষি বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গের বাক্যানুসারে শুভদিন ও শুভক্ষণ দেখিয়া যজ্ঞবাট সন্দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি সমুদায় মহর্ষিগণও ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রসর করিয়া যাগভূমিতে গমন পূর্ব্বক যথা-শাস্ত্র যথাবিধি যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। শ্রীমান রাজা দশরথও সহধর্ম্মিণীগণের সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

অশ্বমেধ-যজ্ঞ-কর্ম্ম।

অনন্তর, পূর্ব্ব-বিসৃষ্ট যজ্ঞীয় অশ্ব ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইলে সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞকর্ম্ম সমুদায় যথাক্রমে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। মহাত্মা রাজা দশরথের সেই অশ্বমেধ-নামক মহাযজ্ঞে মহর্ষিগণ, ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন। বেদ-পারগ যাজকগণ যথাবিধানে কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করিলেন না; তাঁহারা কল্প-সূত্রের বিধি অনুসারে এবং পূর্ব্ব-মীমাংসার মীমাংসানুসারে যথাকালে যথাবিহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রবর্গ্য নামক ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম্মবিশেষ এবং উপসদ নামক ইষ্টিবিশেষ যথাবিধি সম্পাদন করিয়া উপদেশ ও শাস্ত্রাতিরিক্ত অতিদেশ-প্রাপ্ত কর্ম্ম সমুদায়ও সমাধান করিলেন। তাঁহারা প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে যথাবিধানে তত্তৎকাল-পূজ্য দেবতার পূজা করিয়া প্রাতঃসবন প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিলেন। প্রথমত দেব-রাজের আজ্য-ভাগ প্রদত্ত হইল। অনন্তর রাজা বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া প্রস্তরোপরি প্রস্তর দ্বারা আঘাত পূর্ব্বক সোমরস নিঃসা-রিত করিলেন। পরে যথাক্রমে যথাসময়ে মাধ্যাহ্নিক সবন সম্পন্ন হইল; তৎপরে মহর্ষি-গণ শাস্ত্রানুসারে মহানুভব রাজার তৃতীয় সবনও সম্পাদন করিয়া দিলেন।

অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি মহর্ষিগণ যথা-স্থানোচ্চারিত অহীনাক্ষর মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। হোতৃগণও মধুর সাম-গান দ্বারা এবং স্নিগ্ধ আবাহন-মন্ত্রদ্বারা দেব-গণকে আবাহন করিয়া যথাযোগ্য আজ্য-ভাগ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই মহাযজ্ঞে কেহ অযথাস্থানে বা অযথাকালে আহুতি প্রদান করেন নাই; কেহ কোন আহুতি প্রদান করিতে বিস্মৃতও হয়েন নাই। অজ্ঞানত কোন কার্য্য পরিত্যক্তও হয় নাই। মন্ত্রপাঠকালে কাহারো কোনপ্রকার ভ্রম-প্রমাদও ঘটে নাই। এই মহাযজ্ঞের সমুদায় কর্ম্মই বেদোক্ত-মন্ত্র-পুরস্কৃত ও বিঘ্ন-বিরহিত হইয়াছিল। এই সময় যজ্ঞানুষ্ঠান-ব্যাপৃত

ব্রাহ্মণগণের ক্ষুধা তৃষ্ণা বা শ্রান্তি-বোধ ছিল না। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান-কালে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, পশু-পক্ষি-প্রভৃতি কোন নিকৃষ্ট জীবকেও কোন দিন ক্ষুধিত বা কাতর হইতে দেখা যায় নাই।

নানাদেশ হইতে অভ্যাগত লক্ষ লক্ষ দ্বিজগণের মধ্যে কেহ বিদ্যা-বিহীন ছিলেন না; প্রায় সকলেরই সমভিব্যাহারে শত শত শিষ্য ছিল। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আহিতাগ্নি, সকলেই যাগশীল, সকলেই ব্রত-পরায়ণ ছিলেন; কেহই ভ্রষ্ট বা পতিত ছিলেন না।

সেই মহাযজ্ঞে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক বহুবিধ সুস্বাদু অন্ন ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন। সমুদায় দ্বিজগণ বহুসঙ্খ্য সুবর্ণ-পাত্রে ও বহুসঙ্খ্য রজত-পাত্রে নিয়ত ভক্ষ্য ও পানীয় ভোজন ও পান করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই স্থানে কত অনাথ ব্যক্তি ভোজন করিতেছিল, কত সনাথ ব্যক্তি আহারে পরিতৃপ্ত হইতেছিল, কত তাপস, ভিক্ষু ও সন্ন্যাসী আহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কত ব্যাধিত, বালক, বৃদ্ধ, বনিতা ভোজন করিতেছিল, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। এই সকল অভ্যাগত আহূত ও অনাহূত ব্যক্তি, এই যজ্ঞে উদর পূর্ণ করিয়া ভোজন করিতেছিল, তথাপি অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব অপূর্ব্ব বস্তু বলিয়া তাহাদের আহার-স্পৃহা বিনিবৃত্ত হইতে দেখা যায় নাই।

এই যজ্ঞভূমির চতুর্দ্দিকে কেবল "দীয়তাং, ভুজ্যতাং" এই শব্দ, বেদাধ্যয়ন শব্দ ও সাম-গীত-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। "এ দিকে অন্ন দাও, এ দিকে অন্ন দাও, এ দিকে বস্ত্র দাও, এ দিকে বস্ত্র দাও," এইরূপ শব্দ শ্রবণ-মাত্র নিযুক্ত ব্যক্তিরা তৎক্ষণাৎ তৎ-সমুদায় অকাতরে দান করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রতি-দিবস চারি দিকে নানাপ্রকার সুস্বাদু অন্নময় পর্ব্বত ও ব্যঞ্জনময় হ্রদ প্রস্তুত হইতে লাগিল। নানাদেশ হইতে সমাগত স্ত্রীগণ ও পুরুষ-গণ, সেই মহানুভব রাজা দশরথের যজ্ঞস্থলে পান-ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া সুস্বাদু অন্নের ভূরি ভূরি প্রশংসা পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আহা! এরূপ নানাপ্রকার অন্ন, এরূপ প্রভূত অন্ন, এরূপ সুস্বাদু অন্ন, কোথাও দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। আমরা এই অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব সুস্বাদু অন্ন-ভোজনে যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইয়াছি। মহারাজ! আপনকার মঙ্গল হউক। চতুর্দ্দিক হইতে দ্বিজমুখোচ্চরিত এইরূপ প্রশংসা-পূর্ণ বাক্য সকল রাজার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল।

এই মহাযজ্ঞে সমুজ্জ্বল অলঙ্কারে অলঙ্কৃত অভ্যাগত ভূপতিগণ, অবনত ভৃত্যের ন্যায় দ্বিজগণের অন্ন পরিবেশনে নিযুক্ত হইলেন। এইরূপ মনোহর বিভূষণে বিভূষিত বহুসঙ্খ্য পুরুষও, ব্রাহ্মণগণের অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। মহোজ্জ্বল মণিময়-কুণ্ডল-বিভূষিত পুরুষেরা তাঁহাদের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়া অন্নশালা হইতে অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই মহাযজ্ঞের এক সবনান্তে অন্য সবন আরম্ভের সময় বাক্য-বিন্যাস-বিশারদ বিচক্ষণ ব্রাহ্মণগণ, কিঞ্চিৎ-

কাল অবসর পাইয়া পরস্পর জিগীষা-নিবন্ধন নানাপ্রকার হেতুবাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক বেদ-বিধির বিচার করিতে লাগিলেন। মন্ত্র-প্রয়োগ-কুশল ব্রাহ্মণগণ, তন্ত্রধার কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া প্রতিদিবস যথাশাস্ত্র সমুদায় কার্য্য সাধন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞে যাঁহারা সদস্য বা বিধিদর্শী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই ষড়ঙ্গ-বেদে অনভিজ্ঞ, বচন-বিন্যাসে অনিপুণ, কল্পসূত্রে অপারদর্শী বা অবহুদর্শী, ছিলেন না।

যূপ সমুচ্ছ্রিত করিবার সময় উপস্থিত হইলে ছয়টি বিল্ব-কাষ্ঠময়, ছয়টি খদির-কাষ্ঠময়, ছয়টি পলাশ-কাষ্ঠময়, ছয়টি উডুম্বর-কাষ্ঠময়, এই চতুর্বিংশতি কাষ্ঠময় যূপ নিখাত হইল। পশ্চাৎ বেদাঙ্গ-পারদর্শী মহর্ষিগণ, অপর একটি শ্লেষ্মাতক-দারুময় ও আর একটি দেবদারু-দারুময় যূপ বিধান করিলেন। পরে এই যজ্ঞের শোভা সম্পাদনের নিমিত্ত অতীব উচ্চ, অতীব স্থূল, সুবর্ণ-বিনির্ম্মিত একটি যূপ নিখাত হইল। পূর্ব্বোক্ত ষড়্বিংশতি যূপও সুবর্ণ-ভূষণে ভূষিত হইয়াছিল। এই সমুদায় যূপই অষ্টকোণ-বিশিষ্ট, যথাবিধানে যথাস্থানে বিন্যস্ত, শিল্প-কুশল শিল্পকর কর্ত্তৃক সুদৃঢ়ীকৃত, সূক্ষ্ম-কারুকার্য্য-সুরঞ্জিত এবং বসন দ্বারা সমাচ্ছাদিত ছিল। আকাশমণ্ডলে উজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল যেমন শোভা সম্পাদন করে, যাগভূমিতে যূপ-সমুদায় সেইরূপ অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল।

শুল্বসূত্র অনুসারে অর্দ্ধেষ্টকা মণ্ডলেষ্টকা প্রভৃতি পরিমাণানুরূপ ইষ্টক সমুদায় নির্ম্মিত হইল। শিল্প-কর্ম্ম-কুশল ব্রাহ্মণগণ, ঐ ইষ্টক-দ্বারা অগ্নিস্থলীর চতুর্দ্দিক গ্রথিত করিয়া যজ্ঞ-কুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠান-প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ঐ কুণ্ডে সুসংস্কৃত বহ্নি স্থাপিত হইল। মঞ্চের ও যূপের সদৃশ সমুন্নত প্রজ্বলিত হুত হুতাশনসমূহে সমলঙ্কৃত যজ্ঞভূমি, অদৃষ্টপূর্ব্ব বিস্ময়কর শোভা ধারণ করিল; বোধ হইতে লাগিল যেন, উচ্ছ্রিত কল্পবৃক্ষ সমুদায় সেই স্থানে রোপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ অবিরত হুতাশনে আহুতি প্রদান করাতে প্রভূত ধূম-নিবহ সম্ভূত হইয়া আকাশমণ্ডলে জলধর-পটল উৎপাদন করিল। কাঞ্চনময় ইষ্টক দ্বারা যজ্ঞীয় অশ্ব-পরিমাণে উচ্চ একটি গরুড় বিনির্ম্মিত ও যজ্ঞস্থলে সংস্থাপিত হইল।

সেই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান-কালে, তত্তৎ-দেবতার উদ্দেশে জলচর স্থলচর নভশ্চর ও বনচর নানাপ্রকার পশু, পক্ষী, পতঙ্গ, সরীসৃপ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জীবসমূহ প্রোক্ষিত হইতে লাগিল। নানাস্থান হইতে নানাবিধ ওষধিও সমানীত হইল। তৎকালে প্রোক্ষণ জন্য প্রতিদিবস তিন শত পশু নিয়তই যূপে নিবদ্ধ থাকিত। যজ্ঞান্ত-স্নান-কালে বিশ্বদেবের উদ্দেশে প্রধান অশ্ব প্রোক্ষিত করা হইল। অনন্তর প্রধানা মহিষী কৌশল্যা সেই অশ্বের নিকট গমনপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া গন্ধ মাল্য ও বিভূষণ দ্বারা যথাবিধানে তাহার পূজা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি প্রমুদিত হৃদয়ে খড়্গ দ্বারা ক্রমে ক্রমে তিন বার অশ্ব-শরীর স্পর্শ করিলেন।

অনন্তর ব্রত-পরায়ণা কৌশল্যা অধ্বর্য্যুর সহিত একত্র হইয়া পুনর্ব্বার অশ্বের নিকট গমন পূর্ব্বক পুত্র-কামনায় এক রাত্রি তাহার পরিচর্য্যা করিলেন। তিনি যে সময় অশ্বের পরিচর্য্যা করেন, সেই সময় ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি মহর্ষিগণ পরম-প্রীত-হৃদয়ে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। পরে শ্রৌত-প্রয়োগ-কুশল ঋত্বিক যথাবিধানে অশ্বচ্ছেদন পূর্ব্বক চন্দ্র-নামক মেদ বহিষ্কৃত করিয়া দেবগণের আবাহন পূর্ব্বক যথোক্ত মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। যে সময় হুতাশনে চন্দ্র-নামক মেদ দ্বারা হোম করা হইতেছিল, সেই সময় পুত্র-কামনায় রাজা ও রাজমহিষীগণ, পুত্রোৎপত্তি-প্রতিবন্ধ দুরদৃষ্ট ক্ষয়ের নিমিত্ত সেই হুত হুতাশন হইতে সমুত্থিত মেদোগন্ধি ধূমের আঘ্রাণ লইতে লাগিলেন।

অনন্তর যাজকগণ অশ্বের অঙ্গ সমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন এবং যে অংশ যে দেবতার প্রাপ্য তাহার অতিক্রম না করিয়া ঐ মাংস-খণ্ড-সমুদায় প্রদীপ্ত হুতাশন-মুখে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যজ্ঞে প্লক্ষ-শাখাদি দ্বারা স্রুক্ স্রুব নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা হব্য প্রদান করা হইয়া থাকে; পরন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বমাংস-রূপ হব্য প্রদান করিবার সময় বেতস-নির্ম্মিত স্রুক্ স্রুবেরই বিধি আছে, সুতরাং তদ্দ্বারাই আহুতি প্রদান করা হইয়াছিল। যে তিন দিন দীক্ষা-স্নান হয়, অশ্বমেধ যজ্ঞের সেই প্রধান তিন দিন ধরিয়া কল্পসূত্রে ও ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে যে, অশ্বমেধ যজ্ঞ ত্র্যহঃ-সাধ্য। এই তিন দিবসের মধ্যে প্রথম দিবস অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় দিবস উক্থ, শেষ দিবস অতিরাত্র নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই মহাযজ্ঞে এই বিধানের কিঞ্চিন্মাত্রও ক্রম-ব্যত্যয় হয় নাই। ইহার মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রের বিধি অনুসারে অন্যান্য অনেকগুলি যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। তম্মধ্যে একটি জ্যোতিষ্টোম, দুইটি আয়ুষ্টোম, দুইটি অতিরাত্র, একটি অভিজিৎ, একটি বিশ্বজিৎ ও দুইটি আপ্তোর্যাম, এই কয়েকটি মহাক্রতুই প্রধান।

মহারাজ দশরথ এইরূপে ক্রমশ যজ্ঞ সমাপন করিয়া যজ্ঞ-সম্পাদক ঋত্বিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি হোতাকে নিজ-ভুজবলোপার্জ্জিত সমৃদ্ধিশালী পূর্ব্বদেশ সমুদায়, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিম দেশ সমুদায়, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদেশ সমুদায় এবং উদ্গাতাকে উত্তর-দেশ সমুদায় দক্ষিণা দিলেন। পূর্ব্ব কল্পে পিতামহ, অশ্বমেধ যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া এই প্রকার দক্ষিণা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

মহীপাল, এইরূপে ঋষ্যশৃঙ্গ, বশিষ্ঠ, বামদেব ও জাবালি, এই প্রধান চারি জন হোতাকে দক্ষিণাস্বরূপ সমগ্র ভূমণ্ডল দান করিলেন। পরে তিনি যজ্ঞের অন্যান্য সদস্যগণকে এবং কর্ম্মিগণকে দক্ষিণা প্রদান করিবার নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ-মুদ্রা উৎসর্গ করিলেন। তিনি অন্যান্য ঋত্বিগ্‌গণকে দশ কোটি সুবর্ণ-মুদ্রা, চত্বারিংশৎ কোটি রজত-মুদ্রা প্রদান করিলেন এবং যাঁহার যে বস্তুতে

অভিলাষ হইল, তাঁহাকে তাহা দান করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না।

ইক্ষ্বাকু-বংশাবতংস শ্রীমান দশরথ, এইরূপ দক্ষিণা প্রদান করিয়া নিষ্পাপ ও প্রহৃষ্ট-হৃদয় হইলেন। সেই সময় ঋত্বিগ্‌গণ তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি একাকীই এই সমগ্র ভূমণ্ডল রক্ষা করিতে পারেন; আমাদের এই পৃথিবীতে প্রয়োজন নাই; আমরা এই পৃথিবী পালন করিতেও সমর্থ হইব না; আমরা নিরন্তর বেদাধ্যয়নেই নিরত থাকি; আমরা পৃথিবী লইয়া কি করিব? আপনি এই পৃথিবীর কিঞ্চিৎ মূল্য ধরিয়া দিউন। মহারাজ! মণি, রত্ন, সুবর্ণ অথবা ধেনু, যাহা উপস্থিত থাকে, তাহাই প্রদান করুন; আমাদের পৃথিবীতে কিছুই প্রয়োজন নাই।

রাজা, বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণগণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে দশ লক্ষ গো, দশ কোটি সুবর্ণ-মুদ্রা এবং চত্বারিংশৎ কোটি রজত-মুদ্রাও প্রদান করিলেন।

অনন্তর ঋত্বিগ্‌গণ সকলে একত্র হইয়া দক্ষিণাপ্রাপ্ত ধন বিভাগের নিমিত্ত ধীমান মহর্ষি বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ন্যায় অনুসারে ঐ ধন বিভক্ত হইলে মহর্ষিগণ তাহা গ্রহণপূর্ব্বক পরিতুষ্ট হইয়া ভূপালকে কহিলেন, মহারাজ! আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আপনার কি কামনা ব্যক্ত করিয়া বলুন। রাজা দশরথ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, আমি এক্ষণে অভিলাষ করিতেছি যে, আমার উদার-প্রকৃতি বিখ্যাত-পরাক্রম চারিটি পুত্র উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ আশীর্ব্বাদ করিলেন, মহারাজ! আপনি অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই যথাভিলষিত পুত্র লাভ করিবেন।

তদনন্তর রাজা, অভ্যাগত ব্রাহ্মণগণকে এইরূপে যত্ন পূর্ব্বক কোটি কোটি সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে করিতে সমুদায় ধন নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। পরিশেষে যাচমান কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অত্যুৎকৃষ্ট হস্তাভরণ পর্য্যন্তও উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ঈদৃশ অলোকসামান্য বদান্যতা দর্শনে দ্বিজগণ যার পর নাই প্রীত হইলেন। দ্বিজ-বৎসল উদার-চিত্ত রাজা, হর্ষ-সমাকুল চিত্তে যথাবিধানে তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণগণ ভূমিপতিকে ভূমিপৃষ্ঠে প্রণিপতিত দেখিয়া বহুবিধ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য রাজার দুঃসাধ্য, সর্ব্ব-পাপ-নাশন, ত্রিদশালয়-সোপান অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হওয়াতে রাজা দশরথের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না।

অনন্তর রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে যাহাতে আমার বংশবিস্তার হয়, কৃপা করিয়া তাহার বিধান করুন। ঋষ্যশৃঙ্গ 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিয়া কহিলেন, রাজন! অচিরকাল মধ্যেই আপনকার বংশধর চারি পুত্র উৎপন্ন হইবে।

মহাত্মা মহীপতি, মহর্ষির সেই মধুর বাক্য শ্রবণে যার পর নাই আনন্দিত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক সন্তানোৎপত্তির নিমিত্ত পুনর্ব্বার যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে অনুরোধ করিলেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

রাবণ-বধের উপায়।

বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী মেধাবী ঋষ্যশৃঙ্গ, রাজা দশরথের সন্তানোৎপত্তির নিমিত্ত নিমীলিত নয়নে কিয়ৎকাল সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক ইতিকর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিলেন। পরে চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনকার পুত্রোৎপত্তি-কামনায় কল্পসূত্রের বিধানানুসারে অথর্ব্ব-বেদোক্ত সিদ্ধ মন্ত্র দ্বারা পুত্রেষ্টি-নামক আর একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। রাজার শুভানুধ্যায়ী সংযতেন্দ্রিয় মহাতেজা মহর্ষি বিভাণ্ডক-তনয়, এই কথা বলিয়া সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ এবং ঋষিগণ, যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণের নিমিত্ত সেই স্থলে পূর্ব্ব হইতেই উপস্থিত ছিলেন। মহানুভব মহাত্মা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে স্ব স্ব ভাগ গ্রহণাভিলাষে সমাগত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নারায়ণ, এই ঈশ্বর-চতুষ্টয়, লোকপালগণ, দেবমাতৃগণ, ভগবান ইন্দ্র, মরুদ্গণ, যক্ষগণ ও সমুদায় দেবগণ, ইঁহাদের সকলের নিকট তপোনিধান ঋষ্যশৃঙ্গ, প্রার্থনা-বাক্যে কহিলেন, অমরগণ! এই রাজা দশরথ পুত্রকামনায় অনেক তপস্যা ও ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছেন; পরে আপনাদের প্রীতির নিমিত্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে অশ্বমেধ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিয়াছেন; সম্প্রতি অভিমত-বংশধর-পুত্র-কামনায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনারা প্রসন্ন হইয়া ইঁহার কামনা পূর্ণ করিয়া দিউন। আমি কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদের সকলের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এই রাজার যাহাতে ত্রিলোক-বিখ্যাত বংশধর পুত্র-চতুষ্টয় উৎপন্ন হয়, আপনারা এরূপ বর প্রদান করুন।

দেবগণ, ঋষিকুমারকে তাদৃশ কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতে দেখিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া বর প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন, তপোধন! তুমি সকলের মান্য; বিশেষত এই রাজাও বহুমানের যোগ্যপাত্র; এক্ষণে এই পুত্রেষ্টি-নামক যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলেই ইনি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ-মনোরথ হইবেন। দেবরাজ প্রভৃতি দেবগণ, এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহাতেজা ঋষ্যশৃঙ্গও কল্পসূত্রের বিধানানুসারে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

এদিকে দেবগণ, মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে যথাবিধানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে দেখিয়া লোকভাবন বরদ প্রজাপতির নিকট গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ব্রহ্মন! রাবণ-নামক রাক্ষস আপনকার প্রদত্ত বর-প্রভাবে অপ্রতিহত-পরাক্রম ও অহঙ্কার-মত্ত হইয়া আমাদিগের উপর ও তপোনিরত মহর্ষিগণের উপর নিয়ত অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতেছে। ভগবন! পূর্ব্বে আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর দিয়াছিলেন যে, তুমি দেব, দানব ও যক্ষগণের অবধ্য হইবে। আপনকার সেই বরের অনুরোধেই এক্ষণে আমাদিগকে তাহার সমুদায় দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হইতেছে।

রাক্ষসাধিপতি রাবণ, ত্রিলোকস্থ সকল লোকের উপরেই যার পর নাই দৌরাত্ম্য করিতেছে। সে আপনকার বরে গর্ব্বিত ও উদ্ধত হইয়া অন্যায়পূর্ব্বক দেবগণ, ঋষিগণ, যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অসুরগণ, সকলকেই নিপীড়িত করিতেছে; এবং সুররাজ ইন্দ্রকেও পরাভব করিতে উদ্যত হইয়াছে। রাবণ যে স্থানে অবস্থান করে, সে স্থানে পবন প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়েন না; দিবাকর তাদৃশ উত্তাপ প্রদান করেন না; পাবকও তাদৃশ প্রজ্বলিত হয়েন না। চঞ্চল-তরঙ্গমালা-সঙ্কুল মহাসমুদ্রও তাহাকে দেখিলে প্রশান্তভাবে অবস্থান করে। অধিক কি, যক্ষরাজ কুবেরও তাহার বলবীর্য্যে প্রপীড়িত হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে। ভগবন! এক্ষণে সেই লোক-বিরাবণ রাবণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি সকলেরই কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে যাহাতে সেই দুর্দ্দান্ত রাবণ নিহত হয়, তাহার উপায় বিধান করুন।

দেবগণ এইরূপ নিবেদন করিলে ব্রহ্মা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেবগণ! সেই দুরাত্মা রাবণের বধোপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে! সে আমার নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিল, 'দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, উরগগণ, ইহাঁদের মধ্যে কেহই যেন আমাকে বিনাশ করিতে না পারে।' আমি তৎকালে 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাকে সেই প্রার্থিত বরই প্রদান করিয়াছিলাম। মনুষ্য, রাক্ষস-জাতির ভক্ষ্য বলিয়া রাক্ষসেশ্বর রাবণ তৎকালে অবজ্ঞা পূর্ব্বক মনুষ্যের নাম উল্লেখ করে নাই, অতএব সেই পাপাত্মা, মনুষ্যের হস্তেই নিহত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন তাহার বধোপায় আর কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। দেবরাজ প্রভৃতি দেবগণ, পিতামহ-প্রমুখাৎ ঈদৃশ হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রফুল্ল-হৃদয় হইলেন।

অনন্তর হিরণ্যগর্ভ, রাবণ-বধের উদ্দেশে মনে মনে ভগবান বিষ্ণুর ধ্যান করিলেন। তিনি ধ্যান করিবামাত্র অসীম-শক্তি-সম্পন্ন, তপ্ত-কাঞ্চন-কেয়ূরালঙ্কৃত, শঙ্খ-চক্র-গদা-ধর, পীতাম্বর, জগৎপতি, মহাদ্যুতি স্বয়ং বিষ্ণু, মেঘোপরি মার্ত্তণ্ডের ন্যায় গরুড়োপরি আরোহণ পূর্ব্বক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা ও দেবগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিয়া কহিলেন, মধুসূদন! আপনি দুঃখ-সাগর-নিমগ্ন জনগণকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। অচ্যুত! আমরা নিতান্ত কাতর হইয়াই আপনকার নিকট যাচ্ঞা করিতেছি, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। বিষ্ণু কহিলেন, আমায় কি করিতে হইবে, বল।

দেবগণ, বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, রাজা দশরথ নিঃসন্তান। তিনি পুত্র-কামনায় নানাপ্রকার ব্রত নিয়ম ও বহু তপস্যা করিয়াছেন; অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেও ক্রটি করেন নাই। তিনি ধর্ম্মশীল, গুণসম্পন্ন, শ্লাঘ্য, সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত। পরন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার পুত্রসন্তান হয় নাই। আপনি আমাদের প্রার্থনানুসারে তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করুন।

জনার্দ্দন! তাঁহার কমলার ন্যায় যে নিরুপম-রূপবতী প্রধানা তিন মহিষী আছেন, তাঁহাদের গর্ভে আপনি চারি অংশে বিভক্ত হইয়া অবতীর্ণ হউন।

প্রভু নারায়ণ, দেবগণের ঈদৃশ নিয়োগ শ্রবণ করিয়া উদার বাক্যে কহিলেন, দেবগণ! ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া আমায় কি কার্য্য করিতে হইবে? কোন্ ব্যক্তি হইতেই বা তোমাদের ঈদৃশ ভয় হইয়াছে? ব্যক্ত কর। দেবগণ বিষ্ণুর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, অসুর-নিসূদন! রাবণ-নামক রাক্ষস, সকল লোকের প্রতিই নিরন্তর অত্যাচার করিতেছে। এক্ষণে আমরা তাহা হইতেই ভীত হইয়াছি। আপনি মানব-দেহ ধারণ পূর্ব্বক সেই ত্রিলোক-কণ্টক উদ্ধার করুন। আপনি ব্যতিরেকে ত্রিদশালয়-বাসী অপর কেহই সেই পাপাত্মাকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন না।

অরিন্দম! পূর্ব্বকালে রাক্ষসেশ্বর রাবণ সুদীর্ঘকাল ঈদৃশ অতীব উগ্র কঠোর তপস্যা করিয়াছিল যে, তাহাতে আমাদের এই ভগবান পিতামহ তাহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। ইনি প্রীত হইয়া তাহার প্রার্থনানুসারে তাহাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন যে, দেব দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর অথবা তাহা অপেক্ষাও প্রবলতর কোন প্রাণী হইতে তাহার মৃত্যুভয় থাকিবে না। তৎকালে রাবণ, কেবল দেব দানব প্রভৃতিরই নাম উল্লেখ করিয়াছিল; পরন্তু খাদ্য-খাদকতা সম্বন্ধ নিবন্ধন অনাস্থা প্রযুক্ত হীন-বল মনুষ্যের নাম উল্লেখ করে নাই। পিতামহ-প্রদত্ত বর অনুসারে রাক্ষস-জাতির খাদ্য মনুষ্য ব্যতিরেকে আর কোন জাতি হইতেই তাহার মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই। অতএব আপনি মনুষ্য রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া দুর্দ্দান্ত রাবণকে সংহার করুন।

রাক্ষসাপসদ রাবণ, পিতামহ-প্রদত্ত-বর-প্রভাবে অপ্রতিহত বল-বীর্য্য নিবন্ধন উন্মত্ত হইয়া দেবগণকে, গন্ধর্ব্বগণকে, সিদ্ধগণকে ও মহর্ষিগণকে সাতিশয় প্রপীড়িত করিতেছে। ব্রহ্ম-বিদ্বেষী, মনুষ্যাশী, ত্রিলোক-কণ্টক এই দুরাত্মা রাক্ষস, বরলাভে সকলের অবধ্য হইয়া যজ্ঞধ্বংস করিতেছে, ত্রিলোক উৎসন্ন করিতেছে, রমণীদিগের সতীত্ব হরণ করিতেছে এবং ব্রহ্মহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। এই পাপাত্মা যখন রথ ও মাতঙ্গ প্রভৃতি সমেত রাজগণকে আক্রমণ করে, তৎকালে কোন কোন রাজা কালকবলে নিপতিত হয়েন, কোন কোন রাজা দেশ-দেশান্তরে পলায়ন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করেন। বর-গর্ব্বিত রাবণ, অবলীলাক্রমে সপ্ত লোক বিচরণ করে, সম্মুখে অপ্সরোগণ বা ঋষিগণ পড়িলে তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিয়া ফেলে। অনেক সময় এরূপ ঘটিয়াছে যে, নন্দন-বনে ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ বিহার করিতেছেন, এমন সময় সর্ব্বপ্রাণি-ভয়ঙ্কর কার্য্যাকার্য্য-বিমূঢ় রাক্ষস রাবণ সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সকলকেই এককালে সংহার করিল।

সম্প্রতি, যাহাতে সেই দুরাত্মা রাবণ নিহত হয়, তদুদ্দেশেই ঋষিগণ, সিদ্ধগণ,

গন্ধর্ব্বগণ ও যক্ষগণের সহিত মিলিত হইয়া, আমরা এস্থলে আসিয়াছি এবং এক্ষণে আপনকার শরণাপন্ন হইলাম। দেবদেব! আপনিই আমাদের সকলের পরম তপ, আপনিই আমাদের পরম গতি। অধুনা আপনি সুরশত্রু সংহারের নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইতে মনোনিবেশ করুন।

সর্ব্বলোক-পূজিত ত্রিদশ-প্রধান ত্রিদশেশ্বর বিষ্ণু, এইরূপ স্তুতিবাক্যে প্রার্থিত হইয়া পিতামহ পুরঃসর সমবেত দেবগণকে ধর্ম্মানুগত বচনে কহিলেন, সুরগণ! তোমরা এক্ষণে ভীত হইও না, তোমাদের মঙ্গল হইবে। আমি তোমাদের হিত-সাধনের নিমিত্ত, দেবগণের ও ঋষিগণের ভয়াবহ দুর্দ্ধর্ষ ক্রূরাচার রাবণকে, পুত্র পৌত্র অমাত্য মন্ত্রী জ্ঞাতি ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সংহার পূর্ব্বক একাদশ সহস্র বৎসর মানব-লোকে বাস করিয়া পৃথিবী পালন করিব।

পদ্ম-পলাস-লোচন ভগবান বিষ্ণু, দেবগণকে এইরূপ বর প্রদান পূর্ব্বক আপনাকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া রাজা দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইতে স্বীকৃত হইলেন।

অনন্তর দেবগণ ঋষিগণ গন্ধর্ব্বগণ রুদ্রগণ ও অপ্সরোগণ, দিব্য স্তুতি-বাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, সুরেশ্বর! অতীব-তেজঃ-প্রভাব-সম্পন্ন, উদ্ধত-স্বভাব, মহাগর্ব্বিত, সাধু-তপস্বি-জন-কণ্টক, অত্যাচারী, তপঃ-পরায়ণ-জনগণ-ভয়াবহ, রাবণকে আপনি সমূলে উন্মূলন করুন। আপনি, অতীব-উগ্র-পুরুষকার-সম্পন্ন লোক-বিরাবণ রাবণকে সসৈন্যে ও সবান্ধবে বিনাশ করিয়া নিরুদ্বিগ্ন-হৃদয়ে আত্ম-পরিরক্ষিত দোষ-স্পর্শ-পরিশূন্য বৈকুণ্ঠধামে আগমন করুন।

পঞ্চদশ সর্গ।

দিব্য-পায়সোৎপত্তি।

সর্ব্বলোক-পূজিত ভগবান বিষ্ণু, দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথের ঔরসে অবিলম্বে জন্ম পরিগ্রহ করিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। এই সময়, শত্রু-সংহারকারী অপুত্রক মহাত্মা রাজা দশরথ, পুত্র-কামনায় পুত্রেষ্টি-নামক যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবামাত্র, হুত-হুতাশন হইতে প্রজ্বলিত-জ্বলন-সদৃশ অ-লোক-সামান্য-প্রভা-সম্পন্ন এক মহাসত্ত্ব মহাকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। ইহাঁর পরিধান কৃষ্ণাজিন, শ্মশ্রু ও জটা হরিদ্বর্ণ, নয়নপ্রান্ত রক্তপদ্ম-সদৃশ, দৃষ্টি কেশরি-সদৃশ, কণ্ঠধ্বনি মেঘ ও দুন্দুভির ধ্বনি-সদৃশ গম্ভীর এবং কটিদেশ সিংহোদরের ন্যায় ক্ষীণ। ইহাঁর শরীর শৈল-শৃঙ্গের ন্যায় আয়ত, দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং সমুদায় শুভলক্ষণ-সম্পন্ন।

এই উৎপন্ন অদ্ভুত পুরুষ, বিপুল ভুজযুগল দ্বারা, প্রিয়তমা পত্নীর ন্যায়, দিব্য-পায়স-পূরিতা রজত-পিধান-পিহিতা অদ্ভুত-রূপা কাঞ্চনময়ী পাত্রী গ্রহণ করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, ব্রহ্মন! আমি প্রাজাপত্য-পুরুষ,

আমি এক্ষণে আপনকার নিকট উপস্থিত হইলাম ; আমি যে এই পাত্রী প্রদান করিতেছি, ইহা গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা দশরথকে প্রদান করুন। ইহাতে যে পায়স আছে, তাহা ভক্ষণ করিলে পুত্র উৎপন্ন হইবে। ইহা রাজার নিমিত্তই প্রস্তুত হইয়াছে। রাজা ধর্ম্মপত্নীদিগকে ইহা ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত প্রদান করিবেন।

ধীমান মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ, প্রজাপতি-পুরুষকে কহিলেন, তুমি স্বয়ংই রাজাকে এই অদ্ভুত পাত্র প্রদান কর। অতীব তেজঃসম্পন্ন প্রাজাপত্য পুরুষ, ঋষ্যশৃঙ্গের বাক্য শ্রবণ করিয়া গম্ভীর স্বরে রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনকার প্রতি প্রীত হইয়াছি ; সমুদায় অমৃত-রস-সার-সমুদ্ভুত এই পায়স আমি আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। ইক্ষ্বাকু-বংশাবতংস রাজা দশরথ, পায়স-পূরিত পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন! ইহা লইয়া আমায় কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। তখন প্রাজাপত্য পুরুষ পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, নরপতে! আপনি যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার ফলস্বরূপ এই পাত্র আমি আপনাকে প্রদান করিলাম। রাজন! ইহাতে যে পায়স আছে, তাহা স্বয়ং প্রজাপতি প্রস্তুত করিয়াছেন; ইহা পুত্রোৎপাদক এবং আরোগ্য-দায়ক। আপনি এই প্রশস্ত পায়স গ্রহণ করিয়া, ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মপত্নীদিগকে প্রদান করুন। মহারাজ! আপনি যে নিমিত্ত এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা ভক্ষণ করিলেই তাহা সফল হইবে ;—আপনকার ঐ ধর্ম্মপত্নীরা অভিমত পুত্র প্রসব করিয়া আপনকার আনন্দ-বর্দ্ধন করিবেন। রাজা, প্রাজাপত্য পুরুষের মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে দিব্য-পায়স-পূরিত দেবদত্ত সেই হিরণ্ময়ী পাত্রী মস্তকে গ্রহণ করিলেন ; এবং যার পর নাই আনন্দিত হইয়া সেই প্রিয়দর্শন অদ্ভুত পুরুষকে প্রণাম পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই অদ্ভুত পুরুষ এইরূপে রাজা দশরথকে সেই দিব্য পায়স প্রদান করিয়া প্রদীপ্ত হুত হুতাশনের মধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন। দরিদ্র ব্যক্তি ধন-সম্পত্তি পাইলে যেরূপ আনন্দিত হয়, সেইরূপ মহীপতি দশরথ, সেই দিব্য পায়স প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই প্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয় হইলেন। শারদীয় শশধরের নির্ম্মল কিরণ-জালে নভোমণ্ডল যেমন সমুদ্ভাসিত হয়, তদ্রূপ, অন্তঃপুর-বাসিনী রমণীদিগের মুখমণ্ডলও হর্ষরশ্মি দ্বারা বিকসিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর রাজা দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! এই পায়স অতীব হিতকারী ; ইহা ভক্ষণ করিলে মনোমত পুত্র উৎপন্ন হইবে; তুমি ইহা ভক্ষণ কর।

মহীপতি দশরথ, এই কথা বলিয়া বিষ্ণুর চতুরংশাত্মক সেই দিব্য পায়স স্বয়ংই সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক অংশ কৌশল্যাকে প্রদান করিলেন। অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ পুনর্ব্বার দুই ভাগ করিয়া তাহার এক অংশ

কৈকেয়ীকে দিলেন। পরে অবশিষ্ট চতুর্থাংশ পুনর্ব্বার দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ সুমিত্রাকে প্রদান করিলেন; এবং অবশিষ্ট অষ্টমাংশ দিব্য পায়স কাহাকে দিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক বিবেচনার পর তিনি তাহা পুনর্ব্বার সুমিত্রাকেই দিলেন।*

রাজা দশরথ, সেই দিব্য পায়স এইরূপে তিন মহিষীকে পৃথক পৃথক বিভাগ করিয়া

---

* এই পায়স-বিভাগ-সম্বন্ধে অনেক-প্রকার পাঠ-ভেদ এবং মত-ভেদ দৃষ্ট হয়। আমরা, অস্মদ্দেশীয়-ধর্ম্ম-পরায়ণ-পণ্ডিত-মণ্ডলী-সমাদৃত আমাদের অবলম্বিত গ্রন্থের পাঠ-অনুসারেই অনুবাদ করিলাম। ইহার মূল এইরূপ :—

“इत्युक्त्वा प्रददौ तस्यै सुविशेषोऽर्द्धं नराधिपः ॥२०॥
स्वयमेव समं कृत्वा भागं भागचतुष्टयम् ।
अर्द्धादर्द्धं ददौ चापि कैकेय्यै स नराधिपः ॥२१॥
चतुर्भागं द्विधा कृत्वा सुमित्रायै ददौ तदा ।
प्रददौ चावशिष्टं तत् पायसं देवनिर्म्मितम् ।
अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव नराधिपः ॥२२॥”

বালকাণ্ড—পঞ্চদশ সর্গ।

উপরিভাগে আমরা এই শ্লোকের যেরূপ অর্থ করিয়াছি, তদ্ব্যতীত ইহার এরূপ অর্থও হইতে পারে, যথা :— মহীপতি দশরথ, এই কথা বলিয়া স্বয়ং সমুদায় পায়স সমান চারি ভাগ করিলেন। পরে তিনি অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ দুই ভাগ লইয়া কৌশল্যাকে দিলেন এবং অবশিষ্ট দুই ভাগের অর্দ্ধ অর্থাৎ এক ভাগ (চতুর্থাংশ) কৈকেয়ীকে দিয়া, শেষ চতুর্থাংশ দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ (দুই আনা) সুমিত্রাকে প্রদান করিলেন। পরে তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া সেই অবশিষ্ট (দুই আনা) দিব্য পায়স পুনর্ব্বার সুমিত্রাকেই দিলেন।

ঊনবিংশ সর্গে আছে ;—

“विष्णोर्वीर्य्यार्द्धतो जज्ञे रामो राजीवलोचनः ॥१३
तेजोवीर्य्याधिकः शूरः श्रीमान् गुणगणाकरः ।
बभूवामवरश्चैव शत्रुघ्नो विष्णोश्च पौरुषे ॥१४॥
तथा लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्राजनयत् सुतौ ।
दृढ़भक्ती महोत्साहौ रामस्यावरजौ गुणैः ॥१५॥
तावप्यास्तां चतुर्भागौ विष्णोः संपिण्डितावुभौ ।
एक एव चतुर्भागादपरस्मादजायत ॥१६॥
भरतो नाम कैकेय्याः पुत्रः सत्यपराक्रमः ।”

ইহার মর্ম্ম এই যে,—‘বিষ্ণু-বীর্য্যের অর্দ্ধাংশ হইতে রামচন্দ্র, চতুর্থ অংশ হইতে ভরত, অষ্টম অংশ হইতে লক্ষ্মণ ও অষ্টম অংশ হইতে শত্রুঘ্ন উৎপন্ন হইলেন।’ পায়স বিষ্ণু-বীর্য্য-স্বরূপ। প্রথমত কৌশল্যা তাহার অর্দ্ধাংশ ভক্ষণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার গর্ভে প্রথমত বিষ্ণু-বীর্য্যের অর্দ্ধাংশ-সম্ভূত রামচন্দ্র জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। পরে কৈকেয়ী পায়সের চতুর্থাংশ ভক্ষণ করাতে বিষ্ণু-বীর্য্যের চতুর্থাংশ-সম্ভূত ভরত তাঁহার গর্ভে জন্মিলেন। তৎপরে সুমিত্রা একবার পায়সের অষ্টমাংশ, পরে পুনর্ব্বার পায়সের অষ্টমাংশ প্রাপ্ত হইয়া ভক্ষণ করাতে তাঁহার গর্ভে বিষ্ণু-বীর্য্যের অষ্টমাংশ-সম্ভূত লক্ষ্মণ ও অষ্টমাংশ-সম্ভূত শত্রুঘ্ন উৎপন্ন হইলেন।

অস্মদ্দেশীয় পরম পবিত্র রামায়ণের পাঠ অবলম্বন পূর্ব্বক ব্যাখ্যা ও অনুবাদ না করিলে এ সমুদায়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সুকঠিন।

পাশ্চাত্য পাঠ এইরূপ আছে যে,—

कौशल्यायै नरपतिः पायसार्द्धं ददौ तदा ।
अर्द्धादर्द्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः ॥२७॥
कैकेय्यै चावशिष्टार्द्धं ददौ पुत्रार्थकारणात् ।
प्रददौ चावशिष्टार्द्धं पायसस्यामृतोपमम् ॥२८॥
अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामतिः ।”

বালকাণ্ড—ষোড়শ সর্গ।

কোন কোন টীকাকার এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, রাজা, জ্যেষ্ঠা কৌশল্যাকে পায়সের অর্দ্ধাংশ, তৎকনিষ্ঠা সুমিত্রাকে প্রথমত চতুর্থাংশ, পরে অষ্টমাংশ, তৎকনিষ্ঠা কৈকেয়ীকে অষ্টমাংশ মাত্র প্রদান করেন। এতদনুসারে রামচন্দ্র অর্দ্ধাংশ-সম্ভূত, লক্ষ্মণ চতুর্থাংশ-সম্ভূত, ভরত অষ্টমাংশ-সম্ভূত ও শত্রুঘ্ন অষ্টমাংশ-সম্ভূত।

কোন কোন টীকাকারের মতে রাম ও ভরত প্রত্যেকে পাদোন-অর্দ্ধাংশ (ছয় আনা অংশ)-সম্ভূত এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন প্রত্যেকে

দিলেন। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা, তাদৃশ দিব্য পায়স প্রাপ্ত হইয়া আপনা-দিগকে সম্মানিত ও সংকৃত বিবেচনা করি-লেন। তৎকালে তাঁহাদের আনন্দের পরি-সীমা রহিল না।

অষ্টমাংশ-সম্ভূত। ইঁহারা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, রাজা কৌশল্যাকে পায়সের অর্দ্ধাংশ দিয়া ঐ অর্দ্ধাংশের চতুর্থাংশ সুমিত্রাকে দেওয়া-ইলেন। পরে তিনি কৌশল্যা-দত্তাবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ কৈকেয়ীকে প্রদান করিয়া তাহারও অর্দ্ধার্দ্ধ (চতুর্থাংশ) পুনর্ব্বার সুমিত্রাকে দিতে অনুরোধ করিলেন। এইরূপে কৌশল্যা ছয় আনা, কৈকেয়ী ছয় আনা ও সুমিত্রা দুইবারে চারি আনা অংশ পায়স প্রাপ্ত হইয়া ভক্ষণ করিলেন। টীকাকার রামানুজ, এই মতের পোষকতা করেন, এবং বলেন, এই ব্যাখ্যাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। টীকাকার কতকাচার্য্যেরও এই মত।

মহাকবি কালিদাস-কৃত রঘুবংশেও ঈদৃশ ব্যাখ্যানুরূপ পায়স-বিভাগ বর্ণিত আছে। যথা:—

"স তেজো বৈষ্ণবং পত্ন্যোর্বিভেজে চরুসংজ্ঞিতম্।
দ্যাবাপৃথিব্যোঃ প্রত্যগ্রমহর্পতিরিবাতপম্ ॥৫৪॥
অর্চ্চিতা তস্য কৌশল্যা প্রিয়া কেকয়বংশজা।
অতঃ সম্ভাবিতাং তাভ্যাং সুমিত্রামৈচ্ছদীশ্বরঃ ॥৫৫॥
তে বহুজ্ঞস্য চিত্তজ্ঞে পত্ন্যৌ পত্যুর্মহীক্ষিতঃ।
চরোরর্দ্ধার্দ্ধভাগাভ্যাং তাময়োজয়তামুভে ॥ ৫৬ ॥
সা হি প্রণয়বত্যাসীৎ সপত্ন্যোরুভয়োরপি।
ভ্রমরী বারণস্যেব মদনিস্যন্দরেখয়োঃ ॥৫৭॥"

রঘুবংশ—দশম সর্গ।

ইহার মর্ম্ম এই যে, রাজা দশরথ, কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে চরু-নামক বিষ্ণুতেজ সমান ভাগ করিয়া দিলেন। কৌশল্যা ও কৈকেয়ী উভয়েই সুমিত্রাকে ভাল বাসিতেন, সুতরাং তাঁহারা প্রত্যেকে সুমি-ত্রাকে স্ব স্ব ভাগের অর্দ্ধের অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ চতুর্থাংশ (সমুদায় পায়সের অষ্টমাংশ) প্রদান করিলেন। তাহাতে কৌশল্যার সার্দ্ধ-চতুর্থাংশ, (ছয় আনা) কৈকেয়ীর সার্দ্ধ-চতুর্থাংশ (ছয় আনা) ও সুমিত্রার চতুর্থাংশ (চারি আনা) পায়স ভক্ষণ করা হইল।

রঘুবংশের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় মল্লিনাথ, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন, এরূপ চরু-বিভাগ রামায়ণ-সম্মত নহে। রামায়ণে আছে যে, পায়সের অর্দ্ধাংশ কৌশল্যা, চতুর্থাংশ কৈকেয়ী, অবশিষ্ট (চতুর্থাংশ) সুমিত্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরা অস্মদ্দেশীয় পাঠ অবলম্বন পূর্ব্বক যেরূপ অনুবাদ করিয়াছি, মল্লিনাথ তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিতেছেন। যাহা হউক, মল্লিনাথ বলেন, রঘুবংশে, বোধ হয়, পুরাণান্তরের মতানুসারেই এরূপ চরু-বিভাগ লিখিত হইয়া থাকিবে। যথা নৃসিংহ-পুরাণে আছে:—

"তে পিণ্ডপ্রাশনে কালে সুমিত্রায়ৈ মহীপতেঃ।
পিণ্ডাভ্যামল্পমল্পন্তু স্বভগিন্যৈ প্রযচ্ছতঃ ॥"

কৌশল্যা ও কৈকেয়ী চরুভক্ষণ কালে রাজার অভিপ্রায়ানুসারে আপনাদের অংশ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্বভগিনী সুমিত্রাকে প্রদান করিলেন।

ইহাদ্বারা অনুভূত হইতেছে, দৃশ্যমান পাশ্চাত্য পাঠ, মহামহো-পাধ্যায়-কোলাচল-মল্লিনাথ-সূরি-সম্মত নহে। এরূপ পাশ্চাত্য পাঠ তাঁহার অনুমোদিত হইলে, তিনি বলিতেন না যে, 'রঘুবংশে বর্ণিত চরু-বিভাগ রামায়ণ-সম্মত নহে।' এদিকে শ্রীরামাচার্য্য প্রভৃতি পাশ্চাত্য রামায়ণের টীকাকারগণ স্বকৃত ব্যাখ্যার পোষকতার নিমিত্ত রঘুবংশের উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য রামায়ণের কোন কোন অনুবাদক, চরু-বিভাগ-বিষয়ে অন্যরূপ অর্থ করিয়া লেখেন যে,—রাজা দশরথ কৌশল্যাকে পায়সের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিলেন। কৌশল্যা রাজার অনুরোধে সুমিত্রাকে তাহার অর্দ্ধাংশ দিলেন। পরে রাজা অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ কৈকেয়ীকে দিয়া তাহারও অর্দ্ধাংশ সুমিত্রাকে দিতে অনুরোধ করিলেন। এই-রূপে কৌশল্যা চতুর্থাংশ, কৈকেয়ী চতুর্থাংশ ও সুমিত্রা অর্দ্ধাংশ পায়স ভক্ষণ করিলেন।

রামায়ণের মূল হইতে এরূপ অর্থ কথঞ্চিৎ নিষ্পন্ন করা গেলেও যাইতে পারে, পরন্ত কোন টীকাকারকেই আমরা ঈদৃশ ব্যাখ্যা করিতে দেখি নাই। বিশেষত এরূপ অর্থ করিলে পাশ্চাত্য রামায়ণের অষ্টাদশ সর্গে যে চরুর অংশানুসারে বিষ্ণুর অংশাবতার বর্ণিত আছে, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। ফলত পাশ্চাত্য রামায়ণের অনুবাদকগণ, বোধ করি, উক্ত সামঞ্জস্য রক্ষার দিকে দৃষ্টিপাতও করেন নাই; অধিকন্তু কোন কোন অনুবাদে অংশাবতার স্থলে বিষ্ণুর ষোল আনা অংশের সমষ্টি পাঁচ সিকা হইয়া পড়িয়াছে।

অনুবাদকগণ, পূজ্যপাদ রামানুজ প্রভৃতি টীকাকারগণের মতানু-বর্ত্তী না হইয়া কি জন্য যে এরূপ অর্থ উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না। বোধ করি, রামানুজ-টীকায়—

"কৌশল্যায়ৈ দত্তার্দ্ধস্য অর্দ্ধাদর্দ্ধং চতুর্থাংশরূপং সুমিত্রায়ৈ দত্তবান্ কৌশল্যয়া দাপিতবানিত্যর্থঃ।"

এইরূপে রাজমহিষীরা, স্বয়ং রাজা কর্ত্তৃক বিভক্ত ও প্রদত্ত দিব্য পায়স ভক্ষণ করিয়া ক্রমশ হুতাশন ও আদিত্য সদৃশ তেজঃ-সম্পন্ন শুভ গর্ভ ধারণ করিলেন। সুকৃতী পুরুষ

—এই অংশটুকুর প্রকৃত মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে না পারিয়াই তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়া ঐ রূপ অর্থ উদ্ভাবন করিয়া থাকিবেন।

অধ্যাত্ম-রামায়ণে আছে ;—

"বশিষ্ঠঋষ্যশৃঙ্গাভ্যামনুজ্ঞাতো দদৌ হবিঃ।
কৌশল্যায়ৈ স কৈকেয্যৈ অৰ্দ্ধমৰ্দ্ধং প্রযত্নতঃ ॥১০॥
ততঃ সুমিত্রা সংপ্রাপ্তা জগৃধ্নুঃ পৌত্রিকং চরুম্।
কৌশল্যা তু স্বভাগার্দ্ধং দদৌ তস্যৈ মুদান্বিতা॥১১
কৈকেয়ী চ স্বভাগার্দ্ধং দদৌ প্রীতিসমন্বিতা।
উপভুজ্য চরুং সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ো গর্ভসমন্বিতাঃ ॥১২"

অধ্যাত্ম-রামায়ণ—চতুর্থ সর্গ।

রাজা দশরথ, বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গের অনুমতি ক্রমে কৌশল্যাকে অর্দ্ধাংশ ও কৈকেয়ীকে অর্দ্ধাংশ চরু প্রদান করিলেন। পরে সুমিত্রা আসিয়া পুত্র-কামনায় চরু প্রার্থনা করিলে, কৌশল্যা প্রীত হৃদয়ে নিজ অংশ হইতে অর্দ্ধাংশ এবং কৈকেয়ীও প্রমুদিত-চিত্তে নিজ অংশ হইতে অর্দ্ধাংশ চরু তাঁহাকে দিলেন। রাজার এই তিন মহিষী চরু ভক্ষণ করিয়া গর্ভবতী হইলেন।

অধ্যাত্ম-রামায়ণের এই প্রকার অর্থ যদিও আপাতত উপস্থিত হইতেছে, তথাপি তদীয় টীকাকার শৃঙ্গবের-পুরাধিপতি শ্রীরাম বর্ম্মা, বাল্মীকি-রামায়ণের পাশ্চাত্য পাঠের সহিত একবাক্যতা রক্ষার নিমিত্ত ইহার এরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন যে, রাজা দশরথ কৌশল্যাকে অর্দ্ধাংশ ও কৈকেয়ীকে অর্দ্ধাংশ পায়স প্রদান করিলেন। পরে সুমিত্রা আসিয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে প্রার্থনা করিলে কৌশল্যা ও কৈকেয়ী তাঁহাকে স্ব স্ব ভাগের চতুর্থাংশ দিলেন। সুতরাং এইরূপে কৌশল্যার ছয় আনা, কৈকেয়ীর ছয় আনা, সুমিত্রার চারি আনা পায়স ভক্ষণ করা হইল। তিনি বলেন, বাল্মীকীয় রামায়ণের টীকাকার কতকাচার্য্য এবং শ্রীরামাচার্য্যও চরু-বিভাগ-বিষয়ে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য-রামায়ণের টীকাকার রামানুজ বলেন, এরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া পাঠান্তর [গৌড়ীয় পাঠ] অবলম্বন পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিলে রামের সহিত লক্ষ্মণের এবং ভরতের সহিত শত্রুঘ্নের সাতিশয় সৌহার্দ্দ্যের কারণ উপলব্ধ হয় না। পদ্ম পুরাণে আছে ;—

"যুগং বভূবতুস্তত্র সুস্নিগ্ধৌ রামলক্ষ্মণৌ।
তথা ভরতশত্রুঘ্নৌ পায়সাংশবশাৎ ততঃ ॥"

পায়সের অংশ অনুসারে রাম ও লক্ষ্মণ এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন পরস্পর স্বাভাবিক সৌহার্দ্দ্য-সম্পন্ন হইয়াছিলেন।

টীকাকার রামানুজ, চরুবিভাগ-বিষয়ে ঈদৃশ ব্যাখ্যা করিয়া, পশ্চাৎ পাশ্চাত্য পুস্তকের অষ্টাদশ সর্গে, দশরথের পুত্রোৎপত্তি স্থলে, বিষ্ণু-বীর্য্য-রূপ পায়স ভক্ষণ হেতু, বিষ্ণুর কত অংশে কোন্ পুত্রের জন্ম হইল, তদ্বিষয়ে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সামঞ্জস্য রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। যথা :—

"কৌশল্যাজনয়দ্রামং দিব্যলক্ষণসংযুতম্ ॥ ১০॥
বিষ্ণোরৰ্দ্ধং মহাভাগং পুত্রমৈক্ষ্বাকুনন্দনম্।"

কৌশল্যা, দিব্য-লক্ষণ-সম্পন্ন ইক্ষ্বাকু-কুলানন্দ-বর্দ্ধন সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ-স্বরূপ মহাভাগ রামকে প্রসব করিলেন। এস্থলে, রামানুজ বলেন,—

বিষ্ণু অর্থাৎ শঙ্খ-চক্র-অনন্ত-বিশিষ্ট বিষ্ণু ; তাঁহার অর্দ্ধ অর্থাৎ কিঞ্চিন্ন্যূন অর্দ্ধ, অর্থাৎ শঙ্খচক্রাদি-শূন্য বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশে রামের জন্ম।

"ভরতো নাম কৈকেয্যাং জজ্ঞে সত্য-পরাক্রমঃ।
সাক্ষাদ্বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগঃ সর্ব্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ ॥১৩"

কৈকেয়ীর গর্ভে বিষ্ণুর চতুর্থাংশ-স্বরূপ সত্য-পরাক্রম ও সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ভরত জন্ম গ্রহণ করিলেন। এস্থলে রামানুজ বলেন,—

চতুর্ভাগ অর্থাৎ চতুর্ন্যূন ভাগ অর্থাৎ পায়সের অর্দ্ধাংশের চতুর্থাংশ ন্যূন ভাগ (ছয় আনা), অর্থাৎ পাঞ্চজন্যাবতার ভরত, ছয় আনা অংশে কৈকেয়ীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করেন।

"অথ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুমিত্রাজনয়ৎ সুতৌ।
বীরৌ সর্ব্বাস্ত্রকুশলৌ বিষ্ণোরৰ্দ্ধসমন্বিতৌ ॥ ১৪"

অনন্তর সুমিত্রা বিষ্ণুর অর্দ্ধ-সমন্বিত মহাবীর সর্ব্বাস্ত্র-কুশল লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে প্রসব করিলেন। এস্থলে রামানুজ বলেন,—

অর্দ্ধশব্দ ভাগবাচী, সমাংশ বাচী নহে ; সুতরাং বিষ্ণুর অষ্টমাংশে লক্ষ্মণ ও অষ্টমাংশে শত্রুঘ্ন উৎপন্ন হয়েন।

রামানুজ-ব্যাখ্যার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, বিষ্ণু-বীর্য্যের ছয় আনা অংশে রাম, ছয় আনা অংশে ভরত, দুই আনা অংশে লক্ষ্মণ, দুই আনা অংশে শত্রুঘ্ন উৎপন্ন হইয়াছেন। যদ্যপি রামানুজ, চরু-বিভাগ-স্থলে গৌড়ীয় পাঠ অবলম্বন করিতেন, অথবা যদি তিনি গৌড়ীয় পাঠের

যোগোন্মীলিত নয়নে দেবলোক সন্দর্শন করিয়া যাদৃশ অ-সদৃশ আনন্দ অনুভব করেন, রাজা দশরথ কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে গর্ভবতী দেখিয়া সেইরূপ পরম-পরিতুষ্ট-হৃদয় হইলেন।

ষোড়শ সর্গ।

রাজগণের বিদায়।

এইরূপে সেই পরম অদ্ভুত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে, দেবগণ স্ব স্ব হব্যভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক পরিতুষ্ট হইয়া যথাক্রমে যথাস্থানে

সম্মতি ক্রমে পাশ্চাত্য পাঠের ব্যাখ্যা করিতেন, যদি তিনি পদ্ম-পুরাণের বচন লইয়া যুগ্ম যুগ্ম ভ্রাতার পরস্পর সৌহার্দ্দ্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে না যাইতেন, তাহা হইলে পুত্রোৎপত্তি স্থলে তাঁহাকে এতদূর কষ্ট-কল্পনা স্বীকার পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিতে হইত না। ফলত যাহাতে বাল্মীকি-বাক্যের পরস্পর বিরোধ অথবা অসামঞ্জস্য না ঘটে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা সর্ব্বাগ্রেই কর্ত্তব্য। পুরাণান্তরের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসার অনেক উপায় আছে। পরন্তু পুরাণান্তরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া মহর্ষি বাল্মীকির অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করা, অথবা যে শব্দের যে অর্থ নহে, তাহা টানিয়া আনিয়া সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করা, কতদূর যুক্তি-সঙ্গত, তাহা কৃতবিদ্য সহৃদয়-মহাশয়গণেরই বিবেচ্য।

আমরা পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অস্মদ্দেশীয় পাঠের যেরূপ অর্থ করিয়াছি, চরু-বিভাগ-বিষয়ে পাশ্চাত্য পাঠেও সেইরূপ অর্থ হইতে পারে। যথা:—

নরপতি দশরথ, কৌশল্যাকে পায়সের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিলেন। পরে তিনি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত কৈকেয়ীকে অবশিষ্টার্দ্ধ অর্থাৎ চতুর্থাংশ দিলেন; পরে, কৈকেয়ীকে প্রদানানন্তর যাহা অবশিষ্ট রহিল, তিনি সুমিত্রাকে প্রথমত তাহার অর্দ্ধেক প্রদান করিয়া, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশিষ্ট অষ্টমাংশও পুনর্ব্বার সুমিত্রাকেই দিলেন।

পাশ্চাত্য পাঠে যদি এরূপ ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে রাম প্রভৃতির জন্ম-কালীন বিষ্ণুর যত অংশে যাঁহার উদ্ভব বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত ইতিবৃত্ত-ঘটিত কোন রূপ অসামঞ্জস্য থাকে না; এবং সহৃদয় জনের অননুমোদিত তাদৃশ কষ্ট-কল্পনা স্বীকার করিয়া ঐ স্থলের সামঞ্জস্য রাখিবার নিমিত্ত পূজ্যপাদ রামানুজকেও বৃথা প্রয়াস পাইতে হয় না।

এ বিষয় সম্বন্ধে অধ্যাত্মতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ যেরূপ ব্যাখ্যা করেন, একণে আমরা নিম্নে তাহারও স্থূল তাৎপর্য্য বিবৃত করিতেছি;—

তাঁহারা বলেন, প্রজাপতি-প্রেরিত পায়স, নিত্যসিদ্ধ-চিদানন্দ বিগ্রহের উপাদান কারণ হইতে পারে না; পরন্তু তাহাতে ভগবদাবির্ভাব-সূচনা দ্বারা রাজা দশরথের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র।

তাঁহারা ব্যাখ্যা করেন, রামায়ণের মূলে যে বিষ্ণু শব্দ প্রয়োগ আছে, এখানে তাহার অর্থ পরম ব্রহ্ম। প্রণবই পরম ব্রহ্ম। প্রণব (ওঁ=অ্+উ+ম্+◡), ইহার উচ্চারণ-ধ্বনি শব্দব্রহ্ম, এবং ইহার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম; অবতার এই উভয়াত্মক। প্রণবের অর্দ্ধমাত্রা (◡) হইতে তুরীয় পরমব্রহ্ম রাম, কৌশল্যা অর্থাৎ ব্রহ্মাভিব্যক্তি-শক্তি হইতে আবির্ভূত হইলেন। প্রণবের চতুর্থাংশ ম-কার, প্রাজ্ঞ-পদ-বাচ্য ঈশ্বর। এই সর্ব্ব-গুণ-সম্পন্ন ম-কার কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত-রূপে অবতীর্ণ হয়েন। প্রণবের অন্য চতুর্থাংশ অ-কার, বিশ্ব নামে বেদান্ত-প্রসিদ্ধ বিরাট্-পুরুষ। এই অ-কার লক্ষ্মণ রূপে আবির্ভূত হইলেন। প্রণবের অপর চতুর্থাংশ উ-কার, তৈজস নামে প্রসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভ। এই প্রণবাঙ্গ উ-কার শত্রুঘ্ন রূপে অবতীর্ণ হয়েন। অথর্ব্ব-বেদে শ্রীরামোত্তর-তাপনীয়ে প্রণব-ব্যাখ্যাতে কথিত আছে;——

> "অকারাক্ষরসম্ভূতঃ সৌমিত্রির্বিশ্বভাবনঃ।
> উকারাক্ষরসম্ভূতঃ শত্রুঘ্নস্তৈজসাত্মকঃ॥
> প্রাজ্ঞাত্মকস্তু ভরতো মকারাক্ষরসম্ভবঃ।
> অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ॥"

ফলত এইরূপে অনেকে অনেক-প্রকার ব্যাখ্যা করেন। পরন্তু বাল্মীকির প্রকৃত অভিপ্রায় কি? নিগূঢ় তত্ত্ব কি? তাহা অস্মৎ-সদৃশ জনের বিচার করিবার ক্ষমতা কোথায়!

> "রামতত্ত্বং বিজানাতি হনুমানথ লক্ষ্মণঃ।
> নহিমর্ত্ত্যৈ তু কা শক্তির্বিলবোধরন্ধ্রৈঃ॥"

প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা মহর্ষিগণও যথোচিত পূজিত ও সৎকৃত হইয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। যে সমুদায় ভূপতি সেই মহাযজ্ঞে নিমন্ত্রিত ও সমাগত হইয়াছিলেন, রাজা দশরথ প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে তাঁহাদের সকলকেই ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব রাজধানী-প্রতিগমনে সম্মতি প্রদান করিলেন। তিনি বিদায় দিবার সময় কহিলেন, রাজগণ! আমি আপনাদের উপর যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনাদের মঙ্গল হউক, আপনারা অবিলম্বেই শুভ ফল প্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে আপনাদের যদি ইচ্ছা হয়, স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিতে পারেন।

অধুনা আপনারা নিজ নিজ রাজ্য রক্ষা ও রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হউন। দেখিতে পাওয়া যায়, রাজা রাজ্য-ভ্রষ্ট হইলে মৃতকল্প হইয়া থাকেন। অতএব যিনি অভ্যুদয় কামনা করেন, তাঁহার পক্ষে নিজ রাজ্য রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাজ্যপালন দ্বারা যাদৃশ অনন্য-সুলভ অপূর্ব্ব স্বর্গলাভ করিতে পারা যায়, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সেরূপ হয় না। মনুষ্যগণ, বসন ভূষণ প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে যেরূপে নিজ নিজ শরীর পালনে যত্ন করে, সেইরূপ বহুবিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক নিজ নিজ রাজ্য পালনে যত্ন করা ভূপতিগণের কর্ত্তব্য। রাজ্যমধ্যে অনাগত বিষয়েরও যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা রাজার অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এবং যাহাতে দোষস্পর্শ না হয়, এরূপ অর্থাগম সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

রাজরাজ দশরথ, প্রীতি-প্রবণ হৃদয়ে রাজগণকে এইরূপ আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিলেন। ভূপালগণ অযোধ্যাধিপতির ঈদৃশ উপদেশ-গর্ভ-বিনয় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে সম্মানিত বোধ করিলেন, এবং পরস্পর সম্ভাষণ পূর্ব্বক স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজগণ সকলে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নিজ রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলে, শ্রীমান অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ, দীক্ষা-নিয়ম উদযাপন পূর্ব্বক, ধর্ম্মপত্নীগণ-সমভিব্যাহারে, প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণকে অগ্রসর করিয়া, অমাত্য বল বাহন সদস্য ও পৌরগণের সহিত প্রহৃষ্ট হৃদয়ে পুরী প্রবেশ করিলেন।

সপ্তদশ সর্গ।

ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতিগমন।

অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ, রাজা দশরথ কর্ত্তৃক সুসৎকৃত হইয়া প্রণয়িনী শান্তা ও সংযতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণের সহিত অঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনুচর-বর্গে পরিবৃত অসামান্য-ধীসম্পন্ন ধরাপতি দশরথ, সুধীর বশিষ্ঠ ও পুরবাসী জনগণ, তাঁহার সম্মানার্থ অনুগমন করিতে লাগিলেন। অসামান্য-লাবণ্য-সম্পন্না, শান্তা বহুবিধ বিভূষণে বিভূষিতা হইয়া, শ্বেতবর্ণ-গোগণ-যুক্ত, দাস-দাসীগণ-পরিবৃত, কম্বলাস্তরণ-সুশোভিত মহাযানে আরোহণ পূর্ব্বক মণি রত্ন প্রভৃতি

বহু ধন ও মেষ ছাগ প্রভৃতি বহুবিধ পশু সমভিব্যাহারে লইয়া, দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায়, পরম-প্রীত হৃদয়ে গমন করিতে লাগিলেন। সতী শান্তা, ইন্দ্রের প্রতি ইন্দ্রাণীর ন্যায়, ভর্ত্তা ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি সাতিশয় অনুরাগবতী ছিলেন। তিনি যদিও চিরকাল অপূর্ব্ব হর্ম্ম্যে পরম সুখে বাস পূর্ব্বক অতীব সমাদর সহকারে অনন্য-জন-সুলভ সর্ব্ববিধ মনোরম ভোগ্য বস্তু সমুদায় ভোগ করিয়া আসিতেছেন, যদিও সমস্ত জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক ও সমস্ত মহিলাগণ কর্ত্তৃক তিনি অসামান্য যত্ন, বহুমান ও সমাদর পূর্ব্বক লালিতা হইতেছেন, তথাপি তিনি যখন শুনিলেন যে, ভর্ত্তার সহিত বনগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই স্থানেই বাস করিতে হইবে, তখন তিনি প্রফুল্ল মুখে আনন্দিত হৃদয়ে তাহাই সুখ-সাধন ও শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ করিলেন।

রাজা দশরথ ও রাজ-মহিষীগণ, কৌমার-ব্রহ্মচারী মহানুভব মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের এবং সর্ব্বাবয়ব-সুন্দরী সুলক্ষণা কন্যা শান্তার অনুগমন করিতেছিলেন, পরন্তু কিয়দ্দূর গমনের পর তাঁহারা ও আর আর সকলেই মহর্ষির বাক্যানুসারে গমনে বিরত হইয়া আবাস গ্রহণ করিলেন। সেখানে সকলে নানাপ্রকার অপূর্ব্ব সুস্বাদু দ্রব্য আহার করিয়া রমণীয় শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলেন। পরদিন প্রভাতে যখন সকলে গমনোদ্যোগ করেন, সেই সময় প্রভাবশালী ঋষিকুমার, রাজার নিকট আসিয়া বিনয়-গর্ভ বচনে কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আপনারা সকলে প্রতিনিবৃত্ত হউন।

রাজা ও রাজ-মহিষীগণ, ঋষিকুমারের তাদৃশ বাক্যশ্রবণ-পূর্ব্বক, কন্যা-বিরহ উপস্থিত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। রাজা, যশস্বিনী কৌশল্যা কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে কহিলেন, তোমরা সকলে এক্ষণে শান্তাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লও। ইহার আর পুনর্দ্দর্শন সুদুর্ল্লভ!

রাজ-মহিষীরা, বাষ্পাকুলিত লোচনে শান্তাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার ও তাঁহার পতির স্বস্ত্যয়নের উদ্দেশে কহিতে লাগিলেন, বৎসে! তুমি এক্ষণে ভর্ত্তৃ-শুশ্রূষায় প্রবৃত্তা হইয়া ভর্ত্তার অনুবর্ত্তিনী হইতেছ;—অরণ্য-মধ্যে বায়ু, অগ্নি, সোম, পৃথিবী, নদী-সকল, দিক্-সকল, তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার শ্বশুর তোমার পূজ্য। তুমি, অভিমত পরিচর্য্যা ও অগ্নি-শুশ্রূষা প্রভৃতি দ্বারা বিশিষ্ট রূপে তাঁহার সেবায় নিবিষ্ট-হৃদয়া হইবে। অনিন্দিতে! তুমি যখন যে অবস্থাতে থাকিবে, সকল সময়েই ভর্ত্তার পূজা ও চিত্তানুবর্ত্তন করিবে; কোন সময়েই ভর্ত্তার সেবা-শুশ্রূষার ত্রুটি করিও না। ভর্ত্তার অবকাশ-সময়ে নিরন্তর প্রিয় বাক্য বলিবে। দেখ, একমাত্র ভর্ত্তাই নারী-জাতির দেবতা। বৎসে! তুমি আমাদের অদর্শনে উৎকণ্ঠিতা হইও না। তোমার কুশল-বার্ত্তা জানিবার জন্য রাজা নিয়তই তোমার আবাসে ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিবেন।

রাজ-মহিষীরা, শান্তাকে এইরূপে পুনঃপুন আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। পরে দর্শন-লালসা চরিতার্থ না হইলেও

রাজার বাক্যানুসারেই তাঁহারা অনিচ্ছায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বীর্য্যবান রাজাও ধীমান মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কতকগুলি সৈনিক পুরুষকে তাঁহার সহিত গমন করিতে অনুমতি দিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গও রাজাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আপনি রাজধানীতে গিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতে প্রবৃত্ত হউন। আপনকার মঙ্গল হউক। ঋষিকুমার রাজাকে এই কথা বলিয়া অঙ্গদেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমশ তিনি দৃষ্টিপথের অতীত হইলে রাজা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাজা যখন অযোধ্যা-পুরীতে প্রবেশ করেন, তখন নগরবাসী জনগণ অভিনন্দন পূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। পরে তিনি প্রমুদিত হৃদয়ে পুত্রোৎপত্তির প্রতীক্ষায় নিজ পুরীতেই বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গও ক্রমশ গমন করিয়া অঙ্গদেশে উপনীত হইলেন এবং লোমপাদ-পালিতা চম্পক-মালিনী চম্পা-নগরীতে প্রবেশ করিলেন। মহীপাল লোমপাদ যখন শুনিলেন যে, ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ আগমন করিতেছেন, তখন তিনি অমাত্যগণ ও ব্রাহ্মণগণের সহিত একত্র হইয়া প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, ঋষিকুমার! আপনকার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল? মহাভাগ! আপনি আমাদের সৌভাগ্য ক্রমেই ভার্য্যা ও পরিচ্ছদাদি সমেত নির্বিঘ্নে এখানে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। ব্রহ্মন! আপনকার পিতা কুশলে আছেন। তিনি আপনকার, বিশেষত আপনকার, সহধর্ম্মিণী শান্তার কুশল সংবাদ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিয়তই লোক পাঠাইয়া থাকেন।

অনন্তর ধীমান রাজা লোমপাদ, ঋষ্যশৃঙ্গের সম্মানের নিমিত্ত প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে নগর সুশোভিত করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গও রাজা এবং পুরোহিত কর্ত্তৃক সৎকৃত, সম্মানিত ও পূজিত হইয়া প্রীত হৃদয়ে পুরী প্রবেশ করিলেন।

প্রভাবশালী ঋষিকুমার, এইরূপে রাজা কর্ত্তৃক ও অন্তঃপুরবাসী মহিলাগণ কর্ত্তৃক যথাক্রমে পূজ্যমান হইয়া তৎকালে সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ।

ঋষ্যশৃঙ্গের বন-গমন।

এইরূপে ঋষ্যশৃঙ্গ রাজ-ভবনে উপস্থিত হইলে, রাজা লোমপাদ একজন ব্রাহ্মণকে কহিলেন, দ্বিজবর! তুমি ব্রত-পরায়ণ কাশ্যপনন্দন মহর্ষি বিভাণ্ডকের নিকট গমন পূর্ব্বক নিবেদন কর যে, পরম-ঔদার্য্য-সম্পন্ন দুর্দ্ধর্ষ সুচরিত ভবদীয় তনয় ঋষ্যশৃঙ্গ, চম্পা-নগরীতে আগমন করিয়াছেন। তুমি, আমার নিমিত্ত মহর্ষি বিভাণ্ডকের নিকট উপস্থিত হইয়া অবনত মস্তকে প্রণিপাত পূর্ব্বক যাহাতে তিনি প্রসন্ন হয়েন, তাহা করিবে। পরে বলিবে যে, রাজা দশরথ আমা হইতে ভিন্ন নহেন, সুতরাং তাঁহার পুত্রোৎপত্তি-কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত আপনকার পুত্রকে অযোধ্যায়

গমন করিতে হইয়াছিল; এক্ষণে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ, রাজার মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মহর্ষি বিভাণ্ডকের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অবনত মস্তকে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া, রাজা যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমুদায় বিনয় সহকারে বর্ণন করিলেন; পরে কহিলেন, মহর্ষে! মহাত্মা রাজা দশরথও সম্বন্ধে ঋষ্যশৃঙ্গের শ্বশুর। ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁহার নিমিত্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া অনন্য-সুলভ যশ উপার্জ্জন পূর্ব্বক, এক্ষণে চম্পা-নগরীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। মহর্ষি বিভাণ্ডক, মহাবীর মহারাজ দশরথের সহিত ঈদৃশ সম্বন্ধ ও তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন। রাজা দশরথ দেবতার ন্যায় শ্লাঘ্য; তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়াতে মহানুভব মহর্ষির আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

এইরূপে মহাযশা মহর্ষি, ব্রাহ্মণের মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। পরে তিনি শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া পুত্র-দর্শন-লালসায় লোমপাদ-পালিত রমণীয় চম্পা-নগরীর অভিমুখে গমন করিলেন। গমনকালে গোপালগণ ও গ্রাম্য জনগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। অনেকে বহুবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য লইয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। কিঙ্করগণ, নিদ্রা ও আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবারাত্র সেই ধর্ম্মাত্মার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তাহারা অবনত মস্তকে প্রণাম পূর্ব্বক কহিল, মহর্ষে! [illegible]কে আর কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

মহর্ষি উপস্থিত জনগণকে কহিলেন, তোমরা কি নিমিত্ত সম্মানাতিশয় সহকারে আমার পূজা করিতেছ? আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, সত্য করিয়া বল। উপাগত জনগণ, মহাত্মা মহর্ষিকে কহিল, ব্রহ্মন! মহীপতি লোমপাদ আপনকার বৈবাহিক; আমরা তাঁহারই আজ্ঞা পালন করিতেছি; মনে অন্য কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না। মহর্ষি তাহাদিগের মুখে ঈদৃশ প্রীতি-জনক উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজার প্রতি, অমাত্যগণের প্রতি ও পুরবাসী জনগণের প্রতি যার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। কিঙ্করগণ মহর্ষি বিভাণ্ডকের সন্তোষ-বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে প্রিয় সংবাদ নিবেদন করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ রাজার নিকট গমন করিল।

রাজা, কিঙ্করগণের মুখে তাদৃশ সন্তোষকর হৃদয়-গ্রাহী বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মহর্ষির প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্ত অমাত্যগণের সহিত একত্র হইয়া যাত্রা করিলেন। ধর্ম্মাত্মা মহীপাল লোমপাদ, মহর্ষি বিভাণ্ডককে দর্শন করিবামাত্র পুনঃপুন প্রণাম-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহর্ষে! অদ্য আপনকার দর্শনে আমার জন্ম সার্থক হইল। মহর্ষিও রাজাকে রাজোচিত অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, রাজেন্দ্র! আপনি কোনরূপ শঙ্কা করিবেন না। আপনি নিষ্পাপ, আমি আপনকার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি।

রাজা, মহর্ষির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট-হৃদয় হইলেন এবং তাঁহাকে লইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের পুরী-প্রবেশ কালে চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। শত্রু-সংহার-কারী শ্রীমান রাজা লোমপাদ, সুসজ্জিত অপূর্ব্ব গৃহে মহর্ষির বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন; এবং ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পুরোহিত সমভিব্যাহারে অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পরে পুনর্ব্বার তাঁহাকে যথাবিধি প্রণাম পূর্ব্বক সকলে কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলেন।

এদিকে মহিলাগণ, নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা সর্ব্বাবয়ব-সুন্দরী শান্তাকে লইয়া মহর্ষির নিকট নিবেদন করিলেন যে, মহাত্মন! এইটি আপনকার পুত্রবধূ। ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি, শান্তাকে গ্রহণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন; এবং যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ক্রোড়ে বসাইলেন। শান্তা শ্বশুরের ক্রোড় হইতে উত্থিতা হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন। পরে মহর্ষি, শান্তা রাজা ও মহিলাগণের সম্মতি লইয়া ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-বিলোপ-নিবন্ধন পুত্রকে প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন। অনন্তর তিনি পুত্রাদি-সমভিব্যাহারে বন-গমন করিলেন। বনবাসী ঋষিগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ সর্গ।

দশরথের পুত্রোৎপত্তি।

অনন্তর মহর্ষি বিভাণ্ডক, ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম পরিত্যাগের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, অবকাশ ক্রমে এক দিন তৎসমুদায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গও পিতার নিকট তৎসমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কহিলেন। বিভাণ্ডক, পুত্রের মুখে, যজ্ঞের সবিশেষ বৃত্তান্ত, দিব্য পায়সের উৎপত্তি, লোমপাদের রাজ্য-মধ্যে ঘোর অনাবৃষ্টির সময় তাঁহার গমনে জলবর্ষণ, লোমপাদ-কৃত সম্মানাতিশয়, শান্তা-নাম্নী রূপবতী বধূ-লাভ, বহুধন-প্রাপ্তি, রাজা দশরথ ও লোমপাদের সহিত সম্বন্ধ, এতৎ-সমুদায় যখন বিশেষরূপে শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকিল না।

এদিকে রাজা দশরথ, সুচারু রূপে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাবসানে সর্ব্বজন-সমক্ষে স্বকৃত পুণ্য-পরিণাম-স্বরূপ অনন্য-সুলভ তাদৃশ প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিয়া অবধি পরম পরিতুষ্ট-হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি যদিও জন্মাবধি স্বভাবত পুণ্যশীল, তথাপি তাঁহার মন পুনর্ব্বার, ধর্ম্মবিষয়ে, সর্ব্বত্র সমদর্শিতা-বিষয়ে, সত্যনিষ্ঠা-বিষয়ে ও পুণ্যসঞ্চয়-বিষয়ে একান্ত নিরত হইয়া উঠিল। স্বকৃত পুণ্য কর্ম্মের ফল-লাভ হওয়াতে তিনি আপনার মনুষ্য-জন্ম সফল ও সার্থক জ্ঞান করিলেন। তাঁহার যে অপ্সরার ন্যায় নিরুপম রূপবতী, গুণবতী, অনুরূপ তিন মহিষী ছিলেন, রাজা দশরথ

তাঁহাদিগকে প্রাণ-অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা মহিষী কৌশল্যা সৎকুল-সংভূতা, কনীয়সী কৈকেয়ী নিরুপম-রূপ-যৌবন-শালিনী, ও মধ্যমা সুমিত্রা মগধরাজ বামদেবের কৃতক-কন্যা ছিলেন। এই তিন মহিষীরই শুভ গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশমান দেখিয়া নরেন্দ্র, সান্দ্র আনন্দ-সন্দোহ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধানের পর ক্রমশ ছয় ঋতু অতীত হইলে, চৈত্র-শুক্ল-নবমী তিথিতে, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে, রবি, মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি ও শুক্র, এই পঞ্চগ্রহের উচ্চ-সংস্থান কালে অর্থাৎ রবির মেষ-রাশিতে; মঙ্গলের মকর-রাশিতে, শনির তুলা-রাশিতে, বৃহস্পতির কর্কট-রাশিতে, এবং শুক্রের মীন-রাশিতে অবস্থিতি-সময়ে, কর্কট লগ্নে চন্দ্র বৃহস্পতির সহিত একত্র হইয়া উদিত হইলে, কৌশল্যা সর্ব্ব-লোক-নমস্কৃত দিব্য-লক্ষণ-সম্পন্ন জগন্নাথ রামচন্দ্রকে প্রসব করিলেন। ইক্ষ্বাকু-কুল-নন্দন মহাভাগ রাম, রাবণ-বধ ও লোক-পালনের নিমিত্ত বিষ্ণু-বীর্য্যের অর্দ্ধাংশ হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই রামচন্দ্র সমধিক তেজঃ-সম্পন্ন, অপ্রতিম-শৌর্য্যশালী, অশেষ-গুণনিধান, শ্রীমান, পৌরুষ বিষয়ে ইন্দ্র ও উপেন্দ্র-সদৃশ এবং সর্ব্বাপেক্ষা বীর্য্যবান ছিলেন। ইহাঁর নয়ন-প্রান্ত লোহিত বর্ণ, বাহু আজানু-লম্বিত, স্বর দুন্দুভি-ধ্বনি-সদৃশ, এবং ওষ্ঠ রক্তবর্ণ। অদিতি যেমন দেবরাজ বজ্রপাণি ইন্দ্রকে পাইয়া শোভমানা হইয়াছিলেন, সেইরূপ অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন এই পুত্ররত্ন লাভ করিয়া কৌশল্যাও সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজার দ্বিতীয়া মহিষী সুমিত্রা, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামক দুইটি যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। এই দুই ভ্রাতা রামের অনুরূপ-রূপগুণ-সম্পন্ন, দৃঢ়ভক্তি ও মহোৎসাহশালী ছিলেন। ইহাঁরা দুই জনে মিলিয়া বিষ্ণুর চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রত্যেকে অষ্টমাংশ। ইতি-পূর্ব্বে রাজার তৃতীয়া মহিষী কৈকেয়ীর গর্ভে বিষ্ণুর চতুর্থাংশ-স্বরূপ ভরত উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই ভরত বল ও বিক্রম বিষয়ে বিখ্যাত, ধর্ম্মাত্মা, মহাত্মা ও অমোঘ-পরাক্রম ছিলেন। নির্ম্মল-বুদ্ধি ভরত পুষ্যা নক্ষত্রে মীন লগ্নে জন্ম-পরিগ্রহ করেন। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন অশ্লেষা নক্ষত্রে ও কর্কট লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইরূপে রাজা দশরথের পুত্র-চতুষ্টয় উৎপন্ন হইলেন। এই চারি পুত্রই মহাত্মা, অনন্য-সাধারণ-গুণ-সম্পন্ন, সুন্দর ও প্রোষ্ঠ-পদীয় নক্ষত্র-চতুষ্টয়ের ন্যায় সমুজ্জ্বল।

যে সময় রাজা দশরথের পুত্রগণ জন্ম-পরিগ্রহ করিলেন; সেই সময় আকাশে গন্ধর্ব্বগণ সুমধুর সঙ্গীত করিতে লাগিলেন; অপ্সরোগণ মনোহর নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন; চতুর্দ্দিকে দেব-দুন্দুভি-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল; আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। অযোধ্যা-নগরী-মধ্যে সর্ব্বত্র জন-সমারোহ ও মহোৎসব হইতে লাগিল; রাজপথ বহুজন-সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল; কোথাও নট-নটীগণ অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত

হইল; কোথাও নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতে লাগিল; কোথাও গায়ক-গায়িকাগণ গান করিতে আরম্ভ করিল; কোথাও সুমধুর বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। ইহাদের পারিতোষিকের নিমিত্ত প্রদত্ত বহুবিধ রত্নসমূহে রাজপথ পরিপূরিত হইয়া উঠিল। এইরূপে সেই সমস্ত প্রশস্ত রাজপথ ও সমস্ত নগরীই উৎসবময় হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। রাজা দশরথ সূতগণ, মাগধগণ ও বন্দিগণকে বহুধন দান করিলেন; ব্রাহ্মণগণকেও সহস্র সহস্র গোধন ও অন্যান্য বিবিধ ধন দান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে মহর্ষি বশিষ্ঠ পরম প্রীত-হৃদয়ে রাজকুমারদিগের নাম-করণ করিলেন। তিনি কৌশল্যা-গর্ভ-সম্ভূত জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাম, কৈকেয়ী-তনয়ের নাম ভরত, সুমিত্রা-তনয়দ্বয়ের মধ্যে একের নাম লক্ষ্মণ ও অপরের নাম শত্রুঘ্ন রাখিলেন।

রাজা দশরথ নামকরণ-উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-গণকে, পৌরগণকে ও জন-পদবাসী জনগণকে উত্তমরূপে ভোজন করাইলেন। বিশেষত তিনি ব্রাহ্মণগণকে অপরিমিত রত্ন-সমূহ দান করিলেন। এইরূপে যথাক্রমে চারি ভ্রাতার জাত-কর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কার সমুদায় যথাশাস্ত্র যথারীতি সুসম্পাদিত হইতে লাগিল।

ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অভিরাম রাম, পিতার সাতিশয় প্রীতিকর ছিলেন। তিনি ইক্ষ্বাকু-বংশের কীর্ত্তিধ্বজ-স্বরূপ শোভমান হইতে লাগিলেন। তিনি ভগবান স্বয়ম্ভুর ন্যায় সর্ব্বপ্রাণীর নিরতিশয় প্রেমাস্পদ হইয়াছিলেন।

এই চারি ভ্রাতা সকলেই বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী, সকলেই অসামান্য বীর, সকলেই সর্ব্বলোকের হিতানুষ্ঠানে তৎপর, সকলেই জ্ঞান-সম্পন্ন এবং সকলেই সমুদায় গুণের আকর। এই চারি ভ্রাতার মধ্যেও আবার রাম সর্ব্বাপেক্ষা অবিতথ-পরাক্রম ছিলেন। তিনি চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল ও সর্ব্বলোক-প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি গজারোহণে, অশ্বারোহণে, রথারোহণে ও ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা পিতৃ-শুশ্রূষায় রত থাকিতেন। স্নেহ-সম্পন্ন লক্ষ্মী-বর্দ্ধন লক্ষ্মণ, বাল্যকাল অবধি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লোকাভিরাম রামের নিয়ত প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতেন। পুরুষোত্তম রামও তাঁহাকে শরীর হইতে ভিন্ন বহিশ্চর প্রাণের ন্যায় দেখিতেন; এমন কি, তিনি লক্ষ্মণ ব্যতিরেকে নিদ্রা যাইতেন না; উত্তম উপাদেয় ভোগ্য বস্তু অথবা মিষ্টান্ন আনীত হইলে তিনি লক্ষ্মণ ব্যতিরেকে একাকী ভোগ বা আহার করিতেন না; লক্ষ্মণ নিকটে না থাকিলে তিনি এক মুহূর্ত্তও সুখী হইতেন না। যে সময়ে রাম অশ্বারোহণ পূর্ব্বক মৃগয়ায় অথবা অন্য কোন স্থানে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সে সময় লক্ষ্মণ তাঁহার শরীর-রক্ষক হইয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেন। লক্ষ্মণ যেমন রামের, সেইরূপ শত্রুঘ্নও, ভরতের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর হইয়া উঠিলেন। তিনিও ভরতকে সেইরূপ ভাল বাসিতেন।

এইরূপে বিখ্যাত-কীর্ত্তি রাজকুমারগণ পরস্পর পরস্পরের হিতানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া বিনয় ও পৌরুষ দ্বারা পিতা দশরথের পরম প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণে পরিবৃত হইয়া যেরূপ প্রীত হয়েন, মহারাজ দশরথও মহানুভব প্রিয়-পুত্র-চতুষ্টয়-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সেইরূপ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যথাকালে পুত্রগণের উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার সকল বেদ-বিধানানুসারে সম্পন্ন করাইলেন। এই চারি ভ্রাতা যে সময় জ্ঞানবান, সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, লজ্জাশীল, কীর্ত্তিশালী, সর্ব্বজ্ঞ, দূরদর্শী ও পরম-তেজঃ-সম্পন্ন হইলেন; তখন পিতা দশরথ,তাদৃশ-প্রভাব-সম্পন্ন পুত্রগণকে অবলোকন করিয়া লোকপতি ব্রহ্মার ন্যায় অসীম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। পুরুষ-প্রধান রাজকুমার-চতুষ্টয়ও কখনও বেদাধ্যয়নে নিরত, কখনও পিতৃ-শুশ্রূষায় নিযুক্ত, কখনও বা ধনুর্ব্বিদ্যায় তৎপর থাকিতেন।

অসামান্য-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন সুস্নিগ্ধ-মূর্ত্তি ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়, এইরূপে নিজ নিজ গুণসমূহ দ্বারা পৌরগণকে, জনপদ-বাসী জনগণকে, বন্ধুগণকে ও সমুদায় ব্যক্তিবর্গকেই অনুরক্ত করিয়াছিলেন।

বিংশ সর্গ।

ঋক্ষ ও বানরগণের উৎপত্তি।

ভগবান ভূতভাবন নারায়ণ, মহানুভব মহীপতি রাজা দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলে, পিতামহ স্বয়ম্ভু, সমুদায় দেবগণকে কহিলেন, সুরগণ! এক্ষণে তোমরা, আমাদিগের সকলের হিতৈষী সত্যসন্ধ বীর্য্যশালী নররূপী নারায়ণের, কামরূপী বলশালী সহায় সকল সৃষ্টি কর। এই সমুদায় সহায়গণ যেন আসুরিক-মায়া-সংহার-সমর্থ, মহাবীর, বায়ুবেগ-সদৃশ-বেগশালী, রাজনীতিজ্ঞ, অসামান্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন, বিষ্ণু-সদৃশ-পরাক্রমশালী, অন্যের অজেয়, কৌশলজ্ঞ, দিব্য-শরীর-ধারী, সর্ব্বাস্ত্র-নিবারণ-নিপুণ ও দেব-সদৃশ-সর্ব্ব-গুণনিধান হয়।

বানররূপা প্রধান প্রধান অপ্সরা, গন্ধর্ব্ববধূ, যক্ষকন্যা, নাগকন্যা, ঋক্ষকন্যা, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও বানরীদিগের গর্ব্ভে, তোমরা আত্মতুল্য-পরাক্রমশালী বানররূপী পুত্র সকল সৃষ্টি কর। ইতিপূর্ব্বে আমি ঋক্ষরাজ জাম্ববানের সৃষ্টি করিয়াছি। একদা জৃম্ভণ-কালে হঠাৎ আমার মুখ হইতে ঐ ঋক্ষরাজ উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভগবান পিতামহ ঈদৃশ বাক্য কহিলে, দেবগণ তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন এবং বহুবিধ বানররূপী পুত্র সকল সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবর্ষিগণ, যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ,

কিন্নরগণ, নাগগণ এবং চারণগণও বনচারী মহাবীর পুত্র সমুদায় সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেবরাজ মহেন্দ্র, মহেন্দ্র পর্ব্বত সদৃশ পুত্র বানররাজ বালীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরম-তেজঃ-সম্পন্ন সূর্য্যের ঔরসে সুগ্রীব উৎপন্ন হইলেন। সমুদায় বানরগণের মধ্যে বুদ্ধিমান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তার-নামক মহাকপি বৃহস্পতির ঔরসে জন্ম-পরিগ্রহ করিলেন। কুবের হইতে শ্রীমান গন্ধমাদন-নামক বানর উৎপন্ন হইলেন। নল-নামক মহাকপি, বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে জন্ম-পরিগ্রহ করিলেন। অগ্নি-সদৃশ তেজঃ-সম্পন্ন শ্রীমান নীল, অগ্নির ঔরসে উৎপন্ন হইলেন। এই বীর্য্যবান নীল, তেজোদ্বারা, যশোদ্বারা ও পরাক্রম দ্বারা অগ্নি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। পরম-সুন্দর বলিয়া বিখ্যাত নিরুপম-রূপ-সম্পৎ-সম্পন্ন অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, মৈন্দ্র ও দ্বিবিদ, এই দুইটি বানরকে উৎপাদন করিলেন। বরুণের ঔরসে সুষেণ-নামক বানর উৎপন্ন হইলেন। মহাবল পর্জন্যের ঔরসে শরভ নামক বানরের উৎপত্তি হইল। প্রভঞ্জনের ঔরসে বানর-প্রধান শ্রীমান হনুমান জন্ম-পরিগ্রহ করিলেন। ইহাঁর শরীর বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য ছিল। ইনি বেগ-বিষয়ে গরুড়ের সমকক্ষ ছিলেন। যতগুলি প্রধান প্রধান বানর খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বুদ্ধিমান ও বলবান।

দশানন-বধাভিলাষী দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে সহস্র সহস্র বানরের সৃষ্টি হইল। এই বানরগণ সকলেই প্রলয়কালীন মহামেঘসংঘের ন্যায় উগ্রকর্ম্মা, মেঘ-গম্ভীর-নিনাদী, মহাবীর, অসীম-বল-সম্পন্ন, অপ্রতিহত-পরাক্রম ও কামরূপী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক ঋক্ষ, বানর ও গোপুচ্ছগণ, বীর্য্যাধান-মাত্র পূর্ণাবয়ব হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইহাঁদের শরীর হস্তী ও অচলের ন্যায় উন্নত ও সুদৃঢ়। ইহাঁরা সকলেই মহা-বল-পরাক্রান্ত ও সিংহ-বিক্রান্ত।

যে দেবতার যেরূপ বল, যেরূপ বীর্য্য ও যেরূপ পরাক্রম, তাঁহার ঔরস পুত্রেরও সেইরূপ বল, সেইরূপ বীর্য্য ও সেইরূপ পরাক্রম হইল; পরন্তু যাঁহারা গোলাঙ্গুল-রূপে উৎপন্ন হইলেন, যাঁহারা ঋক্ষী, কিন্নরী বা বানরীর গর্ভে জন্মিলেন, তাঁহারা জন্মদাতা অপেক্ষাও সমধিক বিক্রমশালী হইয়াছিলেন।

এইরূপে দেবগণ, মহর্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, তার্ক্ষ্যবংশজ পক্ষিগণ, যক্ষগণ, যশস্বী নাগগণ, কিম্পুরুষগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ ও উরগগণ, সকলেই প্রহৃষ্ট হৃদয়ে সহস্র সহস্র বানর-সন্তান উৎপাদন করিতে লাগিলেন। চারণগণও বহুসংখ্য মহাবীর মহাকায় বানর-পুত্র সৃষ্টি করিলেন। এই বানরগণ সকলেই বনচারী ও বন্য-ফল-মূলাহারী। প্রধান প্রধান অপ্সরাদিগের গর্ভে, বিদ্যাধরীদিগের গর্ভে, নাগ-কন্যাদিগের গর্ভে ও গন্ধর্ব্ব-কন্যাদিগের গর্ভে যাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই কামরূপী, কামচারী, কামনানুরূপ-বল-সম্পন্ন, এবং দর্পে ও পরাক্রমে সিংহ ও শার্দ্দূল সদৃশ। তাঁহারা সকলেই প্রস্তর-নিক্ষেপ, শৈলশৃঙ্গ-নিক্ষেপ ও প্রকাণ্ড পাদপ-নিক্ষেপ

দ্বারা যুদ্ধ করিতে সমর্থ। তাঁহারা নখায়ুধ ও দংষ্ট্রায়ুধ হইয়াও সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রযুদ্ধে সুনিপুণ। তাঁহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহ উন্মূলনেও সমর্থ। তাঁহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বত সমুদায়ও স্থানান্তরিত করিতে পারেন। তাঁহারা বেগ-বলে সরিৎপতি সমুদ্রকেও বিক্ষোভিত করিতে অসমর্থ হয়েন না। তাঁহারা পাদ-প্রহারে পৃথিবী বিদারিত করিতে পারেন, সন্তরণ দ্বারা মহা-সাগরও সমুত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়েন। এই সকল মহাবীর, লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আকাশ-মণ্ডলে উত্থিত হইয়া সমুন্নত জলধর-পটলও পরিমর্দ্দন করিতে পারেন। তাঁহারা বন-বিহারী মহামাত্র মদমত্ত মাতঙ্গকেও হস্ত-দ্বারা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়েন না। এই সকল মহাবীর, গগনমণ্ডলে উড্ডীন গগনবিহারী পক্ষীকে শব্দ করিতে দেখিলে হুঙ্কার সহকারে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ধরিয়া আনিতে পারেন।

ঈদৃশ প্রবল-পরাক্রান্ত কামরূপী সহস্র সহস্র যূথপতি মহাত্মা বানরসমূহ জন্ম-পরি-গ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সকল বানর, প্রধান প্রধান বানর-যূথের যূথপতি হইয়া-ছিলেন। ইহাঁরাও আবার যূথপতি মহাবীর প্রধান প্রধান বানর সকল উৎপাদন করিতে লাগিলেন।

সহস্র সহস্র বানর, ঋক্ষবান পর্ব্বতের প্রস্থে বাস করিলেন; কতকগুলি বানর ভিন্ন ভিন্ন অরণ্যানী-মধ্যে থাকিলেন, এবং অন্যান্য সহস্র সহস্র বানর নানাবিধ শৈলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই যূথপতি বানরগণ, সকলেই সূর্য্য-তনয় সুগ্রীব এবং দেবরাজ-তনয় বালী, এই দুই ভ্রাতার অধীনে থাকিয়া ঋক্ষরাজ জাম্বুবানকে ও নল নীল হনুমান প্রভৃতি প্রধান প্রধান যূথপতিকে আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই বানরগণ সকলেই যুদ্ধ-বিশারদ ও বিহঙ্গ-রাজ-সদৃশ মহাবল-পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা সিংহ ব্যাঘ্র ও মহোরগ-গণকে প্রপী-ড়িত করিয়া অরণ্যমধ্যে ও মহীধর-পৃষ্ঠে বিচরণ করিতেন।

প্রবল-পরাক্রান্ত মহাবাহু মহাবল বালী, নিজ বাহুবল দ্বারা ঋক্ষ, গোপুচ্ছ ও অন্যান্য বানরগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। নানা-স্থান-স্থিত নানালক্ষণ-সম্পন্ন বিবিধাকার এই সমুদায় মহাবীর বানর দ্বারা পর্ব্বত-বন-সাগর-সঙ্কুল সমস্ত মহীতল পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

এইরূপে রামচন্দ্রের সাহায্যের নিমিত্ত অবতীর্ণ মহীধর ও জলধর সদৃশ মহাকায় ভীষণাকার মহাবল বানর-যূথ-পালগণ মহী-মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

একবিংশ সর্গ।

রাজা দশরথের নিকট বিশ্বামিত্রের আগমন।

এদিকে ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ, পুত্রগণের সহিত পরম আনন্দে কালাতিপাত করিতে-ছিলেন। তিনি ক্রমে তাঁহাদিগকে কৈশোর অবস্থায় উপস্থিত দেখিয়া পুরোহিত, মন্ত্রী ও অমাত্য-গণের সহিত, তাঁহাদের দার-পরিগ্রহ-

বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া এই বিষয়ের আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময় বিশ্বামিত্র নামে বিখ্যাত মহর্ষি, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অযোধ্যা নগরীতে আগমন করিলেন। ধীমান বিশ্বামিত্র ধর্ম্মোপার্জ্জন-কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; পরন্তু মায়াবলে ও অসামান্য বীর্য্যবলে উন্মত্ত রাক্ষসগণ আসিয়া তাঁহার ব্যাঘাত করিতেছিল; কোন মতেই তাঁহাকে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিতে দেয় নাই। বিশ্বামিত্র যখন দেখিলেন, কোন মতেই নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাধান করিতে পারিলেন না, তখন তিনি যজ্ঞ-রক্ষার নিমিত্ত রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন।

অনন্তর মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রাজ-দর্শনাভিলাষী হইয়া রাজদ্বারে উপনীত হইলেন এবং দ্বারপালগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তোমরা অবিলম্বে রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক নিবেদন কর যে, গাধি-নন্দন বিশ্বামিত্র দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। দ্বারপালগণ, বিশ্বামিত্রের নাম শ্রবণ করিবামাত্র সম্ভ্রান্ত হৃদয়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজ-গৃহাভিমুখে ধাবমান হইল; এবং অবিলম্বে রাজ-ভবনে প্রবেশ করিয়া ভূপতিকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! মহর্ষি বিশ্বামিত্র দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন।

দেবরাজের ভবনে ব্রহ্মা উপস্থিত হইলে, দেবরাজ যেমন তাঁহার অভ্যর্থনা-জন্য অগ্রসর হয়েন, সেইরূপ রাজা দশরথ দ্বারপাল-গণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সমাহিত হৃদয়ে, পুরোহিত ও অমাত্যগণের সহিত সমবেত হইয়া মহর্ষিকে দর্শন ও আনয়ন করিবার নিমিত্ত প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তিনি, তপোবলে দীপ্যমান মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে দেখিবামাত্র প্রণিপাত-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বসুধাপতি দশরথ স্বয়ং প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিতেছেন দেখিয়া, ধার্ম্মিক মহর্ষি বিশ্বামিত্র, প্রীতি-প্রবণ হৃদয়ে অনাময় প্রশ্ন-পূর্ব্বক তাঁহাকে কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং নগরের, জনপদের, ধনাগারের, বন্ধুবর্গের ও সুহৃদ্বর্গেরও কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, রাজন! আপনকার সামন্ত ভূপালগণ ত আপনকার নিকট সন্নত হইয়া আছেন? তাঁহারা ত অধীনতা-শৃঙ্খলা উন্মোচন করিতে প্রয়াস পান নাই? আপনি ত সমুদায় বিপক্ষ-পক্ষ দমন করিতে পারিয়াছেন? আপনকার দেবার্চ্চন প্রভৃতি দৈবকর্ম্ম এবং সাম দান প্রভৃতি লৌকিক কর্ম্ম সকল ত সমীচীনরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে? রাজা কহিলেন, মহর্ষে! আপনকার আশীর্ব্বাদে আমার সকল বিষয়েই সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের সমীপবর্ত্তী হইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক সহাস্যমুখে তাঁহার যথাযোগ্য পূজা ও অভ্যর্থনা করিলেন; এবং বিনীত বচনে তপস্যাদির কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পরের

পূজা ও অভ্যর্থনা করিলে, সকলে একত্র হইয়া পরিতুষ্ট-হৃদয়ে রাজার সহিত রাজ-নিকেতনে প্রবেশ করিলেন এবং মহর্ষিগণ, মহীপতি ও মন্ত্রিগণ সকলেই যথাক্রমে যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

এইরূপে ধীমান বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট হইলে মনস্বী মহীপতি স্বয়ং বশিষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া কুশিক-নন্দনকে যথাবিধানে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক, মধুপর্কে একটি গোদান করিলেন। বিশ্বামিত্র পাদ্যাদি দ্বারা পূজিত হইলে উদার-প্রকৃতি রাজা দশরথ প্রীত-হৃদয়ে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! অমৃত পাইলে, মনুষ্যের যেরূপ আনন্দ হয়, যথাকালে নির্জ্জল প্রদেশে সুবৃষ্টি হইলে প্রজাগণের যেরূপ আনন্দ হয়, অনুরূপা ধর্ম্ম-পত্নীতে অভিলষিত পুত্র উৎপন্ন হইলে অপুত্রক ব্যক্তির যেরূপ আনন্দ হয়, প্রনষ্ট দ্রব্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলে যেরূপ আনন্দ হয়, প্রিয়-জন আগমন করিলে যেরূপ আনন্দ হয়, অদ্য আমি আপনকার দর্শনে তাহা অপেক্ষাও সমধিক আনন্দ লাভ করিয়াছি।

মহর্ষে! কি অভিলাষে আপনকার শুভাগমন হইয়াছে? আপনকার কামনা কি? আমাকে কি করিতে হইবে? আজ্ঞা করুন। আপনি সৎকারের যোগ্যপাত্র। আপনি আমার শুভাদৃষ্ট বশতই অদ্য এখানে শুভাগমন করিয়াছেন। আপনি বহুকালের পর অভ্যাগত ও অতিথি হইয়াছেন। অদ্য আমার রজনী সুপ্রভাত হইয়াছিল, সেই জন্য অদ্য ভবাদৃশ মহাত্মার সন্দর্শন লাভ করিলাম। আপনি রাজর্ষি-বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও অনন্য-সাধারণ নিয়ম ও কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মর্ষি হইয়াছেন; এই কারণে আপনি আমার সমধিক পূজ্যতম। ব্রহ্মর্ষে! সাক্ষাৎ ব্রহ্মা আগমন করিলে যেরূপ পরিতোষ হয়, অদ্য আমার পক্ষে আপনকার আগমনও অবিকল সেইরূপ পরম-প্রীতিকর হইয়াছে। তপোধন! অদ্য আপনকার আগমনে আমি যার পর নাই প্রীত ও অনুগৃহীত হইয়াছি।

এখানে আপনাকে অভ্যাগত দেখিয়া পূজা ও প্রণাম করিয়া অদ্য আমার জন্ম সফল হইল; জীবন সার্থক হইল। মহর্ষে! আপনকার সন্দর্শন মাত্রেই আমার শরীর পবিত্র হইয়াছে; আপনি আমার অতীব মান্য; অতএব যে উদ্দেশে আপনকার শুভাগমন হইয়াছে; আপনি আমার প্রতি যে কার্য্যের ভার অর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা আমা দ্বারা সম্পাদিতই হইয়াছে, বিবেচনা করিবেন। ভগবন! আপনকার কি কার্য্য, অসঙ্কুচিত চিত্তে বলুন। অদ্য আপনকার নিমিত্ত আমার অদেয় কিছুই নাই।

শম দম প্রভৃতি সদ্‌গুণ-বিভূষিত, প্রথিত-কীর্ত্তি, পরমর্ষি কৌশিক, মহাত্মা মহারাজ কর্ত্তৃক কথিত শ্রবণ-সুখকর সুমধুর ঈদৃশ বিনয়-গর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আনন্দ লাভ করিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ।

বিশ্বামিত্রের বাক্য।

মহাতেজা বিশ্বামিত্র, রাজরাজ দশরথের তাদৃশ বিস্ময়কর উদার বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি সূর্য্যবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন; বিশেষত আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের মন্ত্রণানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন; সুতরাং আপনি যাহা কহিলেন, তাহা আপনকার অনুরূপই হইয়াছে। এক্ষণে আমার যাহা কামনা, আমার যাহা অভিলাষ, আমি যে উদ্দেশে এখানে আগমন করিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

আমি সম্প্রতি কোন যজ্ঞ-বিশেষে দীক্ষিত হইয়া যজ্ঞ-সিদ্ধির নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি যে, পৃথিবীর মধ্যে কোন ব্যক্তির উপর আমি ক্রুদ্ধ হইব না। কিন্তু আমার সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ না হইতে হইতেই যজ্ঞনাশক দুইটা রাক্ষসাধম বেগে আসিয়া বেদীর উপরি রুধির ছড়াইয়া দিতে থাকে। আমি নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত থাকাতেই সেই রাক্ষস-দ্বয় কর্তৃক পুনঃপুন পরাভূত হইতেছি; কোনরূপ প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইতেছি না। অনন্তর ইতিকর্ত্তব্যতা নিরূপণ পূর্ব্বক আমি এক্ষণে আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া আপনাকে জানাইবার নিমিত্ত আপনকার সমীপবর্ত্তী হইলাম।

আমার সেই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইবার নিয়মই এইরূপ যে, যজ্ঞ-সমাপ্তি পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তির উপর কোন রূপে ক্রোধ-প্রয়োগ করা হইবে না। মহারাজ! এক্ষণে যাহাতে আপনকার অনুগ্রহে আমি নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাধান পূর্ব্বক তাহার ফল প্রাপ্ত হইতে পারি, আপনি তাহার বিধান করুন। আমি কাতর হইয়া আপনকার নিকট আসিয়াছি, আপনকারই শরণাপন্ন হইয়াছি; এক্ষণে আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন অবিতথ-পরাক্রম রামচন্দ্রই সেই দুই রাক্ষসকে পরাস্ত করিতে পারিবেন; অতএব আপনি আমার যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্ত কয়েক দিনের জন্য রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। রাম সংগ্রাম-বিষয়ে সকলের শ্লাঘ্য। তিনি স্বভাবতই অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন; তাহাতে আবার আমি তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব; অতএব ঐ দুই দুষ্ট রাক্ষসের কথা দূরে থাকুক, যিনি রাক্ষসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও রামের হস্তে পরিত্রাণ পাইতে পারিবেন না। আমি তেজোবর্দ্ধিনী ও বলবর্দ্ধিনী দুইটি বিদ্যা রামকে প্রদান করিব। সেই বিদ্যাবলে রাম ত্রিলোকের অজেয় হইবেন।

রামচন্দ্রকে সমুপস্থিত দেখিলে সেই রাক্ষস-দ্বয় যজ্ঞ-স্থলে অগ্রসর হইতেই সাহসী হইবে না। বিশেষত এই পৃথিবীতে একমাত্র রাম ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তিই সেই রাক্ষস-দ্বয়কে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে। সেই রাক্ষস-দ্বয় যদিও অসামান্য-বীর্য্য-বলে উন্মত্ত, কালান্তক-সদৃশ দুর্দ্ধর্ষ, তথাপি সংগ্রাম-স্থলে রামচন্দ্রের অস্ত্র-বলে দগ্ধ ও নিহত হইয়া ভূতল-শায়ী হইবে, সন্দেহ নাই। মহারাজ!

আপনি রামের নিমিত্ত কোন বিষয়ে কোনরূপ আশঙ্কা করিবেন না। আমি আপনকার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন, সেই রাক্ষস-দ্বয় রামের হস্তে নিহত হইয়া সমরে পতিত হইবে।

রামচন্দ্র যে অমোঘ-পরাক্রম ও অমোঘ-বল, তাহা আমি জ্ঞাত আছি। ইনি কে, ইহাঁর কতদূর সামর্থ্য, তাহা মহর্ষি বশিষ্ঠও অবগত আছেন। মহারাজ! যদি আপনকার ধর্ম্মে মতি থাকে, যদি আপনি যশোলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, যদি আমার প্রতি আপনকার বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে একমাত্র রামকেই আপনি আমার হস্তে প্রদান করুন।

আমার যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে দশ রাত্রি লাগিবে। এই কয়েক দিন আপনকার পুত্র রামচন্দ্র সেই স্থানে থাকিয়া বিচিত্র-কার্য্য-প্রণালী প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই রাক্ষস-দ্বয়কে বিনাশ করিবেন। মহারাজ! যদি মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রভৃতি আপনকার গুরু ও মন্ত্রিগণ অনুমতি করেন, তাহা হইলে আপনি অসঙ্কুচিত চিত্তে রামচন্দ্রকে প্রেরণ করুন। আপনি পাপ-স্পর্শ-পরিশূন্য; যজ্ঞের কালাকাল আপনকার অবিদিত নাই; অতএব যাহাতে আমার যজ্ঞের সময় অতীত না হয়, তাহা করুন। আপনকার মঙ্গল হউক, আপনি কোনরূপ আশঙ্কা করিবেন না। মহাতেজা মহামতি বিশ্বামিত্র ঈদৃশ ধর্ম্মানুগত বাক্য বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

মহাত্মা মহীপতি দশরথ, মহর্ষির মুখে ঈদৃশ হৃদয়-বিদারক বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ব্যথিত-হৃদয় হইয়া সিংহাসন হইতে নিপতিত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

দশরথের বাক্য।

রাজা দশরথ, বিশ্বামিত্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যথিত-হৃদয় হইলেন। তিনি ক্ষণকাল নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিয়া চিন্তাপূর্ব্বক পরিশেষে কহিলেন, আমার পুত্র রামের বয়ঃক্রম অদ্যাপি ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। রাম অদ্যাপি অস্ত্র-বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইতে পারে নাই। আমি দেখিতেছি, রাম রাক্ষসগণের সহিত সমকক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত হয় নাই। আমার সম্পূর্ণ এক অক্ষৌহিণী দুর্জ্জয় সেনা আছে। আমি এই সমুদায় সেনাগণে পরিবৃত হইয়া রাক্ষসগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমার অনুগত কালান্তক-যমসদৃশ অনেকগুলি মহাবীর যোদ্ধা আছে। তাহারা রাক্ষসগণের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ। এই সকল যোধপুরুষও আমার সহিত যুদ্ধ-যাত্রা করিবে।

যে পর্য্যন্ত আমাদের জীবন থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আমরা রাক্ষসগণের সহিত সংগ্রাম করিব। আমরা জীবিত থাকিতে আপনকার যজ্ঞানুষ্ঠানের কোন ব্যাঘাত হইবে না। এই রাক্ষস-বধের নিমিত্ত আমিই স্বয়ং গমন করিব, রামের গমন করা কোন ক্রমেই উচিত হইতেছে না। রাম বালক ও অস্ত্র-বিদ্যায়

সুশিক্ষিত নহে; রাম স্বপক্ষের বা বিপক্ষের বলাবল কিছুই বুঝিতে পারে না; রাম অস্ত্র-শস্ত্র-চালনায় সুদক্ষ নহে; সংগ্রাম-কুশলও নহে। এদিকে নিশাচরগণ কূটযোধী। রাম কিরূপে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার যোগ্য হইতে পারে?

মহর্ষে! আমি রাম ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্ত-কালও জীবন ধারণ করিতে পারি না। অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। অথবা যদি আপনকার যজ্ঞ-রক্ষার নিমিত্ত রামকেই লইয়া যাওয়া একান্ত অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে চতুরঙ্গ-বল-পরিবৃত আমাকেও সেই সঙ্গে লইয়া চলুন।

এক্ষণে আমার নব সহস্র বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে অনেক কষ্ট ও অনেক পরিশ্রমে এই চারিটি পুত্র লাভ করিয়াছি। ব্রহ্মন! দেবতুল্য রূপবান এই পুত্রগুলি আমার জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ইহারা আমার নিকটে না থাকিলে আমি কখনই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। বিশেষত গুণাভিরাম রাম সুধাংশুর ন্যায় সর্ব্ব-লোকের প্রিয়দর্শন; সুতরাং আর তিনটি পুত্র থাকিতেও একমাত্র রামচন্দ্রেই আমার জীবন নিহিত রহিয়াছে।

আমার রাম উদার-গুণ-সম্পন্ন, মনঃ-প্রীতিকর, হৃদয়-নন্দন ও প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। আমার ঈদৃশ কুমারকে লইয়া যাওয়া আপনকার বিধেয় হইতেছে না। ভগবন! আমি অপত্য-স্নেহের বশবর্ত্তী ও একান্ত কাতর হইয়া আপনকার নিকট প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দীনভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমার জ্যেষ্ঠ তনয় রামকে লইয়া না যান। মহর্ষে! যদি নিতান্তই আমার রামচন্দ্রকে লইয়া যাওয়া আপনকার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে রামচন্দ্র চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে আমার সহিত গমন করিতে পারে।

মহর্ষে! যে রাক্ষস-দ্বয় আপনকার যজ্ঞের বিঘ্ন করিতেছে, তাহারা কাহার পুত্র? কোথা হইতে আসিয়াছে? তাহাদের বল-বীর্য্যই বা কি প্রকার? তাহাদের শরীরের পরিমাণই বা কিরূপ? এ সমুদায় বিশেষ করিয়া বলুন। ব্রহ্মন! রামচন্দ্রই বা কিরূপে তাহাদের প্রতিবিধান করিতে পারিবে? রাক্ষসগণ প্রায়ই কূট-যুদ্ধ করিয়া থাকে। আমার সৈন্যগণ অথবা আমিই বা কিরূপে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আপনকার যজ্ঞের বিঘ্ন-শান্তি করিতে সমর্থ হইব? রাক্ষসগণ বীর্য্যমদে মত্ত ও দুষ্ট-স্বভাব। আমরা কিরূপেই বা সংগ্রামে তাহাদের সম্মুখীন হইতে পারিব? ভগবন! এতৎ-সমুদায় আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন।

মহর্ষে! শুনিতে পাওয়া যায়, মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র ও বৈশ্রবণের ভ্রাতা রাবণ নামক রাক্ষস, ক্রূরাচার মহাবল ও মহাবীর্য্য। এই লোক-বিরাবণ রাবণ কি আপনকার যজ্ঞ-বিঘ্ন করিতেছে? সংগ্রাম-স্থলে সেই দুরাত্মা রাবণের সম্মুখে আমরা কেহই তিষ্ঠিতে পারিব না। ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি আমার পরম গুরু,

আপনি আমার আরাধ্য দেবতা; আপনকার বাক্য অনতিক্রমণীয়; আপনি এই হত-ভাগ্যের শিশু-সন্তানের প্রতি প্রসন্ন হউন। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক; দেবগণ, দানব-গণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, পতগগণ, পন্নগগণ, কেহই সেই দুরাত্মা রাবণের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়েন না।

আমরা শুনিয়াছি, এই রাবণ সংগ্রামে বীর পুরুষদিগের সমুদায় বল-বীর্য্য হরণ করিয়া থাকে। অতএব, সেই বীর্য্য-বিঘাতক দশা-ননের সহিত রাম কোন মতেই যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। অথবা যদি মধু-দৈত্যের পুত্র লবণ-নামক রাক্ষস আপনকার যজ্ঞের বিঘ্ন করিতে আইসে, তাহা হইলেও আমি রামকে ছাড়িয়া দিতে পারিব না; কারণ, লবণ অতি-শয় দুর্জ্জয়। অথবা, সুন্দ ও উপসুন্দের পুত্র সং-গ্রামে কালান্তক-সদৃশ মারীচ ও সুবাহু নামক রাক্ষস-দ্বয় কি আপনকার যজ্ঞের ব্যাঘাত করিতেছে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও আমি রামকে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছি না; ভগবন! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এই দুই দুর্দ্দান্ত দুরাত্মা, রাক্ষসী-গর্ভ-সম্ভূত। ইহারা অত্যন্ত মায়াবী, বীর্য্যবান ও সুশিক্ষিত। দেব-কুমার-সদৃশ সুকুমার কুমার রাম, বালক ও সংগ্রাম-বিষয়ে অপটু। ব্রহ্মন! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

তপোধন! আমি যে এই দুর্দ্দান্ত মহাবীর-চতুষ্টয়ের নাম উল্লেখ করিলাম, ইহাদের সহিত আমিও যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না। এই চারি জন ভিন্ন যদি অপর কেহ আপনকার যজ্ঞের বিঘ্নকারী হয়, আমি স্বয়ং গিয়া সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত আছি। অন্যথা, আমি সবা-ন্ধবে অনুনয়-বিনয়-সহকারে আপনকার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন;—আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।

মহীপতির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতীব রোষাবিষ্ট হইলেন। যজ্ঞীয় হুত হুতাশন, ঘৃতাহুতি দ্বারা যেরূপ সমুদ্দীপ্ত হয়, ভূপালের বাক্যে মহর্ষিরূপ বহ্নিও সেই-রূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠের বাক্য।

মহর্ষি কৌশিক, মহীপতির মুখে তাদৃশ স্নেহ-বিক্লব বচন-বিন্যাস শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধা-বিষ্ট হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি ইতিপূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আমি যাহা প্রার্থনা করিব, আপনি তাহাই সম্পাদন করিবেন; পরন্তু এক্ষণে আবার আপনি সেই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া-ছেন! রাজন! এপর্য্যন্ত রঘুবংশীয় কোন রাজাই আপনকার ন্যায় সত্যরূপ ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়েন নাই। মহারাজ! এই কার্য্যই যদি আপনকার অনুরূপ—আপনকার বংশের অনুরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি যেমন আসিয়াছি, তেমনই ফিরিয়া চলি-লাম; অধুনা আপনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পূর্ব্বক

মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ হইয়া পুত্রগণের সহিত সুখে কাল যাপন করুন।

মহৌজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলে পৃথিবী ভীতা হইয়া কম্পিতা হইতে লাগিলেন; দেবগণও ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বভূত-হিতৈষী মহর্ষি ভগবান বশিষ্ঠ, গাধি-নন্দন কৌশিককে কুপিত দেখিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! ইক্ষ্বাকু-বংশে আপনকার জন্ম হইয়াছে। আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় নিয়ত সত্যবাক্যই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এক্ষণে প্রতিশ্রুত বাক্যের অন্যথা করা আপনকার উচিত হইতেছে না।

রাজন! আপনি সত্যসন্ধ বলিয়া ত্রিলোকে বিখ্যাত আছেন। অদ্য অপত্য-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া অসত্যসন্ধ ও মিথ্যাবাদী হওয়া আপনকার উচিত হইতেছে না। রাজন! 'আমি এই কার্য্য করিব' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পশ্চাৎ যদি আপনি সেই প্রতিজ্ঞা পালন না করেন, তাহা হইলে সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইবেন এবং বিশ্বামিত্রের বাক্য অন্যথা করণ জন্য পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হইয়া পড়িবেন। রাজন! আপনকার বাক্য অন্যথা ও মিথ্যা করিবেন না। যাহাতে ধর্ম্মপথ নষ্ট না হয়, তাহা করুন; আপনকার সত্য-প্রতিজ্ঞতা রক্ষা করিতে যত্নবান হউন; বিশ্বামিত্রের সহিত রামকে পাঠাইয়া দিউন। রাম অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হউন বা অশিক্ষিতই হউন, যখন গাধি-নন্দন তাঁহাকে রক্ষা করিবেন, তখন কোন ক্রমেই রাক্ষসগণ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে না।

এই মহর্ষি বিশ্বামিত্র মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম-স্বরূপ; ইনি বেদজ্ঞ ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠ; ইনি বীর্য্যশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রধান; ইনি বিদ্যা, জ্ঞান ও তপস্যার একমাত্র আধার; এই মহর্ষি যে সমুদায় দিব্য অস্ত্র অবগত আছেন, ভূমণ্ডলে মনুষ্যগণের কথা দূরে থাকুক, দেবগণও সে সমুদায় দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগ অবগত নহেন; সুতরাং মহারাজ! এই কুশিক-নন্দনকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিবেন না।

পূর্ব্বকালে মহর্ষি কৌশিক যখন রাজ্য শাসন করেন, তৎকালে ভগবান শঙ্কর পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঐ সমুদায় দিব্যাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। প্রজাপতি কৃশাশ্বের ঔরসে প্রজাপতি-দক্ষ-তনয়া-দ্বয়ের গর্ভে বিষ্ণুতেজে ঐ দিব্যাস্ত্র সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে। এই সমুদায় অস্ত্র নানারূপধারী, মহাবীর্য্য, দীপ্যমান ও জয়াবহ। দক্ষ-তনয়া সুমধ্যমা জয়া ও বিজয়া উল্লিখিত পরম-তেজঃ-সম্পন্ন একশত দিব্যাস্ত্র প্রসব করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জয়া লব্ধ-বর-প্রভাবে অসুর-সৈন্য-সংহার-সমর্থ অদৃশ্য-রূপ অপ্রমেয় পঞ্চাশৎ দিব্যাস্ত্র-রূপ পুত্র লাভ করেন। বিজয়াও সংহার-নামক প্রবলতর দুর্দ্ধর্ষ দুরাক্রম ঐরূপ পঞ্চাশৎ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন।

মহাযশা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, প্রয়োগ-প্রতিসংহার এবং রহস্য সমেত সেই সমুদায় দিব্যাস্ত্র, যথাযথ-রূপে পরিজ্ঞাত আছেন। এই মহর্ষি সেই সমুদায় অস্ত্রই রামকে প্রদান করিবেন। রাম সেই সমুদায় অস্ত্রদ্বারা রাক্ষসদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ

নাই। মহারাজ! যদি আপনি রামের, প্রজাগণের ও আপনার মঙ্গল কামনা করেন, তাহা হইলে রামের গমনে অসম্মতি প্রকাশ করিবেন না।

মহারাজ! এই পরম-ধার্ম্মিক গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র, নূতন নূতন অস্ত্রেরও সৃষ্টি করিতে সমর্থ; ইনি মহাত্মা, ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ও সমুদায় ঋষিগণের প্রধান; ইনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সকলই পরিজ্ঞাত আছেন; মহাতেজা মহাযশা বিশ্বামিত্র এতদূর প্রভাব-সম্পন্ন। সুতরাং রামের গমন বিষয়ে আপনি কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না। কৌশিক-নন্দন মনে করিলে আপনিই সমুদায় রাক্ষস সংহার করিতে পারেন, ইনি কেবল আপনকার পুত্রের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্তই আপনকার পুত্রকে লইয়া যাইতে প্রার্থনা করিতেছেন।

রঘুবংশাবতংস মহাযশা মহীপতি দশরথ, বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রমুদিত ও প্রসন্ন-হৃদয় হইয়া মহর্ষি কৌশিকের সহিত অভিরাম রামকে প্রেরণ করিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

বিদ্যা-প্রদান।

রাজা দশরথ বশিষ্ঠের নিকট ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে রাম ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করিলেন। তৎকালে প্রথমত রামের মঙ্গলের নিমিত্ত স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইল। রাজমহিষীগণ সকলেই মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠও স্বয়ং স্বস্ত্যয়নকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা দশরথ স্নেহপূর্ব্বক রাম এবং লক্ষ্মণের মস্তকে আঘ্রাণ লইয়া বিশ্বামিত্রের হস্তে তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিলেন।

মহাত্মা রাজীব-লোচন রাম বিশ্বামিত্রের সহিত গমন করিতেছেন দেখিয়া, ধূলি-সম্পর্কপরিশূন্য সুখস্পর্শ সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল; তাঁহার যাত্রাকালে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল; সুমধুর সঙ্গীত শ্রুত হইতে লাগিল; ভূতলের শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভি-নির্ঘোষে, আকাশের দেব-দুন্দুভি-নিনাদে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত হইয়া উঠিল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র অগ্রে অগ্রে চলিলেন; কাকপক্ষধারী মহাযশা রাম সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন; লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণ-বধাভিলাষী দেবরাজ প্রভৃতি দেবগণ, বিশ্বামিত্রের সহিত রামচন্দ্রকে গমন করিতে দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। অশ্বিনীকুমার-যুগল যেমন দেবরাজের অনুগমন করেন, সেইরূপ মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ, মহাত্মা বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অঙ্গুলিতে গোধা-চর্ম্ম-বিনির্ম্মিত অঙ্গুলি-ত্রাণ বদ্ধ ছিল। তাঁহারা কক্ষে খড়্গ, পৃষ্ঠে তূণীর ও স্কন্ধে শরাসন ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল

যেন পাবক-তনয় স্কন্দ ও বিশাখ, দেবাদিদেব মহাদেবের অনুগমন করিতেছেন।

এইরূপে তাঁহারা ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক সরযূর দক্ষিণ তটে উপনীত হইলেন। তখন তপোনিধি বিশ্বামিত্র 'রাম!' এই মধুর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এই স্থানে হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক যথাবিধানে আচমন কর; শুভ সময় অতিক্রম করা বিধেয় হইতেছে না। আমি তোমাকে কিছু উপদীক্ষা করিব, তাহাতে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। আমি তোমাকে ও লক্ষ্মণকে, বলা ও অতিবলা নামে দুইটি বিদ্যা প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। এই বিদ্যা-প্রভাবে তোমাদের কদাচ শ্রম, জরা বা অঙ্গ-বৈকল্য হইবে না। তোমরা যখন নিদ্রিত বা প্রমত্ত থাকিবে, তখনও রাক্ষসগণ তোমাদিগকে পরাভব করিতে পারিবে না, বীর্য্য ও পরাক্রম বিষয়ে কোন ব্যক্তিই তোমাদের সমকক্ষ হইতে সমর্থ হইবে না। রাম! দেবলোক, মনুষ্যলোক ও নাগলোক মধ্যে কোন ব্যক্তিই সৌভাগ্য-বিষয়ে, দাক্ষিণ্য-বিষয়ে, বুদ্ধিমত্তা-বিষয়ে, শ্রুতি-তাৎপর্য্য-গ্রহ-বিষয়ে, পৌরুষ-বিষয়ে বক্তৃতা-বিষয়ে অথবা প্রতিবাদ-বিষয়ে তোমাদের সৌসাদৃশ্য লাভ করিতে পারিবে না। এই দুই বিদ্যাবলে তোমরা জগতী-মধ্যে অক্ষয় যশোলাভ করিবে। এই বলা ও অতিবলা নাম্নী বিদ্যা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আকর। রাম! ইহা দ্বারা তোমরা ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইবে না। এই বিদ্যা-বলে কি দুর্গ, কি অরণ্য, কি মহারণ্য, কি স্বদেশ, কি বিদেশ, সকল স্থানেই তোমরা জয় লাভ করিতে পারিবে। রাঘব! এই বিদ্যা-প্রভাবে তোমরা ত্রিলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

কাকুৎস্থ! এই দুই বিদ্যা পিতামহের কন্যা। এই বিদ্যা-প্রভাবে আয়ু ও বল বৃদ্ধি হয়। আমি তোমাদিগকেই এই দুই বিদ্যা গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়াছি। যদিও তোমরা প্রাকৃতিক ও সমাহৃত বহুবিধ দিব্য-গুণে বিভূষিত, তথাপি এই দুই বিদ্যা-প্রভাবে ভূরি-পরিমাণে তোমাদের গুণোৎকর্ষ হইবে। এই বিদ্যাদ্বয় আমার তপোবলে পরিপুষ্ট হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে ইহা হইতে তোমরা বহু ফল প্রাপ্ত হইবে।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ, আচমন প্রভৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নতভাবে অবস্থান পূর্ব্বক তপোধন বিশ্বামিত্রের নিকট বলা ও অতিবলা নামে দুই বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। পরে মহাযশা রাম ও লক্ষ্মণ গৃহীত-বিদ্য হইয়া মহর্ষির অনুজ্ঞানুসারে সেই সরযূতীরেই এক রাত্রি যাপন করিলেন।

দশরথ-তনয় রাম ও লক্ষ্মণ, যে তৃণ-শয্যায় শয়ন করিলেন, তাহা যদিও রাজকুমারের উপযোগী হয় নাই, তথাপি কুশিকনন্দনের সহিত সুমধুর আলাপে অপহৃত-হৃদয় হইয়া তাঁহারা সে রাত্রি পরম সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

ষড়্বিংশ সর্গ।

রামের অনঙ্গাশ্রমে বাস।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইল। তপোনিধি বিশ্বামিত্র, পর্ণশয্যায় শয়ান রাঘবকে কহিলেন, কৌশল্যা-নন্দন! উত্থিত হও। বৎস! প্রাতঃকৃত্য করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা কর।

মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ, মহর্ষির তাদৃশ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া সরযূতে প্রাতঃস্নান ও তর্পণাদি সম্পাদন পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্ন-কৃত্য জপ প্রভৃতি সমাধান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা দুই ভ্রাতা কৃতাহ্নিক হইয়া তপোনিধি বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। পরে তাঁহারা সরযূর অনতিদূরে ত্রিপথগামিনী দেবনদী গঙ্গা দর্শন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন।

রাম ও লক্ষ্মণ দেখিলেন, সেই গঙ্গাতীরে দুশ্চর-তপঃ-পরায়ণ-পুণ্যশীল-ঋষিগণ-সেবিত পরম রমণীয় পবিত্র আশ্রমপদ রহিয়াছে। তাঁহারা তাদৃশ আশ্রম দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তপোধন কৌশিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন! ইহা কাহার আশ্রম? এই আশ্রমে প্রধান মহর্ষি কে? ভগবন! এবিষয় আমরা বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি; ইহা শুনিবার জন্য আমাদের যার পর নাই কৌতূহল জন্মিয়াছে।

মহর্ষি কৌশিক, রাম ও লক্ষ্মণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! ইহা যাঁহার পূর্ব্ব-আশ্রম, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

কাম নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত কন্দর্প পূর্ব্বকালে মূর্ত্তি-বিশিষ্ট ছিলেন। তৎকালে মহেশ্বর এই স্থানে কঠোর তপস্যা করিতেন। কন্দর্প যখন দেখিলেন, পার্ব্বতী, মহেশ্বর স্থাণুকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া পরিচর্য্যা করিতেছেন, অথচ তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইতেছে না, তখন তিনি দেবরাজের অনুরোধে তাঁহাকে কুসুম-শায়কে বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত এই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। যৎকালে তিনি কুসুম-শর পরিত্যাগ করেন, সেই সময় মহাত্মা শঙ্কর হুঙ্কার পূর্ব্বক সর্ব্ব-সংহার-কারী তৃতীয় নেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন কন্দর্পের সমুদায় অঙ্গ তৎক্ষণাৎ দগ্ধ, বিশীর্ণ ও ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। এইরূপে মহাত্মা মহেশ্বরের কোপে কন্দর্প অনঙ্গ হইয়াছেন।

রঘুনাথ! সেই অবধি কাম অনঙ্গ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই স্থানে তাঁহার অঙ্গনাশ হেতু এই দেশও অনঙ্গ দেশ নামে পরিচিত হইয়াছে, এবং এই আশ্রমও অনঙ্গাশ্রম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

ফলত ইহা সেই দেবদেব স্থাণুর সুপবিত্র আশ্রম; ইহা তাঁহারই পবিত্র আয়তন। এই পরমর্ষিগণও শঙ্করোপাসক। ইহাঁরা সকলেই তপঃ-পরায়ণ, প্রাচীন, ব্রহ্মবাদী এবং তপঃপ্রভাবে পাপস্পর্শ-পরিশূন্য। ইহাঁরা নিয়ত এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। রাম! এই পবিত্র নদীদ্বয়ের মধ্যে এই আশ্রমে আজিকার রাত্রি

আমরা অতিবাহিত করিব। কল্য নদী পার হওয়া যাইবে। এক্ষণে আইস, আমরা ভাগীরথীতে স্নান পূর্ব্বক শুচি হইয়া সুসমাহিত হৃদয়ে ভগবান স্থাণুর আশ্রমে গমন করি। অদ্য এই আশ্রমে বাস করাই আমাদের শ্রেয়। এখানে আমরা পরম সুখে রজনী যাপন করিতে পারিব।

তপোধন কৌশিক, রামের সহিত এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময় আশ্রম-স্থিত মুনিগণ তপোবলোন্মীলিত সুদীর্ঘ জ্ঞাননেত্র দ্বারা তৎসমুদায় পরিজ্ঞাত হইয়া প্রহৃষ্ট-হৃদয় হইলেন, এবং যথাবিধানে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক মহর্ষি-কৌশিককে লইয়া গেলেন; এবং রাম ও লক্ষ্মণকেও আমন্ত্রণ পূর্ব্বক যথাবিধানে অতিথি-সৎকার করিলেন। মহাত্মা বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণ, ঋষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে সুসৎকৃত হইয়া মনোরঞ্জন কথোপকথনে রত থাকিয়া সে রাত্রি সেই অনঙ্গাশ্রমেই সুখে যাপন করিলেন।

সপ্তবিংশ সর্গ।

তাড়কা-বন দর্শন।

অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে যখন তমস্তোম বিদূরিত হইল, তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রাতঃকৃত্য সমাধান পূর্ব্বক শত্রু-তাপন রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া নদীতীরে গমন করিলেন। দিবাকর-সদৃশ-তেজঃ-সম্পন্ন তত্রত্য মহাত্মা মহর্ষিগণ, উত্তম নৌকা আনাইয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি এই দুই রাজপুত্রের সহিত এই নৌকাতে আরোহণ পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে গমন করুন, কালাত্যয় করিবার আবশ্যক নাই। বিশ্বামিত্র 'তথাস্তু' বলিয়া সেই ঋষিগণের সহিত সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক সুপবিত্রা নির্ম্মল-সলিলা স্রোতস্বতী সরযূ* সমুত্তীর্ণ হইবার অভিপ্রায়ে নৌকারোহণ করিলেন; নাবিকগণও নৌকা ছাড়িয়া দিল।

রামচন্দ্র নদীর মধ্যস্থলে গমন করিয়া মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! এই মহান শব্দ কিসের?—ইহা যেন বারি ভেদ করিয়াই সমুত্থিত হইতেছে। রাম

---

* মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গম-স্থল পার হইয়াছিলেন; সুতরাং, তাঁহারা সরযূ পার হইয়াছিলেন, এ কথা বলিলেও হয়, অথবা গঙ্গা পার হইয়াছিলেন, বলিলেও চলে। পাশ্চাত্য রামায়ণে গঙ্গা পার হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে; পরন্তু আমাদের অবলম্বিত রামায়ণের মূলে সরযূ পার হওয়ার কথা লিখিত থাকাতে, অনুবাদেও আমরা সরযূ পার হওয়ার কথাই লিখিলাম। মহানুভব গোরেসিয়ো স্বীয় ইটালি-অনুবাদেও সরযূ পারের কথা লিখিয়াছেন। গোরেসিয়োর মুদ্রিত রামায়ণের ও তৎকৃত ইটালি-অনুবাদের সমালোচনা উপলক্ষে, কলিকাতা রিবিউ (Calcutta Review) নামক সুপ্রসিদ্ধ সমালোচন-পুস্তকে, তাঁহার ভূয়সী প্রশংসার পর, এক স্থলে লিখিত আছে:—

Gorresio, in his translation, falls into an error, by supposing that they crossed the Gogra [the modern name of the Saraju]: this was not the case, they crossed the Ganges, and landed near the fortress of Buxar, in the district of Shahabad or Arrah.

Calcutta Review.—Vol. XXIII, Page 176.

অর্থাৎ 'গোরেসিয়ো, তাঁহার অনুবাদে, তাঁহারা [বিশ্বামিত্র প্রভৃতি] সরযূ পার হইয়াছিলেন, অনুমান করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহারা সরযূ পার হয়েন নাই, গঙ্গা পার হইয়াছিলেন।'

এস্থলে সুবিচক্ষণ পাঠকবর্গ দেখিবেন, গোরেসিয়ো ভ্রমে পতিত হয়েন নাই, প্রত্যুত সমালোচকই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন!!

কৌতূহল-পরতন্ত্র হইয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান কৌশিক সেই শব্দের কারণ বিস্তারিত রূপে কহিতে লাগিলেন।

রাম! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা সঙ্কল্প দ্বারা কৈলাস-পর্ব্বত-শিখরে একটি সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই সরোবর ব্রহ্মার মানস দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া, মানস সরোবর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সেই মানস নামক ব্রহ্ম-সরোবর হইতে সমুৎপন্না যে পুণ্য-সলিলা সুশোভনা নদী অযোধ্যাভিমুখে ধাবমানা হইয়া আসিতেছে, সরোবর হইতে সম্ভূত বলিয়া তাহার নাম সরযূ। এই স্থানে সেই সরযূ, জাহ্নবীর সহিত মিলিত হওয়াতে বারি-সংঘর্ষ-জনিত ঈদৃশ তুমুল কলকল-ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। এক্ষণে তোমরা ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম কর।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ, গঙ্গা ও সরযূ উভয় নদীকে নমস্কার করিলেন। পরে তাঁহারা সরযূ-সঙ্গতা ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং সেই উপকূল আশ্রয় করিয়াই ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। শত্রু-তাপন রাম ও লক্ষ্মণ, কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটি ভয়ঙ্কর বন দেখিতে পাইলেন, এবং পুনর্ব্বার মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! সম্মুখে যে ঐ একটি ভীষণ নিবিড় অরণ্য দৃষ্ট হইতেছে, উহা কোন্ বন? উহা মেঘ-সদৃশ ঘোর ও দুর্গম। উহার চতুর্দ্দিকে শকুন প্রভৃতি পক্ষিগণ দারুণ রবে, বিচরণ করিতেছে; উহার মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, ঋক্ষ, গণ্ডার, কুঞ্জর প্রভৃতি নানাবিধ বন্যজন্তুগণ পরমানন্দে বিহার করিয়া বেড়াইতেছে; বহুবিধ হিংস্র শ্বাপদসমূহ ঘোরতর শব্দ করিতেছে; ঝিল্লিকা-রবে চতুর্দ্দিক অনুনাদিত হইতেছে।

এই অরণ্য-মধ্যে ধবল, শাল, কুটজ, পাটল, বিল্ব, তিন্দুক (গাব) প্রভৃতি বহুবিধ তরুরাজি বিরাজিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে খদির, মদন, গোক্ষুর ও বদর প্রভৃতি কণ্টক বৃক্ষে আকীর্ণ রহিয়াছে। ইহা কোন্ বন ও কাহার বন?

ভগবান মহর্ষি কৌশিক, রাম ও লক্ষ্মণের মুখে ঈদৃশ প্রশ্নগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, 'শ্রবণ কর' এই বলিয়া আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! পূর্ব্বকালে এই স্থানে মলজ ও করূষ নামে মহাসম্পৎ-সম্পন্ন দেব-নির্ম্মাণ-নির্ম্মিত শোভাশালী সুরম্য দুইটি জনপদ ছিল। ভগবান সহস্রাক্ষ, ক্রোধবশত সখা নমুচিকে নিহত করিয়া মিত্র-দ্রোহিতা-নিবন্ধন মল অর্থাৎ পাপে লিপ্ত হইলেন। তৎকালে দেবগণ ও ঋষিগণ এই স্থানে, মলাপনোদন-পুণ্য-সলিল-পূর্ণ কলস দ্বারা দেবরাজকে স্নান করাইয়াছিলেন। দেবরাজও এই স্থানে মিত্র-দ্রোহ-জনিত মল (পাপ) ও করূষ (কলুষতা) পরিত্যাগ পূর্ব্বক যার পর নাই আনন্দ লাভ করিলেন।

পরে শত্রু-সংহারী দেবরাজ যখন নির্ম্মল ও নিষ্করূষ হইয়া শুচি হইলেন, তখন তিনি সুপ্রীত হৃদয়ে এই দেশের প্রতি বর প্রদান করিলেন যে, এই স্থানে দুইটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ হইবে। সেই দুই জনপদ, আমার

অঙ্গজাত মল ও করূষ দ্বারা সংস্থষ্ট হওয়াতে মলজ এবং করূষ নামে বিখ্যাত হইয়া উঠিবে।

অনন্তর দেবগণ, দেবরাজের মুখে এই দেশের তাদৃশ নামকরণ শ্রবণ করিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া অনুমোদন করিলেন। দেবরাজের সেই বর-প্রভাবে এই দুই জনপদ মলজ ও করূষ নামে বিখ্যাত, অতুল-ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন ও সর্ব্বদাই আনন্দ-কোলাহল-পূর্ণ হইয়া উঠিল।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে কামরূপিণী মহাবলা সুদারুণা যক্ষিণী তাড়কা, সেই দুই জনপদ উৎসন্ন-প্রায় করিয়াছে। এই দুষ্টা স্ত্রী সহস্র মাতঙ্গের বল ধারণ করে। মহেন্দ্র-সদৃশ-পরাক্রম-শালী রাক্ষস মারীচ, ইহার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। দৈত্যপতি সুন্দ ইহার পতি ছিল।

এই স্থান হইতে ছয় ক্রোশ পথ দূরে সেই দুষ্টা যক্ষিণী, মনুষ্যের গমনাগমন-পথ আক্রমণ ও রোধ করিয়া অদ্যাপি বাস করিতেছে। এক্ষণে তাড়কাবাসাভিমুখে গমন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমার নিয়োগ অনুসারে তুমি নিজ ভুজবলে সেই দুশ্চারিণীকে বিনাশ করিয়া এই প্রদেশ নিষ্কণ্টক কর। ঘোররূপা অনার্য্যা যক্ষিণী কর্ত্তৃক উৎসাদিত হইয়াই এই প্রদেশ অধুনা ঈদৃশ অরণ্যময় হইয়াছে; এখানে কোন ব্যক্তিই আগমন করিতে সমর্থ হয় না।

যক্ষতনয়া তাড়কা যেরূপে মলজ ও করূষ নামক জনপদ উৎসন্ন করিয়াছে ও অদ্যাপি করিতেছে, যে কারণে এই স্থানে নিবিড় অরণ্য হইয়াছে, তৎসমুদায় যথাযথ রূপে তোমার নিকট কহিলাম।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

তাড়কার উৎপত্তি-কথন।

অনন্তর রামচন্দ্র, অপ্রমেয়-প্রভাব-সম্পন্ন মহর্ষির মুখে তাদৃশ অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সংশয়ারূঢ় হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোনিধান! লোক-মুখে শুনিয়াছি যে, যক্ষগণ হীনবল ও অল্প-বীর্য্য; পরন্তু এই যক্ষিণী অবলা হইয়াও কিরূপে সহস্র মাতঙ্গের ন্যায় বলশালিনী হইয়া উঠিল? বিশ্বামিত্র এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, রাম! এই যক্ষিণী অবলা হইয়াও যে রূপে সহস্র মাতঙ্গের বল ধারণ করিতেছে, তাহার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে সুকেতু নামে সুবিখ্যাত এক মহাযক্ষ ছিলেন। তাঁহার সন্তান-সন্ততি কিছুই ছিল না। তিনি পুত্র-কামনায় দুশ্চর মহাতপস্যার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে হিরণ্যগর্ভ তাঁহার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া স্বয়ং তাঁহার সমক্ষে আগমন করিলেন। তিনি যক্ষের প্রার্থনানুরূপ বলশালী পুত্র না দিয়া এইরূপ বর প্রদান করিলেন যে, তুমি সহস্র মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় বলশালিনী রমণী-রত্নভূতা তাড়কানাম্নী একটি কন্যা লাভ করিবে।

অনন্তর তাড়কা জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক চন্দ্র-কলার ন্যায় দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমানা হইয়া ক্রমে নিরুপম-রূপবতী যুবতী ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী হইয়া উঠিল; তখন সুকেতু, ধুন্ধু-তনয় সুন্দের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। কিছু কাল অতীত হইলে যক্ষিণী তাড়কা, মারীচ নামে বিখ্যাত মহাবল-পরাক্রান্ত এক পুত্র প্রসব করিল। এই মারীচ পশ্চাৎ শাপ-গ্রস্ত হইয়া রাক্ষস-ভাবাপন্ন হইয়াছে।

মহর্ষি অগস্ত্যের শাপে দৈত্যপতি সুন্দ নিহত হইলে, যক্ষ-তনয়া তাড়কা, বৈর-নির্যা-তনের নিমিত্ত পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া অগস্ত্যকে সংহার করিতে উদ্যতা হইয়াছিল। তাহাতে অগস্ত্য যার পর নাই কুপিত হইয়া মারীচকে কহিলেন, তুমি রাক্ষস-ভাবাপন্ন হও। পরে তিনি তাড়কাকেও শাপ প্রদান করিলেন যে, দুষ্ট-যক্ষিণি! তুমি এই অপরূপ রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃতাকারা বিকৃত-বদনা ঘোররূপা নরমাংস-লোলুপা রাক্ষসী হও। রাম! সেই দুষ্ট-যক্ষিণী তাড়কা, অগস্ত্য-শাপ-প্রভাবে এক্ষণে রাক্ষসী রূপে পরিণতা হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম ছিল বলিয়া, বৈর-নির্যাতন মানসে তাড়কা এই দেশ উৎসন্ন করিতেছে।

রঘুনন্দন! এক্ষণে তুমি গো-ব্রাহ্মণের হিত-সাধনের উদ্দেশে অলোক-সামান্য-পরা-ক্রম-সম্পন্না পরম-দারুণা দুর্ব্বৃত্তা যক্ষিণীকে বিনাশ কর। রাম! এই দারুণ-প্রকৃতি যক্ষিণী বীর্য্যমদে উন্মত্তা ও অতীব দুর্দ্ধর্ষা। একমাত্র তুমি ব্যতিরেকে ত্রিলোকের মধ্যে কোন ব্যক্তিই উহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে তুমি স্ত্রী-বধ বিষয়ে কিছুমাত্র ঘৃণা করিও না; কারণ, প্রজাগণের হিত-সাধন করাই রাজকুমারদিগের নিয়ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নৃশংস কার্য্যই হউক, বা অনৃশংস কার্য্যই হউক, পুণ্য কর্ম্মই হউক বা পাপ কর্ম্মই হউক, প্রজা-রক্ষার নিমিত্ত রাজগণকে সকল কর্ম্মই করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। যাঁহারা রাজ-বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। রঘুনাথ! অধর্ম্ম-শঙ্কা পরিত্যাগ কর; পাপীয়সী রাক্ষসীকে বিনাশ কর; প্রজাদিগের হিত-সাধন-রূপ ধর্ম্মানু-ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

আমরা শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালে দীর্ঘজিহ্বা নামে বিখ্যাতা বিরোচন-তনয়া কামরূপিণী এক রাক্ষসী ছিল। এই রাক্ষসী যখন, কালানল-সদৃশ-বিকৃতাকার ভীষণ প্রকাণ্ড বদন ব্যাদান পূর্ব্বক সমুদায় পৃথিবী গ্রাস করিতে উদ্যতা হইল, তখন দেবরাজ তাহাকে তৎক্ষণাৎ শমন-সদনের অতিথি করিলেন। রাম! পূর্ব্ব-কালে পুরন্দর-সদৃশ-পরাক্রম-শালিনী শুক্র-জননী পতি-পরায়ণা ভৃগুপত্নী, যখন ইন্দ্রপুরী অমরাবতী অধিকার করিতে উদ্যতা হয়েন, তখন বিষ্ণু তাঁহাকেও সংহার করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম! এইরূপ, পূর্ব্বকালে, ধর্ম্ম-পরায়ণ অন্যান্য রাজগণও অধর্ম্ম-চারিণী নারীদিগকে সংহার করিয়াছেন; অতএব রাজকুমার! আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই তাড়কাকে বধ কর।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

তাড়কা বধ।

রাজকুমার রামচন্দ্র, শুভানুধ্যায়ী মহর্ষির তাদৃশ উৎসাহজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! আমার পিতা মাতা আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন যে, বিশ্বামিত্র যেরূপ আদেশ করিবেন, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবে। এক্ষণে আমি পিতার আদেশ প্রতিপালনের নিমিত্ত এবং পিতৃবাক্যের গৌরব রক্ষার নিমিত্ত দুষ্টচারিণী তাড়কাকে সংহার করিতে পরাঙ্মুখ হইব না।

অযোধ্যা নগরীতে বশিষ্ঠ প্রভৃতি সমুদায় গুরুজন-সমক্ষে, মহাত্মা পিতা দশরথ, আমাকে বার বার বলিয়া দিয়াছেন যে, তুমি কোন ক্রমেই মহর্ষির বাক্যে অমনোযোগ করিও না; অতএব আমি পিতার উপদেশ, এবং ভবাদৃশ ব্রহ্মবাদী মহর্ষির আদেশ অনুসারে তাড়কা বধ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলাম। আমি গো-ব্রাহ্মণের এবং এই দেশের হিতসাধনের নিমিত্ত অকুণ্ঠিত-হৃদয়ে আপনকার বাক্যানুযায়ী কার্য্য করিব, সন্দেহ নাই।

রাম এইরূপ বলিয়া, শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক তাহা উদ্যত করিয়া, তীব্র জ্যাশব্দ করিলেন। সেই টঙ্কার ধ্বনিতে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাড়কা-বন-বাসী মৃগগণ তাদৃশ শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র ভয়-বিহ্বল হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল। তাড়কাও জ্যাশব্দ শ্রবণে প্রতিবোধিতা, চমকিতা ও সসম্ভ্রমা হইয়া উঠিল।

অনন্তর সেই ভীমনাদ শ্রবণ মাত্র ক্রোধে অভিভূতা বিকৃত-বদনা বিকৃতাকারা রাক্ষসী তাড়কা, ভীষণ শব্দ করিতে করিতে, যে স্থানে শব্দ হইয়াছিল, তদভিমুখে ধাবমানা হইল। রাম, বিকৃতরূপা বিকট-বদনা প্রকাণ্ড-পরিমাণা ঘোরদর্শনা তাড়কাকে আগমন করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, এই রাক্ষসীর বদন কীদৃশ প্রকাণ্ড দারুণ বিকৃত ও ভয়াবহ। বিশেষত রোষাবেশ বশত ইহার রূপ অতীব ভয়াবহ হইয়াছে। ইহাকে দেখিলে ভীরু ব্যক্তিদিগের কথা দূরে থাকুক, সাহসী ব্যক্তিদিগেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। দেখ, আমি, এই মায়াবিনী বলবতী দুর্দ্ধর্ষা রাক্ষসীর কর্ণ ও নাসিকাগ্র, ছেদন করিয়া দিই; তাহা হইলেই এই পাপীয়সী এস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিবে। স্ত্রীজাতি অবধ্য; স্ত্রী-স্বভাবই ইহার জীবন রক্ষা করিতেছে। ইহাকে এককালে সংহার করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। আমি বিবেচনা করিতেছি, ইহার হস্ত-পদ-ছেদন দ্বারা ইহার পরাভিভব-সামর্থ্য ও সর্ব্বত্র গমনাগমন-শক্তি লোপ করা কর্ত্তব্য।

রামচন্দ্র এইরূপ বলিতেছেন, ঈদৃশ সময়ে ক্রোধে অধীরা রাক্ষসী তাড়কা, ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে বাহু উদ্যত করিয়া রামের অভিমুখে ধাবমানা হইল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র হুঙ্কার দ্বারা তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিলেন,

তোমাদের মঙ্গল হউক;—তোমরা বিজয়ী হও।

অনন্তর তাড়কা, ঘোরতর ধূলিপটল উদ্ভূত করিয়া সেই রজোরূপ ঘন ঘন-ঘটায় রাম ও লক্ষ্মণকে বিমোহিত করিয়া ফেলিল। পরে সে আসুরিক মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণের উপর অবিরল ধারায় শিলা বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে রামচন্দ্র কুপিত হইয়া শর-নিকর বর্ষণ দ্বারা তাহার তাদৃশ ঘোরতর শিলা বৃষ্টি নিবারণ করিলেন। তখন রাক্ষসী বাহুদ্বয় উদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমানা হইল। রাম নিশিত শরদ্বারা তাহার ভুজযুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

রাক্ষসী তাড়কা, ছিন্ন-বাহু হইয়াও রামের সম্মুখে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণ ক্রোধ-সংবরণ করিতে না পারিয়া তাহার কর্ণ ও নাসিকাগ্র ছেদন করিয়া দিলেন। রাক্ষসী অভিলাষানুরূপ রূপ ধারণ করিতে পারিত, সুতরাং সে নিজ মায়াবলে বহুবিধ রূপ ধারণ পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণকে বিমোহিত করিয়া ফেলিল। এবং পরক্ষণেই অন্তর্হিতা হইয়া তাঁহাদের উপর ঘোরতর প্রস্তর বর্ষণ পুরঃসর ভীষণ ভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

অনন্তর শ্রীমান গাধি-নন্দন যখন দেখিলেন যে, রাক্ষসী শিলাবর্ষণ দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে সর্ব্বতোভাবে সমাচ্ছন্ন করিতেছে, তখন তিনি কহিলেন, রাম! তুমি অবলা বলিয়া স্ত্রীবধে ঘৃণা করিও না; এই যক্ষিণী দুশ্চারিণী, এই পাপীয়সী সর্ব্বদাই আমাদের যজ্ঞের বিঘ্ন করিয়া থাকে। অতঃপর এই নিশাচরী মায়াবলে ক্রমশই আপনাকে পরিবর্দ্ধিত করিবে। সায়ংকাল হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে নিশাচরগণ অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া থাকে। অতএব তুমি অবিলম্বেই ইহাকে বিনাশ কর।

রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শব্দ-বেধ-সামর্থ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক শিলা-বর্ষণ-কারিণী যক্ষিণীকে শর-বর্ষণ দ্বারা অবরোধ করিলেন। মায়াবিনী বলবতী যক্ষিণী শর-জালে অবরুদ্ধা হইয়া চীৎকার করিতে করিতে রাম ও লক্ষ্মণের প্রতিই ধাবমানা হইল।

মহামেঘ-সদৃশী সুদারুণা বিকৃতাকারা তাড়কা, তাঁহাদিগকে সংহার করিবার অভিলাষে অশনীর ন্যায় বেগে আগমন করিতেছে দেখিয়া, দাশরথি, অর্দ্ধচন্দ্রাকার নিশিত শায়ক দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। রাক্ষসী, সেই বজ্রসদৃশ সুতীক্ষ্ণ শরে বিদীর্ণ-হৃদয়া হইয়া তৎক্ষণাৎ রুধির বমন করিতে করিতে ভূপৃষ্ঠে নিপতিতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

দেবরাজ ইন্দ্র, তাড়কাকে নিহত ও ভূতলে নিপতিত দেখিয়া রামচন্দ্রকে ভূয়োভূয় সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; দেবগণও প্রশংসা করিতে ত্রুটি করিলেন না। পরে সমস্ত দেবগণ ও দেবরাজ যার পর নাই প্রীত হইয়া আকাশ-পথে অবস্থান পূর্ব্বক মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহর্ষে কৌশিক! এই দেখ, দেবরাজ ও দেবগণ,—আমরা সকলেই,

অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন রামচন্দ্রের ঈদৃশ অনন্য-সামান্য বীর-পুরুষোচিত কার্য্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে আমাদের নিয়োগ অনুসারে তোমাকে রামের প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে হইবে। তুমি আপনার তপোবল ও যোগবলে ইহাঁর প্রভাব পরিবর্দ্ধিত কর। প্রজাপতি কৃশাশ্বের আত্মজ অব্যর্থ-পরাক্রম যে সমুদায় দিব্য অস্ত্র তোমার নিকট আছে এবং তোমার তপোবলে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তৎসমুদায় তুমি রামচন্দ্রকে প্রদান কর। দশরথ-নন্দন রাম তোমার অনুগত উপযুক্ত শিষ্য ও দিব্য অস্ত্র লাভের যোগ্যপাত্র। বিশেষত এই রাজকুমার কর্ত্তৃক আমাদের গুরুতর কার্য্য সংসাধিত হইবে।

দেবগণ বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। সায়ংকালও উপস্থিত হইল। ভগবান বিশ্বামিত্র, তাড়কা-বধে পরিতুষ্ট হইয়া রামের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! অদ্য এই স্থানেই রজনী যাপন করা যাউক। রাত্রি প্রভাত হইলেই আমার সেই সিদ্ধাশ্রমে গমন করা যাইবে। দশরথ-তনয় অভিরাম রাম, বিশ্বামিত্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া সেই রাত্রি সেই তাড়কা-বনেই পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর সেই বন সেই দিবস অবধি নিরুপদ্রব হইয়া পূর্ব্ববৎ রমণীয়তর রূপ ধারণ করিল, এবং কুবেরের চৈত্ররথ কাননের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল।

রাম, যক্ষিণী তাড়কাকে নিহত করিয়া সুরগণ ও সিদ্ধগণের নিকট প্রশংসা লাভ পূর্ব্বক মহর্ষি কৌশিকের সহিত সেই অরণ্যে যামিনী যাপন করিয়া, প্রত্যূষে জাগরিত হইলেন।

ত্রিংশ সর্গ।

দিব্যাস্ত্র-প্রদান।

অনন্তর বিভাবরী প্রভাতা হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রামচন্দ্রকে আহ্বান পূর্ব্বক সহাস্য মুখে সুমধুর স্বরে কহিলেন, রাম! তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার উপর যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আমি প্রীতি-দান স্বরূপ সমুদায় দিব্য অস্ত্র তোমাকে প্রদান করিব। কাকুৎস্থ! ভূমণ্ডল-মধ্যে একমাত্র আমিই সেই সমুদায় অস্ত্র প্রয়োগ করিতে সমর্থ। আমার বিবেচনায় তুমি সেই সমুদায় দিব্য অস্ত্র গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। এই অস্ত্রবলে তুমি দেবগণ, অসুরগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও নাগগণকে, এবং ভূমণ্ডলস্থ যে কোন শত্রুকে অবলীলাক্রমে সংগ্রামে বশীকৃত ও পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে।

রাম! প্রথমত তোমাকে ব্রহ্মাস্ত্র নামক দিব্য অস্ত্র প্রদান করিতেছি; যদি ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোক একত্র হয়, তথাপি এই অস্ত্রের নিকট কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারিবে না। তৎপরে তোমাকে এই দণ্ড অস্ত্র নামক সর্ব্ব-সংহারক দিব্য অস্ত্র প্রদান করিতেছি; রাম!

এই দণ্ডাস্ত্র-বলে শত্রুগণের মধ্যে কেহই তোমাকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে না। মহাবাহো! এই তোমাকে কালান্তক-সদৃশ ধর্ম্মাস্ত্র প্রদান করিতেছি। পরে তোমাকে সকলের অসহ্য কালাস্ত্র প্রদান করি; এই অস্ত্র মহাকালের অতীব প্রিয়। তৎপরে আমি তোমাকে দিব্য বিষ্ণুচক্র, দারুণ ইন্দ্র-চক্র, দুর্দ্ধর্ষ বজ্র অস্ত্র, মাহেশ্বর শূল, ব্রহ্মশিরো-নামক অস্ত্র, দারুণ ঐষীক অস্ত্র, এবং দীপ্যমান শঙ্করাস্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর।

রামচন্দ্র! আমি তোমাকে এই গদাদ্বয় প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। এই অসামান্য গদা, শত্রুগণের অতীব ভয়াবহ। এই গদা-দ্বয়ের মধ্যে একটির নাম কৌমোদকী, এক-টির নাম লোহিতামুখী। ধর্ম্মপাশ নামক অস্ত্র, কালপাশ নামক দুর্জ্জয় অস্ত্র, পরম অদ্ভুত বারুণ পাশ, শুষ্ক ও আর্দ্র নামক অশনিদ্বয়, পৈনাক নামক শৈব অস্ত্র, নারায়ণ অস্ত্র, দুর্ব্বি-ষহ আগ্নেয় অস্ত্র, বায়ব্য অস্ত্র, প্রমর্দ্দন নামক অস্ত্র, প্রমথন নামক অস্ত্র, অরিবিদারণ নামক অস্ত্র, হয়শিরো-নামক অস্ত্র, অজেয় কূটাস্ত্র, অমোঘা ও বিজয়া নামে শক্তি-দ্বয়, কাল-মুষল নামক অস্ত্র, কঙ্কাল নামক অস্ত্র, কিঙ্কিণী নামক অস্ত্র, প্রস্বাপন নামক অস্ত্র, প্রশমন নামক অস্ত্র, স্তম্ভন নামক অস্ত্র, বর্ষণ নামক অস্ত্র, শোষণ নামক অস্ত্র, অরিনিকৃন্তন নামক অস্ত্র, মদন নামক ও উন্মাদন নামক কন্দর্প-প্রিয় অস্ত্র-দ্বয়, গান্ধর্ব্ব অস্ত্র, মোহন নামক অস্ত্র, তেজোদ্যুতিহর শত্রু-পক্ষ-সন্তাপ-জনক সৌর অস্ত্র, রক্তমাংসাশী পৈশাচ অস্ত্র, কৌবের অস্ত্র, শত্রুগণের সৌভাগ্য ধৈর্য্য ও প্রাণ নাশক রাক্ষসাস্ত্র, মূর্চ্ছন নামক অস্ত্র, তাড়ন নামক অস্ত্র, কম্পন নামক অস্ত্র, অরিকর্ষণ নামক অস্ত্র; সংবর্ত্ত নামক অস্ত্র, আবর্ত্ত নামক অস্ত্র, মৌষল অস্ত্র, সত্য নামক অস্ত্র, অমৃত নামক অস্ত্র, মহা-মায়াস্ত্র, বিপক্ষ-তেজোনাশক অমোঘ তৈজস অস্ত্র, শিশির নামক সোমাস্ত্র, বিপক্ষ-মর্দ্দন-কারী ত্বাষ্ট্র নামক অস্ত্র, অজেয় দৈত্য অস্ত্র, দানবাস্ত্র ও মানবাস্ত্র, এই সমুদায় অস্ত্র এবং অন্যান্য কতকগুলি অস্ত্র তোমাকে প্রদান করিতেছি। রাজকুমার! তুমি আমার অতীব প্রিয়; তুমি আমার নিকট এই সমুদায় অস্ত্র গ্রহণ কর। এই অস্ত্র সমুদায়, ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিতে পারে। ত্রিলোকের মধ্যে কোন ব্যক্তিই ইহাদের প্রবল বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না।

এইরূপে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র শুচি হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন পূর্ব্বক প্রীত হৃদয়ে রামচন্দ্রকে অস্ত্রসমূহ প্রদান করিতে লাগি-লেন। মহর্ষি যখন মন্ত্র সকল জপ করেন, তখন সেই সমুদায় মহাস্ত্র মূর্ত্তিমান হইয়া দশরথ-তনয় রামের সমীপবর্ত্তী হইল এবং কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিল, আমাদিগকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

রামচন্দ্র, অস্ত্র সমুদায়ের এরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রসন্ন হৃদয়ে তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। পরে তাহাদিগের প্রত্যেকের শরীরে হস্তাবর্ত্তন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি তোমাদিগকে যখন স্মরণ করিব, তখনই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইবে।

রামচন্দ্র এইরূপে দিব্যাস্ত্র-সমূহ লাভ করিয়া, যথাবিধানে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে প্রণাম পূর্ব্বক গমনের উদ্যোগ করিলেন।

একত্রিংশ সর্গ।

জম্ভকাস্ত্র প্রদান।

অনন্তর, রামচন্দ্র দিব্য অস্ত্র সমুদায় লাভ করিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথিমধ্যে তিনি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন! আমি আপনকার প্রসাদে দিব্য অস্ত্র সমুদায় লাভ করিলাম। অধুনা দেবগণও আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। এক্ষণে কিরূপে এই সমুদায় অস্ত্র প্রতিসংহার করিতে হয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করুন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, যে মন্ত্রদ্বারা ঐ সমুদায় দিব্যাস্ত্র নিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়, তাহার উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন রামচন্দ্রকে অস্ত্র-সমূহের প্রতিসংহার বলিয়া দিয়া জম্ভকাস্ত্র-সমূহের বশীকরণ মন্ত্র সমুদায়ও প্রদান করিলেন। সত্যবাক, সত্যকীর্ত্তি, ধৃষ্ট, রভস, প্রণিপাতরস, অবাঙ্মুখ, পরাঙ্মুখ, বৃষ, বৃষকর্ম্মা, রেণুক, পুরুষাদক, দশাক্ষ, দশবক্ত্র, শতশীর্ষ, শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, সুনাভ, দুন্দুভিস্বন, জ্যোতিষ, ভানু, ক্রৌঞ্চ, কুম্ভ, মকর, ক্রকর, অঙ্গদী, যুগন্ধর, অনিদ্র, ভেত্তা, প্রমথন, স্থির, ধর, ধন্য, কুম্ভধর, রতি, ভূরতি, কামরূপী, কামগম, কামহা, কামমর্দ্দন, জম্ভক, স্বর্ণলাভ, স্যন্দন, ধাবন, এই সমুদায় অস্ত্রের সাধারণ নাম জম্ভকাস্ত্র বা জৃম্ভকাস্ত্র; ইহারা প্রজাপতি কৃশাশ্বের পুত্র, এবং ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণে সমর্থ। এই সমুদায় অস্ত্র, শত্রু-পক্ষের বিঘ্নরাজ-বিনায়ক-স্বরূপ হইয়া বিঘ্ন করিতে থাকে; এবং বিপক্ষ-পক্ষের তেজ ও সৌভাগ্য হরণ পূর্ব্বক প্রয়োগ-কর্ত্তাকে সর্ব্ব-বিজয়ী করিয়া দেয়। রাম! তুমি এই সমুদায় অস্ত্রও প্রয়োগ এবং প্রতিসংহার মন্ত্রের সহিত গ্রহণ কর।

তপোধন বিশ্বামিত্র, এই কথা বলিলে রাম, 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার নিকট সেই সমুদায় শত্রু-বিমর্দ্দক জম্ভকাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। অস্ত্র সকল দিব্য মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক দিব্য বিভূষণে বিভূষিত হইয়া রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অঙ্গার-সদৃশ, কেহ কেহ ধূম-সদৃশ, কেহ কেহ হিমাংশু-সদৃশ, কেহ কেহ প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-সদৃশ।

জম্ভক অস্ত্র সকল কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর-বাক্যে কহিল, রাম! আমরা সকলে আপনকার বশীভূত হইয়াছি; এই আমরা উপস্থিত; আমাদিগকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। অনন্তর রাম তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এক্ষণে গমন কর। তোমাদের মঙ্গল হউক। আমার যখন প্রয়োজন উপস্থিত হইবে, যখন আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব, তখন তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার আদেশানুরূপ কার্য্য করিবে।

দাশরথি এইরূপ কহিলে জম্ভকাস্ত্র সকল তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সম্ভাষণ করিয়া 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিল।

রাম, অস্ত্র সমুদয়কে বিদায় দিয়া গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে পুনর্ব্বার মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে মধুর বচনে কহিলেন, ত্রিদশ-প্রভ! মহীধরের অনতিদূরে সুঘন-ঘন-ঘটা-সদৃশ ঐ একটি যে সুবিস্তীর্ণ সুরম্য অরণ্য দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কোন্ বন? এখানে বিবিধ বিহঙ্গগণ সুমধুর রব করিয়া বিচরণ করিতেছে। এই বন মৃগগণে আকীর্ণ থাকাতে অতীব সুদৃশ্য ও মনোহর হইয়াছে।

তপোধন! আমরা একটি লোমহর্ষণ ভীষণ অরণ্য হইতে বহির্গত হইলাম। এক্ষণে বোধ হইতেছে, এই সমীপবর্ত্তী প্রদেশ উত্তম সুখের স্থান ও তপোবন। আমি অনুমান করি, যে স্থানে সেই ব্রহ্ম-বিদ্বেষী পাপাত্মা সুবাহু ও মারীচ নামক রাক্ষসদ্বয় আসিয়া আপনকার যজ্ঞের ব্যাঘাত করে, আমরা আপনকার সেই সিদ্ধ আশ্রমের সমীপে আসিয়াই উপনীত হইলাম।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

রামের সিদ্ধাশ্রমে বাস।

অপ্রমেয়-প্রভাব রামচন্দ্র এইরূপে সেই বনের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসু হইলে মহাতেজা মহর্ষি কৌশিক কহিতে আরম্ভ করিলেন যে, রাম! প্রাচীন সময়ে ইহা মহাত্মা বামনের আশ্রম ছিল। রাঘব! পূর্ব্বে যে সময় মহাবল বলি, বলপূর্ব্বক ইন্দ্রের ত্রিলোকাধিপত্য হরণ করিয়া একাধিপত্য ভোগ করেন; সেই সময় মহানুভব ভগবান বিষ্ণু বামনরূপ ধারণ করিয়া এই স্থানে সুমহৎ তপশ্চরণ দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই অবধি ইহা সিদ্ধাশ্রম নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

মদ-মত্ত বলোদ্ধত বিরোচন-তনয় বলি, দেবরাজকে পরাভূত করিয়া স্বয়ং ত্রিলোকের অধিপতি হইয়া রাজ্য-সুখ সম্ভোগ করিতেছিলেন। অনন্তর কিছু কাল অতীত হইলে তিনি একটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবরাজ প্রভৃতি দেবগণ সাতিশয় ভীত হইয়া এই আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক বিষ্ণুকে কহিলেন, অসুর-সূদন! অসুরাধিপতি বিরোচন-তনয় মহাবল বলি, অধুনা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অসুররাজ মহাসমৃদ্ধিশালী; এক্ষণে তাহার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করিতেছে, সে তাহাই প্রাপ্ত হইতেছে। মহাবাহো! আপনি বামনরূপেই সেই যজ্ঞ-ভূমিতে গমন করিয়া ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করুন। যে কোন ব্যক্তি স্বাভিলষিত বস্তু-লাভের প্রত্যাশায় সেই অসুর-রাজের নিকট গমন করিয়া প্রার্থনা করিতেছে, অসুররাজ, তাহার সেই কামনাই পূরণ করিয়া দিতেছে। দৈত্যরাজ বলি, বীর্য্যমদে ও বল-গর্ব্বে উন্মত্ত। সে, বামনরূপী আপনাকে জগন্নাথ বলিয়া চিনিতে না পারিয়া সামান্য বামন মনে করিয়া প্রার্থিত ত্রিপাদ ভূমি

নিশ্চয়ই প্রদান করিবে। জগৎপতে! তখন আপনি পদত্রয় বর্দ্ধমান করিয়া অসুররাজাপহৃত আমাদের ত্রৈলোক্য-রাজ্য জয়পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আমাদিগকে দিবেন।

দাশরথে! ইতিপূর্ব্বে, হুতাশন-সদৃশ-প্রভা-সম্পন্ন তেজোরাশি-দেদীপ্যমান ভগবান কশ্যপ, দেবী অদিতির সহিত একত্র হইয়া দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার তপোরূপ ব্রত উদযাপন হইল, তখন তিনি বর প্রার্থনায় এইরূপে বরদ বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন যে, পুরুষোত্তম! আপনি তপোময়, তপোরাশি, তপোমূর্ত্তি ও জ্ঞান-স্বরূপ। আমি বহুদিন যে তপস্যা করিয়াছি, তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হওয়াতেই এক্ষণে আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইতেছি। প্রভো! আমি আপনকার শরীরে এই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই অবলোকন করিতেছি। আপনি অনাদি ও অনির্দ্দেশ্য। এক্ষণে আমি আপনকারই শরণাপন্ন হইলাম।

অনন্তর হরি প্রীত হইয়া পাপস্পর্শ-পরিশূন্য কশ্যপকে কহিলেন, দেবর্ষে! আমার বিবেচনায় তুমি বর প্রদানের যোগ্য পাত্র। তুমি কি বর চাও, প্রার্থনা কর; তোমার মঙ্গল হইবে। মরীচি-তনয় কশ্যপ, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমি যে বর প্রার্থনা করিতেছি, তাহা অদিতি এবং দেবগণেরও প্রার্থনীয়। বরদ! যদি আপনি সুপ্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যে, আপনি অদিতির গর্ভে আমার পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। ভগবন! আপনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া শোক-সন্তপ্ত দেবগণের সাহায্য করুন। দেবদেব! দেবগণের কার্য্য সিদ্ধ হইলে, আপনকার প্রসাদে এই আশ্রম, সিদ্ধাশ্রম নামে বিখ্যাত হইবে। ভগবন! এক্ষণে দেবকার্য্য-সাধনে তৎপর হউন।

অনন্তর মহাতেজা বিষ্ণু, অদিতির গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক, বামন-রূপ ধারণ করিয়া, দেবগণের প্রার্থনায়, বিরোচন-তনয় বলির নিকট গমন করেন। তিনি বলির সমীপবর্ত্তী হইয়া, ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলে, বলিও তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাহা প্রদান করিলেন। পরে ত্রি-বিক্রম বিষ্ণুর, ত্রি-পদ দ্বারা ত্রিলোক আক্রান্ত ও অধিকৃত হইল; তিনি এক পদ দ্বারা সমুদায় পৃথিবী, দ্বিতীয় পদ দ্বারা সমুদায় আকাশ, তৃতীয় পদ দ্বারা সমুদায় স্বর্গ অধিকার করিলেন। এইরূপে বিষ্ণু বলিকে পাতালতল-বাসী করিয়া কণ্টক উদ্ধার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ইন্দ্রকে ত্রিলোকের একাধিপত্য প্রদান করিলেন।

পূর্ব্ব কালে পুণ্যশীল বামন, এই আশ্রমে অবস্থান করিতেন। আমিও সেই বামনরূপী বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি নিবন্ধন এখানে অবস্থিতি করিতেছি। রাজকুমার! এই স্থানেই মারীচ ও সুবাহু নামক রাক্ষসদ্বয়, আমার যজ্ঞের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়া থাকে। মহাবীর! তুমি নিজ ভুজবীর্য্য দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিবে। রাম! এই আমরা সিদ্ধাশ্রমপদে উপস্থিত হইলাম। আমি যেমন ইহা নিজের আশ্রম মনে করি, তুমিও সেইরূপ আপনার আশ্রম বলিয়া বিবেচনা করিবে। মহর্ষি

বিশ্বামিত্র এই কথা বলিয়া, পরম-প্রীত হৃদয়ে রাম ও লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া যৎকালে আশ্রমে প্রবেশ করেন, তখন তিনি নীহার-পরিশূন্য নির্ম্মল নভোমণ্ডলে পুনর্ব্বসু-নক্ষত্র-মণ্ডলান্তর্গত-সমুজ্জ্বল-তারকা-দ্বয়-সমন্বিত হিমাংশুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

সিদ্ধাশ্রম-নিবাসী মুনিগণ, দূর হইতেই তাঁহাদিগকে আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক মহাত্মা বিশ্বামিত্রের অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র আশ্রমে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহারা পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন প্রভৃতি প্রদান দ্বারা তাঁহার যথোচিত পূজা করিতে লাগিলেন; এবং রাম ও লক্ষ্মণেরও যথাযোগ্য সৎকার করিতে ত্রুটি করিলেন না।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ, মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি অদ্যই যজ্ঞে দীক্ষিত হউন। আপনকার কার্য্য-সিদ্ধি হউক; এই সিদ্ধাশ্রমও সিদ্ধতর হউক; সকলের মঙ্গল হউক।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে, ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক, নিয়ম অবলম্বন করিয়া, যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ, সেই রাত্রি সেই স্থানে শয়ান থাকিয়া, প্রাতঃকালে উত্থানপূর্ব্বক বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ।

অনন্তর দেশ-কাল-পাত্র-তত্ত্বজ্ঞ সত্যপরাক্রম রাম, বিশ্বামিত্রকে তৎকালোচিত বাক্যে কহিলেন, ভগবন! কোন্ সময় সেই যজ্ঞ-বিঘ্নকারী নিশাচরদ্বয়কে পরাস্ত করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

মহর্ষিগণ, রাজকুমার রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং যুযুৎসা-নিবন্ধন তাঁহাকে ত্বরান্বিত দেখিয়া, যার পর নাই প্রীত হৃদয়ে পুনঃপুন প্রশংসা করিতে লাগিলেন; এবং কহিলেন, রাম! এই মহর্ষি বিশ্বামিত্র, এক্ষণে যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন; ছয় রাত্রি পর্য্যন্ত ইনি কোন কথাই কহিবেন না। তোমরা অদ্য প্রভৃতি এই ছয় রাত্রি অনন্য-কর্ম্মা হইয়া যাহাতে এখানে রাক্ষসগণ আসিতে না পারে, তাহার উপায় কর।

রাম ও লক্ষ্মণ, তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক, শরাসন উদ্যত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মহর্ষির যজ্ঞ-রক্ষার নিমিত্ত, রাক্ষসাগমন-প্রতীক্ষায় স্থাণুর ন্যায়, নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া জাগরণ অবস্থাতেই ছয় রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ দিবসে যথাকালে ব্রত-পরায়ণ মহাত্মা মহর্ষিগণ, বেদী-স্থাপনা করিলেন। ব্রহ্মা, পুরোহিত ও ঋত্বিক্‌গণ বিশ্বামিত্রের সহিত বেদীর উপরি যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন।

তাঁহাদের নিকট দর্ভ, চমস, স্রুক, স্রুব, সমিৎ ও কুসুম সমুদায় যথাস্থানে বিন্যস্ত রহিল। যথাবিধি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সুসংস্কৃত হুতাশনে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইতে লাগিল। বেদীর উপরিস্থিত প্রজ্বলিত হুত হুতাশন,চতুর্দ্দিক আলোকময় করিল। তখন বেদী এক প্রকার অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল।

এইরূপে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক যথাবিধানে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে, ঈদৃশ সময়ে, আকাশ-মণ্ডলে এক ভয়াবহ মহান শব্দ শ্রুত হইল। বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমণ্ডলে নবীন নীল নীরদ-নিবহ, মহানিনাদ পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতেছে। বর্ষাকালে ঘোর ঘন-ঘটা যেমন আকাশমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করে, সেইরূপ মারীচ, সুবাহু ও তাহাদের অনুচর রাক্ষসগণ মায়া-বিস্তার পূর্ব্বক ধাবমান হইতে লাগিল।

এই ভীষণ নিশাচরগণ, রুধির বর্ষণ করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, রাজীব-লোচন রাম, তাহাদিগকে রুধির বর্ষণ সহকারে আগমন করিতে দেখিয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, নিশাচর সুবাহু ও মারীচ, অনুচরগণের সহিত, অশনি-নির্ঘোষের ন্যায় মহাশব্দ করিতে করিতে উপস্থিত হইতেছে। বায়ুবেগে যেমন জলদ-পটল নিরাকৃত হয়, সেইরূপ এক্ষণে আমি অঞ্জন-সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ এই রাক্ষসদ্বয়কে দূরীকৃত করিব।

রাম এই কথা বলিয়া, বিশেষ ক্রোধ-প্রকাশ না করিয়াই, অবজ্ঞাপূর্ব্বক, অবলীলা ক্রমে তৎক্ষণাৎ শরাসনে, শর যোজনা করিলেন; এবং মারীচের বক্ষঃস্থলে,অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানবাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মারীচ সেই শরবেগে সাগর-সমীপে নীত হইল; এবং ভয়-বিহ্বল ও কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া, সেই স্থানে অচলের ন্যায় পতিত হইয়া রহিল। রামচন্দ্র মারীচকে মানবাস্ত্রবলে নিরাকৃত ঘূর্ণ্যমান পতিত-প্রায় ও হতচেতন দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, রাক্ষস মারীচ, মানব অস্ত্রে আহত হইয়া, মোহাভিভূত ও সুদূরে নীত হইয়াছে; পরন্তু উহার প্রাণ-বিয়োগ হয় নাই। এক্ষণে আমি সুবাহু প্রভৃতি রুধির-মাংস-ভোজী যজ্ঞ-নাশক ঘোররূপ অন্যান্য রাক্ষসগণকে সংহার করিব।

রঘুনন্দন এই কথা বলিয়া দিব্য আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক, সুবাহুর বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। সুবাহুও সেই বাণে বিদ্ধ হইয়া, সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। পরে রাম বায়ব্য অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যান্য রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া, মুনিগণের হর্ষ-বর্দ্ধন করিলেন।

মহাযশা রাম, এইরূপে রাক্ষস-বধ করিয়া, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহর্ষিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহর্ষিগণও তাঁহার এই অদ্ভুত কার্য্যে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, জয়শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক সভাজন, পূজা ও স্তব করিতে লাগিলেন।

এইরূপে নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইলে, মহাযশা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, আশ্রম নিরাপদ দেখিয়া, রামকে কহিলেন, মহাবাহো! অদ্য

আমি কৃতার্থ হইলাম। তুমি প্রকৃত প্রস্তাবে গুরু-বাক্য পালন করিয়াছ। এই আশ্রম যদিও সিদ্ধাশ্রম বলিয়া বিখ্যাত, তথাপি তোমা হইতেই ইহা সিদ্ধতর হইয়া উঠিল।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রামচন্দ্রকে এইরূপে প্রশংসা করিয়া, তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার সহিত সায়ংসন্ধ্যা করিতে গমন করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

শোণ-তীর-নিবাস।

অনন্তর মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ, কৃতকৃত্য ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া, প্রহৃষ্ট হৃদয়ে, সেই স্থানে সেই রজনী যাপন করিলেন। পরে রজনী প্রভাতা হইলে, তাঁহারা দুই ভ্রাতা প্রাতঃকৃত্য সমাধান পূর্ব্বক, বিশ্বামিত্রকে ও অন্যান্য ঋষিগণকে প্রণাম করিলেন।

অমর-দ্যুতি মধুরভাষী রাম ও লক্ষ্মণ, যথাক্রমে সমুদায় ঋষিকে প্রণাম করিয়া, বিশ্বামিত্রকে উদার বাক্যে কহিলেন, মহর্ষে! আমরা আপনকার কিঙ্কর; এক্ষণে আমরা উপস্থিত; আপনকার যাহা ইচ্ছা হয়, আমাদের প্রতি আজ্ঞা করুন; আমাদিগকে অধুনা আর কি করিতে হইবে, বলুন।

রাম ও লক্ষ্মণ এই কথা বলিলে, তপোধন বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য ঋষিগণ, রামকে কহিলেন, রঘুনাথ! মিথিলাধিপতি জনক, ধর্ম্মানুসারে কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; সেই স্থানে আমাদের যাইবার কল্পনা আছে। পুরুষোত্তম! তোমরাও সেই স্থানে আমাদের সহিত চল। সেখানে অতীব অদ্ভুত ধনূরত্ন আছে। তাহা দর্শন করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বকালে দেবাসুর-সংগ্রাম-সমাধানের পর, দেবরাজ ও দেবগণ, ঐ মহৎ শরাসন, রাজর্ষি জনকের পূর্ব্বপুরুষের নিকট ন্যাসস্বরূপ রাখিয়াছিলেন। এই শরাসন পরমতেজঃ-সম্পন্ন ঘোররূপ ও অতীব কঠিন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, উরগগণ ও রাক্ষসগণ, কেহই এই শরাসনে জ্যারোপণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ভূমণ্ডলস্থ রাজগণ, ঐ শরাসনের সারবত্তা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, সমাগত হইয়াছিলেন। পরন্তু বাণ-যোজনা করা ও জ্যারোপণ করা দূরে থাকুক, কেহই তাহা উত্তোলন করিতেও সমর্থ হয়েন নাই। রাজকুমার! তোমরা আমাদের সহিত মহাত্মা মিথিলাধিপতির যজ্ঞ-স্থলে গমন করিলে, সেই মহা-শরাসন দর্শন করিতে পারিবে।

অনন্তর উদার-মতি রামচন্দ্র, মহর্ষিগণের বাক্যে সম্মত হইয়া বিশ্বামিত্রের ও তাঁহাদিগের সহিত মিথিলা গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। ভগবান বিশ্বামিত্র মিথিলা-গমনে উদ্যত হইয়া, আশ্রম-স্থিত বনদেবতাদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, বনদেবতাগণ! আমার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমি সিদ্ধমনোরথ হইয়াছি। আমি এক্ষণে এই সিদ্ধাশ্রম হইতে যাত্রা করিয়া ভাগীরথীর উত্তর

তীরে, হিমগিরি-সন্নিধানে গমন করিব। তোমরা কুশলে থাক।

তপোধন কৌশিক, এই কথা বলিয়া, সিদ্ধাশ্রম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক, উত্তর দিকে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। শত-সংখ্য ব্রহ্ম-রথ, তৎক্ষণাৎ যোজিত হইল। যে সকল মুনি, বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিতেছিলেন, তাঁহারা ভাণ্ড ও অন্যান্য যজ্ঞ-সামগ্রী সকল ঐ ব্রাহ্ম শকটে সংস্থাপন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। সিদ্ধাশ্রম-নিবাসী মৃগগণ ও পক্ষিগণ, মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে গমন করিতে দেখিয়া, অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। ঋষিগণ যখন দেখিলেন যে, মৃগগণ ও পক্ষিগণ সকলেই পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, তখন তাঁহারা তাহাদিগকে বিনিবর্ত্তিত করিলেন।

এইরূপে মহর্ষিগণ বহুদূর গমন করিলে, দিবাকর অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলেন। তখন তাঁহারা শোণ নদের তীরে গমন পূর্ব্বক, বাসযোগ্য স্থান নিরূপণ করিলেন। পরে দিবাকর অস্তমিত হইলে, অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য ঋষিগণ, স্নানপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া, সকলে একস্থানে উপবিষ্ট হইলেন; রাম ও লক্ষ্মণও মহর্ষিগণকে প্রণাম করিয়া, ধীমান বিশ্বামিত্রের সম্মুখে, উপবেশন করিলেন। অনন্তর পুরুষোত্তম রাম, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন! অদ্য আমরা যেখানে আসিয়াছি, ইহা কোন্ দেশ? আমি দেখিতেছি, এখানে অনেক সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি বাস করিতেছেন। মহর্ষে! আমি আপনকার নিকট ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা করি।

মহাতেজা বিশ্বামিত্র, রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই দেশের বিস্তারিত বিবরণ, বলিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

কান্যকুব্জ দেশের উৎপত্তি এবং
ব্রহ্মদত্তের বিবাহ।

পূর্ব্বকালে কুশ নামে মহাতপস্বী এক নরপতি ছিলেন। ইনি ব্রহ্মার পুত্র। ইনি সর্ব্বদাই প্রযত্ন সহকারে সাধুগণের পূজা করিতেন। এই মহাত্মা ব্রত-পরায়ণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। মহাবংশ-প্রসূতা বৈদর্ভীর সহিত ইহাঁর পরিণয় হইয়াছিল।

নরপতি কুশ, এই পত্নীর গর্ভে, আপনার অনুরূপ মহাবল-পরাক্রান্ত চারি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। পুত্রগণের নাম কুশাশ্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজা ও বসু। এই পুত্রগণ সকলেই মহাত্মা, দীপ্তিমান ও ক্ষত্রধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়াছিলেন।

একদা কুশ, বিনয়-সম্পন্ন বেদ-বেদাঙ্গপারগ পুত্রগণকে কহিলেন, পুত্রগণ! এক্ষণে তোমরা ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতে প্রবৃত্ত হও। লোকপাল-সদৃশ পুত্রগণ, পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথক পৃথক চারিটি নগর সংস্থাপন করিলেন। তন্মধ্যে কুশাশ্ব, কৌশাম্বী নামে সুশোভনা পুরী সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মাত্মা কুশনাভ, মহোদয় নামক নগর পত্তন করেন। মহাবীর অমূর্ত্তরজা, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর স্থাপন করিয়াছিলেন। চতুর্থ পুত্র বসু, ধর্ম্মারণ্য-সমীপস্থিত গিরিব্রজ নামক নগর নির্ম্মাণ করেন। অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন বসুর নামানুসারে, এই দেশ বসু নামে বিখ্যাত হইয়াছিল; এবং এই গিরিব্রজ-পুরীও বসুমতী বলিয়া কথিত হইত।

ঐ সম্মুখে যে পাঁচটি পর্ব্বত দেখিতেছ, উহার মধ্যে সুমাগধী নামে একটি নদী, মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই সুমাগধী নদী এই দেশ দিয়া প্রবাহিত হওয়াতে, নদীর নামানুসারে এই দেশ মগধ দেশ, এবং এই পুরী মাগধী পুরী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে মহাত্মা বসু, এই সুক্ষেত্রা শস্যমালিনী মাগধী পুরীতে বাস করিতেন। এক্ষণে সেই সুমাগধী নদী শোণনদ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

রঘুনন্দন! দুদ্ধর্ষ রাজর্ষি কুশনাভের ঔরসে ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে, একশত কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কন্যারা যখন, রূপবতী ও যৌবন-সম্পন্না হইলেন, তৎকালে এক দিবস তাঁহারা উত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া, উপবনে গমন পূর্ব্বক বিদ্যুন্মালার ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন এবং সুগন্ধি কুসুম-মাল্য ধারণ করিয়া, কেহ কেহ সুমধুর স্বরে গান করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ মনোহর নৃত্য করিতে প্রবৃত্তা হইলেন এবং কেহ কেহ বা তাল-লয় সঙ্গত করিয়া শ্রবণ-সুখকর মুরজাদি বাদ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা হৃদয়-হারী ক্রীড়া-কৌতুকে নিমগ্না হইয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা উপভোগ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সর্ব্বতোগামী প্রভঞ্জন, সেই উদ্যান ভূমিতে আগমন করিয়া, মেঘমালার অন্তরাল-স্থিত তারাগণের ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী সর্ব্বগুণ-সমলঙ্কৃতা নিরুপম-রূপবতী যুবতী কন্যাদিগকে দেখিয়া, সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, সুন্দরীগণ! আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমরা সকলে আমার ভার্য্যা হও। তোমরা আমার ভার্য্যা হইলে মানুষ-ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে। দেখ, মনুষ্যদিগের যৌবন অচির-স্থায়ী; তোমরা দেবত্ব প্রাপ্ত হইলে, চির-কাল স্থির-যৌবনা হইয়া থাকিবে।

কন্যাগণ, বায়ুর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সকলেই একেবারে হাস্য করিয়া উঠিলেন; এবং কহিলেন, জগৎপ্রাণ! আপনি সর্ব্ব-প্রাণীর অন্তরে বিচরণ করিয়া থাকেন। আমরা সকলেই আপনকার প্রভাব অবগত আছি। আপনি কি জন্য ঈদৃশ অনুচিত প্রার্থনা দ্বারা আমাদিগকে অবমানিত করিতেছেন! আমরা সকলেই রাজর্ষি কুশনাভের কন্যা; আমরা কুলোচিত ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছি। আমাদের মর্য্যাদা হানি করা আপনকার উচিত হইতেছে না। সমীরণ! আমরা সত্য-সঙ্কল্প পিতাকে অতিক্রম করিয়া, স্বেচ্ছানুসারে স্বয়ং বর মনোনীত করিব, এমন দিন যেন আমাদের উপস্থিত না হয়। আমাদের সম্প্রদান প্রভৃতি সকল বিষয়ে একমাত্র পিতারই

অধিকার আছে। পিতাই আমাদের পরম-দেবতা। তিনি আমাদিগকে যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন,তিনিই আমাদের স্বামী হইবেন।

মারুত, কন্যাগণের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক, রোষ-পরবশ হইলেন, এবং বলপূর্ব্বক তাঁহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, সকলেরই মধ্যদেশ ভগ্ন করিয়া দিলেন। কন্যাগণ, প্রভঞ্জন কর্ত্তৃক ভগ্ন-মধ্য হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে পিতৃভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং সম্ভ্রান্তা সলজ্জা ও সাশ্রু-লোচনা হইয়া পিতার সমীপে ভূতলে নিপতিতা হইলেন।

রাজা কুশনাভ, স্নেহাস্পদ পরম-রূপবতী কন্যাদিগকে ভগ্ন-মধ্যা ও একান্ত কাতরা দেখিয়া, সসম্ভ্রমে কহিলেন, কন্যাগণ! কি হইয়াছে, বল। কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মের অবমাননা করিল? কে তোমাদিগকে কুব্জ করিয়া দিয়াছে? তোমরা রোদন করিতেছ, অথচ কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিতেছ না কেন?

কন্যাগণ, কুশনাভের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, চরণ বন্দন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! বলবান বায়ু কাম-পরতন্ত্রতা-নিবন্ধন আমাদের নিকট আগমন পূর্ব্বক, ধর্ম্ম-মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। আমরা সকলে তাঁহাকে পঞ্চশর-শরে উন্মত্তপ্রায় দেখিয়া কহিলাম, ভগবন! আমাদের পিতা আছেন, আমরা স্বেচ্ছাচারিণী নহি; যদি আপনকার ইচ্ছা হয়, ন্যায়ানুসারে পিতার নিকট গিয়া প্রার্থনা করুন। ভগবন! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন; আমরা স্বৈরিণী নহি।

পিতঃ! আমরা এইরূপ বলিবামাত্র দুর্দ্ধর্ষ প্রভঞ্জন কুপিত হইয়া প্রবল বেগে আমাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক মধ্যদেশ ভাঙ্গিয়া কুব্জ করিয়া দিয়াছেন। মহীপতি কুশনাভ, কন্যাদিগের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কন্যাগণ! অনিল এতদূর অতিক্রম ও অত্যাচার করিলেও তোমরা যে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছ, তাহাতে আমার অতীব প্রিয় কার্য্য করা হইয়াছে। তোমরা সকলে ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক, ব্যভিচার-পথে পদার্পণ না করিয়া কুল-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছ, এবং অপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া ক্ষমাশীল ব্যক্তির যাহা কর্ত্তব্য, তাহাও সম্পূর্ণরূপ সংসাধন করিয়াছ। এই সকল কারণে আমি তোমাদের প্রতি যার পর নাই প্রীত হইলাম।

কন্যাগণ! ক্ষমাই রমণীদিগের অসাধারণ ভূষণ; বিশেষত আমার বিবেচনায়, দেবতাদিগকে ক্ষমা করা, সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। তোমরা ব্যভিচার-প্রবৃত্ত বায়ুকে যে ক্ষমা করিয়াছ, তাহাতে পুণ্য-সঞ্চয়ই হইয়াছে। ধর্ম্মশীল কন্যাগণ! আমি তোমাদের প্রতি যার পর নাই, প্রীত হইয়াছি। কন্যাগণ! তোমরা যাদৃশ ক্ষমা প্রদর্শন করিয়াছ, আমার বংশে সকলেই যেন সেইরূপ ক্ষমাশীল হয়। কন্যাগণ! সকলের পক্ষে ক্ষমাই দান, ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ, ক্ষমাই যশ, ক্ষমাই ধর্ম্ম, ও ক্ষমাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অধুনা আমি বিবেচনা করি, তোমাদিগকে পাত্রস্থ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব স্থানে গমন কর। যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিতেছি।

ধর্ম্মজ্ঞ কুশনাভ, এইরূপে কন্যাদিগকে সান্ত্বনা বাক্যে বিদায় দিয়া মন্ত্রিগণকে আহ্বান পূর্ব্বক, তাঁহাদের বিবাহের পরামর্শ করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, উত্তমদেশে, উত্তম কালে, অনুরূপ পাত্রে এই কন্যাগুলি সম্প্রদান করিতে হইবে। রাম! পূর্ব্বকালে সেই স্থানে এইরূপে বায়ু, কন্যাগণকে কুব্জা করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই অবধি সেই দেশ (কন্যা-কুব্জা, এই শব্দ হইতে) কান্যকুব্জ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

রাম! এই সময় চূলী নামে ঊর্দ্ধরেতা কোন মহর্ষি, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক দুশ্চর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। ঊর্ণায়ু-নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা ঊর্ম্মিলা-গর্ভ-সম্ভূতা সোমদা, সেই আত্ম-জ্ঞান-সম্পন্ন মহর্ষিকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, সুমহৎ তপঃসঞ্চয় করিতে দেখিয়া অভিমত পুত্র কামনায় যথা-নিয়মে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। সোমদা, সংযম ও নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক, তাঁহার শুশ্রূষাতেই নিয়ত নিরত থাকিলেন।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, একদা মহর্ষি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তুমি কি প্রার্থনা কর, বল। গন্ধর্ব্ব-কন্যা, মহর্ষিকে পরিতুষ্ট দেখিয়া, আপনার হিতসাধনের নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর বচনে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যেমন ব্রহ্মতেজে দেদীপ্যমান, এইরূপ ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন একটি পুত্র আমি কামনা করি। ভগবন! আমি কুমারী ও অবিবাহিতা। আমার কখন অন্য পুরুষ-সংসর্গও হয় নাই। আমি আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিতেছি। দৃঢ়ব্রত! আমার প্রার্থনা, আপনি আমাকে অঙ্গীকার করুন। অনন্তর মহর্ষি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিলেন;—সোমদা অভিলষিত পুত্র লাভ করিলেন। এই মহর্ষি-দত্ত সোমদা-তনয়, ব্রহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত হইলেন। রঘুনন্দন! দেবরাজ-সদৃশ দ্যুতিমান রাজর্ষি ব্রহ্মদত্ত, কাম্পিল্যা নামে নগরী স্থাপন করিয়াছেন।

রাম! কুশনাভ, রাজর্ষি ব্রহ্মদত্তকে মহা-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাকেই কন্যা দান করিতে মানস করিলেন। অনন্তর তিনি, মহী-পাল ব্রহ্মদত্তকে আহ্বান পূর্ব্বক, সুপ্রীত হৃদয়ে, একশত কন্যা সম্প্রদান করিলেন। অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন মহীপাল ব্রহ্মদত্তও যথা-বিধানে যথাক্রমে তাঁহাদের সকলের পাণি-গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মদত্ত, কন্যাগণের পাণি স্পর্শ করিবা-মাত্র, তাঁহারা সকলেই, কুব্জতা-পরিশূন্য, ব্যথা-বিরহিত ও পরম-সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন হই-লেন। মহীপতি কুশনাভ, কন্যাগণকে বায়ু-কৃত বিকৃতি হইতে বিমুক্ত দেখিয়া, বিস্ময়া-বিষ্ট হৃদয়ে, ভূয়োভূয় শ্লাঘা করিতে লাগি-লেন। তৎকালে তাঁহার হৃদয় প্রীতিভরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ! মহীপাল ব্রহ্মদত্ত দার-পরিগ্রহ করিলে, কুশনাভ, তাঁহাকে সৎকার পূর্ব্বক

পত্নীগণ সমভিব্যাহারে, নিজ নগরীতে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মদত্ত-জননী সোমদা, অনুরূপ-পত্নীশত-সমবেত পুত্রকে আগমন করিতে দেখিয়া, প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে ভূয়োভূয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। তিনি পুত্রবধূগণকে দেখিয়া, তাঁহাদের প্রত্যেকের গাত্র-স্পর্শ পূর্ব্বক সমাদর করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

বিশ্বামিত্রের বংশ-বর্ণন।

মহীপতি ব্রহ্মদত্ত, দার-পরিগ্রহ-পূর্ব্বক গমন করিলে, অপুত্র কুশনাভ, পুত্রেষ্টি-নামক যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠান-কালে, তাঁহার পিতা স্বয়ম্ভু-তনয় কুশ স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অনতি-দীর্ঘকাল-মধ্যেই, গাধি নামে এক অনুরূপ পুত্র লাভ করিবে। এই পুত্র হইতে তোমার কীর্ত্তি জগতে চিরস্থায়িনী হইবে।

রঘুনন্দন! কুশ, মহীপাল কুশনাভকে ঈদৃশ বাক্য বলিয়া, পুনর্ব্বার আকাশ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

কিছুকাল অতীত হইলে, ধীমান মহারাজ কুশনাভের, গাধি নামে এক পুত্র হইল। এই অবিতথ-পরাক্রম ধর্ম্মশীল মহাযশা মহারাজ গাধি আমার পিতা। রঘুনন্দন! আমি ঐ কুশবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। এই নিমিত্ত আমি কৌশিক নামে বিখ্যাত।

রাম! আমার অনুজা ভগিনীর নাম সত্যবতী। ঋচীক নামক মহর্ষির সহিত তাঁহার পরিণয় হইয়াছিল। ইনি ব্রতনিষ্ঠা ও পতিপরায়ণা ছিলেন। উদার-প্রকৃতি সত্যবতী, পতি-পরায়ণতা-প্রযুক্ত পতির সহিত দেবলোকে গমন করিয়া, কৌশিকী নামে নদীরূপে পরিণতা হইয়াছেন। এই পুণ্য-সলিলা দিব্যা মহানদী, আমার ভগিনী। ইনি জগৎ পবিত্র করিবার অভিপ্রায়ে স্বর্গ হইতে হিমালয় দিয়া ভূতলে প্রবাহিতা হইতেছেন। রাম! কৌশিকী নদীর প্রতি আমার ভগিনী-স্নেহ থাকাতে, আমি নিয়ত ব্রত-পরায়ণ হইয়া, হিমালয় পার্শ্বে বাস করিয়া থাকি। ঐ সেই সরিদ্বরা কৌশিকী নদী দেখা যাইতেছে। ইনিই সেই আমার পতি-পরায়ণা, মহাভাগা, পুণ্যবতী, সত্যধর্ম্ম-পরায়ণা, ভগিনী সত্যবতী। রঘুনাথ! আমি কোন ব্রতাচরণ নিমিত্ত ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া, কিছু কালের নিমিত্ত সিদ্ধাশ্রমে ছিলাম। এক্ষণে তোমার তেজোবলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি।

রঘুনন্দন! তোমার প্রশ্নানুসারে এই আমি, এই দেশের সমুদায় বিবরণ, নিজ-বংশ-বিবরণ এবং আমার উৎপত্তির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। রঘুনাথ! কথা কহিতে কহিতে আমাদের অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইল; এক্ষণে তুমি নিদ্রা যাও; নতুবা, নিদ্রাভাবে পথ-পর্য্যটনে বিঘ্ন হইবার সম্ভব। তোমার মঙ্গল হউক।

রামচন্দ্র! ঐ দেখ, বৃক্ষ সমুদায় নিস্পন্দ হইয়াছে; বিহঙ্গগণ ও কুরঙ্গগণ স্থানে স্থানে নিলীন ও নিঃশব্দ হইয়া রহিয়াছে। দিঙ্‌মণ্ডল নৈশ-অন্ধতমসাচ্ছন্ন হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, অম্বরের সকল স্থলেই সূক্ষ্ম অঞ্জনচূর্ণ বিকীর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সমুজ্জ্বল গ্রহনক্ষত্র দ্বারা বোধ হইতেছে যেন, বিভাবরী-বধূ কাঞ্চনী-ভূষায় বিভূষিতা হইয়া উপস্থিত হইয়াছে।

রঘুনাথ! ঐ দেখ, লোক-লোচনানন্দ নিশানাথ, নিজ নির্ম্মল কিরণাবলী দ্বারা ঘর্ম্মার্ত্ত জনগণের মানস-কুমুদ বিকসিত করিয়া উদিত হইতেছেন। নিশাবিহারী জীবগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ এবং সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি অন্যান্য মাংসাশী শ্বাপদগণ, প্রগল্‌ভ-ভাবে বিচরণ করিতেছে।

মহর্ষি কৌশিক এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। তত্রত্য মহর্ষিগণ সাধু সাধু বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, এই সুমহান কুশিকবংশ নিরন্তর ধর্ম্মপথের অনুবর্ত্তী হইয়া আসিতেছেন। এতদ্বংশীয় মহাত্মা রাজগণ সকলেই ব্রহ্মর্ষি-সদৃশ। বিশেষত বিশ্বামিত্র! আপনি এই বংশে জন্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া মহাযশস্বী হইয়াছেন। আপনকার ভগিনী সরিদ্বরা কৌশিকীও এই মহান বংশ সমুজ্জ্বল করিয়াছেন।

এইরূপে শ্রীমান কৌশিক, প্রমুদিত মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া, অংশুমালী যেমন অস্ত গমন করেন, সেইরূপ নিদ্রাগত হইলেন। রাম-লক্ষ্মণও বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে মহর্ষিকে প্রশংসা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

গঙ্গার উৎপত্তি।

মহর্ষিগণ, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত শোণ-নদের তীরে এইরূপে রাত্রির শেষার্দ্ধ নিদ্রিত থাকিলেন। ক্রমশ রজনী প্রভাতা হইলে বিশ্বামিত্র কহিলেন, কৌশল্যানন্দন! উত্থিত হও, রজনী প্রভাতা হইয়াছে; এক্ষণে প্রাতঃ-সন্ধ্যা করিয়া গমনের আয়োজন করিতে হইবে। দাশরথি, তপোধনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাধানান্তে গমন করিতে উদ্যোগী হইলেন; এবং কহিলেন, ব্রহ্মন! দেখিতেছি, এই শোণ নদের জল নির্ম্মল ও অগাধ; এই তটদেশও সুবিস্তীর্ণ বালুকাপুঞ্জে বিভূষিত। এক্ষণে আমরা কোন্ পথ দ্বারা এই নদী উত্তীর্ণ হইব?

পদ্ম-পলাশ-লোচন রাম এই কথা বলিলে তপোধন বিশ্বামিত্র তাঁহার সন্তোষের নিমিত্ত কহিলেন, মহাবাহো! এই নদের সকল স্থান অগাধ নহে। যে স্থান দিয়া মহর্ষিগণ সচরাচর গমনাগমন করেন, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি; সেই পথ অবলম্বন করিলেই আমরা নিরাপদে ও পরম সুখে এই নদ উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইব।

অনন্তর বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং রাম ও লক্ষ্মণ, শোণ নদ পার হইয়া বহু দূর গমন করিলেন। দিবা অবসান হইল। তাঁহারা সম্মুখে সরিদ্বরা ভাগীরথী দেখিতে পাইলেন। হংস-সারস-সুশোভিতা বিশুদ্ধ-সলিলা সেই জাহ্নবী দর্শন করিয়া তাঁহারা প্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয় হইলেন; এবং সেই দিবস সেই নদী-তীরেই আবাস গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা যথাসময়ে স্নানপূর্ব্বক পিতৃগণ ও দেবগণের তর্পণ করিলেন। পরে তাঁহারা অগ্নিহোত্র প্রভৃতি নিত্যহোম সমাধান পূর্ব্বক হুত-শেষ অমৃততুল্য হবি ভক্ষণ করিয়া আনন্দিত-হৃদয়ে পরম-পবিত্রা পতিত-পাবনী ভাগীরথীর তটে মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট হইলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র, সকলের মধ্য-স্থলে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর রাম, বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন! ত্রৈলোক্য-পাবনী সরিদ্বরা ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গা কিরূপে সমুদ্রগামিনী হইয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের মুখে তাদৃশ প্রশ্ন শ্রবণ পূর্ব্বক ভাগীরথীর উৎপত্তি, ভূতলে অবতরণ ও প্রভাব সমুদায়, সংক্ষিপ্ত রূপে বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন;—

রামচন্দ্র! হিমালয় নামে নিখিল রত্নের আকর এক মহাশৈল আছেন। তাঁহার নিরুপম-রূপবতী দুই কন্যা হইয়াছিল। হিমালয়ের পত্নীর নাম মেনকা। সুমধ্যমা মনোহারিণী দেবী মেনকা, সুমেরু হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইনিই ঐ কন্যা-দ্বয়ের জননী। মেনকা-গর্ব্ভ-সম্ভূতা এই দুই কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম গঙ্গা, কনিষ্ঠার নাম উমা।

একদা দেবগণ স্বকার্য্য সাধনের উদ্দেশে হিমালয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক গঙ্গানাম্নী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রার্থনা করিলেন। হিমালয়ও কোন আপত্তি না করিয়াই তৎক্ষণাৎ ত্রৈলোক্য-পাবনী স্বচ্ছন্দ-পথচারিণী মহানদী দেবী গঙ্গাকে ধর্ম্মানুসারে দেবগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ত্রিলোক-হিতাকাঙ্ক্ষী দেবগণ ত্রিলোকের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশে ত্রিলোক-গামিনী গঙ্গাকে গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ণ-মনোরথ হইয়া যথা-স্থানে গমন করিলেন।

দাশরথে! শৈলরাজ হিমালয়ের দ্বিতীয়া কন্যা তপঃপরায়ণা উমা কঠোর নিয়ম অব-লম্বনপূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব-লোক-পূজিতা উমা যখন তপস্যায় সিদ্ধি-লাভ করেন, তখন রুদ্র আসিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার নিমিত্ত শৈলরাজের নিকট প্রার্থনা করিলে শৈলরাজ তাঁহাকে ঐ কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

রঘুনন্দন! হিমালয়ের এই দুই কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা গঙ্গা সকল নদীর মধ্যে প্রধান, এবং কনিষ্ঠা উমা সকল দেবীর মধ্যে প্রধান। তন্মধ্যে সর্ব্বভূত-হিত-সাধন-নিরতা গঙ্গা নিজ প্রভাব দ্বারা ত্রিলোক পবিত্র করিবার নিমিত্ত এই ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

উমা-মাহাত্ম্য।

অনন্তর সুখোপবিষ্ট মহাত্মা মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, রাম কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন! আপনি যে দেবী-প্রধানা উমা ও সরিদ্বরা গঙ্গার কথা সংক্ষেপে কহিলেন, তাহা আমি বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ইহা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে পুণ্য-পুঞ্জ সঞ্চয় হয়। কৌমার-ব্রতচারিণী দেবী উমা সর্ব্বদেব-প্রধান দেবদেব মহেশ্বরকে পতিরূপে লাভ করিয়া কিরূপ ভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন? দেবনদী গঙ্গা কি নিমিত্ত ত্রিপথগামিনী হইয়াছেন? কি নিমিত্তই বা তিনি মনুষ্যলোকে অবতীর্ণা হইয়া সকলকে পবিত্র করিতেছেন? এই সরিদ্বরা গঙ্গা অবতীর্ণ হইবার সময় ত্রিলোকের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে কি কি কর্ম্ম করিয়াছেন?

মহাতপা বিশ্বামিত্র, দাশরথির মুখে ঈদৃশ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন;—

রাম! পূর্ব্বকালে যখন মহাতপা মহেশ্বর উমার পাণিগ্রহণ করিলেন, তখন তিনি ও উমা পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশপূর্ব্বক মৈথুনধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। রাম! এই অবস্থায় তাঁহাদের দিব্য শত বর্ষ অতিবাহিত হইল। তথাপি উমা ও মহেশ্বরের মধ্যে কাহারো পরাজয় হইল না। পরে ব্রহ্মা ও দেবগণ চিন্তান্বিত হইলেন যে, এতাদৃশ লোকাতীত সঙ্গমে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহাকে কেহই ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না।

অনন্তর দেবগণ, মৈথুনাসক্ত মহাত্মা মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, দেবদেব! আপনি শঙ্কর; সর্ব্বজীবের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন; আমরা সকলে আপনাকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। বিভো! এই পৃথিবী, দেবলোক, অথবা অন্য কোন লোকই আপনকার তেজঃ-সম্ভূত সন্তানকে ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন না। ঈদৃশ অবস্থায় আপনকার তেজ আপনিই আত্মশরীরে ধারণ করুন। মহেশ্বর! আমাদের প্রতি, ধরণীর প্রতি ও অন্যান্য সমুদায় লোকের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া আপনি দেবী উমার সহিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করুন। অতঃপর আর সম্ভোগ করিবেন না। শঙ্কর! দেবী উমা ও আপনকার তেজ পরস্পর মিশ্রিত হইয়াছে; অতএব উমা ও আপনি উভয়ে মিলিয়া আত্মতেজ ধারণ করুন। আপনারা তেজোধারণ না করিলে দেবগণ, ঋষিগণ, মনুষ্যগণ ও উরগগণের সহিত সমুদায় লোক উৎসন্ন হইবার সম্ভাবনা। ত্রিলোকের হিতসাধনের নিমিত্ত আপনি আপনাকে স্থির করুন। দেবদেব! আপনি এই সমুদায় লোক রক্ষা করুন; নষ্ট করিবেন না।

দেবগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান মহেশ্বর, প্রশান্ত-হৃদয়ে কহিলেন, দেবগণ! পার্ব্বতী ও আমি উভয়েই সমুদ্ভূত তেজ ধারণ ও সংবরণ করিতেছি। অতঃপর আর তোমাদের কোন চিন্তা নাই। মহেশ্বর এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, দেবগণ! দিব্য শত বর্ষ সঙ্গমে আমার তেজের যে কিয়দংশ ক্ষুভিত ও স্থানচ্যুত হইয়াছে, তাহা কে ধারণ করিবে, বল। দেবগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আপনকার তেজের যে কিয়দংশ ক্ষুভিত হইয়াছে, তাহা ধরাতলে নিক্ষেপ করুন, সর্ব্বংসহা ধরাই তাহা ধারণ করিবেন।

দেবদেব মহেশ্বর, দেবগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ক্ষুভিত তেজ পার্ব্বতীগর্ভে পরিত্যাগ না করিয়া মহীতলেই নিক্ষেপ করিলেন। ঐ তেজোদ্বারা পর্ব্বত ও অরণ্য-প্রভৃতি সমেত অবনীমণ্ডল প্লাবিত হইয়া গেল। পরে অমরগণ সকলে মিলিয়া হুতাশনকে কহিলেন, পাবক! তুমি পার্ব্বতীর রেতঃস্বরূপ, তুমি বায়ুর সহিত এই দুর্দ্ধর্ষ শিব-বীর্য্যে অনুপ্রবেশ কর। পরে সেই মহাতেজ, অগ্নি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া শ্বেত পর্ব্বতের আকারে পরিণত হইল। ইহার চতুর্দ্দিকে দিব্য শরবন সমুৎপন্ন হইয়া উঠিল। পাবক ও আদিত্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও তেজঃসম্পন্ন সেই স্থানে অগ্নিসম্ভব মহাতেজা কার্ত্তিকেয় জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

অনন্তর ত্রিদশগণ সকলেই বিনয়-নম্র, নত-শিরা ও নত-শরীর হইয়া দেবী হৈমবতীকে ও মহেশ্বরকে পূজাপূর্ব্বক পুনঃপুন সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। শৈলনন্দিনী ভবানী, অমর্ষান্বিতা ও ক্রোধভরে আরক্ত-লোচনা হইয়া সমুদায় সুরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক শাপ প্রদান করিলেন ও কহিলেন, তোমরা এক্ষণে আমার গর্ভে অনুরূপ পুত্র উৎপাদনের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলে, অতএব তোমরা কখনও নিজ পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করিতে পারিবে না। অদ্যাবধি তোমাদিগের পত্নীরা নিঃসন্তান হইবে।

ভগবতী পার্ব্বতী সমুদায় দেবগণকে এইরূপ শাপ প্রদানপূর্ব্বক পৃথিবীকেও শাপবাক্যে কহিলেন যে, বসুন্ধরে! তুমি বহুলোকের ভোগ্যা, বহুরূপা ও উষর-সঙ্কীর্ণা হইবে। তুমি আমার কোপে কলুষিতা হওয়াতে নিজ পুত্র হইতে কখনও সুখিনী হইবে না। তুমি কামনা করিয়াও মনোমত পুত্র প্রাপ্ত হইতে পারিবে না।

দেবদেব মহেশ্বর, ভগবতী ভবানীকে ব্যথিত-হৃদয়া দেখিয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত পশ্চিম দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবী ভগবতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি হিমালয়ের শৃঙ্গে সংযম পূর্ব্বক তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাম! এই আমি তোমার নিকট হিমগিরি-তনয়া উমার বিবরণ কহিলাম। এক্ষণে গঙ্গার প্রভাব আদ্যোপান্ত বলিতেছি, তুমি ও লক্ষ্মণ উভয়ে অবহিত হৃদয়ে শ্রবণ কর।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

কুমারোৎপত্তি।

দেবদেব মহাদেব তপস্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, সেনাপতি-লাভের অভিপ্রায়ে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, বহ্নিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভগবান পিতামহের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতামহ! পূর্ব্বে ভগবান মহেশ্বর, তারকাসুর-বধ-সমর্থ মহাবীর্য্য দেব-সেনাপতির উৎপত্তির নিমিত্ত তেজ আধান করিয়া দেবী হৈমবতীর সহিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক দুশ্চর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ত পুত্র উৎপন্ন হইল না। পিতামহ! আমরা তারকাসুরের দৌরাত্ম্যে যার পর নাই উৎপীড়িত হইতেছি; আপনিই আমাদের একমাত্র গতি, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।

নিখিল-লোক-পূজনীয় ব্রহ্মা, ত্রিদশগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমধুর বচনে কহিলেন, অমরগণ! পূর্ব্বে ভগবতী পার্ব্বতী ঈর্ষ্যা-কলুষিত হৃদয়ে, তোমাদিগকে যে শাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিফল হইবার নহে; কোন ব্যক্তিই তাহার অন্যথাচরণ করিতে সমর্থ হইবে না।

শৈলরাজ-নন্দিনী আকাশ-গামিনী এই মন্দাকিনী, উমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী; পাশুপত-তেজঃ-সম্পন্ন হুতাশন, এই পর-নারীর গর্ভেই সেই তেজোনিষেক করুন। তাহা হইলে শিব-বীর্য্য-সম্ভূত অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন এক পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তোমাদিগের প্রার্থনানুরূপ সেনাপতি হইবেন।

দেবগণ পিতামহের মুখে ঈদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া কৃতার্থন্মন্য হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক আনন্দিত হৃদয়ে গমন করিলেন। রঘুনন্দন! অনন্তর দেবগণ সকলেই কৈলাস-শিখরে উপস্থিত হইয়া মাহেশ্বর-তেজঃ-সম্পন্ন হুতাশনকে এবং উমা-ভগিনী গঙ্গাকে অপত্যোৎপাদনে নিয়োগ করিয়া কহিলেন, হুতাশন! তুমি সর্ব্বলোকের হিতসাধন-নিমিত্ত গঙ্গার সহিত সঙ্গত হইয়া মাহেশ্বর তেজ আধানপূর্ব্বক সন্তান উৎপাদন কর।

অনন্তর হুতাশন, দেবগণের বাক্যে সম্মত হইয়া গঙ্গাকে কহিলেন, শৈলনন্দিনি! আমি মাহেশ্বর তেজ আধান করিব, তোমাকে ধারণ করিতে হইবে। গঙ্গা কহিলেন, ভগবন! আমি পাশুপত তেজঃ-সংসৃষ্ট ভবদীয় তেজ ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। ভগবান হুতাশন উত্তর করিলেন, গঙ্গে! তুমি মদীয় তেজ গ্রহণ করিয়া এই পর্ব্বতেই পরিত্যাগ কর।

অনন্তর গঙ্গা তথাস্তু বলিয়া সেই তেজ গ্রহণ করিলেন। তিনি বিরূপাক্ষ-বীর্য্য-সংসৃষ্ট অগ্নিবীর্য্য গ্রহণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ বিহ্বলা ও মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। রঘুনন্দন! গঙ্গা গর্ভধারণে অসমর্থা হইয়া কৈলাস-শিখরে সেই তেজ প্রসব করিয়া ফেলিলেন।

মন্দাকিনী এইরূপে সুরম্য শরবন মধ্যে সহসা স্খলিত, অজাতসার, অপরিণত, মহা-

তেজোময় গর্ভ পরিত্যাগ করিয়াই যথা-স্থানে গমন করিলেন। গঙ্গাগর্ভ-বিনির্গত তপ্ত-কাঞ্চন-সদৃশ প্রভা-সম্পন্ন সেই তেজ পৃথিবীর যে অংশে নিক্ষিপ্ত হইল, সেই স্থানও তৎ-ক্ষণাৎ সুবর্ণময় হইয়া গেল। তৎসমীপবর্ত্তী স্থান রৌপ্যময় হইল; এবং ঐ তেজের তীক্ষ্ণতা হেতু তৎসন্নিহিত প্রদেশও, তাম্রময় ও লৌহময় হইয়া উঠিল। গর্ভমল হইতে রঙ্গ ও সীসকের উৎপত্তি হইল।

এইরূপে মাহেশ্বর তেজঃ-সংসৃষ্ট বৈশ্বা-নর তেজ ভূতলে পতিত হওয়াতে নানাবিধ ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে। হিমালয়-শিখরে সেই তেজ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র শৈলসম্বদ্ধ সমুদায় বস্তুই তত্তেজঃ-প্রভাবে রঞ্জিত হইয়া সুবর্ণসদৃশ সু-বর্ণ ধারণ করিল। এই অবধি বহ্নিতেজঃ-সম্ভূত বিশুদ্ধ সুবর্ণ প্রাদুর্ভূত ও জাতরূপ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

রঘুনাথ! এই মাহেশ্বর-তেজঃ-সংসৃষ্ট বহ্নি-তেজ হইতে গঙ্গা-গর্ভ-পরিচ্যুত তরুণারুণ-সম-প্রভ শ্রীমান কুমার জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন।

অনন্তর দেবরাজ প্রভৃতি দেবগণ কুমার উৎপন্ন হইয়াছেন দেখিয়া স্তন্য প্রদান করি-বার নিমিত্ত কৃত্তিকাদিগকে নিযুক্ত করি-লেন। রাঘব। কৃত্তিকাগণ এই নিয়মে ঐ দেব-কুমারকে স্তন্য পান করাইতে সম্মত হইলেন যে, এই কুমার যেন আমাদিগের নামানুসারেই বিখ্যাত হয়। দেবগণ বলি-লেন, এই প্রভাবশালী কুমার কার্ত্তিকেয়-(কৃত্তিকা-নন্দন) নামেই সর্ব্বলোকে বিখ্যাত হইবেন, সন্দেহ নাই।

কৃত্তিকাগণ দেবতাদিগের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমত শিব-শরীর হইতে, পশ্চাৎ গঙ্গাগর্ভ হইতে, স্কন্ন (স্খলিত) হুতা-শন-সদৃশ তেজঃপ্রভাবে দেদীপ্যমান সেই কুমারকে স্নান করাইলেন। প্রজ্বলিত জ্বলন-সদৃশ মহাবাহু কার্ত্তিকেয়, গর্ভ হইতে স্কন্ন অর্থাৎ স্খলিত হইয়াছেন বলিয়া, দেবগণ তাঁহার 'স্কন্দ' এই নামকরণ করিলেন।

অনন্তর কৃত্তিকাগণের স্তনে দুগ্ধ-সঞ্চার হইলে কার্ত্তিকেয়, ষড়ানন হইয়া সেই ছয় জনেরই স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। সুকু-মার কুমার, মাতৃকাগণের স্তন্য পান করিয়া এক দিবসের মধ্যেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিলেন। পরে তিনি নিজ বীর্য্য দ্বারা অসংখ্য দৈত্যসেনা পরাজয় করিয়াছিলেন। অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, অসীম-শক্তি সম্পন্ন কার্ত্তি-কেয়কে তাদৃশ অসুর-পরাজয়-সমর্থ দেখিয়া আপনাদিগের প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন।

রামচন্দ্র! এই তোমার নিকট আমি গঙ্গার উৎপত্তি, উমার উৎপত্তি ও দেবকুমার কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি বর্ণন করিলাম; ইহা কীর্ত্তন করিলেও পুণ্য সঞ্চয় হয়।

এই ভূমণ্ডল মধ্যে যে ব্যক্তি কার্ত্তিকেয়ের প্রতি ভক্তি করিবেন, তিনি পুত্রপৌত্রগণের সহিত সুদীর্ঘ কাল সুখ-সৌভাগ্য সম্ভোগ করিয়া অন্তকালে স্কন্দলোকে গমন করিতে পারিবেন।

চত্বারিংশ সর্গ।

সগর-তনয়গণের জন্ম।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রামের নিকট এইরূপ সুমধুর উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, রঘুনন্দন! পূর্ব্বকালে অযোধ্যা নগরীতে সগর নামে এক ধর্ম্ম-পরায়ণ মহাপ্রভাবশালী নরপতি ছিলেন। তিনি অনপত্যতা-নিবন্ধন সর্ব্বদা পুত্র-কামনায় কালাতিপাত করিতেন।

মহারাজ সগরের দুই মহিষী ছিলেন, প্রথমার নাম কেশিনী, দ্বিতীয়ার নাম সুমতি। বিদর্ভ-রাজ-তনয়া সত্যনিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা মহিষী কেশিনী একান্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। অরিষ্টনেমি-তনয়া ধর্ম্মপরায়ণা দ্বিতীয়া মহিষী সুমতির সদৃশ পরম-রূপবতী রমণী ভূতলে আর দ্বিতীয় ছিল না।

দাশরথে! মহারাজ সগর এই দুই পত্নীর সহিত হিমালয় পর্ব্বতে, ভৃগু-প্রস্রবণ নামক শিখরে গমন পূর্ব্বক সন্তান-কামনায় তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সহস্র বৎসর অতীত হইলে সত্য-পরায়ণ মহর্ষি ভৃগু তাঁহাদের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া সগরকে এই বর প্রদান করিলেন যে, রাজন! তুমি ঈদৃশ মহানুভব পুত্রলাভ করিবে যে, তদ্দ্বারা তোমার অসামান্য কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইয়া থাকিবে। তোমার এই দুই পত্নীর মধ্যে এক পত্নী একটিমাত্র বংশধর পুত্র প্রসব করিবেন, অপর পত্নীর গর্ব্ভে ষষ্টি সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইবে।

সত্য-পরায়ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ তপোনিরত মহর্ষি এই বাক্য বলিলে কেশিনী ও সুমতি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন! আপনি যে বর প্রদান করিলেন, তাঁহাতে আমরা যথেষ্ট অনুগৃহীত হইয়াছি। পরন্তু আমরা জানিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে কাহার গর্ব্ভে একটি পুত্র ও কাহার গর্ব্ভে ষষ্টি সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইবে, আজ্ঞা করুন। মহর্ষি তাঁহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুমধুর বাক্যে কহিলেন যে, তোমাদের মধ্যে একজন ষষ্টি সহস্র পুত্র এবং একজন একটিমাত্র বংশধর পুত্র প্রসব করিবেন; তন্মধ্যে যাঁহার যাহাতে ইচ্ছা হয়, তাহা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের ইচ্ছানুসারেই বর প্রদান করিতেছি।

রঘুনন্দন! মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কেশিনী প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার একটি বংশধর পুত্র হয়; সুপর্ণ-ভগিনী সুমতি, কীর্ত্তিশালী ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রার্থনা করিলেন। পরম-ধার্ম্মিক ভৃগু তাঁহাদের মনোমত বর প্রদান করিলে, মহারাজ সগর পত্নীদ্বয়ের সহিত একত্র হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অযোধ্যা নগরীতে প্রতিগমন করিলেন।

অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে জ্যেষ্ঠা মহিষী কেশিনী, অসমঞ্জা নামে এক পুত্র প্রসব করিলেন। রঘুনাথ! কনিষ্ঠা সুমতিও একটি তুম্ব প্রসব করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে ঐ অলাবু ভেদ করিয়া, ষষ্টি সহস্র পুত্র বিনির্গত হইল। ধাত্রীগণ প্রত্যেক পুত্রকে

এক একটি ঘৃতকুম্ভে স্থাপনপূর্ব্বক পুষ্ট ও বর্দ্ধমান করিতে লাগিল।

অনন্তর কালক্রমে সগর-তনয়গণ সকলেই যৌবন-পথে পদার্পণ করিলেন। ষষ্টি-সহস্র-সংখ্য রাজকুমার সকলেই সমবয়স্ক, সম-বীর্য্য ও সম-পরাক্রম হইয়া উঠিলেন। সগর-তনয়গণের মধ্যে সকলের জ্যেষ্ঠ অসমঞ্জা সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। রঘুনাথ! তিনি বালকগণকে ধরিয়া সরয়ূ-জলে নিক্ষেপ করিতেন। তাহারা জলমগ্ন হইতেছে দেখিয়া তিনি হাস্য করিতে থাকিতেন। অসমঞ্জা এইরূপ পাপাচারী, সজ্জন-পীড়ক হইয়া নিয়ত পৌরগণের অহিতা-চরণ করাতে পিতা তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

অসমঞ্জার একটি পুত্র হইয়াছিল, তাহার নাম অংশুমান। অংশুমান সকলের প্রিয় ও প্রিয়বাদী ছিলেন। কিছুকাল অতীত হইলে মহারাজ সগর অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে মানস করিলেন।

পরে রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃত-নিশ্চয় হইয়া উপাধ্যায়গণের সহিত যজ্ঞীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহপূর্ব্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।

একচত্বারিংশ সর্গ।

পৃথিবী-বিদারণ।

অনন্তর রঘুনন্দন, প্রদীপ্ত-হুত-হুতাশন-সদৃশ তেজঃ-সম্পন্ন মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত-হৃদয়ে কহিলেন, ভগবন! আমার পূর্ব্বপুরুষ রাজা সগর কিরূপে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা আমি বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

বিশ্বামিত্র সহাস্য মুখে রামকে কহিলেন, রঘুনাথ! আমি মহাত্মা সগরের বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

শঙ্কর-শ্বশুর শ্রীমান হিমাচল ও বিন্ধ্য-পর্ব্বত যে স্থানে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক পরস্পর পর-স্পরকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই স্থান অতীব পবিত্র ও সর্ব্বত্র বিখ্যাত। পুণ্যাত্মা সাধু জনগণ ঐ স্থানে বাস করিয়া থাকেন। মহাত্মা সগর সেই পুণ্য-ভূমিতেই যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। কাকুৎস্থ! দৃঢ়ধন্বা মহারথ অংশু-মান, মহারাজ সগরের আজ্ঞানুসারে অশ্ব-রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অশ্ব, ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণপূর্ব্বক যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইলে ঋত্বিক্ ও উপাধ্যায়গণ যজ্ঞকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

মহারাজ সগর এইরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, ঈদৃশ সময়ে অনন্তরূপী নাগ রসাতল হইতে উত্থিত হইয়া সেই যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করিলেন। রঘুনন্দন! তৎকালে যজ্ঞীয় অশ্ব অপহৃত হইয়াছে দেখিয়া ঋত্বিগ্-গণ, যজমানকে কহিলেন, মহারাজ! নাগ-রূপী কোন অমর্ত্ত্য আপনকার যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করিয়াছে; আপনি সেই অশ্বাপহারককে বিনাশ করিয়া অশ্ব প্রত্যানয়ন করুন। যদি এরূপে যজ্ঞ-বিঘ্ন হয়, তাহা হইলে আমাদের

সকলেরই অমঙ্গল হইবে; অতএব মহারাজ! যাহাতে যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হয়, তাহা করুন।

মহীপতি সগর, উপাধ্যায়গণের মুখে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই যজ্ঞবাটান্তর্গত সভামধ্যে ষষ্টি সহস্র পুত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, পুত্রগণ! মহর্ষিগণ মন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা এই যজ্ঞভূমি রক্ষা করিতেছেন; ইহার মধ্যে রাক্ষসগণ অথবা নাগগণ প্রবেশ করিতে পারে, এমত বোধ হয় না। আমি অনুমান করি, কোন দেবতা আমাকে যজ্ঞে দীক্ষিত দেখিয়া অমর্ষান্বিত হইয়া নাগরূপ ধারণ পূর্ব্বক অশ্ব হরণ করিয়া থাকিবেন। এক্ষণে যজ্ঞের বিঘ্ন উপস্থিত হইল।

পুত্রগণ! যিনি অশ্ব হরণ করিয়াছেন, তিনি দেবই হউন, দানবই হউন, নাগই হউন, বা অপর যে কেহই হউন, তিনি রসাতলে বা জলমধ্যে যেখানেই থাকুন, তোমরা তাঁহাকে সংহার করিয়া অশ্ব প্রত্যানয়ন কর। তোমাদের মঙ্গল হউক। তোমরা যে পর্য্যন্ত যজ্ঞীয় তুরঙ্গম দেখিতে না পাও, সে পর্য্যন্ত সমুদ্র-মালিনী সমগ্র বসুন্ধরার সর্ব্বত্রই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অন্বেষণ কর। অশ্বাপহারকের অনুসন্ধান নিমিত্ত তোমরা প্রত্যেকে প্রযত্ন সহকারে এক এক যোজন ভূমি খনন করিতে থাক। আমি যজ্ঞে দীক্ষিত আছি; আমি যে পর্য্যন্ত অশ্ব দেখিতে না পাইব, সে পর্য্যন্ত পৌত্র অংশুমান এবং উপাধ্যায়গণের সহিত এই যজ্ঞ ভূমিতেই অবস্থান করিতেছি। পুত্রগণ! তোমাদের মঙ্গল হউক; তোমরা যে পর্য্যন্ত আমার যজ্ঞীয় অশ্ব প্রত্যানয়ন করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত আমার যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইবে না।

রঘুনাথ! বসুধাধিপতি সগর এই কথা বলিলে সগর-তনয়গণ প্রহৃষ্ট হৃদয়ে পিতৃবাক্য পালনে প্রবৃত্ত হইয়া পৃথিবী খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। পুরুষ-প্রবীর সগর-তনয়গণ, বজ্রসদৃশ-কঠিন-ভুজ-বল-সহকারে কুদ্দাল পরিঘ শূল মুষল শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা প্রত্যেকে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে এক এক যোজন ভূমি খনন করিতে লাগিলেন। তৎকালে পৃথিবী ভিদ্যমানা হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। শত শত মহাতেজঃ-সম্পন্ন রাক্ষস, অসুর, নাগ এবং সর্প হত ও আহত হইতে লাগিল; তাহাদের দারুণ আর্ত্তনাদে দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

মহাবল সগর-তনয়গণ ক্রোধান্বিত হইয়া এইরূপে রসাতল পর্য্যন্ত ষষ্টি সহস্র যোজন আয়ত ভূমি খনন করিলেন। রাজকুমারগণ, পর্ব্বত-সঙ্কুল জম্বুদ্বীপ খনন করিতে করিতে সকল স্থানেই অশ্ব অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও মহোরগগণ, ভীত ও সম্ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া পিতামহের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা ত্রাসযুক্ত ও বিষণ্ণ-বদন হইয়া মহানুভব পিতামহকে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন! সগর-তনয়গণ সমুদায় পৃথিবী খনন করিতেছে; ব্রহ্মন! তাহারা ভূমি খনন কালে যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছে, তাহাকেই শমন-সদনে প্রেরণ

করিতেছে ;—'এই ব্যক্তি আমাদের যজ্ঞের বিঘ্ন করিয়াছে, এই ব্যক্তিই আমাদের অশ্ব হরণ করিয়াছে ;' এই বলিয়া সগর-তনয়গণ, যাহাকে সম্মুখে পাইতেছে, তাহাকেই বিনাশ করিতেছে। ব্রহ্মন! আমরা আপনকার নিকট সগর-তনয়দিগের অত্যাচার নিবেদন করিলাম। এক্ষণে আপনি ইহা শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, অবধারণ করুন। অশ্বানুসন্ধান-প্রবৃত্ত সগর-তনয়গণ, যাহাতে আপনকার সৃষ্ট সমুদায় জীব সংহার করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান করুন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

কপিল-দর্শন।

ভগবান পিতামহ ভয়োদ্বিগ্ন দেবগণের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, অমরগণ! যিনি সমুদায় জগৎ ধারণ করিতেছেন, যাঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, যিনি ভগবান ও সকলের প্রভু; এই বসুন্ধরা তাঁহারই পত্নী। তিনি কপিলরূপ ধারণ পূর্ব্বক নিরন্তর ধরণী-ধারণ করিতেছেন। ধরণী-বিদারণ ও ধরণীর প্রতি ঈদৃশ অত্যাচার দেখিয়া তিনি কখনই উপেক্ষা করিবেন না। আমার বোধ হইতেছে, সগর-পুত্রগণ যে পৃথিবী খনন করিবে, তাহা তিনি পূর্ব্বেই জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখিয়াছেন এবং ঐ অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন রাজকুমারেরা যে তাঁহার কোপাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইবে, তাহাও তাঁহার অপরিজ্ঞাত নাই।

অনন্তর দেবগণ, দেবর্ষিগণ, পিতৃগণ ও গন্ধর্ব্বগণ, সকলেই পিতামহ-বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে মহাবল-পরাক্রান্ত সগর-তনয়গণের মহীতল খনন কালে বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় অতীব দারুণ মহান শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা সকলে মহীতল খনন পূর্ব্বক পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া পিতার নিকট আসিয়া কহিলেন, পিত! আমরা সমুদায় পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছি; যাদোগণ, মহাগ্রাহগণ, দৈত্যগণ, দানবগণ, রাক্ষসগণ অথবা আর যাহারা সম্মুখে পড়িয়াছে, তাহাদিগের সকলকেই আমরা শমন-সদনে প্রেরণ করিয়াছি। রাজন! যে ব্যক্তি অশ্বহরণ পূর্ব্বক যজ্ঞের ব্যাঘাত করিয়াছে, তাহাকে ত কোথাও দেখিতে পাইলাম না। পিত! এক্ষণে আমরা কি করিব, তাহা নিরূপণ পূর্ব্বক আজ্ঞা করুন।

মহারাজ সগর, পুত্রগণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্র-নিশ্চয় পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা রসাতল ভেদ করিয়া পুনর্ব্বার অশ্ব অন্বেষণে প্রবৃত্ত হও। যখন অশ্বাপহারককে দেখিতে পাইবে, তখন তোমরা অশ্ব-প্রত্যাহরণ পূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইয়া প্রত্যাগমন করিবে।

ষষ্টি-সহস্র সগর-তনয়, পিতা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া রসাতলাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহারা পুনর্ব্বার পূর্ব্ব দিক খনন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, ধরাধর-সদৃশ বৃহৎকায় বিরূপাক্ষ-নামক দিগ্গজ

মস্তকদ্বারা শৈল বন অরণ্যানী গ্রাম নগর প্রভৃতি সমেত এই অবনীমণ্ডল ধারণ করিতেছেন।

এই আশাগজ, ক্ষণবিশেষে যখন ক্লান্ত হইয়া মস্তক সঞ্চালন করেন,সেই সময় পর্ব্বত প্রান্তর বন প্রভৃতি সমেত এই পৃথিবীমণ্ডল কম্পিত হইতে থাকে। রামচন্দ্র! সগর-তনয়গণ, সেই আশাগজকে প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মান বর্দ্ধন পূর্ব্বক সে দিক হইতে বিনিবৃত্ত হইলেন। পরে তাঁহারা দক্ষিণ দিক খনন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, মন্দরাচল-সদৃশ মহাকায় মহাপদ্ম-নামক মহাত্মা গজরাজ বিরাজ করিতেছেন।

সগর-তনয়গণ, এই মহাকায় দিগ্‌গজকে দেখিয়া যার পর নাই বিস্ময়াভিভূত হইলেন। পরে তাঁহারা তাঁহাকেও প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিম-দিক খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। সে দিকেও দেখিতে পাইলেন, কৈলাস-শিখর-সন্নিভ সমুন্নত সৌমনস নামক মহাবল আশাগজ অবস্থান করিতেছেন।

অনন্তর মহাবীর সগর-তনয়গণ এই দিগ্‌গজকেও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবী খনন করিতে করিতে উত্তর দিকে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, হিম-সংঘাত-সদৃশ-শুভ্রবর্ণ ভদ্র-নামক দিগ্‌গজ, রমণীয় শরীর দ্বারা এই মহীমণ্ডল ধারণ করিতেছেন। সগর-তনয়গণ এই দিগ্‌গজকেও স্পর্শ এবং প্রদক্ষিণ করিয়া সকলে একত্র হইয়া পুনর্ব্বার ধরণীতল খনন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভীমবেগ মহাবল মহাত্মা সগর-তনয়গণ, অমর্ষান্বিত হইয়া এইরূপে উত্তর-পূর্ব্ব দিক খনন করিতে করিতে এক স্থানে দেখিতে পাইলেন, কপিলরূপী সনাতন বাসুদেব নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার অনতিদূরে তাঁহাদের যজ্ঞীয় অশ্ব চরিতেছে। এতদ্দর্শনে সগর-তনয়গণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা মহর্ষি কপিলকেই অশ্বাপহারী মনে করিয়া রোষ-কষায়িত লোচনে খনিত্র, লাঙ্গল, শিলা ও নানাবিধ বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন ও কহিতে লাগিলেন, দুরাত্মন! ক্ষণকাল থাক, পলায়ন করিও না। তুমি আমাদিগের যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করিয়াছ। মূর্খ! তুমি জান না যে, আমরা প্রবলপ্রতাপ মহারাজ সগরের পুত্র! তোমার সংহারের জন্য আসিয়াছি!

রঘুনন্দন! মহর্ষি কপিল ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রোষাবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার ত্যাগ করিলেন। অসীম-তেজঃসম্পন্ন মহাত্মা কপিল হুঙ্কার পরিত্যাগ করিবামাত্র সগর-তনয়গণ সকলেই ভস্মীভূত হইয়া গেলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

সগর রাজার যজ্ঞ-সমাপ্তি।

রঘুনাথ! মহারাজ সগর যখন দেখিলেন, বহু দিন অতীত হইল, তথাপি পুত্রগণ প্রত্যাগত হইলেন না; তখন তিনি দীপ্যমান তেজঃসম্পন্ন অংশুমানকে কহিলেন, বৎস! তুমি

তোমার পিতৃব্যগণের অনুসন্ধানার্থ গমন কর; বিশেষত যে ব্যক্তি অশ্ব অপহরণ করিয়াছে, তাহারও অন্বেষণ করিতে হইবে, অতএব তুমি এক্ষণে শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক যাত্রা কর। মহীমণ্ডলের অভ্যন্তর প্রদেশে বহুবিধ বহুসংখ্য প্রবল প্রাণী আছে; তাহারা যদি অশ্ব অপহরণ করিয়া থাকে, তুমি তাহার প্রতিবিধান করিবে।

বৎস! তুমি তোমার পিতৃব্যগণের অনুসন্ধান পূর্ব্বক যজ্ঞ-বিঘ্নকারী অশ্বাপহারী দুরাত্মাকে বিনাশ করিয়া অশ্ব গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। তুমি মহাবীর ও কৃতবিদ্য; তুমি পরাক্রম বিষয়ে পূর্ব্বপুরুষগণের সমকক্ষ; এক্ষণে তুমি এই যজ্ঞ হইতে আমাকে উদ্ধার কর।

প্রবল-পরাক্রান্ত অংশুমান, মহাত্মা সগরের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া খড়্গ ও সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন। প্রথমত যে পথে সগর-তনয়গণ গমন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্বেষণার্থ সেই পথ অবলম্বন পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইলেন। পরে মহাত্মা সগর-তনয়গণ যে স্থলে ভূতল খনন করিয়াছিলেন, তিনি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, নিহত সহস্র সহস্র যক্ষ ও রাক্ষসগণের মৃতদেহ নিপতিত রহিয়াছে। পরে তিনি বহুদূর গমন করিয়া বিরূপাক্ষ-নামক দিগ্‌গজকে দেখিতে পাইলেন।

মহাবীর অংশুমান বিরূপাক্ষকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অনাময় প্রশ্ন করিলেন; পরে তিনি পিতৃব্যগণ কোন্ দিকে গিয়াছেন, কোন্ ব্যক্তিই বা অশ্ব হরণ করিয়াছে, তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। মহামতি আশাগজ, সমীপবর্ত্তী অংশুমানের বিনীত বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তুমি এই পথে গমন কর; তুমিই কৃতকার্য্য হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিবে।

অংশুমান বিরূপাক্ষের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যান্য দিগ্‌গজদিগকেও যথাক্রমে ন্যায়ানুসারে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য দিগ্‌গজগণও তাঁহার অভ্যর্থনা পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি গমন কর, তুমিই অশ্ব লইয়া প্রত্যাগমন করিতে পারিবে। প্রবলপরাক্রান্ত অংশুমান তাঁহাদিগের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যে স্থলে সগর-তনয়গণ ভস্মরাশীকৃত হইয়াছেন, ক্রমে ক্রমে সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর অংশুমান প্রথম দেখিলেন, তাঁহার পিতৃব্যগণ ভস্মাবশেষ হইয়া পড়িয়া আছেন, তখন তিনি সাতিশয় শোক ও দুঃখে অভিভূত হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইলেন, পর্ব্ব-দিবসে নাগ কর্ত্তৃক অপহৃত যজ্ঞীয় অশ্ব অদূরে বেলাবনে বিচরণ করিতেছে।

মহাতেজা মহাত্মা অংশুমান, পিতৃব্যগণের তর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, পরন্তু তিনি কোন স্থানেই জলাশয় দেখিতে পাইলেন না। পরে তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমত সময় তাঁহার পিতৃব্যগণের মাতুল বিহঙ্গরাজ গরুড়কে দেখিতে পাইলেন। তখন মহাবল বিনতানন্দন তাঁহাকে কহিলেন,

পুরুষোত্তম! তুমি শোক করিও না; সগর-তনয়গণের ঈদৃশ বিনাশ লোকের হিত-সাধনোদ্দেশেই হইয়াছে। অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন মহর্ষি কপিল, কোপানল দ্বারা সেই মহাবল দুর্দ্ধর্ষ রাজকুমারদিগকে দগ্ধ ও ভস্মসাৎ করিয়াছেন; সুতরাং অন্য কোন জলে তাহাদের তর্পণ করা বিধেয় হইতেছে না। মহাবাহো! গঙ্গা গিরিরাজ হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা দুহিতা; তিনি লোকপাবনী ও সরিৎশ্রেষ্ঠা। তুমি তাঁহারই পবিত্র সলিলে পিতৃলোকের উদক-ক্রিয়া করিতে চেষ্টা কর; যাহাতে সেই লোকপাবনী গঙ্গা, ভস্মরাশীকৃত সগর-তনয়গণকে প্লাবিত করেন, তদ্বিষয়েও যত্নশীল হও। পতিত-পাবনী গঙ্গার সলিলে যে সময়ে এই অস্থি সমুদায় ক্লিন্ন হইবে, সেই সময়েই সগর-তনয়গণ স্বর্গারোহণ করিবে। তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে যদি তুমি গঙ্গাবতারণে সমর্থ হও, তাহা হইলে গমন কর; দেবলোক হইতে গঙ্গাকে মহীতলে আনয়ন করিতে যত্নবান হও। আপাতত তুমি এই অশ্ব গ্রহণ পূর্ব্বক যজ্ঞভূমিতে গমন করিয়া পিতামহ-প্রবর্ত্তিত অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন কর।

মহাযশা মহাবীর অংশুমান বিহঙ্গরাজের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্বগ্রহণ পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন; এবং যজ্ঞে দীক্ষিত রাজা সগরের নিকট গমন পূর্ব্বক, গরুড় যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমুদায় নিবেদন করিলেন। মহীপতি সগর অংশুমানের মুখে তাদৃশ দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যথিত-হৃদয় হইলেন; এবং অপরিতুষ্ট-হৃদয়েই অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিলেন।

অনন্তর ধীমান মহীপাল সগর এইরূপে যজ্ঞ সমাধান করিয়া পুরী-প্রবেশ করিলেন। তিনি কিরূপে গঙ্গাকে অবনীতলে আনয়ন করিবেন, তদ্বিষয়ে কোনরূপেই কৃত-নিশ্চয় হইতে পারিলেন না।

এইরূপে মহারাজ সগর গঙ্গাবতারণ বিষয়ে কোনরূপ উপায় অবধারণ করিতে না পারিয়াই, ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর পৃথিবী পালন পূর্ব্বক কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

ভগীরথের প্রতি বরপ্রদান।

রাম! মহারাজ সগর দেবলোকে গমন করিলে প্রজাগণ ও অমাত্যগণ মিলিত হইয়া ধার্ম্মিক অংশুমানকে মহীপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মহীপতি অংশুমান অতীব মহাত্মা ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিল; ঐ পুত্রের নাম দিলীপ। অমর-প্রভ মহাযশা অংশুমান, দিলীপের প্রতি রাজ্য-ভার অর্পণ পূর্ব্বক সুপবিত্র গঙ্গাবতারণ অভিলাষে হিমালয়-শিখরে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।

অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন মহাত্মা অংশুমান, দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর মহাঘোর তপস্যা করিয়া পূর্ণ-মনোরথ না হইয়াই স্বর্গলাভ করিলেন। মহাতেজা দিলীপও বহুবিধ যজ্ঞ

অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বিংশতি সহস্র বৎসর পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। এই মহাত্মা মহীপতি, সগর-তনয়গণের ভস্মীকরণ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবধি যার পর নাই দুঃখোপহত-হৃদয়ে কালাতিপাত করিতেছিলেন; কিছুমাত্র ইতিকর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তিনি নিরন্তর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কিরূপে গঙ্গাকে মহীতলে আনয়ন করা যাইবে; কিরূপে সগর-তনয়গণের তর্পণাদি ক্রিয়া হইবে; কিরূপেই বা তাঁহাদের উদ্ধার হইতে পারিবে!

তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ধর্ম্মনিষ্ঠ দিলীপ, নিরন্তর এইরূপ চিন্তা-সাগরে মগ্ন থাকেন; ইতিমধ্যে ভগীরথ নামে তাঁহার এক পরম-ধার্ম্মিক পুত্র জন্ম-পরিগ্রহ করিলেন। পুরুষোত্তম! মহীপতি দিলীপ গঙ্গাবতারণ বিষয়ে কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়াই পীড়াভিভূত হইয়া কাল-কবলে নিপতিত হইলেন। এই পুরুষ-সিংহ বসুন্ধরাধিপতি দিলীপ, উপযুক্ত তনয় ভগীরথের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া পুণ্যকর্ম্মোপার্জ্জিত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছিলেন।

রঘুনন্দন! রাজর্ষি ভগীরথ অতীব ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া সর্ব্বদাই উপযুক্ত সন্তান কামনা করিতেন। পরে তিনি অনপত্যতা-নিবন্ধন সচিবগণের হস্তেই রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গঙ্গানয়নের অভিপ্রায়ে গোকর্ণ-নামক হিমালয়-শিখরে অনন্য-সাধারণ তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন রাজা ভগীরথ, ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক সংযত হৃদয়ে কখনও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া থাকিতেন; কখনও বা অন্যবিধ কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া থাকিতেন। তিনি শীর্ণ পর্ণ আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। তিনি গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা হইয়া, হেমন্তকালে জলমগ্ন থাকিয়া, বর্ষাকালে জলদ-পটলের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া কঠোর নিয়মে তপস্যা করিতেন। এইরূপে এক সহস্র বৎসর অতীত হইলে প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহার উগ্র তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক অমরগণ সমভিব্যাহারে তদীয় আশ্রমে আগমন করিলেন। তিনি তপঃ-পরায়ণ ভগীরথকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, মহাভাগ মহীপাল ভগীরথ! আমি তোমার উপর পরিতুষ্ট হইয়াছি; তোমার যে বর অভিলাষ, আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি প্রদান করিতেছি।

মহাতেজা ভগীরথ, সুরপতি ব্রহ্মাকে স্বয়ং আগমন করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন! যদি আমার তপোবল থাকে, যদি আপনি আমার প্রতি সুপ্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সগর-তনয়গণ যাহাতে আমা হইতে জল প্রাপ্ত হয়েন, তাহার বিধান করুন। মহর্ষি কপিলের শাপে আমার প্রপিতামহগণ ভস্মীভূত হইয়াছেন; এক্ষণে সেই দেহ-ভস্ম গঙ্গাজলে প্লাবিত হইলে তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া দেবলোকে গমন করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত আমি আর একটি বর প্রার্থনা করিতেছি যে, এই সর্ব্বপ্রধান

সর্ব্বত্র বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুবংশ যাহাতে লোপ না হয়, তাহার বিধান করুন।

মহারাজ ভগীরথ ঈদৃশ বর প্রার্থনা করিলে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা সুমধুর বাক্যে কহিলেন, তপোধন মহাভাগ মহারথ ভগীরথ! তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই সুসিদ্ধ হইবে। এই ইক্ষ্বাকু-বংশ কোন কালেই বিচ্ছিন্ন হইবে না, চিরকাল অক্ষয় হইয়া থাকিবে। পরন্তু গঙ্গানয়ন-বিষয়ে আমি একটি সৎপরামর্শ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

এই সরিদ্বরা গঙ্গা যে সময় দেবলোক হইতে বিচ্যুতা হইয়া মহাবেগে ধরণীতলে নিপতিতা হইবে; সে সময় সমুদায় পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। রাজন! পৃথিবী কখনই গঙ্গার পতন-বেগ সহ্য করিতে পারিবেন না। তুমি দেবদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট এইরূপ প্রার্থনা কর যে, গঙ্গাবতারণ কালে তিনি যেন সেই বেগ ধারণ করেন। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মহেশ্বর ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিকেই এরূপ দেখিতে পাই না যে, গঙ্গাবতরণ-কালে সেই দুঃসহ বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হয়েন; অতএব যাহাতে মহেশ্বর পরিতুষ্ট হয়েন, তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান হও।

ভগবান প্রপিতামহ ব্রহ্মা, মহারাজ ভগীরথকে এইরূপ বলিয়া মহীতলে গঙ্গানয়ন বিষয়ে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

গঙ্গাবতরণ।

অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা গমন করিলে মহীপাল ভগীরথ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মহীতল অবলম্বন পূর্ব্বক নিরবলম্ব, ঊর্দ্ধবাহু, নিরাশ্রয় ও বায়ু-ভক্ষ হইয়া স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে দিবারাত্রি অবস্থান পূর্ব্বক এক বৎসর উপবাস করিয়া রহিলেন।

পরে যখন সংবৎসর পূর্ণ হইল, তখন সর্ব্বদেব-প্রপূজিত দেবদেব ভূতভাবন ভবানীপতি সমাগত হইয়া ভগীরথকে কহিলেন, পুরুষোত্তম! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি। ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গা যখন দেবলোক হইতে ভূলোকে পতিত হইবেন, তখন আমি তাঁহার বেগ ধারণ করিয়া তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব।

অনন্তর ভূতনাথ ব্যোমকেশ, হিমাদ্রি-শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক মন্দাকিনীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, গঙ্গে! তুমি এক্ষণে নিপতিতা হও। অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন দেবদেব মহাদেব এই কথা বলিয়া শৈল-কন্দর-সদৃশ বহু-যোজন-বিস্তীর্ণ বিপুল জটাকলাপ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া অবস্থান করিলেন। দেবনদী গঙ্গা গগন হইতে পরিচ্যুতা হইয়া মহাবেগে তাঁহার মস্তকোপরি পতিত হইতে লাগিলেন।

গিরিরাজের জ্যেষ্ঠ-তনয়া সর্ব্ব-লোক-নমস্কৃতা পরম-দুর্দ্ধরা গঙ্গা, যে সময় নভোমণ্ডল

হইতে দুঃসহ বেগে মহেশ্বর-শিরে নিপতিত-হয়েন, তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি স্রোতোদ্বারা শঙ্করকে লইয়া পাতাল-তলে প্রবেশ করিব। ভগবান! মহেশ্বর গঙ্গার তাদৃশ গর্ব্ব দেখিয়া তাঁহাকে জটাজূট মধ্যেই তিরোহিত করিতে মানস করিলেন।

অনন্তর পতিত-পাবনী গঙ্গা হিমালয়-সদৃশ সুবিস্তীর্ণ সুপবিত্র রুদ্র-মস্তকের জটামণ্ডল-গহ্বরে নিপতিতা হইয়া যথাসাধ্য যত্ন করিয়াও কোন ক্রমেই ভূতলে অবতরণ করিতে পারিলেন না; তিনি জটামণ্ডলের অন্তও পাইলেন না; এবং কোন্ দিক দিয়া বহির্গত হইবেন, তাহারও পথ নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে দেবী গঙ্গা বিভ্রান্তা ও বিমোহিতা হইয়া সম্পূর্ণ এক বৎসর পর্য্যন্ত বিষম বেগে ভূতভাবন ভবানীপতির মস্তকোপরি পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ ভগীরথ, গঙ্গা-মোচনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার উমাপতি মহাদেবের তপস্যা করিতে লাগিলেন। ভগবান গঙ্গাধর ভগীরথের প্রার্থনানুসারে একটিমাত্র জটা নিক্ষেপ করিয়া তদুপরি স্রোতঃ-সংজনন পূর্ব্বক গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিলেন। ত্রিপথ-গামিনী পুণ্যা দেবনদী গঙ্গা, জগৎ পবিত্র করিবার নিমিত্ত সেই স্রোতোদ্বারা বিনির্গতা হইলেন। ভগবান মহেশ্বর গঙ্গাকে বিন্দু সরোবরের অভিমুখে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি পরিত্যাগ করিবামাত্র গঙ্গা সপ্ত স্রোতে গমন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। এই সপ্ত স্রোতের মধ্যে তিনটি স্রোত, হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী, এই তিন মহানদী হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করিল। অপর তিনটি স্রোত, সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু, এই তিন মহানদী হইয়া পশ্চিম-বাহিনী হইল। গঙ্গা সপ্তম স্রোতোদ্বারা ভগীরথের অনুগমন করিতে লাগিলেন। মহাতেজা রাজর্ষি ভগীরথ দিব্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে চলিলেন; গঙ্গা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

গঙ্গা প্রথমত নভস্তল হইতে শঙ্কর-শিরে, পরে শঙ্কর-শির হইতে ধরণীতে মহাশব্দে নিপতিতা হইয়া বেগে গমন করিতে লাগিলেন। মৎস্যগণ, কচ্ছপগণ ও শিশুমার-গণ, প্রবাহ সহ নিপতিত হইয়া বসুন্ধরার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল; এই সময় দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ ও সিদ্ধগণ, নগরাকার বিমানে, মাতঙ্গে ও তুরঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক আকাশ হইতে গঙ্গার পতন সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মাও স্বয়ং গঙ্গার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন দেবগণ সকলেই সত্বর গমনে সসম্ভ্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পরম অদ্ভুত গঙ্গাবতরণ দিদৃক্ষু হইয়া আকাশমণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবেগে সমাগত দেবগণের বহুবিধ আভরণের সমুজ্জ্বল প্রভাচ্ছটায় বোধ হইতে লাগিল যেন, জলধর-পরিশূন্য নভোমণ্ডলে শত শত দিবাকর সমুদিত হইয়াছেন।

গঙ্গা-স্রোত কোথাও দ্রুততরভাবে, কোথাও বক্রভাবে, কোথাও সরলভাবে, কোথাও বিস্তৃতভাবে, কোথাও প্রচণ্ডভাবে, কোথাও বা মৃদুভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কোথাও বা আবার সলিলৌঘ দ্বারা সলিলৌঘ প্রতিহত হইয়া ভীষণ ভাব ধারণ করিল। চঞ্চল শিশুমারগণের, উরগগণের এবং মীনগণের পতনকালে বোধ হইতে লাগিল, যেন নভোমণ্ডল বিক্ষিপ্ত বিদ্যুন্মালায় সমাকীর্ণ হইয়া অদৃষ্ট-পূর্ব্ব পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। পাণ্ডুবর্ণ ফেনপুঞ্জ খণ্ড খণ্ড হইয়া ইতস্তত বিকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন শারদীয় শুভ্র গগনতলে হংসমালা সমুড্ডীন হইতেছে।

এই ভাবে গঙ্গা-সলিল কখনও ঊর্দ্ধগামী, কখনও নিম্নগামী হইতে লাগিল; এবং এইরূপে মুহুর্মুহু ঊর্দ্ধাধোভাবে গমন করিতে করিতে শঙ্কর-শিরোভ্রষ্ট হইয়া পরিশেষে ধরণী-তলে নিপতিত হইল। বসুধাতলবাসী মহাযশা মহর্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও নাগগণ বসুধাতল-বাহিনী দেবী গঙ্গার গমন-পথ পরিষ্কৃত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভবাঙ্গ-সঙ্গত সুপবিত্র গঙ্গা-সলিলে স্নানপূর্ব্বক সকলেই নিষ্পাপ হইলেন। যাঁহারা শাপভ্রষ্ট হইয়া দেবলোক হইতে বসুধাতলে পতিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা গঙ্গার পুণ্য সলিলে পূতাত্মা হইয়া পুনর্ব্বার দেবলোকে গমন করিলেন। দেবর্ষিগণ ও মহর্ষিগণ গঙ্গাতীরে উপবেশন পূর্ব্বক ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন, দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ পরমানন্দে গান করিতে আরম্ভ করিলেন; অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল; মুনিগণের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না; সমুদায় জগৎ আনন্দময় হইয়া উঠিল।

এইরূপে ত্রিলোক-পাবনী গঙ্গা মহীতলে অবতীর্ণা হইলে ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোক প্রমুদিত হইল। মহাতেজা রাজর্ষি ভগীরথ যে পথে চলিলেন, গঙ্গাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই পথে গমন করিতে লাগিলেন। কোন কোন স্থানে ভীষণতর-তরঙ্গ-রঙ্গ সন্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, যেন ভাগীরথী অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে গমন করিতেছেন; কোন কোন স্থানে বিশদ ফেনপুঞ্জ তাঁহার সমুজ্জ্বল কর্ণাবতংসের ন্যায় শোভা পাইতেছে; কোন কোন স্থলে বেগবশত উদ্‌ভ্রান্ত জলৌঘের মহান আবর্ত্ত, নাভিকূপের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; কোন কোন স্থলে প্রবলতর মহাস্রোত মহাবেগে প্রবাহিত হইতেছে; কোন কোন স্থানে হিল্লোল সমুদায়ের সংঘাতে কলকল-ধ্বনি শ্রবণ করা যাইতেছে; এইরূপে শৈল-নন্দিনী মন্দাকিনী হাব ভাব বিলাস প্রদর্শন করিতে করিতেই যেন মহারথ ভগীরথের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

এই সময় দেবগণ, ঋষিগণ, দৈত্যগণ, দানবগণ, রাক্ষসগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, কিন্নরগণ, উরগগণ ও অপ্সরোগণ সকলেই ভগীরথ-রথের অনুবর্ত্তী হইলেন। সমুদায় জলচর জন্তুগণও পরম প্রীত হৃদয়ে ক্রীড়া করিতে করিতে ত্রিপথগামিনী গঙ্গার প্রবাহ সমভিব্যাহারে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

রামচন্দ্র! এইরূপে রাজর্ষি ভগীরথ যে পথে গমন করিতে লাগিলেন, সর্ব্বলোক-নমস্কৃতা সর্ব্ব-পাপ-বিনাশিনী যশস্বিনী গঙ্গাও সেই পথে চলিলেন। 'এক স্থানে অদ্ভুতকর্ম্মা মহাত্মা জহ্নু * যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন, বেগবতী গঙ্গা ভগ্ন-মনোরথা হইয়া তাঁহার যজ্ঞবাট প্লাবিত করিয়া দিলেন। রাজর্ষি জহ্নু গঙ্গার অবলেপ দেখিয়া রোষাবিষ্ট হইলেন; এবং অদ্ভুত যোগবলে তাঁহার সমুদায় সলিল পান করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও মহর্ষিগণ সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পুরুষোত্তম মহাত্মা জহ্নুর পূজা ও স্তব করিতে লাগিলেন; এবং যাহাতে গঙ্গার অন্তর্নিহিত পতিভাব বিদূরিত হয়, সেই অভিপ্রায়ে তাঁহাকে জহ্নুর কন্যা-স্থানীয় করিলেন। তখন মহাতেজা প্রভাবশালী জহ্নু শ্রবণযুগল দ্বারা গঙ্গাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। গঙ্গা এই অবধিই জহ্নুসুতা ও জাহ্নবী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

* ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত আছে, 'চন্দ্রবংশীয় রাজা সুহোত্র হইতে কেশিনীর গর্ভে জহ্নুর জন্ম হইয়াছিল। এই জহ্নু, সমুদায় মহাসত্র ও সমুদায় মহামখের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। গঙ্গা পতি-কামনায় ইঁহার নিকট অভিসারিণী হইয়াছিলেন। পরন্তু জহ্নু গঙ্গার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন গঙ্গা ভগ্ন-মনোরথা হইয়া তাঁহার যাগমণ্ডপ ভাসাইয়া দিলেন। সুহোত্র-নন্দন রাজা জহ্নু যখন দেখিলেন যে, তাঁহার সমুদায় যজ্ঞবাট গঙ্গাস্রোতে প্লাবিত হইয়াছে, তখন তিনি গঙ্গার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, গঙ্গে! তোমার যেরূপ অহঙ্কার, সদ্যই তাহার অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে। এই আমি তোমার সমুদায় জল পান করিয়া তোমাকে বিফল-প্রযত্ন করিতেছি। পরে মহর্ষিগণ যখন দেখিলেন, রাজর্ষি জহ্নু যোগবলে আপনাকে বিষ্ণু হইতে অভিন্ন করিয়া মহাভাগা গঙ্গাকে পান করিয়াছেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে তাঁহার কন্যা করিয়া দিলেন।' বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি অন্যান্য পুরাণে এবং হরিবংশেও এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

অনন্তর সরিদ্বরা জাহ্নবী পুনর্ব্বার ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন; এবং ভগীরথ-পথানুবর্ত্তিনী হইয়া ক্রমশ সাগরে উপনীত হইলেন। পরে যখন ভগীরথ সগর-তনয়গণ-কৃত খাত দিয়া ভূমিতলে প্রবেশ করিলেন, তখন ভাগীরথীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই স্থলে প্রবিষ্টা হইলেন।

মহাপ্রভাবশালী ভগীরথ পতিত-পাবনী গঙ্গাকে রসাতলে লইয়া গিয়া সেই জলে ভস্মীভূত 'সমুদায় প্রপিতামহগণের তর্পণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সগর-তনয়গণ পতিত-পাবনী ভাগীরথীর সলিলে প্লাবিত হইয়া দিব্যমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক প্রমুদিত-হৃদয়ে দেবলোকে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবগণ সমবেত ব্রহ্মা যখন দেখিলেন যে, ভস্মীভূত সগর-তনয়গণ মহাত্মা ভগীরথের তপোবলে গঙ্গা-সলিলে প্লাবিত ও দেবলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন; তখন তিনি ভগীরথকে কহিলেন, পুরুষোত্তম! এক্ষণে তোমা হইতে তোমার পূর্ব্ব-পিতামহ ষষ্টি সহস্র সগর-তনয়ের উদ্ধার হইল। অধুনা এই অক্ষয় মহোদধি, মহীপতি সগরের নামানুসারেই সাগর নামে বিখ্যাত হইবে। এই শাশ্বত সাগর যতকাল ভূলোকে থাকিবে, ততকাল মহাত্মা সগর, পুত্রগণের সহিত দেবলোকে বাস করিবেন। রাজন! এই গঙ্গা তোমার দুহিতা হইলেন; ইনি তোমার নামানুসারে ভাগীরথী বলিয়া ত্রিলোকে বিখ্যাত থাকিবেন। এই ভাগীরথী পৃথিবীতে গমন করিয়াছেন বলিয়া গঙ্গা নামেও বিখ্যাতা হইবেন।

মহাভাগ! এই সরিদ্বরা গঙ্গা ত্রিলোক প্লাবিত করিয়াছেন ও ত্রিপথে গমন করিয়াছেন বলিয়া দেবর্ষিগণ ইহাঁর ত্রিপথগা ও ত্রিপথা, এই নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি গো অর্থাৎ পৃথিবীতে গমন করিয়াছেন বলিয়া ইহাঁর দ্বিতীয় নাম গঙ্গা, এবং তোমার সন্তোষের নিমিত্ত তোমার কন্যা হইলেন বলিয়া ইহাঁর তৃতীয় নাম ভাগীরথী হইল। শুভব্রত! এই মহানদী গঙ্গা যতকাল পর্য্যন্ত ভূতলে অবস্থান করিবেন, ততকাল পর্য্যন্ত তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি লোকমধ্যে প্রচারিত থাকিবে।

রাজন! তুমি এই গঙ্গা-সলিলে তোমার প্রপিতামহগণের তর্পণাদি করিতেছ, কর; তোমার প্রতিজ্ঞা পালন হউক। ভূপতে! তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ পরম ধার্ম্মিক, সাধু ও মহাযশস্বী ছিলেন। তাঁহারা কৃত-প্রযত্ন হইয়াও এবিষয়ে পূর্ণ-মনোরথ হইতে পারেন নাই। বৎস! অপ্রতিম-তেজঃ-সুম্পন্ন অংশুমান সবিশেষ অধ্যবসায় সহকারে গঙ্গানয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তোমার পিতা রাজর্ষি দিলীপ মহর্ষি-সম-তেজঃ-সম্পন্ন, অশেষ-গুণ-বিভূষিত, অসামান্য-তপঃপ্রভাব-শালী, ক্ষত্র-ধর্ম্ম-পরায়ণ, মহাতেজস্বী ও অলোক-সামান্য-অধ্যবসায়-সম্পন্ন হইয়াও গঙ্গাকে আনয়ন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। পুরুষসিংহ! তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ যে প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়াই কাল-কবলে পতিত হইয়াছেন, এক্ষণে তুমি সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছ। দৃঢ়ব্রত! অধুনা তুমি ত্রিলোকমধ্যে অনন্য-সাধারণ পরম যশ উপার্জ্জন করিলে।

অমলাত্মন! তোমা হইতে এই গঙ্গাবতরণ হইল; এই কার্য্য নিবন্ধন তুমি পরম-ধার্ম্মিকদিগের প্রধান স্থান ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে। পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই পবিত্র গঙ্গা-সলিলে স্নান করিবার কালাকাল বিচার নাই; এক্ষণে তুমি ইহাতে স্নান পূর্ব্বক শুচি হইয়া পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চয় কর। তুমি পরম সুখে এই গঙ্গা-সলিলে প্রপিতামহগণের ও অন্যান্য পূর্ব্বপুরুষদিগের উদক-ক্রিয়া সমাধান কর। পুরুষোত্তম! তোমার মঙ্গল হউক, আমি এক্ষণে ব্রহ্মলোকে চলিলাম।

অরিন্দম! ভগবান পিতামহ ভগীরথকে এইরূপ বলিয়া দেবগণের সহিত অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। মহাযশা রাজর্ষি ভগীরথও যথাক্রমে যথাবিধানে সমুদায় পূর্ব্বপুরুষদিগের তর্পণ করিয়া পুনর্ব্বার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন।

রঘুনন্দন! এইরূপে মহারাজ মহারথ ভগীরথ সিদ্ধ-মনোরথ হইয়া নিরুদ্বিগ্ন হৃদয়ে রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না; সমুদায় লোকই শোক-রহিত, ব্যথা-বিরহিত ও পূর্ণকাম হইল।

দাশরথে! এই আমি তোমার নিকট পরমপবিত্র গঙ্গাবতরণ-বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিলাম। তুমি সুখী হও; তোমার মঙ্গল হউক; এক্ষণে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত।

কাকুৎস্থ! যে ব্যক্তি এই ধন্য, যশস্য, আয়ুষ্য, পুণ্য ও স্বর্গ্য উপাখ্যান ব্রাহ্মণগণকে, ক্ষত্রিয়গণকে অথবা অন্যান্য জাতীয় জনগণকে শ্রবণ করাইবেন, তাঁহার পিতৃগণ ও দেবগণ পরম প্রীত হইবেন। দাশরথে! যিনি এই শুভ গঙ্গাবতরণ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবেন, তাঁহার সমুদায় কামনা পূর্ণ হইবে; তিনি সর্ব্ব-পাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া চিরজীবী ও কীর্ত্তিশালী হইয়া থাকিবেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

অমৃতোৎপত্তি।

দশরথ-তনয় রাম বিশ্বামিত্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, মহর্ষে! আপনি গঙ্গাবতরণ বিষয়ে ও সাগর-পূরণ বিষয়ে যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলেন, তাহা অতীব অদ্ভুত। এই পাপ-ভয়াপহ উপাখ্যান চিন্তা করিতে করিতে অদ্যকার পুণ্য রজনী আমাদের পক্ষে ক্ষণকালের ন্যায় বোধ হইবে।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র-কথিত সেই অদ্ভুত-উপাখ্যান-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলেন; সুপবিত্রা যামিনীও সুপ্রভাতা হইল।

নির্ম্মল প্রাতঃকাল হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিলেন। তখন রাম তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! পুণ্যতমা বিভাবরী প্রভাতা হইয়াছে; আমরা শ্রোতব্য পরম উপাখ্যানও শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে চলুন, সরিদ্বরা পুণ্য-সলিলা ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গা পার হইতে হইবে। আমার অনুমান হইতেছে, আপনি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়াই পরপারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত এই সুদৃঢ় সুবিস্তীর্ণ নৌকা উপস্থিত হইয়াছে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র অদ্ভুত-কর্ম্মা দাশরথির তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নৌকারোহণ পূর্ব্বক ভাগীরথী পার হইলেন। তাঁহারা জাহ্নবীর উত্তর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া কতকগুলি তপোনিরত ব্রত-পরায়ণ তাপস দেখিতে পাইলেন। দাশরথি ও মহর্ষি বিশ্বামিত্র, সেই সমুদায় ঋষিগণের যথাবিধানে পূজা করিয়া স্বর্গপুরী-সদৃশ দিব্য রমণীয় বিশালা নগরীতে গমন করিলেন। মেধাবী দাশরথি সেই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব নগরীতে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! এই বিশালা নগরীতে কোন্ বংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেছেন? ভগবন! আমি কৌতূহল-পরতন্ত্র হইয়াই তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি। মহাতপা বিশ্বামিত্র আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন দশরথ-তনয়ের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশালা নগরীর প্রাচীন বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন :—

রাম! পূর্ব্বকালে যখন দেবরাজ দেবগণ মধ্যে এই বিষয় কীর্ত্তন করেন, তখন আমি তাঁহার মুখে এই উপাখ্যান যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদনুসারে এক্ষণে এই দেশের সেই ইতিবৃত্ত যথাযথ রূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

দাশরথে! পূর্ব্বকালে সত্যযুগে দিতি-গর্ভ-সম্ভূত ও অদিতি-গর্ভ-সম্ভূত মহানুভব কশ্যপ-তনয়গণ পরস্পর-জিগীষু হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই উভয় পক্ষই মহাবল, মহাবীর্য্য ও স্ববীর্য্য-বল-দর্পিত ছিলেন। সুরগণ ও অসুরগণ পরস্পর মাতৃষস্রেয় ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

একদা দেবগণ ও দৈত্যগণ সমবেত হইয়া কিরূপে অজর ও অমর হইবেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ! বহু চিন্তার পর তাঁহারা কৃত-নিশ্চয় হইলেন যে, আমরা সকলে একত্র হইয়া অমৃত-লাভের নিমিত্ত ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করিব; নানা ওষধি সংগ্রহ পূর্ব্বক এই ক্ষীরোদ সাগরে নিক্ষেপ করিয়া মন্থন দ্বারা যে সার উৎপন্ন হইবে, তাহা আমরা সকলে মিলিয়া পান করিব; আমরা তাহা পান করিলে তেজস্বী, মহাবীর্য্য, মহাবল, দিব্য-কান্তি-সমন্বিত, অসাধারণ-লাবণ্য-সম্পন্ন, পীড়া-রহিত এবং চিরকাল অজর ও অমর হইয়া থাকিব, সন্দেহ নাই।

অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন সুরগণ ও অসুরগণ এইরূপ কৃত-নিশ্চয় হইয়া মন্দর গিরিকে মন্থান-দণ্ড কল্পনা পূর্ব্বক বাসুকিকে নেত্র (মন্থন-রজ্জু) করিয়া ক্ষীরোদ-সমুদ্র-মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর সহস্র বৎসর অতীত হইলে মন্থন-রজ্জু স্বরূপ বাসুকির ফণা সকল অতি-দারুণ বিষ বমন করিতে করিতে শিলা সকল দংশন করিতে লাগিল। পরে ঐ বাসুকি-কণ্ঠ শিলা হইতে ঘোর কালাগ্নি-সদৃশ হালাহল-নামক মহাবিষ সমুৎপন্ন হইল। এই হালাহল-প্রভাবে সুর, অসুর ও মনুষ্যগণ সমেত সমুদায় জগৎ দগ্ধ হইতে লাগিল।

তখন দেবগণ, দেবদেব মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন; এবং স্তুতি পূর্ব্বক কহিলেন, পশুপতে! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমাদিগকে রক্ষা করুন। দেবদেবেশ্বর প্রভু শঙ্খ-চক্র-ধর হরি দেবগণকে ঈদৃশ-ভাবাপন্ন দেখিয়া সেই স্থলে আবির্ভূত হইলেন। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া শূলধারী রুদ্রকে কহিলেন, দেবদেব! আপনি সমুদায় দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; এক্ষণে দেবগণ সমুদ্র-মন্থন করিতেছেন; এই সমুদ্র-মন্থনে সর্ব্বপ্রথমে যাহা উত্থিত হইল, তাহা আপনকারই প্রাপ্য। প্রভো! অতএব আপনি এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আপনকার সর্ব্বাগ্র-পূজা-স্বরূপ এই মহাবিষ আপনিই গ্রহণ করুন।

সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু এই কথা বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। ভূত-ভাবন ভূতনাথ দেবগণকে তাদৃশ ভয়-বিহ্বল দেখিয়া বিষ্ণুর বাক্যানুসারে সেই হালাহল নামক বিষম বিষ অমৃতের ন্যায় পান করিয়া ফেলিলেন। পরে সেই ভগবান পশুপতি দেবগণকে বিদায় দিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

রঘুনন্দন! অনন্তর সুরগণ ও অসুরগণ মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। মন্থানদণ্ড মন্দরাচল পাতালতলে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ ভগবান মধুসূদনের স্তব করিতে লাগিলেন যে, মহাবাহো! আপনি সর্ব্বভূতের,

বিশেষত দেবগণের একমাত্র গতি ; আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন ; এই পর্ব্বত যাহাতে রসাতল হইতে উদ্ধৃত হয়, তাহার উপায় বিধান করুন।

নিখিল-লোকাত্মা পুরুষোত্তম বিষ্ণু দেবগণের তাদৃশ স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া কমঠ-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পৃষ্ঠে পর্ব্বত লইয়া মহোদধি-গর্ভে শয়ন করিলেন। পরে তিনি অন্য মূর্ত্তিতে হস্ত দ্বারা পর্ব্বতের অগ্রভাগ অবলম্বন করিয়াও দেবগণের মধ্যে থাকিয়া মন্থন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর পুনর্ব্বার সাগর মন্থন করিতে করিতে নিরুপম-রূপবতী সর্ব্বাবয়ব-সুন্দরী ষষ্টিকোটি বরাঙ্গনা উত্থিত হইল। ইহারা অপ্ (জল) হইতে সমুত্থিত হইয়াছে বলিয়া অপ্সরা, এই নামে বিখ্যাত হইয়াছে। রাম! ইহাদের সকলেরই দিব্য শরীর, দিব্য রূপ, দিব্য আভরণ ও দিব্য বসন শোভা পাইতেছিল ; ইহারা সকলেই অপরূপ-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না, যৌবন-শালিনী ও মাধুর্য্য-গুণ-বিভূষিতা ছিল। ইহাদের অসামান্য লাবণ্য দর্শনে সকলেরই মন মোহিত হইল। ইহাদের সমভিব্যাহারে অসংখ্য পরিচারিকাও ছিল। দাশরথে! দেবগণ বা দৈত্যগণ কোন পক্ষই ইহাদের পরিগ্রহ স্বীকার করিলেন না ; এই নিমিত্ত ইহারা বারনারী ও সাধারণ-স্ত্রী শব্দে কথিত হইয়া থাকে।

অনন্তর মথ্যমান সমুদ্র হইতে বরুণ-তনয়া বারুণী দেবী উৎপন্না হইলেন। এই সুরাদেবী উৎপন্না হইবামাত্র দেব বা দানব কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ! দৈত্যগণ বরুণ-তনয়া সুরাকে গ্রহণ করিলেন না ; অদিতি-তনয়গণ প্রীত হৃদয়ে তাঁহার পরিগ্রহ স্বীকার করিলেন। দেবগণ সুরা পরিগ্রহ করিয়া সুর নামে বিখ্যাত এবং দৈত্যগণ সুরা প্রতিগ্রহ না করিয়া অসুর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

অনন্তর পুনর্ব্বার সমুদ্র-মন্থন হইতেছে, এমন সময় উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব এবং কৌস্তুভ নামে মণি-রত্ন সমুত্থিত হইল। তৎপরে দেব-দানবগণের প্রার্থনীয় অমৃতের উৎপত্তি হইল। এই সময় ধন্বন্তরিও উৎপন্ন হইয়াছিলেন ; বৈদ্যরাজ ধন্বন্তরির হস্তেই অমৃত-পূর্ণ কমণ্ডলু ছিল।

ধন্বন্তরির উৎপত্তির পর সকলের বিষাদ-জনক বিষ উৎপন্ন হইল। নাগগণ জ্বলন ও আদিত্য-সদৃশ এই তীক্ষ্ণ বিষ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর অমৃতের নিমিত্ত মহাবল দেবগণ ও দানবগণের পরস্পর ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল ; এই সংগ্রামে অনেকেই কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছিলেন।

সেই মহাযুদ্ধে মহাবল অসুরগণ ও রাক্ষসগণ এক পক্ষ, এবং অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন দেবগণ এক পক্ষ হইয়া ত্রৈলোক্য-সম্মোহন মহাঘোর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুসংখ্য সুরাসুর ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে মহামতি বিষ্ণু মায়াময়ী মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহসা অমৃত হরণ করিলেন। এই সময়ে যে সকল পুরুষ, পুরুষোত্তম অব্যয় বিষ্ণুর অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিল, প্রভাব-

শালী বিষ্ণু তাহাদের সকলকেই সংগ্রামে বিমর্দ্দিত করিয়াছিলেন।

এই মহাঘোর দেবাসুর-সংগ্রামে সুরগণ অসুরগণকে বিনিপাতিত করিলেন। এইরূপে দেবরাজ পুরন্দর দিতি-নন্দনগণকে পরাজয় পূর্ব্বক সমুদায় দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ত্রিলোকের একাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। কণ্টক উদ্ধৃত হওয়াতে তাঁহার মানসিক দুঃখ বিদূরিত হইল; তৎকালে দেবগণের ও তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না; ঋষিগণ ও চারণগণ প্রভৃতি সকল লোকই প্রমুদিত-হৃদয় হইলেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

গর্ভ-ভেদ।

এইরূপে দেবগণ দিতি-নন্দনগণকে বিনাশ করিলে দিতি যার পর নাই দুঃখাভিভূতা হইলেন এবং ভর্ত্তা কশ্যপকে কহিলেন, ভগবন! ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ আমার পুত্র-দিগকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে সুদীর্ঘ তপস্যা দ্বারা আমি ঈদৃশ একটি পুত্র কামনা করিতেছি যে, সেই পুত্রের হস্তেই যেন দেব-রাজ ইন্দ্র নিহত হয়েন। এক্ষণে আমি তপ-স্যায় প্রবৃত্তা হইতে অভিলাষ করিতেছি; আপনি এরূপ গর্ভ আধান করুন যে, তাহাতে ইন্দ্র-সংহারক পুত্র উৎপন্ন হয়।

মরীচি-নন্দন মহাতেজা কশ্যপ দুঃখার্ত্ত-হৃদয়া দিতির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, শুভব্রতে! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই হইবে। অদ্যাবধি তুমি বিশুদ্ধাচার হইয়া থাক, তাহা হইলে তুমি মনোরথানুরূপ শক্র-সংহারক পুত্র প্রসব করিতে পারিবে। যদি তুমি সম্পূর্ণ এক সহস্র বৎসর বিশুদ্ধাচারে অবস্থান করিতে পার, তাহা হইলে আমার ঔরসে তোমার গর্ভে এরূপ এক পুত্র উৎপন্ন হইতে পারিবে যে, তদ্দারা ইন্দ্র-পরাজয় দূরে থাকুক, ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোকই পরাজিত হইবে। মহাতেজা মহর্ষি কশ্যপ এই বাক্য বলিয়া তাদৃশ-পুত্র-প্রতিবন্ধীভূত-দুরিতাপনয়নার্থ হস্ত দ্বারা অদিতির গাত্র সম্মার্জ্জন করিতে লাগি-লেন; অনন্তর তিনি "স্বস্তি" এই কথা বলিয়া তাঁহার গাত্রস্পর্শ পূর্ব্বক তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন।

রঘুনাথ! মহর্ষি কশ্যপ গর্ভাধান পূর্ব্বক তপস্যায় গমন করিলে দিতি যার পর নাই আনন্দিতা হইয়া জল-সঙ্কুল কুশপ্লব নামক তপোবনে গমন পূর্ব্বক দুশ্চর তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইলেন।

যে সময় দিতি তপস্যা করেন, সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক যার পর নাই বিনয়-নম্র ও তৎপর হইয়া স্বয়ং পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রযত্ন-সহকারে যথাসময়ে ফল মূল পুষ্প জল অগ্নি সমিৎ কুশ প্রভৃতি সমুদায় দ্রব্য আনয়ন করিয়া দিতেন। সময়ে সময়ে শ্রমাপ-নয়নের নিমিত্ত গাত্র সংবাহন করিয়া দিতেও ত্রুটি করিতেন না। এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্র

সর্ব্বতোভাবে গর্ভবতী দিতির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

রঘুনন্দন! এইরূপে দশোন-সহস্র বৎসর অতীত হইলে দিতি মহাবীর্য্য দেবরাজকে কহিলেন, বৎস! আমি তোমার প্রতি যার পর নাই প্রীতা হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক; আমার আর দশ বৎসর অবশিষ্ট আছে, এই দশ বৎসর পরে তুমি তোমার ভ্রাতাকে দেখিতে পাইবে। আমার এই পুত্র যাহাতে তোমার অনুগত থাকিয়া তোমারই নিমিত্ত সমুদায় লোক জয় করে, তাহা আমি করিব। তুমি সেই ভ্রাতার সহিত সৌভ্রাত্র ও সৌহার্দ্দ রক্ষা করিয়া চিরকাল রাজ্য ভোগ করিবে। দেবরাজ! আমি তোমার পিতার নিকট ত্রৈলোক্য-বিজয়ী পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলাম; তিনি বর দিয়াছেন যে, সহস্র বৎসর পরে তোমার মনোমত মহাবল মহাবীর্য্য পুত্র সমুৎপন্ন হইবে।

রাম! দেবী দিতি, দেবরাজকে এই কথা বলিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে দেবরাজ-সমক্ষেই বিশ্বস্ত হৃদয়ে নিদ্রাভিভূতা হইলেন। তিনি মস্তক-বিন্যাস-স্থানে চরণ এবং চরণস্থানে মস্তক বিন্যাস করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। [বিশেষত তিনি শয়ন-কালে পাদ-প্রক্ষালন করেন নাই।] ছিদ্রান্বেষী দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে অশুচি এবং বিপর্য্যস্ত ভাবে শয়ানা দেখিয়া আনন্দিত মনে হাস্য করিতে লাগিলেন। পরে তিনি দিতির শরীর-বিবরে প্রবেশ পূর্ব্বক শতপর্ব্ব (শতধার) বজ্র দ্বারা সেই গর্ভ ছেদন পূর্ব্বক সপ্ত খণ্ড করিলেন।

গর্ভস্থ বালক আর্ত্তস্বরে রোদন পূর্ব্বক বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। বল-নিসূদন ইন্দ্র বলদ্বারা পুনর্ব্বার সেই সপ্ত খণ্ডকে সপ্ত সপ্ত খণ্ডে ছেদন পূর্ব্বক ঊনপঞ্চাশৎ খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। বজ্রপাণি পুরন্দর এইরূপে গর্ভে প্রবেশ করিয়া গর্ভ ভেদ করিলে গর্ভস্থ বালক করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল। সেই রোদন-ধ্বনি শ্রবণে দিতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। ইন্দ্র গর্ভস্থ বালককে রোদন করিতে দেখিয়া "মারোদী" (রোদন করিও না) এই বলিয়া পুনর্ব্বার বজ্র প্রহারে উদ্যত হইলেন; তদ্-দর্শনে দেবী দিতি সসম্ভ্রমে কহিলেন, মঘবন! বিনাশ করিও না, বিনাশ করিও না। শক্র মাতৃবাক্যের গৌরব-রক্ষার্থ গর্ভ হইতে বিনি-র্গত হইলেন এবং সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেবি! আপনি চরণ-স্থানে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক অশুচি হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন; আমি সেই ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া আমার সংহারার্থ আহিত এই গর্ভ বিনষ্ট করিলাম। আপনি এক্ষণে কৃপা করিয়া আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

প্রপ্রতি-সমাগম।

দুর্দ্ধর্ষ দেবরাজ এইরূপে গর্ভ ঊনপঞ্চাশৎ খণ্ড করিয়া ফেলিলে দেবী দিতি যার পর নাই দুঃখিতা হইয়া কহিলেন, পুরন্দর! আমার অনিয়ম ও অপরাধ বশতই এই গর্ভ

বহুধা বিদলীকৃত হইয়াছে। তুমি আত্ম-হিতৈষী হইয়াই ঈদৃশ কার্য্য করিয়াছ; এ বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র অপরাধ দেখিতেছি না।

দেবেন্দ্র! যদিও তুমি এরূপ কার্য্য করিয়াছ, তথাপি এক্ষণে আমার একটি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন কর। এই ঊনপঞ্চাশৎ খণ্ডে বিভক্ত গর্ভ ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ নামে বিখ্যাত হউক। ইহার মধ্যে সপ্তসংখ্য মরুৎ তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সপ্তসংখ্য বাতস্কন্ধে বিচরণ করিবে। এই মরুদ্গণের সাহায্যে তুমি শত্রু সংহার পূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিজয়ী হইতে পারিবে। অবশিষ্ট মরুদ্গণের মধ্যে কতকগুলি ব্রহ্মলোকে, কতকগুলি ইন্দ্রলোকে, কতকগুলি দিক্‌সমূহে তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া বিচরণ করিবে। পুরন্দর! এই মরুদ্গণ সকলেই অমৃত পান পূর্ব্বক দিব্য-মূর্ত্তিধারী হইয়া তোমারই আজ্ঞাপালক অনুচর-স্বরূপ হইয়া থাকিবে। শতক্রতো! আমি যাহা বলিতেছি, তাহা পালন কর।

দাশরথে! অসীম-শক্তি-সম্পন্ন শতক্রতু, দিতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং কহিলেন, মাত! আপনি যে নাম-করণ করিলেন, তদনুসারে আপনকার পুত্রগণ "মরুৎ" এই নামেই বিখ্যাত হইয়া আমার আজ্ঞানুসারে দিব্যরূপধারী হইবে। আপনি আমার প্রতি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তৎসমুদায় আমি সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিব। আপনকার এই পুত্রগণ আমার সহিত অমৃত পান করিয়া আধি-ব্যাধি-পরিশূন্য হইবে ও নির্ভয় হৃদয়ে ত্রিলোকে বিচরণ করিতে থাকিবে। আপনি এক্ষণে শঙ্কা পরিত্যাগ করুন; আপনকার মঙ্গল হইবে; আমি আপনকার আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিব; আপনি যাহা যাহা বলিলেন, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা হইবে না।

রঘুনাথ! আমরা শুনিয়াছি, দিতি ও বাসব উভয়ে পরস্পর এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া দেবলোকে গমন করিলেন।

দাশরথে! পূর্ব্বে মহেন্দ্র এই দেশে এই স্থানে থাকিয়া তপঃপরায়ণা দিতির পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

রঘুনন্দন! পূর্ব্বকালে এই স্থানে অলম্বুষার গর্ভে রাজর্ষি ইক্ষ্বাকুর পরম ধার্ম্মিক এক পুত্র হইয়াছিল; সেই পুত্রের নাম বিশাল। রাম! রাজর্ষি বিশাল এই সুশোভনা বিশালা নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাজর্ষি বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র; মহারাজ হেমচন্দ্রের পুত্র সুচন্দ্র; মহাযশা সুচন্দ্রের পুত্র ধূম্রাশ্ব; সর্ব্বত্র বিখ্যাত ধূম্রাশ্বের পুত্র সৃঞ্জয়; সৃঞ্জয়ের পুত্র স্বর্ণষ্ঠীবী (সহদেব); স্বর্ণষ্ঠীবীর পুত্র কুশাশ্ব; কুশাশ্বের পুত্র মহাতেজা সোমদত্ত; সোমদত্তের পুত্র জনমেজয়; জনমেজয়ের পুত্র ধর্ম্মাত্মা প্রমতি। নরসিংহ! এই মহাবল প্রমতিই এক্ষণে বিশালা নগরী পালন করিতেছেন।

রাম! এই বিশালা নগরী-স্থিত ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণ সকলেই সর্ব্বত্র বিখ্যাত, দীর্ঘায়ু, মহাত্মা, মহাবল ও মহাবীর্য্য। রাম!

অদ্য আমরা এখানে পরম সুখে রাত্রিকাল অতিবাহিত করিব; কল্য প্রাতঃকালে জনক রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব, সন্দেহ নাই।

অনন্তর মহারাজ প্রমতি যখন শুনিতে পাইলেন যে, মহাত্মা বিশ্বামিত্র তাঁহার রাজ্যমধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন; তখন তিনি উপাধ্যায়গণের সহিত একত্র হইয়া প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্য আসন প্রদান দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে অনাময় প্রশ্ন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আমি পরম প্রীত হইলাম; যার পর নাই অনুগৃহীতও হইলাম। অদ্য আপনি আমার রাজ্যমধ্যে পদার্পণ করিয়াছেন; অদ্য আপনি আমার দর্শন-পথের অতিথি হইয়াছেন; সুতরাং আমার ন্যায় ধন্যতর পৃথিবীতে আর কেহই নাই। ব্রহ্মন! অদ্য আমি আপনাকে অভ্যাগত ও কুশলী দেখিলাম; অদ্য আমার জন্ম সফল হইল; মনোরথও পূর্ণ হইল।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

ইন্দ্র ও অহল্যার প্রতি শাপ।

এইরূপে পরস্পর নানাপ্রকার কুশল প্রশ্ন হইলে প্রমতি কথাপ্রসঙ্গে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন! দেবরূপী এই দুইটি বালক কে? কাহার পুত্র? কোথা হইতেই বা আসিয়াছে? ইহারা কি নিমিত্ত আপনকার সহিত পরিভ্রমণ করিতেছে? ইহাদের নয়নদ্বয় কমলদলের ন্যায় বিশাল, গতি সিংহ ও ঋষভের ন্যায়, বিক্রম শার্দ্দূল ও বৃষভের ন্যায় এবং রূপ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায়। এই দুই বীর খড়্গ, তূণীর ও শরাসন ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই নবযৌবন-সম্পন্ন বালকদ্বয়কে দেখিলে বোধ হয়, যেন দেবতাদ্বয় দেবলোক হইতে যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে আগমন করিয়াছেন।

এই সুকুমার কুমারদ্বয় কি নিমিত্ত পদব্রজে এখানে আসিয়াছে? মহর্ষে! ইহারা কাহার পুত্র? দিবাকর ও নিশাকর যেমন অম্বরতল সুশোভিত করেন, সেইরূপ এই দুইটি বালকও এই দেশ বিভূষিত করিতেছে। ইহারা আকৃতি; শরীর-পরিমাণ, চেষ্টা ও ইঙ্গিত দ্বারা পরস্পর পরস্পরের সৌসাদৃশ্য লাভ করিতেছে। ইহারা অপূর্ব্ব বসন পরিধান করিয়া রহিয়াছে। মহর্ষে! এই দুইটি বালক কে? তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রমতির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সিদ্ধাশ্রমের বিবরণ, রাক্ষস-বধ প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। প্রমতিও মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মুখে সমুদায় বিবরণ শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। মহারাজ দশরথের তনয়দ্বয় তাঁহার ভবনে অভ্যাগত হইয়াছেন দেখিয়া তিনি প্রহৃষ্ট হৃদয়ে সম্মানাতিশয় সহকারে তাঁহাদের উভয়ের যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন।

রাম ও লক্ষ্মণ ভূপতি প্রমতি কর্ত্তৃক সুসৎকৃত হইয়া এক রাত্রি সেই স্থানে

অবস্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকালে মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিয়দ্দূর গমনের পর মুনিগণ দূর হইতেই রাজর্ষি জনকের পরম রমণীয় অপূর্ব্ব পুরী অবলোকন করিয়া প্রীত হৃদয়ে ভূয়োভূয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দশরথ-তনয় রাম মিথিলার উপবনে একটি আশ্রম দর্শন করিয়া তপোধন বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! সম্মুখে যে একটি বন দেখিতেছি, ইহা কিজন্য জনশূন্য রহিয়াছে? ইহা অতীব শোভা-সম্পন্ন ও অবিরল-চ্ছায়া-সমন্বিত; এখানে কোন তাপসকেই দেখিতে পাইতেছি না। ভগবন! পূর্ব্বে ইহা কাহার আশ্রম ছিল?

তপোনিধি বিশ্বামিত্র কমললোচন রামের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর বচনে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! ইহা পূর্ব্বে যে মহর্ষির আশ্রম ছিল ও যে মহাত্মার কোপে ইহা অভিশপ্ত ও জনশূন্য হইয়া রহিয়াছে, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

রঘুনন্দন! পূর্ব্বকালে এই স্থানে মহর্ষি গৌতমের ফল-পুষ্প-সমন্বিত তরুরাজি-বিরাজিত সুপবিত্র আশ্রম ছিল। তিনি অহল্যার সহিত একত্র হইয়া এই আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক বহু বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। পঞ্চশর-শরে অভিভূত দেবরাজ একদা সুযোগ পাইয়া মহর্ষি গৌতমের বেশ ধারণ পূর্ব্বক অহল্যাকে কহিলেন, সুমধ্যমে! যদিও ঋতুকাল প্রতীক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, তথাপি আমি এক্ষণে কালবিলম্ব করিতে সমর্থ হইতেছি না। বিপুল-নিতম্বে! আমি ত্বরায় তোমার সহিত সঙ্গম ইচ্ছা করিতেছি।

রঘুনাথ! দুর্ব্বুদ্ধি অহল্যা মুনিবেশধারী দেবরাজকে চিনিতে পারিয়াও তাঁহার সহিত সম্ভোগ-লালসায় তাঁহার তাদৃশ অনুচিত প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন।

অনন্তর অহল্যা পূর্ণ-মনোরথ দেবরাজকে কহিলেন, সুরপতে! তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে; এক্ষণে তুমি অলক্ষিত রূপে এই আশ্রম হইতে ত্বরায় প্রস্থান কর। দেবরাজ! তুমি আপনাকে ও আমাকে লোকাপবাদ হইতে রক্ষা করিবে। মানদ! যাহাতে এ বিষয় প্রকাশ না হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইবে।

অনন্তর ইন্দ্র সহাস্য মুখে অহল্যাকে কহিলেন, সুন্দরি! আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমি চলিলাম। দাশরথে! দেবরাজ অহল্যাকে এই কথা বলিয়া মহর্ষি গৌতমের আগমনাশঙ্কায় সসম্ভ্রমে সত্বর গমনে উটজ হইতে বহির্গত হইতেছেন, ঈদৃশ সময়ে দীপ্ততেজা মহর্ষি গৌতম সহসা আগমন করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন। এই তপোধন তপোবলে ও বীর্য্যবলে দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ; তিনি সমিৎ ও কুশ আনয়ন করিতেছিলেন; আজ্য-স্নিগ্ধ হুতাশনের ন্যায় তিনি পুণ্যতীর্থ-সলিলে আর্দ্র-শরীর ছিলেন।

দেবরাজ মহর্ষিকে দেখিবামাত্র ত্রস্ত ও বিষণ্ণ-বদন হইলেন। সদ্‌বৃত্ত মহর্ষিও দুর্ব্বৃত্ত

দেবেন্দ্রকে মুনিবেশধারী দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, দুর্ম্মতে! তুমি আমার বেশ ধারণ করিয়া ঈদৃশ অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছ; এই অপরাধে তুমি এখনি বিফল (মুষ্ক-রহিত) হও।

দাশরথে! মহাত্মা মহর্ষি গৌতম ক্রোধভরে এইরূপ শাপ প্রদান করিবামাত্র শচীপতি পুরন্দরের বৃষণদ্বয় ভূতলে নিপতিত হইল। তৎকালে দেবরাজ মহর্ষির উগ্র তপোবলে ধর্ষিত, বিফলীকৃত ও হীনবীর্য্য হইয়া যার পর নাই ব্যথিত-হৃদয় হইলেন। পাপ ও মালিন্যে তাঁহার মন একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িল।

মহর্ষি গৌতম দেবরাজকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া অহল্যাকেও শাপ-বাক্যে কহিলেন, দুশ্চারিণি!—পাপীয়সি! তুমি বহু বৎসর পর্য্যন্ত এই আশ্রমে বায়ুভক্ষ্যা, নিরাহারা, ভস্ম-শায়িনী ও সকলের অদৃশ্যা হইয়া কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিবে। সুদুর্মেধে! যে সময় দশরথ-তনয় রাম এই ঘোর বনে আগমন করিবেন, সেই সময় তুমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিধূত-পাপা হইবে। তুমি লোভ-পরিশূন্য-হৃদয়ে সেই মহাত্মার অতিথি-সৎকার পূর্ব্বক প্রীত চিত্তে আমার নিকটে আগমন করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

মহাতেজা মহর্ষি গৌতম দুশ্চারিণী অহল্যাকে ঈদৃশ শাপ প্রদান করিয়া এই আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধচারণ-সেবিত হিমালয়-শিখরে গমন করিয়া দুশ্চর কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

পঞ্চাশ সর্গ।

অহল্যার শাপ-মোচন।

এইরূপে দেবরাজ বিফলীকৃত হইয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণকে এবং সিদ্ধগণ, ঋষিগণ ও চারণগণকে ত্রাস-বিলোল-লোচনে কহিলেন, আমি সুরকার্য্য সাধন করিবার অভিপ্রায়ে মহর্ষি গৌতমের ক্রোধ উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন করিয়াছি। পরন্তু আমার এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে; মহর্ষি শাপ প্রদান পূর্ব্বক আমাকে বিফল করিয়া দিয়াছেন। তিনি ক্রোধভরে অহল্যাকেও নিরাকৃত করিয়াছেন। এইরূপে আমার দ্বারা তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন হইয়াছে। আমি দেবকার্য্য করিতে গিয়া বিফলীকৃত হইয়াছি। এক্ষণে দেবগণ, ঋষিগণ ও চারণগণ! তোমরা সকলে মিলিয়া আমাকে সফল করিয়া দাও।

অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ দেবরাজের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপবর্ত্তী পিতৃগণকে কহিলেন, পিতৃগণ! এক্ষণে দেবরাজ বৃষণহীন হইয়াছেন; তোমরা এই সন্নিহিত মেষের বৃষণদ্বয় ছেদন করিয়া দেবরাজকে প্রদান কর। বৃষণ-হীন মেষ তোমাদেরও পরম প্রীতিকর হইবে; এবং তোমরা যে বৃষণ-হীন মেষ ভক্ষণ করিবে, তাহা অপেক্ষা উহার পক্ষেও আর সুমহৎ ফল কি আছে? যে সকল মনুষ্য তোমাদের প্রীতির নিমিত্ত অফল মেষ প্রদান করিবেন, তাঁহারা অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।

পিতৃগণ! সুরকার্য্য সাধনের নিমিত্ত আমাদের দেবরাজ বিফল হইয়া পড়িয়াছেন। অতএব এই মেষটির বৃষণদ্বয় ছেদন করিয়া ইহাঁকে প্রদান কর।

পিতৃগণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মেষের বৃষণদ্বয় ছেদন পূর্ব্বক পাকশাসনকে প্রদান করিলেন। রাম! এই অবধি কব্য-ভোজী পিতৃগণ সফল মেষ ভক্ষণ না করিয়া অফল মেষই ভক্ষণ করিয়া থাকেন। এই অবধিই দেবরাজ, অসামান্য-তেজঃ-সম্পন্ন গৌতমের প্রভাবে মেষবৃষণ হইয়াছেন। রাঘব! তুমি এক্ষণে এই গৌতমাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া শাপাভিভূতা মহাভাগা অহল্যাকে উদ্ধার কর।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সেই আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা তপঃ-প্রভাব-সমুজ্জ্বলা মহাভাগা অহল্যাকে সেই স্থানে দেখিতে পাইলেন। ইতিপূর্ব্বে দেবরাজ প্রভৃতি দেবগণও সেই আশ্রমে আসিলে তাঁহার দর্শন পাইতেন না। মহর্ষি গৌতমের শাপ-প্রভাবে যে পর্য্যন্ত রামের দর্শন লাভ না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত তিনি ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোকেরই দুর্নিরীক্ষ্যা হইয়াছিলেন। এক্ষণে শাপান্ত হওয়াতে তিনি রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহর্ষিগণের দৃষ্টিপথে আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহাদের বোধ হইল, যেন বিধাতা প্রযত্ন সহকারেই সেই মায়াময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

রাম ও লক্ষ্মণ, ধূমাবৃত প্রদীপ্ত অগ্নি-শিখার ন্যায়, তুষারাবৃত জলধর-পটল-সমাচ্ছাদিত চন্দ্র-প্রভার ন্যায়, সলিল-মধ্যগত প্রদীপ্ত সূর্য্য-প্রভার ন্যায় দুরাধর্ষা অহল্যাকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহার চরণ বন্দন করিলেন। পরে অহল্যা মহর্ষি গৌতমের বাক্য স্মরণ করিয়া প্রীত-হৃদয়ে পাদ্য অর্ঘ্য আসন প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণের যথাবিধি সৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও বিধানানুসারে সেই পূজা গ্রহণ করিলেন। তৎকালে আকাশ হইতে পুষ্প-বৃষ্টি আরম্ভ হইল; দেব-দুন্দুভি-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল; গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণের মহা-সমারোহ হইয়া উঠিল। দেবগণ সকলেই, উগ্রতপঃ-প্রভাব-নিবন্ধন রামের সমাগমে বিশুদ্ধাত্মা অহল্যাকে পুনঃপুন সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মহাতেজা মহাযশা মহর্ষি গৌতম দিব্য চক্ষু দ্বারা, রামচন্দ্র তাঁহার আশ্রমে আগমন করিয়াছেন দেখিয়া, বিধূত-পাপা অহল্যার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার অহল্যার সহিত সমবেত হইয়া তপঃ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

দশরথ-তনয় রামও মহর্ষি গৌতমের নিকট যথাবিধানে পূজা গ্রহণ করিয়া মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

একপঞ্চাশ সর্গ।

জনক-সমাগম।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অগ্রসর করিয়া উত্তর-পূর্ব্ব দিকে গমন পূর্ব্বক রাজর্ষি জনকের যজ্ঞবাট সন্দর্শন করিলেন। দাশরথি যজ্ঞভূমি দর্শন করিয়া মুনিশার্দ্দূল কৌশিককে কহিলেন, মহর্ষে! দেখুন, মহাত্মা জনকের কেমন যজ্ঞসমৃদ্ধি! এখানে বেদাধ্যয়ন-নিরত নানাদেশ-নিবাসী নানাদেশ-ভাষাভিজ্ঞ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইয়াছেন; স্থানে স্থানে ব্রহ্ম-রথ-সঙ্কুল ব্রাহ্মণাবাস সমূহ দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে আমাদিগের আবাসের নিমিত্ত আপনি একটি মনোমত স্থান নিরূপণ করুন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সলিল-সন্নিহিত একটি নির্জ্জন প্রদেশে বাসস্থান নিরূপণ করিলেন।

মিথিলাধিপতি জনক যখন শুনিলেন যে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র আগমন করিয়াছেন; তখন তিনি পাপ-স্পর্শ-পরিশূন্য পুরোহিত শতানন্দকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অন্যান্য ঋত্বিগ্‌গণের সহিত অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সত্বর গমনে বিনীত ভাবে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। পরে তিনি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রদান করিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র জনকের নিকট পূজা গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ-বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর তিনি পুরোহিত শতানন্দ এবং অন্যান্য মুনিগণকেও ন্যায়ানুসারে ও বিধানানুসারে যথাক্রমে কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজর্ষি জনক কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন! এই আসন প্রস্তুত, আপনি ইহাতে উপবেশন করুন। মহর্ষি কৌশিক, জনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। অন্যান্য মুনিগণ, পুরোহিত, রাজা ও মন্ত্রিগণ সকলেই ন্যায়ানুসারে চতুর্দ্দিকে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন।

তদনন্তর রাজা জনক বিশ্বামিত্রকে সুখাসীন দেখিয়া মন্ত্রিগণের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! অদ্য আপনকার চরণ সন্দর্শনে বোধ হইতেছে, যেন আমি অমৃত প্রাপ্ত হইলাম; অদ্য দেবগণ আমার যজ্ঞসমৃদ্ধি সফল করিলেন; আপনকার আগমনেই অদ্য আমি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইলাম। মহর্ষে! আপনি অনুগামী ঋষিগণের সহিত আমার যজ্ঞান্ত-স্নান অবলোকন করিবেন, ইহাতে আমি অনুগৃহীত হইলাম; ধন্যতর হইলাম। ব্রাহ্মণগণ বলেন, আর দ্বাদশ দিবসে আমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে। সেই সময় দেবগণ যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণের নিমিত্ত এই স্থানে উপস্থিত হইলে আপনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিবেন। আমার প্রতি প্রীতি-নিবন্ধন এই দ্বাদশ দিবস আপনি এই সমুদায় মুনিগণের সহিত এই স্থানে প্রসন্ন হৃদয়ে অবস্থান করুন। পশ্চাৎ পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক যথাস্থানে গমন করিবেন।

রাজর্ষি জনক পুনর্ব্বার কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বচনে কহিলেন, মহর্ষে! অগ্নি-কুমার-সদৃশ এই কুমারদ্বয় কাহার পুত্র? কি উদ্দেশেই বা এ স্থানে আসিয়াছে? ইহাদের বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত ও বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ; ইহারা খড়্গ, তূণীর ও শরাসন ধারণ করিয়া রহিয়াছে; কাকপক্ষ-ধারী এই দুইটি বালক অশ্বিনী-কুমারযুগলের ন্যায় নিরুপম-রূপ-সম্পন্ন। মহর্ষে! এই প্রিয়দর্শন কুমারদ্বয় কাহার পুত্র? চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন নভোমণ্ডল বিভূষিত করেন, সেইরূপ এই বালকদ্বয় এই দেশ সুশোভিত করিতেছে। দেবতার ন্যায় পরম সুন্দর এই কুমারদ্বয় এতাদৃশ সুকুমার হইয়াও কি নিমিত্ত পথশ্রম স্বীকার করিয়াছে? মহর্ষে! এই বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার যার পর নাই কৌতূহল জন্মিয়াছে।

তপোধন কৌশিক, মহাত্মা জনকের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এই দুইটি বালক মহারাজ দশরথের পুত্র। অনন্তর কৌশিক, রাক্ষস-সঙ্কুল পথে অশঙ্কিত হৃদয়ে রামের আগমন, রাক্ষস-বধ, সিদ্ধাশ্রমে বাস, বিশালা-নগরী-দর্শন, অহল্যার শাপ-বিমোচন, এই সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া পরিশেষে কহিলেন, এক্ষণে এই দাশরথি রাম আপনকার শরাসন পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন।

মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের নিকট এই সমুদায় বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া বিরত হইলেন।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

শতানন্দ-বাক্য।

মহর্ষি গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র তপঃ-প্রভাব-সম্পন্ন শতানন্দ, বিশ্বামিত্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক লোমাঞ্চিত-কলেবর ও বিস্ময়াভিভূত হৃদয়ে ভক্তি সহকারে রামকে সন্দর্শন করিলেন। তিনি তুল্যরূপ তুল্যাকৃতি রাম ও লক্ষ্মণকে সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া তপোধন বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি ত এই মহাত্মা রাজকুমার রামকে আমার যশস্বিনী জননী দর্শন করাইয়াছেন? আমার মাতা অহল্যা বহুকাল যার পর নাই দুঃখিতহৃদয়ে অবস্থান করিতেছিলেন; তিনি ত সৎকারার্হ মহাত্মা রামকে দেখিয়া যথাযোগ্য সৎকার করিয়াছেন? ধীমন! পূর্ব্বকালে আমার জননী সম্বন্ধে যে যে ঘটনা হইয়াছিল এবং দেবরাজ আসিয়া যেরূপ অসদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা ত রামের নিকট বর্ণন করা হইয়াছে?

কুশিক-নন্দন! আমার জননী আমার পিতার শাপাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছিলেন; এক্ষণে রামচন্দ্রের দর্শনে তিনি পাপ-বিনির্মুক্তা হইয়া ত আমার পিতার সহিত পুনর্ব্বার সঙ্গতা হইয়াছেন? তপোনিধান! আমার পিতা মহর্ষি গৌতম আসিয়া, সুদীর্ঘ কাল কঠোর তপস্যা দ্বারা পবিত্র-কলেবরা আমার মাতাকে ত প্রীত হৃদয়ে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন? ব্রহ্মন! আপনি মহাতেজা [illegible];

আপনি ত আমার মহাত্মা পিতা কর্ত্তৃক যথা-যোগ্য পূজিত হইয়া এখানে আসিয়াছেন?

বাক্য-বিশারদ মহাযশা বিশ্বামিত্র, শতানন্দের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন! আপনি যাহা যাহা বলিলেন, তাহার কিছুই অতিক্রম করি নাই; আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায়ই করিয়াছি। ভার্গবের সহিত রেণুকার ন্যায়, মহর্ষি গৌতমের সহিত তপস্বিনী অহল্যাও সঙ্গতা হইয়াছেন।

মহর্ষি শতানন্দ ধীমান বিশ্বামিত্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমধুর বচনে রামকে কহিলেন, রঘুনাথ! তুমি ত কুশলে আছ? আমার ভাগ্যক্রমেই তুমি সর্ব্ব-জন-পূজিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে পুরোবর্ত্তী করিয়া এখানে আগমন করিয়াছ। তোমার পরমগুরু মহাতেজা অমিতপ্রভ এই বিশ্বামিত্র পরম ধার্ম্মিক ও অচিন্তনীয়-ক্ষমতাশালী। দাশরথে! এই তপোনিধি বিশ্বামিত্র নিরন্তর তোমার হিতকামনা করিতেছেন, সুতরাং অবনীমণ্ডলে তোমা অপেক্ষা ধন্যতর আর কে আছে! এই মহাত্মা কৌশিকের যতদূর বীর্য্য, যতদূর প্রভাব, যতদূর অধ্যবসায়, যতদূর যশ, আমি তদ্বিষয়ক আনুপূর্ব্বিক পুরাবৃত্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে এই বিশ্বামিত্র সুদীর্ঘ কাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ইনি শত্রু-সংহারকারী, ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, ক্রিয়াবান ও প্রজাপালনে তৎপর ছিলেন। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার পুত্র কুশনামে এক মহীপতি ছিলেন। কুশের পুত্র সুধার্ম্মিক বলবান কুশনাভ, কুশনাভের পুত্র মহামতি গাধি, এই মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই গাধির পুত্র। ধর্ম্মাত্মা রাজা বিশ্বামিত্র বহু সহস্র বৎসর পৃথিবী পালন পূর্ব্বক রাজত্ব ভোগ করিয়াছিলেন।

একদা এই মহাতেজা বিশ্বামিত্র, অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মহাযশা গাধিনন্দন, পর্ব্বত অরণ্য নগর সরিৎ গ্রাম প্রভৃতি নানা স্থান বিচরণ করিতে করিতে ক্রমে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

এই অপূর্ব্ব আশ্রম বহুবিধ বৃক্ষ সমূহে সুশোভিত ছিল; ইহার মধ্যে নানাবিধ মৃগগণ বিচরণ করিত; দেবগণ, দানবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ এই আশ্রমের শোভা সম্পাদন করিত। এই আশ্রমের মৃগগণ সর্ব্বদাই প্রশান্ত মূর্ত্তিতে থাকিত। এখানে নানাপ্রকার পক্ষিগণ বিচরণ করিয়া বেড়াইত। তপশ্চরণ-সংসিদ্ধ হুত-হুতাশন-কল্প মহাত্মা ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ এবং ব্রহ্মাকল্প মহাব্রত মহাত্মা মহর্ষিগণ নিরন্তর এই আশ্রমে অবস্থান করিতেন। তাঁহারা সকলেই শান্ত, দান্ত, জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেবলমাত্র অম্বু পান করিয়া থাকিতেন; কেহ কেহ শীর্ণ পর্ণ ভক্ষণ করিতেন; কেহ কেহ ফল মূল ভক্ষণ করিয়া থাকিতেন; কেহ কেহ বা কেবল বায়ু ভক্ষণ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রক্ষালন (ধৌতিযোগী), কেহ কেহ অশ্মকুট্ট, এবং কেহ কেহ বা দন্তোলূখল ছিলেন। বালখিল্য-নামক জপ-হোম-পরায়ণ মহর্ষিগণও এই আশ্রমে অবস্থিতি করিতেন।

সর্ব্ববিজয়ী মহানুভব মহারাজ বিশ্বামিত্র, দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের ন্যায় পরম-রমণীয় এই বাশিষ্ঠ আশ্রম অবলোকন করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

শতানন্দ-বাক্য।

মহাবল মহাবীর বিশ্বামিত্র, তপঃপরায়ণ মহর্ষি বশিষ্ঠকে দর্শন করিয়া পরমপ্রীত হৃদয়ে বিনয় সহকারে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান থাকিলেন। মহাত্মা বশিষ্ঠও মহীপতিকে আগমন করিতে দেখিয়া যথা-বিহিত সম্মান প্রদর্শন ও অনাময় প্রশ্ন পূর্ব্বক উড়ুম্বর-কাষ্ঠ-বিনির্ম্মিত আসন প্রদানে অনুমতি করিলেন। ধীমান বিশ্বামিত্রও মহর্ষি-প্রদত্ত সেই আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর মহর্ষি, ফল-মূল আনয়ন পূর্ব্বক মহারাজ বিশ্বামিত্রকে প্রদান করিলেন। মহাতেজা বিশ্বামিত্রও মহর্ষি-কৃত অতিথি-সৎকার স্বীকার করিয়া অগ্নিহোত্র বিষয়ে, শিষ্য-বিষয়ে ও বনস্পতিগণ-বিষয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ কহিলেন, আমার সর্ব্বাংশেই কুশল।

ব্রহ্ম-তনয় মহাতপা বশিষ্ঠ, গাধিনন্দন মহারাজ বিশ্বামিত্রকে সুখোপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন! আপনকার ত সর্ব্ববিষয়ে কুশল? আপনি একমাত্র ধর্ম্মপথে থাকিয়াই ত প্রজারঞ্জন করিতেছেন? আপনি ত রাজধর্ম্মানুসারে নিরন্তর প্রজাগণকে পালন করিয়া আসিতেছেন? আপনি ত ভৃত্যগণকে সুচারুরূপে ভরণ পোষণ করিতেছেন? ভৃত্য-গণ ত আপনকার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে? রিপুনিসূদন! আপনি ত সমুদায় শত্রু পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন? আপনকার পুত্র পৌত্রগণ ত কুশলে আছে? নরসিংহ! আপনকার মিত্রগণ, সৈন্যগণ ও ধনাগার, এতৎ-সমুদায়ের ত মঙ্গল?

অনন্তর মহাতেজা মহারাজ বিশ্বামিত্র, বিনীত বচনে তপোধন বশিষ্ঠকে কহিলেন, মহর্ষে! আমার সকল বিষয়েই কুশল। পরস্পর সন্দর্শনে প্রমুদিত-হৃদয় ধর্ম্মনিষ্ঠ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র, বহুক্ষণ এইরূপ কথোপকথন করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি পরম-প্রীত হইলেন। পরে মহর্ষি ভগবান বশিষ্ঠ, কথা-প্রসঙ্গে সস্মিত মুখে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহাবল মহীপতে! আপনি অপ্রমেয়-প্রভাব-শালী; অদ্য আমি আপনকার ও আপনকার সৈন্যগণের যথাযোগ্য অতিথি-সৎকার করিতে মানস করিয়াছি। রাজন! আপনি অতিথি-শ্রেষ্ঠ ও প্রযত্ন সহকারে অতিথি-সৎকার করিবার যোগ্যপাত্র। আমার ইচ্ছা, অদ্য আপনি এখানে অবস্থান করিয়া মৎকৃত অতিথি-সৎকার স্বীকার করুন।

বসুধাধিপতি বিশ্বামিত্র, তপোধন বশিষ্ঠের ঈদৃশ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনীত বচনে কহিলেন, তপোনিধে! আপনি আমার অতিথি-সৎকার করিতে যে যত্ন করিতেছেন, তাহাতেই আমার সম্পূর্ণ আতিথ্য করা হইয়াছে। ভগবন! আপনি পরম-পূজ্য [illegible]

তেজঃসম্পন্ন; ফল মূল পাদ্য আচমনীয় প্রভৃতি যাহা যাহা আপনকার এই আশ্রমে আছে, তাহা দ্বারা এবং আপনকার চরণ দর্শন দ্বারাই আমি সর্ব্বতোভাবে সৎকৃত হইয়াছি। এক্ষণে আমি চলিলাম; প্রণাম করিতেছি; আমাকে মিত্রবৎ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে অবলোকন করিবেন।"

রাজা বিশ্বামিত্র, এই কথা বলিলে উদার-চেতা ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠ আগ্রহাতিশয় সহকারে তাঁহাকে পুনঃপুন নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বামিত্র একান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আপনি যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তাহাই হইবে।

তত্ত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন মহাতেজা বশিষ্ঠ ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমপ্রীত হৃদয়ে বিধূত-পাপা কামধেনুকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, শবলে! এখানে শীঘ্র আইস; আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি অপূর্ব্ব ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি দ্বারা এই রাজার, রাজানুচরগণের ও সৈন্যগণের অতিথি-সৎকার করিতে কৃত-নিশ্চয় হইয়াছি; তুমি তৎসমুদায় সম্পাদন পূর্ব্বক আমার কামনা পূর্ণ কর। কাম্যদায়িনি! যে যে ব্যক্তির যে যে রসে, যে যে দ্রব্যে অভিরুচি হয়, তুমি আমার প্রীতির নিমিত্ত সেই সেই ব্যক্তিকে সেই সেই রসপূর্ণ সেই সেই বস্তু প্রচুর পরিমাণে প্রদান কর। শবলে! তুমি অবিলম্বে বিবিধ রস-দ্বারা, অন্ন-দ্বারা ও চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি দ্বারা এই রাজার ও রাজানুচরগণের উত্তম রূপে অতিথি-সৎকার কর। শবলে! আর কালাতিপাত করিও না; এক্ষণেই নানাবিধ অন্নরাশি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্তা হও।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-সংবাদ।

শত্রুবিজয়িন! কামধেনু শবলা বশিষ্ঠের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, যে যে ব্যক্তির যে যে দ্রব্যে অভিলাষ, তাহা সঙ্কল্পমাত্রেই প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল; ইক্ষু, মধু, লাজ, মৈরেয় (ব্রাণ্ডি), উত্তম আসব (গৌড় মদ্য), বহুবিধ অপূর্ব্ব পেয় দ্রব্য, ভক্ষ্য দ্রব্য, চোষ্য দ্রব্য, পর্ব্বত-পরিমিত নানাপ্রকার উষ্ণ অন্ন-রাশি, বহুবিধ মিষ্টান্ন, পিষ্টক, সূপ, ভূরি-পরিমিত দধি, খাণ্ডব (খণ্ডাদি-বিনির্ম্মিত লড্ডুক-বিশেষ), এতদ্ভিন্ন বহুবিধ সুস্বাদু পৃথক পৃথক ষড়রস দ্রব্য, সহস্র সহস্র গুড়পূর্ণ পাত্র, শয্যা, আসন, বিলাস-সামগ্রী প্রভৃতি সমুদায় ভোগ্য বস্তু তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইল।

দাশরথে! বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণ বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপে কৃতাতিথ্য ও সৎকৃত হইয়া পরম-সন্তুষ্ট ও হৃষ্ট-পুষ্ট হইল। রঘুনন্দন! তৎকালে যে যে ব্যক্তির যে যে বিষয়ে স্পৃহা হইয়াছিল, শবলা সঙ্কল্পমাত্রে তৎক্ষণাৎ তৎসমুদায়ই প্রদান করিয়াছিল। এইরূপে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, তাঁহার অন্তঃপুর-জনগণ, ব্রাহ্মণগণ, পুরোহিতগণ, অমাত্যগণ, মন্ত্রি-গণ ও ভৃত্যগণ সকলেই সুসৎকৃত হইয়া পরম আনন্দিত হইলেন।

অনন্তর মহীপতি বিশ্বামিত্র, মহর্ষি বশিষ্ঠকে কহিলেন, ব্রহ্মন! আপনি আমাদের পরম-পূজ্যতম; আপনি আমাদের প্রত্যেকেরই অভিমত বহুবিধ বস্তু প্রদান পূর্ব্বক সমীচীন রূপে অতিথি-সৎকার করিয়াছেন। বাক্য-বিশারদ! এক্ষণে আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন;—আমি আপনাকে এক লক্ষ ধেনু দান করিতেছি, তৎপরিবর্ত্তে আপনি এই কামধেনুটি আমাকে প্রদান করুন। ভগবন! বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনকার এই শবলা ভূমণ্ডলের মধ্যে রত্নস্বরূপা; যিনি ভূপতি, তিনিই পৃথিবীর সমুদায় রত্নের অধিকারী হইয়া থাকেন; অতএব ধর্ম্মানুসারে এই শবলাতে একমাত্র আমারই অধিকার আছে; এক্ষণে আপনি আমাকে ধর্ম্মত আমারই প্রাপ্য এই কামধেনু প্রদান করুন।

মহীপতি বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি ভগবান বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন, মহারাজ! আপনি এক লক্ষ ধেনুই প্রতিদান করুন, কিংবা শত কোটি ধেনুই প্রতিদান করুন, অথবা রাশীকৃত সুবর্ণ-রজতই প্রতিদান করুন, কিছুতেই আমি এই শবলাকে প্রদান করিতে পারিব না। শত্রু-সংহারিন! আত্মবান ব্যক্তির কীর্ত্তির ন্যায়, এই শবলা আমার নিত্য-সহচরী; আমি ইহাকে কোন কালেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না; আমার শবলা পরিত্যাগের যোগ্যাও নহে। রাজর্ষে! আমার হব্য, কব্য, অগ্নিহোত্র, বলি, হোম, স্বাহাকার, বষট্কার, বিবিধ বিদ্যা, এমন কি, আমার প্রাণযাত্রা পর্য্যন্ত সমুদায়ই এই শবলার আয়ত্ত রহিয়াছে; এই শবলা ব্যতিরেকে আমার কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। মহারাজ! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, এই শবলাই সর্ব্বদা আমাকে পরিতুষ্ট করিতেছে; এই শবলাই আমার সর্ব্বস্ব ধন। মহারাজ! এই সকল কারণে এবং এইরূপ নানা কারণে আমি আপনাকে এই শবলা প্রদান করিতে পারি না।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা বলিলে বচনবিন্যাস-নিপুণ বিশ্বামিত্র, ক্ষুব্ধতর হৃদয়ে পুনর্ব্বার কহিলেন, মহর্ষে! আমি আপনাকে সুবর্ণময়-শৃঙ্খলাযুক্ত সুবর্ণময়-গ্রীবা-ভূষণ-ভূষিত সুবর্ণময়-অঙ্কুশ-সুশোভিত সুবর্ণময়-কক্ষেয়-বিরাজিত চতুর্দ্দশ সহস্র মাতঙ্গ প্রদান করিতেছি, এবং শব্দায়মান-শতশত-কিঙ্কিণী-রাজি-বিরাজিত শ্বেতাশ্ব-চতুষ্টয়যুক্ত অষ্টশত হিরণ্ময় রথ প্রদান করিতেছি; তদ্ব্যতীত বাহ্লীকাদি-দেশ-সমুৎপন্ন মহাবংশ-সম্ভূত একাদশ সহস্র তুরঙ্গম দিতেছি; তদতিরিক্ত নানাবর্ণ-বিভূষিত তরুণ-বয়স্ক এককোটি ধেনু দান করিতেছি; ইহা ব্যতীত আপনি যাবৎসংখ্য রত্ন, সুবর্ণ ও রৌপ্য অভিলাষ করেন, তাহাও দিতেছি, আপনি আমাকে এই কামধেনুটি প্রদান করুন।

ধীমান বিশ্বামিত্র, এইরূপ বাক্য কহিলে ভগবান বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন! আমি কোন মতেই শবলাকে প্রদান করিতে পারিব না। এই শবলাই আমার রত্ন, এই শবলাই আমার ধন, এই শবলাই আমার সর্ব্বস্ব, এই শবলাই আমার জীবনস্বরূপ। মহারাজ! দর্শ[illegible]

প্রদান পূর্ব্বক দর্শ-পৌর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞ সমুদায় ও বিবিধ ক্রিয়াকলাপ, এই শবলা হইতেই সুসম্পাদিত হইতেছে ; এই শবলাই আমার সমস্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানের মূল ; অধিক বাক্য-ব্যয়ের প্রয়োজন কি, আমি কোন ক্রমেই এই কামদোহিনী শবলাকে প্রদান করিব না।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

ধেনুহরণ ও বশিষ্ঠবাক্য।

অনন্তর যখন মহর্ষি বশিষ্ঠ কোন ক্রমেই কামধেনু শবলাকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না, তখন রাজা বিশ্বামিত্র বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিলেন। দাশরথে! মহাত্মা মহাবল মহারাজ বিশ্বামিত্র যখন শবলাকে হরণপূর্ব্বক লইয়া যান, তখন শবলা শোক-বিহ্বল-হৃদয়ে দুঃখিতান্তঃকরণে রোদন করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিল, মহানুভব মহর্ষি বশিষ্ঠ কি আমাকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিলেন! আমি কি জন্য রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক হ্রিয়মাণা হইয়া দীনা ও পরম-দুঃখিতা হইতেছি! আমি মহানুভব মহর্ষির কি অপকার করিয়াছি! তিনি ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া কি নিমিত্ত আমাকে ভক্ত জানিয়াও বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিলেন!

কামধেনু এইরূপ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক পুনঃপুন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মহাবেগে মহৌজা মহর্ষির অভিমুখে ধাবমানা হইল, এবং বলপূর্ব্বক শত সহস্র রাজভৃত্যগণকে নির্দ্ধুত করিয়া বায়ুবেগে মহর্ষি বশিষ্ঠের চরণ-সমীপে গমন করিল; পরে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে মেঘগম্ভীর স্বরে কহিল, ভগবন! আপনি কি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? এই রাজপুরুষগণ কি নিমিত্ত আমাকে আপনকার নিকট হইতে লইয়া যাইতেছে?

নিজ ভগিনীর ন্যায় প্রিয়তমা শোকাকুলিত-হৃদয়া পরম-দুঃখিতা শবলা ঈদৃশ বাক্য কহিলে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন, শবলে! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই; তুমি আমার কিছুমাত্র অপকারও কর নাই; এই মহাবল মহারাজ বলপূর্ব্বক তোমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন; এই রাজার সমভিব্যাহারে মাতঙ্গ-তুরঙ্গ-রথ-সমাকুল পদাতি ধ্বজবাহী জনগণে সমাকীর্ণ সম্পূর্ণ অক্ষৌহিণী-পরিমিত সেনাসমূহ রহিয়াছে; এই সৈন্যবলে এই মহাবল রাজা আমা অপেক্ষা বলবান। আমি বিবেচনা করি, ব্রাহ্মণের বল ক্ষত্রিয়-বলের সদৃশ নহে; ক্ষত্রিয়, পৃথিবীর অধীশ্বর রাজা ও ব্রাহ্মণাপেক্ষা সমধিক বলবান।

অসীম-তেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ বাক্য কহিলে বাক্যার্থ-পরিজ্ঞান-নিপুণা শবলা বিনীত বচনে তাঁহাকে কহিলেন, ব্রহ্মন! ব্রাহ্মণের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের বল অধিক নহে, ব্রাহ্মণের বলই অপেক্ষাকৃত অধিক। ব্রহ্মবল

দৈবশক্তি-সম্ভূত, অপ্রতিহত ও ক্ষত্রিয়-বলাপেক্ষা সমধিক প্রবল। ব্রহ্মর্ষে! আপনি অপ্রমেয়-বল-সম্পন্ন; মহাবীর্য্য বিশ্বামিত্র কিছুতেই আপনকার অপেক্ষা বলবত্তর নহে। আপনকার ব্রহ্মতেজ অতীব দুর্দ্ধর্ষ; আপনি অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন; আমি আপনকারই ব্রহ্মবলে ঈদৃশ পরিপুষ্টা ও অসামান্য-শক্তি-সম্পন্না হইয়াছি; আপনি আমাকেই নিযুক্ত করুন, আমি এই দণ্ডেই ঐ দুরাত্মাকে হত-দর্প হতবল ও বিতথ-প্রযত্ন করিয়া দিতেছি।

দাশরথে! শবলা এইরূপ প্রার্থনা করিলে মহাতপা মহর্ষি বশিষ্ঠ তাহাকে আদেশ করিলেন যে, তুমি শত্রু-সৈন্য-সংহারক সৈন্য-সমূহ সৃষ্টি কর। সুরভি শবলা মহর্ষির তাদৃশ আদেশ প্রাপ্তিমাত্র দুর্দ্ধর্ষ সেনা-সমূহ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। তাহার হম্বারবে শত সহস্র পহ্লবনামক ম্লেচ্ছজাতীয় সৈন্য-গণ সমুৎপন্ন হইয়া বিশ্বামিত্রের সমক্ষেই তাঁহার সৈন্য-সমুদায়কে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহারাজ বিশ্বামিত্র উত্তেজিত ও ক্রোধভরে বিস্ফারিত-নয়ন হইয়া বহুবিধ শর-নিকর দ্বারা পহ্লবগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কামধেনু শবলা, শত শত পহ্লব-গণকে বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক নিপীড়িত দেখিয়া পুনর্ব্বার শক যবন প্রভৃতি ঘোরদর্শন ম্লেচ্ছ সৈন্যগণকে উৎপাদন করিল। পদ্ম-কিঞ্জল্ক-সদৃশ-লাবণ্য-সম্পন্ন শক-যবন-নামক ম্লেচ্ছ সৈন্যে সংগ্রামস্থল পরিপূর্ণ হইল। ইহাদের হস্তে তীক্ষ্ণ অসি ও সুদীর্ঘ পট্টিশ; ইহাদের শরীর সুবর্ণময় বর্ম্মে ও বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত। প্রদীপ্ত হুতাশন যেমন তৃণরাশি ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ এই ম্লেচ্ছ সৈন্য-গণ বিশ্বামিত্রের সমুদায় সৈন্য নিরবশেষ করিয়া ফেলিল।

মহাতেজা বিশ্বামিত্র, নিজ সৈন্যগণকে নিহত দেখিয়া সন্ত্রস্ত ও ক্ষুব্ধ-হৃদয় হইলেন; পরে তিনি স্বয়ং এরূপ মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তদ্দ্বারা শকগণ, যবনগণ ও পহ্লবগণ আকুলীকৃত হইল।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠাশ্রম-দাহ।

মহর্ষি বশিষ্ঠ, ম্লেচ্ছ সৈনাগণকে মহাবল বিশ্বামিত্রের অস্ত্রবলে ব্যাকুলিত ও বিমোহিত দেখিয়া কামধেনুকে কহিলেন, তুমি এক্ষণে পুনর্ব্বার যোধপুরুষগণের সৃষ্টি কর। অনন্তর কামধেনুর হম্বা-রব হইতে উদ্যদাদিত্য-সদৃশ কাম্বোজগণ, বক্ষঃস্থল হইতে অস্ত্রধারী বর্ব্বর-গণ, যোনি-দেশ হইতে যবনগণ, শকৃদ্দেশ হইতে শকগণ, লোমকূপ হইতে ম্লেচ্ছগণ, তুখারগণ, হারীতগণ ও কিরাতগণ সমুৎপন্ন হইল। রঘুনন্দন! এই সকল দুর্জ্জয় সৈন্য সমুৎপন্ন হইয়াই তৎক্ষণাৎ বিশ্বামিত্রের অশ্ব-রথ-গজ-পদাতি-সঙ্কুল সমুদায় সৈন্য নির্ম্মূল করিল।

এইরূপে মহাত্মা মহামুনি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক যখন মহীপতি বিশ্বামিত্রের সমুদায় সৈন্য

নিপাতিত হইল, তখন বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র, যার পর নাই ক্রোধাভিভূত হইয়া নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক এককালে সংহার করিবার উদ্দেশে মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রতি ধাবমান হইল; তপোধন বশিষ্ঠও হুঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহাদের সকলকেই দগ্ধ করিলেন। এইরূপে মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে অশ্ব রথ ও পদাতিগণ সমেত বিশ্বামিত্র-তনয়গণ ভস্মাবশেষ হইল।

রঘুনন্দন! মহাবল বিশ্বামিত্র, সৈন্যগণকে বিনাশিত দেখিয়া লজ্জাভিভূত ও চিন্তান্বিত হইলেন। তিনি বিতথ-প্রযত্ন হইয়া বেগবিরহিত সমুদ্রের ন্যায়, ভগ্ন-দংষ্ট্র ভুজঙ্গের ন্যায়, রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন। পুত্রগণ ও সৈন্যগণ বিনষ্ট হওয়াতে তিনি ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় দীনভাবাপন্ন হতদর্প ও হতোৎসাহ হইয়া যার পর নাই নির্ব্বিন্ন-হৃদয় হইলেন।

অনন্তর ভূপাল কৌশিক, অবশিষ্ট অষ্ট পুত্রের মধ্যে একটি পুত্রকে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী-পালনের নিমিত্ত রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনগমন করিলেন। পরে তিনি কিন্নরগণ-সুশোভিত হিমগিরি-পার্শ্বে অবস্থান পূর্ব্বক আশুতোষ দেবদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত দুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে বরদানোদ্যত দেবদেব মহাদেব বৃষভারোহণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া মহাবীর বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, রাজন! তুমি কিনিমিত্ত তপস্যা করিতেছ? তোমার অভিলাষ কি বল; তোমার যে বর অভিপ্রেত, আমি তাহাই প্রদান করিতেছি; তোমাকে কি বর প্রদান করিতে হইবে, বল।

দেবদেব মহাদেব এইরূপ আশ্বাস-বাক্য কহিলে মহাতপা বিশ্বামিত্র প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা-বাক্যে কহিলেন, মহেশ্বর! যদি আপনি আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অঙ্গ, উপাঙ্গ, মন্ত্র ও রহস্যের সহিত সমুদায় ধনুর্ব্বেদ আমাকে প্রদান করুন; দেবগণ, দানবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ ও রাক্ষসগণ যে সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র অবগত আছেন, তৎসমুদায়ই আমার পরিজ্ঞাত ও আয়ত্ত হউক। ভগবন! আপনি দেবদেব, আপনকার প্রসাদে আমার এই কামনা পূর্ণ হউক। ভগবান মহেশ্বর তাদৃশ প্রার্থনা-বাক্য-শ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া অভিমত বর প্রদান পূর্ব্বক কৈলাসে গমন করিলেন।

অনন্তর মহাবল রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, মহেশ্বরের নিকট অনন্য-সুলভ দিব্য অস্ত্রশস্ত্র লাভ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত ও দর্পপূর্ণ হইলেন। তিনি বীর্য্যদ্বারা পর্ব্ব-কালীন সমুদ্রের ন্যায় পরিবর্দ্ধমান হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠকে তৎকালে পরাজিত বলিয়াই মনে করিলেন। পরে তিনি প্রথমত বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হইয়াই আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন; সেই অস্ত্রবলে মহর্ষি বশিষ্ঠের সমুদায় তপোবন দগ্ধ ও ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।

বশিষ্ঠাশ্রমবাসী সহস্র সহস্র ঋষিগণ, ধীমান বিশ্বামিত্রকে তাদৃশ আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া ভয়-বিহ্বল হৃদয়ে

পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের শিষ্যগণ ও সহস্র সহস্র আশ্রমবাসী মৃগ-পক্ষিগণ ভয়াবিস্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। এইরূপে মুহূর্ত্ত-কাল-মধ্যেই মহানুভব মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রম-পদ, জরায়ুজ-অণ্ডজ-স্বেদজ-উদ্ভিজ্জরূপ-চতুর্ব্বিধ-প্রাণি-শূন্য মরুভূমি-সদৃশ ও নিঃশব্দ হইয়া পড়িল।

তৎকালে বশিষ্ঠ, পলায়িত ব্যক্তিদিগকে বারংবার উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, তোমরা ভীত হইও না, তোমরা ভীত হইও না। সমুদিত দিবাকর যেমন নীহার সংহার করেন, সেইরূপ এখনি আমি এই গাধি-নন্দনকে বিনাশ করিতেছি।

তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন মহাতেজা ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, পলায়িত ব্যক্তিদিগকে এইরূপ আশ্বাস-বাক্য বলিয়া ক্রোধভরে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মূঢ় দুরাচার! তুমি যখন আমার এই চির-প্রবর্দ্ধিত পরম-রমণীয় আশ্রম ধ্বংস করিয়াছ, তখন তোমাকে আর অধিক ক্ষণ জীবন ধারণ করিতে হইবে না।

মহর্ষি বশিষ্ঠ অতীব ক্রোধভরে এইরূপ বাক্য বলিয়া বিধূম কালানলের ন্যায়, দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মদণ্ড গ্রহণ করিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

বিশ্বামিত্র-প্রতিজ্ঞা।

মহাবল-পরাক্রান্ত বিশ্বামিত্র, মহর্ষি বশিষ্ঠের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহাব্রাহ্মণ! ক্ষণকাল থাক, পলায়ন করিও না; এই বলিয়া তিনি তাঁহার প্রতি আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তপোধন বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের ঈদৃশ গর্ব্বপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, ক্ষত্রবন্ধো! এই আমি সম্মুখেই দণ্ডায়মান রহিয়াছি, তোমার কতদূর বল, প্রদর্শন কর, কোন অংশে ত্রুটি করিও না। মূর্খ! অলোক-সামান্য ব্রাহ্মণ-বল কোথায়? ক্ষত্রিয় বলই বা কোথায়? সুমেরু ও সর্ষপের ন্যায় এ উভয়ের অনেক অন্তর। ক্ষত্রিয়াধম! অদ্য দিব্য ব্রাহ্ম বলের কতদূর প্রভাব প্রত্যক্ষ কর।

অনন্তর গাধিনন্দনের সেই ঘোর আগ্নেয় অস্ত্র ব্রহ্মদণ্ডে প্রতিহত হইয়া জল দ্বারা প্রসিক্ত অগ্নির ন্যায় নির্ব্বাপিত ও প্রশান্ত হইল।

মহারাজ গাধিনন্দন তদ্দর্শনে ক্রোধাভিভূত হইয়া মাহেশ্বর শূল, বারুণ অস্ত্র, ঐন্দ্র অস্ত্র, পাশুপত অস্ত্র, ঈষীক অস্ত্র, মানস অস্ত্র, মানবাস্ত্র, গান্ধর্ব্ব অস্ত্র, স্বাপন অস্ত্র, ভ্রংশন অস্ত্র, মোহন অস্ত্র, সন্তাপন অস্ত্র, বিলাপন অস্ত্র, দারুণ শোষণ অস্ত্র, দুর্জ্জয় বজ্র অস্ত্র, দণ্ডাস্ত্র, পৈশাচ অস্ত্র, ক্রৌঞ্চ অস্ত্র, অমোঘা ও বিজয়া নামে শক্তিদ্বয়, কঙ্কাল অস্ত্র, কাল-মুষল অস্ত্র, বৈদ্যাধর অস্ত্র, দারুণ কালাস্ত্র, ধর্ম্মচক্র, বিষ্ণু-চক্র, কালচক্র, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বারুণ পাশ, পৈনাক অস্ত্র, শিবের প্রিয় শুষ্ক ও আর্দ্র নামক অশনিদ্বয়, বায়ব্য অস্ত্র, মথন অস্ত্র, হয়শীর্ষনামক অস্ত্র, ঘোর ত্রিশূল, কাপাল অস্ত্র, কিঙ্কিণী অস্ত্র, এই সমুদায় অস্ত্র তপোধন

বশিষ্ঠের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার অস্ত্র-নিক্ষেপ-কালে অতীব অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্ট হইতে লাগিল। ব্রহ্মতনয় বশিষ্ঠ একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা এই সমুদায় অস্ত্রই হতবীর্য্য ও পরাঙ্মুখ করিলেন।

এইরূপে সমুদায় অস্ত্র বিফল হইলে গাধিনন্দন অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অগ্নিপ্রভৃতি দেবগণ, দেবর্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও মহোরগগণ, ব্রহ্মাস্ত্র উদ্যত দেখিয়াই ভীত হইলেন; তৎকালে ত্রিলোকস্থ লোকের ভয়ের আর পরিসীমা থাকিল না; ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন মহাপ্রভাব বশিষ্ঠ, অব্যগ্র ও অবিচলিত ভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারাই সেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিসংহার করিলেন।

মহাপ্রভাব ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ যে সময় ব্রাহ্মতেজোবলে ব্রহ্মাস্ত্র গ্রাস করেন, তৎকালে তাঁহার ত্রৈলোক্য-মোহন সুদুঃসহ দারুণ রৌদ্র রূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার সমুদায় লোমকূপ হইতে সূর্য্য-মরীচির ন্যায় সধূম অগ্নি-শিখা-সমূহ নির্গত হইতে আরম্ভ হইল; তাঁহার করস্থিত ব্রহ্মদণ্ডও সধূম কালানলের ন্যায়, দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর মুনিগণ তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন বশিষ্ঠকে স্তব করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন! আপনকার ব্রাহ্ম বল অব্যর্থ; আপনি নিজ শরীরেই আপনকার ব্রাহ্ম তেজ ধারণ করুন। মহাত্মন! মহাবল বিশ্বামিত্র, পরাজিত হতদর্প নিগৃহীত ও মৃতপ্রায় হইয়াছে। নরশার্দ্দূল! প্রসন্ন হউন; যাহাতে ত্রিলোকস্থ লোকের কোন ক্লেশ না হয়, তাহা করুন। মহাতেজা মহাযশা বশিষ্ঠ মুনিগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রশান্তভাব অবলম্বন করিলেন।

এদিকে বিশ্বামিত্র সামর্থ্যহীন ও অপমানিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, ক্ষত্রিয় বলে ধিক; ব্রাহ্ম বলই প্রকৃত বল। একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা আমার সমুদায় অস্ত্র বিনষ্ট হইল!! আমি এই দুর্দ্ধর্ষ ব্রাহ্ম বল প্রত্যক্ষ করিয়া অদ্য কৃত-প্রতিজ্ঞ হইতেছি যে, ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত সমুদায় ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া তপস্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব।

রাম! মহাতেজা মহারাজ বিশ্বামিত্র এই রূপ বাক্য বলিয়া অস্ত্রশস্ত্র সমুদায় দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পরে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভে কৃত-নিশ্চয় হইয়া ঘোরতর তপশ্চরণের নিমিত্ত বনগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

বিশ্বামিত্র প্রশংসা।

তপোধন বিশ্বামিত্র, মহাত্মা বশিষ্ঠের সহিত বৈরভাব নিবন্ধন আপনার পরাজয় ও নিগ্রহ স্মরণ করিয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাম! তিনি মহিষী সমভিব্যাহারে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গমন পূর্ব্বক ফলমূলমাত্র ভক্ষণ করিয়া কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান

করিতে লাগিলেন। তপঃসাধন-কালে তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, প্রাকৃতজন-দুর্লভ ব্রহ্মর্ষি-পদ লাভ করেন।

দাশরথে! মহানুভব বিশ্বামিত্র এইরূপে তপোবনে অবস্থান পূর্ব্বক, আপনা অপেক্ষা বশিষ্ঠের সমধিক ব্রহ্ম-তপঃ-প্রভাব দেখিয়া ঐরূপ ব্রাহ্মণ হইব মানস করিয়া দুশ্চর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এই স্থানে তপোনিধি বিশ্বামিত্রের সর্ব্বত্র বিখ্যাত চারি পুত্র উৎপন্ন হইল; ইহাদের নাম হবিষ্যন্দ, মধুষ্যন্দ, দৃঢ়নেত্র ও মহোদর। এতদ্ব্যতীত যৎকালে তিনি রাজ্য শাসন করেন, তৎকালে সমুৎপন্ন মহাবল মহাতেজা মহাবীর্য্য অষ্ট পুত্র ছিল।

অনন্তর এক সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ হইলে তপোনিধান ধীমান বিশ্বামিত্র তপোবলে প্রজ্বলিত-হুতাশন-সদৃশ-তেজঃ-সম্পন্ন ও দীপ্তিমান হইয়া উঠিলেন।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

ত্রিশঙ্কু-প্রত্যাখ্যান।

এইরূপে সহস্র বৎসর অতীত হইলে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের নিকট আগমন করিয়া মধুর বচনে কহিলেন, কুশিকনন্দন! তুমি এই তপোবলে অনন্য-সুলভ রাজর্ষি-লোক জয় করিয়াছ; এক্ষণে তুমি রাজর্ষি বলিয়া বিখ্যাত হইবে।

জগতের প্রভু মহানুভব পিতামহ, দেবগণ সমভিব্যাহারে বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিয়া প্রথমত দেবলোকে, পশ্চাৎ দেবলোক হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রও পিতামহ-মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন; তৎকালে তাঁহার দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি কাতর বাক্যে কহিলেন, আমি ব্রহ্মর্ষি হইবার মানসে এক সহস্র বৎসর দুশ্চর তপস্যা করিলাম, তথাপি ভগবান পিতামহ অদ্য আমাকে রাজর্ষি বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন; ইহাতে বোধ হইতেছে, এ পর্য্যন্ত আমার তপস্যার ফল কিছুই হয় নাই।

রামচন্দ্র! মহাতেজা মহামুনি বিশ্বামিত্র এই কথা বলিয়া ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক পরমাত্ম-ধ্যান-পরায়ণ হইয়া পুনর্ব্বার কঠোরতর তপস্যার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময় সত্য-ধর্ম্ম-পরায়ণ ইক্ষ্বাকু-কুলনন্দন মহারাজ ত্রিশঙ্কু রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। রঘুনন্দন! তিনি মনে মনে অভিলাষ করিয়াছিলেন যে, যাহাতে সশরীরে দেবলোকে গমন পূর্ব্বক দেবতার ন্যায় বিহার করিতে পারা যায়, এরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। পরে তিনি পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠকে আহ্বান পূর্ব্বক মনোগত ভাব নিবেদন করিলেন। ধীমান বশিষ্ঠ কহিলেন, আমি ঈদৃশ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব না।

মহারাজ মহাতেজা ত্রিশঙ্কু, বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যে স্থানে মহর্ষি বশিষ্ঠের শত পুত্র তপস্যা

করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বশিষ্ঠ-তনয়গণ সুদীর্ঘ দুশ্চর তপস্যায় একান্ত-নিরত রহিয়াছেন। তিনি প্রশ্রয়াবনত হইয়া তপোধন বশিষ্ঠ-তনয়গণকে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তপস্যাদির কুশল ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপের পর মহাতেজা ত্রিশঙ্কু লজ্জাবনত মুখে গুরু-পুত্রগণকে কহিলেন, আমি মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া আপনাদের শরণাপন্ন হইয়াছি; আপনারাই আমার আশ্রয়, আমাকে পালন করাও আপনাদিগের কর্ত্তব্য; আপনারা এই উপস্থিত শরণাগত ভৃত্যকে রক্ষা করুন। আমি একটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি; মহানুভব গুরু বশিষ্ঠ সেই যজ্ঞ সম্পাদনে সম্মত হইলেন না। আপনারা সকলে আমার গুরু-পুত্র, পুরোহিত ও তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন। এক্ষণে আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক আপনাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, যাহাতে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক আমি সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে পারি, আপনারা কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া সমাহিত হৃদয়ে তদ্বিষয়ে কৃত-প্রযত্ন হউন।

তপোধনগণ! গুরু বশিষ্ঠ আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; আপনারা সকলে আমার গুরুপুত্র; এক্ষণে আপনাদের আশ্রয় ব্যতিরেকে আমি আর উপায়ান্তর দেখিতে পাইতেছি না। বিবেচনা করুন, মহর্ষি বশিষ্ঠই ইক্ষ্বাকু-বংশের সর্ব্বপ্রধান গুরু। বশিষ্ঠের পর আপনারা সকলে গুরু ও গুরু-কর্ম্মের অধি-কারী হইতেছেন।

ষষ্টিতম সর্গ।

ত্রিশঙ্কু-শাপ।

দাশরথে! মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্রগণ মহা-রাজ ত্রিশঙ্কুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-ভরে কহিলেন, দুর্ব্বুদ্ধে! তোমার গুরুর বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে; তিনি যখন তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তখন তুমি গুরুবাক্য অতিক্রম করিয়া কিনিমিত্ত আমাদের নিকট আসিয়াছ? রাজন! তুমি মূল পরিত্যাগ করিয়া কিনিমিত্ত শাখা অব-লম্বন করিতে ইচ্ছা করিতেছ? তুমি যে আমাদিগকে আশ্রয় করিতে মানস করিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে কল্যাণকর নহে।

ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সমুদায় ব্যক্তির পক্ষে পুরো-হিতই একমাত্র পরম গতি; অতএব মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্য অতিক্রম করিয়া কার্য্য করা তোমার শ্রেয়স্কর ও যুক্তি-সঙ্গত হইতেছে না। ভগবান বশিষ্ঠ যে কার্য্য অসাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমরা কি বল-পূর্ব্বক সাধন করিতে সমর্থ হইব? মূঢ়মতে! তুমি নিতান্ত মূর্খ, তোমার কিছুমাত্র কাণ্ড-জ্ঞান নাই; তুমি এক্ষণে রাজধানীতে প্রতি-গমন কর; তোমার যাজন-কার্য্যে ভগবান বশিষ্ঠই সমর্থ, আমরা কেহ সমর্থ নহি।

তোমার এ বোধও নাই যে, আমরা কিরূপে মহর্ষির অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

মহারাজ ত্রিশঙ্কু, বশিষ্ঠ-পুত্রগণের তাদৃশ ক্রোধাকুলিত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অপ্রতিভ হইয়া ক্ষুব্ধতর হৃদয়ে অভিমান-ভরে কহিলেন, প্রথমত বশিষ্ঠ আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; এক্ষণে আপনাদের নিকট আসিয়াছি, আপনারাও আমার যাজন-কার্য্য করিতে অস্বীকার করিতেছেন; আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি, আমি অনন্য-গতি হইয়া যাগ করিবার নিমিত্ত উপায়ান্তর অবলম্বন করিব।

বশিষ্ঠ-তনয়গণ রাজা ত্রিশঙ্কুর ঈদৃশ দারুণ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে এককালে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি চাণ্ডাল হও। তাঁহারা এইরূপে রাজাকে শাপ দিয়া নিজ আশ্রম-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলেই রাজা চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলেন। রাম! তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি তৎক্ষণাৎ চণ্ডালের ন্যায় কদর্য্য হইয়া উঠিল। তাঁহার পরিধান নীলাম্বর, উত্তরীয় রক্তাম্বর, অলঙ্কার লৌহাভরণ, গলদেশে শবমাল্য, নয়নযুগল ঘোর রক্তবর্ণ, বর্ণ বানরের ন্যায় পিঙ্গল ও শয্যা ভল্লুক-চর্ম্ম হইল। তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া সকলেরই মনে ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল।

অনন্তর সচিবগণ ও অনুচরগণ, রাজাকে চণ্ডালরূপী দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তৎসংসর্গ পরিহার পূর্ব্বক স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল। রাজাও ব্রহ্ম-শাপ-জনিত মহাদুঃখে অহর্নিশ দহ্যমান হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কাহার শরণাপন্ন হইবেন, চিন্তা করিতে করিতে মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রতিদ্বন্দ্বী মহাত্মা তপোধন বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং অবনত মস্তকে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। তপোনিধি বিশ্বামিত্রও রাজাকে তাদৃশ চণ্ডালরূপী দেখিয়া করুণার্দ্র-হৃদয় হইলেন।

পরম-ধার্ম্মিক মহাতেজা বিশ্বামিত্র; রাজশ্রী-বিহীন ঘোরদর্শন রাজা ত্রিশঙ্কুকে দেখিয়া করুণার্দ্র হৃদয়ে কহিলেন, ইক্ষ্বাকু-কুল-নন্দন! তুমি বীর ও অযোধ্যার অধিপতি; এক্ষণে তুমি বশিষ্ঠ-পুত্রগণের শাপপ্রভাবে চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ; পরন্তু তুমি কিনিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিয়াছ, বল।

চণ্ডাল-দর্শন মহারাজ ত্রিশঙ্কু, তপোধন বিশ্বামিত্রের তাদৃশ করুণা-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, সৌম্য-দর্শন! আমি মানস করিয়াছিলাম যে, একটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সশরীরে স্বর্গে গমন করিব; আমার সে কামনা পূর্ণ হইল না। প্রথমত আমার গুরু বশিষ্ঠ, পরে আমার গুরুপুত্রগণ আমাকে তাদৃশ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে প্রতিষেধ করিলেন। আমার মনোরথ পূর্ণ হইল না, অথচ আমি ঈদৃশ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। তপোধন! আমি আপনকার নিকট ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম দ্বারা দিব্য করিতেছি, আমি মহাকষ্টে পতিত হইয়াও কদাপি মিথ্যা কথা কহি নাই; আমি অনেক

বার অনেক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; আমি নিরন্তর ধর্ম্মানুসারে মহীমণ্ডল পালন করিয়া আসিতেছি; আমি চরিত্র দ্বারা ও ব্যবহার দ্বারা সর্ব্বদা গুরুজনের সন্তোষ জন্মাইয়া থাকি; আমি নিয়ত ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই যত্নবান রহিয়াছি; তপোনিধে! এক্ষণে আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু আমার গুরু ও গুরুপুত্রগণ কিছুতেই আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইতেছেন না; ইহাতে আমার বোধ হয়, মানবগণের শুভাশুভ-ফল-প্রাপ্তি বিষয়ে দৈবই মূল, পৌরুষ প্রকাশ করা নিরর্থক। দৈববলে আমার-সমুদায় কর্ম্ম ও সমুদায় চেষ্টাই বিফল হইয়াছে; আমি যার পর নাই কাতর হইয়া অদ্য আপনকার চরণেই শরণাপন্ন হইলাম; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

তপোধন! আমি অনন্যগতি হইয়া আপনকার শরণাগত হইতেছি; আমার আর উপায়ান্তর নাই; আমার প্রার্থনা, আপনি কৃপা করিয়া পুরুষকার প্রকাশ পূর্ব্বক আমার এই দৈব বিড়ম্বনা খণ্ডন করেন।

এক ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ-তনয়গণের প্রতি শাপ।

তপোধন বিশ্বামিত্র, চণ্ডালভাব-প্রাপ্ত মহারাজ ত্রিশঙ্কুর ঈদৃশ কাতর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া মধুর বচনে কহিলেন, বৎস! তুমি যে ইক্ষ্বাকু-কুল-ভূষণ ও পরমধার্ম্মিক, তাহা আমি বিশিষ্টরূপে অবগত আছি; মহারাজ! ভীত হইও না; আমি তোমার কামনা পূর্ণ করিব; তুমি আমার এই আশ্রমে অবস্থান কর; আমি তোমার যজ্ঞসাধনের সহকারিতার নিমিত্ত উপযুক্ত সুদক্ষ মহর্ষিগণকে আহ্বান করিতেছি। গুরুশাপ নিবন্ধন যে তোমার এই বিকৃত রূপ হইয়াছে, তুমি এই রূপ দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়া দেবলোকে গমন করিতে পারিবে। তুমি যখন সশরীরে স্বর্গে গমন করিবার নিমিত্ত আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, তখন স্বর্গ তোমার হস্তগত হইয়াই রহিয়াছে, বিবেচনা করিতে হইবে।

মহাতেজা বিশ্বামিত্র এই কথা বলিয়া সমুদায় পুত্রগণকে, শিষ্যগণকে ও সুহৃদ্‌গণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন যে, তোমরা অবিলম্বে সমুদায় যজ্ঞ-সামগ্রী আহরণ কর। মদীয় দ্রব্য দ্বারাই এই রাজার মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হইবে। পরে তিনি শিষ্যগণকে নিকটে আহ্বান করিয়া বিশেষরূপে আদেশ করিলেন যে, তোমরা আমার আজ্ঞানুসারে এই যজ্ঞ-সাধনের নিমিত্ত সমুদায় ঋষিগণকে আহ্বান করিয়া আন। আমার নিমন্ত্রণ ও আদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যে ঋষি যে কথা বলিবেন, তাহা তোমরা আমার নিকট আসিয়া অবিকল নিবেদন করিবে।

অনন্তর বিশ্বামিত্র-শিষ্যগণ গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নানা দিকে নানা স্থানে গমন করিল। পরে তাহারা অনতি-দীর্ঘ-কাল-মধ্যেই প্রধান প্রধান সমুদায় ঋষিগণকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল।

বিশ্বামিত্র-শিষ্যগণ, তপোধন বিশ্বামিত্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, তপোনিধে! আমরা আপনকার আজ্ঞানুসারে সমুদায় ঋষিকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছি। মহোদয়-নামক মহর্ষি ও বশিষ্ঠের শত পুত্র ব্যতিরেকে আর আর সমুদায় ঋষিই আপনকার আজ্ঞা-বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন। বশিষ্ঠের শতপুত্র ও মহোদয় ক্রোধাকুলিত হৃদয়ে যাদৃশ ঘোরতর কঠোর বাক্য বলিয়াছেন, তাহা নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে স্থানে চাণ্ডাল যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে ও ক্ষত্রিয় তাহার পুরোহিত হইবে, সে স্থলে দেবগণ কিরূপে হব্যভাগ গ্রহণ করিবেন? মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ চাণ্ডালান্ন ভোজন দ্বারা বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক পাতিত হইয়া কিরূপে দেবলোকে গমন করিতে পারিবেন?

মুনিশার্দ্দূল! মহোদয় ও বশিষ্ঠতনয়গণ সকলেই ক্রোধভরে আরক্ত-লোচন হইয়া বিদ্বেষভাব প্রকাশপূর্ব্বক এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছেন।

তপোধন বিশ্বামিত্র, শিষ্যগণের মুখে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধারুণিত লোচনে কহিলেন, আমি দোষ-স্পর্শ-পরিশূন্য হইলেও দুরাত্মা মন্দমতি বশিষ্ঠ-তনয়গণ আমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিতেছে, এই কারণে তাহারা ভস্মীভূত ও কাল-কবলে নিপতিত হউক। অদ্যই তাহারা কালপাশে বদ্ধ হইয়া শমন-সদনে নীত হইবে। পরে তাহারা সপ্ত শত জন্ম পর্য্যন্ত শ্ব-মাংস-ভোজী নির্ঘৃণ বিকৃত বিরূপ চাণ্ডাল হইয়া মহীতলে বিচরণ করিবে।

দুর্ব্বুদ্ধি মহোদয় আমাকে নির্দ্দোষ জানিয়াও যখন আমার প্রতি দোষারোপ করিয়াছে, তখন সে আমার ক্রোধে সর্ব্ব-লোক-দূষিত ব্যাধরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নিয়ত জীব-হিংসা-নিরত ও নির্দ্দয়-প্রকৃতি হইয়া সর্ব্বলোক-ঘৃণিত বৃত্তি দ্বারা দীর্ঘকাল জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

মহাতেজা তপোধন বিশ্বামিত্র মুনিগণ-মধ্যে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া বিরত হইলেন।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণ।

রঘুনন্দন! তপোধন গাধিনন্দন, ক্রোধরূপ বিষ উদ্‌গিরণ পূর্ব্বক তপোবলে মহর্ষি মহোদয় ও বশিষ্ঠ-তনয়গণকে সংহার করিয়া মুনিগণ-মধ্যে কহিলেন, ত্রিশঙ্কু-নামে বিখ্যাত ইক্ষ্বাকু-বংশাবতংস এই রাজা, পরম-ধার্ম্মিক ও সত্যসন্ধ; ইনি আমার শরণাপন্ন হইয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে অভিলাষ করিতেছেন; মুনিগণ! আপনারা সকলে এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন। যাহাতে এই পরম-ধার্ম্মিক নরপতি এই শরীর দ্বারাই দেবলোকে গমন পূর্ব্বক দেবতার ন্যায় বিহার করিতে পারেন, আপনারা আমার সহিত মিলিত হইয়া যত্ন পূর্ব্বক তাদৃশ একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।

মহর্ষিগণ বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভয়-বিহ্বল হৃদয়ে পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, এই তপোনিধি কৌশিক অতীব কোপন-স্বভাব; ইনি যাহা বলিতেছেন, তাহা আমাদিগকে করিতেই হইবে, সন্দেহ নাই; শরীর ধারণ করিয়া এই মহাপ্রভাব গাধিনন্দনের সহিত বিবাদ করা আমাদের শ্রেয়স্কর নহে। অগ্নিকল্প ভগবান কৌশিক কুপিত হইলে এখনই শাপ প্রদান করিয়া আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন। এই তপোধন যেরূপ বলিতেছেন, সেইরূপ যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করা আমাদের কর্ত্তব্য। এই ইক্ষ্বাকু-কুল-ভূষণ ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের তেজোবলে যাহাতে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া আমাদের বিধেয়।

অনন্তর মুনিগণ বিশ্বামিত্রের প্রস্তাবে সম্মত হইলে যজ্ঞ আরম্ভ হইল; যজ্ঞ-সামগ্রী সমুদায় যথাসময়ে যথাস্থানে বিন্যস্ত হইতে লাগিল। মহাতেজা মহাতপা কৌশিক সেই যজ্ঞে যাজক হইলেন। অন্যান্য ব্রত-পরায়ণ মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদ মহর্ষিগণ যথাক্রমে ঋত্বিক্-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কল্পসূত্র অনুসারে যথাবিধানে সমুদায় যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

পরে যথাসময়ে মহাতপা বিশ্বামিত্র, সেই যজ্ঞে যজ্ঞভাগ-গ্রহণের নিমিত্ত দেবতাগণের আবাহন করিলেন, কিন্তু কোন দেবতাই আগমন করিলেন না। তখন তপোনিধি ভগবান বিশ্বামিত্র রোষ-পরতন্ত্র হইয়া স্রুব উত্তোলন পূর্ব্বক মহারাজ ত্রিশঙ্কুকে কহিলেন, রাজন! এই আমি নিজ তেজোবলে তোমাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিতেছি; ত্রিশঙ্কো! আমার স্বোপার্জ্জিত-তপোবল প্রত্যক্ষ কর; তুমি এখনই এই শরীরে স্বর্গে যাও; আমি বাল্যকাল অবধি যাহা কিছু তপস্যানুষ্ঠান করিয়াছি, তুমি সেই তপঃ-প্রভাবে সশরীরে দেবলোকে গমন কর।

দাশরথে! তপোধন বিশ্বামিত্র ঈদৃশ বাক্য বলিবামাত্র রাজা ত্রিশঙ্কু সমুদায় ঋষিগণের সমক্ষেই আকাশপথে উত্থিত হইয়া সুরলোকে গমন করিলেন।

অনন্তর দেবগণে পরিবৃত দেবরাজ, ত্রিশঙ্কুকে দেবলোকে গমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, ত্রিশঙ্কো! তুমি পুনর্ব্বার পৃথিবীতে গমন কর; এই স্বর্গে তোমার স্থান হইতে পারে না; মূঢ়! তুমি গুরুশাপে ভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছ; তুমি এক্ষণেই অবাক্‌শিরা হইয়া ভূতলে পতিত হও। দেবরাজ এই কথা বলিবামাত্র ত্রিশঙ্কু অধঃশিরা ও ঊর্দ্ধপদ হইয়া স্বর্গ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন; পতনকালে তিনি চীৎকার পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন, শরণাগত-বৎসল আশ্রিত-প্রতিপালক করুণাকর মহাপ্রভাব তপোধন বিশ্বামিত্র! রক্ষা করুন, আমাকে রক্ষা করুন। পরে বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর তাদৃশ কাতর-বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, তুমি ঐ স্থানেই থাক, ঐ স্থানেই থাক, আর পতিত হইও না।

অনন্তর ঋষিগণ-মধ্যে দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় প্রভাবশালী তেজস্বী বিশ্বামিত্র, নূতন

স্বর্গ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে দক্ষিণাপথে অপর সপ্তর্ষিমণ্ডল সৃষ্টি করিলেন। পরে তিনি তপঃপ্রভাবে স্বর্গের দক্ষিণ দিকে অপর নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। নক্ষত্র-সৃষ্টির পর তিনি ক্রোধারুণ-লোচনে ইন্দ্রাদি দেবগণের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর দেবগণ ও ঋষিগণ সাতিশয় ভীত হইয়া মহানুভব বিশ্বামিত্রকে অনুনয়-বিনয় সহকারে কহিলেন, তপোধন! এই রাজা ত্রিশঙ্কু গুরুশাপে উপহত ও পতিত হইয়াছেন; ইহাঁর সেই শাপ অপনীত না হইলে ইনি সশরীরে স্বর্গে যাইবার অধিকারী হইবেন না। প্রমাণজ্ঞ ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য এই যে, বেদের প্রমাণ সমুদায় যত্নপূর্ব্বক পরিপালন করেন; বৈদিক প্রমাণ দ্বারা যে নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা অতিক্রম করা আপনকার উচিত হইতেছে না।

তপোধন বিশ্বামিত্র, দেবগণের ঈদৃশ স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেবগণ! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, ধীমান রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গারোহণ করিবেন; আমি সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করি না। ত্রিশঙ্কু আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন; যাহাতে তিনি স্বর্গে গমন করেন ও চিরকাল স্বর্গে থাকেন, তাহা আমাকে করিতেই হইবে। যে পর্য্যন্ত ত্রিলোক থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আমার সৃষ্ট নক্ষত্রগণও আকাশমণ্ডলে স্থায়ী হইবে। দেবগণ! আপনারা সকলে কৃপাদৃষ্টি পূর্ব্বক আমার এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া দিউন।

দাশরথে! দেবগণ ভীত হইয়া কহিলেন, তপোনিধে! আপনি যাহা প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা পূর্ণ হইবে; এই সমুদায় নক্ষত্র, বৈশ্বানর-পথের বহির্দ্দেশে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতি করিবে; রাজা ত্রিশঙ্কু এই নক্ষত্রগণের মধ্যস্থলে সমুজ্জ্বল তেজোমণ্ডলে জাজ্বল্যমান্ ও অধঃশিরা হইয়া দক্ষিণ দিকে অবস্থান পূর্ব্বক দেবতার ন্যায় নিজপ্রভায় শোভমান হইবেন। এই নক্ষত্রগণ, দেবকল্প এই রাজা ত্রিশঙ্কুর অনুগমন করিবে।

তপোনিধি বিশ্বামিত্র, ঋষিগণ-সমক্ষে দেবগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। তৎকালে দেবগণও তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

এইরূপে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে দেবগণ ও মহানুভব মহর্ষিগণ সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

শুনঃসেফ-বিক্রয়।

অনন্তর মুনিগণ নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিলে তপোধন বিশ্বামিত্র, তত্রত্য বনবাসী জনগণকে কহিলেন, এই দাক্ষিণাত্য প্রদেশে অত্যন্ত অত্যাচার ও বহুবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে; এক্ষণে অন্য দিকে গমন পূর্ব্বক তপস্যা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্ত্য প্রদেশস্থিত পুষ্করারণ্য উত্তম তপোবন; চল আমরা সেই স্থানে গিয়া তপস্যানুষ্ঠান করি।

তপোনিধি মহাতেজা বিশ্বামিত্র, এই কথা বলিয়া অনুগত মুনিগণের সহিত পুষ্করারণ্যে গমন পূর্ব্বক ফলমুল মাত্র ভক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার কঠোর তপস্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। দাশরথে! তপোনিধি বিশ্বামিত্র পুষ্করারণ্যে বাস করিতেছেন, ঈদৃশ সময়ে অযোধ্যাধিপতি রাজর্ষি অম্বরীষ নরমেধ যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এক জন সুলক্ষণ পুরুষকে পশুত্বে বিনিযুক্ত করিয়াছিলেন; তিনি ঐ পশুরূপ পুরুষকে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রোক্ষিত করিয়া যূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, এমত সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে হরণ করিলেন।

অনন্তর ঋত্বিক, যজ্ঞীয় পশু হৃত হইয়াছে দেখিয়া, রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আমরা যজ্ঞের নিমিত্ত যে পশু প্রোক্ষিত করিয়াছিলাম, কোন ব্যক্তি বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। নরেশ্বর! যে রাজা যজ্ঞীয় পশু রক্ষা করিতে না পারেন, দেবগণ তাঁহাকে নষ্ট করিয়া থাকেন; যে কোনরূপে সেই প্রোক্ষিত পশুকে প্রত্যানয়ন করা ভিন্ন তাহার আর অন্য উত্তম প্রায়শ্চিত্ত দেখিতে পাই না; অথবা যদি কোনরূপেই সেই প্রোক্ষিত পশু প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে অন্য একটি সুলক্ষণ পশু ক্রয় করিয়া আনয়ন পূর্ব্বকও যজ্ঞ সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে।

মহীপতি অম্বরীষ উপাধ্যায়-মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পশুত্বে বিনিযোজিত করিবার নিমিত্ত অন্য কোন সুলক্ষণ পুরুষ অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা মহীপতি নানা দেশ, নানা জনপদ, নানা নগর, নানা বন ও নানা পবিত্র আশ্রমে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সুলক্ষণ পুরুষ অন্বেষণ করিতে করিতে ঋচীক নামে কোন ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন; সেই ব্রাহ্মণ গৃহস্থ দরিদ্র ও বহু-পুত্রশালী; তিনি তপস্যা ও বেদাধ্যয়নে নিয়ত নিযুক্ত থাকিতেন।

দাশরথে! মহারাজ অম্বরীষ এই ব্রাহ্মণের নিকট গমন পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পরিশেষে কহিলেন, ব্রহ্মন! আপনি একলক্ষ ধেনুর পরিবর্ত্তে আমাকে একটি পুত্র প্রদান করুন। আমি নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, আমি আপনকার ঐ পুত্রকে পশুত্বে বিনিযুক্ত করিব। দ্বিজোত্তম! আপনি বৃদ্ধ দরিদ্র ও বহুপুত্র-শালী; যদি আপনকার অভিরুচি হয়, একটি পুত্র পরিত্যাগ করুন। আমি বহু দেশ অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কোথাও যজ্ঞীয় পশু করিবার উপযুক্ত পুরুষ প্রাপ্ত হই নাই; আপনি মূল্য গ্রহণ করিয়া, পশু করিবার নিমিত্ত আমাকে একটি পুত্র প্রদান করুন। কাশ্যপ! আপনি যদি আমার এই উপকার করেন, তাহা হইলে আমি কৃতকৃত্য হই।

রঘুনন্দন! ব্রত-পরায়ণ ঋচীক অম্বরীষের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি, স্নেহ-ভাজন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করিতে পারিব না; অবশিষ্ট পুত্রগণের মধ্যে যাহাকে গ্রহণ করিতে আপনকার ইচ্ছা হয়, তাহাকেই আপনি লইয়া যাইতে

পারেন। ঋচীক-তনয়গণের জননী, ঋচীকের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! এই ভগবান কাশ্যপ কহিলেন যে, জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার প্রিয়; তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করিতে পারিবেন না; আমিও বলিতেছি, কনিষ্ঠ পুত্র শুনক আমার পরমপ্রিয়; আমি এই কনিষ্ঠ পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। রাজন! জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রায়ই পিতার প্রিয় হইয়া থাকে, এবং কনিষ্ঠ পুত্রও জননীর স্নেহভাজন হয়; অতএব জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রকে রক্ষা করা সকলেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ঋচীক ও ঋচীক-পত্নী এইরূপ বাক্য কহিলে মধ্যমপুত্র শুনঃশেফ স্বয়ং কহিলেন যে, মহারাজ! পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এবং মাতা কনিষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করিতে পারিবেন না, বলিতেছেন; ইহাদ্বারা আমার বোধ হইতেছে, মধ্যমপুত্র-বিক্রয়ে কাহারও আপত্তি নাই। মহীপতে! এক্ষণে আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই, আমাকেই ক্রয় করিয়া লইয়া চলুন।

অনন্তর ভূপতি অম্বরীষ পরম-প্রীত হৃদয়ে কোটি সুবর্ণমুদ্রা, রত্নরাশি ও একলক্ষ ধেনু প্রদান পূর্ব্বক শুনঃশেফকে গ্রহণ করিয়া রথে তুলিয়া লইলেন।

রামচন্দ্র! রাজা অম্বরীষ নরমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত শুনঃশেফকে গ্রহণ পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া যাগভূমিতে প্রত্যাগমন করিলেন।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

অম্বরীষ-যজ্ঞ।

রঘুনন্দন! রাজা অম্বরীষ শুনঃশেফকে লইয়া গমন করিতেছেন; এমত সময় পথিমধ্যে পুষ্কর তীর্থে মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইল। তৎকালে তিনি অশ্বগণকে সাতিশয় শ্রান্ত ক্লান্ত ও ঘর্ম্মার্দ্র-কলেবর দেখিয়া মুক্ত করিয়া দিয়া স্বয়ং সুশীতল ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাজা একান্তে বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতেছেন, এমত সময় মহামতি শুনঃশেফ দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার মাতুল বিশ্বামিত্র সেই পুষ্কর তীর্থে ঋষিগণের সহিত সমবেত হইয়া তপস্যা করিতেছেন। তখন তিনি জনক-জননী কর্ত্তৃক বিক্রয়-নিবন্ধন দুঃখে বিদীর্ণ-হৃদয়, বিষণ্ণ-বদন, দীন, শ্রান্ত ও তৃষ্ণাতুর হইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের চরণদ্বয়ে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, আমার মাতা পিতা সুহৃদ বন্ধু বান্ধব কেহই নাই; সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে আমি একমাত্র আপনকারই শরণাপন্ন হইয়াছি; আপনি আমাকে রক্ষা করুন। তপোধন! আপনি শরণাগত-বৎসল ও সকলের পরিত্রাতা; আপনি সকলের শুভানুধ্যায়ী; আপনকার তপোবলে এই রাজা অম্বরীষ যজ্ঞ ফল লাভ করিয়া যাহাতে কৃতকার্য্য হন, এবং আমারও জীবন রক্ষা হইতে পারে, আপনি কৃপা করিয়া তাহা করুন; আপনি এই আশ্রিত অনাথের নাথ

হউন; আপনি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। তপোনিধে! আপনি পিতার ন্যায় হইয়া এই দীনহীন পুত্রকে রক্ষা করুন।

তপোধন বিশ্বামিত্র শুনঃশেফের ঈদৃশ কাতর-বাক্য শ্রবণ করিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক নিজ পুত্রগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, পুত্রগণ! পিতা পারলৌকিক-মঙ্গল-কামনায় গুণবান পুত্র প্রার্থনা করেন; এক্ষণে আমার সেই কামনা পূর্ণ করিবার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই বালক মুনিকুমার আমার শরণাপন্ন হইয়াছে; তোমরা ইহার জীবন দান পূর্ব্বক আমার প্রিয়কার্য্য সাধন কর। তোমরা সকলেই ধর্ম্ম-পরায়ণ ও পুণ্যশীল; তোমাদের মধ্যে কেহ আমার নিয়োগ অনুসারে আত্ম-জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এই মুনিকুমারকে রক্ষা কর; তোমরা এক জন আমার আজ্ঞানুসারে এই মহীপতির যজ্ঞীয় পশু হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের তৃপ্তি সম্পাদন কর; এবং এই মুনিকুমার যাহাতে পশুপাশ হইতে মুক্ত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হও। পুত্রগণ! এই ঋচীক-তনয় আমার শরণাপন্ন হইয়াছে; ইহার জীবন রক্ষা পূর্ব্বক যাহাতে এই রাজর্ষির যজ্ঞবিঘ্ন না হয়, তাহা করিবে। তোমরা আমার বাক্যানুযায়ী কার্য্য করিলে অনাথ শুনঃশেফের জীবনরক্ষা হইবে, যজ্ঞের কোন বিঘ্নও হইবে না, দেবগণ তৃপ্তি লাভ করিবেন, আমার বাক্যও রক্ষা হইবে।

রঘুনন্দন! মধুস্যন্দ প্রভৃতি বিশ্বামিত্র-তনয়গণ পিতার মুখে ঈদৃশ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অভিমান ভরে কহিলেন, ভগবন! আপনি আত্মপুত্রকে নষ্ট করিয়া পরপুত্রকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। স্বমাংস-ভক্ষণ দ্বারা পুষ্টি-কামনার ন্যায় আপনকার এই কার্য্য সাধুজন-বিগর্হিত হইতেছে। তপোধন বিশ্বামিত্র পুত্রগণের মুখে ঈদৃশ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রোষারুণিত লোচনে তাহাদিগকে শাপ প্রদান করিলেন যে, তোমরা আমায় অবজ্ঞা করিয়া নির্ভয় চিত্তে স্বমাংস-ভক্ষণের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক যে ধর্ম্ম-বিগর্হিত বাক্য কহিলে সেই কারণে তোমরা বশিষ্ঠ-তনয়গণের ন্যায় পতিত চাণ্ডালত্ব-প্রাপ্ত শ্বমাংস-ভোজী ও কুৎসিতাচার-নিরত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবে।

কুশিক-নন্দন এইরূপে নিজ পুত্রগণকে শাপাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া শুনঃশেফকে সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, বৎস! যখন যজ্ঞে যাজকগণ তোমাকে রক্ত মাল্য ও রক্ত বিলেপনে বিভূষিত করিয়া পশুত্বে বিনিয়োগ পূর্ব্বক প্রোক্ষিত করিবে, তখন তুমি প্রথমত এই দুইটি দিব্য গাথা গান করিলে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে; পরে তুমি আমা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ইন্দ্রস্তব-সূচক এই মন্ত্র জপ করিলেই দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে পশুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন এবং রাজারও কোনরূপ যজ্ঞবিঘ্ন হইবে না।

অনন্তর শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের নিকট সেই গাথা ও মন্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া রাজা অম্বরীষের নিকট গমন করিলেন, এবং প্রহৃষ্ট হৃদয়ে কহিলেন, মহারাজ! শীঘ্র

আগমন করুন; এক্ষণে আপনি আমাকে যজ্ঞভূমিতে লইয়া গিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পশু-রূপে প্রোক্ষিত করিয়া আপনকার যজ্ঞদীক্ষা সম্পূর্ণ ও উদ্যাপন করুন।

শ্রীমান মহীপতি ঋষিকুমারের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যার পর নাই আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে লইয়া যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি সদস্যগণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পবিত্র সুলক্ষণ শুনঃশেফকে পশুরূপে অভিমন্ত্রিত করিয়া যূপে বন্ধন করিলেন।

পরে শুনঃশেফ রক্ত মাল্যাদি ধারণপূর্ব্বক যূপে নিবদ্ধ হইয়া কৌশিক কর্ত্তৃক উপদিষ্ট দিব্য গাথাদ্বয় গান করিতে লাগিলেন। পরে দেবরাজ যখন যজ্ঞভাগ গ্রহণের নিমিত্ত আগমন করিলেন, তখন ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন! তৎকালে দেবরাজ যার পর নাই প্রীত-হৃদয় হইয়া সেই ঋষিকুমারকে পশুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া অভিলষিত পরমায়ু ও উত্তম যশ প্রদান করিলেন। যজ্ঞে দীক্ষিত রাজা অম্বরীষও দেবরাজের প্রসাদে যথাভিলষিত যজ্ঞফল, ধর্ম্ম, যশ ও মহাসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্রও ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক সেই পুষ্কর তীর্থেই এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অতীব উগ্র ও দুশ্চর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

মেনকা-নির্ব্বাসন।

রামচন্দ্র! অনন্তর সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ হইলে যে সময় তপোধন বিশ্বামিত্র ব্রত-উদ্যাপনার্থ স্নান করিলেন, সেই সময় সমুদায় দেবগণ সমবেত হইয়া তপস্যার ফল প্রদান করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। পরে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার তাঁহাকে মধুর বাক্যে কহিলেন, তপোধন! তুমি স্বকৃত পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা এক্ষণে ঋষি হইয়াছ; তোমার মঙ্গল হউক; অধুনা তুমি তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও।

ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন; বিশ্বামিত্রও তাদৃশ অনভিমত বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হৃদয়ে পুনর্ব্বার তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তিনি বহু-কাল পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিলে মেনকা নামে নিরুপম-রূপবতী অপ্সরা, দেবগণের আদেশ অনুসারে তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত নির্জ্জনে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইল; এবং সেই পুষ্কর তীর্থে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী প্রদেশেই স্নান করিতে আরম্ভ করিল।

তপোধন কুশিক-নন্দন, মেঘমণ্ডল-মধ্য-সঞ্চারিণী সৌদামিনীর ন্যায় সলিল-মধ্য-বর্ত্তিনী অসামান্য-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না সর্ব্বাবয়ব-সুন্দরী মেনকাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই নির্জ্জন বনে যুবজন-মনোহারিণী একাকিনী

মেনকাকে আর্দ্র-বসনা,মনোহরতরা ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী দেখিয়া পঞ্চশর-শরে জর্জ্জরিত-কলেবর ও বিমুগ্ধ-হৃদয় হইয়া পড়িলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রণয়-সম্ভাষণ পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিলেন, সুন্দরি! তুমি কে? তুমি একাকিনী কোথা হইতে এই জনশূন্য অরণ্যমধ্যে আগমন করিয়াছ? ভদ্রে! আমার আশ্রমে আইস, বিশ্রাম কর; কোন শঙ্কা করিও না।

অপ্সরা মেনকা, তপোধন বিশ্বামিত্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, আমি মেনকা নামে অপ্সরা; আমি আপনকার প্রতি প্রীতি-নিবন্ধন অনুরাগ-পরতন্ত্রা হইয়া এইস্থানে আগমন করিয়াছি। ব্রহ্মন! আমি আপনকারই বশবর্ত্তিনী ও অধীনা; যদি আপনকার অভিরুচি হয়, আমাকে গ্রহণ করুন।

অসামান্য-রূপ-লাবণ্যবতী মেনকা ঈদৃশ মধুর বাক্য কহিলে ভগবান বিশ্বামিত্র তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে তাঁহার তপস্যানুষ্ঠান বিষয়ে মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইল। দাশরথে! অনন্তর বিশ্বামিত্র অপ্সরার সহিত বিষয়-সম্ভোগে মত্ত থাকিয়া ক্ষণকালের ন্যায় দশ বৎসর কাল অতিবাহিত করিলেন। মেনকা বিশ্বামিত্রের মন অপহরণ পূর্ব্বক এতদূর বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল যে, তিনি সেই অতীত দশ বৎসর কাল এক দিবসের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছিলেন।

অনন্তর সেই দশ বৎসর অতীত হইলে তপোধন বিশ্বামিত্র বুদ্ধিবলে যখন আপনার ব্যতিক্রম ও বিকার বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি লজ্জা-পরতন্ত্র, চিন্তাকুলিত ও শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি সন্তপ্ত হৃদয়ে কহিলেন, হায়! আমার সেই জ্ঞান, সেই তপস্যায় অভিনিবেশ,সেই ধৈর্য্য, সেই অধ্যবসায় সমুদায়ই এককালে নষ্ট হইল! রমণী-জাতির অসাধ্য কিছুই নাই। এই অপ্সরা মেনকা ইন্দ্রের প্রিয়কার্য্য সাধনের নিমিত্ত আমাকে প্রলোভিত করিয়া আমার সমুদায় তপস্যাই ধ্বংস করিল! এক্ষণে আমি ইহাকে পরিত্যাগ করি। দেবগণ হইতেই আমার সমুদায় তপস্যা অপহৃত হইল! আমি বিমুগ্ধ-হৃদয় হইয়া এক অহোরাত্রের ন্যায় দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি! আমি কাম ও মোহে অভিভূত হওয়াতে আমার এই তপস্যার বিঘ্ন উপস্থিত হইল! তপোধন বিশ্বামিত্র এইরূপে পশ্চাত্তাপে তাপিত ও অতীব দুঃখার্ত্ত-হৃদয় হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তপোনিধি কুশিক-নন্দন সম্মুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন, অপ্সরা মেনকা ভয়-বিহ্বলা ও কম্পান্বিত-কলেবরা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তখন তিনি ক্রোধাভিভূত না হইয়াই মধুর বচনে তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন; অনন্তর তিনি পুষ্কর তীর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কঠোরতর তপস্যার অনুষ্ঠানের নিমিত্ত উত্তর পর্ব্বতে গমন করিলেন। পরে তিনি কৌশিকী নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সমস্ত জয় করিবার

নিমিত্ত অবিচলিত বুদ্ধি ও দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে সুদারুণ-তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

দাশরথে! অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন কৌশিক পুনর্ব্বার সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত দুশ্চর তপস্যার অনুষ্ঠান করিলে, দেবরাজ-সমেত দেবগণ ও ঋষিগণ মিলিত হইয়া ভীত ও উদ্বিগ্ন হৃদয়ে পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, এই তপোনিধি কৌশিককে মহর্ষিপদ প্রদান করা যাউক, নচেৎ ইনি অসামান্য তপোবলে আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারেন। পরে তাঁহারা পিতামহকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই বিশ্বামিত্র যাদৃশ কঠোর-তপস্যানুষ্ঠান করিতেছেন; তাহাতে আমরা সকলেই সন্তাপিত হইতেছি। প্রভো! আপনি তাঁহাকে মহর্ষিপদ প্রদান পূর্ব্বক ঈদৃশ উগ্র তপস্যা হইতে বিনিবর্ত্তিত করুন।

লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, দেবগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তপোনিধি বিশ্বামিত্রের নিকট গমন পূর্ব্বক সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে এই উগ্র তপস্যা হইতে বিরত হও; কুশিক-নন্দন! আমি তোমাকে মহর্ষিপদ প্রদান করিলাম; তুমি এক্ষণে সমুদায় ঋষিগণের মধ্যে মহত্ত্ব ও প্রাধান্য লাভ করিতেছ।

তপোধন বিশ্বামিত্র, পিতামহ ব্রহ্মার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন; ভগবন! যদি আমার তপঃসঞ্চয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি আপনকার প্রসাদে স্বোপার্জ্জিত তপোবলে যাহাতে পরম দুর্লভ ব্রহ্মর্ষি-পদ লাভ করিতে পারি, তাহা করুন।

অনন্তর ব্রহ্মা কহিলেন; কুশিক-নন্দন! তুমি অদ্যাপি ইন্দ্রিয় পরাজয় করিতে সমর্থ হও নাই; তুমি কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ পরাজয় না করিয়া কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মর্ষিপদ-লাভ করিতে সমর্থ হইবে? তপোধন! তুমি অগ্রে কাম ক্রোধ ও ইন্দ্রিয় সমুদায় পরাজয় কর; তৎপরে তুমি ব্রাহ্মণত্ব ও দুর্লভ ব্রহ্মর্ষিপদ লাভ করিতে পারিবে।

সুরপতি ব্রহ্মা ঈদৃশ বাক্য বলিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মলোকে প্রতিগমন করিলেন; ভগবান্ বিশ্বামিত্রও সেই স্থানেই পুনর্ব্বার ঘোরতর কঠোর-তপস্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নিরন্তর ঊর্দ্ধবাহু ও নিরবলম্ব হইয়া এক চরণমাত্রে ভর রাখিয়া এক স্থানে স্থাণুর ন্যায় স্থিরতর-ভাবে অবস্থান করিতেন। তিনি গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা হইয়া, বর্ষাকালে মেঘমণ্ডলের অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া, শীতকালে সলিল-মধ্য-স্থিত হইয়া বায়ুমাত্র ভক্ষণ পূর্ব্বক ঘোরতর কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

দাশরথে! ভগবান কৌশিক এইরূপে পুনর্ব্বার সহস্র বৎসর দুশ্চর-তপস্যানুষ্ঠান করিলে সমুদায় দেবগণ যার পর নাই ভীত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সম্ভ্রান্ত-হৃদয় হইয়া কিরূপে সেই তপস্যার ব্যাঘাত করিবেন, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন! পরে তিনি মরুদ্গণে পরিবৃত হইয়া রম্ভানাম্নী অপ্সরাকে আহ্বান পূর্ব্বক

যাহাতে দেবতাগণের হিতানুষ্ঠান ও বিশ্বামিত্রের তপোবিঘ্ন হয়, তাদৃশ কার্য্যসম্পাদনে আদেশ করিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

রম্ভার প্রতি শাপ।

দেবরাজ কহিলেন, রম্ভে! এক্ষণে দেবগণের একটি বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে; তুমি ভিন্ন আর কাহাকেও তৎকার্য্যসাধনে সমর্থ দেখিতেছি না; তোমাকেই তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। তপোনিধি বিশ্বামিত্র ঘোরতর কঠোর তপস্যা করিতেছেন; তুমি নিরুপম-রূপ-যৌবন-দ্বারা তাঁহাকে প্রলোভিত কর।

রম্ভা ত্রিদশাধিপতি পুরন্দরের ঈদৃশ আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই উদ্বিগ্না ও ভীতা হইল এবং কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিল, শচীপতে! তপোনিধি বিশ্বামিত্র নিয়ত তপঃ-পরায়ণ ও অতীব কোপন-স্বভাব। তাঁহার ক্রোধোদয় হইলে তিনি নিশ্চয়ই সেই ক্রোধাগ্নি দ্বারা আমাকে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিবেন। দেবরাজ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; তপোধন বিশ্বামিত্রের তেজোবল ও তপোবল অতীব দুর্দ্ধর্ষ। আমি তাঁহার নিকট গিয়া কিছুই করিতে সমর্থা হইব না।

অনন্তর দেবরাজ, রম্ভাকে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা ও বেপমানা দেখিয়া মধুর বচনে কহিলেন, প্রিয়ভাষিণি! তুমি ভীতা হইও না; তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে আমার এই প্রিয়-কার্য্য সম্পাদন কর; বসন্ত কালে বৃক্ষ-সমুদায়ে কুসুমসমূহ বিকসিত হইলে তদুপরি আমি কোকিল-রূপ ধারণ পূর্ব্বক কন্দর্পের সহিত একত্র হইয়া তোমার নিকটেই অবস্থান করিব। রম্ভোরু! সেই সময় তুমি মনোহরতর অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়া সমুজ্জ্বল বেশ বিন্যাস পূর্ব্বক তপোধন বিশ্বামিত্রকে প্রলোভিত করিতে প্রবৃত্তা হইবে।

নিরুপম-রূপ-যৌবন-শালিনী রম্ভা দেবরাজের মুখে তাদৃশ আশ্বাস-বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্রকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত গমন করিল। দেবরাজও কোকিলরূপ ধারণ পূর্ব্বক কন্দর্পের সহিত একত্র হইয়া রম্ভার সন্নিহিত প্রদেশে কুসুমিত-তরুশাখায় উপবেশন পূর্ব্বক সুচারু রব দ্বারা মহর্ষির মনোহরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তপোধন কুশিকনন্দন যখন দেখিলেন যে, বসন্তকালে সুখস্পর্শ সুশীতল সুগন্ধ গন্ধবহ, অরবিন্দবৃন্দ আন্দোলন পূর্ব্বক মকরন্দ-বিন্দু-বাহী হইয়া মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতেছে; মদকল কোকিলকুল বিকসিত-কুসুম-সুশোভিত বৃক্ষশাখায় উপবেশন পূর্ব্বক সুচারু রব করিতেছে; অসামান্য-রূপ-লাবণ্য-বতী রম্ভার সুমনোহর সঙ্গীত-নিনাদে তপোবন অনুনাদিত হইতেছে; তখন তিনি সহসা কন্দর্প কর্তৃক আকৃষ্ট-হৃদয় হইলেন। তিনি সঙ্গীতের স্বর অনুসারে রম্ভার নিকটবর্ত্তী হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য সন্দর্শন করিয়া এককালে বিমুগ্ধ-হৃদয় হইলেন। পরে

তিনি আপনার তপস্যা-ভ্রংশের উপক্রম বুঝিতে পারিয়া শঙ্কাকুলিত হৃদয়ে ধ্যাননেত্র দ্বারা অবগত হইলেন যে, তৎসমুদায়ই দেবরাজের কার্য্য। পরে তিনি কুপিত হইয়া রম্ভাকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, রম্ভে! আমি দৃঢ়প্রযত্ন-সহকারে কাম ক্রোধ জয় করিতেছি, ঈদৃশ অবস্থায় তুমি রূপ-যৌবন দ্বারা আমাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টায় আসিয়াছ; এই কারণে তুমি আমার শাপে কলুষিতা ও পাষাণময়ী হইয়া দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এই তপোবনে অবস্থান করিবে। দশ সহস্র বৎসর অতীত হইলে কোন তপঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণ (বশিষ্ঠ) হইতে তোমার শাপ মোচন হইবে।

মহামুনি বিশ্বামিত্র রম্ভাকে এইরূপে পাষাণময়ী করিয়া, স্বয়ং ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়াছেন বলিয়া, যার পর নাই সন্তপ্ত-হৃদয় হইলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার ক্রোধে অপ্সরা রম্ভা তৎক্ষণাৎ পাষাণময়ী হইয়াছে, এবং দেবরাজ ও কন্দর্প সেই স্থানে অবস্থান করিতেছেন; তখন তিনি আপনার তপস্যা ক্ষয় হইল বুঝিতে পারিয়া আপনাকে অজিতেন্দ্রিয় বলিয়া পুনঃপুন নিন্দা করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ও কন্দর্প তপোধন বিশ্বামিত্রের তাদৃশ অনুতাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। তপোধন বিশ্বামিত্রও ইন্দ্রিয়-পরাজয়ে অসমর্থ হইয়া যার পর নাই সন্তপ্ত-হৃদয় হইলেন; তৎকালে তিনি ক্ষণমাত্রও শান্তিসুখ লাভ করিতে পারিলেন না। এইরূপে তপস্যা ক্ষয় হইলে তিনি মনে মনে কৃতনিশ্চয় হইলেন যে, আমি আর কখনও এই রূপ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইব না, কাহারও সহিত কখনও কোন কথাও কহিব না; অথবা আমি এক শত বৎসর পর্য্যন্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিয়া থাকিব; আমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই শরীর শোষণ করিব; আমি যে পর্য্যন্ত তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত আহারেও প্রবৃত্ত হইব না, নিশ্বাস-প্রশ্বাসও পরিত্যাগ করিব না।

অনন্তর তপোধন কৌশিক উত্তর দিক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ব দিকে গমন করিয়া দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে পুনর্ব্বার কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বজ্রস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া অচলের ন্যায় অচল হইয়া থাকিলেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-লাভ।

অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিলেন। তৎকালে কাম বা ক্রোধ তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিবার অবকাশই পাইল না। তাঁহার কাষ্ঠবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান কালে যখন সহস্র বৎসর প্রায় সম্পূর্ণ হইল, তখন তিনি বহুবিধ বিঘ্নে আকুলীকৃত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু ক্রোধের বশবর্ত্তী হন নাই।

এইরূপে সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ হইলে যখন মহাতপা বিশ্বামিত্র পারণের নিমিত্ত অন্ন ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সময় দেবরাজ, ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া সেই অন্ন যাচ্ঞা করিলেন।' ভগবান মহাতপা বিশ্বামিত্রও ব্রাহ্মণকে সেই অন্ন প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়াই পুনর্ব্বার মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক কঠোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় তিনি নিশ্বাস রোধ করিয়া অচল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে পুনর্ব্বার সহস্র বৎসর অতীত হইল। তিনি নিশ্বাস রোধ করিয়া থাকাতে তাঁহার মস্তক দিয়া প্রভূততর ধূমরাশি নির্গত হইতে লাগিল। ঐ ধূমরাশি দ্বারা ত্রিলোকস্থ লোক সমাচ্ছন্ন, সন্তাপিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল।

অনন্তর দেবগণ ঋষিগণ গন্ধর্ব্বগণ পন্নগগণ উরগগণ ও রাক্ষসগণ সেই তেজে মোহিত ও হতপ্রভ হইয়া সম্ভ্রান্ত ও ভয়-বিহ্বল হৃদয়ে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমরা বহুবিধ উপায় দ্বারা তপোনিধি বিশ্বামিত্রকে লোভাভিভূত ও ক্রোধাভিভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তপোধন কৌশিক ক্রমশই তপস্যা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতেছেন; এক্ষণে তাঁহার কিছুমাত্র দোষ দেখিতে পাইতেছি না। অতঃপর যদি তাঁহাকে অভিমত বর প্রদান না করেন; তাহা হইলে তাঁহার তেজোবলে স্থাবর জঙ্গম সমুদায় লোকই নষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। এই দেখুন, সমুদায় দিক্ ব্যাকুলিত হইয়াছে; কোন বস্তুরই প্রভা নাই; সাগর-সমুদায় ক্ষুভিত ও পর্ব্বত-সমুদায় বিদীর্ণ হইতেছে; সমীরণ আকুল হইয়া গমন করিতেছে। পৃথিবী কম্পিতা হইতেছে; ত্রিলোকস্থ লোক সকলেই ব্যাকুলিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছে; সূর্য্যের আর পূর্ব্ববৎ প্রভা নাই। ভগবন্! পূর্ব্বে কালানল দ্বারা যেরূপ ত্রৈলোক্য দগ্ধ হইয়াছিল; সেইরূপ কালানল-সদৃশ মহর্ষি বিশ্বামিত্র যে পর্য্যন্ত ত্রিলোক সংহারে অভিলাষী না হন, অথবা যে পর্য্যন্ত দেবরাজ-পদ প্রাপ্ত হইতে বাসনা না করেন, তাহার মধ্যেই তাঁহাকে তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান করুন।

অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা ও সমুদায় দেবগণ বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! ঈদৃশ কঠোর তপস্যা হইতে বিরত হও; তুমি তপোবলে দুর্ল্লভ ব্রহ্মর্ষিপদ লাভ করিয়াছ। আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়া তোমাকে আর একটি বর প্রদান করিতেছি যে, স্বেচ্ছা ব্যতিরেকে কখনও তোমার মৃত্যু হইবে না। তোমার মঙ্গল হউক; তুমি কুশলী হও; তোমাকে আর এতাদৃশ কঠোর তপস্যা করিতে হইবে না।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র, পিতামহ-মুখে তাদৃশ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ব্রহ্মন! যদি তপোবলে আমি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলাম, তাহা হইলে ব্রহ্ম, বেদ, সত্য, ওঙ্কার, বষট্কার, এতৎসমুদায় আমার আয়ত্ত হউক। বিশেষত ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপযোগী

সিদ্ধি, ধৃতি, স্মৃতি, মেধা, বিদ্যা, ক্ষমা, শম, দম, তপ, দয়া, ক্ষান্তি, সর্ব্বজ্ঞত্ব, কৃতজ্ঞতা, অসম্মোহ, সর্ব্বভূতে অদ্রোহ, অসঙ্কল্প, অসঙ্গতা, এ সমস্ত আমার অধীন হউক। আমি তপস্যা দ্বারা যদি চিরাভিলষিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলাম, তাহা হইলে ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠও আমাকে ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মর্ষি বলিয়া স্বীকার করুন। যদি আমার এই সমস্ত কামনা পূর্ণ করিয়া দেন, আমি তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইতেছি; আপনারা যথাস্থানে গমন করুন।

ব্রহ্মা তপোনিধি বিশ্বামিত্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সমুদায় বেদ ও ব্রহ্ম তোমার হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে; তুমি সমুদায় বেদজ্ঞ মহর্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবে। ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া দেবগণে পরিবৃত হইয়া দেবলোকে গমন করিলেন। এই সময় তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রসন্ন করিয়া বিশ্বামিত্রের সহিত তাঁহার সখ্যভাব স্থাপন করিয়া দিলেন; মহর্ষি বশিষ্ঠও তপোধন বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মর্ষি বলিয়া স্বীকার করিলেন।

এইরূপে ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মর্ষিপদ লাভ করিয়া প্রথমত মহর্ষি বশিষ্ঠের পূজা করিলেন; পরে তিনি কৃতকার্য্য ও পূর্ণ-মনোরথ হইয়া পৃথিবীমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

দাশরথে! মহাত্মা বিশ্বামিত্র এইরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। ইনি বেদজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরম-তেজস্বী, তপঃসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রধান ও মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম। ইনি শম দম সত্য ও ধর্ম্মে নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন।

রাজর্ষি জনক, রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিধানে শতানন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহর্ষে! অদ্য আমি ধন্য হইলাম, অদ্য আমি অনুগৃহীত হইলাম; আপনি রাম ও লক্ষ্মণের সহিত আমার যজ্ঞ সন্দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি? ব্রহ্মন! অদ্য আপনকার সন্দর্শনে আমার এই শরীর পবিত্র হইল; অদ্য আপনকার সংসর্গে আমার সমুদায় দুরিত ক্ষয় হইয়াছে, প্রভূত পুণ্যপুঞ্জও সঞ্চিত হইয়াছে। তপোনিধে! আপনকার সদ্গুণসমূহে অদ্য আমার এই সভাও পবিত্র হইল। ব্রহ্মন! শতানন্দ যে আপনকার ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির বিবরণ কীর্ত্তন করিলেন, তাহা মহাপ্রভাব রাম, আমি ও সভাসদ্গণ সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন; আপনকার বহুবিধ অনন্য-সাধারণ গুণসমূহও আমরা শ্রবণ করিলাম। মহর্ষে! আপনকার তপোবল অপ্রমেয়; আপনকার ক্ষমতা ও অধ্যবসায় অপ্রমেয়; আপনকার গুণনিচয়ও অনির্ব্বচনীয়। মহর্ষে! আপনকার এই অদ্ভুত চরিত—অদ্ভুত বিবরণ শ্রবণে আমরা পরিতৃপ্ত হইনাই; ইহা যতই শ্রবণ করিতেছি, শ্রবণ-লালসা ততই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; পরন্তু এক্ষণে ভগবান অংশুমালী অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইতেছেন; অধুনা সায়ংসন্ধ্যা বন্দনা করিবার সময় উপস্থিত; কল্য প্রভাতেই আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পুনরাগমন

করিব ; এক্ষণে আমি গমন করিতেছি, অনুমতি প্রদান করুন ; আপনকার মঙ্গল হউক।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র, মহারাজ জনকের তাদৃশ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত হৃদয়ে পুনঃপুন সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দিলেন ; মিথিলাধিপতি জনকও বহুবিধ বিনয়গর্ভ মধুর বাক্য বলিয়া মহর্ষিকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সম্ভাষণ করিয়া গমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্রও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত নিজ আবাসগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

জনকবাক্য।

অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে ধর্ম্মাত্মা জনক, রাম লক্ষ্মণ ও মহাত্মা বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন। তিনি শাস্ত্রের বিধানানুসারে তাঁহার ও মহানুভব রাম-লক্ষ্মণের পূজা ও যথাবিহিত সৎকার করিয়া কহিলেন, ভগবন! গত রজনীতে ত আপনকার কোন কষ্ট হয় নাই? তপোধন! এক্ষণে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন ; আমি আপনকার আজ্ঞানুবর্ত্তী কিঙ্কর-স্বরূপ উপস্থিত রহিয়াছি।

বাক্য-বিশারদ ধর্ম্মশীল বিশ্বামিত্র, মহাত্মা জনকের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সর্ব্বলোক-বিশ্রুত ক্ষত্রিয়-বংশাবতংস দশরথতনয় রাম ও লক্ষ্মণ, আপনকার সেই দিব্য শঙ্কর-শরাসন সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছেন; আপনি এই দুই রাজকুমারকে তাহা প্রদর্শিত করুন। আপনকার মঙ্গল হউক। ইহাঁরা সেই শরাসন দর্শন করিয়া যেরূপ অভিলাষ হয়, করিবেন।

রাজর্ষি জনক, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! সেই দিব্য শরাসন যে কারণে আমার নিকট রহিয়াছে, তাহার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ নিমির জ্যেষ্ঠ তনয় দেবরাত-নামক এক নরপতি ছিলেন। এই দিব্য শরাসনে সর্ব্বদা দেবতার অধিষ্ঠান বলিয়া অর্চ্চনার নিমিত্ত দেবদেব মহাদেব ও দেবগণ ঐ মহাত্মাকে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বকালে দক্ষযজ্ঞের সময় ভগবান শঙ্কর এই শরাসনে শর যোজনা করিয়া সমুদায় দেবগণের শরীর ক্ষতবিক্ষত ও ছিন্নভিন্ন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দেবগণ! আমি যজ্ঞভাগী হইলেও তোমরা আমাকে আমার সেই নির্দ্দিষ্ট ভাগ প্রদান কর নাই; এই কারণে আমি তোমাদের সকলেরই শরীর খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলিতেছি। তখন দেবগণ ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভগবান আশুতোষ মহেশ্বরও তখন তাঁহাদের প্রতি পরিতুষ্ট হইলেন। তিনি শরাসন-মুক্ত শরনিকর দ্বারা দেবগণের যে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

ছেদন করিয়াছিলেন, তাহা পুনর্ব্বার প্রীত হৃদয়ে যোজনা করিয়া দিলেন।

ভগবন! মহানুভব দেবদেব মহাদেবের সেই শরাসন অদ্যাপি আমাদের গৃহে রহিয়াছে; আমরা ভক্তি-সহকারে প্রতি দিন তাহার পূজা করিয়া থাকি।

একদা আমি ক্ষেত্র-সংস্কারের নিমিত্ত ভূমি কর্ষণ করিতেছি, এমত সময় ভূগর্ভ হইতে আমার লাঙ্গলের মুখে একটি কন্যা উত্থিতা হইল। এই কন্যা অযোনিজা; ইহার নাম সীতা; এই কন্যা দিব্য-রূপ-গুণ-সম্পন্না ও বীর্য্য-শুল্কা;—আমার প্রতিজ্ঞা আছে যে, যে রাজা অলোক-সামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই এই কন্যারত্ন প্রদান করিব।

ইতিপূর্ব্বে নানা দিগ্দেশ হইতে নরপতিগণ আসিয়া আমার নিকট এই কন্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন; আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, আমি বীর্য্যরূপ শুল্কে এই কন্যা প্রদান করিব;—যে রাজা বা রাজকুমার অনন্য-সাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।

অনন্তর সমুদায় রাজগণ আমার এই কন্যা-প্রার্থনায় অসাধারণ বীরত্বের পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত আমার রাজধানীতে আগমন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মন! আমি ভূপালগণের বল বীর্য্য পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সেই শঙ্কর-শরাসন দেখাইতে লাগিলাম; তাঁহারা কেহই তাহা উত্থাপন করিতেও সমর্থ হইলেন না। মহর্ষে! আমি সমাগত ভূপতিগণকে তাদৃশ অল্পবীর্য্য দেখিয়া আমার কন্যা বিষয়ে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক বিমুখ করিলাম; তাঁহারাও অবমানিত, লজ্জিত ও হতাশ হইয়া চলিয়া গেলেন।

মহর্ষে! পরে ভূপতিগণ ভগ্ন-মনোরথ ও কুপিত হইয়া সকলে মিলিয়া আমার এই মিথিলা পুরীর চতুর্দ্দিক অবরোধ করিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, মিথিলাধিপতি আমাকেই অবমানিত করিয়াছেন; এই কারণে রাজগণের মধ্যে সকলেরই অন্তরে মহাক্রোধের উদয় হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহারা সকলে একবাক্য ও সমবেত হইয়া আমার এই নগরী নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সেই সমবেত রাজগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সম্পূর্ণ এক বৎসর পর্য্যন্ত মিথিলাপুরী অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাদৃশ দীর্ঘকাল অবরোধ দ্বারা আমি যখন ক্ষীণ ও হীনবল হইয়া পড়িলাম, তখন দেবদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ভগবান ভূত-ভাবন ভবানীপতিও প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া আমাকে মহাবল চতুরঙ্গ বল প্রদান করিলেন। পরে অল্পবীর্য্যে গর্ব্বিত অল্পোৎসাহ অল্পবীর্য্য মদমত্ত মহীপতিগণ আমার নিকট পরাজিত হইয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন।

মহর্ষে! সেই পরম-ভাস্বর দিব্য শরাসন আমার নিকট রহিয়াছে। আমি এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণকে তাহা দেখাইতেছি। দশরথ-তনয় রাম যদি এই শরাসনে জ্যারোপণ

করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি অযোনিজা সীতাকে ইহাঁর হস্তে সমর্পণ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব।

একোন-সপ্ততিতম সর্গ।

হরকার্ম্মুক-ভঙ্গ।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রাজর্ষি জনকের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন; মহারাজ! এক্ষণে রামকে সেই শঙ্কর-শরাসন প্রদর্শন করুন। অনন্তর সুরকল্প জনক অমাত্যগণকে আদেশ করিলেন যে, এক্ষণে রামচন্দ্রকে দেখাইবার নিমিত্ত তোমরা অবিলম্বে সেই শঙ্কর-শরাসন আনয়ন কর।

সচিবগণ রাজর্ষি জনকের আদেশ প্রাপ্তি-মাত্র পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং বিশ্বস্ত পুরুষগণ দ্বারা সেই হরধনু আনয়ন করিতে লাগিলেন। ঐ শরাসন লৌহ-নির্ম্মিত-মঞ্জূষা-মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল; এই মঞ্জূষা অষ্টচক্রে সুশোভিত। অষ্টশত সুদীর্ঘ-কায় মহাবল পুরুষ, অতিপ্রযত্ন সহকারে সেই মঞ্জূষা আকর্ষণ করিয়া আনিল।

মন্ত্রিগণ, শঙ্কর-শরাসন-সমেত সেই লৌহ-ময়ী মঞ্জূষা আনয়ন করিয়া রাজর্ষি জনককে কহিলেন, মহীপতে! আপনকার আজ্ঞানুসারে এই সেই পরমভাস্বর শঙ্কর-শরাসন আনয়ন করিয়াছি; এক্ষণে আপনি ইহা মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে এবং দশরথ-তনয় রামচন্দ্রকে দর্শন করাইতে পারেন।

মহীপতি জনক সচিবগণের মুখে তাদৃশ বিনয়-গর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সমক্ষে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ব্রহ্মন! যাহা পুরুষানুক্রমে আমাদের গৃহে সুরক্ষিত ও পূজিত হইতেছে, কোন রাজাই যাহা উত্থাপিত করিতে সমর্থ হন নাই, সেই শঙ্কর-শরাসন এই আনীত হইয়াছে। দেবদেব মহাদেব ব্যতিরেকে দেবরাজ, দেবগণ, যক্ষ-গণ, উরগগণ বা রাক্ষসগণ, কেহই ইহাতে জ্যারোপণ করিতে সমর্থ হন না। মনুষ্য-গণের মধ্যে কাহারও ঈদৃশ শক্তি নাই যে, এই শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করেন বা শরসন্ধান করিতে পারেন।

তপোধন! আপনকার আজ্ঞানুসারে আমি এই সেই দিব্য শরাসন আনাইয়াছি; এক্ষণে যদি অভিরুচি হয়, তাহা হইলে রাজ-কুমার রাম ও লক্ষ্মণকে ইহা দেখাইতে পারেন।

ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি বিশ্বামিত্র বিদেহাধিপতি জনকের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে কহিলেন, রাম! এই দিব্য শরাসন গ্রহণ কর; মহাবাহো! তুমি ইহা উত্তোলন ও জ্যাযোজনা পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে যত্ন-বান হও।

দশরথ-তনয় রাম, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তাদৃশ অনুজ্ঞা-বাক্য শ্রবণ করিয়া মঞ্জূষা উদ্ঘাটন পূর্ব্বক শঙ্কর-শরাসনে দৃষ্টিপাত করিয়া কহি-লেন, মহর্ষে! যদি আজ্ঞা করেন, এই দিব্য শরাসন হস্ত দ্বারা স্পর্শ করি; আমি ইহার উত্তোলন বিষয়ে, জ্যাযোজনা বিষয়ে ও

জ্যাকর্ষণ বিষয়ে যত্নবান হইব। রাজর্ষি ও মহর্ষি তথাস্তু বলিয়া তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে, রাম সমুদায় সদস্যগণের সমক্ষে অবলীলাক্রমে এক হস্ত দ্বারা সেই শরাসন উত্তোলন করিলেন; পরে তিনি অনতি-প্রযত্ন-সহকারে আনত করিয়া হাস্য করিতে করিতে তাহাতে জ্যারোপণ করিলেন।

মহাবল মহাবীর্য্য রাম এইরূপে শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া ঈদৃশ বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন যে, ঘোরতর ভীষণ শব্দ সহকারে তাহার মধ্যদেশ ভগ্ন হইয়া গেল। মহীধর বিদীর্ণ হইলে যেরূপ শব্দ হয়, শৈল-শিখরে বজ্র নিপতিত হইলে যেরূপ নির্ঘোষ হয়, সেইরূপ মহানিনাদে চতুর্দ্দিক্ অনুনাদিত হইল। সেই হর-শরাসন-ভঙ্গ কালে বসুমতী কম্পিতা হইতে লাগিলেন। মিথিলাধিপতি জনক, মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণ ব্যতিরেকে তত্রত্য আর আর সকলেই সেই মহাশব্দে মোহাভিভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে আশ্বস্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলে রাজর্ষি জনক বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন! দশরথ-তনয় রামের কতদূর বীর্য্য, কতদূর সামর্থ্য, তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহাঁর অদ্ভুত কার্য্য ও অদ্ভুত শক্তি অদ্য আমি দর্শন করিয়াছি। আমার প্রিয়তমা দুহিতা সীতা এই দাশরথির পত্নী হইয়া জনক-বংশের কীর্ত্তিকলাপ বিস্তার করিবে। রাম বীর্য্য-শুল্ক দ্বারা আমার প্রতিজ্ঞা সফল করিয়াছেন; আমার জীবন অপেক্ষা প্রিয়তমা কন্যা সীতাকে এই রামের হস্তেই সমর্পণ করিব। মহর্ষে! এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, দূতগণ আমার আজ্ঞানুসারে বেগবান অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক যত শীঘ্র পারে অযোধ্যায় গমন করুক।

দূতগণ রাজা দশরথের নিকট উপস্থিত হইয়া কুশল ও অনাময়-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক বিনয় সহকারে নিবেদন করিবে যে, আপনাকে ত্বরায় মিথিলা-গমন করিতে হইবে। আপনকার পুত্র মহাবীর্য্য রাম, বাহুবলে শঙ্কর-শরাসন ভঙ্গ করাতে আমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমি তাঁহাকে সীতা-নাম্নী কন্যা প্রদান করিব। দূতগণ এই বিষয় মহারাজ দশরথের নিকট নিবেদন করিয়া কহিবে যে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক রক্ষিত রাম ও লক্ষ্মণ এই স্থানেই আছেন; দূতগণ রাজাকে এই সকল বাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া অতিশীঘ্র এখানে আনয়ন করিতে যত্নবান হউক।

ভগবান কৌশিক তাদৃশ প্রস্তাবে সম্মত হইলে মিথিলাধিপতি জনক, ত্বরান্বিত হইয়া সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক মহারাজ দশরথকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত দূতগণকে অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন।

সপ্ততিতম সর্গ।

জনকদূত-বাক্য।

দূতগণ মিথিলাধিপতি জনকের আদেশক্রমে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক

অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। পরে তিন রাত্রি অতীত হইলে তাহারা সুরম্য অযোধ্যা-পুরীতে প্রবিষ্ট হইল। দ্বারপালগণ মহীপতি দশরথের নিকট নিবেদন করিল যে, "মহারাজ! মিথিলাধিপতি জনকের নিকট হইতে কয়েক জন দূত আসিয়াছে; যদি আজ্ঞা করেন, তাহাদিগকে আনয়ন করি।" অনন্তর দূতগণ প্রবেশানুমতি প্রাপ্ত হইয়া রাজভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিল, দেব-সদৃশ-তেজঃ-সম্পন্ন মহাত্মা ধর্ম্মশীল দশরথ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি সুর-কল্প পুরোহিতগণে, সচিবগণে ও মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া প্রজা শাসন করিতেছেন। আঙ্গিরস বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবর্ষিগণ দেব-রাজকে যাদৃশ সদুপদেশ প্রদান করেন, সেই-রূপ বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ লোক-পালন-নিরত লোকপাল-সদৃশ এই ভূপালকে সমুদায় বিষয়েই সদুপদেশ দিতেছেন।

দূতগণ মহারাজ দশরথকে দর্শন করিবা-মাত্র প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রিয় সংবাদ নিবেদন পূর্ব্বক মধুর বচনে কহিতে লাগিল, মহীপতে! বিদেহাধিপতি মহারাজ জনক আপনকার, আপনকার পুরোহিতগণের অনাময় ও কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি আপনকার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত একত্র হইয়া নিবেদন করিতেছেন যে, আমার কন্যা সীতা বীর্য্য-শুল্কা, ইহা আপনকার অবিদিত নাই;—আমি পণ করিয়াছিলাম যে, যে ব্যক্তি শঙ্কর-শরাসনে জ্যারোপণ দ্বারা অলোক-সামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবে, আমি তাহাকেই কন্যা দান করিব; এতৎ-সমুদায়ই আপনি অবগত আছেন। পূর্ব্বে হীনবীর্য্য রাজগণ আমার সেই কন্যা-রত্ন লাভ করিবার নিমিত্ত শঙ্কর-শরাসনে জ্যারোপণে অসমর্থ হইয়া ক্রোধভরে সকলে মিলিয়া যেরূপে আমার পুরী অবরোধ করিয়া পরিশেষে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন, তৎসমুদায়ও আপনকার অপরিজ্ঞাত নাই। এক্ষণে আপনকার অঙ্গজ রামচন্দ্র এই মিথিলাতে আগমন পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের আদেশ ক্রমে বীরত্ব ও বাহুবল প্রদর্শন পূর্ব্বক আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া আমার কন্যাকে জয় করিয়াছেন। মহারাজ! আপনকার পুত্র মহাত্মা রাম, বহুজন-সমক্ষে বলপূর্ব্বক সেই দিব্য শঙ্কর-শরাসন নত করিয়া তাহার মধ্য-স্থল ভগ্ন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনকার পুত্রকে আমার সেই বীর্য্য-শুল্কা কন্যা প্রদান করিতে হইবে। অধুনা আমি পূর্ব্ব-কৃত প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইতে বাসনা করিতেছি; আপনি এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করুন।

মহীপতে! আপনকার সহিত পূর্ব্বাবধি আমার যে প্রণয় আছে, এক্ষণে আপনি তাহা পরিবর্দ্ধিত করুন; আমার অভিলাষ এই যে, রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাকে আমার দুইটি কন্যা প্রদান করিব। রাজর্ষে! আপনি উপাধ্যায়গণের সহিত, বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত, সৈন্য-সামন্তের সহিত ও অনুচরবর্গের সহিত সমবেত হইয়া শীঘ্র আমার রাজধানীতে শুভাগমন করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

মহারাজ! বিদেহাধিপতি জনক, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুজ্ঞানুসারে শতানন্দের মতানুবর্ত্তী হইয়া আপনকার নিকট এইরূপ নিবেদন করিয়াছেন।

মহীপতি দশরথ, দূতমুখে ঈদৃশ প্রিয়-সংবাদ শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। পরে তিনি বশিষ্ঠ প্রভৃতি সমুদায় পুরোহিত ও অমাত্যগণকে কহিলেন, ভগবান কৌশিক কর্ত্তৃক সুরক্ষিত কৌশল্যা-নন্দন রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত এক্ষণে মিথিলা-নগরীতে গমন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে; মহাযশা রাজর্ষি জনক, রামের বীরত্ব ও বাহু-বল প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাকে সীতানাম্নী কন্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; যদি আপনারা সম্মতি প্রদান করেন, তাহা হইলে রাজর্ষি জনকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সম্বদ্ধ করি; যদি আপনাদের মত হয়, তাহা হইলে চলুন অবিলম্বে মিথিলা নগরীতে গমন করা যাউক।

বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুরোহিতগণ ও সচিবগণ পরম-পরিতুষ্ট হৃদয়ে তাহার অনুমোদন করিলেন, এবং সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমরা সকলেই এই বিবাহ নির্ব্বাহ নিমিত্ত জনকপুরীতে গমন করিব।

অনন্তর বিদেহ-রাজের দূতগণ বহুবিধ ভোগ্য বস্তু দ্বারা উত্তম পূজিত ও সুসংকৃত হইয়া সেই রাত্রি সেই অযোধ্যা নগরীতে অতিবাহিত করিল।

একসপ্ততিতম সর্গ।

দশরথ-জনক-সমাগম।

অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে শ্রীমান মহীপতি দশরথ, উপাধ্যায়গণের সহিত সমবেত হইয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, অদ্য সমুদায় ধনাধ্যক্ষগণ বহুবিধ বহুমূল্য রত্ন ও ধনরাশি দ্বারা শকট সমুদায় পূরণ পূর্ব্বক সমভিব্যাহারে লইয়া অগ্রে যাত্রা করুন; চতুরঙ্গ সেনা-গণকেও ত্বরায় মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিবার নিমিত্ত সুসজ্জিত হইতে আদেশ কর; আমি যে সময়ে আজ্ঞা করিব, তৎক্ষণাৎ যেন রথে অশ্ব যোজনা করা হয়, শিবিকা-সমুদায়ও প্রস্তুত করিতে বল।

বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, ভৃগু, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও মহর্ষি-কাত্যায়ন, ইহাঁরা রথারোহণ পূর্ব্বক আমার অগ্রে অগ্রে গমন করিবেন; যাহাতে কাল বিলম্ব না হয়, তাহা কর; যাত্রা করিবার নিমিত্ত দূতগণ আমাকে অতিশয় ত্বরান্বিত করিতেছে।

অযোধ্যাধিপতি দশরথ এইরূপ আজ্ঞা করিলে চতুরঙ্গিনী সেনা সুসজ্জিত হইল। রাজা ঋষিগণের সহিত সমবেত হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন, সেনাগণ সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক সুসজ্জিত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। এইরূপে চারি দিবারাত্র পথি-গমনের পর তাঁহারা বিদেহ দেশে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজর্ষি জনক কর্ত্তৃক পরিপালিত সুরম্য মিথিলা পুরী দর্শন করিলেন।

শ্রীমান রাজর্ষি জনক প্রিয়-সুহৃদ মহারাজ দশরথের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শতানন্দের সহিত প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক যথাবিহিত পূজা করিলেন। তৎকালে বৃদ্ধ রাজা দশরথের সন্দর্শনে মিথিলাধিপতির আনন্দের পরিসীমা থাকিল না।

মিথিলাধিপতি জনক, শতানন্দের সহিত সমবেত হইয়া পরমপ্রীত হৃদয়ে কহিলেন, মহারাজ! আপনি ত কুশলে ও নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছেন? আপনি যে আমার পুরীতে পদার্পণ করিলেন, ইহাও আমার পরম-সৌভাগ্য। এক্ষণে আপনি সৌভাগ্যক্রমে হৃদয়নন্দন নন্দনের বাহুবল-জনিত প্রীতি অনুভব করিবেন। এই মহাতেজা ভগবান বশিষ্ঠ আগমন করিয়াছেন, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মহর্ষিগণও আসিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি? সদ্গুণ-সমূহে বিখ্যাত মহাবল মহাবীর্য্য রঘুবংশীয়দিগের সহিত সম্বন্ধ বন্ধন হওয়াতে সৌভাগ্যবলে আমার সমুদায় বিঘ্ন-বিপত্তি বিদূরিত হইল, কুলগৌরবও বৃদ্ধি হইল।

রাজর্ষে! আপনকার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়াতে অদ্য আমি বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত পবিত্র হইলাম; আমার জন্ম সার্থক হইল; অদ্য আমি সমুদায় যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হইলাম। মহারাজ! এই সমস্ত মহামহনীয় মহর্ষিগণ মদীয় ভবনে আগমন করাতে আমি সবিশেষ পবিত্র ও আপ্যায়িত হইয়াছি। মহারাজ! কল্য প্রাতঃকালেই যজ্ঞাবসানের সময় পবিত্র বৈবাহিক মাঙ্গলিক ও আভ্যুদয়িক কার্য্য সম্পাদন করুন।

অযোধ্যাধিপতি দশরথ, মিথিলাধিপতি জনকের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ-সমক্ষেই কহিলেন, রাজর্ষে! প্রসিদ্ধি আছে যে, যাঁহারা প্রতিগ্রহীতা, তাঁহাদিগকে সম্প্রদাতার মতানুসারেই কার্য্য করিতে হয়; ঈদৃশ অবস্থায় আপনি যখন যাহা বলিবেন, আমরা তখনই তাহা সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি। রাজর্ষি জনক প্রিয়বাদী মহারাজ দশরথের সুমধুর অনুরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিস্ময়াভিভূত হইলেন।

অনন্তর মুনিগণ পরস্পর সমাগমে পরম-আনন্দিত হইয়া সেই স্থানে সেই রাত্রি বাস করিলেন। ইহাঁরা সকলেই পরস্পর পরস্পরের প্রভাব অবগত ছিলেন; সকলেই প্রাতঃস্মরণীয়; সকলেরই নাম কীর্ত্তনে পুণ্য-পুঞ্জ সঞ্চয় হয়। ইহাঁরা পরস্পর পরস্পরের পূজা ও সম্মান বর্দ্ধন পূর্ব্বক মনোহর কথোপকথনে পরমানন্দে সময় যাপন করিতে লাগিলেন।

মহীপাল দশরথ, মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে দর্শন করিয়াই প্রহৃষ্ট হৃদয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! আপনকার আশ্রয়ে আমি পবিত্র ও সম্মানিত হইলাম। মহর্ষি বিশ্বামিত্রও প্রীত হইয়া কহিলেন, রাজেন্দ্র! আপনি স্বকৃত পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা এবং আপনকার মহাপ্রভাব আত্মজ রাম দ্বারাই পবিত্র, দেবগণেরও সম্মানিত এবং সকলের শ্লাঘ্য হইয়াছেন। রাজন্! আমি আপনকার পুত্রদ্বয়কে লইয়া গিয়াছিলাম; এই সেই আপনকার পুত্র রাম, এই

সেই আপনকার পুত্র লক্ষ্মণ, কুশলে অক্ষত শরীরে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঈদৃশ বাক্য কহিলে মহীপতির আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে পরমসুখে সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজর্ষি জনকও ধর্ম্মানুসারে যজ্ঞোচিত সমুদায় কার্য্য সমাধান করিয়া সেই স্থানে পরমসুখে সেই রাত্রি বাস করিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

রঘুকুল-কীর্ত্তন।

অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে রাজর্ষি জনক প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে মধুর বচনে কহিলেন, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজ বীর্য্যবান ও শ্রীমান; তিনি এক্ষণে আমার আজ্ঞানুসারে ইক্ষুমতী-নদী-তীরস্থিত সুধাধবল-সৌধসমূহ-সুশোভিত দেবলোক-সদৃশ-শোভা-সম্পন্ন পুষ্পক-সদৃশ-মনোহর সাঙ্কাশ্য নগরে বাস করিতেছেন। তাঁহার সম্মান রক্ষা করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি এক্ষণে তাঁহাকে দর্শন করিতে বাসনা করি; সেই মহাসত্ত্ব মহাবল রাজা, আমার সহিত এই উপস্থিত-মহোৎসব-দর্শন-সুখ অনুভব করিবেন।

রাজর্ষি জনক, শতানন্দের নিকট এইরূপ বাক্য বলিবামাত্র কতকগুলি আজ্ঞাবাহক পুরুষ তৎক্ষণাৎ সমীপবর্ত্তী হইল; রাজর্ষি জনকও ভ্রাতা কুশধ্বজকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে দেবগণ যেরূপ উপেন্দ্রকে আনয়ন করিতে যান, সেইরূপ শীঘ্রগামী দূতগণ রাজর্ষির আজ্ঞানুসারে রাজা কুশধ্বজকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সাঙ্কাশ্য নগরে গমন করিল। দূতগণ সাঙ্কাশ্যাধিপতির নিকট উপস্থিত হইয়া হর-শরাসন-ভঙ্গ, মহারাজ দশরথের মিথিলায় আগমন, বিবাহের আয়োজন প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক রাজর্ষি জনকের অভিপ্রায় প্রকাশ করিল।

নরপতি কুশধ্বজ, ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ সাঙ্কাশ্য নগর হইতে যাত্রা করিলেন, এবং মিথিলায় উপস্থিত হইয়া ভ্রাতৃবৎসল রাজর্ষি জনকের সমীপবর্ত্তী হইলেন। পরে তিনি তাঁহাকে ও শতানন্দকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের অনুমতি ক্রমে রাজযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর রাজর্ষি জনক ও কুশধ্বজ উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া সুদাম-নামক প্রধান অমাত্যকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, মন্ত্রিবর! তুমি শীঘ্র মহারাজ দশরথের শিবিরে গমন পূর্ব্বক অমাত্য, পুরোহিত ও পুত্রগণের সহিত ইক্ষ্বাকু-কুল-ভূষণ ভূপতি দশরথকে আনয়ন কর।

সুদামা অযোধ্যাধিপতির শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিলেন, মহারাজ অযোধ্যাধিপতে! মিথিলাধিপতি রাজা জনক, উপাধ্যায়গণের সহিত ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

মহীপাল দশরথ, প্রধান সচিব সুদামার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র অমাত্য, পুরোহিত ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত একত্র হইয়া মিথিলাধিপতির নিকট গমন করিলেন; পরে তিনি করতল দ্বারা জনকের করতল স্পর্শ পূর্ব্বক উদার বাক্যে কহিলেন, রাজর্ষে! মহর্ষি ভগবান বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকু-বংশের কুলগুরু; এবং ধর্ম্ম্য কর্ম্ম উপস্থিত হইলে ইনিই সমুদায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন, ইহা আপনকার অবিদিত নাই; এক্ষণে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সমবেত মহর্ষিগণ অনুমতি করুন, এই কুলগুরু বশিষ্ঠই আমাদের বংশাবলী ধর্ম্ম কর্ম্ম ও ক্রম সমুদায় বর্ণন করিবেন।

অযোধ্যাধিপতি দশরথ এই কথা বলিয়া বিরত হইলে ভগবান মহর্ষি বশিষ্ঠ উত্থিত হইয়া রাজর্ষি জনকের নিকট, পুরোহিতগণের নিকট ও সদস্যগণের নিকট ধর্ম্মানুগত বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সৃষ্টির প্রারম্ভে অব্যক্ত হইতে শাশ্বত অব্যয় ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র সূর্য্য, সূর্য্যের পুত্র বৈবস্বত মনু;—এই মনুই প্রথম প্রজাপতি হইয়াছিলেন। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু; ইনি অযোধ্যাপুরীতে প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন। ইক্ষ্বাকুর পুত্র (কুক্ষি, কুক্ষির পুত্র) বিকুক্ষি, বিকুক্ষির পুত্র মহাতেজা বাণ; মহারাজ বাণের পুত্র প্রতাপশালী অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র ত্রিশঙ্কু, ত্রিশঙ্কুর পুত্র মহাযশা ধুন্ধুমার, ধুন্ধুমার-তনয় মহাবল যুবনাশ্ব, যুবনাশ্ব-তনয় মহীপতি মান্ধাতা, মান্ধাতার পুত্র মহাতেজা সুষন্ধি, সুষন্ধির পুত্র ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ; ধ্রুবসন্ধির তনয় যশস্বী ভরত, ভরতের পুত্র মহাতেজা অসিত।

হৈহয় তালজঙ্ঘ শশবিন্দু প্রভৃতি মহাবল মহাবীর রাজগণ মিলিত হইয়া এই রাজা অসিতের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। বহুদিন যুদ্ধের পর রাজা অসিত পরাজিত ও নির্ব্বাসিত হইলেন; তিনি রাজ্যভ্রষ্ট ও হীনবল হইয়া পরম-প্রণয়িনী দুই মহিষীর সহিত হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই স্থানেই তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হইল। আমরা শুনিয়াছি, অসিতের ঐ দুই ভার্য্যাই অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন; তন্মধ্যে এক ভার্য্যা সপত্নীর গর্ভ নাশের নিমিত্ত খাদ্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া গর অর্থাৎ বিষ প্রদান করিয়াছিলেন।

ভৃগুনন্দন মহর্ষি চ্যবন, ঐ হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থান পূর্ব্বক তপস্যা করিতেন। অসিত-মহিষী মহাভাগা কালিন্দী, মহর্ষি চ্যবনের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক মহাবল-পুত্র-প্রার্থনায় তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন; মহাতপা ভার্গব, কালিন্দীকে শত্রু-সংহার-সমর্থ-পুত্রাভিলাষিণী দেখিয়া কহিলেন, মহাভাগে! তোমার গর্ভে মহাবল মহাবীর্য্য মহাতেজা পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে; অনতিদীর্ঘ-কাল মধ্যেই গর অর্থাৎ বিষের সহিত সেই পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করিবে; কমললোচনে! তুমি আর শোক করিও না।

রাজমহিষী পতিব্রতা কালিন্দী,এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন; তিনি পতি-বিরহিতা হইয়াও কিছু দিন পরে একটি মহাপ্রভাব পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। তাঁহার সপত্নী গর্ভনাশের নিমিত্ত তাঁহাকে যে গর প্রদান করিয়াছিলেন, বালক সেই গরের সহিত জন্ম পরিগ্রহ করাতে সগর নামে বিখ্যাত হইলেন।

সগরের পুত্র অসমঞ্জা; অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান; অংশুমানের পুত্র দিলীপ; দিলীপের পুত্র ভগীরথ; ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ; ককুৎস্থের পুত্র রঘু; রঘুর পুত্র তেজস্বী প্রবৃদ্ধ। এই প্রবৃদ্ধ বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস-ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন; প্রবৃদ্ধের অপর নাম কল্মাষপাদ। কল্মাষপাদের পুত্র শঙ্খণ; শঙ্খণের পুত্র সুদর্শন; সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ; অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ; শীঘ্রগের পুত্র মরু; মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক; প্রশুশ্রুকের পুত্র অম্বরীষ; অম্বরীষের পুত্র মহাবল নহুষ; নহুষের পুত্র যযাতি; যযাতির পুত্র নাভাগ; নাভাগের পুত্র অজ; অজের পুত্র দশরথ; দশরথের পুত্র এই রাম ও লক্ষ্মণ। এই সূর্য্যবংশীয় রাজগণ মনু অবধি বিশুদ্ধ, অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন, উদারচরিত, মহাসত্ত্ব ও ক্ষত্রধর্ম্ম-পরায়ণ। এই বংশে ককুৎস্থ, ইক্ষ্বাকু, সগর, রঘু, এই চারি প্রবরপুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। মহাসাগরসদৃশ এই মহাবংশে সুশীল এই রাম ও লক্ষ্মণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। আমি এই রাম ও লক্ষ্মণের নিমিত্ত আপনকার দুইটী কন্যা প্রার্থনা করিতেছি; আপনকার এই সদৃশী কন্যা এই অনুরূপ পাত্রে সমর্পণ করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা বলিয়া বিরত হইলে রাজর্ষি জনক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, অযোধ্যাধিপতে! আমারও বংশাবলী বর্ণন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। কন্যাদান সময়ে নাম অনুসারে, চরিত অনুসারে, কর্ম্ম অনুসারে ও স্বভাব অনুসারে সমুদায় বংশ বর্ণন করা সৎকুল-সম্ভূত জনগণের কর্ত্তব্য।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

জনকবংশ-বর্ণন।

অনন্তর রাজর্ষি জনক, বচন-বিন্যাস-নিপুণ মহর্ষি বশিষ্ঠকে এবং নরপতি দশরথকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! মহারাজ! সৎকুল-সম্ভূত আর্য্য ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে, কন্যা-সম্প্রদান সময়ে আপনার বংশাবলী সমুদায় আনুপূর্ব্বিক যথাযথ বর্ণন করেন; অতএব আমার বংশাবলী কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা অবহিত হৃদয়ে শ্রবণ করুন।

স্বকর্ম্ম দ্বারা ত্রিভুবন-বিখ্যাত পরমধার্ম্মিক মহাবল পরাক্রান্ত নিমি-নামক এক নরপতি ছিলেন; নিমির পুত্রের নাম মিথি, মিথি অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। এই মিথির নামানুসারে মিথিলা নগরী প্রসিদ্ধা হইয়াছে। মিথির তনয়ের নাম জনক; জনকতনয়ের নাম উদাবসু; উদাবসুর ঔরসে সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত নন্দিবর্দ্ধন জন্ম পরিগ্রহ

করেন; নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র রাজা সুকেতু; সুকেতুর পুত্র মহাবল দেবরাত; দেবরাতের তনয় বৃহদ্রথ; বৃহদ্রথের তনয় মহাবীর্য্যশালী মহাবীর্য্য; মহাবীর্য্যের তনয় ধৃতিমান সুধৃতি; সুধৃতির তনয় পরম-ধার্ম্মিক ধৃষ্টকেতু; ধৃষ্টকেতুর তনয় হর্য্যশ্ব; হর্য্যশ্বের তনয় প্রসিদ্ধক; প্রসিদ্ধকের তনয় ধর্ম্মাত্মা কীর্ত্তিরথ; কীর্ত্তিরথের তনয় দেবমীঢ়; দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ; বিবুধের তনয় অন্ধক; অন্ধকের তনয় কৃতিরাত; কৃতিরাতের তনয় কৃতিরোমা; কৃতিরোমার তনয় স্বর্ণরোমা; স্বর্ণরোমার তনয় মহাবল হ্রস্বরোমা; ধর্ম্মশীল মহাত্মা হ্রস্বরোমার দুইটি পুত্র হইয়াছিল; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ আমি, ও কনিষ্ঠ এই কুশধ্বজ।

পিতা কৌলিক প্রথানুসারে আমাকে জ্যেষ্ঠতা-নিবন্ধন রাজ্যে এবং কুশধ্বজকে কনিষ্ঠতা-নিবন্ধন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনগমন করেন; পরে তিনি বার্দ্ধক্য অবস্থায় পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গ গমন করিয়াছিলেন। আমি দেবসদৃশ এই অনুজ ভ্রাতাকে আত্ম-শরীরের ন্যায় দেখিতে লাগিলাম।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে সাঙ্কাশ্য নগরের অধিপতি মহাবল মহাবীর্য্য সুধন্বা, এই মিথিলা নগরী অবরোধ করিলেন। তিনি দূত দ্বারা আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, আপনকার গৃহে যে দিব্য শঙ্কর-শরাসন আছে, আপনি প্রতিদিন যাহার পূজা করিয়া থাকেন, তাহা আমাকে প্রদান করুন। আমি নরপতি সুধন্বার প্রস্তাবে অসম্মত হওয়াতে তিনি বলগর্ব্বে মত্ত হইয়া আমার সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন; আমি মহীপতি সুধন্বাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া আমার এই প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজকে সাঙ্কাশ্য নগরে রাজপদে অভিষিক্ত করিলাম। আমার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজ, সত্যসন্ধ। আমরা দুই ভ্রাতা একবাক্য হইয়া অঙ্গীকার করিতেছি, রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাকে সীতা ও উর্ম্মিলা নামে আমার দুইটি কন্যা প্রদান করিব। রামের সহিত সীতার ও লক্ষ্মণের সহিত উর্ম্মিলার পরিণয়-কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিব। দেবকন্যা-সদৃশী সীতা বীর্য্য-শুল্কা; রাম অনন্য-সামান্য বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক বাহুবলে সীতাকে উপার্জ্জন করিয়াছেন; সুতরাং তিনি সীতার পাণিগ্রহণ করিবেন। লক্ষ্মণের সহিত আমার দ্বিতীয়া কন্যা উর্ম্মিলার পরিণয় হইবে।

মহারাজ! এক্ষণে আপনি রাম ও লক্ষ্মণের কল্যাণার্থ গোদান প্রভৃতি মাঙ্গলিক কর্ম্ম ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করুন; পরে যথাসময়ে শুভলগ্নে পরিণয়-কার্য্য সম্পাদিত হইবে। রাজন! অদ্য সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত মঘা নক্ষত্র আছে; মঘা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করাই বিধেয়; রাত্রিতে পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র হইবে; এই ফল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহ দেওয়াই প্রশস্ত। এক্ষণে আপনি রাম ও লক্ষ্মণের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত ও ভাবী মঙ্গলের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে ধেনু ভূমি হিরণ্য তিল যব প্রভৃতি প্রদান করিতে আরম্ভ করুন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

গোদান।

রাজর্ষি জনক এইরূপ বাক্য কহিলে ধীমান মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়ে কহিলেন, আপনাদিগের ইক্ষ্বাকু-বংশ ও জনক-বংশ উভয়ই মহোদধি-সদৃশ মহান; আমরা বিবেচনা করিতেছি, আপনাদের উভয়ের অপত্য-সম্বন্ধ কোন অংশেই বিসদৃশ হইতেছে না; বিশেষত অপরূপ রূপগুণে রাম সীতার অনুরূপ, এবং লক্ষ্মণ উর্ম্মিলার অনুরূপ ভর্ত্তা হইবেন।

রাজন! ইহার মধ্যে আমাদের আর একটি মনোগত ভাব বক্তব্য আছে, শ্রবণ করুন। ধর্ম্মাত্মন! আপনার এই ভ্রাতা মহাবীর কুশধ্বজ, আপনা হইতে ভিন্ন নহেন; শুনিয়াছি, ইহাঁর নিরুপম-রূপবতী দুইটি কন্যা আছে; ভরত ও শত্রুঘ্ন নামক আর দুইটি রাজকুমারের নিমিত্ত আমরা ঐ দুইটি কন্যা প্রার্থনা করিতেছি; যদি আপনাদের উভয়ের অভিরুচি হয়, তাহা হইলে এই দুইটি কন্যাও প্রদান করুন।

বিদেহাধিপতে! মহারাজ দশরথের চারিটি পুত্রই অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন অবিতথ-পরাক্রম মহাবীর ও লোকপাল-সদৃশ লোকপালক। রাজর্ষে! আপনি প্রভাব বিষয়ে রঘুবংশীয়দিগের সমকক্ষ; আমরা এই রঘুবংশীয় রাজকুমার-চতুষ্টয়ের নিমিত্ত আপনাদের চারিটি কন্যাই প্রার্থনা করিতেছি; ঈদৃশ সম্বন্ধ আপনাদের উভয় ভ্রাতার যোগ্যই হইতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, প্রজাপতি মনু অবধি ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সমুদায় রাজাই সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও ধর্ম্মশীল।

রাজর্ষি জনক, মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের তাদৃশ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আপনারা উভয়ে আজ্ঞা করিতেছেন যে, ইক্ষ্বাকু-কুল ও জনক-কুল, উভয়ই পরস্পর সৌসাদৃশ্য লাভ করিতেছে; উভয় কুলের অপত্য-সম্বন্ধ অনুরূপই হইয়াছে। ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে এক্ষণে আমি বিবেচনা করিতেছি, আমার কুল ধন্য হইল, আমার কুলগৌরব বৃদ্ধি হইল। আপনারা যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমরা তাহাতেই সম্মত আছি; কুশধ্বজের দুইটি কন্যার মধ্যে একটি কন্যা ভরতকে ও একটি কন্যা শত্রুঘ্নকে প্রদান করিব। আমি ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের সহিত পুনঃপুন সম্বন্ধ-বন্ধন ও প্রীতিবর্দ্ধন করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা করি।

আমি অভিলাষ করিতেছি, এক দিবসেই রাজকুমার-চতুষ্টয় মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক যথাক্রমে চারিটি রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। ব্রহ্মন! কল্য উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র হইবে; পুংস্ত্ব ও স্ত্রীত্বের অধিষ্ঠাতা ভগ, এই নক্ষত্রের প্রজাপতি অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা; পণ্ডিতগণ এই নিমিত্তই বিবাহ বিষয়ে এই নক্ষত্র প্রশস্ত বলিয়া থাকেন।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। পরে রাজর্ষি জনক পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন; ব্রহ্মন!

আমি এক্ষণে ইক্ষ্বাকু-বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া আপনাদিগের শিষ্য হইলাম। অমাত্যগণ ও সৈন্যগণ সমেত আমাকে এক্ষণে আপনাদিগেরই অধীন বিবেচনা করিবেন। অধুনা মহারাজ দশরথ আমার সমুদায় রাজ্যের প্রভু এবং আপনারা সকলে আমার সমুদায় রাজ্য ও সর্ব্বস্বের অধীশ্বর। আপনারা যেরূপে প্রণয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহাই করুন। এই মিথিলা পুরীতে মহারাজ দশরথের যেরূপ আধিপত্য, অযোধ্যাপুরীতেও আমার সেইরূপ অধিকার হইয়াছে; এস্থলে আপনাদের যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহাই করুন।

বিদেহাধিপতি জনক এইরূপ উদারবাক্য কহিলে মহারাজ দশরথ প্রহৃষ্ট হৃদয়ে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজর্ষে! আপনি আমার প্রিয় সম্বন্ধী স্নিগ্ধ-হৃদয় ও প্রণয়-ভাজন; আপনি যেরূপ কহিলেন, তাহাই সত্য; আপনি আমার যেরূপ সর্ব্বস্বের প্রভু, সেইরূপ আমিও আপনকার সর্ব্বস্বের প্রভু হইলাম। বিশ্বামিত্র প্রভৃতি এই মহর্ষিগণ আপনকার ও আমার উভয়েরই ঈশ্বর ও গুরু। মহীপতে! আপনি আমার সহিত সর্ব্বতোভাবে প্রণয় স্থাপন করিলেন; এক্ষণে আপনকার সহিত আমার আত্মপর বিচার নাই। অতঃপর আপনি যাহা বলিবেন, অবিচারিত চিত্তে তাহাই সম্পাদন করিব। আপনারা উভয় ভ্রাতাই সর্ব্বলোক-পূজিত ও অসীমগুণ-সম্পন্ন। আমার ভাগ্যক্রমে আপনারা উভয়েই আমার প্রিয়-সম্বন্ধী হইলেন। এক্ষণে আপনাদের মঙ্গল হউক, আপনারা শ্রেয়োভাজন হউন; আমাকে এইক্ষণেই গোদান ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সম্পাদন করিতে হইবে; এজন্য আমি নিজ শিবিরে গমন করিতে ইচ্ছা করি। আমরা অধুনা ধর্ম্ম ও অর্থের অভ্যুদয় কামনা করিতেছি; এ সময় আমাদের কাহারও কালাতিপাত করা উচিত নহে; আপনারা অধুনা এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।

মহীপতি দশরথ, মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের সহিত এইরূপ সম্ভাষণ পূর্ব্বক বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণকে অগ্রসর করিয়া নিজ শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি শিবির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া প্রত্যেক পুত্রের অভ্যুদয়-কামনায় পৃথক পৃথক গোদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এক এক পুত্রের মঙ্গলোদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে শত সহস্র গোদান করিলেন; এতদ্ব্যতীত তিনি চারি পুত্রের উদ্দেশে চারি লক্ষ সুদৃশ্যা পয়স্বিনী সবৎসা ধেনু দান করিয়াছিলেন।

মহীপতি দশরথ এইরূপে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ ও গোদান প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্য সমাধানপূর্ব্বক পুত্র-চতুষ্টয়ে পরিবৃত হইয়া লোকপাল-চতুষ্টয়-পরিবৃত সাক্ষাৎ প্রজাপতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

দশরথ-তনয়-পরিণয়।

যে সময় অযোধ্যাধিপতি দশরথ গোদান-মঙ্গল সমাধান করিলেন, সেই সময় ভরত-মাতুল মহাবীর কেকয়রাজ-তনয় যুধাজিৎ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা দশরথ তাঁহাকে দেখিয়া কুশল জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন; যুধাজিৎও অযোধ্যাধিপতির পূজা করিয়া কুশল ও অনাময় জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক পরিশেষে কহিলেন, মহারাজ! কেকয়াধিপতি স্নেহ পূর্ব্বক আপনকার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন যে, আপনি যাহাদের কুশল কামনা করেন, সম্প্রতি তাহাদের সকলেরই অনাময় ও কুশল।

রাজেন্দ্র! অধুনা মহীপতি কেকয়রাজ, আমার ভাগিনেয় ভরতকে দর্শন করিতে মানস করিয়াছেন; এই কারণে আমি প্রথমত অযোধ্যায় গমন করিয়াছিলাম। সেখানে শ্রুত হইলাম যে, পুত্রগণের পরিণয় উপলক্ষে আপনারা সকলেই এই মিথিলা নগরীতে আগমন করিয়াছেন। আমি এক্ষণে সেই অভ্যুদয়-দর্শন-কামনায় এই স্থানে উপস্থিত হইলাম।

মহারাজ দশরথ, সম্মানার্হ প্রিয় অতিথি যুধাজিৎকে উপস্থিত দেখিয়া যথাবিহিত সৎকার ও পূজা করিলেন। পরে তিনি পুত্রগণের সহিত সেই রাত্রি সেই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকালে বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণকে অগ্রসর করিয়া মিথিলাপতির যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইলেন। তিনি কৌতুক-মঙ্গলধারী পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণকে পুরোবর্ত্তী করিয়া বিদেহাধিপতির নিকট গমন পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে কহিলেন, রাজন! আপনকার মঙ্গল হউক, আমরা বৈবাহিক কার্য্য-সমুদায় সম্পাদনের নিমিত্ত আপনকার সভায় উপস্থিত হইলাম। আপনি এক্ষণে আমাদিগকে অন্তরঙ্গ বিবেচনা করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতে মনোযোগী হউন। রাজন! অদ্য আমরা সকলে বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত আপনকার নিদেশবর্ত্তী হইয়াছি। এক্ষণে আপনি আপনকার বংশের অনুরূপ বৈবাহিক কার্য্য-কলাপ যথাক্রমে নির্ব্বাহ করুন।

বাক্য-বিশারদ মিথিলাধিপতি জনক, মহীপতি দশরথের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমার প্রতীহারী কে আছে? আপনি কাহারই বা আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছেন? অত্রত্য সকলেই আপনকার অধীন ও আজ্ঞা-পালক; ইহা আপনকার নিজ-গৃহ-স্বরূপ; এখানে আপনকার বিচার কি? আপনি অনায়াসে স্বেচ্ছাক্রমে বিশ্রব্ধ-হৃদয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন। অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তিমতী আমাদের চারি কন্যা কৌতুক-মঙ্গল ধারণ পূর্ব্বক বেদিমূলে উপস্থিত আছে। আমিও সজ্জীভূত ও প্রস্তুত হইয়া বেদী-সন্নিধানে উপবিষ্ট ছিলাম। রাজেন্দ্র! আর বিলম্ব করিতেছেন কেন? যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে

এই বৈবাহিক কার্য্য সমাধান হয়, তাহা করুন।

অযোধ্যাধিপতি দশরথ, মিথিলাধিপতি জনকের ঈদৃশ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্র-গণকে ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণকে অভ্য-ন্তরে প্রবেশ করাইলেন।

অনন্তর রাজর্ষি জনক, মহর্ষি বশিষ্ঠকে কহিলেন, ব্রহ্মন! আপনি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সমু-দায়ই অবগত আছেন; আপনি এই সমস্ত ঋষিগণের সহিত সমবেত হইয়া লোকাভি-রাম রামের ও আর তিন ভ্রাতার বৈবাহিক ক্রিয়া-কলাপ সমাধান করুন। ভগবান মহর্ষি বশিষ্ঠ,জনকবাক্যে সম্মত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ বিশ্বা-মিত্র ও শতানন্দকে পুরোবর্ত্তী করিয়া বিবাহ-মণ্ডপ-মধ্যে যথাবিধানে বেদি-সংস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা বেদির সমুদায় অংশ সুশোভিত করিয়া অঙ্কুর-পূর্ণ সুবর্ণ-পালিকা দ্বারা অঙ্কুরপূর্ণ শরাব দ্বারা হিরণ্ময় পূর্ণকুম্ভ দ্বারা সধূপ ধূপপাত্র দ্বারা স্রুক্-স্রুব প্রভৃতি দ্বারা অর্ঘ্য পাত্রাদি দ্বারা লাজপূর্ণ পাত্র দ্বারা হরিদ্রা-লেপনাদি-যুক্ত অক্ষত দ্বারা ও সম-পরিমাণ দর্ভ-সমুদায় দ্বারা বেদি আস্তীর্ণ করিলেন। পরে তিনি যথা-বিধানে সেই বেদীমধ্যে বহ্নি স্থাপন করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শুভ সময়ে শুভ লগ্নে বিদেহাধি-পতি জনক কহিলেন, পদ্মপলাশ-লোচন রামকে এই পূর্ব্ব বেদিতে আনয়ন কর। পরে তিনি সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা সীতাকে আনয়ন পূর্ব্বক অগ্নি-সমক্ষে রামের অভিমুখে স্থাপন করিয়া কৌশল্যা-নন্দন রামকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রঘুনন্দন! আমার দুহিতা এই সীতা তোমার সহধর্ম্ম-চারিণী হইল; তুমি পাণি দ্বারা ইহার পাণিগ্রহণ কর। এই পতিব্রতা মহাভাগা সীতা চিরকাল ছায়ার ন্যায় তোমার অনুবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবে।

রাজর্ষি জনক এই কথা বলিয়া রামচন্দ্রের হস্তে মন্ত্রপূত জল প্রক্ষেপ করিলেন। চতু-র্দ্দিকে দেবগণ ও ঋষিগণ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; আকাশমণ্ডলে দেব-দুন্দুভি-ধ্বনি ও অবিরল পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এইরূপে রাজর্ষি জনক মন্ত্রপূত জল প্রদান পূর্ব্বক সীতা নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিয়া পরম আনন্দিত হৃদয়ে সৌমিত্রিকে কহিলেন, বৎস লক্ষ্মণ! এই দ্বিতীয় বেদীতে আগমন কর, এবং আমি এই ঊর্ম্মিলার হস্ত অগ্রসর করিয়া দিতেছি, তুমি ধর্ম্মানুসারে পাণি দ্বারা ইহার পাণি গ্রহণ কর।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মিথিলাধিপতি জনক কৈকেয়ী-তনয় ভরতকে কুশধ্বজ-তনয়া মাণ্ড-বীর পাণিগ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। পরে সমীপবর্ত্তী শত্রুঘ্নকে কহিলেন, বৎস সৌমিত্রে! তুমি পাণি দ্বারা এই শ্রুতকীর্ত্তির পাণিগ্রহণ কর।

অনন্তর রাজর্ষি জনক পুনর্ব্বার কহিলেন, দশরথ-তনয়গণ তোমরা এক্ষণে অনুরূপ ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া গার্হস্থ ধর্ম্ম ও কুলোচিত ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। তোমাদের চারি ভ্রাতার মঙ্গল হউক।

রাজর্ষি জনক এইরূপ বাক্য বলিয়া বিরত হইলে মন্ত্রতন্ত্র-বিশারদ শতানন্দ মন্ত্রপাঠ করাইতে লাগিলেন; রাম লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্ন চারি ভ্রাতা মহর্ষি বশিষ্ঠের মতানুবর্ত্তী হইয়া যথাক্রমে চারিটি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

অনন্তর রাজকুমারগণ নববধূ-সমভিব্যাহারে যথাক্রমে বহ্নি প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় রাজা ও মহর্ষিগণ সকলেই তাঁহাদের মঙ্গলোদ্দেশে শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। নভোমণ্ডল হইতে তাঁহাদের সকলের উপরি লাজ-মিশ্রিত পুষ্পবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল; আকাশ-মণ্ডলে সুমধুর দেব-দুন্দুভি-ধ্বনি. হৃদয়গ্রাহী বীণা-বেণু-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল; দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিলেন; অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দশরথ-তনয়গণের পরিণয় কালে চতুর্দ্দিকেই এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সমুদায় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

ঈদৃশ আনন্দকর সুখ সময়ে দশরথ-তনয়গণ বধূগণ-সমভিব্যাহারে তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া পাণিগ্রহণ-কার্য্য সম্পূর্ণ করিলেন। পরে তাঁহারা স্ব স্ব বধূকে স্ব স্ব যানে আরোহণ করাইয়া শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন; রাজা অমাত্যগণ পুরোহিতগণ ঋষিগণ ও বন্ধু-বান্ধবগণ সকলেই পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

জামদগ্ন্য-সমাগম।

অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র, মহারাজ দশরথ ও রাজর্ষি জনকের সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিদায় লইয়া উত্তর পর্ব্বতে গমন করিলেন। পরে মহীপতি দশরথও বিদেহাধিপতি জনককে প্রণয়-সম্ভাষণ দ্বারা প্রীত করিয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্‌যোগী হইলেন।

এই সময় মিথিলাধিপতি জনক যৌতকের নিমিত্ত কাশ্মীর-নেপাল-প্রভৃতি-দেশ-সম্ভূত মনোহর কম্বল, বহুমূল্য দুকূল, বিচিত্র অজিন, বহুবর্ণ বসন, রমণীয় সুবর্ণ-ভূষণ, মহামূল্য রত্ন, বিবিধ বিচিত্র যান, চারি লক্ষ ধেনু ও অন্যান্য মহামূল্য দ্রব্য সমুদায় পারিণায্য-ধন-স্বরূপ প্রদান করিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রত্যেক কন্যাকেই এক সহস্র নিষ্ককণ্ঠী দাসী, দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, মুক্তা, বিদ্রুম ও প্রভূত রৌপ্যরাশি প্রদান করিয়াছিলেন। পরে তিনি প্রীত হৃদয়ে কন্যাগণের অনুগমনের নিমিত্ত চতুরঙ্গ সৈন্যও পাঠাইয়া দিলেন।

মিথিলাধিপতি জনক পরম-প্রীত হৃদয়ে এইরূপে বহুবিধ বৈবাহিক-ধন প্রদান পূর্ব্বক মহারাজ দশরথকে অযোধ্যা-গমনে সম্মতি দিয়া মিথিলাপুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথও সপত্নীক মহানুভব পুত্রগণের সহিত সমবেত হইয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণকে অগ্রসর করিয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

মহীপাল দশরথ এইরূপে পরিণয়-কার্য্য সমাধান করিয়া অনুচরবর্গের সহিত নিজ পুরীতে গমন করিতেছেন, এমত সময় বিহগগণ ভয়সূচক রব করিয়া বাম দিকে গমন করিতে লাগিল; পরন্তু মৃগগণ ভাবি-অমঙ্গল-শান্তির নিমিত্ত দক্ষিণ দিকে গমন করিতে আরম্ভ করিল।

নরপতি দশরথ, ঈদৃশ ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! এই বিহঙ্গগণ কি নিমিত্ত প্রতিকূল গমন পূর্ব্বক অমঙ্গল সূচনা করিতেছে, কি নিমিত্তই বা এই মৃগগণ অনুকূল হইয়া দক্ষিণ দিকে ধাবমান হইতেছে? তপোধন! অকস্মাৎ কি নিমিত্ত আমার হৃদয় কম্পিত ও ব্যথিত হইতেছে, মন বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে?

মহর্ষি বশিষ্ঠ, মহীপাল দশরথের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ইহার যেরূপ ফল, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রতিকূল পক্ষিগণ ব্যক্ত করিতেছে যে, সম্প্রতি একটি মহাঘোর ভয় উপস্থিত হইবে; অনুকূল মৃগগণ দক্ষিণ দিকে গমন করাতে বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, অবিলম্বেই সেই ভয়ের শান্তি হইতে পারিবে। মহারাজ! আপনি এবিষয়ের নিমিত্ত বিমনা বা চিন্তাকুলিত হইবেন না, সন্তাপও করিবেন না।

বশিষ্ঠ ও দশরথ, এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ঈদৃশ সময়ে শর্করাকর্ষী প্রচণ্ড বায়ু প্রাদুর্ভূত হইল; তৎকালে পৃথিবী কম্পিত-প্রায় হইতে লাগিল; দশ দিক অন্ধকারাবৃত হইয়া উঠিল; সূর্য্যময়ূখ তিরোহিত হইয়া গেল। তৎকালে ভস্মরাশির ন্যায় সমুদ্ধূত রজোরাশি দ্বারা সমুদায় জগৎ আচ্ছন্ন হইল। এই সময় বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ, দশরথ ও দশরথ-তনয়গণ ব্যতিরেকে আর আর সকলেই বিমুগ্ধ-হৃদয় ও হতচেতন হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর ধূলিপটল প্রশান্ত হইলে সৈনিক-পুরুষগণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, মহেন্দ্র পর্ব্বতের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ কালান্তক-যম-সদৃশ প্রজ্বলিত-হুতাশনানুরূপ দুর্নিরীক্ষ্য জটামণ্ডল-ধারী কোন মহাপুরুষ আগমন করিতেছেন। পরে সকলে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, ক্ষত্রিয়-কুল-সংহারক জামদগ্ন্য রাম স্কন্ধদেশে পরশু, ইন্দ্রায়ুধ-সদৃশ মহাশরাসন ও একটিমাত্র শর গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের অভিমুখেই আসিতেছেন।

অনন্তর বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ, প্রজ্বলিত-হুত-হুতাশন-সদৃশ ভীষণ-দর্শন জমদগ্নি-তনয় রামকে সমীপে সমাগত দেখিয়া শান্তির নিমিত্ত মনে মনে জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য ঋষিগণও পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, এই প্রভু জামদগ্ন্য রাম এক্ষণে প্রশান্ত-রোষ-রয় হইয়াও পুনরুদ্দীপ্ত পিতৃ-বধামর্ষে পুনর্ব্বার আসিয়া কি ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন? পূর্ব্বে ইনি অনেকবার মহা-ঘোররূপে সমুদায় ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করিয়াছেন। ইহাঁর সেই পূর্ব্বতন ক্রোধ কি অদ্য পুনরুদ্দীপ্ত হইয়াছে? এক্ষণে ইনি কি পিতৃবধ-জনিত

ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়-কুল-সংহারে প্রবৃত্ত হইবেন ?

অনন্তর বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ ভার্গব রামের নিকট অর্ঘ্য উদ্যত করিয়া সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন, ভৃগুনন্দন ! আপনি কুশলে আগমন করিয়াছেন ? প্রভো ! এই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। ঋষে ! পূর্ব্বে প্রশান্ত-ক্রোধ হইয়া এক্ষণে পুনর্ব্বার ক্রোধ-পরতন্ত্র হওয়া ভবাদৃশ মহাত্মার উচিত নহে।

অনন্তর জামদগ্ন্য রাম মহর্ষিকৃত সেই পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক কোন উত্তর না করিয়াই দশরথ-তনয় রামের নিকট উপস্থিত হইয়া কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

জামদগ্ন্য-পরাভব।

জামদগ্ন্য রাম কহিলেন, রাম ! লোকমুখে শ্রুত হইলাম, তুমি মহাবীর, মহাবীর্য্য ও অদ্ভুত-শক্তি-সম্পন্ন। তুমি যে দিব্য শঙ্কর-শরাসন ভঙ্গ করিয়াছ, তাহাও আমি শুনিয়াছি ; তাদৃশ কার্য্য অতীব অদ্ভুত, সন্দেহ নাই। তুমি শঙ্কর-শরাসন ভঙ্গ করিয়াছ শ্রবণ করিয়া আমি এই মহৎ শরাসন লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম। রাম ! আমার এই শরাসনও সামান্য নহে ; পূর্ব্বে আমি এই শরাসন দ্বারাই সমুদায় মহীমণ্ডল পরাজয় করিয়াছিলাম। দাশরথে ! তুমি এই মহাশরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক শর-সন্ধান করিয়া আকর্ষণ দ্বারা একবার আপনার বাহুবল প্রদর্শন কর ; এই দিব্য শর ও শরাসন প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। যদি তুমি এই কার্ম্মুকে জ্যা-যোজনা পূর্ব্বক শর-সন্ধান করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে তোমাকে বীর্য্য বিষয়ে শ্লাঘ্যতর বিবেচনা করিব এবং তোমাকে সমকক্ষ বোধ করিয়া তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই।

মহারাজ দশরথ, জামদগ্ন্য রামের তাদৃশ ভীষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণ-বদন হইলেন, এবং প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, রাম ! এক্ষণে আপনকার ক্রোধ শান্তি হইয়াছে ; আপনি ব্রাহ্মণ ও শম-গুণাবলম্বী ; আপনি আমার বালক পুত্রগণকে অভয় প্রদান করুন। তপঃ-স্বাধ্যায়-সম্পন্ন ব্রতশীল প্রশান্ত-হৃদয় মহাত্মা ভৃগুদিগের বংশে আপনি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন ; ক্রোধ-পরতন্ত্র হওয়া আপনকার উচিত হইতেছে না ; পূর্ব্বে আপনি ঋচীক চ্যবন প্রভৃতি পিতৃগণের সমক্ষে এবং ভগবান সহস্রাক্ষের সমক্ষে অস্ত্র-শস্ত্র-পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যুদ্ধ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ; এক্ষণে পুনর্ব্বার শস্ত্র স্পর্শ করা ভবাদৃশ মহাত্মার উচিত হইতেছে না। আপনি কশ্যপকে মহীমণ্ডল প্রদান পূর্ব্বক বনগমন করিয়া শম-দম-নিরত ও তপঃ-পরায়ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন ; এক্ষণে আপনি আমার সর্ব্বনাশার্থ কি নিমিত্ত পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ? এই বালক রাম নিহত হইলে আমরা কেহই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। ভৃগুনন্দন !

প্রসন্ন হউন, আমি আপনকার চরণে শরণাগত হইতেছি, রক্ষা করুন; রাম আমার শিশু সন্তান; আপনি ইঁহাকে নষ্ট করিবেন না।

মহারাজ দশরথ, কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ অনুনয়-বিনয়-সহকারে বলিতেছেন, ঈদৃশ সময়ে প্রতাপশালী জামদগ্ন্য তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়াই পুনর্ব্বার রামকে কহিলেন, রাম! এই দুইটি দিব্য শরাসন বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, ত্রিলোক-বিখ্যাত ও সমুদায় শরাসনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অল্পবীর্য্য ব্যক্তি কোন ক্রমেই ইহা আনত করিতে সমর্থ হয় না। রঘুনন্দন! পূর্ব্বে দেবদেব মহাদেব যখন ত্রিপুর ধ্বংস করেন, সেই সময় দেবগণ যুদ্ধের নিমিত্ত তাঁহাকে ঐ দুইটি শরাসনের মধ্যে যে একটি প্রদান করিয়াছিলেন, তুমি বাহুবলে সেই শরাসন ভগ্ন করিয়াছ। এইটি দ্বিতীয় শরাসন। দেবগণ ইহা বিষ্ণুকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই শৈব ধনু ও বৈষ্ণব ধনু উভয়েরই পরিমাণ আকার উপাদান সার ও বল তুল্যানুতুল্য।

একদা দেবগণ, দেবদেব মহাদেবের ও বিষ্ণুর এবং এই শরাসনদ্বয়ের বলাবল অবগত হইবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন; ভগবান পিতামহ দেবগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিষ্ণু ও শঙ্কর পরস্পরের বিরোধ উপস্থিত করিয়া দিলেন।

এইরূপে যখন রুদ্র ও বিষ্ণু পরস্পরের বিরোধ উপস্থিত হইল, তখন তাঁহারা পরস্পর জিগীষা-পরতন্ত্র হইয়া ভীষণ রোমহর্ষণ সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সংগ্রামে বিষ্ণুর হুঙ্কারে ত্রিলোচন রুদ্র স্তম্ভিত হইলেন; ভীম-পরাক্রম শঙ্কর-শরাসনও শিথিলীকৃত হইয়া গেল।

অনন্তর দেবগণ ঋষিগণ ও সিদ্ধ-চারণগণ সকলে মিলিত হইয়া বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিলে বিষ্ণু আর রুদ্রের প্রতি বাণ প্রক্ষেপ করিলেন না; দেবগণও বিষ্ণুবলে শঙ্কর-শরাসন শিথিলীকৃত দেখিয়া বিষ্ণুকে এবং বিষ্ণু-শরাসনকেই প্রবলতর বিবেচনা করিলেন।

পরে মহাত্মা রুদ্র সেই শিথিলীকৃত শরাসন বিদেহাধিপতি রাজর্ষি দেবরাতের দেবপূজার নিমিত্ত প্রদান করিলেন। রাম! বিষ্ণুও এই প্রবলতর মহাতেজঃ-সম্পন্ন বৈষ্ণব-শরাসন ভৃগুনন্দন ঋচীককে অর্চ্চনার নিমিত্ত দিলেন; মহাতেজা মহর্ষি ঋচীকও অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন আত্মজ মদীয়-জনক জমদগ্নিকে সেই দিব্য বিষ্ণুচাপ প্রদান করিয়াছিলেন। আমার পিতা অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শমগুণাবলম্বী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে নীচাশয় কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন, ক্ষুদ্র বুদ্ধির অনুবর্ত্তী হইয়া অন্যায় পূর্ব্বক তাঁহাকে বিনাশ করিল।

রাম! আমি পিতার তাদৃশ অসদৃশ অননুরূপ বধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক অনেকবার ক্ষত্রিয়-বংশ-ধ্বংস করিয়াছি। আমি যখনই শুনিয়াছি যে, ক্ষত্রিয়কুল পুনর্ব্বার প্ররূঢ় বিস্তীর্ণ ও প্রবল হইয়াছে, তখনই এই শরাসন লইয়া তাহাদিগের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি এই শরাসন-বলে মহীমণ্ডল

পরাজয় করিয়াছিলাম; পরে মহর্ষি কশ্যপকে এই বিজিত সমগ্র মহীমণ্ডল প্রদান করিয়াছি।

রাম! আমি কশ্যপকে সসাগরা পৃথিবী সম্প্রদান করিয়া অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যা করিবার নিমিত্ত সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলাম। অধুনা আমি যদিও অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তপস্যাতেই অভিনিবিষ্ট-চেতা হইয়া রহিয়াছি, তথাপি হর-শরাসন-ভঙ্গ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া এক্ষণে তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিলাম।

রাম! এই সেই আমার পিতৃ-পৈতামহ বৈষ্ণব-শরাসন; আমি তোমার হস্তে ইহা প্রদান করিতেছি, তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক গ্রহণ কর। রঘুনন্দন! তুমি এই শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক শর-সন্ধান করিতে চেষ্টা কর। যদি তুমি শর সন্ধানে সমর্থ হও তাহা হইলে আমি তোমাকে মহাসত্ত্ব বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ প্রদান করিব।

দশরথ-তনয় রাম, জামদগ্ন্য রামের তাদৃশ মহাবীরোচিত ধীরোদ্ধত-বচন-বিন্যাস শ্রবণ করিয়া পিতৃ-গৌরবে সংযত-বাক্য হইয়াও কহিলেন, ভগবন! আপনি যে সমুদায় ঘোর নৃশংস কার্য্য করিয়াছেন, তাহার কিছুমাত্র আমার অবিদিত নাই, আমি তৎসমুদায়ই আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়াছি। আপনি পিতৃ-ঋণ-পরিশোধের নিমিত্ত যে বৈর-নির্যাতনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আমি কিঞ্চিমাত্রও মাৎসর্য্য বা অসূয়া প্রকাশ করিতেছি না। ভগবন! আপনি বীর্য্যহীন বল-বিক্রম-হীন ক্ষত্রিয়গণকে নির্ম্মূল করিয়াছেন; একার্য্য নিতান্ত দুষ্কর নহে; আপনি এই সামান্য কার্য্য করিয়া এতদূর গর্ব্বান্বিত হইবেন না। ভৃগুনন্দন! আপনকার এই দিব্য শরাসন প্রদান করুন; আমার বাহুবল ও পৌরুষ দেখুন; ক্ষত্রিয়-সন্তানের কতদূর তেজ কতদূর সত্ত্ব তাহাও আপনি অদ্য প্রত্যক্ষ করিবেন।

মহাবীর্য্য দশরথ-তনয় রাম ধীর-প্রগল্ভভাবে ঈদৃশ বাক্য বলিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক জামদগ্ন্য রামের করতল হইতে সেই দিব্য শরাসন গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি শরগ্রহণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে শরাসনে জ্যা-যোজনা করিয়া শর সন্ধান পূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন।

মহাযশা দাশরথি রাম সেই সশর শরাসন কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া জামদগ্ন্যকে পুনর্ব্বার কহিলেন, রাম! আপনি ব্রাহ্মণ; সুতরাং আপনি আমাদিগের পূজ্য; বিশেষত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সম্বন্ধে আপনি আমার বিশিষ্টরূপ পূজ্যতম; এক্ষণে আমি আপনকার প্রাণনাশে সমর্থ হইয়াও আপনকার শরীরে এই প্রাণ-নাশক বাণ পরিত্যাগ করিব না। অধুনা এই দিব্য শরের তেজে আপনকার তপোবলোপার্জ্জিত দিব্যগতি রোধ করিব? অথবা আপনকার স্বর্গলোক রোধ করিব? আজ্ঞা করুন। রাম! বল-দর্প-বিনাশন এই দিব্য মহাশায়ক বৃথা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইব না।

এই সময় পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ সশর-শরাসন-ধারী দশরথ-তনয় রামকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত মহাবেগে আকাশপথে

আগমন করিলেন। গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, কিন্নরগণ যক্ষগণ, রাক্ষসগণ ও মহোরগগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিবার নিমিত্ত তৎসন্নিহিত স্থানে উপস্থিত হইলেন। দশরথ তনয় রাম সেই মহাশরাসন ধারণ করিলে সমুদায় লোক জড়ীভূত হইল; জামদগ্ন্য রাম নির্বীর্য্য হইয়া সেই দ্বিতীয় রামের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

অনন্তর দাশরথি রাম কর্ত্তৃক অভিভূত হৃতবীর্য্য জামদগ্ন্য রাম, দিব্য নেত্রে দেবগণকে নভস্তলে উপস্থিত দেখিয়া এবং ধ্যান-যোগ দ্বারা রামকে সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশাবতার জানিতে পারিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাম! আমি যে সময় কশ্যপকে সসাগরা বসুন্ধরা দান করিয়াছিলাম, সেই সময় কশ্যপ আমায় বলিয়াছিলেন যে, তুমি আমার অধিকারমধ্যে বাস করিতে পারিবে না। রঘুনন্দন! আমি সেই অবধি রাত্রিকালে ভূতলে কোথাও বাস করি না, অন্যত্র গমন পূর্ব্বক রজনী যাপন করিয়া থাকি। কাকুৎস্থ! আমি যাহাতে মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ না হই, তাহা কর; দাশরথে! আমি যখন যে লোকে গমন করিতে ইচ্ছা করি, তৎক্ষণাৎ সেই লোকে উপস্থিত হইতে পারি; তুমি আমার এই দিব্যগতি রোধ করিও না। রঘুবংশাবতংস! তুমি এই শরদ্বারা বরঞ্চ আমার পুণ্যপুঞ্জোপার্জ্জিত স্বর্গলোক রোধ কর।

দাশরথে! তুমি যে সময় এই শরাসন স্পর্শ করিয়াছ, সেই সময়েই আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তুমিই সেই মধুহন্তা অক্ষয় সনাতন বিষ্ণু। রাম! তুমি সাক্ষাৎ বিষ্ণুর ন্যায় এই মহাশরাসন ধারণ করিয়া রহিয়াছ; এই দেবগণ সমাগত ও সমবেত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন। রঘুনাথ! তুমি ত্রিলোক-নাথ হইয়া যে আমাকে পরাভূত ও হতদর্প করিলে তাহাতে আমার কিছুমাত্র অপমান বা লজ্জা নাই। এক্ষণে তুমি এই দিব্য শর পরিত্যাগ কর; তুমি শর পরিত্যাগ করিলে আমি পুনর্ব্বার তপঃ-সাধনার্থ সুমেরু-শিখরে গমন করিব।

অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন জামদগ্ন্য রাম এই কথা বলিলে রঘুনন্দন রাম তাঁহার পুণ্যপুঞ্জোপার্জ্জিত স্বর্গলোকে সেই অবিতথ-প্রয়োগ দিব্য শায়ক পরিত্যাগ করিলেন। সেই মহাশরের তেজঃ-প্রভাবে সেই অবধি জামদগ্ন্য রাম পুণ্য-বলোপার্জ্জিত স্বর্গলোক হইতে বঞ্চিত হইলেন।

দশরথ-তনয় রাম যে সময় দিব্য শর পরিত্যাগ করেন, সেই সময়ে আকাশ-পথ-গামী দেবগণ স্ব স্ব দিব্য বিমানে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সমুদায় দিগ্বিদিক অন্ধকার-পরিশূন্য ও প্রভামণ্ডল-সমুদ্ভাসিত হইল।

অনন্তর জামদগ্ন্য রাম দশরথ-তনয় রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্ব্বার তপস্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত নিজ আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

অযোধ্যা-প্রবেশ।

এইরূপে জামদগ্ন্য রাম গমন করিলে দশ-রথ-তনয় রাম নিজ-বাহু-বলোপার্জ্জিত দিব্য শরাসন লইয়া পিতাকে দেখাইলেন; তিনি প্রথমত বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণকে প্রণাম করিয়া পরে জামদগ্ন্য রামের আগমনে বিহ্বল ও হত-চেতন পিতাকে কহিলেন, পিত! জামদগ্ন্য রাম গমন করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি নিরুদ্বিগ্ন হৃদয়ে চতুরঙ্গ সেনাকে অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে আদেশ করুন।

মহারাজ দশরথ, রামের মুখে ঈদৃশ অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রমুদিত ও প্রফুল্ল হৃদয়ে বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া মস্তকে আঘ্রাণ লইলেন; ক্ষত্রিয়-কুল-ধূমকেতু পরশুরাম গমন করিয়াছেন শুনিয়া রাজা দশরথ এতদূর আনন্দিত হইলেন যে, তাঁহার ও তাঁহার পুত্রগণের পুনর্জ্জন্ম হইল বিবেচনা করিয়াছিলেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার সৈন্য সমুদায় প্রণালী-বদ্ধ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ দশরথ যে সময় অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করেন, তৎকালে চতুর্দ্দিকে তূর্য্য-নিনাদ হইতে লাগিল; জলসিক্ত নীরজস্ক কুসুমদাম-সুশোভিত রাজপথের উভয় পার্শ্বে ধ্বজ-পতাকা-রাজি বিরাজিত হইল। রাজাকে ও নববধূ-সঙ্গত রাজকুমারগণকে পুরী-প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত পৌরগণ, মাঙ্গল্য দ্রব্য হস্তে লইয়া রাজপথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিল; পুরবাসী ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পৌরগণ রাজার অভ্যর্থনার নিমিত্ত বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন।

ঈদৃশ অবস্থায় মহাযশা মহারাজ দশরথ, শ্রীমান পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে পুরী প্রবেশ পূর্ব্বক হিমালয়-শিখর-সদৃশ সৌধধবল উত্তুঙ্গ রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে আত্মীয় জনগণের ও পুরবাসী জনগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর কৌশল্যা সুমিত্রা কৈকেয়ী প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী রাজমহিষীরা মাঙ্গল্য গন্ধ-দ্রব্যে বিলেপিত ক্ষৌম-বসনে সুশোভিত নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত নববধূদিগকে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় সীতাকে, যশস্বিনী ঊর্ম্মিলাকে, মাণ্ডবীকে ও শ্রুতকীর্ত্তিকে পরম সমাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক রাজভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইলেন। পরে তাঁহারা নববধূদিগকে প্রত্যেক দেবতায়তনে লইয়া গেলেন; বধূগণ দেবতাদিগকে ও পূজ্য গুরুগণকে যথাক্রমে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ দশরথ-তনয়গণ এইরূপে দার-পরিগ্রহ পূর্ব্বক সুহৃজ্জনের সহিত পিতৃ-শুশ্রূষায় নিয়ত নিরত থাকিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বধূগণও স্ব স্ব ভর্ত্তার প্রিয়কার্য্যে ও হিতানুষ্ঠানে সর্ব্বদা তৎপর থাকিয়া নিরন্তর ক্রীড়া-কৌতুকে আনন্দ সাগরে নিমগ্ন থাকিলেন। এই বধূগণের মধ্যে বিশেষত জনকাত্মজা মৈথিলী সীতা,

বিষ্ণু-প্রণয়িনী লক্ষ্মীর ন্যায় সর্ব্বদা পতিকে সন্তুষ্ট করিতেন। সীতা স্বভাবতই মহাত্মা রামের প্রণয়-ভাজন ছিলেন; পরন্তু তিনি নিজ গুণদ্বারাই সেই প্রণয় সম্পূর্ণরূপ পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। সীতা যেরূপ রামের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা ছিলেন; সেইরূপ তিনি রামকেও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞান করিতেন। ইহাঁদের পরস্পর যে কতদূর প্রীতি, কতদূর প্রেম, কতদূর স্নেহ, কতদূর অনুরাগ, তাহা পরস্পরের হৃদয়ই অবগত আছে। সীতার প্রিয়তম রাম প্রিয়তমা সীতার সহিত সঙ্গত হইয়া প্রফুল্ল ও আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে দেবতার ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন।

ত্রিলোকনাথ বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত সঙ্গত হইয়া যেরূপ সুশোভিত হন, সেইরূপ রাজর্ষি-তনয় রামচন্দ্র নিরুপম-রূপবতী সর্ব্বাবয়ব-সুন্দরী অনুরূপা রাজনন্দিনী সীতার সহিত সমবেত হইয়া যার পর নাই শোভা পাইয়াছিলেন।

নবসপ্ততিতম সর্গ।

ভরতের মাতামহ-গৃহে গমন।

অনন্তর কিছু দিন অতীত হইলে মহারাজ দশরথ কৈকেয়ী-নন্দন ভরতকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার মাতুল কেকয়রাজকুমার যুধাজিৎ তোমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিয়াছেন। পুত্র! তুমি এক্ষণে তোমার মাতামহকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ইহাঁর সহিত গমন কর এবং একবার মাতামহ-গৃহ সন্দর্শন করিয়া আইস।

কৈকেয়ী-নন্দন ভরত দশরথের তাদৃশ আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত গমন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। রাজমহিষী কৈকেয়ী, কেকয়-দেশ হইতে ভ্রাতাকে আসিতে দেখিয়া এবং রাজা রাজীবলোচন ভরতকে মাতামহ-গৃহে গমন করিতে অনুমতি দিয়াছেন শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিতা হইলেন। পরে কিরূপ ভাবে কিরূপ পরিচ্ছদে ভরত মাতুলালয়ে গমন করিবেন, তদ্বিষয়ে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কেকয়রাজ-নন্দিনী, অযোধ্যাধিপতি দশরথের আজ্ঞা বাহির করিয়া প্রধান প্রধান অমাত্য, প্রধান প্রধান সেনাপতি, বহুসংখ্য রথী, বহুসংখ্য অশ্বারোহী এবং বহুসংখ্য পদাতি দ্বারা সুশোভিত মহাসৈন্য সমভিব্যাহারে দিয়া মহাসমারোহে সুরসুত-সদৃশ স্বীয় তনয় ভরতকে পিতৃগৃহে প্রেরণ করিলেন।

রাজকুমার ভরত, দেবকল্প মহাত্মা পিতা দশরথকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিত! আমি এক্ষণে মাতামহ-গৃহে গমন করিতেছি, অনুমতি প্রদান করুন। মহারাজ দশরথ, সিংহ-সদৃশ বিক্রম-সম্পন্ন ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া মস্তকে আঘ্রাণ পূর্ব্বক সর্ব্ব-জন-সমক্ষে কহিলেন, সৌম্য! তুমি নির্ব্বিঘ্নে মাতামহ-গৃহে গমন কর; বৎস! আমি এক্ষণে যেরূপ আদেশ

ও উপদেশ প্রদান করিতেছি, তাহা সমাহিত হৃদয়ে সম্পূর্ণ রূপে সম্পাদন করিবে।

বৎস! তুমি এখন এখান হইতে শত্রুঘ্নের সহিত সমবেত হইয়া মাতামহ-গৃহে গমন কর। শত্রুঘ্ন তোমাতেই অনুরক্ত ও ভক্তিমান এবং সে সর্ব্বদাই তোমার অনুগত হইয়া রহিয়াছে; শত্রুঘ্ন তোমার প্রতি নিরন্তর স্নেহ-ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে; তুমিও শত্রুঘ্নকে সেইরূপ প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর বিবেচনা করিয়া থাক। তুমি শত্রুঘ্নকে নিজ শরীরের ন্যায় দেখিবে এবং সর্ব্বদা আত্মবৎ পরিপালন করিবে। বৎস! তুমি নিজ গুণ দ্বারা শত্রুঘ্নকে আবদ্ধ করিয়াছ; শত্রুঘ্ন যাহাতে কখনও তোমাকে পরিত্যাগ না করে, সেইরূপ ব্যবহার করিবে।

বৎস! তুমি যেরূপ আমার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাক, তোমার মাতুলেরও সেইরূপ করিবে; তোমার মাতামহকেও তুমি সর্ব্বদা সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া সম্পূর্ণ ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে সেবা-শুশ্রূষা করিতে থাকিবে। পুত্র! তুমি সর্ব্বদাই নিরহঙ্কার, বিনয়-নম্র সুচরিত ও সুশীল হইবে; কৃতবিদ্য বিশুদ্ধাচার ব্রাহ্মণগণকে দেখিলে আগ্রহাতিশয় সহকারে তাঁহাদের পূজা করিবে। তুমি শ্রুত-শীল-সম্পন্ন জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে প্রযত্ন সহকারে প্রসন্ন করিয়া যাহাতে আপনার হিতসাধন হয়, তাদৃশ বাক্য জিজ্ঞাসা করিবে। তাঁহারা যেরূপ হিতকর শ্রেয়স্কর আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিবেন, তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক অমৃতের ন্যায় গ্রহণ করিবে।

মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের ও শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির মূল। বিশেষত ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা কি সাংসারিক কি পারমার্থিক কি অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-বিজ্ঞান সমুদায় কার্য্য-সাধনেরই মূলীভূত। বৎস! সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত দেবগণ, ভূদেব ব্রাহ্মণগণকে ভূতলে প্রেরণ করিয়াছেন। তুমি নিয়ত অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া ঈদৃশ ব্রাহ্মণগণের নিকট সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র, সুবিস্তীর্ণ নীতিশাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবে। বৎস! তুমি প্রতিদিন ব্যায়াম-বিষয়ে তৎপর হইবে; তুমি সময়ে সময়ে তুরঙ্গপৃষ্ঠে মাতঙ্গপৃষ্ঠে ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক বিচরণ করিবে। তুমি যাহাতে গন্ধর্ব্ব-বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পার তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হইবে। শত্রু-সংহারিন! তুমি বহুবিধ শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতে ও নানাপ্রকার কলা-কুশল হইতে চেষ্টা করিবে। বৎস! তুমি ক্ষণকালও বৃথা ক্ষেপণ করিও না; বৃথা সময় নষ্ট করিলে কখনই হিতানুষ্ঠান আত্মোৎকর্ষ-বিধান ও মঙ্গল-সাধন হয় না।

বৎস! আমি তোমার কুশলবার্ত্তা অবগত হইবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে দূত প্রেরণ করিব; তোমার কুশল-সংবাদ শ্রবণ করিলেই আমার আহ্লাদের পরিসীমা থাকিবে না। মহীপতি দশরথ, কুমারকল্প কুমার ভরতকে এইরূপ আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিয়া সাশ্রু লোচনে বাষ্প-গদ্গদ বচনে কহিলেন, বৎস! আর কালাতিপাত করিবার আবশ্যক নাই, এক্ষণে যাত্রা কর।

ভরত ও শত্রুঘ্ন এইরূপে পিতাকে, অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন রামকে ও মাতৃগণকে প্রণাম করিয়া যথাযথ সম্ভাষণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। চতুরঙ্গ সৈন্য ও পুরবাসিগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ধীমান বীর্য্যবান রাম ও লক্ষ্মণ, ভ্রাতৃ-স্নেহ-নিবন্ধন দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত গমন করিলেন।

অনন্তর কেকয়ী-নন্দন ভরত ও সুমিত্রা-নন্দন শত্রুঘ্ন নিজ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রামের চরণতলে নিপতিত হইলেন। রাম, ভরত ও শত্রুঘ্নকে চরণতলে নিপতিত দেখিয়া হস্ত দ্বারা উত্থাপন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, ভ্রাত! তোমরা আমাকে বিস্মৃত হইও না; আমিও সর্ব্বদাই তোমাদিগকে স্মরণ করিব।

ভরত, রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন। পরে তিনি লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত একত্র হইয়া পুনর্ব্বার গমন করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্য প্রিয়বাদী সুহৃদ্গণ, অপরিত্যাগী অনুরক্ত প্রিয়জনগণ তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। শ্রীমান ভরত তাহাদিগকে ও মান্য-জনগণকে নিবর্ত্তিত করিয়া মাতামহ-পুরী দর্শনার্থ উৎসুক ও ত্বরান্বিত হৃদয়ে দ্রুততর বেগে গমন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা ভরত পথিমধ্যে প্রিয়বাদী বন্ধুগণের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে কয়েক দিনের মধ্যেই বন নদী সুমনোহর পর্ব্বত গ্রাম প্রভৃতি অতিক্রম পূর্ব্বক কেকয়-রাজের রমণীয় নগরীর সন্নিহিত প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। আনন্দাতিশয় প্রযুক্ত কাহারও পথি-গমনে শ্রান্তি-বোধ হইল না।

কৈকেয়ী-নন্দন, নগরোপকণ্ঠে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার আগমন-বার্ত্তা নিবেদন নিমিত্ত মাতামহের নিকট বিশ্বস্ত দূত পাঠাইলেন। কেকয়-রাজ দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে ভরতকে পুরী-প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত রাজপথ আহার্য্য সুরম্য বালুকাপুঞ্জে আকীর্ণ ও জলসিক্ত করাইয়া তাহার দুই পার্শ্ব কিসলয়-নিচয়ে ও কুসুমদাম-সমূহে সুশোভিত করিলেন। সমুচ্ছ্রিত ধ্বজ-পতাকা-মালা অদৃষ্ট-পূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল; উভয় পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে পল্লব-বিভূষিত পূর্ণ-কলস সংস্থাপিত হইল; মধ্যে মধ্যে অপূর্ব্ব বন-মালা শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর রাজা ভরতকে সুসৎকৃত করিয়া পুরী-প্রবেশ করাইতে অনুমতি দিলেন। পুরবাসী জনগণ নানাপ্রকার তূর্য্যধ্বনি ও বাদ্য-ধ্বনি সহকারে ভরতকে পুরীমধ্যে প্রবেশ করাইতে লাগিল। নিরুপম-রূপবতী যুবতী বার-বিলাসিনীরা বিলাসপ্রদর্শন পূর্ব্বক বাদ্যের অনুগত তাল-লয়ের অনুবর্ত্তিনী হইয়া সম্মুখে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

রাজকুমার ভরত ঈদৃশ সমারোহে পুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বৃদ্ধ মাতামহকে দর্শন পূর্ব্বক পরম আনন্দ সহকারে প্রণাম করিলেন। কেকয়রাজ তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক সমুদায় বিষয়ে কুশল ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভরত,বৃদ্ধ-জন-সঙ্কুল রাজ-ভবনে গমন পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যথাক্রমে রাজমহিষীগণকে ও পূজ্য মহিলা-দিগকে প্রণাম করিলেন। পরে তিনি বহু-বিধ অপূর্ব্ব ভোগ্য বস্তু দ্বারা সুসৎকৃত হইয়া পরম সুখে সেই মাতামহ-গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ভরত মাতামহালয়ে গমন করিলে শ্রীমান রাম ও লক্ষ্মণ দৈবতার ন্যায় ভক্তি সহকারে পিতার সেবা-শুশ্রূষায় নিয়ত নিরত থাকিলেন। মহাযশা রাম প্রতিদিন প্রথমত পিতার আজ্ঞা শ্রবণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতেন; পরে তাঁহার আদেশ লইয়া সভায় গমন পূর্ব্বক পৌরকার্য্য সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন; তিনি প্রযত্ন-সহকারে মাতৃগণের আজ্ঞাক্রমে মাতৃগণের কার্য্য ও সমুদায় গুরুজনের আজ্ঞা-ক্রমে সমুদায় গুরুজনের কার্য্য সম্পাদন করি-তেও ক্রুটি করিতেন না।

এইরূপে রামের সুশীলতা, সদ্ব্যবহার ও সুচরিত দ্বারা রাজা, রাজমহিষীগণ, গুরুগণ ও পুরবাসী জনগণ সকলেই তাঁহার প্রতি পরম-প্রীত-হৃদয় ও অনুরক্ত হইলেন।

অশীতিতম সর্গ।

ভরত-দূতাগমন।

একদা শ্রীমান ভরত বৃদ্ধ মাতামহ মহাত্মা কেকয়রাজকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, যদি আপনি আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত আপনকার মনোনীত হিতানুষ্ঠান-পরায়ণ আচার্য্যগণের সেবা করি। যাঁহারা ধর্ম্মার্থ-পরিজ্ঞান-কুশল, যাঁহারা গণিত-শাস্ত্র-বিশারদ, যাঁহারা চিত্র-বিদ্যা-বিচক্ষণ, যাঁহারা নীতিশাস্ত্র-নিপুণ, যাঁহারা ধনুর্ব্বেদে ও অন্যান্য অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, যাঁহারা তুরঙ্গারোহণ, মাতঙ্গারোহণ, রথারোহণ ও অন্যান্য যানারোহণ পূর্ব্বক সংগ্রাম বিষয়ে সুপটু, যাঁহারা গান্ধর্ব্ব-বিদ্যায় উত্তম কুশল যাঁহারা বহুবিধ শিল্প শাস্ত্র-বিশা-রদ ও যাঁহারা বেদ বেদাঙ্গ ন্যায় মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শী, আমি তাঁহাদিগের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক সেই সেই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আপনার শ্রেয়ঃ-সাধন ও উৎ-কর্ষ-বিধান করিতে অভিলাষ করি। মহারাজ! আপনি এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন এবং উপযুক্ত আচার্য্যদিগকেও আনাইয়া নিযুক্ত করিয়া দিউন।

কেকয়রাজ, ভরতের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমপ্রীত হৃদয়ে বিবিধ-বিদ্যা-বিশা-রদ সুবিচক্ষণ আচার্য্যগণকে আনয়ন পূর্ব্বক অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কৈকেয়ী-নন্দন ভরত আচার্য্যগণের সমীপ-বর্ত্তী হইয়া পরম প্রযত্ন সহকারে বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্রাধ্যয়নে তৎপর হই-লেন। তিনি শত্রুঘ্নের সহিত বিনীতভাবে গুরু-জন-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আপনার শিষ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক আত্মোৎকর্ষ-সাধনের নিমিত্ত বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্র অধ্যয়ন

করিলেন। পরে তিনি ও শত্রুঘ্ন আনুপূর্ব্বিক শিল্প-বিদ্যা প্রভৃতি সমুদায় বিদ্যা শিক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া নানা আচার্য্যের সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আলস্য-পরিশূন্য, বিনয়ান্বিত ও আচারবান হইয়া অধ্যবসায় ও প্রযত্ন সহকারে বহুবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। তাঁহারা গুরু-শুশ্রূষা-পরায়ণ হইয়া বিনয়-সহকৃত দান দ্বারা সম্মান-বর্দ্ধন দ্বারা ও বিবিধ পুরস্কার দ্বারা আচার্য্যগণের পূজা করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা ধীমান ভরত এইরূপে মাতামহ-গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক একমাত্র বিদ্যাভ্যাসে রত থাকিয়া বহুকাল অতিবাহিত করিলেন। পরে যে সময়ে তিনি বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন, তখন তাঁহার অভিলাষ হইল যে, বিদ্যাবৃদ্ধ শীলবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-বিশারদ আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন মহাত্মগণের নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।

মহাত্মা ভরত এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া, যাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ে সংশয়-চ্ছেদন করিতে পারেন, যাঁহারা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বর্গের তত্ত্ব অবগত আছেন, তাদৃশ সমুদায় মহাপুরুষের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও তত্ত্ব-পরিজ্ঞানে কৃত-প্রযত্ন হইয়া ঐ সকল তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মার সহিত নিরন্তর জ্ঞানালোচনা দ্বারা পরম আনন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত যে সময় আপনাকে ধর্ম্মার্থ বিষয়ে ছিন্ন-সংশয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিভূষিত, বিনয়-সম্পন্ন ও সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী বিবেচনা করিলেন, তখন তিনি পিতার নিকট দূত প্রেরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ব্রহ্মবাদী বৃদ্ধ পরমসুহৃৎ কোন ব্রাহ্মণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন! আপনি বেগবান অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া অযোধ্যা নগরীতে গমন করুন; আমি এই মাতামহ-গৃহে যেরূপে কাল যাপন করিতেছি, তাহা পিতার নিকট মাতা কৌশল্যার নিকট ও জননী কৈকেয়ীর নিকট সবিশেষ নিবেদন করিবেন; আমার সর্ব্বাঙ্গীন-কুশল-সংবাদ ও আমার বিদ্যাগমের বিষয় সমুদায় পিতার নিকট ও মাতৃগণের নিকট বলিবেন। পরে রামের নিকট গমন পূর্ব্বক আমার নাম করিয়া সম্মান সহকারে নিবেদন করিবেন যে, আপনকার ভৃত্য ভরত আপনকার চরণদ্বয়ে প্রণিপাত পূর্ব্বক পূজা করিয়া প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছেন; তিনি স্নিগ্ধ হৃদয়ে আপনকার কুশল ও অনাময় জিজ্ঞাসু হইয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

অনন্তর আপনি আমার স্বরূপ হইয়া লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অনাময় ও কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবেন; পরে আপনি মাতা কৌশল্যাকে, সুমিত্রাকে, কৈকেয়ীকে ও মৈথিলীকে আমার প্রণাম জানাইবেন।

অনন্তর দূত, মহাত্মা ভরত কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া দ্রুতগামী তুরঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক পদ্মপলাশ-লোচন মহারাজ দশরথ-কর্ত্তৃক পরিপালিত রাজর্ষি ইক্ষ্বাকু-কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত রমণীয় অযোধ্যাপুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি অনতি-দীর্ঘকাল

মধ্যেই রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট ও রাজমহিষীগণের নিকট ভরতের আদেশানুরূপ সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন; এবং কহিলেন, রাজেন্দ্র! অবিতথ-পরাক্রম মহাত্মা ভরত আপনকার নিকট হইতে মাতামহ-গৃহে গমন করিয়া বহুবিধ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন। তিনি ধনুর্ব্বেদে, চতুর্ব্বেদে ও নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছেন; অর্থশাস্ত্রও তাঁহার শিক্ষা করা হইয়াছে। তিনি ব্যায়াম বিষয়ে, হস্তিশিক্ষা বিষয়ে, রথচর্য্যা বিষয়ে, বহুবিধ শিল্পবিদ্যা বিষয়ে, আলেখ্য বিষয়ে, লেখ্য বিষয়ে, লঙ্ঘন বিষয়ে, প্লবন বিষয়ে, জ্যোতির্গণনা বিষয়ে আপনকার বাক্যানুরূপ আপনকার অভিলষিতানুরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। মহারাজ! ভরত আপনকার নিকট হইতে গমন করিয়া অবধি আলস্য-পরিশূন্য ও অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া এই রূপ অনেক বিষয়ে কৃতকৃত্য ও বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ হইয়াছেন।

মহীপতি দশরথ, কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ, রাম ও লক্ষ্মণ দূতমুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন; পরে মহারাজ দশরথ, পরম প্রীত হৃদয়ে যথাযোগ্য সৎকার ও পুরস্কার পুরঃসর ভরত-দূতকে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন।

বালকাণ্ড সমাপ্ত।

কাণ্ডৈঃ সপ্তভিরন্বিতোঽত্রবিততো রিষ্যালবালোদিতঃ।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত

রামায়ণ।

অযোধ্যাকাণ্ড।

বাঙ্গালা-অনুবাদ।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

"বাল্মীকি-গিরি-সম্ভূতা রামাম্ভোনিধি-সঙ্গতা।
শ্রীমদ্রামায়ণী গঙ্গা পুনাতু ভুবনত্রয়ম্।"

কলিকাতা
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫:
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১২৯০।

কলিকাতা
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

অযোধ্যাকাণ্ডের নির্ঘণ্ট।

নির্ঘণ্ট পত্র।

নির্ঘণ্ট পত্র।

অযোধ্যাকাণ্ডের নির্ঘণ্ট পত্র সমাপ্ত।

রামায়ণ।

অযোধ্যাকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক-প্রস্তাব।

কৈকেয়ী-নন্দন ভরত যে সময় মাতুলালয়ে গমন করেন, সেই সময় তিনি স্নেহ-বশত প্রীতিভাজন উদার-চরিত শত্রু-সংহারক শত্রুঘ্নকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা সেখানে মাতুল কর্ত্তৃক অপত্য-নির্ব্বিশেষে লালিত হইতেছিলেন, যদিও তাঁহারা পরম-সমাদর-সহকারে বহুবিধ অপূর্ব্ব ভোগ্য বস্তু সম্ভোগ পূর্ব্বক সেই স্থানে পরম সুখে অবস্থান করিতেছিলেন, তথাপি ক্ষণ-কালের নিমিত্তও তাঁহারা বৃদ্ধ রাজা দশরথকে বিস্মৃত হয়েন নাই। মহারাজ দশরথও সন্তান-স্নেহ-বশত মহেন্দ্র-সদৃশ রূপ-গুণ-সম্পন্ন সেই দুই প্রিয় পুত্রকে সর্ব্বদাই স্মরণ করিতেন।

বিষ্ণুর এক শরীরে যেরূপ বাহু-চতুষ্টয় শোভা পায়, সেইরূপ রাজার একশরীর-সমুৎপন্ন পুত্র-চতুষ্টয়ও নিজ শরীরের ন্যায় সুশোভিত ও স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। রাবণ-বধের নিমিত্ত দেবগণের প্রার্থনায় সনাতন বিষ্ণু স্বয়ংই মনুষ্যলোকে গুণাভিরাম রাম-রূপে অবতীর্ণ; সুতরাং ভগবান স্বয়ম্ভু যেমন সমস্ত জীবেরই অব্যভিচরিত-প্রীতি-ভাজন, মহাতেজা মহানুভব রামও সেইরূপ পিতার ও আপামর-সাধারণের অনন্য-সাধারণ-প্রীতি-ভাজন হইয়া উঠিলেন।

অদিতি যেরূপ দেবরাজ বজ্রপাণি মহেন্দ্রকে লাভ করিয়া প্রীতা হইয়াছিলেন, মহিষী কৌশল্যাও সেইরূপ অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন কুমার রামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। লোকাভিরাম রাম অসীম-বীর্য্যশালী, অসূয়া-পরিশূন্য এবং অলোক-সামান্য-রূপৌদার্য্য-সম্পন্ন; এই অবনীমণ্ডল-মধ্যে রূপ ও গুণে তাঁহার সদৃশ কেহই ছিল না। তিনি প্রজারঞ্জনাদি-বিষয়ে মহারাজ দশরথের সমকক্ষ হইয়াছিলেন। যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার করিত, তিনি তাহাতেই পরম পরিতুষ্ট

হইতেন, এবং কদাপি সেই উপকার বিস্মৃত হইতেন না। যদি কেহ তাঁহার কোনরূপ অপকার করিত,উদারতা-নিবন্ধন তিনি কদাচ তাহা স্মরণও করিতেন না।

মহাত্মা মহীপতি দশরথ যদিও সমুদায় পুত্রকেই সাতিশয় স্নেহ করিতেন, তথাপি গুণাভিরাম রামের প্রতি তাঁহার অসামান্য বাৎসল্য জন্মিয়াছিল। এই নরচন্দ্র রামচন্দ্র অনন্য-সাধারণ গুণসমূহ দ্বারাই পিতা, মাতৃগণ, সুহৃদ্গণ, ভ্রাতৃগণ, সচিবগণ ও প্রজাগণের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা সকলকেই প্রিয় ও মধুর বাক্য বলিতেন ; যদি কেহ কখনও তাঁহার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিত, তথাপি কখনও তাঁহার মুখ দিয়া অপ্রিয় বাক্য বিনিঃসৃত হইত না। তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ ও শীলবৃদ্ধ গুণ-সম্পন্ন জনগণের সহিত সর্ব্বদাই সহবাস, মিত্রতা ও কথোপকথন করিতেন।

রাম, কৃতবিদ্য উদার-চরিত মেধাবী স্মিত-পূর্ব্বভাষী প্রিয়ংবদ ও বীর্য্যশালী ছিলেন; তিনি কখনই নিজবীর্য্যে গর্ব্বিত হইতেন না। ধীমান রাম কখনও অনৃত বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। তিনি বৃদ্ধদিগের পূজা ও প্রজারঞ্জনে নিয়ত নিযুক্ত থাকিতেন। প্রকৃতিগণ সকলেই তাঁহার প্রতি ভক্ত ও অনুরক্ত হইয়াছিল। তাঁহার শরীরে ক্রোধ ছিল বটে, কিন্তু তিনি ক্রোধকে পরাজয় করিয়াছিলেন; তিনি কখনই ক্রোধের বশবর্ত্তী হইতেন না। তিনি সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণের পূজা ও দীনহীন জনগণের প্রতি অনুকম্পা-প্রদর্শন করিতেন। তিনি অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন প্রিয়ংবদ ও অসূয়া-পরিশূন্য ছিলেন। বংশ-পরম্পরাগত-সাম্রাজ্য-লাভ-বিষয়ে তাঁহার তাদৃশ স্পৃহা ছিল না; তিনি রাজ্যলাভ অপেক্ষা বিদ্যালাভকেই শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিতেন।

মহাসত্ত্ব মহোৎসাহ মহাত্মা রাম, সর্ব্বভূতে দয়াবান, সমাশ্রিত জনগণের আশ্রয়, সাধুজন-প্রতিপালক,শরণাগত-বৎসল,প্রত্যুপকার-পরায়ণ, কৃতজ্ঞ, বদান্য, সত্যসঙ্গর, গুণবান, গুণগ্রাহী, বিজিতেন্দ্রিয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অদীর্ঘসূত্র, ক্রিয়াদক্ষ, সর্ব্বত্র প্রতিপত্তিমান ও প্রিয়ংবদ ছিলেন। তিনি কেবল সুহৃদ্গণের সুখসাধনোদ্দেশেই অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেন।

এই মহাযশা রাম, প্রাণ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইতেন,অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, সর্ব্বজন-প্রিয় বিষয়-ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিতেও বদ্ধ-পরিকর হইতেন, তথাপি কখনও সত্যনিষ্ঠা পরিত্যাগ করিতেন না। তিনি ঋজু, বদান্য, বিনীত, প্রিয়কারী, সুশীল, তেজস্বী, ক্ষমাবান, অসীম-গুণ-সম্পন্ন, হিমাংশু-সদৃশ প্রিয়দর্শন, শরচ্চন্দ্র-সদৃশ সুনির্ম্মল ও সমরে শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন।

রঘুনন্দন রামের অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই স্বকুলোচিত দয়া-দাক্ষিণ্য ও শরণাগত-বৎসলতা প্রভৃতি ধর্ম্মে প্রবণ ছিল। তিনি নিজ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম বহুমত জ্ঞান করিতেন। প্রজাপালন-জনিত ও শত্রুসংহার-জনিত কীর্ত্তিলাভ করিলে তিনি দুর্লভ স্বর্গফল লাভ হইল বিবেচনা

করিতেন। তিনি কখনও নিষিদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না; ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণেও কদাপি তাঁহার মনোনিবেশ হইত না। তিনি বক্তৃতাকালে বৃহস্পতির ন্যায় উত্তরোত্তর যুক্তি-পরম্পরা প্রদর্শন করিতেন। তিনি যুবা, বাগ্মী, নীরোগ, সুলক্ষণ-শরীর-সম্পন্ন, দেশকালজ্ঞ, পুরুষ-সারজ্ঞ, রাজনীতি-নিপুণ ও অসাধারণ-সাধুগুণ-সম্পন্ন ছিলেন।

ঈদৃশ অসাধারণ-গুণ-নিধান্ রাজকুমার রাম, অনন্য-সাধারণ গুণ দ্বারা প্রজাগণের বহিশ্চর প্রাণের ন্যায় প্রিয়তর হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ, সাঙ্গোপাঙ্গ-বেদজ্ঞ, ধনুর্ব্বেদ-পারদর্শী, ধর্ম্মজ্ঞ, অশেষ-কল্যাণ-নিলয়, সর্ব্বদা প্রফুল্ল-হৃদয়, সত্যবাদী, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত, সদাচার, ধর্ম্মার্থ-তত্ত্বজ্ঞ, মেধাবী, প্রতিভা-সম্পন্ন, ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী, লৌকিক-কর্ম্মানুষ্ঠান-বিশারদ, সহায়-সম্পন্ন, গুপ্তমন্ত্র, গুপ্তাকার, গুপ্তেঙ্গিত, অমোঘ-ক্রোধ, অমোঘ-প্রসাদ, অর্থোপার্জ্জন-অর্থদানাদি-কালজ্ঞ, দৃঢ়ভক্তি, স্থিরপ্রজ্ঞ, আলস্য-পরিশূন্য, অপ্রমত্ত, স্বদোষ-পরদোষ-জ্ঞ, বিবিধ-শাস্ত্র-পারদর্শী, কৃতজ্ঞ, পুরুষ-তারতম্য-বিবেক-নিপুণ, যথাযথ-নিগ্রহানুগ্রহকারী, আয়-বিষয়ক-উপায়জ্ঞ, যথাযথ-ব্যয়কর্ম্ম-সুদক্ষ, মাতঙ্গারোহণ ও তুরঙ্গারোহণ পূর্ব্বক বিচরণে সুনিপুণ, ধনুর্ব্বেদে অদ্বিতীয়, সমুদায় মহারথের অগ্রণী, সংগ্রামে দেবাসুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ এবং অহঙ্কার মাৎসর্য্য ক্রোধ অসূয়া প্রভৃতি দোষ-স্পর্শ-পরিশূন্য ছিলেন। পৃথিবী ঈদৃশ-গুণ-সম্পন্ন দুর্দ্ধর্ষ-পরাক্রম লোকনাথ-সদৃশ রামচন্দ্রকে সন্দর্শন করিয়া পতিত্বে বরণ করিবার নিমিত্ত অভিলাষিণী হইলেন।

মহারাজ দশরথ, অসীম-শোভা-সম্পন্ন শত্রু-সন্তাপন গুণাকর রামকে ঈদৃশ বিবিধ গুণে বিভূষিত দেখিয়া তদ্গত হৃদয়ে নিরন্তর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে এই গুণাভিরাম রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা কর্ত্তব্য। তিনি মনে মনে সর্ব্বদা আলোচনা করিতেন যে, আমি কোন্ দিন ধীমান রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিতে পাইব! সমুদায় প্রাণীই রামের প্রতি অনুরক্ত; রামই এই রাজসিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র; রাম নিজ গুণ দ্বারা আমা অপেক্ষাও প্রজাগণের প্রিয়তর হইয়াছেন; তিনি পরাক্রমে মহেন্দ্র-সদৃশ, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি-সদৃশ, স্থৈর্য্যে মহীধর-সদৃশ এবং গুণবত্তা-বিষয়ে আমা হইতেও শ্রেষ্ঠ। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে জ্যেষ্ঠ কুমার রামকে সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া সুখে স্বর্গ গমন করিতে সমর্থ হইব।

ধীশক্তি-সম্পন্ন ইঙ্গিতজ্ঞ গুরুগণ, মন্ত্রিগণ, পৌরগণ ও জনপদ-বাসী জনগণ মহারাজ দশরথের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া সকলে একত্র হইয়া তদ্বিষয়ক মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা কর্ত্তব্য-বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হইয়া সকলে মিলিয়া বৃদ্ধ মহারাজ দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! আপনকার বহু সহস্র বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে; এক্ষণে আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন; আমাদের প্রার্থনা এই যে, আপনি কুমার রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। মহাবাহু মহাবল রঘুবংশাবতংস

রাম, গজরাজে আরোহণ পূর্ব্বক ছত্র-চ্ছায়াবৃত হইয়া গমন করিবেন, আমরা দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিব, ইহাই আমাদের আন্তরিক অভিলাষ।

মহারাজ দশরথ অমাত্য, পুরোহিত, ও প্রজাগণের মুখে আপনার মনোগত অভিপ্রায়ানুরূপ প্রার্থনা-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতিবাদে অনিচ্ছু হইয়াও তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ ভাব জিজ্ঞাসু হইয়া কহিলেন, আমি এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে ধরণীমণ্ডল শাসন করিতেছি; প্রজাপালন-বিষয়ে অধুনা আমি অসমর্থও নহি; ঈদৃশ অবস্থায় তোমরা কিনিমিত্ত আমার পুত্রকে যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষ করিতেছ?

পৌরগণ ও জনপদবাসী জনগণ, মহাত্মা দশরথকে পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ! রাজকুমার রামচন্দ্র বহুবিধ সদ্গুণে বিভূষিত। তিনি অনুদ্ধত, দেবসত্ত্ব, সদাচারী, অসূয়াপরিশূন্য, মাতাপিতার ন্যায় প্রজাগণের হিতকারী এবং প্রিয়বাদী। তিনি সর্ব্বদা বহুশ্রুত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করিয়া থাকেন। তিনি দুর্বিনীত ব্যক্তিগণের শাসন ও বিনীত ব্যক্তিগণের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। মহারাজ! রামের কোন বিষয়ে কোন দোষ উল্লেখ করে, এরূপ ব্যক্তি, জ্ঞাতিগণ-মধ্যে পৌরগণ-মধ্যে ও জনপদবাসি-জনগণ-মধ্যে কেহই নাই। পুরবাসী ও জনপদবাসী আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই রামের সদ্গুণসমূহে অনুরক্ত হইয়া রামকেই রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে।

নরপতে! ধর্ম্মজ্ঞ বদান্য বিনয়-সম্পন্ন রাম, সদ্গুণ-নিচয় ও কীর্ত্তিকলাপ দ্বারা সমুদায় প্রজাকেই অনুরক্ত করিয়াছেন। আপনকার এই কুমার ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী, দিব্যাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, অমোঘাস্ত্র, দূরভেদী, চিত্রযোধী, ও দৃঢ়ায়ুধ। মহারাজ! রাজকুমার রাম আপনকার আজ্ঞানুসারে যখন যে যুদ্ধে গমন করিয়াছেন, তখন সেই যুদ্ধেই শত্রু পরাজয় পূর্ব্বক বিজয়ী হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি যখনই শত্রুসৈন্য পরাজয় পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হয়েন, তখনই সমধিক বিনয়-সম্পন্ন ও প্রশ্রয়াবনত হইয়া আমাদের পূজা করিয়া থাকেন।

কুমার রামচন্দ্র যে সময় কুঞ্জরে বা রথে আরোহণ পূর্ব্বক দূরতর প্রদেশ হইতে প্রত্যাগমন করেন, তখন রাজপথে আমাদিগকে দেখিতে পাইলেই সেই স্থানে অবস্থান করিয়া কুশল ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। তিনি সর্ব্বত্র সানুকম্প হইয়া অগ্নিহোত্র-বিষয়ে, স্ত্রীপুত্র-বিষয়ে, শিষ্য-বিষয়ে ও ভৃত্যাদি-বিষয়ে এক এক করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করেন। মহারাজ! কি পুরী-মধ্যে, কি জনপদ-মধ্যে, কি অন্তঃপুরে, কি প্রকাশ্য স্থানে, সর্ব্বত্রই, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি রমণী, সকলেই দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছে যে, আমাদের রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হউন।

মহারাজ! এক্ষণে আপনকার প্রসাদে তাহাদের সকলের কামনা পূর্ণ হউক; আপনকার আজ্ঞানুসারে আমরা প্রজানুকম্পী

ইন্দীবর-শ্যাম রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিতে পাই, ইহাই আমাদের সম্পূর্ণ অভিলাষ।

মহারাজ! আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে অনুনয় বিনয় সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, সর্ব্বলোকনাথ সর্ব্বজন-প্রিয় জিতেন্দ্রিয় রাজকুমার গুণাভিরাম রামকে আপনি সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করুন।

দ্বিতীয় সর্গ।

দশরথানুশাসন।

প্রজাগণ এইরূপে কৃতাঞ্জলিপুটে রামের যৌবরাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিলে মহারাজ দশরথ প্রহৃষ্ট হৃদয়ে কহিলেন, আমি ধন্য হইলাম, আমি কৃতকৃত্য হইলাম, আমি অনুগৃহীত হইলাম। তোমরা সকলে আমার প্রিয়তম জেষ্ঠ পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে প্রার্থনা করিতেছ, ইহা অপেক্ষা আমার আর আনন্দের বিষয় কি আছে!

অনন্তর মহীপতি দশরথ রাজ্যস্থিত প্রধান প্রধান জনগণকে, নানা নগরনিবাসী জনগণকে, ভিন্ন ভিন্ন জনপদবাসী জনগণকে ও সন্নিহিত রাজগণকে আনয়ন করাইলেন; পরন্তু ত্বরা-প্রযুক্ত তৎকালে তিনি কেকয়-রাজকে ও মিথিলাধিপতি জনককে আনাইতে পারিলেন না; মনে করিলেন যে, রামের রাজ্যাভিষেকের পর তাঁহাদের নিকট প্রিয় সংবাদ প্রেরণ করা যাইবে।

পর-পুরঞ্জয় মহারাজ দশরথ প্রথমত সভামধ্যে উপবিষ্ট হইলে রাজগণ ও প্রধান প্রধান জনগণ রাজদত্ত বিবিধ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সকলেই নিয়ম-নিযন্ত্রিত ও সংযত-বাক্য হইয়া মহারাজ দশরথের অভিমুখে সম্মুখীন হইয়া রহিলেন। দেবগণে পরিবৃত দেবরাজ যেরূপ শোভমান হয়েন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিনয়ান্বিত উপবিষ্ট ভূপতিগণে, পুরবাসিগণে ও জনপদবাসী জনগণে পরিবৃত মহারাজ দশরথও সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন।

রাজাধিরাজ দশরথ সভাস্থিত সমুদায় ব্যক্তিকে সম্বোধন পূর্ব্বক সজল জলধরের ন্যায়, দেব-দুন্দুভির ন্যায় মহাগম্ভীর স্বরে হিতকর ও আনন্দকর বাক্যে কহিলেন, সদস্যগণ! আমার পূর্ব্বপুরুষ মহারাজগণ যেরূপে অপত্য-নির্ব্বিশেষে এই সাম্রাজ্য পালন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আপনাদিগের কাহারও অবিদিত নাই। ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নরেন্দ্রগণ যেরূপে পৃথিবী পালন পূর্ব্বক সমুদায় প্রজাকে সুখী করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপে সকলকে সুখী ও শ্রেয়োভাজন করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ যে নিয়মে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, আমিও সেই পথের অনুবর্ত্তী হইয়া আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাশক্তি প্রজাপালন করিয়া আসিতেছি; আমার এই শরীর, সিতচ্ছত্রের ছায়ায় অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বজনের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকিয়া এক্ষণে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

আমি বহু সহস্র বৎসর পরমায়ু ভোগ করিয়া এক্ষণে এই জীর্ণ শরীরের বিশ্রাম অভিলাষ করিতেছি। অবিজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির দুর্ব্বহ শৌর্য্যবীর্য্য-প্রভৃতি-রাজ-প্রভাব-সাধ্য গুরুতর রাজধর্ম্ম-ভার বহন করিয়া আমি এক্ষণে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি; সম্প্রতি এই সমস্ত সন্নিহিত ব্রাহ্মণগণের সম্মতি গ্রহণ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র রামের প্রতি প্রজা-পালনের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক আমি বিশ্রাম লাভ করিতে বাসনা করিতেছি।

সদস্যগণ! আমার জেষ্ঠ কুমার রাম, সর্ব্বগুণ-সমলঙ্কৃত, পরপুর-পরাজয়-সমর্থ ও বলবীর্য্য-বিষয়ে দেবরাজের সমকক্ষ। আমার শরীরে যে সমুদায় সদ্‌গুণ আছে, মহাত্মা রামে তাহার কিছুরই অসদ্ভাব নাই। পরমধার্ম্মিক পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে আমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছি; নিশাপতি পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত হইলে যেরূপ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করেন, যৌবরাজ্যাভিষিক্ত রাম হইতেও সকলে সেইরূপ সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। সৌভাগ্য-সম্পৎ-সম্পন্ন লক্ষ্মণাগ্রজ রাম আপনাদিগের অনুরূপ অধিপতি হইবেন; রাম এতদূর শৌর্য্যবীর্য্যশালী ও গুণবান যে, ত্রিলোকের অধিপতি হইবারও উপযুক্ত পাত্র।

আমি আপনাদিগের শ্রেয়ঃসাধনের নিমিত্ত সুকুমার কুমার রামের হস্তে ভূমণ্ডল-পালনভার সমর্পণ পূর্ব্বক অপনীত-ক্লেশ হইতে অভিলাষ করিতেছি। সচিবগণ! আমি যাহা মন্ত্রণা করিয়াছি, যদি তাহা অনুরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনারা এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করুন এবং কিরূপে এ কার্য্য সম্পাদিত হইবে, তদ্বিষয়েও উপদেশ দিউন। যদিও এই কার্য্য করিলে আমি যারপর নাই প্রীত হইব, তথাপি অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করিলে ইহা অপেক্ষাও রাজ্যের হিতসাধন হইতে পারে কি না, তাহাও আপনারা বিবেচনা করুন। দেখুন, অনুরাগ-বিরাগ-কলুষিত ব্যক্তির চিন্তা অপেক্ষা মধ্যস্থ ব্যক্তির চিন্তাই শ্রেয়স্করী। রামের প্রতি সাতিশয় স্নেহ-নিবন্ধন আমার ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; আপনারা মধ্যস্থ, আপনাদের নিরপেক্ষ হৃদয়ে সেরূপ ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

ময়ূরগণ মেঘকে জলবর্ষণ করিতে দেখিয়া যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করে, রাজগণ ও প্রধান প্রধান জনগণ মহারাজ দশরথের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে সেইরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আনন্দ-ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল অনুনাদিত হইল; মেদিনী কম্পিতা হইতে লাগিল; ধর্ম্মার্থ-তত্ত্বজ্ঞ মহীপতি দশরথের মনোগত ভাব অবগত হইয়া ব্রাহ্মণগণ, সচিবগণ ও সেনানীগণ একতা অবলম্বন পূর্ব্বক পৌর ও জানপদবর্গের সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া বৃদ্ধ মহারাজ দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! আপনকার বহু বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে; আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন; এক্ষণে রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

মহারাজ দশরথ সদস্যগণের সহিত এইরূপে মন্ত্রনিশ্চয় করিয়া তাঁহাদের সমক্ষেই মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বামদেবকে কহিলেন, এই পবিত্র চৈত্রমাসে উদ্যান সমুদায় কুসুমিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পরম শোভা বিস্তার করিতেছে; ইহা রামের জন্মমাস; আমি এই পুণ্যমাসেই—কল্য প্রাতঃকালেই [পুষ্যানক্ষত্রে] রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে বাসনা করি।

মহারাজ দশরথ এই কথা বলিয়া বিরত হইলে চতুর্দ্দিকে আনন্দ-কোলাহল সমুত্থিত হইতে লাগিল; অনন্তর সেই কোলাহলধ্বনি নিবৃত্ত হইলে মহীপতি দশরথ বশিষ্ঠকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! রামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত আমাকে কোন্ কোন্ দ্রব্যের আয়োজন করিতে হইবে? অভিষেক-কালে কোন্ কোন্ দ্রব্যের আবশ্যক হয়, তাহা আপনারা আনুপূর্ব্বিক নির্দ্দেশ করুন।

অনন্তর বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ দশরথের আদেশানুসারে পরম আনন্দিত হৃদয়ে আভিষেচনিক দ্রব্য সমুদায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তাঁহারা দ্রব্য সমুদায়ের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া মহারাজ দশরথের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, মহারাজ! অভিষেকের নিমিত্ত যে যে দ্রব্যের আবশ্যক, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক নির্দ্দিষ্ট ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রাজা দশরথ তৎশ্রবণে প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠকে কহিলেন, ভগবন! আপনি এইক্ষণেই ঐ সমুদায় আভিষেচনিক দ্রব্য-সামগ্রীর আয়োজনার্থ আদেশ করুন। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ, মহারাজ দশরথের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান কর্ম্মচারিগণের প্রতি আদেশ করিলেন, তোমরা সুবর্ণ প্রভৃতি সমুদায় রত্ন, পূজোপহার, সর্ব্বৌষধি, শুক্লমাল্য, মধু, ঘৃত, লাজ, অখণ্ড বস্ত্র, রথ, সর্ব্ববিধ অস্ত্র, চতুরঙ্গ সৈন্য, সুলক্ষণ মাতঙ্গ, চামর, ব্যজন, ধ্বজ, শ্বেতচ্ছত্র, একশত-সংখ্য সমুজ্জ্বল হিরণ্ময় কলস, হিরণ্ময়-শৃঙ্গ বৃষভ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্ম, এতৎপ্রভৃতি সমুদায় দ্রব্য প্রাতঃকালেই মহারাজের অগ্নিশরণের অভ্যন্তরে ও বাহিরে যথাযোগ্য স্থানে আয়োজন করিয়া রাখিবে।

কর্ম্মচারিগণ! নগরের সমুদায় দ্বার ও অন্তঃপুরের দ্বার মাল্য, চন্দন, ধূপ প্রভৃতি দ্বারা সুগন্ধ ও সুশোভিত কর; শত সহস্র ব্রাহ্মণের ভোজনোপযুক্ত সুপ্রশস্ত অন্ন, উত্তম দধি, উত্তম ক্ষীর প্রভৃতি আয়োজন করিয়া রাখ; কল্য প্রাতঃকালেই ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত, দধি, লাজ ও পর্য্যাপ্ত দক্ষিণা প্রদান আরম্ভ করিতে হইবে। কল্য প্রাতঃকালে দিবাকর উদিত হইবামাত্রই স্বস্তিবাচন করা যাইবে; অদ্য সমুদায় ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ কর; ব্রাহ্মণগণের উপবেশন করিবার আসন সমুদায় প্রস্তুত করিয়া রাখ; রাজপথ, গৃহ, বৃক্ষ, উদ্যান, দুর্গ প্রভৃতি সমুদায় স্থান ধ্বজপতাকা ও পুষ্পপল্লব দ্বারা সুশোভিত কর; রাজপথসমূহ জলসিক্ত করাইয়া রাখ। রাজভবনের দ্বিতীয় কক্ষে অভিষেক-সভার সন্নিহিত স্থানে রূপবতী বারবিলাসিনীরা অপূর্ব্ব বসনভূষণে

বিভূষিতা হইয়া অবস্থান করিবে; প্রত্যেক দেবায়তনে ও রথ্যাবৃক্ষ সমুদায়ের নিকট মাল্য প্রদানযোগ্য ব্রাহ্মণগণকে উপবেশন করাইবে; তাঁহাদের প্রত্যেককে বহুবিধ সুস্বাদু অন্ন ও দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে; বীর-পুরুষগণ বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুশোভিত হইয়া রাজ-ভবনের প্রাঙ্গণে অবস্থান করিবে।

মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বামদেব সম্মুখস্থ অনুচর-বর্গের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের প্রতিও অন্যান্য অবশিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা সুপ্রীত হৃদয়ে পুনর্ব্বার মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার হর্ষ বর্দ্ধনের নিমিত্ত কহিলেন, মহারাজ! অভিষেকের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমুদায় সংগ্রহ ও সংসাধনের নিমিত্ত যথাযথ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অনন্তর মহারাজ দশরথ সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি অবিলম্বে মহাত্মা রামকে এখানে আনয়ন কর। মহারথ সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক মহানুভব রামচন্দ্রকে সেই স্থানে আনয়ন করিলেন।

এই সময় পূর্ব্ব-দেশীয়, উত্তর-দেশীয়, পশ্চিম-দেশীয় ও দক্ষিণ-দেশীয় রাজগণ এবং ম্লেচ্ছ, যবন, শক ও পার্ব্বতীয় রাজগণ মহারাজ দশরথের উপাসনা করিতেছিলেন। দেবগণ-মধ্যবর্ত্তী দেবরাজের ন্যায় রাজগণ-মধ্যবর্ত্তী মহারাজ দশরথ অপূর্ব্ব প্রাসাদে অবস্থানপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বরাজ-সদৃশ, সুপ্রথিত-পৌরুষ, আজানু-লম্বিত-বাহু, মত্ত-মাতঙ্গগতি, মহাসত্ত্ব, চন্দ্র-কান্তানন, সৌম্যদর্শন, ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণগণ দ্বারা প্রজাগণের হৃদয়রঞ্জন, রূপ দ্বারা সকলের নয়নাপহারী রামচন্দ্রকে রথারোহণে আগমন করিতে দর্শন করিলেন। গ্রীষ্মাভিতপ্ত প্রজাগণ সজল জলধর দর্শনে যাদৃশ আনন্দিত হয়, রামচন্দ্রকে দর্শন করিবামাত্র তত্রত্য সকলেই তাদৃশ আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন; কিন্তু তৎকালে পুত্রমুখ দর্শনে মহারাজের দর্শনলালসার পরিতৃপ্তি হইল না।

অনন্তর সুমন্ত্র রথ হইতে রামকে অবতীর্ণ করিলে রাম পিতার নিকট গমন করিতে লাগিলেন; সুমন্ত্রও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পরে রাম সুমন্ত্রের সহিত কৈলাসশৃঙ্গ-সদৃশ উত্তুঙ্গ প্রাসাদে আরোহণ পূর্ব্বক নতশিরা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পিতার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন এবং নিজ নাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক পিতার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নম্রতা সহকারে পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে রাজা তাঁহার অঞ্জলি মোচন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। পরে তিনি রামের উপবেশনার্থ মণি-কাঞ্চন-বিভূষিত সম্মানযোগ্য আসন প্রদান করিতে আজ্ঞা দিলেন। সুমেরু পর্ব্বতের উপরিস্থিত ভগবান দিবাকর নিজপ্রভায় যেরূপ শোভা-সম্পন্ন হয়েন, রাজকুমার রামও অপূর্ব্ব আসনে উপবেশন করিয়া সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন।

সুবিমল গ্রহ-নক্ষত্র-রাজি-বিরাজিত সুবিস্তীর্ণ নভোমণ্ডল শারদীয় পূর্ণ শশধর দ্বারা

যাদৃশ সুশোভিত হয়, সমুজ্জ্বল-রাজগণ-সমলঙ্কৃত সেই সভাও সেইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মহারাজ দশরথ আদর্শ-তলগত বিবিধ-বিভূষণ-বিভূষিত-নিজ-শরীরের ন্যায় প্রিয়তম আত্মজ রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন।

দেবপিতা কশ্যপ দেবরাজের সহিত যেরূপ সস্নেহ সম্ভাষণ করেন, মহারাজ দশরথও সেইরূপ সস্মিত-বদনে কুমার রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার অনুরূপা জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ; বিশেষত তুমি আমার পুত্রগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, গুণজ্যেষ্ঠ ও আমার অনুরূপ প্রিয় সন্তান। আমি দেখিতেছি, প্রজাগণ সকলেই তোমার অধীন; তুমি নিজগুণ দ্বারাই তাহাদিগকে অনুরক্ত করিয়াছ। আমি অভিলাষ করিয়াছি, কল্য পুষ্যানক্ষত্র-যোগে তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব। বৎস! তুমি স্বভাবতই বিনয়-সম্পন্ন ও গুণবান; তথাপি আমি অপত্য-স্নেহবশত তোমাকে কিঞ্চিৎ হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

বৎস! তুমি সর্ব্বদা বিনয়-বিনম্র ও বিজিতেন্দ্রিয় হইবে; কাম-ক্রোধ-সম্ভূত ব্যসন সমুদায় পরিত্যাগ করিবে; পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ বুদ্ধিবল-সহকারে প্রকৃতি-মণ্ডলের কার্য্য সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যথানিয়মে প্রজাপালন করিবে। রাম! তুমি নিয়ত সৎকর্ম্ম-পরায়ণ, নিরহঙ্কার ও সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন হইয়া এই সমুদায় প্রজাবর্গকে ঔরস-পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালন করিতে থাকিবে। তুমি নিয়ত যত্নবান হইয়া যোধ-পুরুষ, অমাত্য, মিত্র, অমিত্র, মধ্যস্থ, উদাসীন, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও ধনাগারের প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিবে। যে রাজার শাসন-সময়ে প্রকৃতি-মণ্ডল সকলেই পরিতুষ্ট ও অনুরক্ত থাকে, তাঁহার আত্মীয়গণ অমৃতলাভে প্রীতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় নিরন্তর আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত হৃদয়ে অবস্থিতি করে; অতএব বৎস! তুমি আপনাকে সংযত করিয়া নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক রাজ্য পালন করিবে।

এই সময় কতকগুলি কিঙ্কর, রাজার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র অতিশীঘ্র প্রিয় বাক্য নিবেদন করিবার অভিপ্রায়ে ত্বরিত গমনে কৌশল্যার নিকট সমুপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদায় নিবেদন করিল। প্রমদা-প্রধানা কৌশল্যা অতীব প্রীতা হইয়া প্রিয়-নিবেদকদিগকে বিবিধ রত্ন, সুবর্ণ ও বহুসংখ্য ধেনু দান করিতে আদেশ করিলেন।

এদিকে হর্ষোৎফুল্ল দ্যুতিমান রামচন্দ্র, পিতার চরণে প্রণাম করিয়া মহার্হ রথারোহণ পূর্ব্বক জনসমূহে পরিবৃত হইয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন। পৌরগণও মহারাজের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে পরম অভীষ্ট সিদ্ধি হইল মনে করিয়া তাঁহার সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়া প্রীত হৃদয়ে দেবগণের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় সর্গ।

রাম-রাজ্যোপনিমন্ত্রণ।

পৌরগণ প্রতিগমন করিলে মন্ত্রজ্ঞ মহারাজ দশরথ মন্ত্রিগণের সহিত পুনর্ব্বার এইরূপ মন্ত্রণা করিলেন যে, আগামী কল্য পুষ্যা নক্ষত্র; এই পুষ্যা নক্ষত্রেই রাজীব-লোচন রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা কর্ত্তব্য। পরে তিনি অন্তর্গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া সুমন্ত্রের প্রতি আদেশ করিলেন, সুমন্ত্র! তুমি এই স্থানেই পুনর্ব্বার রামকে আনয়ন কর।

সুমন্ত্র রাজার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া পুনর্ব্বার রামচন্দ্রকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত রামের ভবনে উপস্থিত হইলেন। দ্বারপাল রামের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, রাজকুমার! মহারাজের নিকট হইতে সুমন্ত্র আগমন করিয়াছেন। রাম সুমন্ত্রের পুনরাগমন শুনিবামাত্র অতিমাত্র সশঙ্কিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আনয়ন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। সুমন্ত্র রামের সম্মুখীন হইলে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এত শীঘ্র আপনকার পুনরাগমনের কারণ কি, সবিশেষ ব্যক্ত করুন। সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, রাজকুমার! মহারাজ পুনর্ব্বার আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন; আপনি সত্বর আগমন করুন।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র সুমন্ত্রমুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার পিতৃসন্দর্শনার্থ রাজভবনে গমন করিলেন। তিনি দ্বারদেশে উপনীত হইবামাত্র মহারাজ দশরথ প্রিয়বাক্য-কথনেচ্ছু হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গৃহ প্রবেশের অনুমতি দিলেন। শ্রীমান রাম পিতৃভবনে প্রবেশ করিতে করিতে দূর হইতে পিতাকে দর্শন করিয়াই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরে উপনীত হইয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিলে মহারাজ তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র মহারাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট সুচারু আসনে উপবিষ্ট হইলে মহারাজ দশরথ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি; আমি সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ করিয়া যথাভিলষিত বহুবিধ ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিতে ত্রুটি করি নাই; ভূরি পরিমাণে দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক আমি শত শত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; আমার যখন যাহা ইচ্ছা হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহাই দান করিয়াছি; বিবিধ শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছি; আমার মনোমত পুত্র-চতুষ্টয়ও লাভ হইয়াছে; তন্মধ্যে পৃথিবীতে তোমার সমকক্ষ কেহই নাই; আমি বহুকাল বহুবিধ রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিয়াছি; দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও ব্রাহ্মণ-ঋণ হইতে আমি বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছি; এক্ষণে তোমার অভিষেক ব্যতিরেকে আমার আর অবশ্য-কর্ত্তব্য অন্য কর্ম্ম কিছুই অবশিষ্ট নাই; অতএব আমি এক্ষণে তোমাকে যাহা যাহা বলিতেছি, তুমি তদনুরূপ কার্য্য করিবে।

অধুনা প্রকৃতিমণ্ডল তোমাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে অভিলাষ করিতেছে; বৎস!

এই কারণে আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব; পরন্তু গত রাত্রিশেষে আমি অতি নিদারুণ ভীষণ স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছি; মহাশব্দে যেন বজ্রাঘাতের সহিত উল্কাপাত হইতেছে। সূর্য্য, মঙ্গল ও রাহু, এই তিন নিদারুণ ক্রূর গ্রহ আমার জন্ম-নক্ষত্রে অধিষ্ঠান করিয়াছে। রাম! দৈবজ্ঞেরা বলেন, এরূপ ঘটনা হইলে প্রায়ই রাজা কালকবলে নিপতিত হয়েন; অথবা রাজ্যাধিকার বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

রাম! যে পর্য্যন্ত আমার মন বিমুগ্ধ না হয়, তাহার মধ্যেই আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব; কারণ জগতের সকলই অনিত্য; কখন যে কি ভাবের উদয় হয়, তাহা কিছুই বলা যায় না। দৈবজ্ঞেরা বলিতেছেন, অদ্য শশধর পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে আছেন, কল্য প্রাতঃকালে পুষ্যা নক্ষত্রে গমন করিবেন। কল্যই পুষ্যাযোগে তোমার অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। কি জানি, কি জন্য মন যেন আমাকে সাতিশয় ত্বরান্বিত করিতেছে। বৎস! কল্য প্রাতঃকালেই আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব।

বৎস! অদ্য তুমি সীতার সহিত উপবাস পূর্ব্বক সংযতেন্দ্রিয় হইয়া দর্ভ-শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিবে; তোমার বিশ্বস্ত সুহৃদ্‌গণ অপ্রমত্ত ভাবে প্রযত্ন সহকারে তোমাকে রক্ষা করিবেন; কারণ ঈদৃশ কার্য্যে বহুবিধ বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। ভরত এক্ষণে মাতুলালয়ে বাস করিতেছে; যে পর্য্যন্ত সে মাতুলালয় হইতে প্রত্যাগত না হয়, আমার বিবেচনায় তাহার মধ্যেই তোমার অভিষেক-ক্রিয়া সমাধা করা কর্ত্তব্য। তোমার ভ্রাতা ভরত সজ্জন-প্রদর্শিত-পথাবলম্বী, ধর্ম্মাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, অসৎকার্য্যে ঘৃণান্বিত ও জ্যেষ্ঠের আজ্ঞানুবর্ত্তী, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি দেখিয়া আসিতেছি, মনুষ্যের মন যাদৃশ চঞ্চল, তাহাতে সৎকর্ম্ম সম্পূর্ণ অনুষ্ঠিত না হইলে দৃঢ় বিশ্বাস হয় না। বৎস! কল্যই তোমার অভিষেক হইবে; এক্ষণে তুমি স্বভবনে গমন কর। দশরথ এই কথা বলিয়া গমনে অনুমতি প্রদান করিলে রামচন্দ্র তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক নিজগৃহে প্রতিগমন করিলেন।

রামচন্দ্র রাজ্যাভিষেকের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া নিজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই ক্ষণেই মাতা কৌশল্যার অন্তঃপুরে গমন করিলেন; দেখিলেন, কৌশল্যা ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক দেবতায়তনে প্রবেশ করিয়া প্রণতভাবে দেবতার নিকট পুত্রের সৌভাগ্য-সম্পৎ প্রার্থনা করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে সুমিত্রা, লক্ষ্মণ ও সীতা রামের রাজ্যাভিষেকরূপ প্রিয় সংবাদ শ্রবণে সেই স্থানে আগমন করিয়াছেন। রামজননী কৌশল্যা তৎকালে, পুষ্যাযোগে পুত্রের যৌবরাজ্যাভিষেক শ্রবণ করিয়া নিমীলিত নয়নে প্রাণায়াম দ্বারা পরমপুরুষের ধ্যান করিতে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন। সুমিত্রা, সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহার উপাসনা ও পরিচর্য্যা করিতেছিলেন।

রাম তাদৃশ-সংযম-পরায়ণা মাতার নিকট সমুপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার

আনন্দ-বর্দ্ধনের নিমিত্ত করপুটে কহিলেন, মাত! পিতা আমাকে প্রজা-পালন-কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন; তিনি এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন যে, কল্য আমার যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে। ঋত্বিগ্‌গণ ও উপাধ্যায়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, অদ্য রজনীতে সীতা আমার সহিত উপবাস করিয়া থাকিবেন। অভিষেকের পূর্ব্ব দিন সীতার যে সমুদায় মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদন করা নিতান্ত আবশ্যক, তৎসমুদায় পালন করিতে তিনি আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন; আপনি তৎসমুদায়ের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

চির-প্রত্যাশিত-রাম-রাজ্যাভিষেক-বিষয়িণী মঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজমহিষী কৌশল্যা বাষ্পাকুলিত লোচনে কহিলেন, বৎস! চিরজীবী হও; তোমার শত্রু নিপাত হউক; তুমি সাম্রাজ্য-সম্পৎ-সম্পন্ন হইয়া আমার ও সুমিত্রার আত্মীয়-স্বজনগণকে আনন্দিত করিতে থাক। রাম! তুমি কল্যাণকর সুপ্রশস্ত নক্ষত্রে আমার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ; তোমার অলোক-সামান্য গুণসমূহ দ্বারা মহারাজ সম্যক্ আরাধিত ও পরম-পরিতুষ্ট হইয়াছেন। আমি যে পদ্মপলাশলোচন পরমপুরুষে ভক্তি করিয়া থাকি, তাহা ব্যর্থ হয় নাই; সেই ভক্তিবলেই অদ্য ইক্ষ্বাকুকুলের রাজলক্ষ্মী তোমাকে আশ্রয় করিবেন।

মহাত্মা রাম কৌশল্যা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনম্রভাবে পার্শ্বস্থিত লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি আমার দ্বিতীয় আত্মা; আমার অভিষেকে রাজ্যলক্ষ্মী তোমারই হস্তগত হইলেন; তুমি আমার সহিত একত্র হইয়া এই বসুন্ধরা শাসন কর। সৌমিত্রে! তুমি এক্ষণে রাজ্যফল ও অভিলষিত ভোগ্য বস্তু সমূহ উপভোগ করিতে থাক; আমি জীবন ও রাজ্য কেবল তোমার নিমিত্তই কামনা করিতেছি।

লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র মাতৃচরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক সীতার সম্মতি গ্রহণ করিয়া নিজ ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

চতুর্থ সর্গ।

অভিষেক-নিমিত্ত রামের উপবাস-বিধান।

মহারাজ দশরথ অভিষেকের পূর্ব্ব দিবস বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আপনি রামচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া শ্রেয়, যশ ও রাজ্যলাভের নিমিত্ত, তাঁহাকে ও বধূ সীতাকে, উপবাস পূর্ব্বক নিয়ম অবলম্বন করিয়া থাকিতে আদেশ করুন।

বেদ-বিদগ্রগণ্য মন্ত্রতন্ত্র-বিশারদ ভগবান বশিষ্ঠ মহারাজের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং রামকে উপবাস-বিধি প্রদান করণাভিপ্রায়ে ব্রাহ্মরথে আরোহণ পূর্ব্বক স্বয়ংই রামচন্দ্রের ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি শরৎকালীন-সমুন্নত-শুভ্র-বারিধর-সমূহ-সদৃশ সুধা-ধবলিত রাম-সদনে সমুপস্থিত

হইয়া রথারোহণেই রক্ষক-পুরুষ-সুরক্ষিত কক্ষত্রয় অতিক্রম করিলেন।

রামচন্দ্র সম্মানার্হ মহর্ষিকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার সম্মানার্থ সসম্ভ্রমে সত্বর-গমনে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রথ-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া স্বয়ং মহর্ষির হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতারণ করিলেন। পুরোহিত বশিষ্ঠদেব সর্ব্বজন-প্রিয় রামচন্দ্রকে তাদৃশ বিনয়াবনত দেখিয়া প্রশংসা সহকারে সম্ভাষণ পূর্ব্বক সন্তোষ বর্দ্ধনের নিমিত্ত কহিলেন, রামচন্দ্র! তোমার পিতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন; কল্য তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবে; অদ্য সীতার সহিত তুমি উপবাস করিয়া থাক। পূর্ব্বকালে মহারাজ নহুষ যযাতিকে যেরূপে অভিষেক করিয়াছিলেন, মহীপতি দশরথও কল্য প্রাতঃকালে সম্প্রীত-হৃদয়ে সেইরূপে তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন।

মন্ত্র-প্রয়োগ-নিপুণ মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ বলিয়া রামকে ও বৈদেহীকে যথাবিধি সংযম ও উপবাসের উপদেশ প্রদান করিলেন। পরে তিনি রামচন্দ্র কর্ত্তৃক যথাবিধানে পূজিত হইয়া তাঁহার সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। দাশরথি রামচন্দ্রও সহোপবিষ্ট প্রিয়ংবদ সুহৃদ্গণ-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

প্রফুল্ল-পঙ্কজপুঞ্জ-পরিশোভিত, প্রমত্ত-বিহঙ্গম-কুল-সঙ্কুল সরোবর যেরূপ রমণীয় শোভা ধারণ করে, প্রহৃষ্ট-নর-নারী-পরিপূর্ণ রাজভবনও সেইরূপ চিত্ত-বিনোদন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

মহর্ষি বশিষ্ঠ কৈলাস-শিখর-সন্নিভ রাম-সদন হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন, রাজপথের সকল স্থানই মহাজনতায় পরিপূর্ণ; কৌতূহলাক্রান্ত জনগণ চতুর্দ্দিক হইতেই দলে দলে সমবেত; তাহাদিগের পরস্পর গতি-প্রতিরোধে মহান সংঘর্ষ সমুপস্থিত হইতেছে; ঊর্ম্মিমালি-মহাসাগরে ভীষণ তরঙ্গ-মালার ঘাত-প্রতিঘাতে যেরূপ গম্ভীর জল-কল্লোল-ধ্বনি সমুত্থিত হয়, সমাগত জনসমূহের হর্ষ-সমুত্থ-কোলাহল-নিনাদে নরীনৃত্যমান রাজমার্গেও সেইরূপ গম্ভীর কলকল-ধ্বনি সমুৎপন্ন হইতেছে; পথের সকল স্থানই জলসিক্ত ও সুমার্জ্জিত; রাজপথের উভয় পার্শ্বই সমুচ্ছ্রিত ধ্বজপতাকা-সমূহে ও কুসুম-দাম-নিকরে অদৃষ্টপূর্ব্ব পরম রমণীয় শোভায় পরিশোভিত; অযোধ্যাস্থিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যাভিষেক-আকাঙ্ক্ষায় সূর্য্যোদয় প্রতীক্ষা করিতেছে; প্রজাগণের চিত্তরঞ্জন-অলঙ্কার-স্বরূপ, জনগণের আনন্দবর্দ্ধন, তদানীন্তন অযোধ্যা-মহোৎসব দর্শন করিবার লালসায় চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত দর্শকবৃন্দের অন্তঃকরণ একান্ত সমুৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।

পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ ঈদৃশ জনতারূপ সলিল-রাশিতে অবগাহন করিয়া রাজভবনে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি কৈলাস-শিখর-সদৃশ প্রাসাদে আরোহণ পূর্ব্বক, দেব-

রাজের সহিত বৃহস্পতির ন্যায় মহারাজ দশরথের সহিত সম্মিলিত হইলেন। মহীপতি তাঁহাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। রাজ-সদৃশ যে সমুদায় সদস্যগণ সেই সভায় সমুপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারাও সকলে মহর্ষির সম্মানার্থ আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুত্থিত হইলেন। অনন্তর কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে কি না, মহারাজ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি কহিলেন, সপত্নীক রামচন্দ্রের সংযম ও উপবাসাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিয়াছি।

অনন্তর মহারাজ দশরথ, মহর্ষি কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সদস্যগণকে বিদায় প্রদান পূর্ব্বক, সিংহ যেরূপ গিরিগুহায় প্রবেশ করে, সেইরূপে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। তারকা-সঙ্কুল নভোমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া তারাপতি যেরূপ শোভা সম্পাদন করেন, মহীপতি দশরথও প্রমদাজন-সমাকুল মহেন্দ্র-ভবন-সদৃশ মহাভবনে প্রবিষ্ট হইয়া সেইরূপ অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম সর্গ।

অযোধ্যার শোভা-বর্ণন।

পুরোহিত বশিষ্ঠদেব প্রতিগমন করিলে রাজকুমার রামচন্দ্র স্নান পূর্ব্বক সংযত-হৃদয়ে, লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণের ন্যায়, পত্নীর সহিত একত্র উপবিষ্ট হইলেন। তিনি আজ্যস্থালী মস্তকে ধারণ করিয়া পরম দেবতার উদ্দেশে প্রজ্বলিত হুতাশনে যথাবিধানে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি আপনার ভাবী মঙ্গল-সঙ্কল্পে হুতশেষ হবি পান করিয়া দেবদেব নারায়ণকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে বৈদেহীর সহিত সংযত-বাক্য ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বিষ্ণুমন্দিরে কুশশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

রাত্রি এক প্রহর অবশিষ্ট থাকিতে তিনি জাগরিত হইয়া নিজ গৃহের সমুদায় অংশ সুসজ্জিত ও অলঙ্কৃত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। পরে তিনি সূত, মাগধ ও বন্দিগণের শ্রবণ-মনোহর স্তোত্র সমুদায় শ্রবণ পূর্ব্বক সুসমাহিত হৃদয়ে প্রাতঃসন্ধ্যা বন্দন করিলেন। অনন্তর সংযত হৃদয়ে পুরুষোত্তম মধুসূদনকে প্রণাম ও স্তব করিয়া তিনি সুনির্ম্মল ক্ষৌম বসন পরিধান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইতে আরম্ভ করিলেন। বহুসংখ্য ব্রাহ্মণের স্নিগ্ধ-গম্ভীর সুমধুর পুণ্যাহ-ধ্বনি তূর্য্যধ্বনির সহিত বিমিশ্রিত হইয়া অযোধ্যাপুরী পরিপূরিত করিল। অযোধ্যা-বাসী জনগণ যখন শ্রবণ করিল যে, কুমার রামচন্দ্র বৈদেহীর সহিত উপবাস করিয়া রহিয়াছেন, তখন তাহাদের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর রজনী সুপ্রভাত হইয়াছে দেখিয়া পুরবাসী জনগণ রামের রাজ্যাভিষেক হইবে বলিয়া অযোধ্যাপুরীর সমুদায় অংশ সুশোভিত করিতে আরম্ভ করিল। শরৎকালীন-ধবল-জলধর-সদৃশ সুধা-ধবলিত দেবতায়তন-সমূহে, প্রত্যেক চতুষ্পথে, রথ্যাসমূহে, চৈত্য-

বৃক্ষসমূহে, অট্টালিকাসমূহে বহুবিধ-পণ্যদ্রব্য-সুসজ্জিত বহুবিধ আপণসমূহে, সম্পন্ন গৃহস্থদিগের গৃহসমূহে, সভা সমুদায়ে ও দৃষ্টিগোচর বৃক্ষসমূহে, বহুবিধ বিচিত্র ধ্বজপতাকা-সমূহ সমুচ্ছ্রিত হইল। নট, নর্ত্তক ও সঙ্গীত-পরায়ণ গায়কগণের শ্রবণ-মনোহর বচন-বিন্যাস চতুর্দ্দিকেই শ্রুত হইতে লাগিল।

এইরূপে রামের রাজ্যাভিষেকের সময় সমুপস্থিত হইলে অযোধ্যায় প্রত্যেক গৃহে, প্রত্যেক প্রাঙ্গণে, প্রত্যেক রথ্যায় পুরবাসী জনগণ মিলিত হইয়া পরস্পর রামের প্রশংসা-সূচক বাক্য বলাবলি করিতে লাগিল। বালকগণও দলে দলে মিলিত হইয়া গৃহদ্বারে ক্রীড়া করিতে করিতে পরস্পর রামের অভিষেক-বিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিল। পৌরগণ রামাভিষেক উপস্থিত দেখিয়া পুষ্পোপহার দ্বারা ও ধূপগন্ধাদি দ্বারা রাজপথসমূহ সুশোভিত করিল। রাত্রিকালে আলোক-প্রদানের নিমিত্ত রাজপথের ও রথ্যা সমুদায়ের উভয় পার্শ্বে দীপমালা ও দীপবৃক্ষ সমুদায় সুসজ্জীকৃত হইল।

পুরবাসী জনগণ এইরূপে নগর সুশোভিত করিয়া রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যাভিষেক প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা সভা সমুদায়ে ও চত্বর সমুদায়ে দলে দলে মিলিত হইয়া পরস্পর কথোপকথন-প্রসঙ্গে মহীপতি দশরথের এইরূপ প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইল যে, ইক্ষ্বাকু-কুলভূষণ মহারাজ দশরথ কি মহাত্মা! তিনি আপনার বার্দ্ধক্যাবস্থা অবগত হইয়া রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। লোক-ব্যবহারজ্ঞ রাম এক্ষণে আমাদের অধিপতি হইবেন; ইহাতে আমরা যার পর নাই অনুগৃহীত ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম। অনুদ্ধত-হৃদয় কৃতবিদ্য ধর্ম্ম-পরায়ণ ভ্রাতৃবৎসল রাম, ভ্রাতৃগণের প্রতি যাদৃশ স্নেহ প্রকাশ করেন, আমাদের প্রতিও সেইরূপ সর্ব্বদা স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পরম-ধার্ম্মিক নির্ম্মল-হৃদয় মহারাজ দশরথ চির-জীবী হউন; আমরা তাঁহারই প্রসাদে অভিরাম রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিব।

পৌরগণ এইরূপ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে চতুর্দ্দিকে সেই জনরব বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। নানা-জনপদবাসী জনগণ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নানা দিগ্বিদিক হইতে আগমন করিতে লাগিল। এইরূপে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক-দর্শনাকাঙ্ক্ষী জনপদবাসী জনগণ নানা স্থান হইতে সমাগত হইয়া অযোধ্যা-নগরী পরিপূরিত করিয়া তুলিল। নদীবেগের ন্যায় প্রচলিত জনগণের মহা-কোলাহল-কল্লোলে বোধ হইতে লাগিল যেন, অমাবস্যা দিবসে মহাসাগর উচ্ছসিত হইয়া মহাবেগে বিক্ষোভিত হইতেছে।

অমরাবতী-সদৃশ সুরম্য অযোধ্যাপুরী, অভিষেক-দর্শনার্থী জনপদবাসী জনগণের মহাকলরবে পরিপূর্ণ হইয়া বহুবিধ-জলজন্তু-সমাকুল সাগর-সলিলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ষষ্ঠ সর্গ।

কৈকেয়ী-মন্থরা-সংবাদ।

কৈকেয়ীর পরিণয়কালে মন্থরা নামে এক কুব্জা পরিচারিকা তাঁহার পিত্রালয় হইতে তাঁহার সহিত দশরথ-গৃহে আগমন করিয়াছিল। মন্থরা যদৃচ্ছাক্রমে প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক দেখিতে পাইল যে, সমুদায় রাজপথের ও সমুদায় পুরীর অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা বিস্তারিত হইতেছে; চতুর্দ্দিকে সমুচ্ছ্রিত ধ্বজপতাকা-শ্রেণী শোভা বিস্তার করিতেছে; নাগরিক জনগণ সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ, সকলেই বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত।

অযোধ্যা নগরীর তাদৃশ অসদৃশ অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া মন্থরা অদূরবর্ত্তিনী কোন ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, সহচরি! অদ্য পুরবাসী জনগণ এতদূর আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে, ইহার কারণ কি, বলিতে পার? পৌরগণের এমন কি প্রিয়কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে? পৌরগণ এতদূর আনন্দিত হয়, এমন কি কার্য্য করিতে মহারাজ অভিলাষী হইয়াছেন? বিশেষতঃ অদ্য রামমাতা কৌশল্যা কি নিমিত্ত এতদূর আনন্দসাগরে নিমগ্না হইয়াছেন? কি নিমিত্তই বা তিনি রাশি রাশি ধনরত্ন উৎসর্গ করিতেছেন?

ঐ দেখ, সমুদায় রাজপথ জলসিক্ত হইয়াছে; চতুর্দ্দিকে কমলমালা কহ্লারমালা লম্বমান হইতেছে; মহামূল্য ধ্বজপতাকা উচ্ছ্রিত হওয়াতে অদ্য নগরীর শোভার পরিসীমা নাই; সর্ব্বত্রই সকলের অপাবৃত দ্বার! ঐ দেখ, রাজপথে চন্দন-সলিল প্রদত্ত হইতেছে; ঐ দেখ এদিকে ব্রাহ্মণগণ মাল্য ও মোদক হস্তে করিয়া কলরব করিতেছেন; সমুদায় দেবালয়ের দ্বার সুপরিষ্কৃত ও সমলঙ্কৃত হইয়াছে; চতুর্দ্দিকেই বাদ্যধ্বনি হইতেছে; ঐ দেখ স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ করিতেছেন; সকল ব্যক্তিই আনন্দধ্বনি করিতেছে; তুরঙ্গ মাতঙ্গ এবং গোগণকেও হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি; সমুদায় লোকের এতদূর আনন্দের কারণ কি? মহারাজ সর্ব্বজন-প্রিয় কীদৃশ আনন্দকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, বলিতে পার?

কুব্জা মন্থরা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ধাত্রী যার পর নাই আনন্দিতা হইয়া রামের রাজ্যাভিষেক-বিষয়ক সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক কহিল, মন্থরে! আমাদের কি আনন্দের দিন! মহারাজ কল্য পুষ্যানক্ষত্রে প্রিয়তম তনয় গুণাভিরাম রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন; তুমি এই বৃত্তান্ত কিছুই শ্রবণ কর নাই? সর্ব্বজন-প্রিয় গুণাকর রাম কল্য রাজ্যাভিষিক্ত হইবেন, তাহাতেই সকলেই এতদূর আনন্দিত হইয়াছে; এই জন্যই কৌশল্যার এতদূর পরিতোষ ও এতদূর আনন্দ; এই জন্যই অযোধ্যানগরী এরূপ সুশোভিত করা হইতেছে।

কুব্জা মন্থরা ঈদৃশ অনভিমত অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অমর্ষান্বিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই কৈলাস-শিখর-সদৃশ প্রাসাদ-শিখর হইতে অবতীর্ণ হইল। পরে সে ক্রোধানল দ্বারা দহ্যমানা সংরক্ত-নয়না ও পাপানুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয়া

হইয়া সুখশয়ানা কৈকেয়ীর নিকট গমন পূর্ব্বক রোষভরে কহিল, মূঢ়ে! তুমি এখনও নিঃশঙ্ক হৃদয়ে সুখশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছ? উত্থিতা হও; এদিকে সর্ব্বনাশ উপস্থিত! দুর্ভগে! তুমি যে ঘোর বিপৎ-সাগরে মগ্ন হইতেছ, তাহার কিছুই বুঝিতে পার নাই। হতভাগ্যে! তুমি বৃথা সৌভাগ্য-মদে গর্ব্বিত হইয়া থাক, আত্মশ্লাঘা করিয়া থাক; কিন্তু তুমি জানিতে পারিতেছ না যে, তোমার সৌভাগ্য,গিরি-নদীর স্রোতের ন্যায় অস্থির!

পাপ-প্রবর্ত্তিনী কুব্জা ক্রোধভরে ঈদৃশ পরুষ বাক্যে ভর্ৎসনা করিলে কেকয়-রাজনন্দিনী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, মন্থরে! তুমি কি নিমিত্ত ঈদৃশ ক্রোধাভিভূতা হইয়াছ? তোমার কি অনিষ্ট হইয়াছে বল, অদ্য আমি কি নিমিত্ত তোমাকে দুঃখার্ত্ত-হৃদয়া ও বিষণ্ণ-বদনা দেখিতেছি?

বচন-বিন্যাস-সুনিপুণা পাপ-নিশ্চয়া অহিতৈষিণী মন্থরা, কৈকেয়ীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমধিক বিষণ্ণতর হইয়া অমর্ষান্বিত-হৃদয়ে রোষ-কষায়িত লোচনে রামচন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কহিল, দেবি! সম্প্রতি তোমার ঘোর অমঙ্গল—মহৎ অনিষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তুমি জানিতে পার নাই, মহারাজ দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র অপার দুঃখসাগরে, অপার শোকসাগরে ও অগাধ ভয়ে নিমগ্না হইয়াছি। যে সময় এই কথা আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই সময় অবধিই আমার শরীর—আমার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে, কিছুতেই শান্তিলাভ হইতেছে না। ঈদৃশ অবস্থায় আমি তোমার হিতসাধনের উদ্দেশে তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম।

রাজনন্দিনি! আমার স্থির-নিশ্চয় আছে যে, তোমার উন্নতি হইলেই আমার উন্নতি, তোমার দুঃখ হইলেই আমার দুঃখ, তোমার সুখ হইলেই আমার মহাসুখ; এ বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই। তুমি পতি-ব্যপদেশে শত্রুকে যত্নপূর্ব্বক পালন করিয়া আসিতেছ;—তুমি মনে করিয়াছ, তোমার মঙ্গল হইবে। মুগ্ধে! তুমি মহাবিষ ক্রূরতর সর্প ক্রোড়ে করিয়া রহিয়াছ; অজ্ঞান ও অপরিণাম-দর্শিতানিবন্ধন তাহার প্রতিবিধানে মনোনিবেশ করিতেছ না। যে ব্যক্তি খল সর্প বা শত্রুর প্রতি উপেক্ষা করে, তাহার পরিণামে যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটে, মহারাজ দশরথ হইতে এক্ষণে তোমার ও তোমার পুত্রের অবিকল সেইরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।

অপরিণাম-দর্শিনি! তুমি নিরন্তর বৃথা সুখ-সম্ভোগে বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছ! মহারাজ তোমাকে মিথ্যা সান্ত্বনাবাক্যে প্রতারিত করিয়া তোমার সপত্নীপুত্র রামকে সমুদায় ভূমণ্ডলের একাধিপত্য প্রদান করিতেছেন! এইবার তুমি বঞ্চিতা হইয়াছ; অনুচরবর্গের সহিত একেবারে মারা গিয়াছ! দেবি! তুমি রাজবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, রাজমহিষীও হইয়াছ, সত্য, কিন্তু তুমি রাজ-নীতির কুটিলতা কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না?

তোমার পতি, মুখে পরম ধার্ম্মিকের ন্যায় কথা কহেন, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ শঠতায় —বঞ্চকতায় পরিপূর্ণ। তিনি তোমাকে প্রিয় ও মধুর বাক্যে ভুলাইয়া অন্তরে দারুণ ব্যবহার করিতেছেন! তুমি বিশুদ্ধ-হৃদয়া ও সরল-মতি; এই জন্যই এতদূর বঞ্চিতা হইতেছ। মহারাজ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া নিয়ত নিরর্থক সান্ত্বনা-বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন; অদ্য তিনি তোমার সপত্নী কৌশল্যাকে পূর্ণ-মনোরথা করিতেছেন। সুচতুর মহারাজ দুরভিসন্ধি নিবন্ধন ভরতকে পূর্ব্বেই মাতামহ-ভবনে অপসারিত করিয়া কণ্টক উদ্ধার পূর্ব্বক কল্যই তোমার সপত্নীপুত্র রামকে নিষ্কণ্টক রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন!

কৈকেয়ি! আর সময় নাই! সর্ব্বনাশ উপস্থিত!! আমি যে এক্ষণে হিত বাক্য বলিতেছি, তাহা কর; বিলম্ব করিও না; উঠ; শত্রু-বিমর্দ্দনে প্রবৃত্তা হও; আপনাকে আমাকে ও কুমার ভরতকে বিপৎ-সাগর হইতে উদ্ধার কর! সুকুমারি! যাহাতে তোমার সপত্নী কৌশল্যার মনস্কামনা পূর্ণ না হয়—যাহাতে তোমার পতি রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে না পারেন, তাহা কর।

শারদীয় চন্দ্রকলার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুমুখী কৈকেয়ী মন্থরার মুখে রামাভিষেক-বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে শয্যা হইতে উত্থিতা হইলেন। তিনি বিস্মিতা ও পরম-পরিতুষ্টা হইয়া নিজ অঙ্গ হইতে বহুমূল্য আভরণ উন্মোচন পূর্ব্বক কুব্জাকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন।

দেবী কৈকেয়ী এইরূপে প্রহৃষ্ট ও প্রীতি-পূর্ণ হৃদয়ে মন্থরাকে বহুমূল্য রমণীয় আভরণ প্রদান করিয়া কহিলেন, মন্থরে! তুমি যে আমার নিকট আমার রামের রাজ্যাভিষেক-রূপ প্রিয় সংবাদ নিবেদন করিলে, তাহার পারিতোষিক স্বরূপ এই আভরণ তোমাকে দিলাম; এক্ষণে আর কি চাও বল। আমার প্রিয়তম পুত্র রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক-বার্ত্তা শ্রবণে আমি এতদূর প্রীত হইয়াছি যে, এক্ষণে তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। রাম ও ভরতে আমি কিছুমাত্র বিশেষ দেখি না; আমার নিকট ইহারা উভয়েই সমান। মন্থরে! মহারাজ যে রামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন, তৎশ্রবণে আমি পরম-পরিতুষ্ট হইয়াছি।

অধুনা মহারাজ, প্রিয়তম তনয় উদার-চরিত প্রবল-পরাক্রম গুণাভিরাম রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, ইহা অপেক্ষা আমার আনন্দকর—আমার সন্তোষকর প্রিয়কার্য্য আর কি আছে! তুমি এই শুভ সংবাদ আনিয়াছ; তুমি আর কি পারিতোষিক প্রার্থনা কর, বল।

সপ্তম সর্গ।

মন্থরা-বাক্য।

কৈকেয়ী এই কথা বলিবামাত্র কুব্জা মন্থরা, অসূয়া-বশবর্ত্তিনী হইয়া ক্রোধভরে সেই পারিতোষিক আভরণ দূরে নিক্ষেপ করিল,

এবং পুনর্ব্বার কহিল, মুগ্ধে! তুমি শিশুর ন্যায় নির্ব্বোধ! কি আশ্চর্য্য!! তুমি ভয়স্থানে আনন্দ প্রকাশ করিতেছ! তোমার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত দেখিয়া তুমিই প্রহৃষ্টহৃদয়া হইয়া পারিতোষিক দিতেছ!! হায়! তুমি অপার শোক-পারাবারে নিমগ্না হইতেছ, কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছ না! তোমার এমন বুদ্ধি! তুমি ভুজঙ্গ-মুখে প্রবিষ্টা হও! পণ্ডিত-মানিনি! তোমার ন্যায় মূঢ়মতি জগতে নাই! তুমি হতবুদ্ধি হইয়াছ; তোমার দুর্ভাগ্যের সীমা নাই! আদর্শ-তলগত ছায়াতে যেমন বিপরীত ভাবে বামাঙ্গ দক্ষিণে, দক্ষিণাঙ্গ বামে অনুভূত হয়, সেইরূপ তুমি সমুদায়ই বিপরীত দেখিতেছ! তুমি ইষ্টকে অনিষ্ট ও ঘোর অনিষ্টকে পরম ইষ্ট বোধ করিতেছ; এপর্য্যন্ত তোমার কিছুমাত্র বুদ্ধিশুদ্ধি হয় নাই; তুমি নিতান্ত হতভাগিনী; তোমার কার্য্য দেখিয়া দুঃখও হয়, হাসিও আইসে; এক্ষণে তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, কোথায় তুমি শোক করিবে, তাহা না করিয়া পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেছ! তোমার দুর্ম্মতি দেখিয়া আমার মহাশোক উপস্থিত হইতেছে; যাহার কিছুমাত্র হিতাহিত জ্ঞান আছে, সে কখনও সপত্নীপুত্রের অভ্যুদয় দেখিয়া আহ্লাদিত হয় না। সপত্নীপুত্র স্বাভাবিক শত্রু, সপত্নীপুত্রের অভ্যুদয়, ও মৃত্যু উভয়ই সমান।

রাজ-নন্দিনি! এই সাম্রাজ্য, রাম ও ভরত উভয়েরই সাধারণ; উভয়েই এই রাজ্যের আধিপত্য প্রত্যাশা করিয়া থাকে; সুতরাং রাম রাজা হইলে ভরত ভিন্ন আর কেহই রামের ভয়ের কারণ নহে। যাহা হইতে যাহার ভয় থাকে, সে তাহাকে সমূলে উন্মূলন করিতে ত্রুটি করে না; আমি এই ভাবী অমঙ্গল পর্য্যালোচনা করিয়া বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইতেছি। শত্রুঘ্ন যেরূপ ভরতের অনুগত, লক্ষ্মণও সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে মহাবাহু রামের অনুগত হইয়া রহিয়াছে। জ্যেষ্ঠতা অনুসারে রামের পরেই ভরতের রাজা হইবার সম্ভাবনা। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ, সুতরাং উহারা রাজ্য প্রত্যাশা করিতে পারে না। রাজ্য-প্রত্যাশী ভরত হইতেই রামের ভয়, সুতরাং রাম হইতে ভরতের ভয়ের অসম্ভাবনা কি? রাম, ভরতকে বনবাসী করিয়া অথবা রাজনীতি অনুসারে তাহার কোনরূপ অমঙ্গল ঘটাইয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিতে পারে। রাম রাজনীতি-সুনিপুণ; নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিতে হইলে সচরাচর রাজগণ কিরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা রামের অবিদিত নাই। রাম সকল কার্য্যেই তৎপর ও ক্ষিপ্রকারী; তোমার পুত্রের অদৃষ্টে যে কি দুর্দ্দশা ঘটিবে, ইহা ভাবিয়া আমার হৃদয় কাঁপিতেছে!

কৈকেয়ি! আমি বুঝিলাম, রাজমহিষীগণের মধ্যে কৌশল্যাই সৌভাগ্যশালিনী; কারণ ব্রাহ্মণগণ কল্য পুষ্যানক্ষত্র যোগে তাঁহার গর্ভজাত সন্তানকেই যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। মূর্খে! এক্ষণে কৌশল্যাই সকলের অধীশ্বরী ও সৌভাগ্য-সম্পৎ-শালিনী হইলেন; তুমি দাসীর ন্যায় হতভাগ্যা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার উপাসনা করিবে! অতঃপর তুমি আমাদিগের সকলকে লইয়া

কৌশল্যার আজ্ঞাকরী কিঙ্করী হইয়া থাকিবে! তোমার পুত্র ভরতও রামের আজ্ঞাবাহক কিঙ্কর হইবে! সীতা ও সীতার সখীগণের আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না। ভরতের দুর্দ্দশা দেখিয়া তোমার পুত্রবধূ বিষাদ-সাগরে মগ্না ও শ্রীহীনা হইবে।

মন্থরা অসন্তুষ্টা হইয়া এইরূপ যতই বলিতে লাগিল, কৈকেয়ী ততই তাহার বাক্য প্রত্যাখ্যান করিয়া সন্তুষ্ট হৃদয়ে রামচন্দ্রের গুণগ্রামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি মন্থরাকে বুঝাইয়া কহিলেন, দেখ মন্থরে! আমাদের রাম পরম ধার্ম্মিক, বহুগুণে বিভূষিত, গুরুভক্তি-পরায়ণ, শান্ত, দান্ত, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী ও বিশুদ্ধাচার; রামই মহারাজের বয়োজ্যেষ্ঠ তনয়; ঈদৃশ স্থলে রামচন্দ্রকেই যৌবরাজ্যে অভিষেক করা ধর্ম্মানুগত, যুক্তি-সঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হইতেছে। রামচন্দ্র দীর্ঘজীবী হইয়া ভ্রাতৃগণকে, অমাত্যগণকে ও অনুজীবিগণকে পিতার ন্যায় পালন করিবেন; রাম সমভাবে সমুদায় মাতৃগণেরই প্রিয়কার্য্য ও হিতানুষ্ঠান করিতে থাকিবেন। সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়াও রাজীবলোচন রাম কৌশল্যা অপেক্ষা আমার বিশেষরূপ পূজা করেন; রামচন্দ্র আমার প্রতিই সমধিক ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

মহাত্মা রামের প্রতি আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ-ভাব নাই; রাম হইতে আমাদের কোনরূপ অমঙ্গলের সম্ভাবনা দেখিতে পাই না; তুমি রামের রাজ্যাভিষেক শ্রবণ করিয়া বৃথা সন্তাপ করিও না। রাম একশত বৎসর রাজ্য ভোগ করিলে ভরতও ক্রম-প্রাপ্ত পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। মন্থরে! তুমি ঈদৃশ অভ্যুদয়ের সময় কি নিমিত্ত সন্তপ্ত-হৃদয়া ও দহ্যমানা হইতেছ? আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতেছি, রাম রাজা হইলে আমাদের সকলেরই মঙ্গল হইবে; আমরা সকলেই পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারিব; তুমি কি জন্য পরিতাপ করিতেছ? আমার ভরত ও রামে কিছুমাত্র বিশেষ নাই; বরং রাম কৌশল্যা অপেক্ষাও আমার সমধিক শুশ্রূষা করিয়া থাকেন; রাম রাজ্যাভিষিক্ত হইলে ভরতেরও রাজ্যে সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকিবে; কারণ রাম সমুদায় ভ্রাতাকেই আপনার ন্যায় দেখেন, কিছুমাত্র ভিন্ন বোধ করেন না।

মন্থরা কৈকেয়ীর মুখে ঈদৃশ ঘোরতর অনভিমত বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইল, এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিল,—বুদ্ধিহীনে! তুমি মূর্খতা বশত অনিষ্টকে ইষ্ট বোধ করিতেছ, তোমার যে অনর্থ ঘটিতেছে, তাহা তুমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছ না। তুমি অগাধ অপার দুঃখ পারাবারে নিমগ্ন হইতেছ! কিছুতেই তোমার চৈতন্য হইতেছে না! বিবেচনা করিয়া দেখ, রাম যদি রাজা হয়, তাহা হইলে তাহার পর রামের পুত্র রাজা হইবে; রামের পুত্রের পর তাহার পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিবে; এইরূপে রামের বংশই রাজবংশ হইবে; ভরত রাজবংশ হইতে বিচ্যুত হইয়া সামান্য প্রজার ন্যায় থাকিবে;

ভরতের বংশে কেহ কখনও আর রাজ্যে অধিকারী হইতে পারিবে না।

কৈকেয়ি! রাজার সমুদায় পুত্র রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইতে পারে না; এক রাজার বহু পুত্র থাকিলে তন্মধ্যে এক রাজকুমারই রাজ্যে অভিষিক্ত হয়। রাজা যদি সমুদায় পুত্রকেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা হইলে রাজ্যমধ্যে মহাবিশৃঙ্খলা ঘটে; এই কারণে রাজগণ রাজনীতি অনুসারে বয়োজ্যেষ্ঠ তনয়ের প্রতি অথবা অন্য কোন গুণজ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া থাকেন। এইরূপে যিনি রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন, তিনিও আবার আপনার পুত্রকেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন; ভ্রাতাকে কখনও রাজ্য প্রদান করেন না। এক্ষণে রাম রাজা হইলে ভরত বা ভরতের বংশ কোন কালেই রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইতে পারিবে না; ভরত রাজবংশ হইতে বিচ্যুত হইয়া অনাথের ন্যায় সর্ব্ব সুখে বঞ্চিত হইবে, কেহই আর তাহাকে রাজার ন্যায় সম্মান করিবে না।

কৈকেয়ি! এই কারণে আমি তোমার হিত-সাধনোদ্দেশেই তোমার নিকট আসিয়াছি; তুমি আপনার হিতাহিত বা আমার মনোগত ভাব কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না; কি আশ্চর্য্য! তুমি শত্রুর সমৃদ্ধি শুনিয়া প্রীত হইয়া আমাকে পারিতোষিক প্রদান করিতেছ।

রাম রাজা হইলেই রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার নিমিত্ত ভরতকে নির্ব্বাসিত করিবে, অথবা প্রাণে বিনাশ করিবে, সন্দেহ নাই। তুমি ভরতকে বাল্যাবস্থাতেই মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছ, রাম সর্ব্বদাই রাজার নিকট রহিয়াছে। দেবি! সর্ব্বদা সমীপে থাকিলে জড় পদার্থের প্রতিও লোকের সমধিক স্নেহ-সঞ্চার হইয়া থাকে। অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের ভ্রাতৃস্নেহ যেমন ত্রিলোক-বিখ্যাত, রাম লক্ষ্মণেরও পরস্পর সেইরূপ সৌহার্দ্দ আছে; এই কারণে লক্ষ্মণের প্রতি রাম কোন পাপাচরণ করিবে না; পরন্তু ভরতের প্রতি যে পাপাচরণ করিবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ঈদৃশ অবস্থায় ভরত আর অযোধ্যায় না আসিয়া আপন প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত মাতামহ-গৃহ হইতেই বনগমন করুক; ইহাই তাহার পক্ষে এবং তোমার আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে পরম-শ্রেয়ঃকল্প। অথবা যদ্যপি ভরত কোন মতে পৈতৃক রাজ্য লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে অযোধ্যায় আসিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করুক।

চিরসুখী বালক ভরত, রামের সহজ শত্রু। রাম সহায়-সম্পৎ-সম্পন্ন, আমাদের ভরত অসহায়; ঈদৃশ অবস্থায় কিরূপে তাহার জীবন রক্ষা হইতে পারে! অরণ্যমধ্যে সিংহ যেরূপ মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাকে সংহার করে, রামও অসহায় ভরতকে সেইরূপ করিবে, বিচিত্র কি? অতএব যাহাতে ভরতের প্রাণ রক্ষা হয়, তাহা কর। ইতিপূর্ব্বে তুমি সৌভাগ্য-মদে গর্ব্বিতা হইয়া সপত্নী রামমাতা কৌশল্যার নিয়ত অবমাননা

করিয়া আসিয়াছ; এক্ষণে তিনি কি নিমিত্ত শত্রুতাচরণ না করিবেন।

যে সময় রাম প্রভৃত-রত্নাদি-সুশোভিত বসুন্ধরার আধিপত্য লাভ করিবে; তখনই তোমার ও ভরতের পরাভব, দীনতা ও অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে, জানিবে। রাম অবনীমণ্ডলের অধীশ্বর হইলেই ভরত বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব এক্ষণে যাহাতে তোমার পুত্র রাজা হয় এবং রাম নির্ব্বাসিত হইতে পারে, তাহার উপায় চিন্তা কর।

অষ্টম সর্গ।

রাম-বনবাসের উপায়-চিন্তা।

কৈকেয়ী, মন্থরার এইরূপ বচনজালে পতিত ও জড়িত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, মন্থরে! তুমি যাহা যাহা বলিতেছ, সকলই সত্য; আমি চিরকাল জ্ঞাত আছি যে, আমার প্রতি তোমার দৃঢ় ভক্তি আছে; পরন্তু কিরূপে বলপূর্ব্বক আমার পুত্রকে রাজ-সিংহাসন প্রদান করিতে পারিব, তাহার ত কোন উপায় দেখিতে পাই না। মহারাজ, অগণিত-গুণ-নিধান রামচন্দ্রকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসেন; তিনি অকারণে রামকে পরিত্যাগ করিয়া ভরতকে রাজ্য প্রদান করিবেন কেন? রামকেই বা তিনি কি নিমিত্ত অকারণে নির্ব্বাসিত করিয়া বনে প্রেরণ করিবেন?

পাপ-নিশ্চয়া মন্থরা, কৈকেয়ীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে ইতি-কর্ত্তব্যতা নিরূপণ পূর্ব্বক কহিল, রাজনন্দিনি! যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে এখনই আমি রামকে বনে পাঠাইয়া, ভরত যাহাতে রাজ্যে অভিষিক্ত হয়, তাহা করিতে পারি।

মন্থরার মুখে এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈকেয়ী প্রহৃষ্ট হৃদয়ে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া মৃদু স্বরে কহিলেন, মন্থরে! তুমি যে পরম-বুদ্ধিমতী, তাহা আমি চিরকালই জ্ঞাত আছি; এক্ষণে কি উপায়ে রামকে বনে প্রেরণ এবং ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করা যাইতে পারে, তাহা বল।

পাপ-নিশ্চয়া কুব্জা, কৈকেয়ীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামাভিষেকের ব্যাঘাত করিবার উদ্দেশে কহিল, কৈকেয়ি! তোমার পুত্র ভরত যে উপায়ে নিশ্চয়ই রাজ্যলাভ করিতে পারিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর, এবং যেরূপে তাহা সুসম্পন্ন করিতে হইবে, তাহাও স্থির করিয়া রাখ।

রাজতনয়ে! তুমি কি সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছ? না তোমার স্মরণ থাকিতেও তুমি আমার নিকট মনের কথা গোপন করিয়া আমার মুখেই শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ? স্বচ্ছন্দ-চারিণি! যদি আমার মুখেই শ্রবণ করা তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে বলিতেছি, মনোযোগ কর; এবং সত্বর ইতি-কর্ত্তব্যতা-নিরূপণে তৎপর হও।

পূর্ব্বে দেবাসুরের সংগ্রামকালে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রার্থনানুসারে তোমার পতি সংগ্রাম-

নিপুণ মহারাজ দেবগণের সাহায্যের নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে দণ্ডকারণ্যে বৈজয়ন্ত-নামক নগরে তিমিধ্বজ নামে যে নরপতি ছিলেন, তিনিই অতীব মায়াবী মহাসুর শম্বর নামে বিখ্যাত। মহাবীর শম্বর বহুবিধ মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক দেবরাজের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; দেবগণ তাঁহাকে কোন ক্রমেই পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। এই মহাসংগ্রাম সময়ে এক দিবস নিশাকালে দেবসৈন্যগণ শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছে, এমত সময় অসুরগণ হঠাৎ আসিয়া সকলকে আক্রমণ পূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত ও বিনষ্ট করিতে লাগিল। দেবসাহায্যার্থ সমুপস্থিত মহাবাহু মহারাজ দশরথ তদ্দর্শনে অসুরগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাত্রিকালে অসুরগণ প্রবল হইয়া থাকে, সুতরাং তাহারা অস্ত্র দ্বারা মহারাজ দশরথের শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিল; তিনি হতচেতন হইয়া পড়িলেন। দেবি! এই সময় তুমি স্বয়ং সারথি-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মহারাজকে সংগ্রাম-ভূমি হইতে অপসারিত করিয়াছিলে। অনন্তর সংগ্রামে বিজয়ী হইয়া ক্ষত-বিক্ষত শরীরে মহারাজ প্রত্যাগত হইলে তুমি স্বয়ং সবিশেষ পরিচর্য্যা পূর্ব্বক তাঁহার ব্রণ-সংরোহণ করিয়া দিয়াছিলে। এই দুই কারণে মহারাজ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে দুইটি বর প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া বলিয়াছিলেন, কৈকেয়ি! তুমি দুইটি বর প্রার্থনা কর; আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি যাহা চাহিবে, আমি তাহাই প্রদান করিব। তুমি তৎকালে বর গ্রহণ না করিয়া বলিয়াছিলে, যে সময় আমার ইচ্ছা হইবে, তৎকালে আমি মহারাজের অঙ্গীকৃত এই বরদ্বয় গ্রহণ করিব। মহাত্মা মহীপতি তোমার প্রস্তাবেই সম্মত হইয়াছিলেন।

দেবি! আমি এই সমুদায় বৃত্তান্ত কিছুই অবগত ছিলাম না; পূর্ব্বে তুমিই আমার নিকট ইহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়াছ। তোমার প্রতি সাতিশয় স্নেহ নিবন্ধন আমি এই বরদান-বৃত্তান্ত হৃদয়-মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি।

রাজনন্দিনি! এক্ষণে তুমি ভর্ত্তাকে সেই অঙ্গীকৃত বরদ্বয় স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রথম বরদ্বারা রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস এবং দ্বিতীয় বরদ্বারা ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা কর।

দেবি! অদ্যই তুমি ক্রোধাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক পরম-ক্রুদ্ধার ন্যায় আকার-প্রকার দেখাইয়া মলিন বসন পরিধান করিয়া ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়া থাক। মহারাজের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিও না, কোন কথাও কহিও না। তুমি অনাথার ন্যায় দুঃখিতা হইয়া ভূমিতেই শয়ন করিয়া থাকিবে। মহারাজ তোমাকে তাদৃশ অবস্থায় শয়ানা দেখিলে অবশ্যই দুঃখার্ত্ত-হৃদয় হইবেন। তিনি তোমার অভিমান ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত,—তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে যত্নবান হইবেন এবং পুনঃপুন তোমার মনো-

বেদনার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবেন, সন্দেহ নাই। তুমি পতির পরম-প্রণয়িনী প্রিয়তমা ভার্য্যা; তোমার পরিতোষের নিমিত্ত মহারাজ সমুজ্জ্বল রাজলক্ষ্মীও পরিত্যাগ করিতে পারেন, প্রজ্বলিত হুতাশনেও প্রবেশ করিতে বদ্ধ-পরিকর হয়েন, সংশয় নাই। যদি মহারাজ তোমার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত ভূরি-পরিমাণে মণি মুক্তা স্বর্ণ ও বিবিধ রত্ন প্রদান করেন, তুমি তাহাতে দৃক্‌পাতও করিও না; পরন্তু তুমি প্রসঙ্গক্রমে—সময়ক্রমে ভাবভঙ্গীদ্বারা দেবাসুর-সংগ্রামে অঙ্গীকৃত বরদ্বয় স্মরণ করাইয়া দিবে। যদি তোমার পতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বর দান করিবার কথা উত্থাপন করেন, তাহা হইলে তুমি অগ্রে তাঁহাকে সত্যপাশে বদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ বরদ্বয় প্রার্থনা করিবে, এবং অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিবে, মহারাজ! প্রথম বরদ্বারা চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত রামকে বনবাস দিউন এবং দ্বিতীয় বর দ্বারা ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন।

রাজনন্দিনি! দেবাসুরের সংগ্রাম সময়ে মহারাজ যে বরদ্বয় প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রে স্মরণ করাইয়া না দিয়া এবং অগ্রে তাঁহাকে সত্যপাশে বদ্ধ না করিয়া হঠাৎ রামের বনবাস ও ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেক কদাচ প্রার্থনা করিও না। আমি যেরূপ পরামর্শ দিলাম, তুমি অবিকল সেইরূপ করিলে অবশ্যই রাম নির্ব্বাসিত হইবে এবং তোমার পুত্র নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

কল্যাণি! চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে রাম যে সময়ে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিবে, তত দিনে ভরত বদ্ধমূল, ধনসম্পন্ন ও প্রভাবশালী হইয়া উঠিবে। তৎকালে সমুদায় প্রকৃতিমণ্ডলও ভরতের বশীভূত হইয়া পড়িবে।

সুভগে! তোমার সৌভাগ্য বল কতদূর, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ; মহারাজ তোমাকে কোন ক্রমেই কুপিতা করিতে সমর্থ হয়েন না, কোন কারণে তুমি কুপিতা হইলেও তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না। মহারাজ তোমার পরিতোষের নিমিত্ত জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারেন; তিনি কথনই তোমার কথা লঙ্ঘন করিতে সাহসী হয়েন না। আমি বোধ করি, এই তোমার অভীষ্ট সাধনের প্রকৃত সময় উপস্থিত। তুমি এই সময় বীত-সাধ্বসা হইয়া অসঙ্কুচিত হৃদয়ে মহারাজকে বলপূর্ব্বক রামাভিষেক-সঙ্কল্প হইতে বিনিবর্ত্তিত কর।

কৈকেয়ী মন্থরার মুখে তাদৃশ মন্ত্রণাবাক্য শ্রবণ করিয়া ইষ্ট বিষয় অনিষ্ট রূপে এবং অনিষ্ট বিষয় ইষ্ট রূপে দেখিতে লাগিলেন। তিনি ব্রহ্মশাপ-প্রভাবে বিমূঢ়-হৃদয়া ও কলুষিতা হইয়া হিতাহিত কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইলেন না।

পূর্ব্বে বাল্যাবস্থায় কৈকেয়ী কোন কুরূপ ব্রাহ্মণকে কুৎসিত বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া তাঁহাকে শাপ প্রদান করেন যে, তুমি আপনার অপরূপ-রূপমদে গর্ব্বিতা হইয়া ব্রাহ্মণকে

কুৎসিত বলিয়া নিন্দা ও ঘৃণা করিতেছ, এই কারণে ভূমণ্ডল মধ্যে তোমার নিন্দা ও কুৎসা প্রচারিত হইবে; তুমি চিরকাল সকলের নিকট—বিশেষত যাহার হিত-সাধনের নিমিত্ত ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্তা হইবে, তাহার নিকটও ঘৃণিত হইয়া থাকিবে।

কৈকেয়ী এই ব্রহ্মশাপে অন্ধীভূতা ও বিমূঢ়-হৃদয়া হইয়া মন্থরার বশবর্ত্তিনী হইলেন। তিনি পরম-পরিতুষ্ট হৃদয়ে পাপ-প্রদর্শিনী মন্থরাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন পূর্ব্বক হর্ষ-গদ্গদ বচনে ধীরে ধীরে কহিলেন, কুব্জে! আমি তোমার অসাধারণ বুদ্ধির অবমাননা করিতেছি না; তুমি উত্তম শ্রেয়স্কর কথাই বলিতেছ। মন্থরে! এই ভূমণ্ডল মধ্যে তোমার তুল্য বুদ্ধিমতী আর কেহই নাই। তুমি আমার প্রতি ভক্তিমতী ও নিতান্ত অনুরক্তা; তুমি নিয়তই আমার হিতচেষ্টা করিয়া থাক। কুব্জে! আমি রাজার এই কুটিলতা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এই পৃথিবীতে অনেক কুব্জা আছে; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুঃশীলা, কেহ কেহ কুরূপা ও কাহার কাহারও বা মুখশ্রী নিতান্ত কদর্য্য; পরন্তু তুমি বায়ু-সঞ্চালিত পদ্মিনীর ন্যায় অতীব প্রিয়দর্শনা ও পরমসুন্দরী। তোমার বক্ষঃস্থল নিতান্ত অধিক বক্র নহে; পরন্তু তোমার কণ্ঠ হইতে মুখ পর্য্যন্ত দেখিতে কি সুন্দর। তোমার পীন-পয়োধর-যুগল পরস্পর সংলগ্ন; তোমাকেই প্রকৃত কৃশোদরী বলা যাইতে পারে। তোমার সুগঠিত জঘন কাঞ্চী দ্বারা কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! তোমার জঙ্ঘা-দ্বয় কেমন সুগঠিত! তোমার চরণ-দ্বয় কেমন দীর্ঘ ও কৃশ! তোমার জঘনপার্শ্ব-দ্বয় কেমন বিস্তীর্ণ ও আয়ত! মন্থরে! তোমার মুখখানি শরৎ-কালীন নির্ম্মল শশধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে! তুমি যখন নীল বসন পরিধান করিয়া আমার সম্মুখ দিয়া গমন কর, তখন টিট্টিভ-পক্ষিণীর ন্যায় শোভা পাইতে থাক। চন্দ্রমুখি! তোমার পৃষ্ঠে যে একটি বৃষের ককুদের ন্যায় মনোহর কুব্জ রহিয়াছে; ইহা রাজনীতি, ক্ষত্রবিদ্যা, অসাধারণ বুদ্ধি ও মায়াতে পরিপূর্ণ। কুব্জে! রাম বনে গমন করিলে এবং ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে আমি তোমার ঐ কুব্জটি সুবর্ণ দ্বারা বিভূষিত করিয়া দিব। সুন্দরি! আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি, যদি আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়, তাহা হইলে অবিমিশ্র সুবিমল সুবর্ণ দ্বারা তোমার সর্ব্ব-শরীর বিভূষিত করিয়া দিব; আমি তোমার সুবর্ণবর্ণ সুন্দর বদনে কাঞ্চনময় তিলক প্রস্তুত করাইয়া দিব; যতপ্রকার উত্তম উত্তম আভরণ আছে, তাহা তোমাকে প্রদান করিতে ত্রুটি করিব না।

কুব্জে! তুমি সুগন্ধি চন্দনে আপাদ-মস্তক লেপন পূর্ব্বক রমণীয় বসন পরিধান করিয়া রাজমহিষীর ন্যায় বিচরণ করিবে। সুমুখি! তুমি এই চন্দ্রবদনে শত্রুগণের নিন্দা করিয়া আত্মীয়গণকে আনন্দিত করিবে। কুব্জে! দাসীগণ যেরূপ আমার পদসেবা করিয়া থাকে, সর্ব্বাভরণ-ভূষিত কতকগুলি দাসী সেইরূপ তোমারও পদ-সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।

কৈকেয়ী কুব্জার এইরূপ পুনঃপুন প্রশংসা করিতে লাগিলেন; পরন্তু কুব্জা তাঁহাকে তখন পর্য্যন্তও অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ানা দেখিয়া ত্বরাপ্রদানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিল, কল্যাণি! জল বাহির হইয়া গেলে সেতুবন্ধনে কোন ফলোদয় হয় না; অতএব এখনই উঠ; আপনার মঙ্গল চিন্তা কর; মহারাজকে মুগ্ধ করিতে যত্নবতী হও।

অনন্তর কৈকেয়ী মন্থরার বাক্যানুসারে ভরতের রাজ্যাভিষেকে কৃতনিশ্চয়া হইলেন; এবং মন্থরার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিলেন, মন্থরে! তুমি যাহা বলিতেছ, আমি অবিকল তাহাই করিব; কদাচ অন্যথা হইবে না।

পরে সৌভাগ্য-মদ-গর্ব্বিতা স্নুবর্ণ-সদৃশ-স্নুবর্ণ-শরীরা কুব্জা-বাক্য-বশবর্ত্তিনী দেবী কৈকেয়ী, মন্থরার উপদেশানুসারে রামচন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষবতী হইয়া একাকিনী ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন। তিনি মহামূল্য মণি-রত্ন-বিভূষিত মুক্তাহার ও অন্যান্য আভরণ সমুদায় দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভূমিতে উপবিষ্টা হইয়া মন্থরাকে কহিলেন, কুব্জে! হয়, রাম বন গমন করিলে ভরত রাজ্য প্রাপ্ত হইবে; না হয়, আমি এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিলে তুমি মহারাজের নিকট সংবাদ দিবে। রাম যে পর্য্যন্ত বনগমন না করিবে, সে পর্য্যন্ত আমি ধন, বস্ত্র, অলঙ্কার, ভক্ষ্য, ভোজ্য, কিছুই স্পর্শ করিব না। যদি রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে স্নুবর্ণরত্নাদি কিছুই আমি গ্রহণ করিব না, ভোজন করিতেও প্রবৃত্ত হইব না; এই পর্য্যন্তই আমার জীবনের শেষ হইবে।

পরম-রূপবতী কৈকেয়ী এইরূপ দারুণ বাক্য বলিয়া শরীর হইতে সমুদায় আভরণ উন্মোচন পূর্ব্বক ভূতল-পতিত কিন্নরীর ন্যায় অসংস্কৃত ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

ক্রোধরূপ-তমস্তোম-পরিপূর্ণা পরিমুক্ত-বিভূষণা বিমলা রাজমহিষী, দিবাকর-পরিশূন্যা তমঃপরিবৃতা নভস্থলীর ন্যায় আকার ধারণ করিলেন।

নবম সর্গ।

কৈকেয়ীর বর-প্রার্থনা।

এইরূপে কৈকেয়ী, পাপমতি কুব্জার উপদেশানুসারে বিষদিগ্ধ-বাণবিদ্ধ কিন্নরীর ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিলেন। তিনি মনে মনে ইতিকর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিয়া তৎসমুদায় মন্থরার নিকট ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিলেন।

পরম-হিতৈষিণী পরম-স্নুহৃৎ মন্থরা কৈকেয়ীর সংকল্প অবগত হইয়া পরম-প্রীতা ও কৃতকৃত্যা হইল। দেবী কৈকেয়ীও মনে মনে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া রোষভরে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক ভূতলেই শয়ানা থাকিলেন; দিব্য মাল্য, দিব্য আভরণ, সমুদায়ই ভূমিতে নিক্ষিপ্ত ও বিকীর্ণ হইয়া থাকিল; নভোমণ্ডলে নক্ষত্র সমুদায় যেরূপ শোভা বিস্তার করে, ভূমিতল-বিপর্য্যস্ত ভূষণ সমুদায়ও

সেইরূপ শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। দেবী কৈকেয়ী মলিন বসন পরিধান পূর্ব্বক একবেণী ধারণ করিয়া গতসত্ত্বা কিন্নরীর ন্যায় ক্রোধাগারে পতিত হইয়া রহিলেন।

এদিকে মহারাজ দশরথ, রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের আদেশ প্রদান পূর্ব্বক উপস্থিত সদস্যগণকে বিদায় দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রিয়তমা মহিষী কৈকেয়ীর নিকট রামের রাজ্যাভিষেক-রূপ প্রিয় সংবাদ বলিবার নিমিত্ত তাঁহার ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। হিমাংশু যেমন শুভ্র-জলদ-পটল-সুশোভিত রাহুযুক্ত নভোমণ্ডলে গমন করেন, মহারাজও সেইরূপ কৈকেয়ীর সুধা-ধবলিত ভবনাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

এই গৃহের চতুর্দ্দিকে শুকগণ ময়ুরগণ ও কলহংসগণ মনোহর কলরব করিতেছে; স্থানে স্থানে নানাপ্রকার সুমধুর বাদ্যধ্বনি হইতেছে; কুব্জা ও বামনিকা রমণীরা পরিচর্য্যা-কার্য্যে নিযুক্তা রহিয়াছে; স্থানে স্থানে চম্পক বৃক্ষ, অশোক বৃক্ষ, লতাগৃহ, চিত্রগৃহ, রজতময় বেদী, হিরণ্ময় বেদী, চিরকুসুম বৃক্ষ, নিত্যফল বৃক্ষ, রজতময় ও হিরণ্ময়-সোপান-যুক্ত রমণীয় বাপী-সমূহ শোভা পাইতেছে; গৃহে গৃহে নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য পেয় প্রভৃতি রহিয়াছে; গৃহের সমুদায় অংশই নানাপ্রকার গৃহসজ্জা ও নানাপ্রকার মহামূল্য বিভূষণে বিভূষিত।

মহীপতি দশরথ কৈকেয়ীর গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন, পরন্তু প্রণয়িনী কৈকেয়ীকে রমণীয় শয্যাতলে বা আর কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তিনি পঞ্চশর-শরে জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়া উৎকলিতাকুল নেত্রে পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সাতিশয় বিষাদিত হইলেন। অন্যদিন ঈদৃশ সময় মহিষী কৈকেয়ী অন্য কোন স্থানে থাকেন না, সেই গৃহেই থাকেন; ইতিপূর্ব্বে মহারাজ কোন দিন এ সময় তাঁহার গৃহ শূন্য দেখেন নাই; সুতরাং নিরতিশয় বিষণ্ণ-হৃদয় হইয়া তিনি প্রতীহারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবী কোথায়? প্রতীহারিণী কৃতাঞ্জলিপুটে সসম্ভ্রমে কহিল, মহারাজ! দেবী সাতিশয় ক্রোধপরতন্ত্রা হইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন।

মহীপতি দশরথ প্রতীহারিণীর মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব দুর্ম্মনায়মান ও বিষণ্ণহৃদয় হইলেন। তিনি ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী দেবী কৈকেয়ী অনুচিত ধরা-শয্যায় নিপতিতা রহিয়াছেন! বৃদ্ধ ব্যক্তির তরুণী ভার্য্যা জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তমা হইয়া থাকে; সুতরাং কৈকেয়ীর ঈদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া মহারাজের দুঃখ ও পরিতাপের পরিসীমা রহিল না।

নির্ম্মল-হৃদয় মহারাজ, ছিন্নমূল লতার ন্যায়, স্বর্গ হইতে নিপতিতা দেবতার ন্যায়, পুণ্যক্ষয়ে ভূতলগতা কিন্নরীর ন্যায়, স্বর্গ-ভ্রষ্টা অপ্সরার ন্যায়, সংযতা হরিণীর ন্যায়, বিষদিগ্ধ-বাণবিদ্ধা করেণুর ন্যায়, মূর্ত্তিমতী মায়ার ন্যায়, পাপসংকল্পা কৈকেয়ীকে

অনুচিত ভূমি-শয্যায় শয়ানা দেখিয়া যার পর নাই কাতর ও হতচৈতন্য হইলেন। মহাগজ, বাণবিদ্ধা করেণুকে যেরূপে স্পর্শ করে, মহারাজ কামপরতন্ত্র হইয়া স্নেহ পূর্ব্বক করতল দ্বারা সেইরূপে তাঁহার গাত্র মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি প্রিয়তমা কৈকেয়ীকে ভুজঙ্গীর ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হৃদয়ে কহিলেন, প্রিয়তমে! আমার কি অপরাধ হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! দেবি! তুমি কি কারণে কুপিতা হইয়াছ? কে তোমাকে কটু বাক্য বলিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি সিংহীর মুখে হস্ত প্রদান করিতে সাহস করিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি হইতে তোমার মানহানি হইয়াছে? কল্যাণি! আমি সর্ব্বদা তোমার হিতচেষ্টা করিতেছি, আমি ভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বদা তোমার আজ্ঞাধীন হইয়া রহিয়াছি; তুমি কিজন্য আমার হৃদয় দুঃখার্ত্ত করিয়া অনাথার ন্যায় এই ধরাতলে ধূলিশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছ? তুমি কি নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ প্রমথিত করিতেছ?

প্রিয়ে! তোমাকে কি জন্য ভূতাবিষ্টার ন্যায় দেখিতেছি? যদি কোন পীড়া হইয়া থাকে, আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল; আমার বৃত্তিভোগী অনেক বৈদ্যরাজ আছেন; তাঁহারা চিকিৎসা দ্বারা সকল রোগেরই শান্তি করিতে পারেন। তোমার এরূপ ভাবের কারণ কি, আমার নিকট বল; যদি কেহ তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাও আমার নিকট বল, এবং তাহাকে কি প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে হইবে, তাহাও বলিয়া দাও।

দেবি! রোদন করিও না, আত্মশরীর শোষণ করিও না; কাহার প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে, কাহারই বা সুমহৎ অপ্রিয় কার্য্য করিতে হইবে, বল। যদি কোন অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিতে হয়, অথবা যদি কোন বধ্য ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে হয়, তাহাও তোমার সন্তোষের নিমিত্ত করিতে প্রস্তুত আছি। সুন্দরি! যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে ঐশ্বর্য্যশালী করিতে হয়, অথবা যদি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে অকিঞ্চন করিতে হয়, তাহাও বল, এখনই করিতেছি, দেবি! আমার যাহা কিছু ধনসম্পত্তি আছে, তুমি তৎসমুদায়েরই অধীশ্বরী, আমি ও আমার অনুচরবর্গ সকলেই তোমার বশবর্ত্তী; আমার ও আমার অনুচরবর্গের মধ্যে কাহারো এরূপ সাধ্য নাই যে, তোমার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কার্য্য করে। এই সপ্তদ্বীপা সাগরাম্বরা মেদিনীর সমুদায় রাজগণের মধ্যে একমাত্র আমিই রাজরাজ ও সম্রাট। সুলোচনে! অবনীমণ্ডল মধ্যে যত উত্তম উত্তম রত্ন আছে, আমি তৎসমুদায়েরই অধীশ্বর; তন্মধ্যে তুমি যাহা প্রার্থনা কর, বল, আমি তাহাই প্রদান করিতেছি। প্রিয়ে! বৃথা কোপ করিও না; আমি তোমার অনভিপ্রেত কোন কার্য্য করিতে সাহসী হই না। প্রণয়িনি! তোমার অভিপ্রায় কি বল; আমি আপনার জীবন দিয়াও তোমার প্রীতিকর কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি। তোমার

যতদূর ক্ষমতা, তাহা তুমি অবগত থাকিয়াও কি নিমিত্ত আমার প্রতি সন্দিহান হইতেছ!

প্রিয়ে! আমি নিজ পুণ্যপুঞ্জ দ্বারা তোমার নিকট শপথ করিতেছি, তুমি যাহাতে সন্তুষ্ট হইবে, আমি তাহাই করিব; এই সসাগরা বসুন্ধরার মধ্যে দ্রাবিড় দেশ, সিন্ধু দেশ, সৌবীর দেশ, সৌরাষ্ট্র দেশ, দক্ষিণাপথ দেশ, অঙ্গ দেশ, বঙ্গ দেশ, মগধ দেশ, মৎস্যদেশ, সুসমৃদ্ধ কাশী প্রদেশ, কোশল দেশ, এতৎ-প্রভৃতি সমুদায় দেশই আমার অধীন; এই সমুদায় দেশে বহুবিধ ধন-ধান্য ও পশুপক্ষী সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; তুমি তাহার মধ্যে যাহা যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তৎসমুদায়ই তোমাকে প্রদান করিব। ভীরু! তুমি কি নিমিত্ত ঈদৃশ ক্লেশ ভোগ করিতেছ! এক্ষণে উত্থিতা হও,—উত্থিতা হও। কৈকেয়ি! কি নিমিত্ত তোমার এরূপ মনঃপীড়া হইয়াছে, বল। মরীচিমালী দিবাকর যেরূপ নীহার অপনয়ন করেন, অদ্য আমি সেইরূপ তোমার মনোদুঃখের কারণ নিরাকৃত করিব।

মহীপতি দশরথ এইরূপ বহুবিধ সান্ত্বনা বাক্য কহিলে, দেবী কৈকেয়ী, অপ্রিয় বাক্য দ্বারা পতিকে যেন পরিপীড়িত করিবার অভিপ্রায়েই, ভূতল হইতে উত্থিতা হইয়া অধোমুখে উপবিষ্টা হইলেন।

অনন্তর দেবী কৈকেয়ী মন্মথাবেশ-বশবর্ত্তী মহীপতি দশরথকে দারুণবাক্যে কহিলেন, মহারাজ! কোন ব্যক্তি আমাকে কটু বাক্য বলে নাই; কেহ আমার অবমাননাও করে নাই; পরন্তু আমার একটি মনস্কামনা আছে, আপনি তাহা পূর্ণ করিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করুন। মহারাজ! আপনি যে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, তাহা অগ্রে প্রতিজ্ঞা করুন; আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে পশ্চাৎ আমি আমার অভিলষিত বিষয় প্রার্থনা করিব। অবোধ মৃগ আত্ম-বিনাশের নিমিত্ত যেরূপ জালমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, স্ত্রীবশীভূত বৃদ্ধ মহারাজ দশরথও সেইরূপ আত্ম-নাশের নিমিত্ত কৈকেয়ীর মায়াজালে প্রবিষ্ট হইলেন।

মন্মথ-পরতন্ত্র মহারাজ দশরথ, ভূতলে উপবিষ্টা কৈকেয়ীর কেশে হস্তার্পণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, মুগ্ধে! তুমি কি জান না যে, এই ভূমণ্ডলমধ্যে একমাত্র রামচন্দ্র ব্যতিরেকে তোমার সদৃশ প্রীতিভাজন, ও স্নেহপাত্র, আমার আর কেহই নাই! আমার জীবনতুল্য প্রিয় মনুজ-প্রধান অজেয় মহাত্মা সেই রামচন্দ্র দ্বারা আমি দিব্য করিতেছি, তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই সম্পাদন করিব। তোমার প্রার্থনা কি, বল। কৈকেয়ি! যে রামকে আমি মুহূর্ত্তকাল না দেখিলে জীবন ধারণ করিতে পারি না, আমি সেই রামের শপথ করিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। দেবি! যে পুরুষপ্রবর রাম আমার এই শরীর অপেক্ষা এবং অন্যান্য সমুদায় পুত্রগণ অপেক্ষাও প্রিয়তর, আমি সেই প্রিয়তম পুত্রের দিব্য করিতেছি, তোমার প্রার্থনা বাক্য বিফল করিব না। প্রিয়ে! আমার এই হৃদয়ও উদ্ধৃত করিয়া তোমাকে প্রদান করিতে প্রস্তুত

আছি; এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া যাহা তোমার অভিলষিত হয়, তুমি তাহাই প্রার্থনা কর। তোমার কতদূর বল, তাহা কি তুমি অবগত নহ! তুমি কি জন্য আমার প্রতি শঙ্কিতা হইতেছ! আমি নিজ পুণ্যপুঞ্জ দ্বারা দিব্য করিতেছি, তুমি যাহাতে প্রীতা হও, আমি অদ্য তাহাই করিব।

দেবী কৈকেয়ী মহারাজ দশরথের তাদৃশ বাক্যে পরম-পরিতুষ্টা হইয়া অভ্যাগত কালান্তক সদৃশ মহাঘোর অপ্রিয় মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তিনি প্রথমত কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেরূপ ধর্ম্মানুসারে শপথ পূর্ব্বক আমাকে বর প্রদানে অঙ্গীকার করিতেছেন, তদ্বিষয়ে দেবরাজ প্রভৃতি দেবগণ, দিবাকর, নিশাকর, গ্রহগণ, গগন, দিবা, রাত্রি, দিঙ্মণ্ডল, ভূমণ্ডল, সমুদায় জগৎ, গন্ধর্ব্বগণ, রাক্ষসগণ, নিশাচর প্রাণিগণ, গৃহস্থিত গৃহ-দেবতাগণ ও অন্যান্য জীবগণ, সকলেই আমার সাক্ষী হউন। দেবগণ! সত্যসন্ধ পরম ধার্ম্মিক মহারাজ দশরথ সুসমাহিত হৃদয়ে আমাকে বর প্রদানে অঙ্গীকার করিতেছেন, আপনারা সকলে শ্রবণ করুন।

দেবী কৈকেয়ী এইরূপে বর-প্রদান-প্রবৃত্ত কাম-মোহিত মহারাজকে অগ্রে শপথ দ্বারা সংযত করিয়া পশ্চাৎ কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বতন ঘটনা স্মরণ করিয়া দেখুন; যৎকালে দেবাসুরের সংগ্রাম হয়, তৎকালে বিপক্ষগণ আপনাকে জীবন-মাত্রাবশেষ করিয়াছিল। আমি তখন যত্নবতী হইয়া সতর্কতা সহকারে আপনকার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম। তাহাতে আপনি পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে দুইটি বর প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। আমি সে সময় বরদ্বয় গ্রহণ না করিয়া তাহা আপনকার নিকটেই নিক্ষেপ-স্বরূপ রাখিয়াছি; বলিয়াছিলাম, আমার যখন আবশ্যক হইবে, তখনই ঐ বরদ্বয় গ্রহণ করিব।

মহীপতে! আপনকার নিকট যে বরদ্বয় ন্যাস-স্বরূপ রহিয়াছে, অদ্য আমি তাহা গ্রহণ করিতে মানস করিতেছি; যদি আপনি ধর্ম্মানুসারে প্রতিশ্রুত বর প্রদান না করেন, তাহা হইলে আমি অবমাননা বশত অদ্যই আত্ম-জীবন বিসর্জ্জন করিব। মহীপতি দশরথ কৈকেয়ীর এইরূপ বাক্যপাশে সংযত ও বশীকৃত হইয়া আত্ম-বিনাশের নিমিত্তই মৃগের ন্যায় বিস্তারিত মায়াজালে প্রবিষ্ট হইলেন ও কহিলেন, অঙ্গীকৃত বরদ্বয় আমি অদ্য অবশ্যই প্রদান করিব।

দেবী কৈকেয়ী এইরূপে সত্যসন্ধ মহারাজ দশরথকে সত্যপাশে দৃঢ়রূপে সংযত করিয়া কহিলেন, মহীপতে! আপনি যে বরদ্বয় প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! আপনি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত যে সমুদায় দ্রব্য-সামগ্রী আয়োজন করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই ভরতকে অভিষিক্ত করুন; ইহাই আমার প্রথম বর। দেবাসুর-সংগ্রাম-সময়ে আপনি পরিতুষ্ট হইয়া যে দ্বিতীয় বর প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহাও অদ্য প্রদান করুন। এই বরদ্বারা আপনকার আজ্ঞাক্রমে ধর্ম্মনিষ্ঠ

রাম, চীর-চীবর, অজিন ও জটাধারণ পূর্ব্বক তাপস বেশে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত দণ্ডকারণ্যে গমন করুন ; ইহাই আমার দ্বিতীয় বর।

মহারাজ! আপনি এক্ষণেই আমাকে এই বরদ্বয় প্রদান করেন, ইহাই আমার কামনা— ইহাই আমার সম্পূর্ণ প্রার্থনা। যাহাতে অদ্যই রামকে বনগমন করিতে দেখি, তাহাই করুন ; এবং ভরতকে নিষ্কণ্টক রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দিউন। মহারাজ! যদি আপনি সত্যসঙ্গর হয়েন, তাহা হইলে অবিলম্বেই রামকে বনে পাঠাইয়া আমার পুত্র ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন।

মহারাজ! যে বর প্রার্থনা করিতেছি, তাহার অন্যথাচরণ করিবেন না; সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন ; আপনার কুল, শীল ও বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা করুন ; তপোধনগণ বলিয়া থাকেন, একমাত্র সত্য বাক্য হইতেই পরকালে পরম মঙ্গল লাভ হয়।

মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর মুখে ঈদৃশ বজ্রপাত-সদৃশ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তপ্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কি! আমি কি দিবসে স্বপ্ন দেখিতেছি! না আমার চিত্তমোহ উপস্থিত হইয়াছে! আমার শরীরে ত ভূতাবেশ হয় নাই! আমার মনে কি আধি-ব্যাধি-জনিত উপপ্লব ঘটিয়াছে! মহারাজ দশরথ এইরূপ চিন্তায় আকুলিত ও বিভ্রান্ত হইয়া শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া হতচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ সংজ্ঞা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় কৈকেয়ীর বিষদিগ্ধ-বাক্যবাণে বিদ্ধ থাকাতে, ব্যাঘ্রী দর্শনে মৃগ যেরূপ ব্যথিত ও বিহ্বল হয়, কৈকেয়ীকে দর্শন করিয়াই তিনিও সেইরূপ মর্ম্মান্তিক দুঃখে কাতর, অবসন্ন ও বৈক্লব্য-যুক্ত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে শূন্য হৃদয়ে ভূতলেই বসিয়া পড়িলেন।

মহাবিষ ভুজঙ্গ যেরূপ মন্ত্রপ্রভাবে মণ্ডলে (গণ্ডীতে) বদ্ধ হয়, সেইরূপ মহারাজ সত্য-পাশে বদ্ধ হইয়া শোকার্ত্ত হৃদয়ে, অহো ধিক্! অহো ধিক্! এই মাত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ শোকাবেগে হতচেতন ও মোহাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

বহুক্ষণ পরে মহারাজ পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করিয়া দুঃখার্ত্ত ও শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে কৈকেয়ীর প্রতি রোষ-কষায়িত লোচনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক যেন তাঁহাকে দগ্ধ করিয়াই কহিতে লাগিলেন, নৃশংসে! দুশ্চরিত্রে! তুমি আমার কুল নাশ করিতে উদ্যতা হইয়াছ! পাপীয়সি! রাম তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছে! আমিই বা তোমার কি করিয়াছি! যে রাম কৌশল্যা অপেক্ষাও তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে, তুমি সেই রামের অনিষ্ট সাধনের জন্য কি নিমিত্ত উদ্যতা হইয়াছ?

তুমি মহাবিষা ভুজঙ্গী, সন্দেহ নাই; আমি কিন্তু তোমাকে রাজকুমারী বোধে আত্ম-

বিনাশের নিমিত্তই নিজগৃহে আনয়ন করিয়া রাখিয়াছি। এই পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্যই রামের অনন্য-সাধারণ গুণসমূহে আবদ্ধ ও অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছে; সকলে সর্ব্বদাই রামের সদ্‌গুণেরই প্রশংসা করিতেছে; আমি অদ্য কোন্ অপরাধ উল্লেখ করিয়া সকলের প্রিয়তম সেই প্রিয় পুত্রকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বাসিত করিব! আমি কৌশল্যাকে পরিত্যাগ করিতে পারি, সুমিত্রাকে পরিত্যাগ করিতে পারি, রাজলক্ষ্মীও পরিত্যাগ করিতে পারি, এমন কি আপনার জীবন পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে পারি, তথাপি পিতৃবৎসল রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।

আমার হৃদয়নন্দন রামকে আমি যে সময় দেখি, সেই সময়েই আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া থাকি; ক্ষণ কাল রামকে দেখিতে না পাইলে আমার এই শরীরে চৈতন্যই থাকে না। যদিও ভূমি ব্যতিরেকে—সূর্য্য ব্যতিরেকে জীবগণ জীবন ধারণ করিতে পারে, যদিও সলিল ব্যতিরেকে উদ্ভিদ্‌গণও সজীব থাকিতে পারে, তথাপি রাম ব্যতিরেকে আমার দেহে ক্ষণমাত্রও জীবন থাকিতে পারে না! পাপনির্ব্বন্ধে! এখনও ক্ষান্ত হও! যথেষ্ট হইয়াছে। এই পাপনিশ্চয় পরিত্যাগ কর। এই আমি মস্তক দ্বারা তোমার চরণতলে নিপতিত হইতেছি! প্রসন্না হও।

পাপীয়সি! তুমি কি নিমিত্ত ঈদৃশ বিষম দারুণ পাপানুষ্ঠানের সঙ্কল্প করিয়াছ! কিরূপেই বা তোমার মনে ইহার উদয় হইল! আমি ভরতকে ভালবাসি কি না, তুমি কি তাহার পরীক্ষা করিতেছ? যদি তাহাই হয়, নিশ্চয় জানিও, ভরতের প্রতি আমার জীবন অপেক্ষাও সমধিক স্নেহ আছে।

কৈকেয়ি! পূর্ব্বে তুমি রামচন্দ্রের বিষয়ে পুনঃপুন আমাকে বলিয়াছ যে, আমার শ্রীমান রাম ধর্ম্মজ্যেষ্ঠ গুণজ্যেষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্র। এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, তুমি কেবল আমার মনস্তুষ্টির নিমিত্তই তাদৃশ মৌখিক প্রিয়বাক্য বলিয়া আসিয়াছ; নতুবা তুমি কি জন্য রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যাভিষেক-বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে আমাকে যার পর নাই সন্তাপ প্রদান করিতেছ!

আমার বোধ হয়, তুমি শূন্যগৃহে একাকিনী অবস্থান করিয়াছিলে বলিয়া ভূতাবিষ্টা হইয়া থাকিবে; তাহা না হইলে তুমি কি জন্য অদ্য পরবশা হইয়া নিজের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ বাক্য বলিতেছ! দেবি! দেখিতেছি, সুনীতি-সম্পন্ন ইক্ষ্বাকুবংশে মহতী দুর্নীতি উপস্থিত হইল! তুমি এই বংশের রাজমহিষী হইয়া গুণজ্যেষ্ঠ ধর্ম্মজ্যেষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্রকে অতিক্রম পূর্ব্বক কনিষ্ঠকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে যত্নবতী হইতেছ!

বিশালাক্ষি! ইতিপূর্ব্বে তুমি কখনও অযৌক্তিক বা আমার অপ্রিয় কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তা হও নাই; এই কারণে তুমি যে বর প্রার্থনা করিতেছ, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইতেছে না। মুগ্ধে! তুমি অনেকবার আমাকে বলিয়াছ যে, আমার নিকট মহাত্মা রাম ও ভরত উভয়েই তুল্য; কোন বিশেষ নাই; উভয়কেই আমি সমান ভালবাসি।

দেবি! অদ্য তুমি কি নিমিত্ত সেই পরম-ধার্ম্মিক যশস্বী রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস কামনা করিতেছ! কঠিন-হৃদয়ে! নিয়ত ধর্ম্ম-পরায়ণ অত্যন্ত সুকুমার কুমার রামচন্দ্রকে তুমি কি নিমিত্ত অতীব দারুণ ভীষণ অরণ্যে বাস করাইতে অভিলাষ করিতেছ! সুলোচনে! যে গুণাভিরাম রাম নিয়তই অবিচলিত ভক্তি সহকারে তোমার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া আসিতেছে, তুমি কি কারণে তাহারই নির্ব্বাসন কামনা করিতেছ!

কৈকেয়ি! তোমার প্রতি রাম ও ভরতের কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্যও দেখিতে পাওয়া যায় না; বরং ভরত অপেক্ষাও রামচন্দ্র তোমার সমধিক সম্মান, গৌরব ও সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকে; তদ্বিষয়ে কখনও তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি দেখি নাই। পুরুষ-প্রধান রামচন্দ্র ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ গুরু-শুশ্রূষা, তাদৃশ গৌরব, তাদৃশ সম্মান, তাদৃশ প্রতিপত্তি, তাদৃশ বিধেয়তা ও তাদৃশ বাক্য-প্রতিপালন করিয়া থাকে। আমার অন্তঃপুরে শত শত অবরোধগণের মধ্যে, শত শত পরিচারিকাদিগের মধ্যে, সহস্র সহস্র উপজীবিগণের মধ্যে, যদি কেহ অসূয়া-নিবন্ধন কাহারো অপবাদ বা অযশ প্রকাশ করে, তাহা হইলে আমার রামচন্দ্র তাহার অপনয়ন পূর্ব্বক সামঞ্জস্য করিয়া দিয়া থাকে। পুরুষ-প্রধান বিশুদ্ধ-হৃদয় রামচন্দ্র প্রিয়বচন দ্বারা এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া রাজ্যস্থিত সমুদায় লোককেই বশীভূত করিয়াছে।

রামচন্দ্র, সত্য বচন দ্বারা—সত্য ব্যবহার দ্বারা প্রজাগণকে, দান দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে, শুশ্রূষা দ্বারা গুরুগণকে, সশর শরাসন দ্বারা শত্রুগণকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়াছেন। সত্য, দান, তপস্যা, ত্যাগ, মিত্রতা, শৌচ, ঋজুতা, বিদ্যা, গুরুশুশ্রূষা, এই কয়েকটি অসাধারণ গুণ, গুণাকর রামচন্দ্রে অব্যভিচরিত ভাবে—অচলভাবে অবস্থিতি করিতেছে। দেবি! তুমি কি জন্য ঈদৃশ-অসাধারণ-গুণ-সম্পন্ন, সরল-হৃদয়, দেবকল্প, মহর্ষি-সদৃশ, তেজস্বী রামচন্দ্রের বনবাস ও অমঙ্গল প্রার্থনা করিতেছ!

প্রিয়বাদী রাম কখনো কাহাকেও অপ্রিয় বাক্য বলেন নাই; পৃথিবীর মধ্যে কোন ব্যক্তিই কখন যে তাঁহাকেও অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছে, এমতও স্মরণ হয় না; এক্ষণে আমি তোমার নিমিত্ত সর্ব্বজন-প্রিয় সেই কুমার রামচন্দ্রকে কিরূপে অপ্রিয় বাক্য বলিব! যে রামচন্দ্র তপঃ-পরায়ণ, ত্যাগশীল, সত্যনিষ্ঠ, পরম ধার্ম্মিক, কৃতজ্ঞ ও ক্ষমাগুণ-বিভূষিত, যিনি কখনও কোন জীবের প্রতি হিংসা করেন না, সেই রামচন্দ্র ব্যতিরেকে আমার কি গতি হইবে!!

কৈকেয়ি! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; আমার চরম কাল উপস্থিত হইয়াছে! এই দেখ, এক্ষণে আমার শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে! আমি কাতর হইয়া তোমার নিকট পুনঃপুন বলিতেছি, আমার প্রতি দয়া কর। কৈকয়-নন্দিনি! সাগর-মেখলা মেদিনী হইতে যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি তৎসমুদায়ই

তোমাকে প্রদান করিব; তুমি আমাকে মৃত্যু-মুখে নিক্ষেপ করিও না। কৈকেয়ি! আমি তোমার নিকট যোঁড়হাত করিতেছি, তোমার পায়ে ধরিতেছি, তোমার চরণে শরণাপন্ন হইতেছি, রামকে রক্ষা কর, আমাকে অধর্ম্ম-কূপে নিক্ষেপ করিও না।

মহারাজ দশরথ এইরূপ বাক্যে বিলাপ-পরিতাপ করিতে করিতে অচেতন-প্রায় হই-লেন। দুঃসহ-শোকাবেগে অভিভূত হওয়াতে তাঁহার শরীর ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। তিনি শোকসাগরের পরপারে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত পুনঃপুন প্রার্থনা ও বিলাপ করিতে লাগি-লেন। এদিকে কৈকেয়ী তদ্দর্শনে রৌদ্রতর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কঠোরতর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! যদি অগ্রে বরপ্রদান করিয়া পশ্চাৎ অনুতাপ ও পরিতাপ করেন, তাহা হইলে কোন্ মুখে এই পৃথিবীতে ধার্ম্মিকতা-প্রকাশ করিবেন! মহারাজ! আপনি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছেন; যে সময় নানাদেশীয় রাজর্ষি-গণ সমবেত হইয়া এই বিষয়ের কথা উত্থাপন করিবেন, তখন আপনি কি উত্তর দিবেন! আপনি কি তখন বলিবেন যে, যাঁহার অনু-গ্রহে আমি জীবন ধারণ করিতেছি, যিনি আমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইয়াছেন, যিনি আমাকে প্রাণপণে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে পূর্ব্বে বর দিয়া এক্ষণে তাহার অন্যথাচরণ করিলাম! এইরূপ কথা বলিতে আপনকার লজ্জা বোধ হইবে না! মহারাজ! আপনা হইতেই এই মহোজ্জ্বল রাজবংশের—এই ইক্ষ্বাকুবংশের কলঙ্ক ও অযশ হইল! আপনি অদ্যই বরপ্রদানে স্বীকৃত হইয়া—অদ্যই প্রতিজ্ঞা করিয়া, অদ্যই আবার তাহার অন্যথাচরণ করিতেছেন!—অদ্যই আর এক প্রকার কথা বলিতেছেন!!

মহীপতে! আপনি পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণের চরিত ও ইতিবৃত্ত স্মরণ করিয়া দেখুন;—মহা-রাজ শৈব্যের নিকট কপোত ও শ্যেন উপস্থিত হইলে ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত তিনি শ্যেন-পক্ষীকে আপনার মাংসচ্ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন।[১]

(১) চন্দ্রবংশীয় উশীনর নামক নরপতির পুত্র শিবি (শৈব্য) পরম ধার্ম্মিক, বদান্য, দয়াশীল ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী ছিলেন। তিনি আপনার জীবন প্রদান করিয়াও পরোপকার করিতেন। একদা তিনি একটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও বদান্যতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত হুতাশন ও পাকশাসন কপোত ও শ্যেন রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলেন।

শ্যেন কপোতকে ধরিয়া ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল; কপোত শ্যেন-ভয়ে আকুল হইয়া জীবন-রক্ষার নিমিত্ত মহারাজ শিবির ক্রোড়ে প্রবিষ্ট হইয়া কাতর স্বরে কহিতে লাগিল, মহীপতে! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, শ্যেন-পক্ষী আমাকে আক্রমণ করিতেছে—আমি শরণাগত; আমার প্রাণ রক্ষা করুন।

মহারাজ শিবি, কপোতকে ভীত ও শরণাপন্ন দেখিয়া অভয় প্রদান পূর্ব্বক আশ্বাস বাক্যে কহিলেন, কোন শঙ্কা নাই; নিরুদ্বেগে অবস্থান কর। পর ক্ষণেই শ্যেন-পক্ষী নিকটে গমন করিয়া কহিল, ভূপতে! এই কপোত আমার ভক্ষ্য; আমি যার পর নাই ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি; আপনি এই কপোতকে পরিত্যাগ করুন। আপনি ধর্ম্ম-শীল ও পরহিতৈষী। বৃক্ষ, ফল দ্বারা ও ছায়া দ্বারা যেরূপ সকলের হিত সাধন করে, আপনিও স্বার্থ-পরিশূন্য হইয়া সেইরূপ পরোপকার করিয়া থাকেন; মহারাজ! আমি ক্ষুধার্ত্ত; আমি আহারের নিমিত্ত বহুদূর হইতে এই কপোতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া আসি-তেছি; আপনি ইহাকে পরিত্যাগ করুন, আমি ভক্ষণ করি।

মহীপতি শিবি কহিলেন, এই কপোতপোত আমার শরণাগত হইয়াছে; আমি ইহাকে অভয় প্রদান করিয়াছি; তুমি এই কপোত ব্যতীত অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা কর, প্রদান করিতেছি। তুমি এই বিস্তীর্ণ রাজ্য বা অপর যে বস্তু কামনা করিবে, আমি তোমাকে তাহাই প্রদান করিব।

রাজর্ষি অলর্ক আপনার অঙ্গীকার-অনুসারে চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক প্রদান করিয়া সদ্‌গতি লাভ করিয়াছেন।[২] পূর্ব্বকালে সমুদ্র দেবগণের নিকট একবার প্রতিশ্রুত

শ্যেন কহিল, যদি এই কপোতের প্রতি আপনকার এতদূর স্নেহ জন্মিয়া থাকে, যদি আপনি এই কপোতকেই রক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে ইহার শরীরে যে পরিমাণে মাংস আছে; সেই পরিমাণ মাংস নিজ শরীর হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিউন। শ্যেনের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে শিবি প্রহৃষ্ট হৃদয়ে কহিলেন, এই আমি এইক্ষণেই কপোত-পরিমিত নিজ মাংস উৎকর্ত্তন পূর্ব্বক তুলা-দণ্ডে পরীক্ষা করিয়া তোমাকে প্রদান করিতেছি। পরে তিনি পরিতুষ্ট চিত্তে তুলা-দণ্ডের এক পার্শ্বে কপোতকে বসাইয়া নিজ মাংস ছেদন পূর্ব্বক অপর পার্শ্বে প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে যত মাংস প্রদান করিলেন, কিছুতেই কপোতের সম-পরিমাণ হইল না, প্রতিবারেই কপোতের ভার কিঞ্চিৎ অধিক হইতে লাগিল। অনন্তর যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার শরীরে আর অধিক মাংস নাই, তখন তিনি রাজ্য-সুখ ও জীবনাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম-প্রীত হৃদয়ে স্বয়ংই সেই তুলাদণ্ডে উপবেশন পূর্ব্বক কপোতের সহিত তুলিত হইলেন।

মহারাজ শিবি তুলা-যন্ত্রে আরোহণ করিবামাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন দেবরাজ ও অগ্নি নিজ নিজ দিব্য রূপ ধারণ পূর্ব্বক রাজাকে বর প্রদান করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।—ইহার বিশেষ বিবরণ মহাভারতের বনপর্ব্বে, অগ্নিপুরাণে এবং অন্যান্য পুরাণেও সবিস্তার বর্ণিত আছে।

(২) পূর্ব্বকালে বৎসনামে চন্দ্রবংশীয় এক নরপতি ছিলেন। তিনি সত্যপরায়ণ ছিলেন বলিয়া ঋতধ্বজ নামেও বিখ্যাত হয়েন; এবং কুবলয় নামক একটি দিব্য অশ্ব লাভ করিয়া কুবলয়াশ্ব নামেও বিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই কুবলয়াশ্ব হইতে রাজর্ষি অলর্কের জন্ম হয়। অলর্কের জননীর নাম মদালসা। ইনি বিশ্বাবসু-নামক গন্ধর্ব্বরাজের দুহিতা। মদালসা তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্না, অনন্য-সাধারণ-সদ্‌গুণ-সমলঙ্কৃতা ও নিরুপম-রূপবতী ছিলেন।

মদালসার গর্ভে প্রথম পুত্র উৎপন্ন হইলে কুবলয়াশ্ব তাহার 'বিক্রান্ত' এই নামকরণ করিলেন। পুত্রের নাম শুনিয়া মদালসা হাস্য করিতে লাগিলেন। শিশু পুত্র যখন হস্ত-পদ-সঞ্চালন পূর্ব্বক ক্রীড়া করেন, মদালসা তখন অবধি তাঁহাকে কথায় কথায় তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিতে লাগিলেন। বিক্রান্ত, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর দ্বিতীয় পুত্র উৎপন্ন হইলে পিতা তাহার সুবাহু এই নাম রাখিলেন। এই নাম শুনিয়াও মদালসা হাস্য করিতে লাগিলেন। সুবাহুও জন্মাবধি জননীর নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিয়া শৈশবাবসানেই সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিলেন।

পরে তৃতীয় পুত্র উৎপন্ন হইলে কুবলয়াশ্ব তাহার 'শত্রুমর্দ্দন' নাম রাখিলেন; মদালসা তাহাতেও হাস্য করিতে লাগিলেন। শত্রুমর্দ্দন যখন শয়ান থাকিয়া হস্ত পদ সঞ্চালন পূর্ব্বক ক্রীড়া করেন, তখন অবধি মদালসা তাঁহাকেও তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। বাল্যাবস্থা অতীত হইতে না হইতেই শত্রুমর্দ্দন, সংসার-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইলেন।

অনন্তর যখন মদালসার গর্ভে চতুর্থ পুত্র উৎপন্ন হইল, তখন কুবলয়াশ্ব কহিলেন, মদালসে! আমি যে পুত্রের যে নাম রাখি, তুমি তাহাই শুনিয়া হাস্য করিয়া থাক; ইহাতে বোধ হয়, কোন নামই তোমার মনোনীত হয় নাই; এক্ষণে তুমিই এই পুত্রের নামকরণ কর। মদালসা পতি-মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এই পুত্রের নাম অলর্ক। কুবলয়াশ্ব হাস্য করিয়া কহিলেন, এ নাম অসম্বদ্ধ হইল; অলর্ক শব্দের অর্থই হয় না। মদালসা কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে সমুদায় নাম রাখিয়াছেন, তাহা কিরূপে অর্থ-সঙ্গত ও সম্বদ্ধ হইল? প্রথম পুত্রের নাম বিক্রান্ত; ক্রান্তি শব্দের অর্থ একদেশ হইতে দেশান্তরে গমন; সর্ব্বব্যাপী পুরুষের কিরূপে দেশান্তরে গমন সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং বিক্রান্ত নাম নিরর্থক ও অসম্বদ্ধ। যে পুরুষের মূর্ত্তি নাই, তাঁহার সুবাহু নামও অর্থসঙ্গত হইতে পারে না। তৃতীয় পুত্রের নাম অরিমর্দ্দন; এই নামও অসম্বদ্ধ। এক পুরুষ সর্ব্বশরীরে অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার শত্রু মিত্র কেহই নাই। ভূত দ্বারা ভূতেরই মর্দ্দন হইয়া থাকে; অমূর্ত্তের মর্দ্দন কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না। ফলত ব্যবহারের নিমিত্তই নাম কল্পনা মাত্র। বিক্রান্ত, সুবাহু, শত্রুমর্দ্দন ও অলর্ক এই সমুদায় নামই ব্যবহারার্থ কল্পিত।

কুবলয়াশ্ব কহিলেন, মূঢ়ে! তুমি কি করিতেছ! তুমি তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দ্বারা সমুদায় পুত্রকেই নিবৃত্তি-মার্গে প্রেরণ করিলে! পিতৃলোকের পিণ্ড-লোপ হইল! এক্ষণে এই পুত্রটিকে প্রবৃত্তি-মার্গের উপদেশ প্রদান কর। মদালসা পতির আদেশানুসারে অলর্ককে কর্ম্ম-যোগের উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর বহুকাল রাজ্য পালন করিয়া মহারাজ কুবলয়াশ্ব অলর্কের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক যখন মহিষীর সহিত বনগমন করেন, তখন মদালসা অলর্ককে একটি অঙ্গুরীয়ক দেখাইয়া কহিলেন, বৎস! তোমাকে এই অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিতেছি, যখন ইষ্টবিয়োগ-জনিত, ধনক্ষয়-জনিত বা বিপক্ষ-বাধা-জনিত অসহ্য দুঃখ উপস্থিত হইবে, তখন এই অঙ্গুরীয়ক ভগ্ন করিয়া তন্মধ্য-স্থিত সূক্ষ্ম অক্ষরগুলি পাঠ করিবে। মদালসা এইরূপ উপদেশ পূর্ব্বক অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়া

হইয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি বেলা-লঙ্ঘন করেন না।[৩] মহারাজ! আপনি ধর্ম্মপরায়ণ; আপনি এই সমুদায় পুরাবৃত্ত স্মরণ করিয়া দেখুন। আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পূর্ব্বক মিথ্যাবাদী ও অনৃতাচারী হইবেন না।

আমার বোধ হয়, আপনকার দুর্ম্মতি ঘটিয়াছে,—কুবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। আপনি সত্য ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কৌশল্যার সহিত নিয়ত আমোদ-প্রমোদে কাল-যাপন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন! যাহাই হউক, আপনকার ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, আপনকার সত্য পালন হউক বা মিথ্যা পালনই হউক, আপনি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইবে না। আপনি যদি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন, তাহা হইলে আপনি দেখিবেন, আমি অদ্যই বিষ পান করিয়া আপনকার সমক্ষেই প্রাণত্যাগ করিব।

যদি আমি এক দিনও দেখিতে পাই যে, প্রজাগণ রামমাতা কৌশল্যাকে রাজমাতা

পতির সহিত বনগমন করিলেন। মহাত্মা অলর্ক ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

এই সময় কোন অন্ধ ব্রাহ্মণ, রাজর্ষি অলর্কের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যে, যদি রাজার চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তোমার চক্ষু-কোটরে সন্নিবেশিত করিতে পার, তাহা হইলে তোমার উত্তমরূপ দর্শনশক্তি হইবে। তিনি রাজর্ষি অলর্ককে কহিলেন, মহারাজ! আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হউন। অলর্ক কহিলেন, তোমার কি প্রার্থনা বল; তুমি যাহা চাহিবে, আমি তাহাই প্রদান করিব। ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আপনকার চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়া আমাকে প্রদান করুন। ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধ অলর্ক তৎক্ষণাৎ নিজ নয়নদ্বয় উৎপাটিত করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন।

এই রাজর্ষি অলর্ক, অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রার বরপ্রভাবে ষষ্টি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অক্ষত-শরীর, পরম-সুন্দর ও স্থির-যৌবন হইয়া বিস্তীর্ণ বারাণসী রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। রাজর্ষি অলর্কের একটি পরমধার্ম্মিক পুত্র হইয়াছিল। এই পুত্রের নাম সন্নতি।

অনন্তর একদা মহাযোগী সুবাহু দেখিলেন যে, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অলর্ক সাংসারিক সুখেই আসক্ত হইয়া রহিয়াছেন; তখন তিনি অনুজের মনে বৈরাগ্য জন্মাইবার উদ্দেশে কাশী প্রদেশের অধীশ্বরের নিকট গিয়া কহিলেন, আমি জ্যেষ্ঠ ও রাজ্যাধিকারী, আমার রাজ্য আমায় প্রদান করিবার নিমিত্ত কনিষ্ঠ অলর্কের প্রতি আদেশ প্রদান করুন। পরে কাশীপতির বাক্যে অলর্ক রাজ্য প্রদানে অসম্মত হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অলর্কের ধন ও সৈন্য ক্ষয় হইলে তিনি পরাভূত-প্রায় হইয়া অসহ্য দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এই সময় তিনি মাতৃদত্ত অঙ্গুরীয়ক ভগ্ন করিয়া তন্মধ্যে ক্ষুদ্রাক্ষরে লিখিত দুইটি শ্লোক দেখিতে পাইলেন,—

"सङ्गः सर्व्वात्मना त्याज्यः स चेत्त्यक्तुं न शक्यते।
स सद्भिः सह कर्त्तव्यः सतां सङ्गो हि भेषजम्॥
कामः सर्व्वात्मना हेयो हातुञ्चेच्छक्यते न सः।
मुमुक्षां प्रति तत् कार्य्यं सैव तस्यापि भेषजम्॥"

তিনি পুলকিত হৃদয়ে হর্ষোৎফুল্ল লোচনে বারংবার এই শ্লোকদ্বয় পাঠ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মোক্ষপ্রাপ্তির অভিলাষে সাধুসঙ্গ-অভিলাষী হইয়া ভগবান দত্তাত্রেয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার নিকট যোগাভ্যাস পূর্ব্বক সংন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পুত্র সন্নতি রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। সুবাহুও কাশীপতিকে কহিলেন, মহারাজ! আমি রাজ্যের প্রয়াসী নহি; আমার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইয়াছে; আমি তপস্যার নিমিত্ত বনে চলিলাম।—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, রামায়ণটীকা প্রভৃতি অনুসন্ধেয়।

রাজর্ষি মহাত্মা অলর্কের অলৌকিক চরিত অপ্রচারিত বলিয়া আমরা তাঁহার বিষয় এস্থলে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বিস্তারিত রূপে বিবৃত করিলাম।

(৩) একদা দেবগণ সমুদ্র-সমীপে গমন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন, জলনিধে! আপনি যখন যে পরিমাণেই স্ফীত ও প্রবৃদ্ধ হউন, বেলা অতিক্রম করিবেন না; সমুদ্র সেই বাক্য অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি বেলা অতিক্রম করেন না।—রামায়ণের রামাভিরামী টীকা।

বলিয়া তাহার নিকট করযোড়ে দণ্ডায়মান হইতেছে, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর! মহীপতে! আমি ভরতের দিব্য করিয়া এবং আমার আপনার দিব্য করিয়া আপনকার নিকট বলিতেছি, রামের নির্ব্বাসন ব্যতিরেকে আর কিছুতেই আমি পরিতুষ্ট হইব না। রাজমহিষী কৈকেয়ী এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মৌন অবলম্বন করিলেন; মহারাজ দশরথ বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না।

অনন্তর মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর তাদৃশ দারুণ বাক্য, রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি পর্য্যালোচনা করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয় ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক রহিলেন; কোন কথাই কহিলেন না। পরে তিনি রোষভরে অপ্রিয়বাদিনী প্রিয়তমা কৈকেয়ীকে অনিমিষ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবী কৈকেয়ীর মুখ-বিনিঃসৃত ঘোর বজ্র-সদৃশ দুঃখ-শোকময় অপ্রিয় বাক্য তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়তর বিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া তিনি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর মহীপতি দশরথ, রামের বনবাস বিষয়ে দেবী কৈকেয়ীর দৃঢ় নিশ্চয়, আপনার বরদান ও ঘোর শপথ স্মরণ পূর্ব্বক 'রাম' এই মাত্র উচ্চারণ করিয়াই দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ছিন্নমূল মহীরুহের ন্যায় মহীতলে নিপতিত হইলেন। তিনি তৎকালে আতুরের ন্যায় বিকৃতচিত্ত, উন্মত্তের ন্যায় বাহ্যজ্ঞান-পরিশূন্য ও মন্ত্রবলে বশীকৃত ভুজঙ্গের ন্যায় তেজোবিহীন হইয়া পড়িলেন। তিনি পুনর্ব্বার কাতর স্বরে দীন বচনে কৈকেয়ীকে কহিলেন, দেবি! ঈদৃশ সর্ব্বনাশের মূল—ঈদৃশ অনর্থকর বিষয়, হিতকর বলিয়া কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছে! ভূতোপহতচিত্তার ন্যায় ঈদৃশ অসঙ্গত বাক্য বলিতে তোমার কিছুমাত্র লজ্জা হইতেছে না! এক্ষণে তোমার শীল-ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে দেখিতেছি;—পূর্ব্বে তুমি যেরূপ সুশীলা ও সচ্চরিত্রা ছিলে, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। পূর্ব্বে যখন তুমি অপরিণতবয়স্কা ছিলে, তখন তোমার যাদৃশ ঔদার্য্য ও সচ্চরিত্র দেখিয়াছি, এক্ষণে তাহার কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।

দেবি! কাহা হইতে তোমার কি ভয় উপস্থিত হইয়াছে! কি নিমিত্ত তুমি এতাদৃশ অসম্ভব বর প্রার্থনা করিতেছ! রামকে বনে প্রেরণ পূর্ব্বক ভরতকে রাজ্য প্রদান করিলে তোমার কি ইষ্ট-সাধন হইবে! দেবি! বিরতা হও! ঈদৃশ ভাব পরিত্যাগ কর! অলীক আশঙ্কা করিও না। যদি তুমি পতির প্রিয়কার্য্য করিতে বাসনা কর, যদি তুমি ভরতকে সন্তুষ্ট করিতে চাও, যদি সর্ব্বলোকের নিকট নিন্দিত ও ঘৃণিত হইতে অভিলাষ না থাকে, তাহা হইলে ঈদৃশ পাপ-সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর।

পাপ-সঙ্কল্পে! তোমার হৃদয় অতিশয় ক্ষুদ্র, নৃশংস ও পাপে পরিপূর্ণ। "তুমি আমার রামচন্দ্রের অথবা আমার কি অপরাধ দেখিয়াছ? আমরা কি উভয়ে কখনও কোনও

ন্যায়বিরুদ্ধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছি? তুমি রামকে নির্ব্বাসিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ; কিন্তু আমার বোধ হয়, রাম অপেক্ষা ভরত সমধিক ধর্ম্ম-পরায়ণ; রাম ব্যতিরেকে ভরত কখনই রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইবে না,—রাজ্যমধ্যেও বাস করিবে না।

আমি যখন আদেশ করিব,—রাম! বনগমন কর, তখন রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় তাহার মুখশশী বিবর্ণ ও মলিন হইবে; আমি তাহা কিরূপে দেখিব! আমি সচিবগণের সহিত ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত যে রামাভিষেকের মন্ত্রণা করিয়াছি, তাহা এক্ষণে বিতথ হইয়া যাইবে! শত্রুগণ কর্তৃক পরাভূত ও নিহত নিজ সেনার ন্যায় আমি কিরূপে নিজ-মন্ত্রণা বিধ্বস্ত হইতে দেখিব!

যে সমুদায় রাজগণ নানাদিগ্‌দেশ হইতে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারা আমাকে কি বলিবেন! তাঁহারা বলাবলি করিবেন, ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা দশরথের বুদ্ধি নিতান্ত বালকের ন্যায়; ইহাঁর কোন কথারই স্থিরতা নাই; ইনি কিরূপে এতকাল রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছেন! কল্য প্রাতঃকালে বৃদ্ধ, গুণবান ও বহুশ্রুত জনগণ যখন আমাকে রামের রাজ্যাভিষেকের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কি উত্তর দিব! যদি আমি বলি, কৈকেয়ী পীড়াপীড়ি করাতে আমি রামকে বনে পাঠাইয়া দিতেছি, আমার এই সত্য কথাতেও কেহ বিশ্বাস করিবে না। সকলেই মনে করিবে, মহারাজ সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা কথা কহিতেছেন!

রামকে বনে প্রেরণ করিলে দেবী কৌশল্যা আমাকে কি বলিবেন! আমি তাঁহার ঈদৃশ অপ্রিয় কার্য্য করিয়া কি উত্তর দিব! তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব হৃদয়-নন্দন নন্দনকে বনবাস দিয়া কিরূপেই বা আমি তাঁহার কাছে মুখ দেখাইব! মহাবংশ-সম্ভূতা উদার-চরিতা দেবী কৌশল্যা কখনো ভার্য্যার ন্যায়, কখনো ভগিনীর ন্যায়, কখনো মাতার ন্যায় আমার সেবা-শুশ্রূষা ও লালন-পালন করিয়া থাকেন। তিনি নিরন্তর আমার প্রিয় কামনা করেন ও সতত প্রিয় বাক্য বলেন। তিনি সম্মান-যোগ্যা প্রধানা মহিষী, আমি তোমার জন্যই,—পাছে তোমার মনোদুঃখ হয়, সেই আশঙ্কাতেই—কখনও তাঁহার সম্মান রক্ষা করিতে পারি নাই, দুই একটি প্রিয় কথা বলিতেও সমর্থ হই নাই। বিষম রোগে আতুর ব্যক্তি কুপথ্য-ব্যঞ্জন-সমেত কদন্ন ভোজন করিলে পরিণামে যেরূপ অনুতাপ ভোগ করে, আমি তোমার অনুচিত চিন্তানুবর্ত্তন করিয়া—আমি এতকাল তোমার প্রতি অযথাযথ অনুচিত সুব্যবহার করিয়া এক্ষণে সেইরূপ অনুতাপ ও পরিতাপে দগ্ধ-হৃদয় হইতেছি।

রামচন্দ্র আশা পাইয়াও বংশ-পরম্পরাগত জ্যেষ্ঠ-লভ্য রাজসিংহাসনে বঞ্চিত হইলেন!—বিনা দোষে বনগমন করিলেন! ইহা দেখিয়া দেবী সুমিত্রা ভীতা ও শঙ্কিতা হইবেন; তিনি আর আমার প্রতি কখনও কোন বিষয়েই বিশ্বাস করিবেন না। রামচন্দ্রের উপস্থিত-রাজ্য-চ্যুতি ও নির্বাসন, এই দুইটি মহাকষ্টকর বাক্য শ্রবণ করিয়া পতিদেবতা

বৈদেহী কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় নিপতিতা হইবেন।

রামচন্দ্র বনগমন করিলে আমিও কাল-কবলে নিপতিত হইব; বিদেহরাজ-তনয়া সীতাও পতি-বিরহে শোকাকুলিতা হইয়া হিমালয়-পার্শ্ব-বর্ত্তিনী কিন্নর-বিরহিতা কিন্নরীর ন্যায় দুঃখাবেগে জীবন শোষণ করিবেন, সন্দেহ নাই। আমার রামচন্দ্র মহাবনে বাস করিবে, জনক-নন্দিনী অহর্নিশ রোদন করিতে থাকিবে; আমি ইহা দেখিয়া কোনমতেই অধিক দিন জীবন ধারণ করিতে পারিব না; তুমি বিধবা হইয়া পুত্রের সহিত রাজ্যভোগ কর।

তুমি পতিঘাতিনী ও অত্যন্ত অসতী; আমি এতকাল তোমাকে সতী মনে করিয়াছিলাম! কোন ব্যক্তি বিষ-সংযুক্ত-মদিরা পান করিয়া পরিশেষে যেরূপ পরিতাপ করে, আমি তোমাকে সুন্দরী বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক পরিণামে সেইরূপ অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি। তুমি এতদিন মিথ্যা সান্ত্বনা বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া আমার মনোহরণ করিয়াছিলে। ব্যাধ যেরূপ মধুর সঙ্গীত-শব্দ দ্বারা মৃগকে রুদ্ধ করিয়া পরিশেষে বধ করে, সেইরূপ তুমি মধুর বাক্যে আমার মন আকর্ষণ করিয়া এক্ষণে আমাকে বিনাশ করিতেছ। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ যেরূপ সর্ব্বত্র নিন্দিত হয়, সেইরূপ আর্য্য-সন্তানগণ আমাকে স্ত্রী-সুখের বিনিময়ে পুত্র-বিক্রেতা, অনার্য্য ও পাপিষ্ঠ বলিয়া পথে পথে নিন্দা করিয়া বেড়াইবেন।

হায়! কি দুঃখ!! কি কষ্ট!!! পূর্ব্বে তোমাকে বর প্রদান করিয়াছিলাম বলিয়া তোমার এই দারুণ বাক্য—তোমার এই অসহ্য বাক্য ক্ষমা করিতে হইতেছে! তোমাকে বর প্রদান করিয়া কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি; সেই বর প্রভাবেই আমি এতদূর কষ্ট ভোগ করিতেছি। পাপীয়সি! আমি নিতান্ত পাপাত্মা ও মূঢ়মতি; তুমি যে আমার উদ্বন্ধনী রজ্জু-স্বরূপা হইয়া জীবন সংহার করিবে, তাহা আমি অজ্ঞান-বশত জানিতে না পারিয়াই সুখ-কামনায় তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া আসিতেছি। আমি তোমার সহিত আমোদ-প্রমোদে—ক্রীড়া-কৌতুকে কালযাপন করিয়া আসিতেছি; এতদিন জানিতে পারি নাই যে, তুমি আমার কালস্বরূপ—মৃত্যুস্বরূপ হইবে। বালক বিশ্বস্ত হৃদয়ে নির্জ্জনে কৃষ্ণ-সর্পকে যেরূপ গ্রহণ করে, আমিও সেইরূপ অশঙ্কিত হৃদয়ে তোমাকে গ্রহণ করিয়াছি।

আমি তোমার বশতাপন্ন ও অতীব দুরাত্মা; সকলে আমায় পাপাত্মা নরাধম বলিয়া যার পর নাই নিন্দা করিবে; তাহারা সর্ব্বত্র বলিবে, দুরাচার রাজা দশরথ, নিতান্ত মূর্খ ও কাম-পরতন্ত্র। এই নরাধম, স্ত্রীর বশীভূত হইয়া স্ত্রীর কথানুসারেই প্রিয়তম পুত্র মহাত্মা রামচন্দ্রকে পৈতৃক রাজ্যে বঞ্চিত করিয়া বনে প্রেরণ করিল!

এতদিন রামচন্দ্র বেদপাঠ দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ও গুরু-শুশ্রূষা দ্বারা মহাকষ্টে কালাতিপাত করিয়াছেন; এক্ষণে তাঁহার সুখ-সম্ভোগের কাল সমুপস্থিত; এ সময় তাঁহাকে পুনর্ব্বার অতীব দারুণ, অতীব ভীষণ হৃদয়-বিদারণ কষ্টে নিপতিত হইতে হইল।

আমার রামচন্দ্র, নির্ম্মল-হৃদয় ও বিশুদ্ধ-স্বভাব; আমার মনের ভাব কিরূপ, সে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিবে না। আমি যখনই বলিব, বৎস! বনে গমন কর, সে তখনই যথাজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিবে, অন্য কোন উত্তরই করিবে না। বৎস রাম কখনই আমার নিকট দ্বিতীয় বাক্য বলে নাই; সে কখনই আমার বাক্যের প্রতিবাদ করিবে না। আমি রামচন্দ্রকে বন-গমন করিতে বলিলে যদি সে আমার প্রতিকূল আচরণ করে, তাহা হইলে আমি যার পর নাই পরিতুষ্ট হইব; কিন্তু বৎস রাম কোন ক্রমেই তাহা করিবে না।

আমার রামচন্দ্র বনগমন করিলে সকলেই আমাকে ধিক্কার প্রদান করিবে; সর্ব্বত্রই আমার নিন্দা প্রচার হইবে; সকলেই আমার অযশ ঘোষণা করিতে থাকিবে; ঈদৃশ অবস্থায় কাল ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আমাকে অবশ্যই গ্রাস করিবে; কখনই ক্ষমা করিবে না।

পুরুষ-প্রধান রামচন্দ্র বনগমন করিলে—আমি কাল-কবলে পতিত হইলে কৌশল্যা প্রভৃতি আমার প্রিয়-জনগণের যে কি দশা ঘটিবে, তাহা চিন্তা করিতেও পারি না! দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রা পতি-পুত্র-বিরহে দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া আমার সহিত চিতারোহণ করিবে, সন্দেহ নাই। কৈকেয়ি! তুমি কৌশল্যাকে, সুমিত্রাকে, আমাকে ও আমার তিন পুত্রকে নরকতুল্য ঘোর কষ্টে নিক্ষেপ করিয়া সুখিনী হইতেছ?

আমাদের এই ইক্ষ্বাকুবংশ অক্ষোভ্য; কোন রাজাই এতদ্বংশীয় রাজগণকে পরাভব করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন মহাবংশে আমি ও মহাবীর রামচন্দ্র না থাকিলে রাজলক্ষ্মী আকুলিতা হইবেন; তাদৃশ অবস্থায় তুমি কিরূপে রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থা হইবে?

আমার রামচন্দ্রের এই নির্ব্বাসন, যদি ভরতের প্রিয় ও অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর পর ভরত যেন আমার শ্রাদ্ধাদি প্রেতকৃত্য না করে।

পুরুষ-প্রধান রামচন্দ্র বনগমন করিলে নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু হইবে; তখন তুমি বিধবা হইয়া পুত্রের সহিত সুখে রাজ্যভোগ করিবে! অনার্য্যে! শত্রুরূপিণি! কৈকেয়ি! ইহা হইলেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে! কৈকেয়ি! আমার দুরদৃষ্ট নিবন্ধনই তুমি রাজপুত্রী-ব্যপদেশে আমার গৃহে বাস করিতেছ; ফলত তুমি আমার অকীর্ত্তি-রূপিণী, অযশোরূপিণী, সর্ব্বলোকের অবজ্ঞা-স্বরূপা ও সকলের ধিক্কার-স্বরূপা; আমি তোমা হইতেই পাপাত্মা ব্যক্তির ন্যায় এই সমুদায় অকীর্ত্তি, অযশ, অবজ্ঞা ও ধিক্কারের চিরন্তন ভাজন হইলাম।

হায়! আমার রামচন্দ্র নিরন্তর রথারোহণে, মাতঙ্গারোহণে বা তুরঙ্গারোহণে চিরকাল গতিবিধি করিয়া এক্ষণে কিরূপে মহারণ্য-মধ্যে কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর-ভূমিতে পদসঞ্চারে গমনাগমন করিবে! যাহার আহার-সময়ে কুণ্ডলধারী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাচকগণ অহঙ্কার

পূর্ব্বক পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে ভক্ষ্য ভোজ্য প্রস্তুত করে, সেই বৎস রাম কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি কদর্য্য বন্য আহার দ্বারা কিরূপে জীবন ধারণ করিবে! যে রাম চিরকাল মহামূল্য বসন ভূষণ পরিধান পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শয্যায় সুখে শয়ন করিয়া আসিতেছে, সেই রাম এক্ষণে কিরূপে কাষায় চীর-চীবর পরিধান পূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিবে!

পাপীয়সি! রামচন্দ্রের অরণ্যগমন ও ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেক, ঈদৃশ অচিন্তনীয় দারুণ বাক্যে, কাহার নিকট উপদিষ্টা হইয়াছ। শঠ ও স্বার্থপর নারীজাতিকে ধিক্! অথবা সকল নারীকেই গর্হণ করা অনুচিত; একমাত্র ভরতের জননীই শঠ ও স্বার্থ-পরায়ণ, অতএব ইহাকেই ধিক্!

নৃশংসে! তুমি স্বার্থসাধনের নিমিত্ত সকলেরই অনর্থ ও অমঙ্গল ঘটাইতেছ; আমি পরিণামে কেবল অনুতাপ ভোগ করিবার নিমিত্তই তোমাকে প্রযত্ন সহকারে গৃহে রাখিয়াছি! পাপীয়সি! আমা হইতে অথবা সর্ব্বহিতকারী রামচন্দ্র হইতে তোমার কি অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখিতেছ?

আমি রামচন্দ্রকে বনে প্রেরণ করিলে সমুদায় সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে; পিতৃগণ পুত্রসমুদায়কে পরিত্যাগ করিবে; ভার্য্যা অনুরক্ত পতিকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না; এইরূপে সমুদায় জগৎ পরস্পর অনুরাগ-শূন্য হইয়া পড়িবে, সন্দেহ নাই। যে সময় বহু বিভূষণে বিভূষিত দেব-কুমার-সদৃশ রূপ-গুণ-সম্পন্ন কুমার রামচন্দ্র আমার নিকট আগমন করে, তখন তাহাকে দেখিয়া আমার আনন্দের পরিসীমা থাকে না; বিশেষত আমি তাহাকে দেখিবামাত্র পুনর্ব্বার যুবার ন্যায় হইয়া উঠি।

বরং জল-বর্ষণ না হইলেও সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, 'দিবাকর' উদিত না হইলেও বরং চলিতে পারে, পরন্তু আমার বোধ হয়, রামচন্দ্র এ স্থান হইতে বন-গমন করিলে কোন ব্যক্তিই জীবিত থাকিবে না! তুমি আমার বিনাশ কামনা করিতেছ; তুমি পরম-শত্রু-রূপিণী হইয়া আমার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্তা হইয়াছ! তুমি যে আমার কালান্তক-স্বরূপ হইবে, তাহা না বুঝিয়াই আমি তোমাকে নিজগৃহে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়াছি! আমি মোহবশত খলস্বভাবা মহাবিষা ভুজঙ্গীকে ক্রোড়ে করিয়া রহিয়াছি! এক্ষণে ইহাতেই আমি হত হইলাম! নষ্ট হইলাম!

আমি এবং রাম ও লক্ষ্মণ ব্যতিরেকে একাকী ভরত এই রাজ্য শাসন করিতে পারিবে! কি আশ্চর্য্য! তুমি নিশ্চয়ই এই নগর, রাজ্য ও বন্ধু-বান্ধবগণকে বিনষ্ট করিয়া আমার শত্রুগণের আনন্দদায়িনী হইবে! নৃশংস-চরিতে! তুমি যত্নপূর্ব্বক এই বিপৎ আহ্বান করিতেছ! তুমি অদ্য হঠাৎ যে ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ, ইহাতে তোমার দন্তসকল কি নিমিত্ত সহস্রধা বিদীর্ণ হইয়া অধঃপতিত হইতেছে না!

আমার রামচন্দ্র কখনো কাহাকেও অপ্রিয় কিংবা অহিত বাক্য বলে নাই; সে পরুষ বাক্য বলিতেও জানে না। ঈদৃশ-গুণ-সম্পন্ন

প্রিয়বাদী রামচন্দ্রে তুমি কি নিমিত্ত দোষাশঙ্কা করিতেছ? যাহা হউক, কেকয়-কুলকলঙ্কিনি! তুমি দুঃখিতাই হও, শরীর শোষণই কর, আর জ্বলিয়াই যাও, অথবা আত্মহত্যাই কর, কিংবা এই পৃথিবী সহস্রধা বিদীর্ণ হউক, তুমি তন্মধ্যেই প্রবিষ্টা হও, তথাপি আমি কোন মতেই আমার,—সকলের অনিষ্টকর তোমার এই নিদারুণ বাক্য রক্ষা করিতে পারিব না।

তুমি ক্ষুর-ধারের ন্যায় আমার মর্ম্মচ্ছেদন করিতেছ। তুমি নিয়ত মিথ্যা প্রিয় বাক্য দ্বারা আমার মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছ! তুমি অতীব দুষ্টস্বভাবা ও স্বকুলঘাতিনী; তুমি আমার হৃদয় ও বন্ধুবান্ধবগণকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ! তুমি আমার বিষম-শত্রুরূপিণী; এক্ষণে তোমার মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।

যেমন আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির মন পরমাত্মা ব্যতিরেকে আর কিছুতেই নিবিষ্ট ও আনন্দিত হয় না, সেইরূপ রাম ব্যতিরেকে আমার আনন্দের কথা দূরে থাক, আমি জীবন ধারণ করিতেও সমর্থ হইব না। দেবি! তুমি আমার ঈদৃশ অনিষ্ট করিও না; তোমার চরণে শরণাপন্ন হইতেছি; প্রসন্না হও, ক্ষমা কর।

কৈকেয়ী মর্য্যাদা অতিক্রম পূর্ব্বক মর্ম্মে আঘাত করিলে লোকনাথ দশরথ এইরূপে অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে করিতে দেবী কৈকেয়ীর প্রসারিত চরণযুগলে নিপতিত হইতে অগ্রসর হইলেন; পরন্তু 'দেবি! প্রসন্না হও, দেবি! প্রসন্না হও' এই কথা বলিতে বলিতে চরণদ্বয় স্পর্শ না করিয়াই মূর্চ্ছাভিভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

দশম সর্গ।

দশরথের বিলাপ।

অনিষ্টাপাত-ভয়ে ও মর্ম্মান্তিক দুঃখে একান্ত কাতর মহারাজ দশরথ, পুণ্যক্ষয়ে দেবলোক হইতে পরিচ্যুত রাজর্ষি যযাতির ন্যায়, অযথারূপে পাদপ্রান্তে পতিত রহিয়াছেন দেখিয়াও, সমুদায় অনর্থের মূল ভয়-সঙ্কোচপরিশূন্যা কৈকেয়ী নির্ভীক হৃদয়ে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক ঘোরতর কঠোর বাক্যে পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ! সাধুগণ আপনাকে সত্যসন্ধ ও দৃঢ়ব্রত বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন; আপনিও অনেক সময় সত্যনিষ্ঠ বলিয়া আত্মশ্লাঘা করেন; এক্ষণে আপনি সত্য-পরায়ণ হইয়াও কি নিমিত্ত, অগ্রে বর প্রদান পূর্ব্বক পশ্চাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিতেছেন? কি নিমিত্তই বা সত্যপালনে কুণ্ঠিত হইতেছেন?

কৈকেয়ীর মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ দশরথ ক্রোধভরে বিহ্বল হইয়া ঘনঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে পুনর্ব্বার কহিলেন, অনার্য্যে! নীচাশয়ে! পরমশত্রুরূপিণি! কৈকেয়ি! মনুজ-কুঞ্জর রামচন্দ্র বনগমন করিলে আমি কালগ্রাসে পতিত হইলেই কি তুমি সুখিনী হও!—তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়!!

বহুদর্শী বহুগুণ-সম্পন্ন বৃদ্ধ গুরুগণ, আমাকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমি কি উত্তর করিব! আমি কি বলিব যে, আমার প্রিয়তমা কৈকেয়ীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত আমি রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল রাক্ষসাকীর্ণ দারুণ ভীষণ বনে পাঠাইয়া দিলাম! যদি এই সত্য কথা বলি, তাহা হইলে তাহা শুনিয়া কে না হাস্য করিবে! সকলেই বলাবলি করিবে, কাম-পরতন্ত্র রাজা দশরথের তুল্য মূর্খ ও নির্ব্বোধ আর দ্বিতীয় নাই। এই স্ত্রৈণ রাজা, স্ত্রীর পরামর্শেই অকারণে সর্ব্ব-গুণ-সম্পন্ন সর্ব্বজন-প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে বনবাস দিয়াছে! এইরূপে আমি সমুদায় সাধু-সমাজে নিন্দিত ও ঘৃণিত হইয়া উঠিব! যে ব্যক্তি সকলের নিকট ঘৃণিত হয়, তাহার ইহ লোকে বা পরলোকে, কোথাও মঙ্গল হয় না।

আমি স্ত্রীজিত, নৃশংস ও দুরাত্মা; পরন্তু সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন মহাত্মা রাম, আমা দ্বারাই আপনাকে পিতৃমান মনে করিয়া পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে।

আমি পূর্ব্বে নিঃসন্তান ছিলাম; পরে বৃদ্ধাবস্থায় বহু কষ্টে বহু পরিশ্রমে মহাতেজা মহাত্মা রামচন্দ্রকে লাভ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছি। এই জীবন-ধন কুমারকে আমি কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারি! আমার রাম শূর, কৃতবিদ্য, জিতক্রোধ ও ক্ষমাশীল; এই পদ্মপলাশ-লোচন রামকে আমি কিরূপে নির্ব্বাসিত করিতে পারি! ইন্দীবর-শ্যাম দীর্ঘ-বাহু মহাবল অভিরাম রামকে আমি কিরূপে রাক্ষস-সঙ্কুল দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করিব!

ধীমান রাম চিরকাল সুখ সম্ভোগ করিয়া আসিতেছে, এ পর্য্যন্ত কখনও কিছুমাত্র দুঃখের বার্ত্তা জানে না; এক্ষণে সে সুখোচিত হইয়াও অনুচিত দুঃখ-পরম্পরা ভোগ করিবে, ইহা আমি কিরূপে দেখিব! দুঃখ-ভোগের অযোগ্য রামচন্দ্রকে দুঃখ-সাগরে নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমি সুখী ও পরিতৃপ্ত হই।

নৃশংসে! পাপসঙ্কল্পে! কৈকেয়ি! আমার প্রিয় পুত্র সত্য-পরাক্রম রামচন্দ্রকে তুমি কি নিমিত্ত দুঃখার্ণবে নিমগ্ন করিতেছ! ইহাতে সকলেই আমাকে স্ত্রৈণ ও নীচাশয় বলিয়া ঘৃণা করিবে। পাপীয়সি! যাহাকে সর্ব্বদাই প্রিয় কথা বলা কর্ত্তব্য, তাদৃশ পরমপ্রিয় সুখোচিত সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন রামচন্দ্রকে আমি কিরূপে বলিব যে, তুমি উপস্থিত রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন কর! আমি অতি নৃশংস, অজিতেন্দ্রিয়, সত্ত্ববিহীন, স্ত্রীবিধেয়, নিরামর্ষ, নিরুৎসাহ ও অল্পবীর্য্য; আমাকে ধিক্! কি কষ্ট! সকল স্থানেই আমার অযশ প্রচার হইবে; সকলেই আমাকে নীচাশয় বোধ করিবে; সকলেই আমাকে পাপাত্মা মনে করিয়া অবজ্ঞা করিতে থাকিবে!

মহারাজ দশরথ, শোকাবেগে উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয় হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, এমত সময় ভগবান মরীচিমালী দিবাকর অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলেন; রজনী উপস্থিত হইল। রাজা অতীব কাতর হইয়া

বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পক্ষে চন্দ্র-মণ্ডল-মণ্ডিতা ত্রিযামা, শতবর্ষের ন্যায় সুদীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল।

বৃদ্ধ মহারাজ দশরথ, দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশমণ্ডলে আসক্ত-লোচন হইয়া কাতরভাবে করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, হা নৃশংসে কৈকেয়ি! তুমি আমাকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। তুমি রাজ্য লোভে আমাকে পরিত্যাগ করিতেছ। আমিও অবিলম্বে জীবন বিসর্জ্জন করিব, সন্দেহ নাই। হা পুত্র রাম! হা সর্ব্বজন-প্রিয়! হা সর্ব্বহিতৈষিন! হা ক্ষত্রিয়কুল-ধূমকেতু-জামদগ্ন্য-বিজয়িন! হা লোচনানন্দ! হা প্রিয়দর্শন! হা ধর্ম্মাত্মন! হা পিতৃভক্ত! হা গুরুবৎসল! এই ক্ষীণপুণ্য নরাধম তোমাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিবে! হা রজনি! তুমি সকল জীবের জীবনের অর্দ্ধাংশ হরণ করিয়া থাক, আমি তোমার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি দয়া কর; আমার কামনা পূর্ণ কর; অদ্য তুমি প্রভাত হইও না; অথবা তুমি শীঘ্রই গমন কর; অধিক ক্ষণ বিলম্ব করিও না; আমি আর অধিক ক্ষণ এই নির্ঘৃণা, নির্লজ্জা, নৃশংসা, পতিঘাতিনী পরম পাপীয়সী কৈকেয়ীর মুখ দেখিতে চাহি না।

মহারাজ দশরথ, এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিয়া পুনর্ব্বার কৃতাঞ্জলিপুটে কৈকেয়ীকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, পতিব্রতে! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার আর অধিক দিন পরমায়ু নাই; আমি নিতান্ত কাতর হইয়া তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি; আমি চিরকাল তোমারই বশীভূত ও অনুগত। কল্যাণি! প্রসন্না হও; আমাকে রক্ষা কর। দেবি! বিশেষত আমি রাজা, আমার প্রতি কৃপা কর। মুগ্ধে! তুমি অতীব বুদ্ধিমতী; তুমি সকলই বুঝিতে পারিতেছ; তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ কর; দয়া কর। দেবি! প্রসন্না হও; রাম তোমার দত্ত রাজ্যই ভোগ করুক; ইহাতে তোমার চতুর্দ্দিকেই যশঃ-সৌরভ প্রচারিত হইবে। প্রিয়তমে! তুমি রামকে রাজ্য প্রদান করিলে রামের, আমার, গুরুগণের, ভরতের ও সমুদায় লোকেরই প্রিয়কার্য্য করা হইবে। সুন্দরি! যদি তুমি আমার মন বুঝিবার নিমিত্ত আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়া থাক, তাহা হইলে ক্ষান্ত হও; আমি সর্ব্বতোভাবে তোমারই অনুগত তোমারই অধীন; তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কৈকেয়ি! রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন ব্যতিরেকে আর যাহা যাহা চাহিবে, তৎসমুদায়ই আমি তোমাকে প্রদান করিব; তুমি সর্ব্বস্ব চাও, সর্ব্বস্ব দিব; আমার জীবন চাও, জীবনও দিব; আমার প্রতি প্রসন্না হও। কৈকেয়ি! আমি একাকীই যে রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের বিষয় আদেশ করিয়াছি, এরূপ নহে; পরন্তু সভামধ্যে আসীন হইয়া গুরুগণ, পুরোহিতগণ, অমাত্যগণ, রাজগণ ও প্রজাগণের সহিত একবাক্য হইয়াই মন্ত্রণা পূর্ব্বক রামের রাজ্যাভিষেক ঘোষণা করা

হইয়াছে; এক্ষণে কিরূপে আমি তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হইব। সাধ্বি! আমি যার পর নাই ভীত হইয়া তোমারই চরণে শরণাপন্ন হইতেছি; আমার প্রতি কৃপা কর; দয়া কর; প্রসন্না হও!

এইরূপে বিশুদ্ধ-স্বভাব মহারাজ দশরথ, একান্ত-কাতর হইয়া নয়নজল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে কৈকেয়ীর নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; পরন্তু দুষ্ট-স্বভাবা নৃশংসা কৈকেয়ী কোন কথাই কহিলেন না।

অনন্তর মহারাজ দশরথ, প্রতিকূল-বাদিনী দুষ্টা কৈকেয়ী হইতেই প্রাণপ্রতিম প্রিয়তম পুত্র রামচন্দ্রের বনবাস উপস্থিত হইল বুঝিতে পারিয়া, নিরতিশয় দুঃখিত ও বিষন্নতর হৃদয়ে পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

একাদশ সর্গ।

কৈকেয়ীর তিরস্কার।

বৃদ্ধ মহারাজ দশরথ, পুত্রশোকে একান্ত-কাতর, দীন-ভাবাপন্ন, চৈতন্য-বিরহিত ও ভূতলে নিপতিত হইয়া মুমূর্ষুর ন্যায় বিচেষ্টমান হইতেছেন দেখিয়া, কৈকেয়ী কহিলেন, মহারাজ! এ কি! আপনি কি জন্য মহাপাতকীর ন্যায় অবসন্ন হইয়া ক্ষিতিতলে শয়ন করিতেছেন! আমাকে বর প্রদান করাই কি আপনকার মহাপাতকের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। আপনকার এরূপ করা উচিত হয় না; আপনকার সত্যে অবস্থান করা—ধৈর্য্য অবলম্বন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। সত্যবাদী ধর্ম্মশীল মহাত্মারা বলিয়া থাকেন, সত্যই পরমধর্ম্ম; আমি সেই সত্য আশ্রয় করিয়াই—আমি আপনাকে সত্যবাদী মনে করিয়াই বর প্রার্থনা করিয়াছি।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহীপতি শিবি, কপোতকে অভয় প্রদান করিয়া শ্যেনকে আপনার মাংস প্রদান পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন; সরিৎপতি সাগর সত্য-রক্ষার নিমিত্ত বেলা লঙ্ঘন করেন না; রাজর্ষি অলর্ক কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া আপনার নয়নদ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন; আপনিও সেইরূপ সত্য-প্রতিজ্ঞ হউন। আপনি পূর্ব্বে বরদ্বয় অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে লোভাভিভূত কাপুরুষের ন্যায় কি জন্য তাহা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন!

রাজন! সত্যই পরমব্রহ্ম; সত্যেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; সত্যই অক্ষয় বেদ; সত্য দ্বারাই পরম-পদ লাভ করিতে পারা যায়। মহারাজ! যদি আপনকার ধর্ম্মে মতি থাকে, তাহা হইলে আপনি সত্যের অনুবর্ত্তী হউন; আপনি আমাকে যে বর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সফল হউক। আপনি মায়া-মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামকে বনবাসের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিউন। আমি আপনাকে তিন সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি এই বর গ্রহণে কখনই ক্ষান্ত হইব না; আপনি ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষার

নিমিত্ত, পারত্রিক মঙ্গলের নিমিত্ত, আমার নিকট কৃত অঙ্গীকার পালনের নিমিত্ত, সত্য রক্ষার নিমিত্ত, রামকে নির্ব্বাসিত করুন, বনে পাঠাইয়া দিউন; বিলম্ব করিবেন না। মহারাজ! অদ্য যদি আপনি আমার কথা রক্ষা না করেন, অদ্য যদি আপনি আমার কামনা পূর্ণ না করেন, তাহা হইলে আপনকার সমক্ষেই আমি এখনি প্রাণত্যাগ করিব।

পূর্ব্ব কালে দৈত্যরাজ বলি যেমন বিষ্ণুর ছলপাশ ছেদন করিতে না পারিয়া অগত্যা বদ্ধ হইয়াছিলেন, মহারাজ দশরথও সেইরূপ তৎকালে কৈকেয়ীর ছলপাশে বদ্ধ হইলেন; কোন ক্রমেই তাহা উন্মোচন করিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ হইল; তিনি ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তাঁহার হৃদয় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল, মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। শ্রান্ত ক্লান্ত ও ভার-বহনে অসমর্থ বলীবর্দ্দ, শকটের চক্রদ্বয়ের মধ্যে যোজিত হইয়া কশাঘাতে যেরূপ অতি-ব্যথিত, পরিস্পন্দিত ও উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত হয়, মহারাজ দশরথও সেইরূপ অঙ্গীকার-শকটে বরদ্বয়রূপ চক্রদ্বয়ের মধ্যে ছলপাশে সংযত হইয়া কৈকেয়ীর বাক্য-কশাঘাতে অতীব ব্যথিত এবং বিভ্রান্ত-নয়ন, উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয় ও চৈতন্য-রহিত হইয়া পড়িলেন।

মহীপতি দশরথ, বহুকষ্টে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাকে কথঞ্চিৎ স্থির করিয়া শোকাবেগভরে রোষারুণিত লোচনে কৈকেয়ীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, নৃশংসে! পাপশীলে! তোমাকে ধিক্! পাপীয়সি! তোমার ঘৃণা নাই, লজ্জা নাই! পতিঘাতিনি! আমি অদ্য তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। তুমি রাজ্যলুব্ধা, ক্ষুদ্রা ও নীচাশয়া; তোমায় আর আমার প্রয়োজন নাই। আমি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তোমার যে পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে পরিত্যাগ করিলাম; তোমার নিমিত্ত নিরপরাধ ভরতকেও পরিত্যাগ করিতেছি।

এক্ষণে রজনী প্রভাতপ্রায় হইয়াছে; সূর্য্যোদয় হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। গুরুগণ ও অমাত্যগণ এক্ষণে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত আমাকে ত্বরান্বিত করিবেন, সন্দেহ নাই। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত যে সমুদায় দ্রব্যসামগ্রীর আয়োজন হইয়াছে, আমার মৃত্যু হইলে সেই সমুদায় দ্রব্যসামগ্রী দ্বারাই রামচন্দ্রই যেন আমার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি করেন। পাপাচারে! যদি আমার মৃত্যুর পরেও তোমা হইতে রামাভিষেকের ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে তুমি বা তোমার গর্ভের সন্তান যেন আমার শ্রাদ্ধতর্পণাদি না করে।

মহাত্মা দশরথ দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থাতেই তাঁহার সমুদায় রজনী অতিবাহিত হইল।

অনন্তর নিশীথিনী প্রভাতা হইলে সুমন্ত্র দ্বারদেশে উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ বাক্যে মহীপতি দশরথকে জাগরিত

করিতে লাগিলেন যে, নরপতে! আপনকার পক্ষে রজনী সুপ্রভাত হইল; আপনকার মঙ্গল হউক; আপনি নিদ্রা পরিহার পূর্ব্বক সুখোত্থিত হউন; সর্ব্ব-বিষয়ক মঙ্গল দর্শন করুন; রাজলক্ষ্মীর সহিত সঙ্গত হউন; পূর্ণ-শশধর-সন্দর্শনে পূর্ণ পয়োনিধি যেরূপ পরিবর্দ্ধিত হয়, আপনি সর্ব্ববিভবে পূর্ণ হইয়াও সেইরূপ পুনঃ-পরিবর্দ্ধিত হউন। মহীপাল! আপনি সর্ব্ব-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও রাজলক্ষ্মী-সঙ্গত হইয়া সূর্য্যের ন্যায়, চন্দ্রের ন্যায়, ইন্দ্রের ন্যায় ও বরুণের ন্যায় আনন্দিত হউন।

অনন্তর মহীপতি দশরথ, সুমন্ত্রের তাদৃশ মাঙ্গলিক প্রতিবোধন-বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সূত! আমি ঘোর দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছি; আমি স্তবের যোগ্যপাত্র নহি; তুমি কি নিমিত্ত আমার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ! আমি একে অপরিহরণীয় মর্ম্মান্তিক দুঃখে কাতর, তাহাতে আবার তুমি কি নিমিত্ত এরূপ বাক্য-বাণে আমার মর্ম্মভেদ করিতেছ? সুমন্ত্র মহারাজের তাদৃশ কাতর-বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইয়া সেই স্থান হইতে অপসৃত হইলেন।

এই অবসরে পাপশীলা কৈকেয়ী বাক্যরূপ শল্য দ্বারা মর্ম্মভেদ পূর্ব্বক মহারাজকে অবসন্ন করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ! আপনি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় ঈদৃশ কাতর বাক্য বলিতেছেন কেন। যদি আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হয়েন, তাহা হইলে আপনাকে হিতবাক্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি এই ক্ষণেই বিশ্রব্ধ হৃদয়ে অবিকৃত চিত্তে রামচন্দ্রকে আহ্বান করিয়া বনে পাঠাইয়া দিউন। মহারাজ! এক্ষণে বিষাদ ও দুঃখের সময় নহে; মোহে অভিভূত হওয়াও অধুনা উচিত হইতেছে না; সম্প্রতি আপনি রামকে নির্ব্বাসিত করিয়া ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন এবং আমাকে শত্রুভয়-পরিশূন্যা করিয়া বিগতব্যথ ও নিশ্চিন্ত হউন।

এইরূপে মহীপতি দশরথ, অঙ্কুশাহত কুঞ্জরের ন্যায়, কৈকেয়ীর বাক্যাঙ্কুশে মর্ম্মে আহত হইয়া শোকানলে দহ্যমান হইতে লাগিলেন।

এদিকে, বিভাবরী প্রভাত হইয়াছে—দিবাকর উদিত হইয়াছেন—পুষ্যানক্ষত্র যোগে পুণ্য মুহূর্ত্ত ও শুভ লগ্ন উপস্থিত হইয়াছে—দেখিয়া, সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন মহর্ষি বশিষ্ঠ, শিষ্যসমূহে পরিবৃত হইয়া অভিষেক-সামগ্রী গ্রহণ পূর্ব্বক রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, রাজপথ সমুদায় সম্মার্জ্জিত ও জলসিক্ত হইয়াছে; উভয় পার্শ্বে ধ্বজ-পতাকা-শ্রেণী শোভা বিস্তার করিতেছে; অপূর্ব্ব দ্রব্য সমুদায়ে পরিপূর্ণ বিপণি ও আপণ-শ্রেণী সুসজ্জিত হইয়া অভূত-পূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; সকলেই পরম আনন্দে পরিপূর্ণ; সকলেই রামচন্দ্রের দর্শনার্থ সমুৎসুক; চতুর্দ্দিকেই মহোৎসব হইতেছে; চন্দন অগুরু ধূপ প্রভৃতির অননুভূত-পূর্ব্ব সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে।

অসংখ্য-ধ্বজপতাকা-বিভূষিত পুরন্দর-পুরী-প্রতিম রাজপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ, পৌর-জানপদ-জনগণ-সমাকীর্ণ ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী-মণ্ডিত যষ্টি-হস্ত-প্রহরি-প্রবর-পরিব্যাপ্ত সুজাতীয়-সদশ্ব-রত্ন-সুশোভিত অন্তঃপুর-পরিসরে প্রবেশ পূর্ব্বক পরম-প্রীত হৃদয়ে পরমর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া জনতা অতিক্রম পূর্ব্বক চলিলেন। তিনি, পুরুষ-প্রবর পৃথিবীপতি দশরথের প্রধান দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন, প্রিয়দর্শন সচিব সারথি সুমন্ত্র, অভ্যন্তর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইতেছেন।

মহাতেজা মহর্ষি, সূতসুত সুবিজ্ঞ সচিব সুমন্ত্রকে সম্মুখে সমুপস্থিত দেখিয়া সুপ্রীত-হৃদয়ে কহিলেন, সুমন্ত্র! আমার আগমন-বার্ত্তা মহারাজের নিকট নিবেদন কর। ঐ দেখ, জাহ্নবী-জল-পূর্ণ ও সাগর-সলিল-পূর্ণ সুবর্ণ সুবর্ণ-কলস সমুদায় অভিষেকের নিমিত্ত আহৃত হইয়াছে; এ দিকে দেখ, উড়ুম্বর-দারু-বিনির্ম্মিত ভদ্রপীঠ, সর্ব্বশস্য, সর্ব্ববীজ, সর্ব্বপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্য, নানাবিধ রত্নসমূহ, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, দর্ভ, বহুবিধ কুসুম-সমূহ, দুগ্ধ, মঙ্গলাচরণার্থ নিরুপম-রূপবতী মনোহারিণী আটটি কুমারী, মদমত্ত মহামাতঙ্গ, তুরঙ্গ-চতুষ্টয়-সংযুক্ত সুমনোহর মহারথ, খড়্গ, সুরম্য শরাসন, বাহকগণ-সমেত নর-যান, সুধাংশুমণ্ডল-সদৃশ শ্বেতচ্ছত্র, শ্বেত চামর, হিরণ্ময় ভৃঙ্গার, হেমদাম-বিমণ্ডিত ককুদ্মান্ শ্বেত বৃষভ, উদ্ভিন্ন-দন্তচতুষ্টয় মহাবল তরুণ কেশরী, পবন-সদৃশ-বেগবান মহাবল মহাশ্ব, অসাধারণ মহার্হ সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, হুতাশন, হব্য, সমিৎ, বাদিত্র-সমুদায়, বহুবিধ-বিভূষণ-বিভূষিত নবযৌবন-সম্পন্ন বার-বিলাসিনীগণ, আচার্য্যগণ, ব্রাহ্মণগণ, গোগণ, পবিত্র বিহঙ্গগণ, কুরঙ্গগণ, সমুদায়ই উপস্থিত। ঐ দেখ, রাজগণ, ব্রাহ্মণগণ, প্রধান প্রধান পৌরগণ, সম্ভ্রান্ত জানপদ-জনগণ, বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণ, সকলেই প্রীত হৃদয়ে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক প্রতীক্ষা করিতেছেন। সুমন্ত্র! মহারাজকে ত্বরা দাও; এই সূর্য্যোদয় হইলেই পুষ্যানক্ষত্র-যোগে রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে হইবে।

মহাত্মা বশিষ্ঠের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সূত-তনয় সুমন্ত্র, পুনর্ব্বার মহারাজের স্তব করিতে করিতে অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বাবধি আদেশ থাকাতে রাজার বিশ্বস্ত প্রিয়-চিকীর্ষু দ্বারপালগণ সেই বৃদ্ধ সচিবের গতিরোধ করিল না। তিনি রাজার তাদৃশ শোচনীয় অবস্থা জানিতে পারেন নাই, সুতরাং সমীপবর্ত্তী হইয়া পুনর্ব্বার সন্তোষকর বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন।

সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে মাঙ্গলিক প্রবোধন-পাঠে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ স্তুতি বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! ভাস্করোদয়ে ঊষারাগ-রঞ্জিত ঊর্ম্মিমালী মহাসাগর যেরূপ প্রীতিপ্রদ হয়, সেইরূপ আপনিও প্রীত হৃদয়ে সমুজ্জ্বল বেশ ধারণ পূর্ব্বক আমাদিগকে আনন্দিত করুন। পূর্ব্বে এইরূপ সূর্য্যোদয়ের সময়, মাতলি দেবরাজের স্তব করেন, দেবরাজও উত্থিত হইয়া সমুদায় দানবগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত আমিও আপনাকে

প্রবোধিত করিতেছি। বেদ বেদাঙ্গ ও সমুদায় বিদ্যা যেরূপ আত্মভূ প্রভু স্বয়ম্ভুকে প্রবোধিত করেন, সেইরূপ আমি আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি। দিবাকর ও নিশাকর যেরূপ ভূতধরা ধরাকে প্রবোধিত করেন, সেইরূপ এক্ষণে আমি আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি। মহারাজ! উত্থিত হউন। অভিষেকোৎসবের নিমিত্ত মাঙ্গল্য বসন ভূষণাদি ধারণ করিয়া মেরু-শিখর-স্থিত দিবাকরের ন্যায় বিরাজমান হউন। কাকুৎস্থ! দিবাকর, নিশাকর, দেবদেব, দেবরাজ, বরুণ, বৈশ্বানর ও বৈশ্রবণ, ইহাঁরা আপনাকে বিজয়ী করুন। মহারাজ! রজনী প্রভাতা হইয়াছে, মঙ্গলকর দিবস উপস্থিত; অদ্য মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে; জাগরিত হউন।

অভিষেকের দ্রব্য সামগ্রী সমুদায় প্রস্তুত ও আহৃত হইয়াছে; পৌরগণ, জনপদবাসী জনগণ, সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণ ও ব্রাহ্মণগণের সহিত সমবেত হইয়া ভগবান বশিষ্ঠ উপস্থিত আছেন। মহারাজ! যাহাতে ত্বরায় রামের রাজ্যাভিষেক হয়, তদ্বিষয়ে আজ্ঞা করুন। পশু-পালক না থাকিলে পশুগণের যেরূপ অবস্থা হয়, সেনানীর অভাবে সেনাগণের যেরূপ অবস্থা হয়, চন্দ্র ব্যতিরেকে বিভাবরীর যেরূপ অবস্থা হয়, বৃষভ ব্যতিরেকে ধেনুগণের যেরূপ অবস্থা হয়, রাজা উপস্থিত না থাকিলে প্রজাগণেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে।

মহারাজ দশরথ, সুমন্ত্রের মুখে তাদৃশ গভীরতর সান্ত্বনা বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন; পরে তিনি শোক-জাগর-কষায়িত-লোহিত লোচনে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি পুনর্ব্বার কি নিমিত্ত ঈদৃশ বাক্যে আমার মর্ম্মভেদ করিতেছ!

সুমন্ত্র, মহারাজের মুখে তাদৃশ করুণাপূর্ণ কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই স্থান হইতে অপসৃত হইতেছেন, ঈদৃশ সময়ে মন্ত্রজ্ঞা কৈকেয়ী যখন দেখিলেন, মহারাজ শোকে অভিভূত হইয়া কাতরতা নিবন্ধন স্বয়ং সুমন্ত্রকে কিছু বলিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি স্বয়ং কহিলেন, সুমন্ত্র! রামের যৌবরাজ্যাভিষেকে সমুৎসুক হইয়া মহারাজ রাত্রিজাগরণ নিবন্ধন পরিশ্রান্ত ও নিদ্রা-বশবর্ত্তী হইয়াছেন; তুমি শীঘ্র যশস্বী কুমার রামচন্দ্রকে এখানে আনয়ন কর; এ বিষয়ে বিলম্ব বা বিচার করিও না। সুমন্ত্র কহিলেন, দেবি! আপনি ক্ষমা করিবেন; রাজার আজ্ঞা না পাইয়া আমি কিরূপে রামচন্দ্রকে এখানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করিতে পারি?

মহারাজ দশরথ, সুমন্ত্রী সুমন্ত্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে কহিলেন, সূত! আমি সত্যপাশে বদ্ধ ও উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয় হইয়া পড়িয়াছি; আমি একবার আমার রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহাকে একবার এই স্থানে আনয়ন কর। কৈকেয়ী মহারাজের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র পুনর্ব্বার কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি বিলম্ব করিও না; শীঘ্র গমন কর; যাহাতে রাম

শীঘ্র আইসে, তাহা করিবে; তুমি স্বয়ং ত্বরা দিবে।

সুমন্ত্র এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কল্যাণজনক মনে করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং রাজাজ্ঞানুসারে প্রীত হৃদয়ে সত্বর পদে গমন করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, বোধ হয়, মহারাজ এই স্থানে কৈকেয়ীর সমক্ষেই রামচন্দ্রকে অভিষেক করিতে যত্নবান হইতেছেন; সুমন্ত্র এইরূপ মনে করিয়া রামসন্দর্শনার্থ আনন্দিত হৃদয়ে সাগর-হ্রদ-সদৃশ অন্তঃপুর হইতে বিনির্গত হইলেন।

এইরূপে তিনি অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সমাগত রাজগণ, মন্ত্রিগণ ও পুরোহিতগণ সকলেই উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

দ্বাদশ সর্গ।

আভিষেচনিক দ্রব্যের উপক্ষেপ।

এদিকে বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী ব্রাহ্মণগণ, প্রধান প্রধান সচিবগণ, পুরোহিতগণ, সেনানীগণ ও সমৃদ্ধ বৈশ্যগণ স্ব স্ব আবাসে নিশাযাপন পূর্ব্বক, সূর্য্যোদয়-কালে রাজসন্দর্শনার্থী হইয়া রাজ-সদনে সমুপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহারা মহারাজের আজ্ঞানুরূপ আভিষেচনিক দ্রব্য সমুদায় যথাস্থানে সুসজ্জিত করিয়া, পুষ্যা-নক্ষত্রে নিশাকরের সংক্রমণসময় উপস্থিত দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, এই ত কুমার রামচন্দ্রের আভিষেচনিক দ্রব্য সমুদায় সংগৃহীত ও যথাস্থানে বিন্যস্ত হইল; এই মণিমণ্ডিত হিরণ্ময় সুমনোহর সিংহাসন; ইহাতে সুরম্য মৃগরাজচর্ম্ম আস্তীর্ণ করা হইয়াছে; গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-স্থল হইতে, পূর্ব্ব-বাহিনী পশ্চিম-বাহিনী উত্তর-বাহিনী ও দক্ষিণ-বাহিনী নদী হইতে, তির্য্যগ্‌বাহিনী নদী হইতে ও অন্যান্য পবিত্র নদী সমুদায় হইতে এবং চতুঃসাগর হইতে পৃথক পৃথক পাত্রে জল আনীত হইয়াছে। সুবর্ণময় পূর্ণ কলস সকল, কমল উৎপল ও অশ্বত্থ-পল্লবে সুশোভিত হইয়া যথাস্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে। মাল্য, গন্ধদ্রব্য, গোরোচনা, মাঙ্গল্য-দ্রব্য, ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, দধি, পবিত্র তীর্থোদক, তীর্থ-মৃত্তিকা, মণিময়-দণ্ড-বিমণ্ডিত সুধাংশু-সদৃশ শুভ্র বালব্যজন, তাল-ব্যজন, পূর্ণ-শশধর-মণ্ডল-সদৃশ শ্বেত-মাল্য-বিভূষিত আতপত্র প্রভৃতিও যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে।

এ দিকে শ্বেত বৃষভ, শ্বেত তুরঙ্গ ও মদমত্ত মাতঙ্গ দণ্ডায়মান রহিয়াছে; ঐ দেখ, মাঙ্গলিক কার্য্যের নিমিত্ত বিবিধ বিভূষণে বিভূষিত পরম-সুন্দরী আটটি কন্যা কেমন রমণীয় ভাবে অবস্থিতি করিয়া সভা সমুজ্জ্বল করিতেছে; এখানে বন্দিগণ অলঙ্কৃত-শরীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; নানাপ্রকার বাদ্যও উপস্থিত। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজগণের অভিষেক-সময়ে যে যে দ্রব্যের আবশ্যক হয়, তৎসমুদায়ই সংগৃহীত ও যথাস্থানে বিন্যস্ত হইয়াছে।

উপস্থিত রাজগণ, পুরোহিতগণ, মন্ত্রিগণ ও সম্ভ্রান্ত প্রজাগণ মহারাজের আদেশ অনুসারে সমবেত হইয়া এইরূপে আভিষেচনিক দ্রব্য পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক মহারাজকে দেখিতে না পাইয়া পুনর্ব্বার বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, ধীমান শ্রীরামচন্দ্রের যৌবরাজ্যাভিষেকের সমুদায় দ্রব্যই আয়োজিত হইয়াছে; সূর্য্যোদয়ও হইল; এখনও মহারাজকে দেখিতে পাইতেছি না; কি করি; কাহা দ্বারা মহারাজের নিকট সংবাদ প্রেরণ করি।

সকলে এইরূপ বলাবলি করিতেছেন, ঈদৃশ সময়ে রাজ-সৎকৃত অবারিত-দ্বার সুমন্ত্র, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনারা সকলেরই পূজ্য; আমি মহারাজের বিশেষত রামচন্দ্রের অভিপ্রায়ানুসারে আপনাদের সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি;—আপনাদের কুশল? মহারাজ জাগরিত হইয়াছেন; তাঁহার আজ্ঞানুসারে আমি ত্বরান্বিত হইয়া রামচন্দ্রের নিকট গমন করিতেছি। মহারাজ রামচন্দ্রকে সত্বর আসিতে আদেশ করিয়াছেন।

অনন্তর মন্ত্রিগণ পুরোহিতগণ রাজগণ ও সম্ভ্রান্ত প্রজাগণ সকলেই সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! দিবাকর সমুদিত হইয়াছেন; ধীমান রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যাভিষেকের সময় উপস্থিত; এখনও মহারাজ আগমন করিলেন না; অতএব আপনি অগ্রে মহারাজের নিকট নিবেদন করুন যে, আমরা সকলেই উপস্থিত হইয়া মহারাজের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছি; পশ্চাৎ রামচন্দ্রকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করিবেন।

মহারাজের প্রতীহারী সুমন্ত্র, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এই আমি আপনাদের বাক্যানুসারে মহারাজের নিকট পুনর্ব্বার গমন করিয়া আপনাদের শুভাগমন এবং রাজ-সন্দর্শনাভিলাষ নিবেদন করিতেছি; এই কথা বলিয়া সুমন্ত্র, পুনর্ব্বার ত্বরাপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া পুনর্নিদ্রিত বোধে মহারাজকে যথারীতি জাগরিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সুমন্ত্র আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিলেন, রঘুনন্দন! সোম, সূর্য্য, শিব, বৈশ্রবণ, বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র, ইহাঁরা আপনাকে বিজয়ী করুন। দেবকল্প! পিতামহ, পুরুহূত, হুতাশন প্রভৃতি দেবগণ আপনাকে জাগরিত ও শ্রেয়োভাজন করুন।

রাজর্ষে! রজনী প্রভাতা হইয়াছে; মাঙ্গলিক দিবস উপস্থিত। এক্ষণে প্রবুদ্ধ হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। পুরোহিতগণ, মন্ত্রিগণ, রাজগণ, পৌরগণ, জনপদবাসী জনগণ, ব্রাহ্মণগণ, সেনানীগণ ও সম্ভ্রান্ত বণিক্-সম্প্রদায়, সকলেই আপনকার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন; এক্ষণে নিদ্রা পরিহার পূর্ব্বক উত্থিত হউন।

সুমন্ত্র পুনঃ-প্রত্যাগত হইয়া এইরূপ প্রতিবোধন-স্তোত্র পাঠ করিলে মহারাজ দুঃখসন্তপ্ত-হৃদয়ে পুনর্ব্বার ত্বরাপ্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! আমি নিদ্রিত নহি; আমি রামকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত তোমার

প্রতি যে আদেশ করিলাম, তুমি কি নিমিত্ত তাহার অন্যথাচরণ করিতেছ! এক্ষণে তুমি শীঘ্র রামকে এখানে আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না।

মহারাজের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমন্ত্র অবনত মস্তকে প্রণাম পূর্ব্বক সম্ভ্রান্ত হৃদয়ে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি প্রিয়-সঙ্ঘটন মনে করিয়া প্রহৃষ্ট ও প্রমুদিত হৃদয়ে রাম-রাজ্যাভিষেক-বিষয়ক বিবিধ কথা শ্রবণ করিতে করিতে জবনাশ্ব-যোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক রাম-ভবনাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দেখিলেন, পথিমধ্যে প্রজাগণ দলে দলে মিলিত হইয়া রামচন্দ্রের প্রশংসা পূর্ব্বক বলাবলি করিতেছে যে, অদ্য রাম পিতার আজ্ঞানুসারে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন; অদ্য আমাদের কি মহামহোৎসব! অদ্য আমাদের কি আনন্দের দিন! অদ্য পৌরজন-প্রিয় সর্ব্বভূত-হিত-পরায়ণ শান্ত দান্ত রামচন্দ্র আমাদের যুবরাজ হইবেন। অদ্য আমরা কৃতার্থ হইলাম; অদ্য আমরা অনুগৃহীত হইলাম; অদ্য আমাদের কি শুভ দিন! অদ্য সাধুজন-বৎসল রামচন্দ্র আমাদের পিতার ন্যায় অধিপতি হইয়া ঔরস পুত্রের ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন।

পথিস্থিত জনসমূহের ঈদৃশ বহুবিধ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে সুমন্ত্র ত্বরান্বিত হইয়া রামচন্দ্রকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বিদ্যুম্মালা-সমলঙ্কৃত-শুভ্র-অভ্র-সদৃশ প্রলম্বিত-মণি-মালা-বিমণ্ডিত কৈলাস-শিখরাকার রাম-সদনে সমুপস্থিত হইলেন। এই ভবন মণি-বিদ্রুম-রাজি-বিরাজিত কাঞ্চনময়-তোরণ-বিভূষিত, মহা-কবাট-পিহিত ও শতশত-বেদিকা-সমলঙ্কৃত। দ্বারের নিকট রামচন্দ্রের বাহনার্থ মুক্তাহার-বিভূষিত চন্দন-চর্চ্চিত ঐরাবত-সদৃশ গজরাজ বিরাজ করিতেছে। দর্দ্দুর[৪]-শিখরের ন্যায় চন্দন অগুরু প্রভৃতির সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে; ভবনের চতুর্দ্দিকে মত্ত ময়ূরগণ, প্রমত্তভাবে নৃত্য করিতেছে; সারসগণ ও বহুবিধ পালিত বিহঙ্গমগণ সুমধুর কলরবে ক্রীড়া করিতেছে; কোথাও বা বিবিধ বিচিত্র মৃগগণ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে; উপস্থিত জনগণ দ্বারদেশে কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; মধ্যে মধ্যে কুব্জ বামন প্রভৃতি অধিকৃত কিঙ্কর-গণ ইতস্তত বিচরণ করিতেছে।

অনন্তর সারথি সুমন্ত্র, রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পুরবাসী জনগণের আনন্দ বর্দ্ধন পূর্ব্বক রথারোহণে সেই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাম-ভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি মহেন্দ্র-ভবন-সদৃশ বহুবিধ-রত্ন-বিভূষিত রাম-সদনে প্রবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে মহাসমৃদ্ধি দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। অভ্যন্তর-পথে সূতগণ, বন্দিগণ, বৈতালিকগণ ও প্রবোধন-কার্য্যে নিযুক্ত জনগণ দণ্ডায়মান হইয়া রাজকুমারের গুণবর্ণন করিতেছে। পরে তিনি ক্রমে, বিনীত বহু-বিভূষণ-বিভূষিত বহুসংখ্যক রক্ষক পুরুষগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত সপ্ত কক্ষ অতিক্রম করিয়া

(৪) মলয় পর্ব্বতের নিকটস্থ চন্দনগিরি।

মহাত্মা রামচন্দ্রের মহা-মহনীয় ভবনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

দ্বারপাল কর্ত্তৃক অবারিত নরেন্দ্র-সারথি সুমন্ত্র এইরূপে জনতাপূর্ণ মহাবিমান-সদৃশ সিত-শৈল-শৃঙ্গ-সন্নিভ রাম ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

রামাহ্বান।

বৃদ্ধ সুমন্ত্র জনগণ-সমাকুল ছয় কক্ষ অতিক্রম পূর্ব্বক সপ্তম কক্ষে উপনীত হইয়া দেখিলেন, নানা-বিভূষণ-বিভূষিত, প্রাস-কার্ম্মুকধারী, ভক্তিযুক্ত, অপ্রমত্ত, তরুণ পুরুষগণ একাগ্র চিত্তে দ্বার রক্ষা করিতেছে। অভ্যন্তর প্রদেশে নারীগণের অধ্যক্ষ, কাষায়-বসনধারী, বেত্রপাণি, নিরহঙ্কার, বৃদ্ধ কঞ্চুকিগণ রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।

রামচন্দ্রের হিত-পরায়ণ এই সমুদায় রক্ষক-গণ সুমন্ত্রকে আগমন করিতে দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে আসন হইতে উত্থিত হইল। সুমন্ত্র তাহাদিগকে বিনয় বচনে কহিলেন, তোমরা রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন কর যে, সুমন্ত্র দ্বারদেশে উপস্থিত।

কঞ্চুকিগণ সুমন্ত্রের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র, সীতার সহিত সমাসীন রামচন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া যথাযথ নিবেদন করিল। রামচন্দ্রও পিতার সৎকৃত সুমন্ত্রের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই সম্মান পূর্ব্বক প্রবেশ করাইতে আদেশ করিলেন।

সুমন্ত্র গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, নবীন-নীল-নীরদ-সন্নিভ মহাভুজ রামচন্দ্র অপূর্ব্ব ভূষণে ভূষিত হইয়া আস্তরণ-পিহিত সুবর্ণময় পর্য্যঙ্কে সুখাসীন রহিয়াছেন। বরাহ-রুধিরের ন্যায় রুচির মহার্হ চন্দনে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত রহিয়াছে। জনক-নন্দিনী সীতা বালব্যজন হস্তে তাঁহার বামপার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন, বোধ হইতেছে যেন, পদ্ম হস্তে পদ্মা পদ্মপলাশ-লোচন মধুসূদনের সেবা করিতেছেন।

সচিব সুমন্ত্র, দিবাকরের ন্যায় প্রভামণ্ডল-মণ্ডিত রামচন্দ্রকে অবলোকন করিবামাত্র বিনীতভাবে প্রণাম করিলেন। পরে আহার বিহার ও শয়নাদি বিষয়ে অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া রাজার আজ্ঞানুসারে কহিলেন, রামচন্দ্র! দেবী কৌশল্যা আপনাকে সার্থক গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন; সম্প্রতি মহারাজ কৈকেয়ীর সহিত সমবেত হইয়া আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, আপনি শীঘ্র গমন করুন; বিলম্ব করিবেন না।

সুমন্ত্রের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রাজীব-লোচন রাম পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সীতাকে কহিলেন, প্রিয়তমে! পিতা ও মাতা কৈকেয়ী, পরস্পর মিলিত হইয়া এক্ষণে আমার যৌবরাজ্যাভিষেক বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। আমার বোধ হয়, মাতা কৈকেয়ী আমার হিত-সাধন-মানসে যাহাতে আমি এখনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হই, তদ্বিষয়ে স্বয়ং যত্ন করিতেছেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, মাতা

কৈকেয়ী আমার নিমিত্ত নির্জ্জনে মহারাজকে ত্বরা দিতেছেন; অথবা আমার বোধ হয়, মাতা কৈকেয়ী মহারাজের সহিত একত্র হইয়া আমাকে এই প্রিয়বাক্য বলিবেন, ইচ্ছা করিয়াছেন। সীতে! মহারাজের যাদৃশ মন্ত্রী ও যাদৃশ এই দূত, তাহাতে বোধ হইতেছে, তিনি অবিলম্বেই আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। সম্প্রতি মহারাজ প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে কৈকেয়ীর সহিত নির্জ্জনে একত্র উপবিষ্ট আছেন; আমি এক্ষণে, যত শীঘ্র পারি, গমন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করি।

জনকরাজ-নন্দিনী সীতা, রামের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র! পিতা ও মাতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আপনি গমনে তৎপর হউন। তখন রাম পিতৃ-দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন; পতি-পরায়ণা সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্তা হইলেন এবং মঙ্গল-কামনায় এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, পিতামহ দেবরাজকে যেমন রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী করিয়াছিলেন, মহারাজও আপনাকে সেইরূপ মহাসাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দ্বিজগণ-সম্পাদিত রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী করুন। আমি যেন আপনাকে যজ্ঞে দীক্ষিত, ব্রতস্নাত, বিশুদ্ধাচার, অজিন-ধারী ও কুরঙ্গশৃঙ্গ-পাণি দেখিয়া আনন্দ অনুভব করি। ইন্দ্র আপনকার পূর্ব্বদিক, যম আপনকার দক্ষিণদিক, বরুণ আপনকার পশ্চিমদিক, কুবের আপনকার উত্তরদিক রক্ষা করুন।

কৌতুকমঙ্গল-ধারী রামচন্দ্র দ্বার পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক সীতাকে বিনিবর্ত্তিত করিয়া পিতৃ-আজ্ঞানুসারে কৈকেয়ীর সহিত রহঃস্থিত পিতাকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত অতীব ত্বরান্বিত হইয়া বহির্গত হইলেন।

অনুপম-দ্যুতি রামচন্দ্র গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াই দেখিলেন, লক্ষ্মণ দ্বারদেশে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনম্রভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। অনন্তর তিনি সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া মধ্যম কক্ষায় গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, যৌবরাজ্যাভিষেক-দর্শনার্থি-জনগণ তাঁহার দর্শন-লালসায় দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছে। তিনি তাহাদের সকলের সহিত যথাযথ সম্ভাষণ পূর্ব্বক অবিলম্বেই পরম-ভাস্বর রৌপ্যময় রথে আরোহণ করিলেন। এই রথের চক্রধ্বনি মেঘ-ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর। প্রভামণ্ডল দ্বারা ইহা সকলেরই দৃষ্টি প্রতিহত করিতেছে। ইহাতে করেণু-শিশু-সদৃশ বৃহৎকায় শ্বেত-তুরঙ্গম-চতুষ্টয় যোজিত রহিয়াছে।

নিরুপম-শোভা-সমুজ্জ্বল শ্রীমান রামচন্দ্র, ভগবান হরিহয়ের ন্যায় এই রথে আরোহণ পূর্ব্বক পিতৃ ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সিত জীমূত হইতে নিশানাথ যেরূপ বিনিঃসৃত হয়েন, রামচন্দ্রও পর্জ্জন্য-সম-নিনাদ রথ দ্বারা সেইরূপ নিজ ভবন হইতে বহির্গত হইলেন। উপেন্দ্র যেমন ইন্দ্রের অনুগমন করেন, সেইরূপ লক্ষ্মণও তাঁহার হর্ষ-বর্দ্ধনের নিমিত্ত ছত্র ও চামর ধারণ পূর্ব্বক সেই রথে আরূঢ় হইয়া অনুগমন করিতে লাগিলেন।

মহারথ রামচন্দ্র রথারোহণে রাজভবনাভিমুখে গমন করিতেছেন দেখিয়া, চতুর্দ্দিকেই মহান কোলাহল-ধ্বনি সমুত্থিত হইল। যুগপৎ-সমুদিত সহস্র সহস্র লোকের আনন্দধ্বনি দ্বারা সমুদায় দিগ্বিদিক পরিপূরিত হইয়া উঠিল।

রামচন্দ্র যখন জনতারূপ সাগর-তরঙ্গমালা অতিক্রম করেন, তখন চন্দনাগুরু-বিভূষিত খড়্গ-চাপ-ধারী বীরপুরুষগণ সম্পূর্ণরূপে সুসজ্জিত হইয়া মঙ্গল-কামনায় অগ্রে অগ্রে চলিল। শৈলশৃঙ্গ-সদৃশ-সমুন্নত শত শত মাতঙ্গ ও তুরঙ্গগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। বহুবিধ বাদ্যধ্বনি, বন্দিগণের উচ্চ স্তুতিবাদ ও বীরপুরুষদিগের সিংহনাদে চতুর্দ্দিক অনুনাদিত হইয়া উঠিল। বিবিধ বিভূষণে বিভূষিতা পরম-রূপবতী কামিনীরা প্রাসাদের বাতায়ন-সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক মঙ্গল-কামনায় রামচন্দ্রের উপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল।

প্রাসাদ-স্থিতা ও ক্ষিতিতল-স্থিতা রমণীরা প্রশংসা পূর্ব্বক বলিতে লাগিল যে, মাতৃনন্দন! তোমার যাত্রা সফল হউক—তুমি পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তোমার জননী কৌশল্যার আনন্দ পরিবর্দ্ধন কর।

কোথাও বা পৌরবধূগণ রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, সীতাই সমুদায় সীমন্তিনীর মধ্যে প্রধান। সীতা পূর্ব্ব জন্মে দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। সেই তপোবলেই তিনি শশাঙ্ক-সঙ্গতা রোহিণীর ন্যায় রামচন্দ্রের সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন; এবং রামচন্দ্রও একমাত্র তাঁহাকেই অনন্য-রমণী-সুলভ স্বহৃদয়ে ধারণ করিতেছেন।

প্রাসাদ-শিখর-স্থিত সীমন্তিনীগণের মুখে এইরূপ বহুবিধ প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে রামচন্দ্র রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি অন্য দিকে মনোনিবেশ পূর্ব্বক শুনিলেন, স্থানে স্থানে বহুসংখ্য লোক সমবেত হইয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে পরস্পর বলাবলি করিতেছে যে, এই রামচন্দ্র মহারাজের অনুগ্রহে অদ্য ভূমণ্ডলের একাধিপত্য লাভ করিবেন; ইনি আমাদের শাসনকর্ত্তা হইবেন; অদ্য আমরা পূর্ণ-মনোরথ হইব। এই রামচন্দ্র যে আমাদের অধীশ্বর হইবেন, তাহা আমাদের সকলের পক্ষেই পরম লাভ, কারণ ইহাঁর অধিকার-সময়ে কাহারো দুঃখ বা ক্লেশ কিছুই থাকিবে না; সকলেই পরম আনন্দিত হৃদয়ে কালযাপন করিতে পারিবে।

রাজকুমার রামচন্দ্র মঙ্গল-পাঠক সূত মাগধ প্রভৃতি কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া পৌরগণের মুখে বহুবিধ সন্তোষ-বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে ধনপতি কুবেরের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণের বৃংহিত দ্বারা, তুরঙ্গগণের হ্রেষারব দ্বারা, বহুবিধ বাদ্যধ্বনি দ্বারা ও প্রজাগণের আনন্দ কোলাহল দ্বারা, দিঙ্মণ্ডল অনুনাদিত হইতে লাগিল।

রামচন্দ্র যে যে স্থান দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই পুরবাসী ও জনপদবাসী জনগণ চতুর্দ্দিক হইতে জয়-শব্দ-সহকৃত প্রিয়বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক কেহ বা

প্রণাম, কেহ বা আশীর্ব্বাদ, কেহ বা প্রণয়-সম্ভাষণ, এবং কেহ কেহ বা পূজা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার সম্মান-বর্দ্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহানুভব রামচন্দ্রও কর-সঞ্চালন দ্বারা, দৃষ্টি-নিক্ষেপ দ্বারা, মধুর হাস্য দ্বারা, প্রতিসম্ভাষণ দ্বারা, ইঙ্গিত দ্বারা বা প্রণামাদি দ্বারা প্রজাগণের যথাযোগ্য সম্মান রক্ষা করিতে করিতে ক্রমশ গমন করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

রামচন্দ্রের দশরথ-সমীপে গমন।

রাজকুমার রামচন্দ্র রাজপথে গমন করিতে করিতে দেখিলেন, তাঁহার যৌবরাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে পয়োধর-সদৃশ-সমুন্নত সৌধ-সমূহে, পণ্যবীথিকা-সমূহে, দেবায়তন-সমূহে ও পথের উভয় পার্শ্বে ধ্বজ-পতাকা-সমূহ শোভা বিস্তার করিতেছে; চন্দন অগুরু ধূপ প্রভৃতির সুসৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে; চতুর্দ্দিকেই লোকারণ্য; মনোহর ক্ষৌমবস্ত্রে ও পট্টবস্ত্রে মুক্তামালা ও স্ফাটিকমালা বিলম্বিত থাকাতে অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা লক্ষিত হইতেছে। সমুদায় অট্টালিকাতে ও সমুদায় পথিপ্রান্তে লম্বিত কুসুমমালা, সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে; সকল স্থানেই বহুবিধ অপূর্ব্ব ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সুসজ্জীকৃত হইয়া রহিয়াছে; স্থানে স্থানে মাঙ্গলিক দধি অক্ষত ঘৃত লাজ প্রভৃতি শোভা পাইতেছে; প্রজাগণ সকলেই আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আশীর্ব্বাদ করিতেছে।

গবাক্ষ-গত সীমন্তিনীগণ ও সমুদায় প্রজাগণ আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, রামচন্দ্রের এই যৌবরাজ্যাভিষেক ব্যতিরেকে আমাদের আর প্রিয় কার্য্য কিছুই নাই; ইহা আমাদের জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তর। রামচন্দ্র! তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া দেবী কৌশল্যার আনন্দ বর্দ্ধন কর; দেবী সীতা তোমার সহিত সুখ-সৌভাগ্য সম্ভোগ করুন। রঘুনন্দন! তুমি পৈতৃক সাম্রাজ্য লাভ করিয়া দীর্ঘায়ু হইয়া শত্রু-পরাজয় পূর্ব্বক পরম সুখে কাল যাপন কর।

শ্রীমান রামচন্দ্র এইরূপ বহুবিধ কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে সকলের নয়ন মন হরণ পূর্ব্বক পিতৃভবনে গমন করিলেন; কোন নর বা কোন নারীই, সেই নরকুঞ্জর হইতে দৃষ্টি বা মন ফিরাইতে সমর্থ হইল না।

চতুর্ব্বর্ণেরই প্রাণসম-প্রিয়তম সুষমা-সমুজ্জ্বল গুণনিধি রামচন্দ্র, মহেন্দ্র-ভবন-সদৃশ রাজভবনে উপনীত হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তিনি সমুদায় কক্ষ অতিক্রম পূর্ব্বক অনুচরবর্গকে বিদায় দিয়া লক্ষ্মণের সহিত অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

নৃপনন্দন রামচন্দ্র, অন্তঃপুর-মধ্যে পিতৃ-সন্নিধানে গমন করিলে, মহাসাগর যেরূপ সুধাংশু-সমুদয় প্রত্যাশা করে, অনুগত

জনগণ সকলেই সেইরূপ তাঁহার নির্গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ সর্গ।

রামচন্দ্রের প্রতি বনগমনের আজ্ঞা।

অনন্তর রামচন্দ্র কৈকেয়ীর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহারাজ কৈকেয়ীর সহিত পর্য্যঙ্কোপরি আসীন রহিয়াছেন; তাঁহার মুখ, বিবর্ণ বিষণ্ণ ম্লান ও পরিশুষ্ক।

রামচন্দ্র প্রথমত বিনীতভাবে পিতার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক পশ্চাৎ কৈকেয়ীর চরণ-যুগলে প্রণাম করিলেন। সৌমিত্রি লক্ষ্মণও পরম-প্রীত হৃদয়ে বিনয় সহকারে সমীপবর্ত্তী হইয়া পিতৃচরণে প্রণাম পূর্ব্বক কৈকেয়ীর চরণতলে অবনত হইলেন।

মহারাজ দশরথ, প্রশ্রয়াবনত নিরপরাধ প্রিয়তম পুত্র রামচন্দ্রকে দেখিয়া অপ্রিয় বাক্য বলিতে সমর্থ হইলেন না; তিনি 'রাম!' এই মাত্র উচ্চারণ করিয়াই বাষ্পবেগভরে জড়ীভূত ও রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পড়িলেন; তৎপরে আর কোন কথাই কহিতে পারিলেন না, রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইলেন না।

কোন ব্যক্তি সর্পের উপর পদ-নিক্ষেপ করিয়াই যেরূপ সন্ত্রস্ত হয়, রামচন্দ্র পিতার অদৃষ্ট-পূর্ব্ব তাদৃশ ভয়াবহ বিকৃতি-ভাব সন্দর্শন করিয়াও সেইরূপ শঙ্কিত ভীত ও উদ্বিগ্ন-হৃদয় হইলেন। তিনি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দেখিলেন, মহারাজ শোকে ও সন্তাপে একান্ত বিহ্বল ও বিষণ্ণ-চিত্ত হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। ঊর্ম্মিমালা-সমাকুল অক্ষোভ্য সাগর ক্ষুভিত হইলে যেরূপ অবস্থা হয়, দিবাকর রাহুগ্রস্ত হইলে যেরূপ অবস্থা হয়, ঋষি মিথ্যাবাক্যে দূষিত হইলে যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়েন, মহারাজের অবস্থাও অবিকল সেইরূপ দেখিয়া রাম নিরতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। পর্ব্ব-দিবসে মহাসাগর যেরূপ সংক্ষুভিত হয়, রামচন্দ্রও পিতার হঠাৎ বিকার দর্শনে সেইরূপ ক্ষুব্ধতর হইলেন।

পিতৃ-হিত-পরায়ণ সুচতুর রামচন্দ্র তৎকালে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অকস্মাৎ কি নিমিত্ত মহারাজের ঈদৃশ অবস্থা ঘটিল! কি নিমিত্ত মহারাজ আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেও সমর্থ হইতেছেন না! কি নিমিত্তই বা মহারাজ 'রাম' বলিয়া আহ্বান পূর্ব্বক পশ্চাৎ কিছুই বলিতে পারিতেছেন না! আমি ক্ষুদ্রতা হেতু বা অজ্ঞানতাহেতু মহারাজের নিকট ত কোন অপরাধে অপরাধী হই নাই! অন্য সময় পিতা ক্রোধ-পরতন্ত্র হইলেও আমাকে দেখিবামাত্র প্রসন্ন হয়েন; অদ্য কি নিমিত্ত ইনি আমাকে দেখিয়া এতাদৃশ খেদযুক্ত হইতেছেন!

পিতৃ-বৎসল রামচন্দ্র পিতার ঈদৃশ অদৃষ্টপূর্ব্ব দুঃখ-সন্তার ও শোকাবেগ সন্দর্শন করিয়া উদ্বিগ্ন-হৃদয়ে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি একান্ত কাতর, দুঃখাভিভূত ও বিষণ্ণ-বদন হইয়া কৈকেয়ীর

চরণে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আমি অজ্ঞানতা নিবন্ধন মহারাজের নিকট কি কোন অপরাধে অপরাধী হইয়াছি? কি নিমিত্ত মহারাজের মুখকান্তি বিবর্ণ হইয়াছে? কি নিমিত্তই বা মহারাজ ম্লান ও দুঃখিত হইয়া রহিয়াছেন, আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন না? অদ্য মহারাজ কোন শারীরিক বা মানসিক সন্তাপ বা পীড়ায় ত অভিভূত হয়েন নাই? কারণ মনুষ্য-শরীরে নিরন্তর সুখ-সম্ভোগ ঘটিয়া উঠা সুদুর্ল্লভ।

দেবি! পিতৃ-বৎসল কুমার ভরত, শত্রুঘ্ন বা কোন মাতার ত কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে নাই? দেবি! আমি অজ্ঞান বশত পিতার কি কোন অনিষ্ট করিয়াছি? পিতা কি আমার প্রতি কুপিত হইয়াছেন? যদি তাহাই হয়, আমার নিকট ব্যক্ত করুন, এবং আপনিই আমার নিমিত্ত পিতাকে প্রসন্ন করুন; যাহাতে পিতার ক্রোধ-শান্তি হয়, তদ্বিষয়ে আপনি যত্নবতী হউন।

দেবি! আমি আপনকার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, যদি আমা হইতে পিতার কোনরূপ অনিষ্ট বা অপ্রিয় কার্য্য হইয়া থাকে; অথবা পিতা যদি কোন কারণে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। যাঁহা হইতে এই শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে, যিনি আমার জীবন দান করিয়াছেন, তাঁহার অপ্রিয় কর্ম্ম করিয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব!

দেবি! পিতা আমার সকল বিষয়েরই প্রভু; পিতা হইতেই এই শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে; পিতাই চিরকাল আমাদের ভরণ পোষণ করিয়া আসিতেছেন; আমরা যাহাতে পরিতুষ্ট হই, পিতা তাহাই করিতেছেন। পিতা সর্ব্বদা আমাদের হিতোপদেশ প্রদান করেন; অতএব পিতাই সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপ। যিনি আয়ু, যশ, বল, বিত্ত, অথবা আপনার কল্যাণকামনা করেন, তাঁহার পক্ষে অগ্রে পিতার আরাধনা করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর; কারণ পিতাই সর্ব্বপ্রধান দেবতা। যে ব্যক্তি মনে মনেও ঈদৃশ মহাত্মা পিতার অপ্রিয় কার্য্য করে, সেই কৃতঘ্ন পাপাত্মা, ইহলোকে নিন্দিত ও পরলোকে নিরয়গামী হয়।

দেবি! আপনি ত ক্রোধ-পরতন্ত্রা হইয়া অভিমান-ভরে পিতাকে কোন পরুষ বাক্য বলেন নাই? সেই কারণে ত পিতার মন ঈদৃশ আকুলিত হয় নাই? মাত! কি নিমিত্ত অদ্য মহারাজের ঈদৃশ অদৃষ্ট-পূর্ব্ব বিকার উপস্থিত হইল, তাহা আমি আপনকার নিকট জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি আদ্যোপান্ত সমস্ত আমাকে যথাযথরূপে বলুন।

উদার-চরিত মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে পাপ-সঙ্কল্পা নির্লজ্জা কৈকেয়ী আপনার স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত ধৃষ্টভাবে অসঙ্কুচিত বাক্যে কহিলেন, রাম! মহারাজ কুপিত হয়েন নাই; ইহাঁর কোন পীড়া বা মানসিক দুঃখও উপস্থিত হয় নাই; পরন্তু ইহাঁর একটি মনোগত অভিপ্রায় আছে, তোমার ভয়ে সাক্ষাতে স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। তুমি মহারাজের প্রিয়তম পুত্র; তোমাকে অপ্রিয়

কথা বলিতে ইহাঁর বাক্য নিঃসৃত হইতেছে না ; পরন্তু ইনি আমার নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা তোমার ন্যায় পিতৃভক্ত পুত্রের সম্পাদন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। এই মহারাজ পূর্ব্বে সম্মান পূর্ব্বক আমাকে বর প্রদান করিয়া এক্ষণে ইতর লোকের ন্যায় পশ্চাত্তাপে আকুলিত হইতেছেন। এই সত্যবাদী মহারাজ প্রথমত আমার নিকট প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তুমি যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি সেই বরই প্রদান করিব ; এক্ষণে অপগত-জলে ইনি নিরর্থক সেতু-বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

রামচন্দ্র! ইহা সাধুমাত্রেরই অবিদিত নাই যে, ধর্ম্মই সকলের মূল ; সত্যই পরম ধর্ম্ম। তোমার নিমিত্ত আমার প্রতি কুপিত হইয়া মহারাজ যাহাতে সেই সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন, তুমি তদ্বিষয়ে যত্নবান হও। শুভই হউক বা অশুভই হউক, মহারাজ যে বাক্য বলিবেন, যদি তুমি তাহার অন্যথাচরণ না কর, তাহা হইলে আমিই তোমার নিকট সমুদায় আনুপূর্ব্বিক বলিতে পারি ; মহারাজ যে আজ্ঞা করিবেন, যদি তুমি সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন না কর, তাহা হইলে আমিই সেই রাজাজ্ঞা তোমার নিকট বলিতেছি ; মহারাজ তোমার সম্মুখে স্বয়ং কিছু বলিতে পারিবেন না।

উদার-প্রকৃতি সরল-হৃদয় রামচন্দ্র কৈকেয়ীর মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে মহারাজের সমক্ষেই কহিলেন, হা ধিক্! দেবি! আমাকে ঈদৃশ বাক্য বলা আপনকার উচিত হইতেছে না ; আমি মহারাজের বাক্যানুসারে প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিতে পারি ; বিষম বিষও পান করিতে পারি ; মহাসাগরেও মগ্ন হইতে পারি ; ধর্ম্মাত্মা পিতা আজ্ঞা করিলে, অথবা আপনি আজ্ঞা করিলেও, আমি সকল কার্য্যই করিতে পারি।

দেবি! আমার পিতা যেরূপ পূজ্য, আপনিও সেইরূপ ; অতএব মহারাজের অভিপ্রায় কি, আপনিই ব্যক্ত করিয়া বলুন। মহারাজ বা আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব। যদি দেবলোক নিম্নে নিপতিত হয়, যদি পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া যায়, যদি জলনিধি শুষ্ক হয়, তথাপি আমি মিথ্যা কথা কহি না ; আমি ক্রীড়া-কৌতুক-স্থলেও যদৃচ্ছা-ক্রমে কদাপি মিথ্যা কথা কহি না।

মন্থরা-বাক্য-বিদূষিতা অনার্য্যা কৈকেয়ী সরল-হৃদয় রামচন্দ্রকে সত্যবাদী জানিয়াই অতীব দারুণ বাক্যে কহিলেন, রঘুনন্দন! পূর্ব্বে দেবাসুর-সংগ্রাম-কালে তোমার পিতা জীবন-সঙ্কটে পতিত হইলে আমার প্রযত্নে ইহাঁর প্রাণরক্ষা হইয়াছিল ; তৎকালে ইনি আমাকে দুইটি বর প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়েন ; আমি এক্ষণে সেই অঙ্গীকৃত দুই বর অনুসারে প্রথম বর দ্বারা ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেক ও দ্বিতীয় বর দ্বারা চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত অদ্যই তোমার দণ্ডকারণ্যে গমন প্রার্থনা করিয়াছি। রামচন্দ্র! যদি তুমি মহারাজকে সত্য-প্রতিজ্ঞ করিতে ইচ্ছা কর,

তাহা হইলে অদ্যই তুমি পিতার আদেশ অনুসারে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বন-গমনে প্রবৃত্ত হও। যদি তুমি আপনাকে সত্যবাদী করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই রাজ্য, এই দিক, এই সমুদায় অভিষেক-সামগ্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত জটা-চীর-ধারী, অজিনধারী ও বনচারী হও।

মহাত্মা রামচন্দ্র, পিতার আদেশ ও সত্য-রক্ষায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া ধৈর্য্য-বলে ও সত্ত্বগুণ-বলে তৎকালে কৈকেয়ীর তাদৃশ দারুণ দুষ্কর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অবিকৃত মুখেই বন-গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ষোড়শ সর্গ।

রামচন্দ্রের বন-গমনে প্রতিজ্ঞা।

মহানুভব রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর মুখে ঈদৃশ অসদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই হইবে। আমি পিতার প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত জটা-চীর-ধারী হইয়া বনে বাস করিব। পরন্তু আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, আমি ভৃত্য, অনুগত ও বশ-বর্ত্তী; পিতা আমাকে কি নিমিত্ত বিশ্রব্ধ হৃদয়ে এই বিষয়ে আজ্ঞা করিতেছেন না!

মহাত্মা পিতা যদি আমার প্রতি আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়। দেবি! আমি পুত্র ও দাস, আমার প্রতি মহারাজের গৌরব বা সঙ্কোচ কি? মহারাজ আমার পিতা, প্রভু, গুরু ও সাক্ষাৎ দেবতা। আমি ইঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তাহাই করিব। দেবি! আপনি কোন-রূপ মনোদুঃখ করিবেন না; আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, অদ্যই বনগমন করিয়া জটাচীর-ধারী হইব; আপনি সন্তুষ্টা হউন। মহারাজ আমার হিত-পরায়ণ, পিতা, কৃতজ্ঞ ও গুরু,—বিশেষত অধীশ্বর; ইঁহার নিয়োগ অনুসারে আমি বিশ্রব্ধ হৃদয়ে সকল কার্য্যই করিতে পারি। আমার পিতা ধর্ম্মজ্ঞ, মহাত্মা, জ্ঞানী ও সকলের প্রিয়; আমি ঈদৃশ মহাত্মার পুত্র হইয়া পিতৃবাক্য অবহেলন করিব!

দেবি! আমার কেবল এই একটি মাত্র মনোদুঃখে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে যে, মহারাজ কি নিমিত্ত স্বয়ং প্রিয়তম ভরতের রাজ্যাভি-ষেকে আজ্ঞা প্রদান করিতেছেন না? ভরত যদি প্রার্থনা করে, তাহা হইলে আমি রাজ্য, স্ত্রী, ধন ও প্রিয়তম জীবন পর্য্যন্তও স্বয়ংই প্রদান করিতে পারি। মহাত্মা ভরত আমার গুণবান ভ্রাতা; দেবি! আপনকার চরণ স্পর্শ করিয়া আমি সত্য দ্বারা শপথ করিতেছি, প্রিয়তম ভ্রাতা ভরতের প্রতি আমার অদেয় কিছুই নাই; বিশেষত ভূমণ্ডলের অধীশ্বর পিতা আমার প্রতি আদেশ করিতেছেন; ঈদৃশ অবস্থায় আমি যে ভরতকে জীবন পর্য্যন্তও প্রদান করিব, তাহাতে বিচিত্র কি?

দেবি! আপনি মহারাজকে আশ্বাস প্রদান করুন। ইনি কি নিমিত্ত লজ্জিত হইয়া ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক মন্দ-মন্দ

অশ্রু পরিত্যাগ করিতেছেন? দেবি! আপনি মহারাজকে ও আপনাকে আশ্বস্ত করুন; আমি অদ্যই বনগমন করিব; পিতা যাহাতে সুস্থ হয়েন, তাহা করুন। ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন করিবার নিমিত্ত অদ্যই যেন দূতগণ বেগশালী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করে, কোন মতে বিলম্ব না হয়। মাত! এই আমি পিতার আদেশ অনুসারে অথবা আপনকারই আজ্ঞা ক্রমে প্রীত হৃদয়ে অদ্য যত শীঘ্র পারি, বনবাসের নিমিত্ত গমন করিতেছি।

সত্য-পরায়ণ রামচন্দ্রের মুখে ঈদৃশ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈকেয়ী পরম আহ্লাদিতা হইলেন, পরন্তু তখনও তাঁহার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না; তিনি বনগমনের নিমিত্ত রামচন্দ্রকে পুনঃপুন ত্বরা করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই হইবে; ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূতগণ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক শীঘ্রই গমন করিবে; পরন্তু তুমি যখন বনগমনে উন্মুখ হইয়াছ; তখন আমার বিবেচনায় এখানে আর অধিকক্ষণ বিলম্ব করা তোমার উচিত হইতেছে না; রাম! তুমি অদ্যই কাল-বিলম্ব না করিয়া এস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন কর।

মহারাজ লজ্জাভিভূত হইয়া তোমাকে যে স্বয়ং কিছু বলিতে সাহসী হইতেছেন না; তাহাতে তুমি অন্য কোন সন্দেহ করিও না, মনে মনে দুঃখিতও হইও না। তুমি যে পর্য্যন্ত এই অযোধ্যা-পুরী হইতে বনে গমন না করিবে, সে পর্য্যন্ত তোমার পিতা এইরূপ দুঃখশোকেই অভিভূত থাকিবেন; স্নান বা আহার কিছুই করিবেন না, সুস্থও হইবেন না।

মহারাজ দশরথ, এপর্য্যন্ত বিহ্বল হৃদয়ে নিমীলিত নয়নে এই সমুদায় হৃদয়-বিদারণ বাক্য শ্রবণ করিতেছিলেন, রামচন্দ্র যখন বনগমনে কৃত-প্রতিজ্ঞ হইলেন, রাজ্যলুব্ধা কৈকেয়ী যখন রামের বনগমনে সন্দিহানা হইয়া ত্বরা প্রদানের নিমিত্ত নিতান্ত অসঙ্গত—নিতান্ত নিদারুণ বাক্য বলিতে লাগিলেন, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে 'হায়! হত হইলাম' এইমাত্র বলিয়াই সুদারুণ দুঃসহ দুঃখভরে শোকাশ্রু-পরিপ্লুত শরীরে পুনর্ব্বার মূর্চ্ছাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

সুশিক্ষিত তুরঙ্গম কশাঘাতে আহত হইয়া যেরূপ দ্রুততর গমনে ত্বরাবান হয়, উদার-চরিত রামচন্দ্রও সেইরূপ কৈকেয়ীর বাক্যরূপ কশাঘাতে পরিপীড়িত ও ত্বরান্বিত হইয়া বনগমনে উদ্যত হইলেন। তিনি অনার্য্যা কৈকেয়ীর মুখে তাদৃশ হৃদয়-বিদারণ অতি কঠোরতর অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা ক্ষুব্ধ হইলেন না, পরন্তু প্রশান্তভাবে কহিলেন, দেবি! আমি স্বার্থপর নহি, রাজ্যলোভী নহি, মিথ্যাবাদীও নহি; আপনি কি নিমিত্ত আমার প্রতি শঙ্কা করিতেছেন! আমি চিরকাল সত্যবাদী ও বিশুদ্ধ-স্বভাব; ইহা আপনকারও অবিদিত নাই। আপনকার অভিপ্রেত-সাধন-বিষয়ে আমার যাহা কিছু সাধ্য আছে, তাহা আমি

আত্ম-জীবন দান করিয়াও সাধন করিতে যত্নবান হইব, সন্দেহ নাই।

দেবি! এই জগতে পিতার আজ্ঞা পালন করিলে যাদৃশ ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়, আর কিছুতেই তাদৃশ ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। দেবি! শঙ্কা করিবেন না; আমি অবিলম্বেই বনগমন করিতেছি। পিতা যদি বনগমনের আজ্ঞা না করেন, তথাপি কেবল আপনকার বাক্যানুসারেই আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিব, অন্যথা হইবে না। দেবি! আমার যেরূপ মনের ভাব, আপনি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই; কারণ ভরতকে রাজ্য প্রদান করিবার নিমিত্ত আপনি মহারাজকে কেন জানাইলেন? আপনি আমাকে বলিলেই ত আপনকার কথানুসারে আমি মহাত্মা ভরতকে ভোগ্য বস্তু, রাজ্য, স্ত্রী ও প্রাণ পর্য্যন্ত সমস্তই প্রদান করিতে পারি। মাত! আপনি পুত্রের নিমিত্ত রাজ্যলুব্ধা হইয়া মহারাজকে ঈদৃশ দুঃখাভিভূত করিয়া কি অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইলেন!

দেবি! এক্ষণে আমি জননীর চরণ-তলে প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় লইয়া সীতাকে অনুনয়-বিনয় পূর্ব্বক এখানে রাখিয়া অদ্যই বনবাসের নিমিত্ত গমন করিতেছি; আপনি সুস্থ-হৃদয়া হউন। ভরত যাহাতে সুচারুরূপে রাজ্য পালন করে ও সর্ব্বদা পিতৃ-শুশ্রূষায় তৎপর থাকে, আপনি তাহা করিবেন; ইহাই আমাদিগের সনাতন ধর্ম্ম।

শোকাভিভূত নয়ন-জল-পরিপ্লুত মহারাজ দশরথ, ঈষৎ চৈতন্যলাভ করিয়াছিলেন বটে, পরন্তু রামচন্দ্রের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়াই পুনর্ব্বার মোহে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কৈকেয়ীর বচনানুসারে রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে বঞ্চিত হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত ব্রতধারণ পূর্ব্বক বনগমনে উদ্যত হইলেন দেখিয়া, অন্তঃপুর-চারিণী রমণীরা কৈকেয়ীর বিদ্বেষ-ভয়ে কৌশল্যার নিকট সেই অপ্রিয় সংবাদ নিবেদন করিতে সমর্থা হইল না।

অনন্তর মহানুভব রামচন্দ্র, সংজ্ঞা-রহিত পিতার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক অনার্য্যা কৈকেয়ীরও চরণ বন্দন করিলেন। পরে তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে মহারাজকে ও কৈকেয়ীকে প্রদক্ষিণ করিয়া সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বাষ্প-পরিপূরিত-লোচন শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণ, দুর্দ্ধর্ষ রামচন্দ্রকে বহির্গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তৎকালে তিনি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; তাঁহার অভিপ্রায় যে, বনবাসে উদ্যত রামচন্দ্রকে কোনরূপে বিনিবর্ত্তিত করিবেন।

মহাত্মা রামচন্দ্র আভিষেচনিক দ্রব্য সমুদায় প্রদক্ষিণ করিয়া তাহা হইতে দৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক জননীর চরণ-দর্শনাপেক্ষায় ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। পিতার সহিত বিয়োগ উপস্থিত হইল দেখিয়া তৎকালে তিনি চিন্তাকুলিত হৃদয়ে সেই অন্তঃপুর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার উপস্থিতজনসমূহ মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি সহাস্য মুখে সকলের যথাযোগ্য সম্মান রক্ষা করিয়া ত্বরিত পদে জননীর ভবনাভিমুখে

গমন করিতে লাগিলেন। তিনি ধৈর্য্য-বলে চিত্ত সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন; এক-মাত্র লক্ষ্মণ ব্যতিরেকে অপর কোন ব্যক্তিই তাঁহার আন্তরিক দুঃখ অনুভব করিতে পারে নাই। যেমন ক্ষয়কালেও হিমাংশুর সৌন্দর্য্য-হানি হয় না, রাজ্যনাশেও সেইরূপ সৌম্য-মূর্ত্তি লোকাভিরাম রামচন্দ্রের রাজশ্রীর ন্যূনতা হয় নাই। জীবন্মুক্ত যতির যেমন কোনরূপ চিত্ত-বিক্রিয়া লক্ষিত হয় না, সেইরূপ ভূম-ণ্ডলের আধিপত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন-প্রবৃত্ত রামচন্দ্রেরও কোনরূপ মানসিক বিকার লক্ষিত হইল না।

অনন্তর রামচন্দ্র মণি-মণ্ডিত বালব্যজন, শুভ্র ছত্র ও রথ বিনিবারিত করিয়া পৌর-গণকে ও আত্মীয় স্বজনগণকে বিদায় দিয়া ধৈর্য্য-বলে অন্তর্নিহিত দুঃখভার বহন পূর্ব্বক সেই দুঃখ জননীর নিকট স্বয়ং নিবেদন করিবার নিমিত্ত গমন করিতে লাগি-লেন।

উপস্থিত জনগণ, সত্যবাদী শ্রীমান রাম-চন্দ্রের পূর্ব্ববৎ প্রফুল্ল মুখকমল সন্দর্শন করিয়া কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না। শরৎকালীন সমুদিত শশধর যেরূপ আপনার উজ্জ্বল কান্তি পরিত্যাগ করে না, ধৈর্য্যশালী জিতেন্দ্রিয় মহাবাহু রামচন্দ্রও সেইরূপ স্বাভাবিক প্রফুল্লভাব পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি সমুদায় ব্যক্তিকেই মধুর বাক্যে সম্মানিত করিয়া জননী কৌশল্যার ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। মহা-বিক্রম-শালী মহাযশা সুমিত্রা-নন্দন অনুজ লক্ষ্মণ, বহুকষ্টে মনে মনে দুঃসহ দুঃখ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহানুভব রামচন্দ্র কৌশল্যার পুরী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, সকলেই আনন্দে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তিনি আপনার রাজ্য-ভ্রংশে বিকৃত-চিত্ত হয়েন নাই; পরন্তু কৌশল্যা, সীতা, দশরথ প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনগণের অনিষ্টাশঙ্কায় আকুলিত হইয়া পড়িলেন।

সপ্তদশ সর্গ।

কৌশল্যা-বিলাপ।

অনন্তর আন্তরিক দুঃখে সন্তপ্ত-হৃদয় মহানুভব রামচন্দ্র, ভুজঙ্গমের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে প্রিয়তম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত জননী কৌশল্যার ভবনে উপস্থিত হইলেন। তিনি দ্বারদেশে দেখিলেন, বৃদ্ধ বিনয়-সম্পন্ন কঞ্চুকিগণ জন-নীর আজ্ঞানুসারে দ্বার রক্ষা করিতেছে। রাম যখন দ্বারদেশে প্রবিষ্ট হয়েন, তখন তাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করিল। রামচন্দ্র মাতৃ-দর্শন-লাল-সায় প্রথম কক্ষ অতিক্রম পূর্ব্বক দ্বিতীয় কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজ-পুরস্কৃত বেদ-বেদান্ত-পারদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ সেই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। তিনি তাঁহা-দিগকে প্রণাম করিয়া অভ্যন্তরে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, তৃতীয় কক্ষে রমণীগণ, বালকগণ

ও বৃদ্ধগণ দ্বাররক্ষায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। রমণী-গণ রামচন্দ্রকে উপস্থিত দেখিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক প্রহৃষ্ট হৃদয়ে সত্বর গমনে কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রের আগমন-রূপ প্রিয় সংবাদ নিবেদন করিল।

প্রধানা মহিষী কৌশল্যা, পুত্রের কল্যাণ-কামনায় রাত্রিকালে নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রত-পরায়ণা ছিলেন। এক্ষণে রজনী প্রভাতা দেখিয়া তিনি ক্ষৌম বসন পরিধান পূর্ব্বক অচ্যুত বিষ্ণুর পূজা করিয়া মঙ্গলের নিমিত্ত অগ্নিতে হোম করিতেছিলেন। তাঁহার হোম সমাপ্ত হইলে তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে অনন্য-হৃদয়ে দেবতার নিকট পুত্রের যৌবরাজ্যাভি-ষেক প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এই সময় রামচন্দ্র উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দেবী কৌশল্যা অনন্যমনে ভক্তি পূর্ব্বক দেবগণ ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুত্রের যৌবরাজ্য-রূপ বর প্রার্থনা করিতেছেন। তথায় দেবপূজোপ-যোগী দধি, অক্ষত, ঘৃত, ঘৃতপ্রধান মোদক, লাজ, পায়স, কৃশর, শুক্লপুষ্প, মাল্য, সমিৎ, পূর্ণকুম্ভ প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে বিন্যস্ত রহিয়াছে।

রামচন্দ্র, জননীকে তাদৃশ অবস্থায় অব-স্থিত দেখিয়া সমীপবর্ত্তী হইয়া 'আমি রাম' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন পূর্ব্বক বিনয় সহকারে প্রণাম করিলেন। ধেনু, বৎসকে দেখিলে যাদৃশ আনন্দিতা হয়, পুত্র-বৎসলা কৌশল্যা হৃদয়-নন্দন নন্দনকে দেখিবামাত্র সেইরূপ আনন্দ ও বাৎসল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন; তিনি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মস্তকে আঘ্রাণ করিলেন এবং অদিতি যেমন দেবরাজের সমাদর করেন, সেইরূপ রামচন্দ্রের সহিত সাদর সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি কল্যাণের নিমিত্ত আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে কহি-লেন, বৎস! তুমি, ধর্ম্মশীল বৃদ্ধ মহাত্মা রাজর্ষিগণের পরমায়ু, কীর্ত্তি এবং স্বকুলোচিত ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর। বৎস! তুমি পিতৃদত্ত অচলা রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া শত্রুসমূহ পরা-জয় পূর্ব্বক গুরুজনের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে থাক। রাম! দেখ, তোমার পিতা কতদূর সত্য-প্রতিজ্ঞ ও ধর্ম্মাত্মা; তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া অদ্যই তোমাকে যৌবরাজ্যে অভি-ষিক্ত করিবেন। বৎস! অদ্য তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক ভোজন করিবে।

কৈকেয়ী-বাক্য-পরিতপ্ত ব্যাকুল-হৃদয় বিনয়-সম্পন্ন রাম মাতৃ-দত্ত আসন স্পর্শ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মাত! আপনি জানিতে পারেন নাই, আমাদের সকলের মহাবিপৎ উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষত আপনকার, বৈদেহীর ও লক্ষ্মণের দুঃখের পরিসীমা নাই! এক্ষণে আমাকে দণ্ডকারণ্যে গমন করিতে হইতেছে। অধুনা আমার কুশাসনে উপবিষ্ট হইবার সময় উপস্থিত! আমাকে ঈদৃশ অপূর্ব্ব রাজভোগ্য আসন দিবার প্রয়োজন নাই! আমি তাপসের ন্যায় আমিষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কন্দ, মূল ও ফল দ্বারা জীবন ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসর নির্জ্জন বনে বাস করিব!

মাত। কৈকেয়ী মহারাজকে অগ্রে সত্য-পাশে বদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ ভরতের যৌবরাজ্যের নিমিত্ত ও আমার চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন; মহারাজও অগত্যা তাঁহাকে সেই বর-দ্বয় প্রদান করিয়াছেন; এই কারণে মহারাজ ভরতকে যৌবরাজ্য প্রদান পূর্ব্বক আমাকে তাপস-বেশে দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত করিতেছেন। এক্ষণে আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস পূর্ব্বক ফল মূল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।

রাজমহিষী কৌশল্যা বজ্রপাত-সদৃশ ঈদৃশ দারুণ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র দেবলোক-পরিচ্যুতা দেবতার ন্যায়, পরশু-পরিচ্ছিন্ন শাল-বৃক্ষের ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র, অপরিচিত-দুঃখা, দুঃখ-সাগর-নিমগ্না জননীকে ভূতল-পতিতা ও মূর্চ্ছাভিভূতা দেখিয়া উত্থাপিত করিলেন। পরে তিনি বিহ্বলা বড়বার ন্যায় অতীব কাতরা জননীর নিকটে উপবেশন করিয়া হস্ত দ্বারা মার্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহার শরীরের ধূলি অপনয়ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর লব্ধসংজ্ঞা কৌশল্যা কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া দুঃখাকুলিত হৃদয়ে রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বাষ্প-গদ্গদ বচনে কহিলেন, বৎস! যদি তুমি আমাকে শোক-সাগরে নিমগ্না করিবার নিমিত্ত জন্ম-পরিগ্রহ না করিতে, তাহা হইলে আমাকে তোমার বিয়োগ-জনিত এতাদৃশ দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হইত না। বৎস! বন্ধ্যা নারীর পক্ষে "আমার পুত্র হইল না" এই একটি মাত্র সামান্য দুঃখ; বন্ধ্যা কখনও ঈদৃশ-প্রিয়তম-পুত্র-বিয়োগ-জনিত দারুণ দুঃখে নিপতিত হয় না।

বৎস! আমি পতি হইতে এক দিনের নিমিত্তও সুখিনী হই নাই; আমি চিরকাল প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছি, তুমি রাজ্যাভিষিক্ত হইলে তোমা হইতেই সুখভাগিনী হইব। রাম! অদ্য আমার সেই আশা-লতা সমূলে সমুন্মূলিত হইল! সমুদয় মনোরথ বিফল হইয়া গেল! হায়! আমি একমাত্র দুঃখ-পরম্পরা ভোগ করিবার নিমিত্তই এই পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি! বিধাতা আমার ভাগ্যে কেবল নিরন্তর দুঃখ ভোগই লিখিয়াছেন, সুখ লিখেন নাই! আমি প্রধানা মহিষী হইয়াও অপ্রধানা কনিষ্ঠা সপত্নী-দিগের নানা-প্রকার মর্ম্মভেদী বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি, ইহা অপেক্ষা আমার আর দুঃখের বিষয় কি আছে! আমার যেরূপ অবিচ্ছিন্ন অনন্ত দুঃখ ও অনন্ত শোক, তাহা অপেক্ষা স্ত্রীজাতির অধিকতর দুঃখ আর কি হইতে পারে!

বৎস! তুমি আমার নিকটে থাকিতেই আমার যখন এইরূপ অবমাননা ও এতদূর দুঃখ ভোগ হইতেছে, তখন তুমি দূরে থাকিলে আমি কোন মতেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। আমি প্রধানা মহিষী হইয়া কৈকেয়ীর দাসীর সমান, অথবা তাহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছি! মহারাজ আমার প্রতি একান্ত বিমুখ; তিনি আমাকে দেখিতে পারেন না; আমার নিগ্রহের সীমা নাই। যে রমণী

আমাকে স্নেহ করে, যে আমার হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্তা হয়, কৈকেয়ী তাহাদের সকলের প্রতিই বিদ্বেষাচরণ করিয়া থাকে।

বৎস! তুমি বনগমন করিলে আমাকে কৈকেয়ীর নানাপ্রকার মর্ম্মভেদী দুর্ব্বাক্য সহ্য করিতে হইবে। বৎস! আমি সেই দুর্বিষহ দুঃখ সহ্য করিতে পারিব না! আমার অদ্যই মৃত্যু হউক; আমার জীবন ধারণে কোন ফল নাই!

রাম! এক্ষণে তোমার অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। আমি নিয়ম ও উপবাসাদি দ্বারা শরীর শোষণ পূর্ব্বক এই অষ্টাদশ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছি; আমার এত দিন আশা ছিল যে, তুমি যুবরাজ হইলে আমার সমুদায় দুঃখ দূর হইবে; অদ্য আমি সেই আশাতেও নিরাশ হইলাম।

রাম! আমি এক্ষণে বৃদ্ধা হইয়া সপত্নীদিগের তাদৃশ অবমাননা—তাদৃশ গঞ্জনা কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারিব না। তুমি বনগমন করিলে আমার দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। পূর্ণ-শশধর-মণ্ডল-সদৃশ তোমার মুখমণ্ডল না দেখিয়া আমি দীনহীন অবস্থায় কিরূপে কাতর ভাবে এই শোচনীয় দুর্ব্বহ জীবন ধারণ করিব! আমি উপবাস দ্বারা, ব্রত দ্বারা ও বহু পরিশ্রম দ্বারা অনেক দুঃখে তোমাকে লালন-পালন পূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি। আমি কি হতভাগ্যা! আমার সকল আশাই বিফল হইল! জলক্লিন্ন নদীকূল যেরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে, আমার হৃদয়ও সেইরূপ দুঃখ-সমূহে পরিক্লিন্ন, দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইতেছে।

আমার বোধ হইতেছে, আমার মৃত্যু নাই, যমালয়েও আমার স্থান নাই; নতুবা অন্তক, শোকরূপ বজ্রপাতে আমার জীবন সংহার করিয়া কি নিমিত্ত আমাকে লইয়া যাইতেছে না! রাম! যদি লোকে দুঃখাভিভূত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে অকালে মৃত্যুলাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে তোমার নির্ব্বাসন শুনিয়া দুঃখভরে আমি এখনই গতাসু হইতাম, সন্দেহ নাই।

আমার বোধ হইতেছে, আমার হৃদয় কঠিন লৌহ দ্বারা বিনির্ম্মিত; তাহা না হইলে ইহা এই ক্ষণেই শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত। তোমার মুখে ঈদৃশ দারুণ কথা শুনিয়াও যখন আমার মৃত্যু হইল না; তখন বোধ হয়, আমার মৃত্যু নাই। পুত্র! ইহাই আমার মহাদুঃখ যে, পুত্র-কামনায় আমি যে সকল দুশ্চর তপশ্চরণ করিয়াছি, তোমার নিমিত্ত আমি যে সমুদায় ব্রত, দান ও সংযমাদি করিয়া আসিতেছি; মরুভূমিতে বীজ-বপনের ন্যায় এক্ষণে তৎসমুদায়ই নিষ্ফল হইল! বৎস! তোমা ব্যতিরেকে এক্ষণে আমার জীবন ধারণ করাই বৃথা; অথবা ধেনু যেরূপ বৎসের অনুগামিনী হয়, আমিও সেইরূপ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনগমন করিব।

পুত্রকে বন্ধন-দশায় নিপতিত দেখিয়া কিন্নরী যেরূপ বিলাপ-পরিতাপ করে, রাজমহিষী কৌশল্যাও সেইরূপ পুত্রের সত্যপাশ-বন্ধনরূপ মহাব্যসন এবং আপনার সপত্নী-গঞ্জনাদিরূপ মহাদুঃখ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বহুবিধ বিলাপ-পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ।

কৌশল্যার অনুনয়।

অনন্তর কৌশল্যা দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে পুনর্ব্বার রামচন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! কাম-পরতন্ত্র পিতার বাক্য শ্রবণ করা তোমার উচিত নহে; তুমি এই স্থানেই আমার নিকটে অবস্থান কর; বৃদ্ধ মহারাজ তোমার কি করিতে পারিবেন। বৎস! যদি তুমি আমাকে জীবিতা দেখিতে চাও, তাহা হইলে তুমি বনগমন করিও না।

অনন্তর শ্রীমান লক্ষ্মণ, রাম-জননী কৌশল্যাকে তাদৃশ কাতরভাবে বিলাপ করিতে দেখিয়া তৎকালোপযোগী বাক্যে কহিলেন, মাত! স্ত্রী-বশীভূত মহারাজের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র যে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন করিবেন, তাহা আমারও ভাল লাগিতেছে না; এক্ষণে মহারাজ বৃদ্ধ, কাম-পরতন্ত্র, স্ত্রী-বশীভূত ও বিপরীত-বুদ্ধি; তিনি কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী হইয়া কি না বলিতে পারেন! আমি রামচন্দ্রের অণুমাত্রও দোষ বা অপরাধ দেখিতে পাইতেছি না; মহারাজ কি নিমিত্ত ইহাঁকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন! যিনি অশেষগুণাকর রামচন্দ্রের দোষ উল্লেখ করেন, ঈদৃশ মনুষ্য ভূমণ্ডল-মধ্যেও দেখিতে পাই না। এই জগতে ধীমান রামচন্দ্রের শত্রু কেহই নাই; যদিও কেহ থাকে, সে ব্যক্তিও এই রামচন্দ্রের গুণেরই প্রশংসা করে। যিনি ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তিনি কোন মতেই দেবকল্প, শান্ত-প্রকৃতি, বিনীত, ঔদার্য্য-সম্পন্ন, সর্ব্ব-প্রিয়, ঈদৃশ পুত্রকে অকারণে পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

মহারাজ বৃদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার বালকের ন্যায় স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন; বিশেষত তিনি স্ত্রীর বশীভূত। জ্ঞানী ও রাজধর্ম্মজ্ঞ হইয়া কোন্ ব্যক্তি ঈদৃশ গুরুর আদেশ পালন করেন!

আর্য্য! এখনও এ বিষয় প্রচারিত হয় নাই; যে পর্য্যন্ত ইহা প্রচার না হয়, তাহার মধ্যেই আপনি আমার সহিত সমবেত হইয়া বলপূর্ব্বক এই রাজ্যাধিকার হস্তগত করুন। আপনি রাজ্য গ্রহণে উদ্যত হইলে আপনকার এই ভৃত্য আপনকার পার্শ্বে অবস্থান করিবে;—আমি পার্শ্বে কৃতান্তের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিলে কাহার সাধ্য যে যৌবরাজ্যের ব্যাঘাত করে! যদি মহারাজের আজ্ঞানুসারে প্রকৃতি-মণ্ডল যৌবরাজ্যের ব্যাঘাত করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে আমি নিশিত শরনিকর দ্বারা এই অযোধ্যাপুরী নির্ম্মনুষ্য করিয়া ফেলিব। যদি কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তি ভরতের পক্ষ অবলম্বন করে, তাহা হইলে অদ্য সেই পাপাত্মাকেও আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব। রঘুনন্দন! এক্ষণে ক্ষমা প্রদর্শন করিবার সময় নহে, তেজ প্রকাশ করুন, একমাত্র ক্ষমাশীল ব্যক্তি সকলের নিকটেই পরিভূত হয়।

আর্য্য! অনার্য্যা কৈকেয়ীই পিতার সহিত আপনকার ভেদ জন্মাইয়া দিয়াছে; অদ্য মহারাজ বিভিন্ন ও বিদ্বেষ-বশবর্ত্তী হইয়া উঠিয়াছেন; এক্ষণে তাঁহার কথা শ্রবণ করা কোন

ক্রমেই আপনকার কর্ত্তব্য নহে। কৈকেয়ীর উত্তেজনায় যদি পিতা দূষিত ও শত্রুস্বরূপ হইয়া থাকেন, তাঁহা হইলে নিঃশঙ্ক হৃদয়ে—অবিচারিত চিত্তে তাঁহাকে বন্ধন করুন,—বধ করুন, কোন সঙ্কোচ করিবেন না। শাস্ত্রে আছে, গুরু যদি অবলিপ্ত, কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-শূন্য ও কুপথগামী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারও শাসন করা কর্ত্তব্য। কোন্ ধর্ম্ম—কোন্ শাস্ত্র অনুসারে মহারাজ আপনাকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? আপনকার ও আমার সহিত শত্রুতা ও বিবাদ করিয়া মহারাজের সাধ্য কি যে, বলপূর্ব্বক ভরতকে রাজ্য প্রদান করেন। পুরুষোত্তম! মহারাজ কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া—কোন্ বল আশ্রয় করিয়া আপনকার উপস্থিত রাজ্য কৈকেয়ীকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

দেবি! যদি রামচন্দ্র প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে জানিবেন, অগ্রে লক্ষ্মণ তাহাতে প্রবেশ করিয়াছে; মাত! আমি আয়ুধ স্পর্শ করিয়া এবং আপনকার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, আমি অগ্রজ ভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রতি সর্ব্বতোভাবে—সর্ব্বপ্রকারে অনুরক্ত। অদ্য সংগ্রাম-স্থলে মানবগণ আমার বল—আমার বীর্য্য প্রত্যক্ষ করুক। দেবি! দিবাকর সমুদিত হইয়া যেরূপ অন্ধকার অপনয়ন করেন, আমিও বলবীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক সেইরূপ আপনকার সমুদায় দুঃখ বিদূরিত করিতেছি। আপনি দেখুন,—আর্য্য রামচন্দ্রও প্রত্যক্ষ করুন, আমি অদ্যই কৈকেয়ীর বশতাপন্ন বৃদ্ধ মহারাজকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি। তিনি বৃদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার বালক ও গর্হিতাচারী হইয়াছেন। রামচন্দ্র আজ্ঞা করুন, আমি অদ্যই আপনকার সমুদায় দুঃখশল্য উদ্ধার করিতেছি।

মহাত্মা লক্ষ্মণের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখ-শোকে অভিভূতা দেবী কৌশল্যা রামচন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! তোমার ভক্ত ভ্রাতা যে হিতবাক্য বলিতেছে, তাহা শ্রবণ করিতেছ? যদি তোমার অনভিমত না হয়, বিবেচনা করিয়া শীঘ্র সম্পন্ন কর। বৎস! আমার সপত্নীর কথা অনুসারে বৃদ্ধ মহারাজের ধর্ম্ম-বিগর্হিত বচনে বন গমন করা তোমার কোন ক্রমেই উচিত হইতেছে না। আমাকে শোকাগ্নিতে নিক্ষেপ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মজ্ঞ! যদি তুমি সনাতন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই স্থানে থাকিয়াই আমার সেবা-শুশ্রূষা করিতে থাক; মাতৃ-শুশ্রূষার সদৃশ পরম ধর্ম্ম আর নাই।

পুত্র! পূর্ব্বকালে কশ্যপ-নন্দন পরপুরঞ্জয় দেবরাজ পুরন্দর, মাতার নিয়োগ অনুসারে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়া স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বভবনে নিয়ত অবস্থান পূর্ব্বক একমাত্র মাতৃ-শুশ্রূষারূপ তপস্যা দ্বারাই পরমপদ লাভ করিয়াছেন।

বৎস। মহারাজ তোমার যেরূপ পূজ্যতর, আমিও সেইরূপ পূজ্যতম; আমি তোমাকে

আজ্ঞা করিতেছি, তুমি বনগমন করিও না, এই স্থানেই থাক। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তোমা ব্যতিরেকে আমি কোন ক্রমেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না।

রাম! আমার মুখাপেক্ষা করাও তোমার অবশ্য-কর্ত্তব্য। বৎস! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিও না; যদি তুমি পিতার আদেশানুসারে বনগমন অলঙ্ঘনীয় ও অপরিহার্য্যই বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি যেখানে যাইবে, আমাকেও সেই স্থানে লইয়া চল। আমি তোমার সহিত একত্র থাকিয়া যদি তৃণ ভক্ষণ করিয়াও জীবন ধারণ করি, তাহা হইলে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।

বৎস! যদি তুমি আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন কর, তাহা হইলে আমি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না; আমি প্রায়োপবেশন দ্বারা এই জীবন পরিত্যাগ করিব। সরিৎপতি সমুদ্র যেমন মাতাকে দুঃখ প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়া নরকভোগ তুল্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন,[৬] বনগমন করিলে তুমিও সেইরূপ মাতৃহত্যাপাতকে পাতকী হইয়া অনুতাপরূপ ঘোর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

অপার-দুঃখ-পারাবার-নিমগ্না দেবী কৌশল্যা যার পর নাই কাতর হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া, ধর্ম্মপরায়ণ রামচন্দ্র ধর্ম্মানুগত বাক্যে কহিলেন, মাত! আমি পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করি, এরূপ সাধ্য আমার নাই। আমি আপনকার চরণতলে মস্তক অর্পণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাকে পিতৃবাক্য পালন করিতে অনুমতি করুন। অধুনা আমিই যে কেবল একাকী পিতৃবাক্য পালন করিতেছি, এরূপ নহে; পূর্ব্বতন সাধুচরিত আর্য্যগণও কদাপি পিতৃবাক্য অবহেলা করেন নাই। বিশেষত সাধুগণ অরণ্যবাসের সবিশেষ প্রশংসাও করিয়া থাকেন।

আমি পূর্ব্বে কথা-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণগণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, পূর্ব্বকালে আর্য্যবংশীয় সাধুগণও অবিচারিত চিত্তে পিতৃআজ্ঞা পালন করিয়া গিয়াছেন।—পূর্ব্বে ক্রোধাভিভূত পিতার আজ্ঞানুসারে ধীমান জামদগ্ন্য রাম, জননীর মস্তক-চ্ছেদন করিয়াছিলেন;[৭] পূর্ব্বকালে তপঃসিদ্ধ অরণ্যবাসী ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি কণ্ডু, পিতার আজ্ঞাপালনের নিমিত্ত গোবধ করিয়াছিলেন;[৮] আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ সগর-তনয়গণ পিতার আদেশক্রমে ভূতল খনন করিতে করিতে অসংখ্যপ্রাণি-বধ করিয়া পরিশেষে আপনারাও মহর্ষি কপিলের কোপানলে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছেন;[৯] অতএব আমিই যে কেবল একাকী পিতৃ-আজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এমত নহে; সাধুগণ প্রায় সকলেই মহাজনাবলম্বিত পথের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন।

মাত! আপনি প্রসন্না হইয়া অনুমতি করুন, আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করি। পিতৃ-আজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত হইয়া এই জগতে কোন ব্যক্তিই অপ্রশংসনীয়, নিন্দিত বা অবসন্ন হয়েন না।

মহানুভব রামচন্দ্র, দেবী কৌশল্যাকে এইরূপ বলিয়া লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমার প্রতি যে তোমার অব্যভিচরিত—অবিচলিত ভক্তি ও স্নেহ আছে, তাহা আমি অবগত আছি; তোমার দুর্দ্ধর্ষ তেজ, অপ্রমেয় বল ও অপ্রতিহত বিক্রমও আমার অবিদিত নাই। তুমি আমার নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হও না, তাহাও আমি উত্তমরূপ জানি। আমার আন্তরিক শান্তি ও সত্য-পরায়ণতার ভাব অবগত না হইয়াই জননী ঈদৃশ দুঃসহ দুঃখে অভিভূতা হইয়াছেন; তুমি তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত অজ্ঞানের ন্যায় দুঃখ-শল্য সংঘট্টিত করিয়া দিতেছ!

এই জগতে ধর্ম্মই সকলের সার ও পরম-পুরুষার্থ; ধর্ম্মেই সত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এই পিতৃ-বাক্য পালন করা ধর্ম্মানুগত কার্য্যই হইতেছে। বীর! পিতার নিকট, মাতার নিকট, বা ব্রাহ্মণের নিকট প্রথমত অঙ্গীকার করিয়া পশ্চাৎ তাহার অন্যথা করা, ধার্ম্মিক লোকের কর্ত্তব্য নহে।

প্রথমত এই দুঃখেই আমার মর্ম্মভেদ হইতেছে যে, স্ত্রীস্বভাব-বশত কৈকেয়ী কর্ত্তৃক ধর্ম্মসঙ্কটে পাতিত মহারাজ, আমার নিমিত্তই অপরিহার্য্য মহাদুঃখে অভিভূত ও মোহ-প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন! কি দুঃখ!—কি কষ্ট! তাহার উপর আবার তুমি নিগ্রহ করিতে—মহাপাপ করিতে ইচ্ছা করিতেছ!! লক্ষ্মণ! মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি রাজ্যলোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক সর্ব্বলোক-বিগর্হিত হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে? সৌমিত্রে! আমি পিতার আজ্ঞা অতিক্রম পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি, এমন দিন যেন আমার উপস্থিত না হয়।

লক্ষ্মণ! আমার অভিপ্রায় সর্ব্বতোভাবে অবগত থাকিয়াও ঈদৃশ বাক্য বলা তোমার উচিত হইতেছে না; যদি তুমি আমার প্রিয়-কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, শান্ত হও, ক্ষান্ত হও; ক্রোধ সম্বরণ কর। ধর্ম্মে অবস্থান করাই পরম লাভ; ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করে। পিতার আরাধনাই এক্ষণে আমার প্রধান ধর্ম্ম; আমি একমাত্র তাহাই অবলম্বন করিয়া আছি। সৌমিত্রে! আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিব বলিয়া অঙ্গীকার পূর্ব্বক, যদি এক্ষণে তাহার অন্যথাচরণ করি, তাহা হইলে আমাকে ধিক্, আমার জীবনেও ধিক্! অতএব ভাই! আমি কোন ক্রমেই পিতার নিয়োগ অতিক্রম করিতে পারিব না। পিতার সম্মতি ক্রমেই কৈকেয়ী বলিয়াছেন; ইহা লঙ্ঘন করা আমার সাধ্য নহে। তুমি এক্ষণে রাজনীতি-কলুষিত অনুদার জটিল বুদ্ধি পরিত্যাগ কর; ধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক সদ্বুদ্ধির অনুবর্ত্তী হও; উগ্র-স্বভাব হইও না।

লক্ষ্মণাগ্রজ রাম, সৌহার্দ্দপ্রযুক্ত ভ্রাতাকে এইরূপ বাক্য বলিয়া কৌশল্যাকে প্রণাম পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মাত! আমার প্রাণ দ্বারা দিব্য দিতেছি, আপনি অনুমতি করুন; আমি পিতৃ-আজ্ঞা

পালন করিব; আপনি স্বস্ত্যয়ন করুন, যেন আমি প্রতিজ্ঞা-উত্তীর্ণ হইয়া কুশলে পুনরাগমন পূর্ব্বক আপনকার চরণ দর্শন করিতে পারি। এক্ষণে আপনকার অনুমতি পাইলেই আমি অক্ষুব্ধ হৃদয়ে গমন করি।

পূর্ব্বে যযাতি যেরূপ দেবলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে পতিত হইয়া পুনর্ব্বার দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন,[১০] আমিও সেইরূপ বনগমন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা-উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার এই নগরীতে আগমন করিব।

মাত! শোক করিবেন না; হৃদয়ের দুঃখাবেগ ধারণ করুন; আমি পিতৃ-বাক্য পালন করিয়া বন হইতে পুনর্ব্বার নিশ্চয়ই প্রত্যাগমন করিব। মাত! আপনি, আমি, বৈদেহী, লক্ষ্মণ ও সুমিত্রা, আমরা সকলেই মহারাজের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিব;—ইহাই আমাদের সনাতন ধর্ম্ম। দেবি! অভিষেকের আয়োজন নিবারণ পূর্ব্বক হৃদয়-মধ্যে দুঃখাবেগ সম্বরণ করিয়া ধর্ম্মানুগত আমার বনবাস-বুদ্ধির অনুবর্ত্তিনী হউন;—আমায় বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন।

দেবি! আমি পুণ্য-পুঞ্জ দ্বারা আপনকার নিকট শপথ করিতেছি যে, রাজ্যের নিমিত্ত আমি যশ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। মনুষ্যের জীবন দীর্ঘকাল-স্থায়ী নহে; সুতরাং আমি ধর্ম্মই কামনা করি, অধর্ম্মানুসারে মহীমণ্ডলও কামনা করি না। দেবি! আমি মস্তক দ্বারা আপনকার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্না হউন, বিঘ্ন করিবেন না। আমি মহারাজের আজ্ঞানুসারে বনগমন করিব; চরণে মস্তক নত করিয়া রহিয়াছি, অনুমতি প্রদান করুন।

দেবী কৌশল্যা, পুত্রের মুখে ঈদৃশ ধৈর্য্য-সংশ্রিত, ক্লৈব্য-বিরহিত, ধর্ম্মানুগত অকাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃতপ্রায় হইলেন। পরে তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎস! তোমার পিতা যেরূপ তোমার গুরু, ধর্ম্মানুসারে আমিও সেইরূপ তোমার গুরু হইতেছি; আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি না, প্রত্যুত বনগমনে প্রতিষেধ করিতেছি; তুমি আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখভাগিনী করিয়া গমন করিতে পারিবে না। তোমা ব্যতিরেকে আমার জীবনে প্রয়োজন কি! জীবলোকেই বা প্রয়োজন কি! অমৃতেই বা প্রয়োজন কি! সমুদায় জীবলোক পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট মুহূর্ত্ত কাল অবস্থান করাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প।

ধর্ম্মনিষ্ঠ রামচন্দ্র, জননী কৌশল্যাকে এই রূপে মূর্চ্ছিত-প্রায় ও লক্ষ্মণকে শোক-সন্তপ্ত দেখিয়া তৎকালোচিত ধর্ম্মানুগত বাক্যে পুনর্ব্বার কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমার প্রতি যে তোমার অব্যভিচরিত ভক্তি আছে, তাহা আমি অবগত আছি এবং তোমার অসাধারণ পরাক্রমও আমার অবিদিত নাই; পরন্তু জননী কৌশল্যা ও তুমি আমার অভিপ্রায় সম্যক প্রণিধান না করিয়া কি জন্য পুনঃপুন পরিপীড়ন করিতেছ। দেখ, যিনি গুরু, রাজা, পিতা এবং বৃদ্ধ, তিনি ক্রোধ নিবন্ধনই হউক, হর্ষবশতই হউক, অথবা কাম-পরতন্ত্রতা

প্রযুক্তই হউক, যাহা আদেশ করেন; কোন্ অনৃশংস ধার্ম্মিক পুত্র তাহা অতিক্রম করিতে পারে? অতএব, লক্ষ্মণ! আমি পিতৃ-আজ্ঞা বিফল করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হইতেছি না। ভ্রাত! পিতাই আমাদের নিয়োগ-বিষয়ে সর্ব্বময়-কর্ত্তা, এবং তিনি দেবীর ভর্ত্তা, একমাত্র-গতি ও ধর্ম্মস্বরূপ; সত্য-পরায়ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ সেই মহারাজ জীবিত থাকিতে দেবী কৌশল্যা সামান্য বিধবা রমণীর ন্যায় আমার সহিত গমন করিবেন, ইহাও ধর্ম্মানুগত হইতে পারে না। অতএব মাত! আপনি অনুমতি করুন; আমি বনগমন করি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন-রূপ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া পুনর্ব্বার এখানে আগমন করিব।

দণ্ডকারণ্যে গমনাভিলাষী হইয়া নরকুঞ্জর রামচন্দ্র এইরূপ নানাপ্রকার বাক্যে জননীকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। দেবী কৌশল্যা পুত্রকে এইরূপ আগ্রহাতিশয় সহকারে বনবাসের অনুমতি প্রার্থনা করিতে দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ সর্গ।

রাম-লক্ষ্মণ-সংবাদ।

মহানুভব রামচন্দ্র, জননীকে নানাপ্রকার প্রবোধ-বাক্য বলিয়া, লক্ষ্মণকে রোষভরে ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! তুমি ক্রোধ ও শোক নিগৃহীত করিয়া একমাত্র ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ প্রফুল্লভাব আশ্রয় কর। তুমি অভিমান-শূন্য হইয়া ত্বরাপূর্ব্বক আমার অভিষেকের আয়োজন নিবর্ত্তিত করিতে প্রবৃত্ত হও। ভ্রাত! তুমি আমার যৌবরাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত যেরূপ ত্বরা করিতেছ, এক্ষণে আমার বনগমনে সেইরূপ ত্বরান্বিত হও।

আমার রাজ্যাভিষেক-শ্রবণে যাঁহার মনে পরিতাপ হইয়াছে, সেই মাতা কৈকেয়ীর মনে যাহাতে পুনর্ব্বার শঙ্কার উদয় না হয়, তাহা কর। সৌমিত্রে! কৈকেয়ীর মনে যে শঙ্কাময় দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমি এক মুহূর্ত্তও উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। ভ্রাত! আমি যে কখনও বুদ্ধিপূর্ব্বক অথবা অজ্ঞানতা নিবন্ধন মাতৃগণের কোন অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি, এমত আমার স্মরণ হয় না। অতএব লক্ষ্মণ! আমি তোমার জীবন দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি সেই মাতার আশঙ্কা উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। লক্ষ্মণ! আমি বনগমন করিলে মিথ্যা-বচন-ভীরু, সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ, মহারাজ নিঃশঙ্ক-হৃদয় হইবেন; পিতা সত্য-সন্ধ, সত্য-নিষ্ঠ, সত্য-পরাক্রম ও পরলোক-ভয়ে ভীত; আমি পুরী হইতে বহির্গত হইলে তাঁহার সেই বাক্য মিথ্যা হইবার ভয় বিদূরিত হইবে। ভ্রাত! আমি যতক্ষণ এখানে থাকিব, ততক্ষণ, রাম বনগমন করে কি না, তদ্বিষয়ে মহারাজের মনে সংশয় থাকিতে পারে।

লক্ষ্মণ! আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার অভিলাষ পরিত্যাগ কর; আমি এইরূপেই বনগমন করিতে অভিলাষ করিতেছি; আমি চীর-চীবর, অজিন ও জটামণ্ডল ধারণ পূর্ব্বক বনগমন করিলে কৈকেয়ীর মনোদুঃখ বিদূরিত হইবে; আমি নির্ব্বাসিত হইলে মাতা কৈকেয়ী আপনাকে কৃতকৃত্য ও নির্বৃত মনে করিবেন, আমারও পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করা হইবে। আমি বনে গমন করিলে রাজনন্দিনী কৈকেয়ী কৃতকৃত্যা হইয়া অনাকুলিত হৃদয়ে পুত্র ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন; ভ্রাত! আমি মনে মনে বিবেচনা পূর্ব্বক এইরূপ স্থির-নিশ্চয় করিয়াছি; অতএব আমি এক্ষণে মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তও কোন মতে বিলম্ব করিতে ইচ্ছা করি না। আমার রাজ্যাভিষেকের আয়োজনের পর যে তাহার বিনিবর্ত্তন ও আমার বনবাস হইল, এই উভয় বিষয়ে কৃতান্তই কারণ, আর কোন ব্যক্তিই কারণ নহে। দেবী কৈকেয়ী স্বভাবতই সর্ব্বদা আমার প্রতি বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন; অতএব আমার বোধ হয়, আমাকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত দুর্দ্দৈবই এক্ষণে বল পূর্ব্বক তাঁহাকে মোহিত ও অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, সন্দেহ নাই।

লক্ষ্মণ! আমি সমুদায় মাতার প্রতিই নিয়ত সমান ভক্তি করিয়া থাকি; তাঁহারাও সকলেই আমাকে সমান স্নেহ করেন। ইতিপূর্ব্বে দেবী কৈকেয়ীও কখন আমাকে পরুষ বাক্য বলেন নাই; তিনি যে অদ্য আমাকে পরুষ বাক্য বলিলেন, তাহাও কৃতান্তেরই কার্য্য বলিয়া মনে ধারণ করিবে। আমার অভিষেক নিবারণের নিমিত্ত এবং বনবাসের নিমিত্ত কৈকেয়ী যে সমুদায় উগ্র দুর্ব্বাক্য বলিয়াছেন, তাঁহাও আমার দুর্দ্দৈবের কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিবেচনা করিয়া দেখ, কৈকেয়ী রাজর্ষি-কুল-সম্ভূতা ও উদার-চরিতা হইয়াও কি নিমিত্ত পিতার সমক্ষে ইতর রমণীর ন্যায় তাদৃশ বাক্য বলিলেন! আমি বিবেচনা করি, দুর্দ্দৈবের গতি স্বভাব-সিদ্ধ ও অচিন্তনীয়; আমার ভাগ্য-বিপর্য্যয়-নিবন্ধনই সেই দুর্দ্দৈব আমার মস্তকে পতিত হইয়াছে।

সৌমিত্রে! দৈবের সহিত কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়? কোন ব্যক্তি বলপূর্ব্বক দৈবকে পরাভব করিতে পারে না। সুখ, দুঃখ, ভয়, উদ্বেগ, লাভ, অলাভ, বন্ধন, মোক্ষ, এই সমুদায়ই মনুষ্যের অদৃষ্টক্রমে হইয়া থাকে এবং অদৃষ্টক্রমেই অপনীত হয়। আমি দেখিতেছি, আমার এই বিপৎ অবশ্যম্ভাবিনী; এই নিমিত্তই অভিষেকের ব্যাঘাত হইলেও আমি পরিতাপ করিতেছি না।

সৌমিত্রে! সম্প্রতি তুমিও আমার বুদ্ধির অনুবর্ত্তী হও; আপনাকে আপনি স্থির কর; শোকের বশবর্ত্তী হইও না। লক্ষ্মণ! তুমি এক্ষণে পরিতাপ-পরিশূন্য হৃদয়ে আমার অনুবর্ত্তী হইয়া অভিষেকের উদ্যোগ নিবারণ কর। আমার অভিষেকের নিমিত্ত যে সমুদায় তীর্থ-জল-পূর্ণ-কলস রহিয়াছে, তাহাতেই আমার বানপ্রস্থ-ব্রতের স্নান হইবে; অথবা এই রাজ্য-দ্রব্য গ্রহণে আমার প্রয়োজন নাই,

আমি নদী হইতে স্বয়ংই জল আনয়ন করিয়া ব্রত-স্নান করিব। লক্ষ্মণ! ঐশ্বর্য্য ও সম্পত্তি নাশ হইল বলিয়া পরিতাপ করিও না। রাজ্য ও বনবাস, এ উভয়ের মধ্যে এক্ষণে আমার পক্ষে বনবাসই অভ্যুদয়।

ভ্রাত! আমার রাজ্য-প্রাপ্তির বিঘ্ন হইল বলিয়া কনিষ্ঠ মাতা কৈকেয়ীর বা মহারাজের কোন দোষাশঙ্কা করিও না। এই জগতী-মধ্যে কোন ব্যক্তিই দৈব অতিক্রম করিতে পারে না। দৈবই আমার ঈদৃশ অবস্থার মূল।

বিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণের ক্রোধ ও বীরদর্প।

উদার-চরিত রামচন্দ্র যতক্ষণ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ ততক্ষণ অধোমুখ হইয়া সমুদায় শ্রবণ করিলেন। দুঃখ ও অমর্ষভরে তাঁহার হৃদয় পরিপূরিত হইল। তিনি সাশ্রুলোচনে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া পরিশেষে ক্রোধাবেগ সংবরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি রোষাবেশে ভ্রূমধ্যে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক বিল-মধ্য-স্থিত রোষিত মহাসর্পের ন্যায় ঘনঘন সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাতেজা মহাবীর্য্য লক্ষ্মণ যে সময় কুপিত হইলেন, সেই সময় তাঁহার ভ্রূকুটী-কুটিল মুখমণ্ডল, রোষাবিষ্ট মৃগরাজের মুখের ন্যায় দুনিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।

মহাবীর লক্ষ্মণ, বিপক্ষাক্রান্ত গজযূথ-পতির ন্যায় কর-সঞ্চালন পূর্ব্বক বাহু আস্ফালন করিয়া একবার চতুর্দ্দিকে ও ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে তিনি বারংবার শিরঃ-সঞ্চালন করিয়া রোষভরে শত্রু-মর্ম্ম-বিদারণ খড়্গ স্পর্শ পূর্ব্বক সংরব্ধ ও অমর্ষা-বেশে লোহিত-লোচন হইয়া ভ্রাতা রামচন্দ্রকে কহিলেন, আর্য্য! পিতার আদেশ-লঙ্ঘনে পাছে ধর্ম্মলোপ হয়, পাছে লোকাপবাদ হয়, আপনি এই ভয়েই ভীত হইয়া বনগমনের নিমিত্ত ত্বরান্বিত হইতেছেন; পরন্তু আপন-কার এই ভয় যথাযথ ও যথোপযুক্ত হয় নাই; ইহা নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক। ভবাদৃশ পুরুষকার-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়-বংশাবতংস মহাত্মার মুখ হইতে কি রূপে ঈদৃশ ভয়সঙ্কুল পৌরুষ-বিহীন কাতর বাক্য বিনির্গত হইতে পারে!

মহাবীর! আপনি অমূলক আশঙ্কা পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক স্বভাব-সিদ্ধ ক্ষত্রিয় তেজ অব-লম্বন করুন। অকর্ম্মণ্য অক্ষম ব্যক্তিরাই পুরুষকারে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক একমাত্র দৈবের প্রশংসা ও আশ্রয় গ্রহণ করে। অরি-ন্দম! আপনকার কৃপায় আমি একমাত্র পুরুষকার দ্বারাই—একমাত্র বাহুবল দ্বারাই মহাবিপৎ-পাত-মূলীভূত উপস্থিত প্রতিকূল দুর্দ্দৈবকে নিবারণ করিতে সমর্থ। আমি এই ক্ষণেই পৌরুষ প্রকাশ পূর্ব্বক দুরদৃষ্ট নিরা-করণ করিয়া সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিতে পারি।

এক্ষণে কৈকেয়ী ও মহারাজ উভয়েই পাপ-প্রবৃত্ত ও শঙ্কাবান; আপনি কি নিমিত্ত

তাঁহাদের হইতে অনিষ্টাশঙ্কা করিতেছেন না! ধর্ম্মাত্মন! কৈকেয়ী ও মহারাজ ধর্ম্মের ছল করিয়া যে পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না! আমরা কি নিমিত্ত তাঁহাদের তাদৃশ পাপ-সঙ্কল্পের প্রতিকার না করিব! আপনি সরল-প্রকৃতি; তাঁহারা শঠতা পূর্ব্বক আপনকার স্বার্থ-হানি করিতেছেন! যদি এরূপ শঠতা না হইবে, যদি প্রকৃত-প্রস্তাবেই মহারাজ পূর্ব্বকালে কৈকেয়ীকে বর প্রদান করিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে তিনি এক্ষণে আপনকার যৌবরাজ্যাভিষেকের এতাদৃশ আয়োজন করিয়া পরিশেষে তাহার ব্যাঘাত করিবেন কেন? যাহাই হউক, ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, গুণজ্যেষ্ঠ ও বীরশ্রেষ্ঠ; আপনি ব্যতিরেকে অন্যের রাজ্যাভিষেক ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ও লোকাচার-বিরুদ্ধ; আমি ইহা কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারিব না; ক্ষমা করিবেন।

আর্য্য! ধর্ম্মজ্ঞ সুবিচক্ষণ জনগণ কর্ত্তৃক নিরূপিত অনেক-প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপায় ও পথ আছে; এক্ষণে আপনকার কার্য্য সিদ্ধ হইলে আপনি ভূমণ্ডলের অধিপতি হইয়া পশ্চাৎ সেই সমুদায় উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মোপার্জ্জনে যত্নবান হইতে পারেন।

আর্য্য! যদি আপনি স্বয়ং সেই সমুদায় বীরোচিত কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয়েন, তাহা হইলে আমার প্রতি আদেশ করুন; আমি এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, যাহা উচিত, তৎসমুদায়ই এককালে সমাধা করিয়া দিতেছি। এক্ষণে আপনি এই লোকাচার-বিরুদ্ধ লোক-বিদ্বিষ্ট অনুচিত বিনয়-ব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহাতে সর্ব্ব-সাধারণে প্রীত হয়, ঈদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।

আর্য্য! যাহা হইতে আপনকার ঈদৃশ বুদ্ধি-ব্যামোহ উপস্থিত হইয়াছে, যাহার প্রসঙ্গে আপনি হিতাহিত-জ্ঞান-পরিশূন্য হইয়াছেন, তাদৃশ ধর্ম্মের প্রতিও আমি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকি। আপনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহা একমাত্র কৈকেয়ীরই প্রিয়, পরন্তু সকলেরই অপ্রিয়। মহারাজ কাম-পরতন্ত্র হইয়াই তাদৃশ সর্ব্বলোক-বিগর্হিত আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া করেন নাই।

মহারাজ সভামধ্যে প্রকৃতি-মণ্ডলের সহিত পরামর্শ করিয়াই আপনাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছেন,—দত্ত রাজ্য পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতেছেন; ইহাতে কি তিনি অসত্য-সন্ধ ও কিল্বিষী হইতেছেন না! আর্য্য! কৈকেয়ী নীচাশয়া ও পাপ-শীলা; বিশেষত তিনি আমাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছেন, ঈদৃশ অবস্থায় তাঁহার সেই হেয় বাক্য পরিপালন করা আপনকার কোন ক্রমেই উচিত হইতেছে না।

আর্য্য! মহারাজ আপনাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার আমন্ত্রণ করিয়াছেন, ধর্ম্মানুসারে সংযম প্রভৃতি করিতেও অনুমতি দিয়াছেন; এক্ষণে তিনি তাদৃশ ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া কিরূপে সেই কথার অন্যথাচরণ

করিলেন। যদি দুর্দ্দৈব-বশতই মহারাজের তাদৃশ পাপবুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাঁহার বাক্যানুসারে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বাসিত হওয়া আপনকার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির কার্য্য নহে।

আর্য্য! আপনি মহাবীর, কার্য্যদক্ষ ও ক্ষমতাশালী হইয়া কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী কামপরতন্ত্র মহারাজের সেই সর্ব্বজন-বিগর্হিত অধর্ম্ম-দূষিত বাক্য কি জন্য পালন করিবেন? যাহারা হীন-বীর্য্য ও ক্ষমতা-বিরহিত, তাহারাই দৈবের অনুবর্ত্তী হয়; যে ব্যক্তি বীর্য্যশালী, ক্ষমতাবান ও তেজস্বী, তিনি কথনও দৈবের উপর নির্ভর করেন না; যিনি নিজ পৌরুষ দ্বারা দৈব-বল অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কখনো দৈব-দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়া অবসন্ন হয়েন না। অদ্য দৈব ও পুরুষকারের বলাবল সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। অদ্য সকলেই দেখিবেন যে, আমার পৌরুষ-বলে দৈববল উপহত হইয়াছে।

আর্য্য! যদ্যপি আপনি অভিপ্রেত-সিদ্ধি ও অভ্যুত্থান ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনি দেখুন, অদ্য আমি পৌরুষ দ্বারা নিরঙ্কুশ মদবলোৎকট মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় প্রতিকূল ও প্রতীপগত দৈবকে বিনিবর্ত্তিত করিতেছি। একাকী বৃদ্ধ মহারাজের কথা ত সামান্য; তাঁহার সাধ্য কি যে, তিনি যৌবরাজ্যের ব্যাঘাত করিতে সমর্থ হয়েন। অদ্য দেবরাজ ইন্দ্র অথবা সমুদায় লোকপালগণ আসিলেও আপনকার যৌবরাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না; অদ্য আমি, কৈকেয়ী ও মহারাজের পাপাশাময়ী বিষলতা সমূলে উন্মূলন করিতেছি। আর্য্য। যাঁহারা আপনকার রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত করিয়া ভরতের রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত গোপনে মন্ত্রণা করিয়াছেন, অদ্য আমি বলপূর্ব্বক তাঁহাদের সকলকেই নির্ব্বাসিত করিয়া বনবাসী করিতেছি। আর্য্য! আপনকার উপস্থিত এই প্রতিকূল দুর্দ্দৈব কখনই আপনাকে দুঃখ প্রদান করিতে পারিবে না; ইহা আমার পৌরুষ-বলে প্রতিহত হইয়া বিপক্ষদিগকেই অবলম্বন করিবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজর্ষিগণের ব্যবহার অনুসারে বনবাসের এইরূপ বিধি প্রচলিত আছে যে, বার্দ্ধক্যাবস্থায় পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিতে হইবে; এক্ষণে আপনি যদি উপস্থিত রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন করেন, তাহা হইলে আর্য্যবংশীয় রাজগণ আপনকার দৃষ্টান্তানুসারে ধর্ম্মবোধে প্রথমত বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎ বহু বৎসরের পর প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইবেন। অতএব এক্ষণে আপনকার রাজ্য পরিত্যাগ, কোন ক্রমেই ধর্ম্মানুগত হইতেছে না; আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া বৃথা ধর্ম্মলোপ-শঙ্কায় কৈকেয়ীর বচনানুসারে কি নিমিত্ত উপস্থিত রাজ্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন!

আর্য্য! আমি আপনকার নিকট প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক শপথ করিতেছি যে, যদি আমি বল পূর্ব্বক আপনকার দুর্দ্দৈব নিবারণ করিতে

না পারি, তাহা হইলে আমি বীরগণের ন্যায় সদ্গতি লাভ করিতে পারিব না। আর্য্য! আমি আপনকার তেজোবলেই আপনকার এই দুর্দ্দৈব নিবারণে সমর্থ হইব; আপনকার কৃপায় এই ভূমণ্ডল-মধ্যে আমার অসাধ্য কিছুই নাই; আপনকার নিমিত্ত আমি একাকীই সমুদায় জগৎ বিপর্য্যস্ত করিতে পারি। আপনি নির্বৃত হৃদয়ে এই উপস্থিত মাঙ্গলিক দ্রব্য সমুদায় দ্বারাই অভিষিক্ত হউন। বেলা যেমন সমুদ্রকে রক্ষা করে, আমিও সেইরূপ আপনকার সাম্রাজ্য রক্ষা করিতেছি; আমি একাকী বলপূর্ব্বক পৃথিবীর সমুদায় রাজাকেই পরাস্ত করিতে সমর্থ হইব। আমার এই সুবিশাল বাহুযুগল, শরীরের শোভার নিমিত্ত নহে; আমার এই সুদৃঢ় শরাসন, অলঙ্কারের নিমিত্ত নহে; আমার এই নিশিত খড়্গ, কক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিবার নিমিত্ত নহে; আমার এই সুতীক্ষ্ণ শর-নিকর, গুচ্ছ করিয়া (আঁটি বাঁধিয়া) রাখিবার নিমিত্ত নহে; এতৎসমুদায়ই কেবল বিপক্ষ-পক্ষ-মথনের নিমিত্তই রহিয়াছে। আর্য্য! আমি অর্থ-প্রয়াসী নহি; শত্রু-বধে যশই আমার পরম-পুরুষার্থ।

আমি যখন বিদ্যুদ্-বিকাশ-সমুজ্জ্বল তীক্ষ্ণধার খড়্গ গ্রহণ করিব, তখন দেবরাজ ইন্দ্রও বজ্র হস্তে করিয়া সম্মুখে আসিলে তাঁহাকে আমি গণনা করিব না। অদ্য এই অযোধ্যা-পুরীমধ্যে আমার এই নিশিত খড়্গ-ধারায় আহত হইয়া রাশি রাশি নর-মুণ্ড নিপতিত হউক। বর্ষাকালে বিদ্যুৎপাতে নিহত জনগণের ন্যায় অদ্য তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, রথী ও পদাতিগণ, আমার খড়্গ-নিষ্পেষ-নিষ্পিষ্ট হইয়া উপর্য্যুপরি নিপতিত হউক। অদ্য শত্রুগণ আমার খড়্গাঘাতে বিদ্যুন্মালা-সমলঙ্কৃত মেঘমালার ন্যায় নিপতিত হইতে থাকুক। অদ্য তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও রথীদিগের ছিন্ন হস্ত, ঊরু ও মস্তকাদি দ্বারা মহীতল পরিপূর্ণ ও দুর্গম হউক।

আমি অঙ্গুলিত্রাণ ধারণ করিয়া সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিলে কোন্ ব্যক্তি আপনকার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সমর্থ হইবে? অদ্য আমি তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও মানবগণের মর্ম্ম স্থলে চিরাভ্যস্ত বহুবিধ নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিব। প্রভো! অদ্য মহারাজকে প্রভুত্ব-বিরহিত করিয়া আপনকার প্রভুত্ব সংস্থাপনের নিমিত্ত আমার অস্ত্র-প্রভাবের প্রভাব প্রদর্শিত হইবে। যাহারা আপনকার যৌবরাজ্যাভিষেকের বিঘ্ন করিতে উদ্যত হইবে, তাহাদিগকে প্রতিহত করিবার নিমিত্ত আমার এই বাহুদ্বয় অদ্য অনুরূপ ফল প্রদানে প্রবৃত্ত হইবে।

আর্য্য! যে হস্তে কেয়ূর ধারণ করিয়া আসিতেছি, যে হস্তে চন্দন মাখিয়া আসিতেছি, যে হস্তে ধন প্রদান করিয়া আসিতেছি, যে হস্তে বন্ধু-বান্ধবগণের পূজা করিয়া আসিতেছি, আমার সেই হস্তই অদ্য ঘোরতর দারুণ কার্য্যে ব্যাপৃত হইবে। প্রভো! আমি আপনকার কিঙ্কর; আপনি আজ্ঞা করুন, আপনকার কোন্ শত্রুকে প্রাণ-বিরহিত, যশো-বিরহিত ও সুহৃজ্জন-বিরহিত করিতে হইবে? আপনি আজ্ঞা করুন, যাহাতে এই পৃথিবী আপনকার হস্তগত হয়, আমি তাহাই করিতেছি।

লক্ষ্মণ এইরূপে কোপাকুলিত হইয়া নিজ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক সম্মতি-প্রত্যাশায় রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, আর্য্য! যাহাতে পিতার নিগ্রহ করা হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন; ইহাই আমার মত,—ইহাই আমার দৃঢ় নিশ্চয়।

রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের মুখে রাজনীতির অনুমোদিত ঈদৃশ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহাকে পিতার প্রতি অতীব কোপাকুলিত দেখিয়া সুমধুর সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

একবিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণের সান্ত্বনা।

মহানুভব রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে পিতার প্রতি তাদৃশ ক্রুদ্ধ দেখিয়া অনুনয়-গর্ভ মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, সৌমিত্রে! আমাকে ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন দেখিয়া আমার প্রতি অবিচলিত ভক্তি-নিবন্ধন তুমি যে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছ, তাহা আশ্চর্য্য নহে; পরন্তু মহারাজ পুণ্যশীল, ধর্ম্মাত্মা, সর্ব্বলোক-গুরু ও সত্য-ব্রত-পরায়ণ; তাঁহাকে মিথ্যাবাদী করা আমাদিগের কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। আমি ধর্ম্ম-বৎসল পিতাকে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিলে ইহলোকে নির্ম্মল যশ ও পরলোকে শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত হইব।

লক্ষ্মণ! যদি আমার প্রতি তোমার ভক্তি ও স্নেহ থাকে, তাহা হইলে তুমি এই সমুদিত পাপ-বুদ্ধি বিনিবর্ত্তিত কর। আমি মনে মনেও ধর্ম্মাত্মা, কৃতজ্ঞ, শ্রুত-শীল-সম্পন্ন, মহাত্মা পিতার অপ্রিয় কার্য্য করিতে অভিলাষ করি না। যদি তুমি নিয়ত আমার হিত ও প্রিয় কার্য্য করিতে মানস কর, তাহা হইলে আমি বনগমন করিলে তুমি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে অকপট হৃদয়ে মহারাজের শুশ্রূষা করিবে। তিনি পিতা ও প্রত্যক্ষ দেবতা; তুমি যথাসাধ্য আমার এই কামনা পূর্ণ করিবে।

লক্ষ্মণ! আমি বনগমন করিলে মহারাজ যাহাতে আমার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত না হয়েন, তুমি সেইরূপ করিয়া প্রযত্ন সহকারে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিবে। আমি বনবাসী হইলে তুমি সমুদায় মাতাকেই অবিশেষে সমভাবে সমান ভক্তি সহকারে শুশ্রূষা করিবে; তাঁহারা যাহাতে আমার নিমিত্ত সন্তপ্ত-হৃদয়া না হয়েন, তদ্‌বিষয়ে যত্নবান হইবে। যদি তুমি আমার প্রিয় কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ধর্ম্মাত্মা ভরতকেও আমার ন্যায় দেখিবে এবং আমার ন্যায় স্নেহ পূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

লক্ষ্মণ। আমি সম্প্রতি পিতৃ-আজ্ঞারূপ গুরুতর ধর্ম্মভার বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; তুমিও এক্ষণে ভরতের সহিত পৃথিবীর এই গুরুতর রাজ্যভার বহন কর।

মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে অনুরক্ত অনুজ লক্ষ্মণ তাঁহাকে ধর্ম্ম হইতে নিতান্তই

অবিচলিত দেখিয়া পরিশেষে কহিলেন, লোক-নাথ! আপনকার যে গতি, আমারও সেই গতি হইবে; আমি আপনকার শুশ্রূষা-পরায়ণ হইয়া আপনকার সহিতই বনে বাস করিব। আপনি এই অযোধ্যা পরিত্যাগ করিলে আমিও ইহা পরিত্যাগ করিব। আপনি ব্যতিরেকে স্বর্গে বাস করিতেও আমার প্রবৃত্তি হয় না। আর্য্য! যদি আমার প্রতি আপনকার স্নেহ থাকে, যদি আমাকে ভক্ত বলিয়া আপনি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে আমি আপনকার অনুগামী হইতেছি, নিষেধ করিবেন না। আপনি যখন বনে বাস করিবেন, তখন আমি নানা বনে বিচরণ পূর্ব্বক সুস্বাদু ফল ও পুষ্প আহরণ করিয়া দিব। আমি আপনকার আজ্ঞা-বাহক ভৃত্য; আমি সেই মহারণ্য-মধ্যে দুর্গম স্থানে ও বিষম স্থানে আপনকার সহায়তা করিতে পারিব। আর্য্য! আপনি পূজ্য ও গুরু; দেখুন, আমি আপনকার প্রতি সর্ব্বতোভাবে অনুরক্ত; আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। প্রভো! বনবাসের সময় আমি আপনকার নিমিত্ত পানীয় জল, ফল, মূল ও পুষ্প আহরণ করিব; —সদা সর্ব্বদা আপনকার আহারের আয়োজনে নিযুক্ত থাকিব।

ধর্ম্ম-বৎসল! আমি কৃতজ্ঞ ও আপনকারই শরণাগত; আমি আপনকার অনুগমনে কৃতসঙ্কল্প ও কৃতনিশ্চয় হইয়াছি; আপনি এ বিষয়ে আমাকে অনুমতি করুন। রঘুনন্দন! আমাকে কোন মতেই নিবর্ত্তিত করিবেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি ব্যতিরেকে আমি কোন ক্রমেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। আমার বুদ্ধিতে যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহার অন্যথা করিবেন না। আপনকার অরণ্য-যাত্রায় আমি অনুগমন করিব, আপনি অনুমতি করুন।

ভ্রাতৃ-বৎসল মহাযশা লক্ষ্মণ, এইরূপে বহুবিধ অনুনয়-বিনয় করিলে মহাত্মা রামচন্দ্র তাহাতে অগত্যা সম্মতি প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন, সৌমিত্রে! তুমি আমার পরম-বন্ধু, সখা, ভক্ত ও পরম-প্রিয়তম; আমি তোমার সহিত একত্র হইয়া বনগমন করিব।

সুখোচিতা দেবী কৌশল্যা, রামচন্দ্রকে এইরূপে বনগমনে দৃঢ়-নিশ্চয় দেখিয়া দুঃখ-সাগরে নিমগ্না হইয়া কাতর হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন, এবং শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে পুনর্ব্বার বলিতে প্রবৃত্তা হইলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ।

কৌশল্যার বাক্য।

কৌশল্যা কহিলেন, বৎস! যদি পরম-ধার্ম্মিকের ন্যায় একমাত্র ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি যে ধর্ম্মানুগত বাক্য বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। বৎস! আমি বহুকষ্টে, বহু তপস্যায় ও বহু নিয়মে তোমাকে লাভ করিয়াছি; অতএব আমার বাক্য পালন করা তোমার অবশ্য-কর্ত্তব্য। রাম! তোমার

শৈশবাবস্থায় আমি বহু আশা করিয়া তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছি ; এক্ষণে তুমি উপযুক্ত সন্তান হইয়াছ ; আমি একান্ত কাতর হইয়াছি, আমাকে রক্ষা কর।

পুত্র ! দেখ, আমার প্রাণ-বিয়োগ হইবার উপক্রম হইয়াছে ; তুমি কোন মতেই কৈকেয়ীর কামনা পূর্ণ করিও না। আমি কৈকেয়ীর নিকট চিরকালই পরিভূত হইয়া আসিতেছি ; এক্ষণে আবার তাহার নিকট নিত্য নানাপ্রকার নূতন নূতন অবমাননা ও তিরস্কার সহ্য করিতে পারিব না। আমি চিরকাল সপত্নীদিগের নিকট অবমানিতা ও তিরস্কৃতা হইয়া রহিয়াছি বটে, কিন্তু তোমার মুখ দেখিয়াই আমার সমুদায় দুঃখ দূর হইত। তুমি ব্যতিরেকে আমি এক রাত্রিও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। হায় ! পরিবর্দ্ধিত ফলবান বৃক্ষ ফলকালেই বিয়োজিত হইল !

পুত্র ! মহারাজ এক্ষণে স্ত্রীর বশীভূত, যথেচ্ছাচারী, কাম-পরতন্ত্র ও পাপাসক্ত অশুচি ব্যক্তির সদৃশ ; তিনি সনাতন ধর্ম্ম ও ইক্ষ্বাকুদিগের কুলোচিত ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া ভরতকে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ! তুমি তাঁহার বাক্য পালন করিও না। পূর্ব্বকালে মানবেন্দ্র মনু যে গাথা গান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে ; তুমি সেই গাথা শ্রবণ করিয়া আমার বাক্য পালনে প্রবৃত্ত হও।

মনু বলিয়াছেন যে, গুরু যদি অবলিপ্ত হয়েন, যদি তাঁহার কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞান না থাকে, যদি তিনি যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার বাক্য পালন করা কর্ত্তব্য নহে। এক জন উপাধ্যায়, দশ জন ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও গৌরবান্বিত ; দশ জন উপাধ্যায় অপেক্ষাও পিতার গৌরব অধিক ; আবার একমাত্র জননী, পিতা অপেক্ষাও দশগুণ গুরুতরা ; অথবা সমুদায় পৃথিবী অপেক্ষাও জননীর গৌরবই অধিক। অতএব এই জগতে মাতার সমান গুরু কেহই নাই ; অন্যান্য গুরু পতিত হইলে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে, পরন্তু জননীকে কোন মতেই পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না ; গর্ভধারণ ও প্রতিপালন হেতু জননীই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী।

পুত্র ! মনুর এই গাথা-অনুসারে এবং অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-অনুসারে তোমার পক্ষে তোমার পিতা অপেক্ষা আমিই গৌরবান্বিতা ও সবিশেষ মাননীয়া হইতেছি। গুরুবৎসলা! অতএব আমারও আজ্ঞা পালন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাম ! আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, তুমি ধর্ম্মানুসারে রাজ্যে অভিষিক্ত হও।

সজ্জনগণ-সমনুষ্ঠিত ইক্ষ্বাকু-কুলোচিত আমার এই হিতবাক্য যদি তুমি যথাবৎ প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয়ই কাল-কবলে নিপতিত হইতে হইবে।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

কৌশল্যার নিকট রামের অনুনয়-বিনয়।

অনন্তর রামচন্দ্র বিনয়গর্ভ মধুর বাক্যে হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রযত্ন সহকারে জননী

কৌশল্যাকে অনুনয় করিতে আরম্ভ করিলেন ও কহিলেন, দেবি! মহারাজ আপনকার ও আমার উভয়েরই প্রভু; সুতরাং মহারাজের আজ্ঞা রোধ পূর্ব্বক আমার বনবাস প্রতিষেধ বিষয়ে আপনকার অধিকার ও প্রভুত্ব নাই। সুব্রতে! আপনি কখনো ধর্ম্মের অননুমোদিত কার্য্যে মনোনিবেশ করেন নাই; আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে অনুমতি প্রদান করুন।

মাত! নারীদিগের পক্ষে ভর্ত্তাই দেবতা, ভর্ত্তাই ঈশ্বর; অতএব আপনি ভর্ত্তৃ-আজ্ঞার প্রতিকূলাচরণ করিবেন না। আপনি এক্ষণে ব্রত-পরায়ণা হইয়া নিয়ত পতি-শুশ্রূষায় নিরত থাকিয়া আমার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিবেন। আমি আপনকার প্রসাদে প্রতিজ্ঞা-উত্তীর্ণ হইয়া কুশলে ও অনাময় শরীরে প্রত্যাগমন করিব; আপনি স্থির হউন; শোক করিবেন না। আপনি অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন সদ্‌গুণশালী বিখ্যাতযশা মহাত্মা কোশল-রাজদিগের বিস্তীর্ণ বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। কুল, শীল, গুণ, আচার ও ধর্ম্ম, এতৎসমুদায় রক্ষা বিষয়ে আপনি বিলক্ষণ অভিজ্ঞা; আপনি কিরূপে ভর্ত্তার আজ্ঞা অতিক্রম করিতে অভিলাষ করিতেছেন!

দেবি! আমার প্রতি প্রসন্না হউন; মহারাজ আপনকার ভর্ত্তা, গুরু ও দেবতা; এক্ষণে আপনি অপত্যস্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাদৃশ মহারাজের মতের বিপরীত কার্য্য করিবেন না। আমি ভাল মন্দ বিচার না করিয়াই মহাত্মা গুরুর আজ্ঞা পালন করিব; ইহাতে আপনকার, বিশেষত আমার অবশ্যই মঙ্গল হইবে, সন্দেহ নাই।

দেবি! আমি ঔদ্ধত্য প্রযুক্ত বা বাল্য-ভাব প্রযুক্ত যদি পিতৃ-বাক্য অবহেলন করি, তাঁহা হইলে আপনকার কর্ত্তব্য এই যে, আপনি আমাকে তাদৃশ-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ আচরণে নিবারণ করিয়া বিনীত ব্যবহারের উপদেশ দিবেন। আপনি বিনয়-ব্যবহার বিলক্ষণ অবগত আছেন; আমার বুদ্ধি যখন স্বভা-বতই বিনয়-নম্রা রহিয়াছে, তখন তাদৃশ বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত করা ও সমধিক বিনয় ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া আপনকার অবশ্য কর্ত্তব্য; ধর্ম্মজ্ঞা ও ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া বিপরীত শিক্ষা দেওয়া আপনকার ন্যায় মহাবংশ-সম্ভূতা মহিলার বিধেয় নহে।

দেবি! প্রসন্না হউন; আপনি আমার নিমিত্ত মহারাজকে কোন অপ্রিয় বা প্রতি-কূল বাক্য বলিবেন না; কোন দিন তাঁহার অসন্তোষ-জনক বা অনভিমত ব্যবহারও করি-বেন না। দেবি! আমার প্রতি কৃপা করিয়া মহাভাগা কৈকেয়ীকে অথবা মহাত্মা ভরতকে কিছুমাত্র অপ্রিয় বাক্য বলিবেন না; আমার প্রতি প্রসন্না হউন।

মাত! আপনি আমার প্রতি যেরূপ সস্নেহ দৃষ্টি করেন, ভরতের প্রতিও সর্ব্বতো-ভাবে সেইরূপ করিবেন। কৈকেয়ীকে ভগি-নীর ন্যায় সস্নেহ নয়নে দেখিবেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বলবান ব্যক্তির সহিত কদাপি বিরোধ করেন না, একত্র সংমিলিত বহুসংখ্য দুর্ব্বল ব্যক্তির সহিতও বিরোধে প্রবৃত্ত হয়েন না।

অতএব আমি কোন্ যুক্তি অনুসারে মহাত্মা পিতার সহিত অথবা ভক্তিমান, অনপকারী, ধর্ম্মাত্মা, বিনয়-নম্র ও প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম মহাত্মা ভরতের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইব। মাত! মহাত্মা ভরত যদি পিতৃ-দত্ত যৌবরাজ্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার দোষ বা অপরাধ কি? মহারাজ পূর্ব্বে কৈকেয়ীকে বর-প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; এক্ষণে যদি কৈকেয়ী, ভর্ত্তার নিকট সেই বর গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারই বা দোষ কি, বলুন। সত্যবাদী মহারাজ পূর্ব্বে বর-প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে কৈকেয়ীর প্রার্থনানুসারে মিথ্যা-প্রতিজ্ঞতায় ভীত হইয়া যদি সেই বর প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহারই বা দোষ কি?

দেবি! মহারাজ বিবেচনা পূর্ব্বক যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই পরম ধর্ম্ম। মহারাজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবেন, এমন দিন যেন না আইসে। মহারাজ ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছেন; তিনি সদ্বৃত্তশালী, সাধু, সত্য-পরায়ণ ও সত্যবাদী; তিনি কখনই ধর্ম্ম-পথ হইতে বিচলিত হইবেন না।

দেবি! আপনি ধর্ম্মার্থ-তত্ত্বজ্ঞা ও সদ্বৃত্ত-শালিনী হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্ম-পরায়ণ মহারাজের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। দেবি! আমার প্রতি প্রসন্না হউন; আমি আপনাকে কোন উপদেশ দিতেছি না; আমি অনুনয় বিনয় সহকারে প্রার্থনা করিতেছি; আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রতি আদেশ করুন, আমি বনবাসের নিমিত্ত দীক্ষিত হই।

পরম-ধার্ম্মিক মহানুভব রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের সহিত বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া জননী কৌশল্যার নিকট ভূয়োভূয় এইরূপে অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন।

চতুর্বিংশ সর্গ।

রাম-বন-বাসে কৌশল্যার সম্মতি।

ধর্ম্মপ্রবণ প্রিয় পুত্রের মুখে তাদৃশ সানুনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী কৌশল্যা সাশ্রু-নয়নে দীনভাবে চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া, মহাত্মা রামচন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, দেবি! মহারাজ আমাদের সকলের অধীশ্বর, গুরু ও ভর্ত্তা, তাঁহার শাসনে থাকা আপনকার ও আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এই চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বিহার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিয়া আপনকার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিব।

দেবী কৌশল্যা, হৃদয়-নন্দন নন্দন রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পাকুলিত লোচনে কহিলেন, বৎস! আমি কোন ক্রমেই সপত্নীগণের মধ্যে অবস্থান করিতে সমর্থ হইব না; যদি তুমি পিতার আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত বনগমনে কৃতনিশ্চয়ই হইয়া থাক, তাহা হইলে বন্য-মৃগ-সমাকুল সেই বন-মধ্যে আমাকেও লইয়া চল।

উদার-চরিত রামচন্দ্র জননীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন,

মাত! যে রমণীর ভর্ত্তা জীবিত আছেন, তাঁহার পক্ষে ভর্ত্তাই দেবতা-স্বরূপ; ভর্ত্তার অনুবর্ত্তিনী না হইয়া পুত্রের অনুবর্ত্তিনী হওয়া কোন রূপেই তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। মহারাজ আপনকার এবং আমার, উভয়েরই গুরু; অতএব আমি আপনাকে এই নগর হইতে, বনে লইয়া যাইতে কোন ক্রমেই সমর্থ হইব না; পতি জীবিত থাকিতে আমার সহিত গমন করা আপনকার উচিতও নহে। মহাত্মাই হউন বা দুরাত্মাই হউন, নারীজাতির পক্ষে পতিই একমাত্র গতি; বিশেষত মহারাজ মহাত্মা ও আপনকার দয়িত।

দেবি! ধর্ম্মাত্মা ভরত বিনয়-সম্পন্ন ও গুরু-বৎসল; আমি যেরূপ আপনকার পুত্র, ধর্ম্মানুসারে ভরতও সেইরূপ। ভরত আমা অপেক্ষাও আপনকার প্রতি সমধিক ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সেবা-শুশ্রূষা করিবে। আমি ভরত হইতে কোন অনিষ্টাপাতেরই সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

আমি বনগমন করিলে, আমার পিতা শোকাকুলিত হইয়া যাহাতে সাতিশয় সন্তপ্ত-হৃদয় না হয়েন, তাহা আপনি করিবেন। মহারাজ বৃদ্ধ ও শোকে কাতর; আমি যুবা ও বলবান; পিতার নিমিত্ত যেরূপ চিন্তা করিতে হইবে, আমার নিমিত্ত আপনকার সে রূপ করিতে হইবে না। যে নারী পতি-পরায়ণা ও ধর্ম্মচারিণী হইয়াও যত্ন পূর্ব্বক পতির অনুবর্ত্তিনী হয়েন না, তিনি সাধু-সমাজে নিন্দিত ও ঘৃণিত হইয়া থাকেন। পরন্তু যে সাধ্বী রমণী ভর্ত্তৃ-পরায়ণা, ভর্ত্তৃব্রতা ও ভর্ত্তৃ-বশবর্ত্তিনী হয়েন, তিনি ইহলোকে অতুল কীর্ত্তি লাভ করিয়া দেহান্তে দেবলোকেও পূজিত হইয়া থাকেন।

দেবি! এই সমুদায় কারণে পতি-শুশ্রূষায় নিরতা থাকিয়া গৃহে অবস্থান করাই আপনকার অবশ্য কর্ত্তব্য; সাধ্বী রমণীদিগের পক্ষে ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। গার্হস্থ-ধর্ম্ম-পরায়ণা, দেব-পূজা-নিরতা ও পতি-চিন্তানুবর্ত্তিনী হইয়া আপনি এই স্থানেই অবস্থান পূর্ব্বক পতি-সেবা করুন। মাত! আপনি ব্রতপরায়ণা হইয়া বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের পূজায় নিয়ত নিরতা থাকিয়া আমার প্রত্যাগমন-প্রত্যাশায় পতির সহিত এই স্থানেই অবস্থান করুন; আমার বিয়োগে মহারাজ যদি জীবন ধারণ করেন, তাহা হইলে আপনি পতির সহিত একত্র হইয়া আমার পুনরাগমন দেখিতে পাইবেন।

উদার-চরিত রামচন্দ্রের মুখে ঈদৃশ ধর্ম্মানুগত অনুনয়-বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী কৌশল্যা সজল লোচনে কহিলেন, বৎস! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি এক্ষণে পিতার আজ্ঞা পরিপালন কর। তুমি সুস্থ ও নিরাময় শরীরে কুশলী হইয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিবে, আমি দেখিব। তুমি যেরূপ বলিলে, তদনুসারে আমি ভর্ত্তৃ-শুশ্রূষায় নিয়ত নিরত থাকিব; এবং আর আর যে সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাও যথাসাধ্য সম্পাদন করিব; তুমি নিরুদ্বিগ্ন হৃদয়ে বনগমন কর।

দেবী কৌশল্যা, এইরূপে বনবাসে কৃত-নিশ্চয় রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সহসা দুঃখাভিভূত ও অচৈতন্য-প্রায় হইয়া বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে বহুবিধ বিলাপ-পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

রামচন্দ্রের নিমিত্ত কৌশল্যার স্বস্ত্যয়ন।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া অশ্রু-কলুষিত-লোচনে কাতর বাক্যে রামচন্দ্রকে কহিলেন, সর্ব্বলোক-প্রিয়! সর্ব্ব-জন-হিতৈষিন! ধর্ম্মাত্মন! তুমি কখনও দুঃখের মুখ দেখ নাই; তুমি মহারাজ দশরথের ঔরসে বিশেষত আমার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কিরূপে নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিবে! যাঁহার দাসদাসীগণও সর্ব্বদা অপূর্ব্ব সুস্বাদু অন্ন ভোজন করিয়া থাকে, তুমি তাঁহার প্রিয়তম পুত্র হইয়া কিরূপে মুনিজনের ন্যায় বন্য ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিবে!

মহারাজ অতীব-গুণ-সম্পন্ন প্রিয়তম পুত্রকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন, এ কথায় কোন্ ব্যক্তি বিশ্বাস করিবে! কোন্ ব্যক্তিই বা ঈদৃশ দারুণ বার্ত্তা শ্রবণে ভীত ও শঙ্কিত না হইবে! বৎস! বিয়োগ-দুঃখ-সমুদ্ভূত এই লোকাপবাদ-হুতাশন, তোমারই বিয়োগা-নিলে পরিচালিত হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতে থাকিবে!—চিন্তা ও বাষ্পরূপ মহাধূমে সমা-চ্ছন্ন, নিশ্বাস ও গ্লানিরূপ পাবক, তোমারই গুণ-গ্রাম-রূপ মহা-ইন্ধনে উদ্দীপিত হইয়া আমাকে নিশ্চয়ই দগ্ধ করিবে, সন্দেহ নাই।

শীতাবসানে বহ্নি যেরূপ শুষ্ক তৃণ দগ্ধ করে, তোমার বিয়োগে আমার শোকাগ্নি নিরন্তর প্রজ্বলিত হইয়া আমাকেও সেইরূপ দগ্ধ করিতে থাকিবে। আমার ইচ্ছা হই-তেছে, ধেনু যেরূপ বাৎসল্য প্রযুক্ত বৎসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা হয়, আমিও সেইরূপ পুত্র-বাৎসল্যের বশবর্ত্তিনী হইয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করি।

দেবী কৌশল্যা শোক-বিহ্বলা হইয়া এইরূপে করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগি-লেন দেখিয়া, মহাত্মা রামচন্দ্র পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, মাত! মহারাজ কৈকেয়ী কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছেন; আমি বনে গমন করিতেছি; ঈদৃশ অবস্থায় যদি আপনিও মহারাজকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমার বোধ হয়, তিনি কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। মাত! পতিকে পরিত্যাগ করা কোন মতেই প্রশস্ত ও ধর্ম্মানুগত নহে; আপনি সেই সর্ব্বজন-বিগর্হিত পতি-পরিত্যাগ মনেও করিবেন না। মহারাজ আপনকার ভর্ত্তা, প্রভু ও ঈশ্বর; তিনি যে পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন, আপনি সেই পর্য্যন্ত অসাধারণ ভক্তি সহকারে দেব-তার ন্যায় তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিবেন; ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

দেবি! আমার সহিত বন গমন করা আপনকার কর্ত্তব্য নহে; পতিই আপনকার পরম দেবতা; আপনি এই স্থানে অবস্থান

পূর্ব্বক পতির আরাধনা করুন। দেবি! আপনকার জীবন ও শরীরের উপর একমাত্র মহারাজেরই প্রভুত্ব আছে; অতএব আমার সহিত গমন করা কোন মতেই আপনকার উচিত হইতেছে না।

ধর্ম্মজ্ঞা দেবী কৌশল্যা, রামচন্দ্রের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বনগমনে কৃতনিশ্চয় ও উৎসুক দেখিয়া অগত্যা তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং কাতর হৃদয়ে প্রাস্থানিক স্বস্ত্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বাষ্পবারি নিবারণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ জলে আচমন করিয়া যথাবিধানে রামচন্দ্রের নিমিত্ত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি গন্ধ পুষ্প ও বহুবিধ সুরম্য পূজোপহার দ্বারা সংযত হৃদয়ে যথাবিধি দেবগণের অর্চ্চনা করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে নির্ম্মাল্য-মাল্য, গন্ধ ও হব্যশেষ প্রদান করিলেন। পরে তিনি গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক মস্তকে আঘ্রাণ লইয়া দক্ষিণ হস্তে রাক্ষসবিনাশক ঔষধ বন্ধন করিয়া দিলেন এবং কহিলেন, বৎস! তোমাকে কোন মতেই নিবারণ করিতে পারিলাম না; এক্ষণে তুমি গমন কর; পরন্তু তোমার বনবাস-ব্রত পরিসমাপ্ত হইলেই কাল-বিলম্ব না করিয়া ত্বরায় প্রত্যাগমন করিবে; সাধুগণের অবলম্বিত পথ অতিক্রম করিও না।

পুত্র! তুমি প্রীত হৃদয়ে নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক যে ধর্ম্ম পরিপালন করিতেছ, সেই ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করুন। বৎস! যে যে দেবালয়ে যে যে দেবগণকে ও যে যে ঋষিগণকে তুমি প্রণাম করিয়া থাক, তাঁহারা সকলেই তোমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র তোমাকে সদ্গুণ-সম্পন্ন দেখিয়া যে সমুদায় দিব্যাস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তৎসমুদায় তোমাকে রক্ষা করুন। মহাবাহো! তুমি পিতৃ-শুশ্রূষা দ্বারা, মাতৃশুশ্রূষা দ্বারা ও সত্যনিষ্ঠা দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া চিরজীবী হও। সমিৎ, কুশ, পবিত্র, বেদী, যাগমণ্ডপ, স্থণ্ডিল, শৈল, বৃক্ষ, ক্ষুপ, হ্রদ, পতঙ্গ, পন্নগ ও সিংহ, ইহারাও তোমার রক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা স্নেহ-নিবন্ধন প্রিয়তম পুত্র রামচন্দ্রকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া পুনর্ব্বার স্বস্ত্যয়নের নিমিত্ত এই মন্ত্র* পাঠ করিতে লাগিলেন যে, বৎস! সাধ্যগণ, মরুদ্গণ ও মহর্ষিগণ তোমার মঙ্গল করুন; ধাতা ও বিধাতা তোমার মঙ্গল করুন; পূষা, ভগ ও অর্য্যমা, তোমার মঙ্গল করুন; কুবের, বরুণ ও বসুগণ তোমার মঙ্গল করুন; মিত্র ও আদিত্যগণ তোমার মঙ্গল করুন; রুদ্রগণ তোমার কল্যাণ করুন; দিক, বিদিক, বৎসর, মাস, রাত্রি, দিন ও মুহূর্ত্ত, ইহাঁরা তোমার শ্রেয়ঃসাধন করুন।

---

*স্বস্তি কুর্ব্বন্তু তে সাধ্যা মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ।
স্বস্তি ধাতা বিধাতা চ স্বস্তি পূষা ভগোঽর্য্যমা॥
বরুণঃ স্বস্তি রাজা চ করোতু বসুভিঃ সহ।
স্বস্তি মিত্রঃ সহাদিত্যৈঃ স্বস্তি রুদ্রা দিশন্তু তে॥
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব মাসাঃ সংবৎসরাঃ ক্ষপাঃ।
দিনানি চ মুহূর্ত্তাশ্চ স্বস্তি পুত্র দিশন্তু তে॥

বৎস! পূর্ব্বকালে যে সময় দেবরাজ ইন্দ্র, বৃত্রাসুর বধ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করেন, সেই সময় সমুদায় দেবগণ তাঁহার নিমিত্ত যে মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন, তুমি সেই মঙ্গল-ভাজন হও। বিহঙ্গরাজ যখন অমৃত আহরণের নিমিত্ত গমন করেন, তখন তাঁহার নিমিত্ত বিনতা যে মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন, তুমি সেই মঙ্গল-ভাজন হও।

বৎস! সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ, সমুদায় বিদ্যা, অথর্ব্ব-বেদোক্ত সমুদায় মন্ত্র, ধৃতি, স্মৃতি ও মেধা তোমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। সিদ্ধগণ, দেবর্ষিগণ, নির্ম্মল-হৃদয় ব্রহ্মর্ষিগণ, ভুজঙ্গগণ, বিহঙ্গগণ ও পিতৃগণ, ইহাঁরা চতুর্দ্দিক হইতে তোমাকে রক্ষা করুন। বৎস! দেবসেনানী স্কন্দ, মহেশ্বর, নারদ, সোম, শুক্র, বৃহস্পতি, সপ্তর্ষিগণ, নক্ষত্রগণ, গ্রহগণ, নক্ষত্রগণের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণ ও দিব্য জ্যোতিষ্কগণ তোমাকে সকল স্থানেই সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।

বৎস! তুমি যখন মুনিবেশ ধারণ পূর্ব্বক মহাবনে বিচরণ করিবে, তখন উগ্রবিষ ভুজঙ্গমগণ তোমার নিকট যেন সৌম্য মূর্ত্তি ধারণ করে। পুত্র! অরণ্যনিবাসী রাক্ষসগণ, পিশাচগণ, যক্ষগণ, মাংসাশী জীবগণ ও অন্যান্য বন্য হিংস্র জন্তুগণ তোমার শ্রেয়স্কর হউক। পতঙ্গগণ, বৃশ্চিকগণ, কীটগণ, দংশগণ, মশকগণ, সরীসৃপগণ ও উগ্রবিষ বন্য জন্তুগণ তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত বিচরণ করুক। বৎস! মহামাতঙ্গগণ, বরাহগণ, গণ্ডারগণ, সিংহগণ, ঋক্ষগণ ও মহিষগণ তোমার মঙ্গলকর হউক। অরণ্যমধ্যে যে সমুদায় মাংসাশী ভীষণ জীব, নিরন্তর মৃগরূপ ও দ্বিজরূপ ধারণ পূর্ব্বক অথবা অন্যান্য বহুবিধ রূপ ধারণ পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করে, আমি তাহাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তাহারা তোমার কল্যাণকর হউক।

বৎস! আকাশচর জীব সমুদায় হইতে তোমার মঙ্গল হউক; ভূচর জীব সমুদায় হইতে তোমার মঙ্গল হউক; জলচর জীব সমুদায় হইতে তোমার মঙ্গল হউক; দিব্য জীব সমুদায় হইতে তোমার মঙ্গল হউক। বৎস! সর্ব্বলোক-প্রভু ব্রহ্মা, ত্রিলোকনাথ বিষ্ণু ও বৃষভ-বাহন মহেশ্বর, ইহাঁরা তোমাকে অরণ্যমধ্যে নিয়ত রক্ষা করুন।

বৎস! তোমার সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ হউক; তোমার সুখে কালাতিপাত হইতে থাকুক; তোমার সমুদায় মনোরথ সুসিদ্ধ হউক; তুমি কল্যাণ-ভাজন হও।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা, কৃতকর্ম্মা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ দ্বারা অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত যথাবিধি হোম করাইলেন; তিনি ঘৃত, সমিৎ, শ্বেতমাল্য ও শ্বেত সর্ষপ আনাইয়া দিলেন। উপাধ্যায়, রামচন্দ্রের অনাময় ও কুশলের নিমিত্ত যথাবিধানে হোম করিয়া শান্তির উদ্দেশে হুতশেষ দ্বারা যথাক্রমে বাহ্য বলি প্রদান করিলেন। পরে তিনি অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত একত্র হইয়া মধু, দধি, ঘৃত ও অক্ষত দ্বারা স্বস্তি-বাচন পূর্ব্বক যথাবিধানে বনবাসের স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যশস্বিনী রাম-মাতা কৌশল্যা, ব্রাহ্মণগণকে আশাতিরিক্ত দক্ষিণা প্রদান করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! অমৃত-মন্থন-সময়ে সুরগণ অসুর-বিনাশে উদ্যত হইলে অদিতি যে মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন, তুমি সেই মঙ্গল-ভাজন হও। ত্রিবিক্রম বিষ্ণু যখন বামনরূপে বলির নিকট গমন করেন, তখন অদিতি যে মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন, তুমি সেই মঙ্গল লাভ কর। সমুদায় ঋষি, সমুদায় সাগর, সমুদায় দ্বীপ, সমুদায় বেদ, সমুদায় লোক ও সমুদায় দিক তোমার মঙ্গল করুন।

দেবী কৌশল্যা এইরূপে পুত্রের মঙ্গলাচরণ করিয়া তাঁহার শরীরে গন্ধ দ্রব্য বিলেপন করিয়া দিলেন। পরে তিনি বিশল্য-করণী ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ-ফলা ওষধি প্রদান করিয়া মস্তকে আঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এক্ষণে গমন কর; যখন নিয়ম পূর্ণ হইবে, তখন তুমি নীরোগ শরীরে অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া রাজলক্ষ্মী কর্ত্তৃক সেবিত হইবে, দর্শন করিব।

দেবী কৌশল্যা এইরূপ বলিয়া পুনর্ব্বার আলিঙ্গন পূর্ব্বক মস্তকে আঘ্রাণ লইয়া কহিলেন, বৎস! পুনঃ-প্রত্যাগমনের নিমিত্ত এক্ষণে গমন কর; তুমি যখন বনবাস হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া লক্ষ্মণের সহিত পুনরাগমন করিবে, তখন নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আমি তোমাকে সন্দর্শন করিব।

আমি, দেবদেব মহাদেব প্রভৃতি যে সমুদায় দেবগণের পূজা করিয়াছি, যে সমুদায় মহর্ষিগণের ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়াছি, তাঁহাদের সকলের নিকটই এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা সুদীর্ঘ বনবাস-কালে তোমার মঙ্গল-বিধান করুন। দেবী কৌশল্যা কৃতাঞ্জলিপুটে অশ্রুপূর্ণ লোচনে এইরূপে স্বস্ত্যয়ন-ক্রিয়া সমাপন করিয়া রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পুনঃপুন গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

প্রজ্বলিত-হুতাশন-সদৃশ-সমুজ্জ্বল-কান্তি মহাযশা রামচন্দ্রও মাতৃচরণে পুনঃপুন প্রণাম করিয়া জনক-নন্দিনী সীতার নিকট বিদায় লইবার নিমিত্ত গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ষড়্বিংশ সর্গ।

সীতার নিকট রামের বিদায় প্রার্থনা।

দেবী কৌশল্যা কর্ত্তৃক কৃত-স্বস্ত্যয়ন রাজকুমার রামচন্দ্র, এইরূপে মাতৃ-অনুমতি লইয়া মাতার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত বহির্গত হইলেন। তিনি জন-সংঘ-সঙ্কুল রাজমার্গ সুশোভিত করিয়া জনগণের নয়ন-মন হরণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন।

ভর্ত্তৃ-পরায়ণা বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা, এ পর্য্যন্ত এই সমুদায় বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই; তিনি তৎকালে অনন্য-হৃদয়ে ভর্ত্তার যৌবরাজ্যাভিষেক প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন; তিনি রাজধর্ম্মে অনভিজ্ঞা ছিলেন না, সুতরাং সংযত হৃদয়ে দেবগণের ও পিতৃগণের

শরণাপন্না হইয়া মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছিলেন। তিনি রামের আগমনের আকাঙ্ক্ষায় নিজ গৃহ-মধ্যে উপবিষ্টা ছিলেন; এক একবার পতি-দর্শন-লালসায় দ্বারদেশে দৃষ্টিপাত করিতে-ছিলেন;—ঈদৃশ সময়ে মহাত্মা রামচন্দ্র লজ্জা-ভরে কিঞ্চিৎ অধোমুখ হইয়া ভক্ত, অনুরক্ত, অনুগত ও প্রহৃষ্ট জনগণে সমাকীর্ণ, সুসজ্জী-কৃত নিজ সদনে সহসা প্রবিষ্ট হইলেন।

মনোদুঃখ-সমন্বিত ঈষৎ-ম্লান-বদন অপ্রীত-হৃদয় কাতর রামচন্দ্র, গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন, বিনয়াচার-সম্পন্না প্রাণা-পেক্ষাও প্রিয়তমা দেবী সীতা বিনীত ভাবে তদ্গতচিত্তে গৃহ-মধ্যে উপবিষ্ট আছেন। সীতাও রামচন্দ্রকে দেখিবামাত্র প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী হইলেন। ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র, প্রণয়িনী সীতাকে দেখিয়া আন্তরিক শোক সংগোপন করিতে সমর্থ হইলেন না; তাঁহার আকার-প্রকারে শোক-চিহ্ন সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। বরারোহা সীতা রামচন্দ্রের মুখকমল ম্লান দেখিয়া অন্তরে কোন দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া বিহ্বল হৃদয়ে কম্পান্বিত কলেবরে কহিলেন, এ কি! আজি বার্হস্পত যোগ উপস্থিত; তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছেন, অদ্য পুষ্যাযোগে আপনকার যৌবরাজ্যাভি-ষেক হইবে; আপনি এই আনন্দের সময় কি নিমিত্ত দুর্ম্মনায়মান হইতেছেন! আজি কি নিমিত্ত পূর্ণচন্দ্র-মণ্ডল-সদৃশ আপনকার বদন-মণ্ডল শত-শলাকা-সুশোভিত সুচারু শ্বেত-ছত্রে আবৃত হইয়া শোভমান হইতেছে না! পদ্মপলাশ-লোচন! পূর্ণশশধর-মণ্ডল-সন্নিভ আপনকার সুচারু মুখমণ্ডল আজি কি নিমিত্ত চামর ও ব্যজন দ্বারা বীজ্যমান হইতেছে না! প্রিয়তম! যৌবরাজ্যাভিষেক উপস্থিত দেখিয়া আজি কি নিমিত্ত সূত, মাগধ ও বন্দিগণ আপনকার স্তুতি পাঠ করিতেছেন না! আজি অভিষেকের উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণ কি নিমিত্ত আপনকার মস্তকে যথাবিধানে মধু ও দধি প্রদান করিতেছেন না! আজি কি নিমিত্ত প্রধান প্রধান মন্ত্রিগণ, প্রজাগণ, সেনানীগণ ও কিঙ্করগণ আপনকার যৌব-রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠান করিতেছে না! নাথ! আজি কি নিমিত্ত মহাতুরঙ্গাষ্টক-যুক্ত সুরম্য-মণি-কাঞ্চন-বিভূষিত আপনকার পুষ্পরথ প্রস্তুত দেখিতেছি না! আজি অভি-ষেকোৎসবে কি নিমিত্ত শুভলক্ষণ-লাঞ্ছিত মদস্রাবী প্রধান মত্ত মাতঙ্গ আপনকার অনু-গামী হইতেছে না! আজি কি নিমিত্ত রাজ-লক্ষ্মী-সূচক বিজয়াবহ শুভলক্ষণ-সম্পন্ন শ্বেত-বর্ণ প্রধান তুরঙ্গ-রাজ আপনকার পুরোবর্ত্তী হইতেছে না!

মৈথিলী শঙ্কাকুলিতা হইয়া এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ধীর-প্রকৃতি সত্ত্বগুণাবলম্বী রামচন্দ্র, গাম্ভীর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, মৈথিলি! তুমি রাজর্ষি-বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, তুমি ধর্ম্মজ্ঞা ও সত্যবাদিনী; আমি এক্ষণে যাহা বলিতেছি, স্থির হইয়া শ্রবণ কর; চঞ্চল বা ব্যাকুল হইও না।

আমার পিতা মহারাজ দশরথ সত্যবাদী ও সত্য-প্রতিজ্ঞ; তিনি কোন বিষয় প্রথমত

অঙ্গীকার করিয়া পশ্চাৎ তাহার অন্যথা করেন না। পূর্ব্বকালে তিনি এক সময় দেবী কৈকেয়ীর প্রতি প্রীত হইয়া দুইটি বর প্রদান করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; এক্ষণে আমার যৌবরাজ্যাভিষেকের আয়োজন হইলে কৈকেয়ী সেই দুইটি বর প্রার্থনা করেন; সেই দুইটি বরের মধ্যে প্রথম বর দ্বারা আমার চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও দ্বিতীয় বর দ্বারা অযোধ্যায় ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থিত হইল। ধর্ম্মশীল মহারাজও অনন্যগতি হইয়া কৈকেয়ীকে সেই দুই বর প্রদান করিয়াছেন; এক্ষণে ভরত অযোধ্যার অধিপতি হইবেন; আমি বনগমনে উদ্যত হইয়া তোমাকে দেখিতে ও তোমার সম্মতি লইতে আসিয়াছি; আমি বিনয় বচনে তোমার নিকট বলিতেছি, তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক আমার বনগমনে সম্মতি প্রদান কর।

প্রিয়ে! আমি যত দিন প্রত্যাগমন না করিব, তত দিন তুমি শ্বশুর ও শ্বশ্রূকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিবে; নিরন্তর তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিবে। সুন্দরি! তুমি আমার আশ্রয়-জনিত অভিমানে গৌরবিণী হইয়া ভরতের সমীপে কদাপি আমার প্রশংসা করিও না; কারণ যাহারা ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত, তাহারা পরের প্রশংসা কখনই সহ্য করিতে পারে না; অতএব তুমি ভরতের সমক্ষে কখনও আমার প্রশংসা বা গুণ-কীর্ত্তন করিও না। তুমি কদাপি ভরতের প্রতিকূলাচরণ করিও না; সর্ব্বদা তাঁহার নিকট তাঁহার অনুকূল আচরণ করিবে। জনক-তনয়ে! মহারাজ, ভরতকে যৌবরাজ্য প্রদান করিতেছেন; ভরতই এক্ষণে পৃথিবীর রাজা হইবেন; ভরত যাহাতে প্রসন্ন থাকেন, তুমি তদনুরূপ আচরণ করিবে।

প্রিয়ে! অদ্য আমি পিতাকে সত্যসন্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিয়োগ অনুসারে বনগমন করিতেছি; তুমি হৃদয় স্থির কর; ব্যাকুল বা কাতর হইও না।

প্রিয়ে! আমি মুনিজন-প্রিয় অরণ্যে প্রবেশ করিলে তুমি নিরন্তর ব্রত ও উপবাসে রত থাকিয়া কালাতিপাত করিবে। তুমি প্রত্যূষে উঠিয়া দেবগণের পূজা ও প্রণাম পূর্ব্বক পিতা দশরথকে দেবতার ন্যায় ভক্তিভাবে প্রণাম করিবে। আমার নিকট সকল মাতাই সমান, তুমি তাঁহাদের সকলকেই যথাক্রমে প্রণামাদি করিবে। সীতে! ভরত ও শত্রুঘ্ন, উভয় ভ্রাতা আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর; তুমি তাহাদের উভয়কেই ভ্রাতার ন্যায় ও পুত্রের ন্যায় সস্নেহ নয়নে দেখিবে।

প্রিয়ে! তুমি আমার প্রতি প্রীতি নিবন্ধন ভরতকে কদাপি অপ্রিয় কথা বলিও না; কারণ ভরত সমুদায় দেশের অধিপতি ও গুরু, এবং আমারও প্রিয়। দেবতার ন্যায় ভক্তি পূর্ব্বক রাজার সেবা করিলে তিনি অনুগ্রহ করেন; তাহা না করিলে বিশিষ্টরূপ অনিষ্ট করিয়া থাকেন। আপনার ঔরস পুত্রও যদি অপকার করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকেও বিনষ্ট করেন; শত্রুপক্ষীয় কোন ব্যক্তি যদি উপকার করে, তাহা হইলে রাজা তাহার

প্রতিও প্রীত-হৃদয় হইয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কল্যাণি! আমি বনগমন করিলে তুমি সত্যনিষ্ঠা ও ব্রত-পরায়ণা হইয়া প্রশান্তভাবে এই স্থানেই বাস করিবে। তুমি প্রশান্তভাবে থাকিলেই ভরতের নিকট অভিলাষানুরূপ গ্রাসাচ্ছাদনাদি প্রাপ্ত হইবে। সীতে! আমার জননী কৌশল্যা বৃদ্ধা ও শোকে কাতরা হইয়াছেন; আমার সন্তোষের নিমিত্ত তুমি অনন্য হৃদয়ে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিবে।

প্রিয়ে! আমি দণ্ডকারণ্যে গমন করিতেছি, তুমি আমার আদেশানুসারে দুঃখ-শোক পরিহার পূর্ব্বক এই স্থানেই বাস কর। আমি গমন করিলে যাহাতে তোমা হইতে কাহারও মনে কোন রূপ কষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে তুমি সর্ব্বতোভাবে সবিশেষ যত্নবতী হইবে।

সপ্তবিংশ সর্গ।

সীতার বনগমন-প্রস্তাব।

প্রিয়ভাষিণী সীতা, প্রিয়তম পতির মুখে ঈদৃশ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণয়-কোপ বশত অসূয়া পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! আপনি ক্ষুদ্র-চিত্তের ন্যায় এ কিরূপ বাক্য বলিতেছেন! ইহা শ্রবণ করিলেও লোকে উপহাস করিবে। আপনকার এই বাক্য, অস্ত্র-শস্ত্রজ্ঞ তেজঃ-সম্পন্ন বীর্য্যশালী রাজকুমার-গণের অনুরূপ হয় নাই; আপনকার এই অন্যায় অযশস্কর বাক্য শ্রবণ করিবারই যোগ্য নহে।

আর্য্যপুত্র! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র ও বান্ধবগণ, সকলেই ইহলোকে ও পরলোকে পৃথক পৃথক আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে; পিতার কর্ম্মানুসারে পুত্র, বা পুত্রের কর্ম্মানুসারে পিতা কখনও সুখ বা দুঃখ ভোগ করেন না; সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মের ফল-ভোগী; পরন্তু একমাত্র পতি-পরায়ণা ভার্য্যাই পতিভাগ্যের ফলভোগ করিয়া থাকে; অতএব আপনি যখন যে অবস্থায় থাকিবেন, যখন যে স্থানে গমন করিবেন, আমিও সেই অবস্থায় থাকিব ও সেই স্থানে গমন করিব।

ধর্ম্মজ্ঞ! আমি আপনকার অনুগ্রহ দ্বারা ও আমার জীবন দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আপনি ব্যতিরেকে আমি একাকিনী স্বর্গেও বাস করিতে ইচ্ছা করি না। আপনি আমার নাথ, গুরু, দেবতা ও এক মাত্র গতি। আমি দৃঢ়নিশ্চয় সহকারে বলিতেছি যে, আমি আপনকার সহিতই গমন করিব। আপনি যদি কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম বনে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে আমিও আপনকার অগ্রে অগ্রে কণ্টক বিমর্দ্দিত করিয়া গমন করিতে থাকিব।

নাথ! কি পিতা, কি মাতা, কি পুত্র, কি আত্মা, কি সুহৃজ্জন, কেহই স্ত্রীলোকের গতি নহে; ইহলোকে ও পরলোকে এক মাত্র পতিই রমণীগণের পরম গতি। আপনি একণে ঈর্ষা-দোষ পরিহার পূর্ব্বক পীতাবশিষ্ট সলিলের ন্যায় আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া সমভিব্যাহারে লইয়া চলুন; আমার প্রতি কোন শঙ্কা করিবেন না। প্রভো!

হর্ম্ম্য, প্রাসাদ, ভবন, বিমান প্রভৃতিতে বাস অপেক্ষা অথবা স্বর্গবাস অপেক্ষাও আপনকার চরণের আশ্রয়ে বাস করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। নাথ! ভর্ত্তৃ-সন্নিধানে নিরন্তর বাস করা সকল সীমন্তিনীর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। পতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তদ্বিষয়ে পূর্ব্বে পিতা মাতা আমাকে বিশেষরূপে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন; তাঁহারা যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, আমি তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারিব না। আর্য্য! প্রসন্ন হউন; আমি আপনকার সহিত নানা-মৃগকুল-সমাকুল সিংহ-শার্দ্দূল-সেবিত দুর্গম অরণ্যে গমন করিব। আমি আপনকার চরণের আশ্রয়ে আপনকার সহিত বিহার পূর্ব্বক বনমধ্যেও ইন্দ্র-ভবনের ন্যায় সুখে কালযাপন করিব। আমি সুগন্ধ-কানন-মধ্যে আপনকার সহিত বিহার পূর্ব্বক নিয়ত ব্রত-পরায়ণা হইয়া আপনকার চরণ-শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিয়া অরণ্য-মধ্যেও সুখে অবস্থান করিব।

আপনি দেবরাজ-সদৃশ-শৌর্য্যশালী ও বিষ্ণু-সদৃশ-পরাক্রমশালী; আপনি ত্রিলোক-রক্ষণেও সমর্থ; সুতরাং আপনকার আশ্রয়ে থাকিলে সাক্ষাৎ দেবরাজও আমাকে অভিভব করিতে পারিবেন না। আর্য্যপুত্র! আমি একমাত্র আপনকারই আশ্রিত ও ভক্ত, আমি সাতিশয় কাতর হইয়াছি, আমাকে নিবর্ত্তিত করিবেন না; আমি অদ্য আপনকার সহিত নিশ্চয়ই বনগমন করিব। আপনি ফল-মূল ভক্ষণ করিলে পশ্চাৎ আমিও অবশিষ্ট ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিব; একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে হইলে আমি আপনকার অগ্রে অগ্রে যাইব। আমার ভরণ-পোষণের নিমিত্ত আপনাকে কোন রূপ কষ্টভোগ করিতে হইবে না।

নাথ! আমি অভিলাষ করিতেছি, আমি বল্কল পরিধান পূর্ব্বক আপনা কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা হইয়া নির্ভীক হৃদয়ে পর্ব্বত, বন, নদী ও সরোবর সকল সন্দর্শন করিব; এবং আপনকার সহিত একত্র হইয়া হংস-কারণ্ডব-কুল-সঙ্কুল প্রফুল্ল-কমল-সুশোভিত বিমল-সলিল-পূর্ণ জলাশয়ে অবগাহন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিব। আমি আপনকার সহিত একত্র হইয়া নানাকুসুম-নিকর-সুগন্ধি রমণীয় বনোদ্দেশে প্রমুদিত হৃদয়ে বাস করিতে ইচ্ছা করি। আমি আপনকার সহিত একত্র থাকিলে বহু সহস্র বৎসরও এক দিবসের ন্যায় বোধ করিব। নাথ! আমি আপনকার বিরহে স্বর্গে বাস করিতেও অভিলাষ করি না; যদি আপনকার সহিত একত্র হইয়া নরকে বাস করিতে হয়, তাহাও আমার পক্ষে স্বর্গতুল্য আনন্দকর বোধ হইবে।

রঘুনাথ! আমার মাতা, পিতা ও বন্ধুগণ উপদেশ দিয়াছিলেন যে, তুমি স্বামি-বিরহিতা হইয়া এক দিনও অবস্থান করিও না; এই কারণে আমি প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে আপনকার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি বনগমন-কালে আমাকেও সমভিব্যাহারে লইয়া চলুন। আমি মনে মনে

যাহা নিশ্চয় করিয়াছি, আপনি তাহার অন্যথা করিবেন না।

রঘুনন্দন! আমি আপনকার সহিত বন-গমন করিব; আপনি আমাকে নিষেধ করি-বেন না; আমি আপনকার চরণের আশ্রয়ে থাকিয়া অরণ্য-মধ্যেও পিতৃ-গৃহের ন্যায় পরম সুখে বাস করিব। নরসিংহ! আমার মনে অন্যভাব নাই; আমার চিত্ত সর্ব্বদা আপনা-তেই অনুরক্ত রহিয়াছে; আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে আমার মৃত্যু হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব আমার প্রিয় কার্য্য করুন; আমাকে লইয়া চলুন। আমার ভরণ-পোষণের নিমিত্ত আপনাকে কিঞ্চি-মাত্রও ভার বহন করিতে হইবে না।

জনক-রাজ-নন্দিনী প্রিয়তমা সীতা এই রূপ ধর্ম্মানুগত বাক্য কহিলেও রামচন্দ্র তাঁহাকে দুর্গম ভীষণ বনে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন না; পরন্তু তাঁহাকে বিনি-বর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত বন-বাসের দোষ-সমু-দায় বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

সীতার নিকট বনবাসের দোষ-প্রদর্শন।

পতি-পরায়ণা ধর্ম্ম-বৎসলা সীতা বনগম-নের নিমিত্ত তাদৃশ বিবিধ বাক্য কহিলেও ধর্ম্মভীরু মহাত্মা রামচন্দ্র বনবাস-জনিত অশেষ দুঃখ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। অনন্তর তিনি বনবাস-জনিত বহুবিধ দুঃখের উল্লেখ করিয়া বাষ্পা-কুলিত-লোচনা সীতাকে বিনিবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, সীতে! তুমি যশস্বিনী, ধর্ম্মজ্ঞা ও মহাবংশ-সম্ভূতা; আমার বাক্য পালন করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি, তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

সীতে! তুমি এই স্থানে থাকিয়াই ধর্ম্মানু-ষ্ঠান কর, তাহা হইলেই আমি সুখী হইব। প্রিয়ে! আমি তোমার নিকট নিক্ষেপ স্বরূপ মন রাখিয়া পিতার আজ্ঞাক্রমে পরবশ হইয়া কেবল শরীর দ্বারাই বনগমন করিতেছি; অতএব আমি যেরূপ বলিতেছি, তাহাই করা তোমার উচিত হইতেছে। বনবাসে অশেষ দোষ, দারুণ কষ্ট ও দারুণ দুঃখ। ভীরু! তুমি আমার নিকট বনবাসের কষ্ট সমুদায় শ্রবণ পূর্ব্বক বনবাসের অভিলাষ ও আগ্রহ পরিত্যাগ কর। সকলেই বলিয়া থাকেন, বনবাসে অশেষ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। বনবাসে সুদারুণ বিপদের সম্ভাবনা জানিয়া তোমার প্রতি স্নেহ বশতই আমি তোমাকে লইয়া যাইতে সাহসী হইতেছি না।

প্রিয়তমে! অরণ্যমধ্যে অনেক ব্যাঘ্র আছে; তাহারা মনুষ্যকে সম্মুখে পাইলেই জীবন-সংহার করে; অরণ্য-মধ্যে সর্ব্বদাই এইরূপ ব্যাঘ্রের ভয় বলিয়া বনবাসে এই একটি মহাদুঃখ। প্রিয়ে! অরণ্য-মধ্যে বহু-সংখ্য আরণ্য মাতঙ্গ আছে; তাহারা মনুষ্যকে সম্মুখে পাইলেই তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করে; বনবাসে ইহাও সামান্য দুঃখের কারণ নহে।

প্রিয়ে! অরণ্য-মধ্যে কখনও অত্যন্ত গ্রীষ্ম, কখনও অত্যন্ত বর্ষা এবং কখনও বা অত্যন্ত শীত ভোগ করিতে হয়; কখনও বা আবার অত্যন্ত পিপাসা বা অত্যন্ত ক্ষুধায় আকুল হইতে হয়; বিশেষত অরণ্য-মধ্যে বহু-বিধ ভয়ের সম্ভাবনা; এই জন্যই বনবাস দুঃখের কারণ। প্রিয়ে! অরণ্য-মধ্যে মহা-বিষ সর্পগণ, বৃশ্চিকগণ ও অন্যান্য সরীসৃপ-গণ বাস করে; এই নিমিত্তই বনবাসে মহা-কষ্ট।

প্রিয়ে! অরণ্য-মধ্যে গিরিগুহা-জাত মহা-রণ্য-নিবাসী সিংহগণের ভীষণ নিনাদ মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়; কখন কখনও বহুসংখ্য সিংহ, শার্দ্দূল, হস্তী, বরাহ, ভল্লুক, মহাসর্প ও মৃগ সহসা সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি ভয়ঙ্কর মৃগজাতি আছে, তাহারা সুবিধা পাইলেই মনুষ্যের প্রাণসংহার করে, অতএব প্রিয়ে! তুমি আমার সহিত বনগমন করিও না। স্থানে স্থানে দুর্গম বনমার্গে নদীর ন্যায় বক্রগামী, ভূগর্ত্তশায়ী এরূপ অনেক সর্প আছে যে, তাহাদের নিশ্বাসে এবং দৃষ্টিতেও মহাবিষ থাকে। বনে গমন করিতে হইলে অনেক নদীও পার হইয়া যাইতে হয়; এই নদী-সমুদায় অগাধ ও পঙ্কিল; সলিল-মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ কুম্ভীরও রহিয়াছে; কোন কোন দুস্তর নদীর পর-পারও দৃষ্ট হয় না। সীতে! পথ সমুদায় কুশ, কণ্টক, লতা, গুল্ম ও তৃণাদি দ্বারা আবৃত, সুতরাং অতীব দুর্গম; ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও কষ্ট আর কি আছে।

প্রিয়তমে! অরণ্যমধ্যে মনুষ্য দেখিতে পাইবে না, যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই কেবল হিংস্র জন্তু এবং বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ও তৃণ সমুদায়ে সমাকীর্ণ দুর্গম স্থান। বৈদেহি! অরণ্যানী-মধ্যে বহু-যোজন-বিস্তীর্ণ এরূপ বন আছে যে, সেখানে পুষ্প, ফল বা জল প্রাপ্ত হওয়া যায় না; তাহা কেবল ঘোর-তর হিংস্র জন্তু দ্বারা পরিপূর্ণ। কোন কোন স্থানে অনূপ প্রদেশে পল্বল-জল প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাও পর্ব্বত-শিখর দ্বারা অত্যন্ত দুর্গম। কোন কোন স্থান লতা ও কণ্টকে সমাচ্ছন্ন, তাহার মধ্যে কেবল বন্য কুক্কুট সমুদায় রব করিতেছে।

প্রিয়তমে! নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে ভূতলে কেবল বৃক্ষপত্র দ্বারা অথবা তৃণপুঞ্জ দ্বারা স্বয়ং শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শয়ন করিতে হয়; ইহাও সামান্য কষ্টকর নহে। প্রিয়ে! বনমধ্যে কেবল বদরী, আমলকী, শ্যামাক, নীবার প্রভৃতি কটু-তিক্ত ফল-মূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়; কখন কখনও অরণ্যমধ্যে ফল-মূল না পাইলে বহু-দিন অনাহারেও থাকিতে হয়; ইহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কি আছে! বনমধ্যে বল্কল ও অজিন পরিধান করিতে হইবে; সেখানে দীর্ঘ-শ্মশ্রু, দীর্ঘ-লোম ও জটাধারী হইয়া থাকিতে হইবে। বনমধ্যে শরীর, মল ও পঙ্ক দ্বারা বিকৃত ও বাতাতপ দ্বারা পরিশুষ্ক হইবে; ইহা অপেক্ষা দুঃখ আর কি আছে!

মৈথিলি! বনে বাস করিতে হইলে বীরো-চিত দুর্গম স্থান আশ্রয় করিয়া থাকিতে

হইবে; মধ্যে মধ্যে উপবাসও করিতে হইবে; এবং কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াও কাল-যাপন করিতে হইবে। বনচরদিগকে গ্রীষ্ম-কালে পঞ্চতপা হইয়া, বর্ষাকালে নিরাবরণ দেশে থাকিয়া এবং শীতকালে জলবাসী হইয়া অবস্থান করিতে হয়; ইহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কি আছে! বনবাসীদিগকে প্রতি দিবস যথাবিধানে দেবগণের ও পিতৃগণের পূজা করিতে হয়, এবং অতিথি অভ্যাগত হইলে তাহারও সেবা করিতে হয়। মৈথিলি! বন-চরদিগকে যদৃচ্ছালব্ধ ফল-মূলেই পরিতুষ্ট থাকিতে হয়; রাত্রিকালে গাঢ় অন্ধকার,প্রচণ্ড বায়ু ও বুভুক্ষায় কাতর হইতে হয়; চতুর্দ্দিক হইতে মহাভয় উপস্থিত হইতে থাকে; ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে! বন-মধ্যে চতুর্দ্দিকেই নানাপ্রকার সরীসৃপ বিচরণ করিতে থাকে; তাহাও সামান্য কষ্টের কারণ নহে! বনে বাস করিতে হইলে ক্রোধ, লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র তপস্যায় মনো-নিবেশ করিতে হয়; ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেও ভয় করিতে পারিবে না; ইহা অপেক্ষা কষ্ট আর কি আছে!

প্রিয়তমে! আমি অরণ্যে বাস করিলে তপস্যা দ্বারা অস্থি-চর্ম্মাবশিষ্ট হইব; আমাকে সেরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া কিরূপে তোমার আনন্দ ও প্রীতি হইবে! প্রিয়ে! তুমি আমার সহিত বনগমন করিয়া নিয়ম ও ব্রত অবলম্বন দ্বারা জীর্ণ-শীর্ণ-শরীরা হইলে তোমাকে দেখি-য়াই বা কিরূপে আমার প্রীতি হইবে! আমি অরণ্য-মধ্যে তোমাকে বাতাতপে বিবর্ণ-শরীরা, নিয়ম দ্বারা কৃশা ও দুঃখিতা দেখিয়া যার পর নাই দুঃখাভিভূত হইব।

বৈদেহি! তুমি আমার প্রণয়িনী; আমি তোমার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকি; তুমি আমার নিমিত্ত ভীষণ অরণ্যে গমন করিয়া যে অস্থি-চর্ম্মাবশিষ্টা হইবে,আমি তাহা কদাচ দেখিতে পারিব না। প্রিয়ে! আমি দেখি-তেছি, বনবাসে অনেক দোষ, অনেক দুঃখ ও অনেক কষ্ট আছে; অতএব তোমার বন-গমন করিবার প্রয়োজন নাই; এই সুকুমার শরীর অতীব কঠোর বনবাসের যোগ্য নহে। তুমি এই অযোধ্যায় বাস করিয়াও নিয়ত আমার হৃদয়-মন্দিরেই থাকিবে। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা; তুমি এখানে থাকি-য়াও আমার দূরবর্ত্তিনী হইবে না।

মহাত্মা রামচন্দ্র, প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে অরণ্যে লইয়া যাইতে অসম্মত হইয়া এইরূপ বহুবিধ সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক বিরত হইলেন। পরন্তু সীতা একান্ত কাতর হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন।

একোনত্রিংশ সর্গ।

বন-গমনের নিমিত্ত সীতার অনুনয়।

জনক-নন্দিনী সীতা প্রিয়তম পতির মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখাকুলিত হৃদয়ে সাশ্রুলোচনে কহিলেন, আর্য্যপুত্র! আপনি বনবাসের যে সমুদায় দোষ কীর্ত্তন করিলেন, আপনকার চরণে ঐকান্তিক ভক্তি নিবন্ধন,

তৎসমুদায়ই আমি গুণ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। প্রিয়তম! আমি আপনকার বাহুবল আশ্রয় করিয়া সুরক্ষিতা হইব; বনচারী হিংস্র জন্তুগণের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ শতক্রতুও আমাকে অভিভব করিতে সমর্থ হইবেন না। আপনি যে সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ব শ্বাপদগণের ভয় প্রদর্শন করিলেন, আমি আপনকার আশ্রয়ে থাকিয়া তাহাদের কাহাকেও ভয় করি না। আপনি বাহুযুগল দ্বারা আমাকে রক্ষা করিবেন, আমার ভয়ই বা কি,—বিপত্তিই বা কি? ঈদৃশ অবস্থায় আপনকার সহিত আমার বনে বাস করাই শ্রেয়; এখানে আপনকার বিরহে জীবন ধারণ করাও আমার শ্রেয়স্কর নহে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, হয় আপনকার অনুমতি ক্রমে আমি আপনকার সহিত বনগমন করিব, অথবা আপনি যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে আমি এই জীবন পরিত্যাগ করিব।

আর্য্যপুত্র! সাধ্বী রমণী, ভর্ত্তা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে অতীব দুঃখিতা ও জীবন্মৃতা হইয়া থাকে; তাদৃশ অবস্থা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।

রঘুনন্দন! সামুদ্রিক-লক্ষণজ্ঞ সুবিচক্ষণ ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বকালে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, সীতে! তোমার যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে তোমাকে বিজন বনে বাস করিতে হইবে। লক্ষণজ্ঞ সত্যবাদী ব্রাহ্মণদিগের মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অবধি আমার মনোমধ্যে বন-বাস-স্পৃহা সর্ব্বদাই জাগরূক রহিয়াছে। প্রিয়তম! যদি সেই সিদ্ধাদেশ আমার ভাগ্যে অবশ্যম্ভাবীই হয়,—আমাকে যদি বিজন বনে বাস করিতেই হয়, তাহা হইলে তাহা আপনকার সহিতই ঘটুক; সেই সিদ্ধাদেশ অন্যথা হয়, আমি এরূপ ইচ্ছা করি না; আমি আপনকার সহিত বনগমন করিলেই সেই সিদ্ধাদেশানুযায়ী কার্য্য করা হইবে; অতএব আমি বোধ করি, সেই সিদ্ধাদেশ সফল হইবার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে সেই সকল সুবিচক্ষণ ব্রাহ্মণগণের বাক্য অবিতথ হউক।

আর্য্যপুত্র! মুনিগণ বনবাস-কালে যে অশেষ দুঃখ ভোগ করেন, তাহা আমার অবিদিত নাই; আমি যখন কন্যকাবস্থায় পিতৃগৃহে ছিলাম, তখন কোন সুশীলা ভিক্ষুকী আমার নিকট বনবাসের সমুদায় কষ্ট বর্ণন করিয়াছিলেন। রঘুনাথ! আমি আপনকার চরণ-তলে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আমাকেও বনে লইয়া চলুন; আপনকার সহিত বনে বাস করাই আমার সম্পূর্ণ প্রার্থনীয়। নাথ! আমি আপনকার সহিত বনগমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি; আপনকার সহিত পবিত্র বনচর্য্যাই আমার একান্ত প্রার্থনীয়; আমাকে লইয়া চলুন, আপনকার মঙ্গল হইবে। প্রিয়তম! অরণ্য মধ্যে আমি আপনকার সহিত বিহার করিব, সুতরাং বনচর্য্যা আমার পক্ষে হৃদয়ের উৎসব স্বরূপ হইবে, তাহাতে কিছুমাত্রও কষ্ট বোধ হইবে না; অধিকন্তু আমি এই বিশুদ্ধ বনচর্য্যা দ্বারা সুপবিত্রাও হইব।

আর্য্যপুত্র! আমি আপনকার অনুগমনে প্রবৃত্তা হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে প্রশংসনীয়া এবং পতিব্রতা রমণীদিগের দৃষ্টান্ত-স্থল হইব। নারীগণের পক্ষে ভর্ত্তাই পরম দেবতা; মৃত্যুর পরেও আপনকার সহিত আমার সংযোগ হইবে; অতএব আমি আপনাকে ছাড়িয়া এখানে একাকিনী থাকিতে পারিব না; আমি মনে মনে দৃঢ়তর সঙ্কল্প করিয়াছি, আপনকার সহিত বনগমন করিব।

আর্য্যপুত্র! আমি পূর্ব্বে ধর্ম্ম-ব্যবস্থাপক তত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, যে নারী ছায়ার ন্যায় ভর্ত্তার অনুগামিনী হয়েন, ভর্ত্তা গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে গমন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন ও ভর্ত্তা উপবেশন করিলে উপবেশন করেন, এবং যে নারী সর্ব্বদা ভর্ত্তার সহিত একত্র থাকিয়া নিরন্তর ভর্ত্তৃভাবেই নিমগ্না থাকেন, তিনি মৃত্যুর পরেও পুনর্ব্বার সেই ভর্ত্তাকে প্রাপ্ত হয়েন। আমি আপনকার প্রিয়তমা অনুরক্তা ভার্য্যা; আমি ধর্ম্মপথে থাকিয়া আপনাকে নিয়ত দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকি; আপনি কি নিমিত্ত আমাকে লইয়া যাইতে সম্মত হইতেছেন না! মহাবীর! আমার স্বভাব, ব্রত ও আচার সমুদায়ই আপনকার অনুরূপ; আমি ছায়ার ন্যায় আপনকার অনুগত হইয়া রহিয়াছি; আপনি আমাকে মুনিজন-প্রিয় বনে লইয়া চলুন। প্রিয়তম! আমি আপনকার পাদস্পর্শ করিয়া বলিতেছি, আমাকে বনগমনে কৃতনিশ্চয়া দেখিয়াও যদি আপনি সমভিব্যাহারে লইয়া না যান, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিব।

কলভাষিণী মৈথিলী, একান্ত-কাতর হৃদয়ে এই সমুদায় বাক্য বলিয়া শোকভরে করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; দুঃখ-জনিত শোকোষ্ণ নয়ন-জল-বর্ষণে তাঁহার পীন-পয়োধর-যুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল; দুঃখ ও অমর্ষভরে তাঁহার মন একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল।

ছায়ার ন্যায় অনুগতা প্রিয়তমা সীতা একান্ত কাতর ও দুঃখিত হৃদয়ে তাদৃশ বিলাপ করিতেছেন দেখিয়াও রামচন্দ্র তাঁহাকে বনে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি প্রিয়তমাকে এইরূপে রোদন করিতে দেখিয়া অধোমুখে বনবাসের বহুবিধ কষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন।

জনক-রাজ-নন্দিনী দেবী সীতা নিরুপম-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন প্রিয়তম পতিকে তাদৃশ অন্যমনস্ক ও চিন্তা-পরায়ণ দেখিয়া নয়ন-বারি মার্জ্জন পূর্ব্বক ভৃশতর-রোষ-কষায়িত-লোচনে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন।

ত্রিংশ সর্গ।

সীতার বনগমনে রামের সম্মতি।

বনবাসে কৃত-নিশ্চয়া বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা যখন দেখিলেন, তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম পতি রামচন্দ্র প্রতিকূল পথেই প্রবৃত্ত হইতেছেন, কোন মতেই তাঁহার

প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতেছেন না, তখন রোষাবেগে তাঁহার অধরৌষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল; তিনি অভিমান-ভরে উন্মত্তার ন্যায় হইয়া বিশাল নয়নে ভর্ত্তার প্রতি এরূপ তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন যে, তাহাতে বোধ হইল, প্রণয়-কোপের অনিবার্য্য বেগবলে প্রীতি-পরতন্ত্র রামচন্দ্রের সমুদায় ধৈর্য্য,—সমুদায় দৃঢ়তা,—সমুদায় অধ্যবসায়—এক কালে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সীতা অনিবার্য্য ক্রোধে অভিভূতা হইয়া কহিলেন, দেখিতেছি, আমার পিতার কিছুমাত্র বুদ্ধিশুদ্ধি নাই! তিনি, পুরুষাভিমানী ক্লীব ভীরু-স্বভাব ঈদৃশ কাপুরুষকে জামাতৃরূপে লাভ করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিয়া থাকেন! কি আশ্চর্য্য! এই পৃথিবীর সমুদায় লোকই কি মূর্খ ও অজ্ঞান! তাহারা সকলেই বলিয়া থাকে যে, ভূমণ্ডল-মধ্যে একমাত্র রামচন্দ্রই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তেজস্বী ও মহাদ্যুতি; কি আশ্চর্য্য! অজ্ঞানান্ধ জনগণ, সকলেই মিথ্যা-দর্শনে ও ভ্রান্তি-জ্ঞানে নিতান্তই অন্ধ হইয়া রহিয়াছে!

আর্য্যপুত্র! আপনি কি দেখিয়া ভীত হইতেছেন! আপনকার ভয়ের কারণ কি! বিষণ্ণ হইতেছেনই বা কেন! আপনি কি নিমিত্ত অনন্য-পরায়ণা প্রিয়তমা পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন! প্রিয়তম! পতিব্রতা সাবিত্রী যেরূপ দ্যুমৎসেন-সুত সত্যবানের প্রতি অনুরক্তা ছিলেন,[১১] আমিও সেইরূপ একমাত্র আপনকার প্রতি অনুরাগিণী; আপনকার সুখেই আমার সুখ, আপনকার দুঃখেই আমার দুঃখ। আপনকার আশ্রয় ব্যতীত আমি অন্য কাহারও আশ্রয় অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করি না। নাথ! আমি পতি-বিরহিতা হইয়া ভরত হইতে ভরণ-পোষণ অভিলাষ করি না। আমি আপনকার ভার্য্যা হইয়া অন্যের নিকট গ্রাসাচ্ছাদন গ্রহণ করিব, এমত মনেও স্থান দিবেন না! আমি যখন কুমারী ছিলাম, তখন আপনি হর-শরাসন ভঙ্গ করিয়া আমার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে প্রিয়তমা পত্নী করিয়াছেন; এক্ষণে নটের[১২] ন্যায় কোন্ যুক্তি অনুসারে আমাকে অন্যের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন! যাহার নিমিত্ত আপনকার অভিষেকের ব্যাঘাত হইল, আপনি আমাকে যাহার মনোরঞ্জন করিয়া থাকিতে বলিতেছেন, আপনিই স্বয়ং গিয়া চিরকাল সেই ভরতের বশবর্ত্তী ও আজ্ঞাবাহক কিঙ্কর হইয়া থাকুন।

আপনি আমাকে রাখিয়া একাকী বনে যাইতে পারিবেন না; আপনি তপস্যাই করুন, অরণ্যেই যাউন, আর স্বর্গেই গমন করুন, আমি সমভিব্যাহারে যাইব, সন্দেহ নাই।

আর্য্যপুত্র! আমি বাক্য দ্বারা, মনোদ্বারা বা কর্ম্ম দ্বারা কখনও আপনকার নিকট কোন অপরাধ করি নাই; আপনি কি নিমিত্ত আমাকে বিনা দোষে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন! নাথ! আমি যদি ইতিপূর্ব্বে জ্ঞান পূর্ব্বক অথবা অজ্ঞানবশতঃ কখনও আপনকার নিকট অপরাধিনী হইয়া থাকি,

তাহা হইলে আমি এক্ষণে কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

আর্য্যপুত্র! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কোন ক্রমেই আপনকার উচিত হইতেছে না; আপনকার হস্ত পদ প্রভৃতি অঙ্গ যেরূপ পৃথক থাকিবার নহে, আমিও সেইরূপ আপনা হইতে পৃথক থাকিবার যোগ্যা নহি। বিহার-স্থলে বা শয়ন-মন্দিরে আমি আপনকার সহিত যেরূপ গমন করি, অরণ্যেও সেইরূপ আপনকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব, তাহাতে আমার কিছুমাত্র পথিশ্রম হইবে না।

আর্য্যপুত্র! আপনকার সহিত গমন করিলে অরণ্যমধ্যে, পথিস্থিত কুশ, কাশ, শর, ইষীক, বনকণ্টক প্রভৃতি আমার পক্ষে কৌশেয়-বসন-সদৃশ সুখস্পর্শ হইবে। প্রিয়তম! আপনকার সহিত একত্র শয়ন করিলে নবপল্লব ও তৃণ দ্বারা প্রস্তুত শয্যাও আমার পক্ষে রাঙ্কবাজিনের সুকোমল শয্যার ন্যায় সুখস্পর্শ বোধ হইবে। প্রিয়তম! আপনকার সহবাসে থাকিলে মহাবাত্যা দ্বারা উড্ডীন রজোরাশিও আমার অঙ্গে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব চন্দনের ন্যায় তৃপ্তিকর বলিয়া অনুভূত হইবে।

নাথ! আপনকার সহিত নির্জ্জন প্রদেশে যদি শাদ্বল ভূতলে কুশাস্তরণেও শয়ন করি, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা আমার সুখের বিষয় আর কি আছে! প্রিয়তম! আপনি অরণ্য-মধ্যে যে সমুদায় ফলমূল বা পত্র আমাকে স্বয়ং হস্তে করিয়া দিবেন, তাহা অল্প হউক, বা অধিকই হউক, সুস্বাদু হউক বা বিস্বাদুই হউক, আমার পক্ষে অমৃত-তুল্য তৃপ্তিকর হইবে, সন্দেহ নাই। আমি আপনকার সহিত পৃথক পৃথক ঋতু-সম্ভূত বহুবিধ সুস্বাদু ফল-মূল ও সুরভি কুসুম উপভোগ পূর্ব্বক বিজন অরণ্যানী-মধ্যে পরম সুখে কাল যাপন করিব; ক্ষণমাত্রও মাতা, পিতা, বন্ধু-বান্ধব বা গৃহের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইব না।

আর্য্যপুত্র! আমার নিমিত্ত আপনকার কোন কষ্ট হইবে না; আমাকে ভরণ-পোষণ করিতে আপনকার কোন ভার বোধ হইবে, এমন বোধ হয় না। আমি আপনকার সহিত যেখানে থাকিব, তাহাই আমার স্বর্গ; এবং আপনকার সহিত বিরহিত হইয়া যে স্থানে অবস্থান করিব, তাহাই আমার নরক। নাথ! আমি আপনকার সহিত বনে যাইতে ইচ্ছা করি, আপনি আমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

আর্য্যপুত্র! আপনি আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিলে আমি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। নাথ! আমি বিয়োগ-ভয়ে ভীতা ও উদ্বিগ্না হইয়া আপনকার শরণাপন্ন হইতেছি; আপনি আমাকে রক্ষা করুন। রাজকুমার! আমাকে অনন্য-পরায়ণা ও অনন্যগতি জানিয়াও যদি আপনি আমাকে বনে লইয়া যাইতে অসম্মত হয়েন, তাহা হইলে আমি অদ্যই আপনকার সমক্ষে বিষপান পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমি আপনকার বিরহে কদাপি জীবন ধারণ করিতে

পারিব না ; ঈদৃশ অবস্থায় বিরহ-বেদনা সহ্য না করিয়া পূর্ব্বেই জীবন বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। চতুর্দ্দশ বৎসরের কথা দূরে থাকুক, আমি এক মুহূর্ত্তও আপনকার বিরহ সহ্য করিতে সমর্থা নহি।

শোক-সন্তপ্তা বৈদেহী করুণ স্বরে এইরূপে বহুক্ষণ বহুবিধ বিলাপ করিয়া পরিশেষে বনগমন-লালসায় দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে রামচন্দ্রের চরণতলে নিপতিতা হইলেন এবং করুণ বাক্যে কহিলেন, নাথ! আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন।

রামচন্দ্রের চরণতলে নিপতিতা দেবী সীতা তখন পর্য্যন্তও রামচন্দ্রকে মৌনাবলম্বী দেখিয়া পরিশেষে সকরুণ তারস্বরে বাষ্পাকুলিত লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। সুদুর্দ্ধর্ষ রামচন্দ্র এ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া রহিয়াছিলেন, এক্ষণে জানকীর সকরুণ বাক্যে বিক্ষত-হৃদয় হইয়া, অরণি যেরূপ অগ্নি পরিত্যাগ করে, সেইরূপ চির-সংরুদ্ধ শোকোষ্ণ বাষ্প পরিত্যাগ করিলেন। প্রফুল্ল কমলযুগল হইতে যেরূপ জলবিন্দু নিপতিত হয়, প্রণয়িনীর দুঃখে সন্তপ্ত-হৃদয় রামচন্দ্রের শোকাকুলিত নয়নযুগল হইতেও সেইরূপ অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইতে লাগিল। ফুল্লারবিন্দ, সলিল হইতে উদ্ধৃত করিলে যেরূপ ম্লান ও শুষ্ক হয়, তৎকালে রামচন্দ্রের আয়তলোচন মুখচন্দ্রও শোকসন্তাপে সেইরূপ ম্লান ও পরিশুষ্ক হইল।

অনন্তর রামচন্দ্র, পাদতলে নিপতিতা অচৈতন্য-প্রায়া দুঃখাভিভূতা প্রণয়িনী সীতাকে বাহুযুগলে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক উত্থাপিত করিয়া মধুর বাক্যে সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন, বরাননে! তোমা ব্যতিরেকে আমি স্বর্গেও বাস করিতে বাসনা করি না ; সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু হইতেও আমার কিছুমাত্র শঙ্কা বা ভয় নাই।

সুন্দরি! মহোদধি যেমন বেলা লঙ্ঘন করেন না, ক্ষমতা সত্ত্বেও আমি সেইরূপ সাধুগণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করি না। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন, গুরু-আজ্ঞা পালন করাই পরম ধর্ম্ম ; আমি তাহার অতিক্রম করিতে কোনক্রমেই সমর্থ হইব না। মহাত্মা পিতা আমাকে আহ্বান পূর্ব্বক যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, আমি তদনুবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করিব ; তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। জানকি! পিতা-মাতার বশীভূত হইয়া থাকাই পরম ধর্ম্ম ; আমি তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না।

শুভ-লক্ষণে! আমি তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেও তোমার দৃঢ়তা জানিবার নিমিত্তই তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে চাহি নাই। শুভ-দর্শনে! তুমি চিরকাল সুখ ভোগ করিয়া আসিতেছ, তুমি কিরূপে বনবাসের দুঃখ ভোগ করিবে, এই নিমিত্তও তোমাকে বনে লইয়া যাইতে সম্মত হই নাই ; পরন্তু আমি দেখিতেছি, আমার সহিত বনবাস-দুঃখ ভোগ করিবে বলিয়াই তোমার সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির প্রীতি যেরূপ অপরিহার্য্য, তুমিও সেইরূপ আমার অপরিহার্য্য। প্রিয়ে! চল, আমার

সহিত আগমন কর, তোমার যেরূপ অভিলাষ হয়, তাহাতেই প্রবৃত্তা হও; আমি নিয়ত তোমার প্রিয়কার্য্য করিতেই উদ্যত আছি। সীতে! আইস, আমার অনুগামিনী হও; তুমি যে কার্য্যে উদ্যতা হইয়াছ, তাহা মহাবংশসম্ভূতা রাজ-দুহিতার উপযুক্তই হইয়াছে। সুশ্রোণি! এক্ষণে বনগমনের-উপযুক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর। চল একত্র হইয়া বনগমন করি; তুমি সমভিব্যাহারে না থাকিলে আমি স্বর্গে বাস করিতেও অভিলাষ করি না।

প্রিয়তমে! এক্ষণে ব্রাহ্মণগণকে, সাধুগণকে এবং আশ্রিত ও অন্যান্য জনগণকে বস্ত্র, আভরণ প্রভৃতি দান কর; পরে প্রণামাদি দ্বারা গুরুজনগণকে পরিতুষ্ট করিয়া যত শীঘ্র পার, আমার সহিত গমন করিবার উদ্যোগ কর।

প্রিয়ে! মহামূল্য ভূষণ, বহুবিধ রমণীয় বস্ত্র, সুবর্ণময় পুত্তলিকা প্রভৃতি ক্রীড়া-দ্রব্য, শয্যা, যান প্রভৃতি আমাদের যাহা কিছু গৃহসামগ্রী আছে, তৎসমুদায়ই ব্রাহ্মণগণকে ও ভৃত্যবর্গকে প্রদান কর।

অনন্তর যশস্বিনী বৈদেহী, ভর্ত্তার মুখে এইরূপ অনুকূল বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পূর্ণ-মনোরথা ও তাঁহার সহিত বনগমনে উদ্যতা হইয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণগণকে ও অন্যান্য উপস্থিত জনগণকে ধন, রত্ন, বসন, ভূষণ প্রভৃতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

একত্রিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণের প্রতি বন-গমনের অনুমতি।

শ্রীমান রামচন্দ্র সীতাকে এইরূপ বলিয়া বিনয়াবনত লক্ষ্মণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সৌমিত্রে! তুমি আমার প্রাণ-প্রতিম প্রিয়তম ভ্রাতা, সখা ও সহায়; আমি প্রণয় নিবন্ধন তোমাকে যাহা বলিতেছি, তুমি তাহা প্রতিপালন কর। তুমি আমার সহিত কোন ক্রমেই বনগমন করিও না; এই স্থানে থাকিয়া তোমাকে গুরুতর ভার বহন করিতে হইবে।

মহাত্মা লক্ষ্মণ, রামচন্দ্রের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া বাষ্পাকুলিত নয়নে কাতর হৃদয়ে রাম ও সীতার চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন, মহাত্মন! ইতিপূর্ব্বে আপনি আমাকে বনগমনে অনুমতি দিয়াছেন, এক্ষণে আবার কি নিমিত্ত প্রতিষেধ করিতেছেন! আপনি যদি আমাকে জীবিত দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাকে নিবর্ত্তিত করিবেন না; আমি আপনকার চরণে শরণাপন্ন হইতেছি, প্রসন্ন হউন; আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চলুন। আমি আপনকার সহিত একত্র হইয়া বিবিধ-বিহঙ্গকুল-সমাকুল ভৃঙ্গ-সঙ্ঘ-নিনাদিত অরণ্য-মধ্যে বিচরণ করিব, আপনা ব্যতিরেকে আমি লোকাধিপত্য, দেবত্ব বা দেবরাজত্ব কিছুই প্রার্থনা করি না।

মহাতেজা রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে এইরূপে সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পান্বিত-কলেবরে দণ্ডায়মান দেখিয়া কহিলেন,লক্ষ্মণ! তুমি ধর্ম্ম-পরায়ণ, ধীর, সৎপথবর্ত্তী, প্রাণ-সদৃশ-প্রিয়তম, বশীভূত, সখা ও স্নিগ্ধহৃদয়; তুমি আমার সহিত বনগমন করিলে যশস্বিনী কৌশল্যা ও সুমিত্রার ভরণ-পোষণ কে করিবে? কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধান করিবে? যে মহারাজ তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে কামনা পূর্ণ করেন, তিনি এক্ষণে কাম-পরতন্ত্র হইয়াছেন; স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আর কখনই ইহাঁদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন না। আমাদের পিতা কাম-পরবশ সেই মহারাজ, ভরতের প্রতি রাজ্য ভার সমর্পণ পূর্ব্বক কৈকেয়ীর বশীভূত হইয়া থাকিবেন। কৈকেয়ীর তাদৃশ জ্ঞান নাই; তিনি রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য-মদে অন্ধা হইয়া সপত্নীগণের প্রতি অনুচিত কুব্যবহার করিতে পারেন। ভরতও রাজ্যলাভ পূর্ব্বক কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী হইয়া থাকিবে; দুঃখার্ণবে নিমগ্না মাতা কৌশল্যাকে ও সুমিত্রাকে স্মরণও করিবে না।

সৌমিত্রে! আমি যে পর্য্যন্ত বন হইতে প্রত্যাগত না হই, সে পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাকিয়া মাতা কৌশল্যাকে ও সুমিত্রাকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস-প্রদান পূর্ব্বক পরিপালন করিবে। ভ্রাত! তুমি আমার ন্যায় মাতা কৌশল্যার ও সুমিত্রার অন্তরঙ্গ, তৃপ্তিকর ও অপরিহরণীয় দুঃখের শান্তিকর হইতে পারিবে। লক্ষ্মণ! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ; তুমি এক্ষণে আমার পরামর্শানুরূপ কার্য্য কর; এরূপ করিলে আমার প্রতিও ভক্তি প্রদর্শিত হইবে, গুরু-শুশ্রূষা-নিবন্ধন মহান ধর্ম্মও উপার্জ্জিত হইতে পারিবে। সৌমিত্রে! আমার অনুরোধে তুমি এই স্থানেই থাকিয়া আমার বাক্যানুরূপ কার্য্য কর; আমরা উভয়েই, অরণ্যগমন করিলে আমাদের বিরহে জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রার দুঃখ ও কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না।

শ্রীমান লক্ষ্মণ, রামচন্দ্রের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, প্রভো! মাতা কৌশল্যার জীবিকার নিমিত্ত স্ত্রীধন-স্বরূপ এক সহস্র গ্রাম রহিয়াছে। তিনি আমার ন্যায় সহস্র সহস্র ব্যক্তির ভরণ-পোষণ করিতে পারেন।—মনস্বিনী মাতা কৌশল্যা নিজের, জননী সুমিত্রার এবং মাদৃশ বহু ব্যক্তিরও ভরণ-পোষণে অসমর্থা নহেন। আপনকার মুখাপেক্ষায়—আপনকার প্রতাপে ভীত হইয়া ভরতও পরম-প্রযত্ন সহকারে মাতা কৌশল্যার ও সুমিত্রার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সেবা-শুশ্রূষা করিবেন, সন্দেহ নাই। মহাত্মন! ভরত রাজ্য লাভ করিয়া কৈকেয়ীর পরামর্শ বশত কিংবা দুর্ম্মতি বশত অথবা গর্ব্ব প্রযুক্ত যদি মাতা কৌশল্যার প্রতি আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা না করে ও তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে অমনোযোগ করে, শুনিতে পাই; তাহা হইলে আমি সেই ক্রূর দুর্ম্মতি দুরাত্মাকে ও তাহার সমুদায় অনুচরবর্গকে সমূলে বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মাত্মন! আমাকে বনবাসের সহচর করুন; ইহাতে কিছুমাত্র ধর্ম্ম-ব্যত্যয় হইবে না; আমি আপনকার অনুচর হইলেই কৃতার্থ-ম্মন্য হইব; আপনকারও ফল-মূলাহরণ প্রভৃতি কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হইবে। আমি আপনকার সহিত বনগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি; আমি বিজন বনে আপনকার শিষ্য, ভৃত্য ও সহায় হইব। আমি খনিত্র, বংশপেটক, খড়্গ, শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক আপনকার অগ্রে অগ্রে পথ পরিষ্কার করিতে করিতে গমন করিব। আমি অরণ্যমধ্যে আরণ্য ফল, মূল, পুষ্প ও শয্যোপকরণ তৃণ-পর্ণ প্রভৃতি আহরণ করিতে থাকিব। আপনি বনবাস-কালেও বৈদেহীর সহিত গিরি-কন্দরে বিহার করিবেন; আপনকার জাগ্রদবস্থায় ও নিদ্রা-বস্থায় সকল সময়েই আমি জাগরিত থাকিয়া আপনাকে রক্ষা করিব ও আপনকার সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিব।

আর্য্য! আমি আপনকার শিষ্য, দাস, ভক্ত ও অনুগত; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমাকেও বনে লইয়া চলুন।

লক্ষ্মণের ঈদৃশ বাক্যে প্রীত হইয়া ভ্রাতৃ-বৎসল রামচন্দ্র কহিলেন, ভ্রাত! আইস, আমার সহিত চল; আত্মীয়-স্বজনের সহিত যথাযথ সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ কর। রাজর্ষি জনকের যজ্ঞানুষ্ঠান-কালে মহাত্মা বরুণ প্রীত হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে যে দিব্য শরাসনদ্বয়, অক্ষয় তূণীরদ্বয়, অল্প-ভার সুদৃশ্য অভেদ্য কবচদ্বয় ও পরিষ্কৃত-মুষ্টি-বিভূষিত নির্ম্মল আকাশ-তলের ন্যায় ভাস্বর খড়্গদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা পরিণয়-কালে আমরা যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং যাহা অর্চ্চনার নিমিত্ত আচার্য্য-গৃহে রহিয়াছে, সেইগুলি লইয়া যাইতে হইবে; তুমি ত্বরা-ন্বিত হইয়া গমন পূর্ব্বক তৎসমুদায় আনয়ন কর।

সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ, রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চরিতার্থম্মন্য হইলেন, এবং আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক আচার্য্য-গৃহে গমন করিয়া সেই শরাসন-দ্বয়, খড়্গ-দ্বয় ও তূণীরদ্বয় আনয়ন করিলেন। পরে তিনি তৎসমুদায় রামচন্দ্রকে দেখা-ইয়া যত্ন পূর্ব্বক একত্র বন্ধন করিলেন। অন-ন্তর রামচন্দ্র প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি ত্বরা করিয়া আমার অভি-প্রায়ানুরূপ সময়েই আসিয়াছ; এক্ষণে আমার ধনরত্ন প্রভৃতি যে সমুদায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য-সামগ্রী সঞ্চিত আছে, তত্তাবৎ আমি ব্রাহ্মণগণকে দান করিব; তুমি বহু-পরিবার অল্পধন ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান পূর্ব্বক আনয়ন কর। যাহারা আমার সুহৃৎ, যাহারা আমার ভক্ত, যাহারা আমার আশ্রয়ে বাস করে, তাহাদের সকলকেও আমি জীবিকা-নির্ব্বা-হোপযোগী অর্থ প্রদান করিব।

আমার প্রিয় সখা মহাবীর্য্য ব্রাহ্মণ-প্রধান বশিষ্ঠ-পুত্র আর্য্য সুযজ্ঞকে তুমি শীঘ্র আনয়ন কর; আমি তাঁহাকেই সর্ব্বাগ্রে ধন-রত্ন প্রদান পূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিব।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

ধন-বিতরণ।

অনন্তর ভ্রাতৃ-বৎসল লক্ষ্মণ, ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে ত্বরিত গমনে সুযজ্ঞ-ভবনে গমন পূর্ব্বক বিনীতভাবে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। এই সময় সুযজ্ঞ অগ্নি-শরণে ছিলেন; লক্ষ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, দ্বিজবর! আপনকার সখা আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। বেদবিৎ সুযজ্ঞ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ত্বরান্বিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত রামভবনে গমন করিলেন। পরে তিনি অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে সীতা ও রামচন্দ্র অভ্যর্থনা করিয়া বিবিধ ধন-রত্ন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে সুবর্ণময় অত্যুৎকৃষ্ট অঙ্গদ, কেয়ূর, বলয়, কুণ্ডল, হেম-সূত্র-গ্রথিত রত্নহার এবং মহামূল্য বসন ও বহুবিধ মহার্হ ধন-রত্ন প্রদান করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র, বেদ-বেদান্ত-পারগ সুযজ্ঞকে সীতার সমীপবর্ত্তী করিয়া সীতার অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাকে কহিলেন, সখে! আমার সহিত বনগমনোদ্যতা সীতা তোমার ব্রাহ্মণীকে এই হেম-সূত্র (কণ্ঠ-ভূষণ বিশেষ), এই হার, এই সুরম্য বিবিধ বিভূষণ, এই নানাপ্রকার রমণীয় বস্ত্র, এই রসনা, এই বিচিত্র অঙ্গদ, এই কেয়ূর এবং পাদপীঠ-সমেত নানা-রত্নবিভূষিত রাঙ্কবাস্তরণ-যুক্ত কাঞ্চনময় এই পর্য্যঙ্ক প্রদান করিতেছেন।

সখে! আমার মাতুল আমাকে শত্রুঞ্জয় নামে যে অনুত্তম মাতঙ্গ দিয়াছেন, তাহা আমি বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া ধেনু-সহস্রের সহিত তোমাকে প্রদান করিতেছি।

সুযজ্ঞ সেই সমুদায় ধন-রত্নাদি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে ও বৈদেহীকে শুভ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মহাযশা রামচন্দ্র এইরূপে সুযজ্ঞকে ধন-রত্নাদি প্রদান করিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকেও যথাযোগ্য ধন প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি অন্যান্য সুহৃদ্গণকেও কামনানুরূপ ধনদান করিয়া ভৃত্যগণকে, প্রেষ্যগণকে, শিল্পজীবিগণকে ও উপকার-পরায়ণ জনগণকে বিভবানুরূপ যথা-যোগ্য ধন প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র, ভ্রাতা লক্ষ্মণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সৌমিত্রে! তুমিও প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণকে ও সুহৃদ্গণকে যথাভিলষিত যথোচিত ধন প্রদান কর। যে সমুদায় বেদ-পারগ ব্রাহ্মণগণের প্রতি ও সুহৃদ্গণের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাদিগকেও যথাযোগ্য যথাভিলষিত ধন, ধান্য, ধেনু, অন্ন, বস্ত্র প্রদান দ্বারা পরিতুষ্ট কর। অগস্ত্য, কৌশিক, গার্গ্য, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ঋষিগণকে আহ্বান পূর্ব্বক বহুসংখ্য ধনরত্ন বর্ষণ কর। যিনি বেদের তৈত্তিরীয় শাখার আচার্য্য, যিনি আমার প্রতি সাতিশয় স্নেহ করেন, যিনি নিরত কৌশল্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন, সেই ব্রতব্রত প্রিয়সুহৃৎ দেবলকে আহ্বান করিয়া আন; আমি তাঁহাকেও কামনানুরূপ

মনোহর বসন-ভূষণ ও বহুবিধ রত্ন প্রদান করিব। আমার সখা চিত্ররথ নামক সারথিকে আনয়ন কর; আমি তাঁহাকেও অভিলাষানুরূপ বহু ধন প্রদান করিব।

লক্ষ্মণ! যাহারা আমার স্তুতি পাঠ করে ও যাহারা আমার পরিচারক, তাহাদের সকলকেই অবিলম্বে আহ্বান পূর্ব্বক কামনানুরূপ ধনদান করিয়া পরিতুষ্ট কর। যাহারা আমাদের বস্ত্র-প্রক্ষালক, যাহারা আমাদের শ্মশ্রু-সংস্কার করে, যাহারা সেবক, যাহারা বিদূষক, যাহারা স্নান করাইয়া দেয়, যাহারা অনুলেপক, যাহারা গাত্র-সম্বাহন করে (গা টিপিয়া দেয়), যাহারা জল দেয়, ও যাহারা গমন-কালে অগ্রে অগ্রে ধাবমান হয়, তাহাদের প্রত্যেককেই জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত সহস্র নিষ্ক প্রদান কর। এতদ্ব্যতীত ইহাদের ভোজনের নিমিত্ত প্রত্যেককে এক-সহস্র-বলীবর্দ্দ-বাহ্য ধান্যও প্রদান কর। সৌমিত্রে! আমার আশ্রয়ে বেদের কঠশাখাধ্যায়ী বহুসংখ্যক দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী আছেন; তাঁহারা নিয়তই বেদাধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকেন, অপর কোন কর্ম্মই করেন না; অথচ সুস্বাদু-খাদ্য-ভক্ষণে তাঁহাদের যথেষ্ট স্পৃহা আছে, পরন্তু তাঁহারা ভিক্ষা-কার্য্যে একান্ত-পরাঙ্মুখ; সজ্জন-সম্মানিত এই সমুদায় ব্রাহ্মণকে তুমি অশীতি-উষ্ট্র-বাহ্য রত্নভার, সহস্র-বলীবর্দ্দ-বাহ্য ভদ্রক (চণক, মুদগ প্রভৃতি), এবং ব্যঞ্জনের (দধি দুগ্ধাদির) নিমিত্ত এক সহস্র গো প্রদান কর। যাহারা মল্ল, যাহারা যোধপুরুষ, যাহারা গাত্র মার্জ্জন করিয়া দেয়, যাহারা ক্রীড়া-কৌতুক প্রদর্শন করে, তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকেও সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা দাও।

লক্ষ্মণ! যে সমুদায় প্রেষ্যবর্গ, কৌশল্যার ও সুমিত্রার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেককে দুই সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা প্রদান কর। যে সকল ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ, জননী কৌশল্যার উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা এবং যে সমুদায় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ সুমিত্রার উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে এক সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দান কর।

ভ্রাত! আমি বনগমন করিলে যাহাতে অনুজীবী লোকের মধ্যে কাহারো কোন রূপ কষ্ট না হয়, তুমি তাহা কর। লক্ষ্মণ! মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণকে ও সাধুগণকে আমার অদেয় কিছুই নাই; আমার যাহা কিছু ধনসম্পত্তি আছে, তৎসমুদায়ই তুমি পাত্র-বিশেষে বিতরণ কর।

ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ, মহাত্মা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে অনুজীবী জনগণের সকলকেই তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী ধনসম্পত্তি প্রদান করিলেন। এইরূপে ধন-বিতরণের পর রামচন্দ্র তাহাদের সকলকেই আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা কেহ আমার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইও না; আমি যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করি, সে পর্য্যন্ত তোমরা আমার ও লক্ষ্মণের গৃহ প্রযত্ন সহকারে রক্ষা করিবে; আমি এখানে থাকিতে যিনি যে কার্য্য করিতেন, আমার অনুপস্থানেও তিনি সেই

কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন।

উদারমতি রামচন্দ্র, শোক-বিহ্বল অনুজীবী জনগণকে এইরূপ বাক্য বলিয়া পুনর্ব্বার ধনাধ্যক্ষগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, আমার যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি অবশিষ্ট রহিয়াছে, তোমরা তৎসমুদায়ই এখানে আনয়ন কর; আমি নিরপেক্ষ হৃদয়ে তৎসমুদায়ই নিঃশেষ রূপে বিতরণ করিব।

অনন্তর ধনাধ্যক্ষগণ রামচন্দ্রের আদেশ অনুসারে অবশিষ্ট সমুদায় ধন আনয়ন পূর্ব্বক রাশীকৃত করিতে লাগিল; সেই অপূর্ব্বদর্শন সমুজ্জ্বল সুবিপুল ধনরাশি অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা বিস্তার পূর্ব্বক সকলের নয়ন-মন হরণ করিল; বোধ হইতে লাগিল, যেন সুমধুর শব্দায়মান ধনরাশি ধনার্থীদিগকে আহ্বান করিতেছে।

অনন্তর পুরুষসিংহ রাম ও লক্ষ্মণ, দীন হীন, অন্ধ, কাণ, বধির, মূক, পঙ্গু, খঞ্জ প্রভৃতি বিকলাঙ্গ জনগণকে, অনাথদিগকে ও সাধুগণকে[১৩] সেই সমুদায় ধন প্রদান করিতে লাগিলেন।

এই সময়, ত্রিজট নামে বিখ্যাত এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, রামচন্দ্রের নিকট ভিক্ষার নিমিত্ত আগমন করিলেন। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন; তাঁহার অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি ছিল। তিনি ফাল, কুদ্দাল ও আকর্ষণী লইয়া মৃত্তিকা খনন ও ফল-পাতনাদি দ্বারা বহু পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণ করিতেন। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তরুণী ভার্য্যা দরিদ্রতা নিবন্ধন শিশু-সন্তানদিগকে লইয়া তাঁহাকে কহিল, ব্রাহ্মণ! এক্ষণে ফাল ও কুদ্দাল ফেলিয়া দাও, আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর; রামচন্দ্র সকলকেই অপর্য্যাপ্ত ধন-বিতরণ করিতেছেন; তুমি এই শিশু সন্তানগুলি লইয়া তাঁহাকে দেখাও; তিনি ধর্ম্মজ্ঞ; অবশ্যই কিছু দান করিতে পারেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তরুণী ভার্য্যার বাক্য শ্রবণ মাত্র, যাহা দ্বারা অঙ্গ আবরণ করা দুঃসাধ্য, তাদৃশ জীর্ণ শীর্ণ ছিন্ন বস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া রামচন্দ্রের ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি রামভবনে উপস্থিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন; দ্বারপালগণ কেহই তাঁহাকে প্রতিষেধ করিল না। তিনি রামচন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হইয়া কম্পিতকলেবরে কহিলেন, রাজকুমার! আমি নির্দ্ধন, অসমর্থ, বালপুত্র ও যুবজানি; আমার অনেকগুলি পোষ্য; আমি ভূমি খনন ও ফল-পাতনাদি দ্বারা বহু কষ্টে যুবতী ভার্য্যা ও এই শিশু সন্তানগুলির ভরণ-পোষণ করিয়া থাকি; আপনি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন; আমাকে কিছু ধন প্রদান করিতে অনুমতি দিউন। রামচন্দ্র, ধন-প্রত্যাশায় সমাগত আঙ্গিরসগোত্রীয় সেই দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে পরিহাসচ্ছলে কহিলেন, ব্রাহ্মণ! আমি সমুদায় ধন দান করিয়া ফেলিয়াছি; এক্ষণে কেবল আমার এক সহস্র গাভীমাত্র অবশিষ্ট আছে; ইহার মধ্যে আপনি স্বয়ং যতগুলি গাভী চালাইয়া লইয়া যাইতে পারেন, ততগুলি গ্রহণ করুন।

রামচন্দ্রের মুখে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ত্রিজট, রামচন্দ্রের সমক্ষেই দৃঢ়রূপে কটিবন্ধন পূর্ব্বক সম্ভ্রান্ত হৃদয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া গোগণকে স্বয়ং পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশে দণ্ড উদ্যত করিয়া তৎক্ষণাৎ গোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন; বৃদ্ধতা-নিবন্ধন তাঁহার কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে উদারাশয় রামচন্দ্র, দ্বিজবর ত্রিজটকে কহিলেন, ব্রহ্মন! কি করিতেছেন? নিবৃত্ত হউন; আমি পরিহাস করিয়া তাদৃশ বাক্য বলিয়াছি। গোপালক-সমেত এক সহস্র ধেনু আপনাকে প্রদান করিলাম; এতদ্ব্যতীত আপনি যত ধন প্রার্থনা করেন, আজ্ঞা করুন, দান করিতেছি।

ব্রহ্মন! আপনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবেন না; আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, আমার যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি আছে, তৎসমুদায় ব্রাহ্মণের নিমিত্তই সঞ্চিত হইয়াছে। আমি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছি, তৎসমুদায় আপনকার ন্যায় সৎপাত্রে সমর্পিত হইলেই আমি চরিতার্থ হইব।

রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিজট কহিলেন, রঘু-কুল-তিলক! আমার একটি যজ্ঞ করিবার অভিলাষ আছে; আপনি আমাকে তদুপযোগী দ্রব্য সমুদায় প্রদান করুন। এতৎ-শ্রবণে রামচন্দ্র, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে যজ্ঞসম্পাদনের উপযোগী প্রভূত দ্রব্য-সামগ্রী প্রদান করিলেন।

এইরূপে ত্রিজট ও ত্রিজটভার্য্যা, রামচন্দ্রের নিকট আশাতিরিক্ত ধন প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই পরিতুষ্ট ও পূর্ণ-মনোরথ হইলেন এবং তাঁহারা পরম-প্রীত ও প্রশস্ত হৃদয়ে রামচন্দ্রের প্রতি শুভ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক পুনঃপুন প্রশংসা করিয়া প্রজাগণের নিকট তাঁহার যশোঘোষণা করিতে করিতে নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

মহাপুরুষ রামচন্দ্র এইরূপে প্রশংসা-বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া স্বল্প-সময়-মধ্যেই ধর্ম্মোপার্জ্জিত সমুদায় ধনসম্পত্তি আত্মীয়-স্বজন-গণে বিতরণ করিয়া ফেলিলেন।

তৎকালে যথাযোগ্য সম্মান দ্বারা, দান দ্বারা ও সম্ভ্রম দ্বারা যিনি পরিতুষ্ট হয়েন নাই, এরূপ ব্রাহ্মণ, সুহৃৎ, ভৃত্য, দরিদ্র বা ভিক্ষা-জীবী, কেহই ছিলেন না।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

উদাসীন-বাক্য।

মহানুভব রামচন্দ্র, এইরূপে ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া পিতার নিকট বিদায় লইবার নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত যাত্রা করিলেন। তাঁহারা অস্ত্র-শস্ত্র ও বনবাসের উপযোগী দ্রব্য সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সীতা-সমভিব্যাহারে রাজমার্গে উপস্থিত হইলে পুরবাসিনী ও জনপদবাসিনী রমণীরা প্রাসাদ-শিখরে ও হর্ম্ম্যে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিল। অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন রামচন্দ্রের প্রতি

সর্ব্বসাধারণের এত দূর অনুরাগ ছিল যে, তাঁহার অরণ্য-প্রস্থান-কালে জানপদ-জন-সমারোহে, রাজপথে কিছুমাত্রও স্থান ছিল না।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে পদব্রজে গমন করিতে দেখিয়া সমুদায় লোকই যার পর নাই দুঃখে কাতর হইয়া এইরূপ বহুবিধ বাক্য বলিতে লাগিলেন যে, হায়! যে রামচন্দ্রের যাত্রাকালে চতুরঙ্গ সৈন্য অনুগমন করে, এক্ষণে কেবল একাকী লক্ষ্মণ, সীতার সহিত তাঁহার অনুগমন করিতেছেন! এই ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র যার পর নাই সুখী ও ঐশ্বর্য্য-ভোগী। ইনি মহাবীর্য্যশালী হইয়াও অসাধারণ পিতৃ-ভক্তি-নিবন্ধন, পাছে পিতৃবাক্য মিথ্যা হয় এই আশঙ্কায়, সর্ব্বত্যাগী হইয়া অরণ্যবাসী হইতেছেন!

যিনি অসূর্য্যম্পশ্যরূপা, পূর্ব্বে আকাশচর প্রাণিগণও যাঁহাকে দেখিতে পায় নাই, অদ্য আপামর সাধারণ সকলেই সেই দেবী সীতাকে রাজমার্গে পাদবিহারে গমন করিতে দেখিতেছে! হায়! স্বাভাবিক অঙ্গরাগে অলঙ্কৃত বরবর্ণিনী সীতার সুকোমল শরীর অরণ্যমধ্যে শীতাতপ-বাতে বিবর্ণ হইয়া যাইবে! আমাদের বোধ হয়, অদ্য মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই কোন রূপে ভূতাবিষ্ট হইয়া থাকিবেন; নতুবা কি নিমিত্ত তিনি অকারণে পরম-ধার্ম্মিক প্রিয়তম পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিতেছেন! যদি মহারাজ ভূতাবিষ্ট না হইতেন,—যদি তিনি প্রকৃতিস্থই থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই ঈদৃশ অসাধারণ-গুণ-নিধান রামচন্দ্রকে অকস্মাৎ অরণ্যে প্রেরণ করিতেন না।

যাঁহার অসাধারণ-গুণ-সমূহে সমুদায় লোক অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছে, ঈদৃশ সন্তানের কথা দূরে থাকুক, যে পুত্র নির্গুণ, তাহাকেও কোন্ সচেতন আর্য্য-সন্তান পরিত্যাগ করিতে পারে! অহিংসা, ক্ষমা, সুশীলতা, বিদ্যা, সত্য-নিষ্ঠা ও পরাক্রম, ত্রিভুবন-বিখ্যাত এই অসাধারণ ছয়গুণ রামচন্দ্রকে সমলঙ্কৃত করিতেছে। জল শুষ্ক হইলে জলচর জন্তুগণ যেরূপ দুঃখাভিভূত হয়, অদ্য রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন দেখিয়া সমুদায় মনুষ্যই সেইরূপ দুঃখাভিভূত ও মৃতপ্রায় হইয়াছে। অসময়ে রাহুগ্রহণে নিশাকর যেরূপ ম্লান হয়েন, মূলচ্ছেদ করিয়া দিলে ফল-পুষ্প-সমন্বিত বৃক্ষ যেরূপ ম্লান ও মৃতপ্রায় হয়, অদ্য জগৎপতি রামচন্দ্রের বিচ্ছেদ উপস্থিত দেখিয়া সমুদায় জগৎই সেইরূপ ম্লান ও মৃতপ্রায় হইয়াছে। এই ধর্ম্মদার মহাদ্যুতি রামচন্দ্র সকলের মূল-স্বরূপ; অন্যান্য সকলেই শাখা, পল্লব, পত্র, ফল ও পুষ্প-স্বরূপ।

যে মহাত্মা নিরন্তর আমাদের ভোগ্য বস্তু প্রদান করেন, যাঁহা হইতে আমরা সুখ-সৌভাগ্য ভোগ করি, যিনি আমাদিগকে বিপৎ হইতে উদ্ধার করেন, যিনি আমাদের অভয় প্রদান করিয়া থাকেন, অদ্য আমাদের সেই রামচন্দ্র বনগমন করিতেছেন! এক্ষণে আর আমাদের স্ত্রী-পুত্রেই বা প্রয়োজন কি? ধনেই বা প্রয়োজন কি? আইস, আমরা সকলে পরিবারবর্গ, ভোগ্য বস্তু ও বিষয়-

বিভব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাত্মা লক্ষ্মণের ন্যায় রামের অনুগামী হই! অথবা সমুদায় পরিত্যাগেরই বা প্রয়োজন কি! চল, আমরা স্ত্রী, পুত্র, পশু, ধনসম্পত্তি ও সমুদায় দ্রব্য-সামগ্রী গ্রহণ করিয়া, যেখানে মহাত্মা রামচন্দ্র গমন করিতেছেন, সেই স্থানেই গমন করি। আইস, আমরা এখনই বিহারোদ্যান, ভবন, শয়ন, আসন ও অন্যান্য গৃহসামগ্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম-দুঃখ-সুখ হইয়া রাজকুমার রামচন্দ্রের অনুবর্ত্তী হই। আমরা ভূগর্ভ-প্রোথিত নিধি সকল উদ্ধৃত করিয়া লইয়া যাইব; গৃহ সমুদায় ক্রমশ জীর্ণ শীর্ণ ও ভগ্ন হইয়া যাইবে! অযোধ্যামধ্যে ধান্য ও ধন-রত্ন কিছুই থাকিবে না! কোন ভবনেই সম্মার্জ্জনাদি হইবে না! সমুদায় গৃহই উচ্ছিষ্ট-ভোজী পিশাচ, প্রেত ও রাক্ষসের বাসস্থান হইবে! সমুদায় গৃহই ধূলিতে পরিপূর্ণ, লক্ষ্মীহীন ও কদর্য্য হইয়া যাইবে! চতুর্দ্দিক মূষিকের গর্ত্তে পরিপূর্ণ হইবে! দিবাভাগেও বৃহৎ বৃহৎ মূষিক সকল নির্ভয়ে ইতস্তত বিচরণ করিতে থাকিবে! কোন গৃহেই রন্ধনের ধূম দৃষ্ট হইবে না,—জলেরও সম্পর্ক থাকিবে না! কোন খানেই যাগ, বলি, হোম, জপ ও বেদপাঠ কিছুই থাকিবে না; দেবগণেরও অধিষ্ঠান থাকিবে না! সকল স্থানই ভগ্ন পাত্রে আকীর্ণ হইবে! আমরা সকলে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেলে ঈদৃশ-অবস্থা-প্রাপ্ত গৃহ সমুদায় কৈকেয়ী অধিকার করুন! রাম যেখানে গমন করিবেন, তাহাই নগর হউক; আর আমরা এই নগর পরিত্যাগ করিলে, ইহাই অরণ্য হউক। অরণ্য-মধ্যে রামচন্দ্র যেখানে বাস করিবেন, তাহাই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর হইয়া উঠিবে। আমরা রামচন্দ্রের সহিত অরণ্যে বাস করিলে, আমাদের ভয়ে ভীত হইয়া তত্রত্য সর্পাদি হিংস্র দংষ্ট্রায়ুধ জন্তুগণ ভূবিবর পরিত্যাগ করিয়া—মৃগ-পক্ষিগণ পর্ব্বতগুহা পরিত্যাগ করিয়া—সিংহ, ব্যাঘ্র ও মাতঙ্গগণ অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া—পলায়ন পূর্ব্বক আমাদের পরিত্যক্ত এই জনশূন্য নগরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করুক। সপুত্রা কৈকেয়ী বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত হিংস্রজন্তু-সমাকুল এই অযোধ্যা লইয়া বাস করুন; ধনরত্নাদির বিনিময়ে তিনি করস্বরূপ কেবল তৃণ, মাংস ও ফল গ্রহণ করিতে থাকুন; আমরা সকলে রামচন্দ্রের সহিত পরম সুখে বনে বাস করিব।

বনবাসে কৃতোদ্যম রামচন্দ্র পৌরজনের মুখে এইরূপ ও অন্যান্য-প্রকার বহুবিধ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন।

পিতা দশরথকে সত্য-প্রতিজ্ঞ করিতে অভিলাষী রামচন্দ্র, তৎকালে সমুদায় লোককেই তাদৃশ কাতর দেখিয়া অন্তরে ব্যথিত হইয়াও দুঃখ-শোক-বিহীনের ন্যায় সহাস্য-মুখে পিতৃদর্শনার্থ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আর্য্য-চরিত ইক্ষ্বাকু-বংশাবতংস মহাত্মা রামচন্দ্র পিতৃ-গৃহে উপস্থিত হইয়া দ্বার-রক্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত প্রীতিভাজন সুমন্ত্রকে দেখিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

পিতৃ-নিদেশ-ক্রমে বনগমনে কৃতনিশ্চয় ও কৃতোদ্যম ধর্ম্মবৎসল রামচন্দ্র, সুমন্ত্রকে

কহিলেন, সূত! আমার আগমন-বার্ত্তা মহারাজের নিকট নিবেদন কর।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

দশরথ-বিলাপ।

যে সময় রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত মহারাজের ভবনে আগমন করেন, তৎপূর্ব্ব হইতেই মহারাজ অতীব কাতর ও আকুলেন্দ্রিয় হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন ও বলিতেছিলেন, অনার্য্যে কৈকেয়ি! তুমি আমার পরম-শত্রু! মনুজ-কুঞ্জর রামচন্দ্র বনগমন করিলেই—আমি মরিলেই, তোমার কামনা পূর্ণ হয়! নির্ঘৃণে!—নির্লজ্জে!—পাপীয়সি! আমি ভরতকে,তোমাকে এবং আমার এই প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতেছি; তুমি বিধবা হইয়া রাজ্যশাসন কর! রাম আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে আমি জীবন পরিত্যাগ করিব,কিন্তু পাপীয়সি! পরজন্মে আর তোমার ন্যায় নীচাশয়া রমণীর বশীভূত হইব না।

মূঢ়ে! তুমি কাহার সহিত মন্ত্রণা করিয়াছ! কে এই সর্ব্বনাশের মূলীভূত হইয়াছে! আমার জীবন-নাশের নিমিত্ত কাহার ঈদৃশ মত লইয়াছ! রাম বনগমন করুক, ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হউক; কোন্ দুরাত্মা পাপাশয়ের মনে ঈদৃশ পাপ-জনক মত উদ্ভাবিত হইয়াছে!

রাজ্যার্হ জ্যেষ্ঠ রাজীব-লোচন রামচন্দ্র বিদ্যমান থাকিতে কনিষ্ঠ ভরত কিরূপে রাজ্যশাসন করিবে! কৈকেয়ি! আমি অল্প-বুদ্ধি ও ক্ষীণ-পুণ্য! তুমি যে আমার কালরাত্রিস্বরূপা হইবে, তাহা না জানিয়াই আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া ভার্য্যারূপে রাখিয়াছি! আমি না বুঝিয়াই তীক্ষ্ণ-বিষা নাগিনীকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছি! হায়! এক্ষণে সেই নাগিনীর দংশনে আমার প্রিয় পুত্র ও জীবন, সকলই হারাইলাম!

অনার্য্যা নারীদিগকে ধিক্! বিশেষত যাহারা কৃতঘ্নী, যাহারা ধন-লোভে অন্ধা হইয়া একান্ত-বশবর্ত্তী পতিকেও পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে ততোধিক ধিক্! নির্ঘৃণে!—নির্লজ্জে!—নির্দ্দয়ে! তোমার হৃদয় কি কঠোর! আমি তোমার পতি,—আমি তোমার শরণাগত হইয়া পুনঃপুন প্রার্থনা করিতেছি! তথাপি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছ! নৃশংসে! তুমি যে আমাকে প্রিয় পুত্রের সহিত বিযুক্ত করিয়া ঘোর দুঃখসাগরে নিক্ষিপ্ত করিলে, তাহাতে তুমি ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও সুখ-ভোগ করিতে পারিবে না।

হায়! আমার পুত্র রামচন্দ্র কখনও শিবিকা বা রথ ভিন্ন গমনাগমন করে নাই; সে এক্ষণে কিরূপে পাদচারে কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম বনে গমন করিবে! আমার পুত্র রামচন্দ্র সুকুমার ও বিলাসী; সে চিরকাল উত্তম বসন-ভূষণ পরিধান করিয়া আসিতেছে; হায়! এক্ষণে সে কিরূপে বল্কল ও অজিন পরিধান করিবে! আমার পুত্র রামচন্দ্র, চিরকাল সুস্বাদু অন্ন ভোজন ও উত্তম পানীয় পান

করিয়া আসিতেছে; হায়! এক্ষণে সে কিরূপে কটু তিক্ত কষায় ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিবে!

যদি ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক বনগমন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহা হইলে আমার মঙ্গল হয়; কিন্তু বৎস রাম কখনই তাহা করিবে না! হা বিশুদ্ধ-ভাব! হা ধর্ম্মাত্মন! হা বিনীত-স্বভাব! হা গুরু-বৎসল! হা পুত্র! তুমি এই স্ত্রী-বশীভূত অজিতেন্দ্রিয় দুরাত্মাকে পাইয়া আপনাকে পিতৃমান মনে করিয়া থাক! কি নিমিত্ত তুমি এই নরাধমের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ!

রামচন্দ্র শীলতা-বিষয়ে, চরিত্র-বিষয়ে ও গুণ-বিষয়ে সকলেরই জ্যেষ্ঠ; আমার রাম আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম পুত্র; হায়! ঈদৃশ গুণাভিরাম রামকে পরিত্যাগ করিতে আমার কিরূপে মতি হইতেছে! আমি অতি-নৃশংস!—আমি অতি অনার্য্য!—আমি অতি নীচাশয়! সর্ব্বতোভাবে আমাকেই ধিক্! আমি স্ত্রী-বশীভূত হইয়া শুশ্রূষা-পরায়ণ প্রিয়তম পুত্রকে অকারণে পরিত্যাগ করিতেছি! হায়! আমি অতি নৃশংস!—আমি অতি পাপাত্মা!—আমি অতি মূঢ়মতি! হায়! নীচাশয়া স্ত্রীর নিমিত্ত আমি অনপকারী প্রিয়তম পুত্রকে পরিত্যাগ করিতেছি! লোকেই বা আমাকে কি বলিবে!

বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ ও অন্যান্য ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ এই ব্যাপার শুনিয়া আমাকে কি বলিবেন! বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তপোবন-নিবাসী সিদ্ধ মহর্ষিগণ, পৃথিবীর সমুদায় রাজগণ ও সমুদায় সাধুগণই বা আমাকে কি বলিবেন!

হায়! রাজ্যলুব্ধা কৈকেয়ীকে দুইটি বর প্রদান করিয়া আমি সর্ব্বতোভাবে অধোগামী হইলাম! চতুর্দ্দিকে আমার অযশ বিস্তীর্ণ হইল! হায়! আমি পাপীয়সী কৈকেয়ীর বশতাপন্ন হইয়া পাপে আচ্ছন্ন হইলাম,—মোহিত হইলাম! হায়! আমার ইন্দ্রিয় সকল ব্যাকুল হইতেছে!—বিমুগ্ধ হইতেছে! আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে! হায়! আমি হত হইলাম! বিনষ্ট হইলাম!

আমার রামচন্দ্র বাল্যকালে গুরু-শুশ্রূষা দ্বারা ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা অতি কষ্টে কালাতিপাত করিয়াছে। এক্ষণে তাহার সুখভোগ করিবার সময় উপস্থিত; হায়! তাহা না হইয়া আজি সে অপার-দুঃখভোগ করিতে চলিল! হায়! যদি রামকে বনে প্রেরণ করিবার পূর্ব্বেই আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহাই আমার পরম-মঙ্গল!

বেদবিৎ বিশুদ্ধাচার ব্রাহ্মণ, সুরাপান করিলে পরিশেষে যেরূপ অনুতাপ করে, মহারাজ দশরথও পুত্র-শোকে ব্যাকুলিত-হৃদয় হইয়া সেইরূপ অনুতাপ পূর্ব্বক এই রূপে আপনাকে আপনি নিন্দা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ দশরথ দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, এমত সময় প্রতীহারী সুমন্ত্র তথায় উপস্থিত হইলেন; তিনি দেখিলেন, ভূমণ্ডলের অধীশ্বর মহারাজ দশরথ,

রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায়, ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায়, তোয়-শূন্য তড়াগের ন্যায়, নিঃসত্ত্ব ও নিষ্প্রভ হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিহ্বল হৃদয়ে রামচন্দ্রের নিমিত্তই শোক ও পরিতাপ করিতেছেন। সুমন্ত্র তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া প্রথমত জয়শব্দ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া ভয়-বিক্লব বচনে ধীরে ধীরে কহিলেন, মহারাজ! রামচন্দ্র আগমন করিয়াছেন।

মহারাজ দশরথ, সুমন্ত্রের মুখে রামচন্দ্রের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণমাত্র যার পর নাই ব্যথিত-হৃদয় হইলেন, এবং সুমন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বাষ্প-গদ্গদ অস্পষ্ট বচনে কহিলেন, শীঘ্র লইয়া আইস।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

দশরথ-আশ্বাসন।

মহারাজ দশরথ, 'রামচন্দ্রকে লইয়া আইস' অস্পষ্টস্বরে এই কথা বলিয়াই তীব্রতর শোকাবেগে মোহাভিভূত হইয়া পড়িলেন। মোহ-পরতন্ত্র মহারাজ, মুহূর্ত্ত কাল নিশ্চেষ্ট থাকিয়া পুনর্ব্বার চৈতন্যলাভ পূর্ব্বক সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সুমন্ত্র তাঁহাকে চৈতন্য লাভ করিতে দেখিয়া দুঃখিত হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে সমীপবর্ত্তী হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ! পুরুষ-সিংহ রাজকুমার রামচন্দ্র এক্ষণে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন; তিনি নিজের সমুদায় ধন-সম্পত্তি ব্রাহ্মণগণকে ও ভৃত্যগণকে উপজীবিকার নিমিত্ত প্রদান করিয়া আসিয়াছেন।

ময়ূখাবলী দ্বারা ময়ূখমালীর ন্যায়, গুণাবলি দ্বারা সর্ব্বলোক-বিখ্যাত রামচন্দ্র আপনকার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনগমনে উদ্যত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি আপনকার চরণ-দর্শন ও আপনকার নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন; যদি অভিরুচি হয়, প্রবেশানুমতি করুন।

নভোমণ্ডলের ন্যায় নির্ম্মলাত্মা মহারাজ দশরথ, সুমন্ত্রের মুখে ঈদৃশ মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখিত হৃদয়ে কহিলেন, সুমন্ত্র! আমি সমুদায় পত্নীগণে পরিবৃত হইয়া রামচন্দ্রকে দেখিতে ইচ্ছা করি; তুমি আমার সমুদায় পত্নীকে এই স্থানে আনয়ন কর।

মহারাজের এইরূপ আদেশ-প্রাপ্তিমাত্র সুমন্ত্র দ্রুতবেগে অন্তঃপুরের সমুদায় কক্ষায় গমন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্যাগণ! মহারাজ আপনাদের সকলকেই আহ্বান করিতেছেন, শীঘ্র আগমন করুন, বিলম্ব করিবেন না। রাজমহিলাগণ সুমন্ত্রের মুখে ভর্ত্তার আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্বরা পূর্ব্বক মহারাজের নিকট আগমন করিলেন। সার্দ্ধত্রিশত রূপবতী রমণী বিবিধ বিভূষণে বিভূষিতা হইয়া কৈকেয়ীর সহিত সমবেত মহারাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ দশরথ, অন্তঃপুর-চারিণী মহিলামণ্ডলীকে আগমন করিতে দেখিয়া সুমন্ত্রকে

কহিলেন, সুমন্ত্র! এক্ষণে আমার পুত্র রামচন্দ্রকে শীঘ্র আনয়ন কর। সুমন্ত্রও রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া রাম, লক্ষ্মণ ও জনকনন্দিনী সীতাকে প্রবেশ করাইলেন।

উদার-চরিত রামচন্দ্র দূর হইতে কৃতাঞ্জলিপুটে আগমন করিতেছেন দেখিয়াই, মহিলাগণ-পরিবৃত মহারাজ শোকে একান্ত অধীর হইয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন; এবং 'বৎস রাম! আগমন কর' এই কথা বলিয়াই তিনি আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারিত করিয়া বেগে ধাবমান হইলেন; পরন্তু রামচন্দ্রকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই দুঃখাভিভূত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহাত্মা রামচন্দ্র, মহারাজকে পতিত হইতে দেখিয়া সম্পূর্ণরূপ-ভূতল-প্রাপ্ত না হইতে হইতেই সসম্ভ্রমে ধরিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত অতীব দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে তাদৃশ মোহাবস্থাতেই ধীরে ধীরে তাঁহাকে তুলিয়া সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন; এবং তাঁহার মূর্চ্ছাপনয়নের নিমিত্ত বায়ুব্যজন করিতে লাগিলেন।

এই সময়, তত্রত্য সহস্র সহস্র রমণী 'হা রামচন্দ্র! হা রামচন্দ্র!' বলিয়া বক্ষ ও শিরে করাঘাত পূর্ব্বক সহসা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন; ভূষণ-ধ্বনি-বিমিশ্রিত তাঁহাদের করুণ বিলাপে সমুদায় অন্তঃপুর অনুনাদিত হইল।

শোক-সাগর-নিমগ্ন মহারাজ দশরথ, কিয়ৎক্ষণ পরে যখন সংজ্ঞা লাভ করিলেন, তখন গুরু-বৎসল রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর; আমি এক্ষণে বন-প্রস্থানে প্রস্তুত ও প্রবৃত্ত হইয়া আপনকার শ্রীচরণ-দর্শন ও আপনকার সম্মতি গ্রহণ নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, এবং প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের প্রতি কুশল-দৃষ্টি করুন;—শুভ আশীর্ব্বাদ করুন।

মহীপতে! লক্ষ্মণ ও বৈদেহী আমার সহিত বনগমনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সম্মতি প্রদান করুন। আমি ইহাদিগকে নিবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত অশেষ যুক্তি-প্রদর্শন পূর্ব্বক বিশিষ্টরূপ যত্ন করিয়াছি; ইহারা কোন ক্রমেই নিবৃত্ত হইল না। লক্ষ্মণ, সীতা ও আমি এক্ষণে বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া আপনকার সম্মতি প্রার্থনায় চরণ-সমীপে উপস্থিত হইয়াছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনুজ্ঞা করুন।

রামচন্দ্র অবিচলিত হৃদয়ে অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছেন দেখিয়া মহারাজ দশরথ, কাতর হৃদয়ে বাষ্পাকুলিত লোচনে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, রামচন্দ্র! পূর্ব্বকালে আমি কৈকেয়ীকে বর প্রদান করিয়া এক্ষণে বঞ্চিত ও প্রতারিত হইয়াছি; যখন আমি এতদূর মূঢ় ও অপরিণাম-দর্শী, তখন আমাকে বন্ধন করিয়া—কারারুদ্ধ করিয়া—অথবা অন্য কোন রূপে নিগৃহীত করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করাই তোমার একান্ত কর্ত্তব্য।

মহারাজ দশরথের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম-পরায়ণ রামচন্দ্র প্রণিপাত পূর্ব্বক

কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমার পিতা, গুরু, প্রতিপালক, প্রভু, আরাধ্য-দেবতা, পরমপূজ্য, গুরুতর-ধর্ম্মস্বরূপ এবং অধীশ্বর। মহারাজ! আমাকে চিরকাল আপনকার আজ্ঞাধীন হইয়াই থাকিতে হইবে; প্রসন্ন হউন, আমাকে বনগমন হইতে নিবর্ত্তিত করিবেন না; আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন; আপনি সহস্র বৎসর পরমায়ু লাভ করিয়া আমাদের সকলের প্রভু হইয়া রাজ্য শাসন করুন। মহারাজ! আপনি কৈকেয়ীর নিকট যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাই করুন; আপনাকে মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ করিয়া ভূমণ্ডলের অথবা সমুদায় ত্রিলোকেরও আধিপত্য কামনা করি, এমন দিন যেন আমার উপস্থিত না হয়।

ধর্ম্ম-পরায়ণ রামচন্দ্রের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যপাশ-সুসংযত মহারাজ দশরথ, বাষ্পগদগদ স্বরে করুণ বচনে কহিলেন, বৎস! আমায় সত্যসন্ধ করিবার নিমিত্ত এই নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন করাই যদি তুমি স্থির-নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহা হইলে আমিও যাইতেছি; আমার সহিত একত্র হইয়া বনবাসার্থ যাত্রা কর। বৎস! তোমার বিরহে আমি কখনই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। তুমি ও আমি এখানে থাকিব না, ভরতই এই অযোধ্যার রাজা হউক।

মহারাজের মুখে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, প্রভো! আমার সহিত বনগমন করা আপনকার উচিত হইতেছে না। মহারাজ! আমার অনুগমন করা কোন ক্রমেই আপনকার কর্ত্তব্য নহে। পিত! প্রসন্ন হউন; যাহাতে আমরা ধর্ম্মপথেই অবস্থান করিতে পারি ও আপনি সত্য-প্রতিজ্ঞ হয়েন, তাহা করুন। মহারাজ! আমি আপনকার প্রতি উপদেশ প্রদান করিতেছি না, পরন্তু স্বধর্ম্মই স্মরণ করিয়া দিতেছি; আমার প্রতি স্নেহ নিবন্ধন আপনি অদ্য ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবেন না।

মহারাজ দশরথ, রামচন্দ্রের মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি দীর্ঘ আয়ু, অসীম কীর্ত্তি, অতুল্য বল, অপ্রতিহত শৌর্য্য ও শাশ্বত ধর্ম্ম লাভ কর। তুমি পিতৃ-সত্য পালনে প্রবৃত্ত হইয়া পুনরাগমনের নিমিত্ত নির্ব্বিঘ্নে বনগমন কর; তোমার মঙ্গল হউক,—তোমার অভ্যুদয় হউক,—তোমার যশোবিস্তার হউক। বৎস! তুমি সত্যনিষ্ঠ; তোমার মন সর্ব্বদাই ধর্ম্মপ্রবণ; তোমার ধর্ম্ম্য-মত-বৈপরীত্য সম্পাদন করা কোন ক্রমেই সাধ্যায়ত্ত নহে; পরন্তু বৎস! আমার অভিলাষ এই যে, তুমি অন্তত এই এক রাত্রি এখানে বাস কর। অদ্য তুমি আমার সহিত রাজভোগ্য প্রিয়তম বস্তু আহার ও অভিলাষানুরূপ ঐশ্বর্য্য ভোগ পূর্ব্বক তোমার দুঃখার্ত্তা জননীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কল্য যাত্রা করিবে। আমি অন্তত একদিনও তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিব।

বৎস! অদ্য তোমার জননীর সহিত ও আমার সহিত একত্র থাকিয়া রজনী যাপন

কর; অদ্য তুমি বিবিধ-ভোগ্য-বস্তু-ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া কল্য প্রত্যুষেই অভিপ্রেত-সাধনার্থ যাত্রা করিতে পারিবে। বৎস! তুমি আমার সত্যপালনরূপ প্রিয়কার্য্য সাধনের নিমিত্ত সমুদায় প্রিয় বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজন-বন-গমনে প্রবৃত্ত হইয়া পরম দুষ্কর কার্য্যেই উদ্যত হইয়াছ।

বৎস! আমি সত্য করিয়া শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি, তোমার বনবাস কোন ক্রমেই আমার আন্তরিক অভিপ্রেত নহে; ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় কপট সাধুতায় সমাচ্ছাদিতা এই দুশ্চারিণীই আমাকে ছলনা ও প্রতারণা করিয়াছে।—এই দুর্ব্বৃত্তা কৈকেয়ী আমাকে যে বিষম বঞ্চনা করিয়াছে; তুমি তাহারই বাক্যে আমাকে সেই বঞ্চনা হইতে উদ্ধার করিতে অভিলাষী হইয়াছ। বৎস! তুমি আমার অসাধারণ-গুণ-সম্পন্ন জ্যেষ্ঠ পুত্র; তুমি যে পিতাকে মিথ্যা-প্রতিজ্ঞতা হইতে রক্ষা করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে।

একান্ত কাতর, শোক-বিহ্বল, ধীমান, মহারাজ দশরথের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিত! আমি সমুদায় সুখ ও সুখসাধন পরিত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে আবার তাহা পুনরায় গ্রহণ করিতে সাহসী ও অভিলাষী হইতেছি না। অদ্য আমি যে সমুদায় অপূর্ব্ব ভোগ্য বস্তু ভোগ করিব, কল্য তাহা আমাকে কে প্রদান করিবে! সুতরাং পিত! এক্ষণে আমি বন-গমনই প্রার্থনা করিতেছি; নিবৃত্তি অভিলাষ করি না। তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও রথ সঙ্কুলা, গ্রাম-বহুলা, বহুবিধ-ধনরত্ন-পরিপূর্ণা ও বিবিধ-দ্রব্য-সঞ্চয়-বিরাজিতা এই পৃথিবী আমি পরিত্যাগ করিতেছি, মহারাজ! আপনি এতৎ-সমুদায় ভরতকে প্রদান করুন। পিত! আমি সমুদায় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে পারি, সমুদায় অভিলষিত ভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ করিতে পারি, সুখ পরিত্যাগ করিতে পারি, অধিক কি, প্রিয়তম প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি আপনাকে মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি না। আমি অদ্য বনগমনের নিমিত্ত যে স্থির-নিশ্চয় করিয়াছি, তাহা কোন ক্রমেই বিচলিত হইবে না।

মহারাজ! পূর্ব্বে আপনি পরিতুষ্ট হইয়া দেবী কৈকেয়ীকে যে বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণ-রূপে প্রদান করুন; সত্য-প্রতিজ্ঞ হউন। আমি আপনকার আদেশ-পালনে নিযুক্ত হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বনচর তপস্বীদিগের সহিত বনে বাস করিব, আপনি কাতর বা বিমর্ষযুক্ত হইবেন না; ভরতকে পৃথিবীর আধিপত্য প্রদান করুন। এই সমুদায় লোক—আমার এই সমুদায় মাতা—বাষ্প-বারি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতেছেন, আপনি কোথা সকলের সান্ত্বনা করিবেন—সকলকেই স্থির করিবেন, না আপনি স্বয়ংই শোকাকুল ও বিকৃত-চিত্ত হইতেছেন! মহারাজ! আপনি আমার বিয়োগ-জনিত দুঃখ-শোক পরিত্যাগ করুন; সাগর-সদৃশ গম্ভীর-প্রকৃতি ভবাদৃশ-মহাত্মগণ কখনই ক্ষুব্ধ হইয়া মর্য্যাদা অতিক্রম করেন না। মহারাজ! আমি আপনকার আজ্ঞা

পালনের নিমিত্ত যাদৃশ অভিলাষী; রাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত, সুখ সম্ভোগের নিমিত্ত অথবা প্রিয়-সমাগমের নিমিত্তও তাদৃশ অভিলাষী ও লোলুপ নহি। এক্ষণে আপনি সত্যপালনের নিমিত্ত আমার প্রতি আদেশ করুন। মহারাজ! আমি আপনকার সমক্ষে সুকৃত দ্বারা সত্য করিয়া শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি, আমি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে সত্যসন্ধ করিতেই ইচ্ছা করি, মিথ্যাভাষী করিতে অভিলাষ করি না। মহারাজ আমি বনবাসে উদ্যত হইয়াছি; এক্ষণে আমার প্রতি ত্বরায় গমনের অনুমতি করুন; আমাদ্বারা যদি আপনকার সত্য রক্ষা হয়, তাহা হইলে তাহাই আমার পরম-সৌভাগ্য।

মহারাজ! আমি আপনকার আজ্ঞাক্রমে সত্য পালনের উদ্দেশে তপস্যা করিবার নিমিত্ত বনগমন করিতেছি। আপনি নগর-জনপদ-সমেত এই সুসমৃদ্ধ মহীমণ্ডল ভরতকে প্রদান করুন। মহারাজ! আপনি যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহাই সফল হউক। বীর্য্যবান ভরত, পর্ব্বত-কানন-গ্রাম-রাজি-বিরাজিতা সাগর-মেখলা মঙ্গলময়ী মেদিনীর অধিপতি হউন; আমি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য-যাত্রা করিতেছি। মহারাজ! পিতৃ-আজ্ঞা-পালন সাধু-সম্মত; সুতরাং আপনকার আজ্ঞা-পালনে আমার অন্তঃকরণ যেরূপ পরিতুষ্ট হয়, প্রীতিজনক ও সুখজনক বহুবিধ ভোগ্য বস্তু ভোগেও তাদৃশ পরিতুষ্ট হয় না। আপনি এক্ষণে আমার বিয়োগ-জনিত মনোদুঃখ পরিত্যাগ করুন। পিত! আমি পুণ্যপুঞ্জ দ্বারা আপনকার নিকট দিব্য করিয়া বলিতেছি, আপনাকে মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য-ভোগ, বহুবিধ সুরম্য সুখ, অথবা সর্ব্ব-জীব-প্রিয় জীবনও আমি কামনা করি না।

মহারাজ! আমি বিচিত্র মহীরুহ-সঙ্কুল অরণ্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভূধর, নদী, সরোবর প্রভৃতি সন্দর্শন পূর্ব্বক ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া সুখে কাল যাপন করিব, আপনি আমার বিয়োগ-জনিত দুঃখ পরিহার পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হৃদয়ে অবস্থান করুন।

অপরিহরণীয়-দুঃখ-সন্তাপ-প্রপীড়িত মহারাজ, রামচন্দ্রের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অচৈতন্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন, কিছুই জানিতে পারিলেন না।

এই সময় একমাত্র কৈকেয়ী ব্যতীত সমুদায় রাজমহিষীই কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; সুমন্ত্রও রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িলেন; চতুর্দ্দিকেই হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল।

সুমন্ত্র কর্তৃক কৈকেয়ীর তিরস্কার।

অনন্তর অনতিবিলম্বেই সুমন্ত্রের সংজ্ঞা লাভ হইল;—তিনি সাতিশয় সন্তপ্ত হৃদয়ে ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ক্রোধভরে দন্তে দন্ত-নিষ্পীড়নে কটকটা শব্দ করিয়া হস্তে হস্ত-নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন; সহসা তাঁহার মস্তক কম্পিত হইতে

লাগিল; ক্রোধাবেগে তাঁহার লোচন-যুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল;—পূর্ব্বের ন্যায় আর শরীরের আকার থাকিল না। তিনি মহারাজের ভাব-গতিক ও অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বাক্যরূপ শর-নিকরে যেন কৈকেয়ীর মর্ম্ম ভেদ করিয়াই—হৃদয় কম্পিত করিয়াই কহিতে লাগিলেন, দেবি! স্থাবর ও জঙ্গম সমুদায় ভূমণ্ডলেরই অধীশ্বর এই মহারাজ দশরথ আপনকার পতি; আপনি যখন ঈদৃশ পতি পরিত্যাগ করিতেছেন, তখন আপনি না করিতে পারেন, এমত দুষ্কর্ম্মই দেখিতে পাই না; আমি দেখিতেছি, আপনি পতি-ঘাতিনী—অন্তত কুলঘাতিনী, সন্দেহ নাই; তাহা না হইলে আপনি, মহেন্দ্র-সদৃশ অজেয়, মহাচল-সদৃশ অপ্রকম্প্য ও মহোদধি-সদৃশ অক্ষোভ্য, স্থির-বুদ্ধি মহারাজকে কি নিমিত্ত অনুচিত কর্ম্ম দ্বারা সন্তাপিত করিতেছেন?

দেবি! মহারাজ আপনকার ভর্ত্তা; ইনি বর দিয়াছেন বলিয়াই সেই অপরাধে ইহাঁকে অবজ্ঞা করা ও বিনষ্ট করা আপনকার উচিত হয় না। কোটি কোটি পুত্রের প্রতি উপেক্ষা করিয়াও ভর্ত্তার ইচ্ছানুবর্ত্তিনী হওয়া পতিব্রতা নারীদিগের অবশ্য-কর্ত্তব্য; পতিব্রতা রমণীরা কখনও পতির ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করেন না। রাজবংশের নিয়ম এই যে, পুত্রগণ জ্যেষ্ঠতা অনুসারে রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন। আপনি, এই ইক্ষ্বাকু-কুল-ভূষণ মহারাজ দশরথ বর্ত্তমান থাকিতেই পুরুষ-পরম্পরাগত সেই নিয়ম লোপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন!

ভাল, তাহাই হউক; আপনকার পুত্র ভরত রাজা হইয়া পৃথিবী শাসন করুন; রামচন্দ্র যেখানে গমন করিবেন, আমরা সকলেই সেই স্থানে গমন করিব। আপনি যে ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে কোন ব্রাহ্মণই আপনকার রাজ্যমধ্যে বাস করিবেন না। রাম যে পথে যাইবেন, আমরা সকলেই সেই পথে যাইব। দেবি! বন্ধু-বান্ধবগণ, ব্রাহ্মণগণ ও সাধুগণ রাজ্য পরিত্যাগ করিলে তাদৃশ শূন্য রাজ্য লাভ করিয়া আপনকার কি সুখোদয় হইবে! আপনি যে ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্তা হইয়াছেন, তাহাতে কেহই এ রাজ্যে থাকিবেন না। আপনকার এরূপ আচরণ দেখিয়াও পৃথিবী যে এখনও বিদীর্ণা হইতেছেন না, ইহাই আশ্চর্য্য! আপনি রামচন্দ্রকে অরণ্যে প্রেরণ করিতেছেন, ইহাতে ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট প্রজ্বলিত-হুতাশন-সদৃশ আপামর-সাধারণের ধিক্কাররূপ ভীষণ বাগ্দণ্ড কি নিমিত্ত এপর্য্যন্ত আপনাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে না! কোন্ ব্যক্তি কুঠার দ্বারা আম্র-বৃক্ষ-চ্ছেদন করিয়া নিম্ববৃক্ষের রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে? যদি কেহ নিম্ব-বৃক্ষে নিয়ত দুগ্ধ প্রদান করে, তাহা হইলেও কদাপি তাহার মধুরাস্বাদ হয় না; দেখিতেছি—আপনকার জননীর সমুদায় গুণই আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন; লোক-প্রসিদ্ধিই আছে যে, নিম্ব-বৃক্ষ হইতে কদাপি মধু নির্গত হয় না; আপনকার মাতার অসৎপ্রবৃত্তির বিষয় আমরা পূর্ব্বে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা এক্ষণে স্মরণ হইতেছে।

কোন মহর্ষির বর অনুসারে আপনকার পিতা পশু-পক্ষি-প্রভৃতি সমুদায় জীব-জন্তুর কথা বুঝিতে পারিতেন। একদা আপনকার পিতা শয়ন করিয়া আছেন, এমত সময় জৃম্ভ নামক একটি সুবর্ণ-বর্ণ পক্ষী রব করিয়া উঠিল; আপনকার পিতা তাহার মানসিক ভাব সমুদায় বুঝিতে পারিয়া পুনঃপুন হাস্য করিতে লাগিলেন। আপনকার জননী সেই স্থানে ছিলেন; তিনি, তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া আপনকার পিতা হাস্য করিয়াছেন মনে করিয়া, পুনঃপুন হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; এবং কহিলেন যে, যদি আপনি এই হাস্যের কারণ না বলেন, তাহা হইলে আমি উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আপনকার পিতা কহিলেন, আমি যদি তোমার নিকট হাস্যের কারণ ব্যক্ত করি, তাহা হইলে এই ক্ষণেই আমার মৃত্যু হইবে, সন্দেহ নাই। আপনকার মাতা আগ্রহাতিশয় সহকারে পুনঃপুন বলিতে লাগিলেন, আমাকে হাস্যের কারণ বলুন; আমি আপনকার কোন আপত্তিই শুনিব না; আপনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে পারিবেন না;—আপনি বাঁচুন বা মরুন, আপনকার হাস্যের কারণ আমাকে বলিতেই হইবে; কেকয়রাজ-মহিষী এইরূপ বলিলে কেকয়রাজ, যে মহর্ষি তাঁহাকে বরপ্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কহিলেন; মহর্ষি উত্তর করিলেন, মহারাজ! যাহাতে নিশ্চয়ই জীবন নষ্ট হইবে, এরূপ কার্য্য করিবেন না। আপনকার মহিষী প্রাণত্যাগই করুন, আর যাহাই করুন, আপনি কোন ক্রমেই তাঁহার নিকট হাস্যের কারণ বলিবেন না। মহর্ষি প্রসন্ন মনে এইরূপ উপদেশ-বাক্য কহিলে, আপনকার পিতা তৎক্ষণাৎ আপনকার মাতাকে দূরীকৃত করিয়া দিয়া স্বয়ং রাজরাজের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। দেখিতেছি, এক্ষণে আপনি আপনকার জননীর ন্যায় অসৎ-পথ-বর্ত্তিনী হইয়া মহারাজকে মোহাভিভূত করিয়া অন্যায় পথে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। একটি লোক-প্রবাদ আছে যে, পুত্র পিতার গুণ প্রাপ্ত হয় এবং কন্যা জননীর গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রবাদ এক্ষণে সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইতেছে।

দেবি! আপনকার জননীর অনুবর্ত্তিনী না হইয়া মহারাজ যাহা আদেশ করেন, তাহাই গ্রহণ করুন। আপনি এক্ষণে ভর্ত্তার অনুবর্ত্তিনী হইয়া আমাদের সকলকে রক্ষা করুন। আপনকার পতি দেবরাজ-সদৃশ ও সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বর; আপনি ইহাঁকে অসদ্ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবেন না। পাপস্পর্শ-পরিশূন্য রাজীব-লোচন শ্রীমান মহারাজ দশরথ আপনাকে যে বর-দ্বয় প্রদান করিয়াছেন, কখনই তাহার অন্যথাচরণ করিবেন না; আপনি সময়ান্তরে সেই বর গ্রহণ করিবেন। এক্ষণে বয়ো-জ্যেষ্ঠ গুণ-জ্যেষ্ঠ সর্ব্ব-কর্ম্ম-কুশল স্বধর্ম্ম-নিরত সর্ব্ব-প্রতিপালক মহাবল বদান্য রামচন্দ্র যাহাতে রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন, তাহা করুন।

দেবি! মহারাজকে পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্র বনগমন করিলে আপনকার অপরি-

হরণীয় নিন্দা ও অপবাদ হইবে। রাম, ক্রমপ্রাপ্ত রাজ্য পালন করুন; আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকুন; এই অযোধ্যাপুরীতে রামচন্দ্র রাজা না হইলে আপনকার মঙ্গল হইবে না। রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে মহাবীর মহারাজ দশরথ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজর্ষিগণের দৃষ্টান্তানুসারে বন-গমন করিবেন।

বৃদ্ধ সুমন্ত্র, রাজসমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপে কখনও সান্ত্বনা বাক্য, কখনও বা তীক্ষ্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া কৈকেয়ীকে পুনঃপুন নিরতিশয় বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন; পরন্তু দেবী কৈকেয়ী কিছুতেই ক্ষুব্ধ বা ম্লান হইলেন না; তাঁহার মুখবর্ণও তৎকালে বিবর্ণ হইতে দেখা গেল না।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

সিদ্ধার্থ-বাক্য।

অনন্তর নিজ-প্রতিজ্ঞায় সুসংযত ও প্রপীড়িত মহারাজ দশরথ, সুদীর্ঘ শোকোষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি, রামচন্দ্রের সহিত গমন করিবার নিমিত্ত চতুরঙ্গ সৈন্যকে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ত্বরায় প্রস্তুত হইতে বল। কুমার রামচন্দ্রের প্রীতি-সম্পাদনের নিমিত্ত নিরুপম-রূপ-যৌবন-শালিনী সুধাংশু-বদনী কলা-কুশলিনী বিলাসিনী রমণীরা ভূরি-পরিমিত ধনরাশি গ্রহণ পূর্ব্বক সমভিব্যাহারে গমন করুক। পদ্মপলাশ-লোচন রামচন্দ্রের অনুরক্ত সুহৃদ্গণও রাশি রাশি ধন গ্রহণ পূর্ব্বক অনুগমন করুন। বাণিজ্যজীবী সমুদায় জনগণ বহুবিধ পণ্য দ্রব্য সমভিব্যাহারে লইয়া রামচন্দ্রের সৈন্যের সমভিব্যাহারে যাউক। যাহারা রামচন্দ্রের অনুজীবী, এবং যাহাদের সহিত রামচন্দ্র ব্যায়াম, উপবেশন, ক্রীড়া-কৌতুক বা আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকে, তাহাদিগকেও বহুধন প্রদান পূর্ব্বক সমভিব্যাহারে পাঠাইয়া দাও।

নগরবাসী প্রধান প্রধান জনগণকে, এবং অরণ্য-মর্ম্মজ্ঞ ব্যাধগণকেও রামচন্দ্রের অনুগামী হইতে বল। সমুদায় প্রধান প্রধান অস্ত্র-শস্ত্র, এবং সমুদায় উত্তম উত্তম শকট, রামচন্দ্রের সহিত প্রেরণ করিতে হইবে। আমার ধনাধ্যক্ষগণ সমুদায় ধনরত্ন সমভিব্যাহারে লইয়া রাজীব-লোচন রামচন্দ্রের অনুগমন করুক। অরণ্যমধ্যে রামচন্দ্র প্রতিদিন মৃগয়া-বিহারে রত থাকিবে, আরণ্য মধু পান করিবে, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নানা-প্রকার নদ, নদী, ভূধর প্রভৃতি দর্শনে হৃত-চেতা হইয়া থাকিবে, এবং বহুবিধ অভিলষিত ভোগ্য বস্তু ভোগ করিবে;—এইরূপে বনে বাস করিলেও আমার রাম রাজভোগে থাকিয়া রাজ্যসুখ স্মরণও করিবে না।

আমার যাহা কিছু ধনসম্পত্তি বা ভোগ্য-বস্তু আছে, তৎসমুদায়ই রামচন্দ্রের সহিত প্রেরণ কর। রামচন্দ্র তীর্থ-সমুদায়ে দান ও ধন বিতরণ করিয়া বনবাস-কালেও রাজার ন্যায় সুখ-সৌভাগ্য সম্ভোগ করুক। রামচন্দ্র সমুদায় সার বস্তু লইয়া যাইলে ভরত

এই শূন্য অযোধ্যায় আধিপত্য করুক; বন-মধ্যে শ্রীমান রামচন্দ্রের সমুদায় কামনাই পূর্ণ হইবে।

মহারাজ দশরথের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈকেয়ীর অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইল। তাঁহার মুখ-কমল শুষ্ক ও স্বর বিকৃত হইয়া উঠিল; ক্রোধ ও অমর্ষভরে তাঁহার লোচন-যুগল তাম্রবর্ণ হইল। তিনি বিষণ্ণ বদনে ও সন্ত্রস্ত হৃদয়ে ক্রোধ-সংরক্ত নয়নে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সুরার সারাংশ বহিষ্কৃত করিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ হৃত-সার এই শূন্য রাজ্য, ভরতকে অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক দান করিলে আপনকার সত্য রক্ষা হইবে না, ভরতও তাহা গ্রহণ করিবে না।

নৃশংসা নির্লজ্জা কৈকেয়ীর ঈদৃশ সুদারুণ বাক্য-বাণে মর্ম্মে অতীব তাড়িত হইয়া মহারাজ দশরথ দুঃখিত হৃদয়ে কহিলেন, নৃশংসে!—সজ্জন-বিনিন্দিতে!—দুশ্চারিণি! আমার স্কন্ধে অসহ্য দুর্বহ ভার চাপাইয়া দিয়া আবার কি নিমিত্ত পুনঃপুন বাক্য-কশাঘাতে মর্ম্ম ভেদ করিতেছ!

মহারাজের মুখে ঈদৃশ সক্রোধ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ঘোর-নিশ্চয়া কৈকেয়ী দ্বিগুণ-তর ক্রুদ্ধা হইয়া দুরভিসন্ধি প্রকাশ পূর্ব্বক পরুষ বচনে কহিলেন, মহারাজ! আপন-কারই পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ সগর যেরূপে জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জাকে পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন, আপনিও সেইরূপ অব্যাকুলিত ও অবিচলিত হৃদয়ে রামকে পরিত্যাগ করুন।

এতৎ-শ্রবণে মহারাজ দশরথ 'ধিক' এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক শিরঃসঞ্চালন করিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জাভিভূত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এই সময় রাজমান্য সর্ব্বত্র বিখ্যাত সিদ্ধার্থ নামক বৃদ্ধ মহামাত্য, কৈকেয়ীকে কহিলেন, দেবি! পূর্ব্বকালে মহারাজ সগর যে কারণে অসমঞ্জাকে পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

রাজকুমার অসমঞ্জা যার পর নাই দুঃশীল ছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, তিনি পুরবাসী-দিগের পুত্রের গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক সরযূ-জলে নিক্ষেপ করিতেন। প্রজাগণ অসমঞ্জার উপদ্রবে একান্ত প্রপীড়িত ও ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে কহিল, মহীপতে! হয় একমাত্র অসমঞ্জাকে পরিত্যাগ করুন, না হয় আমা-দের সকলকেই পরিত্যাগ করুন। মহারাজ সগর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা ক্রোধ-ভরে কহিল, মহারাজ! আপনকার এই পুত্র যার পর নাই দুঃশীল হইয়াছেন। আমাদের শিশু সন্তান-সন্ততি পথে ক্রীড়া করিতে থাকে, ইনি দেখিতে পাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহাদের গলা ধরিয়া সরযূ-জলে নিক্ষেপ করেন। বালকগণ ক্রন্দন করিতে থাকে—জলে পড়িয়া পুনঃপুন উন্মগ্ন-নিমগ্ন হয়—দেখিয়া, ইনি হাস্য করিতে থাকেন; তৎ-কালে ইহাঁর আনন্দের পরিসীমা থাকে না।

মহারাজ সগর পৌরগণের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের সন্তোষের নিমিত্ত ধর্ম্মভ্রষ্ট অসমঞ্জাকে পরিত্যাগ করিলেন।

দেবি! মহারাজ সগর, দুর্বিনীত অধার্ম্মিক পুত্র অসমঞ্জাকে ভার্য্যা ও পরিচ্ছদাদির সহিত যানারোপণ পূর্ব্বক যাবজ্জীবনের নিমিত্ত নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। রাজকুমার অসমঞ্জা, মহাপাতকীর ন্যায় লোকালয় হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ফাল ও পেটক গ্রহণ পূর্ব্বক দুর্গম অরণ্য-মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

পরম-ধার্ম্মিক মহারাজ সগর, গুরুতর অপরাধ-নিবন্ধনই পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে রামচন্দ্র কি পাপ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আপনি এরূপ অনুরোধ করিতেছেন? মহারাজ কোন্ অপরাধে অশেষগুণ-নিধান রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিবেন? আমরা ত রামচন্দ্রের কিছুমাত্র দোষ দেখিতে পাই না; রামচন্দ্র হিমাংশুর ন্যায় নির্ম্মল; তাঁহার শরীরে ত পাপের লেশমাত্রও নাই। অথবা দেবি! আপনি যদি রামচন্দ্রের এমন কোন গুরুতর দোষ দেখিয়া থাকেন যে, তদ্দ্বারা বনবাস দেওয়া যাইতে পারে, তাহা ব্যক্ত করুন।

দেবি! দোষস্পর্শ-পরিশূন্য সৎপথস্থিত ব্যক্তিকে বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিলে অধর্ম্ম-নিবন্ধন দেবরাজ ইন্দ্রেরও সৌভাগ্যসম্পৎ নষ্ট হয়। দেবি! রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত করিবেন না; লোকাপবাদ হইতে আপনাকে মুক্ত করাও আপনকার কর্ত্তব্য।

সিদ্ধার্থের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে মহারাজ দশরথ শোক-ব্যাকুল বচনে কৈকেয়ীকে কহিলেন, পাপীয়সি! বিচক্ষণ সিদ্ধার্থ যাহা বলিতেছেন, তাহা তুমি গ্রহণ করিতেছ না! কিসে তোমার বা আমার হিতানুষ্ঠান হইবে, তাহাও তুমি বুঝিতেছ না! তুমি কুপথে দণ্ডায়মানা হইয়া কুচেষ্টাই করিতেছ; তোমার এই চেষ্টা সাধুবিগর্হিতা চেষ্টা, সন্দেহ নাই।

ভাল, আমি রাজ্য, সুখ, ধন, সমুদায়ই পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং রামচন্দ্রের সহিত বনগমন করিতেছি; অনার্য্যে! তুমি ভরতের সহিত এই রাজ্য ও সুখ সম্ভোগ কর।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

রামচন্দ্রের চীর-পরিগ্রহ।

ধর্ম্ম-পরায়ণ মহাযশা রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর ও পিতার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনীত বচনে কহিলেন, মহারাজ! আমি ধনসম্পত্তি ও সমুদায় ভোগ পরিত্যাগ করিয়াছি; আমি বিজন অরণ্যে বন্য ফল-মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিব; ঈদৃশ অবস্থায় সৈন্য-সামন্ত প্রভৃতি অনুচরবর্গে আমার প্রয়োজন কি? মহারাজ! যিনি মহামাতঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মমতা-নিবন্ধন গজ-কক্ষা (গজ-কক্ষ-বন্ধন-রজ্জু) বহন করেন, তাঁহার কি অভীষ্টসিদ্ধি হয়? কক্ষা লইয়া তিনি কি করিবেন? আমি এক্ষণে সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি; আমার সৈন্য-সামন্তে ও অন্যান্য অনুচরবর্গে কি প্রয়োজন! মহারাজ! আমি এতৎ-সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি যে,

আমাকে বনবাসের উপযুক্ত কেবল চীর-চীবর, খনিত্র, বংশ-পেটক ও শিক্য প্রদান করুন; আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বিজন বনে বাস করিব।

রামচন্দ্রের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র নির্লজ্জা কৈকেয়ী স্বয়ংই চীর খণ্ড আনয়ন করিলেন এবং সর্ব্বজন-সমক্ষেই রাম ও লক্ষ্মণের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, এই লও, পরিধান কর।

রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর হস্ত হইতে চীরখণ্ডদ্বয় গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্ম বসন-যুগল উন্মোচন পূর্ব্বক তাহাই স্বয়ং পরিধান করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর লক্ষ্মণও পিতার সমক্ষেই পরিহিত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া চীর-চীবর ধারণ করিলেন।

অনন্তর কৈকেয়ী, পীত-কৌশেয়-বসনা রাম-পার্শ্ববর্ত্তিনী নিরুপম-রূপ-যৌবন-শালিনী জনকনন্দিনী সীতাকে ছিন্ন-বস্ত্র-খণ্ডদ্বয় প্রদান করিতে উদ্যতা হইলেন; লজ্জাভিভূতা সীতাও বাগুরা দর্শনে মৃগীর ন্যায় উদ্বিগ্ন-হৃদয়া ও ভীতা হইয়া ছিন্ন-বস্ত্র-খণ্ডদ্বয় গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি সজল নয়নে গন্ধর্ব্বরাজ-সদৃশ রামচন্দ্রের মুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বাষ্প-গদ্গদ স্বরে কহিলেন, আর্য্যপুত্র! কিরূপে চীর পরিধান করিতে হয়,—বনবাসিনী মুনি-পত্নীরা কি প্রকারে চীর পরিধান করিয়া থাকেন! এই মাত্র বলিয়া স্বয়ং চীর পরিধানে অনভিজ্ঞা দেবী সীতা মুহুর্মুহু বিতথ-প্রযত্না ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া পরিশেষে একখণ্ড ছিন্ন বস্ত্র কণ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক আর একখণ্ড হস্তে করিয়া লজ্জাবনত মুখে দণ্ডায়মানা থাকিলেন। ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য রামচন্দ্র তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ স্বয়ং সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কৌশেয়-বসনের উপরি চীর বন্ধন করিয়া দিলেন।

রামচন্দ্র স্বয়ং সীতার চীর বন্ধন করিয়া দিতেছেন দেখিয়া অন্তঃপুর-চারিণী রমণীরা সকলেই নয়নজল মোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যার পর নাই ব্যথিত-হৃদয়া হইয়া মহাতেজা রামচন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! পিতার বাক্যানুরোধে তুমিই বনগমন করিতেছ; যশস্বিনী সীতা কি নিমিত্ত বনবাস-দুঃখ-ভোগ করিবেন! মহারাজ ত সীতার প্রতি বনগমনের আদেশ করিতেছেন না! বৎস! তুমি ধর্ম্ম-পরায়ণ; তুমি কোন মতেই পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া স্বয়ং গৃহে অবস্থান করিবে না; তুমি লক্ষ্মণের সহিত বনগমন করিতেছ, কর; পরন্তু তোমরা যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করিবে, সে পর্য্যন্ত আমরা এই কল্যাণী সীতাকে দেখিয়াই জীবন ধারণ করিতে পারিব; এই সুকোমল শরীরে ইনি কোনক্রমেই তাপসীর ন্যায় বনবাস-কষ্ট সহ্য করিতে পারিবেন না। বৎস! আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর; সীতা গৃহেই অবস্থান করুন।

রাজকুমার রামচন্দ্রও সীতা, পুরস্ত্রীগণের মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে দৃঢ়-রূপে চীর বন্ধন করিতে লাগিলেন।

রাজগুরু বশিষ্ঠ সীতাকে চীর বন্ধন করিতে দেখিয়া বাষ্পপূরিত লোচনে নিবারণ করিয়া কৈকেয়ীকে কহিলেন, অতিবৃত্তে!—দুর্মেধে!—কুলনাশিনি! তুমি মহারাজকে

এতদূর বঞ্চনা করিয়াও পুনর্ব্বার মর্য্যাদা অতিক্রম করিতেছ! দুঃশীলে! দেবী সীতা বনগমন করিবেন না; ইনিই রামচন্দ্রের সিংহাসন রক্ষা করিবেন; পত্নীই লোকের আত্মা ও অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপ। যত দিন রামচন্দ্র অরণ্য হইতে প্রত্যাগত না হইবেন, তত দিন পর্য্যন্ত দেবী সীতা রামচন্দ্রের সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রজাপালন করিবেন।

দেবী বৈদেহী যদি এখানে না থাকিয়া পতির সহিত বনেই গমন করেন, তাহা হইলে পৌরগণ, অন্তপালগণ ও আমরা সকলেই ধন, ধান্য ও পরিচ্ছদ প্রভৃতি লইয়া রামচন্দ্রের অনুগামী হইব। ভ্রাতৃ-বৎসল ভরত এবং শক্রঘ্নও অগ্রজ রামচন্দ্রকে বনবাসী দেখিলেই চীর-চীবর পরিধান পূর্ব্বক বনচারী হইবেন, সন্দেহ নাই। তুমি এইরূপ দুর্বৃত্তা ও প্রজাগণের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্তা হইয়া একাকিনীই জনমানব-বিবর্জ্জিত মহীরুহ-সঙ্কুল মহীমণ্ডল শাসন করিবে। রামচন্দ্র যেখানে বাস করিবেন, তাহা অরণ্য হইলেও নগরী হইয়া উঠিবে; রামচন্দ্র যেখানে না থাকিবেন, তাহা সমৃদ্ধি-শালিনী নগরী হইলেও অরণ্যময় হইয়া যাইবে। যদি এই মহারাজ দশরথের ঔরসে ভরতের জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই মহাত্মা কখনই মহারাজের অনিচ্ছায় এরূপে রাজ্য গ্রহণ করিবেন না; তোমার প্রতিও তিনি মাতৃভক্তি পরিত্যাগ করিবেন। যদি দিবাকর পশ্চিম দিকে উদিত হয়েন, যদি তুমি আকাশ-পথে গমন করিতেও সমর্থা হও, তাহা হইলেও পিতৃবংশ-চরিতজ্ঞ ভরত ইহার অন্যথাচরণ করিবেন না। তুমি পুত্রের রাজ্য লাভ প্রত্যাশায় পুত্রেরই অপ্রিয় কার্য্য করিতেছ!

কৈকেয়ি! যে ব্যক্তি রামচন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত নহে, এমত মনুষ্যই পৃথিবীতে নাই। তুমি অদ্যই দেখিতে পাইবে, অযোধ্যাপুরীর সকলেই উন্মুখ হইয়া সর্ব্বজন-প্রিয় রামচন্দ্রের অনুগমন করিতেছে।

দেবি! তোমার স্নুষা সীতার ছিন্ন বসন অপনয়ন করিয়া ইহাঁকে উত্তম বসন-ভূষণ প্রদান কর। তুমি একমাত্র রামচন্দ্রেরই বনবাস-বর-প্রার্থনা করিয়াছিলে; দেবী সীতাকে কি নিমিত্ত চীর বসন পরিধান করাইতেছ!

রাজগুরু বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলেও রামচন্দ্রের অনুবর্ত্তিনী জনকনন্দিনী সীতা চীর বসন পরিত্যাগ করিলেন না, দেবী কৈকেয়ীও কোন কথা কহিলেন না।

শ্বশুর মহারাজ দশরথ ও ভর্ত্তা রাজকুমার রামচন্দ্রের সমক্ষেই বিদেহ-রাজ-নন্দিনী সীতা, অনাথার ন্যায় এইরূপে চীর-বসন পরিধান পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা হইলে মহিলাগণ সকলেই ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। সমুদায় অবরোধগণের মুখেই তাদৃশ ধিক্কার শব্দ শ্রবণ করিয়া মহারাজ যশের আশা, সুখের আশা ও জীবনের আশা এককালে পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর মহারাজ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈকেয়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রোষভরে কহিলেন, অভদ্রে!—নৃশংসে!—দুশ্চারিণি! গুরু বশিষ্ঠ প্রকৃত কথাই

বলিয়াছেন ; বর-প্রদানের সময় তুমি একমাত্র রামচন্দ্রেরই বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলে ; লক্ষ্মণ ও জানকীর বনবাস প্রার্থনা কর নাই ! এক্ষণে কিজন্য লক্ষ্মণ ও জানকীকে চীর বসন প্রদান করিতেছ! নৃশংসে!—কুলপাংশুলে!—পাপীয়সি !—পাপচরিতে ! চীরবসন,সুকুমারী রাজকুমারী সীতার যোগ্য নহে। এই সুশীলা তপস্বিনী জানকী কি অপরাধে শ্রমণীর ন্যায় চীরবসন পরিধান করিবেন ? আমার আসন্ন কাল ও বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত বলিয়াই আমি তোমার নিকট শপথ পূর্ব্বক বরদানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। বংশের কুসুম হইতে যেরূপ বংশেরই নাশ হয়, তোমার এই অত্যাচরণ হইতে সেইরূপ তোমারই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইতেছে !

নীচাশয়ে!—পাপীয়সি !—নিরয়গামিনি ! তুমি যে, সকলের স্নেহ-ভাজন সর্ব্বজনপ্রিয় শ্রীমান রামচন্দ্রকে বনবাসী করিতেছ, তাহাই সকলের পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে ! তাহার উপর আবার এ কি দুর্ম্মতি উপস্থিত !! সীতাকে চীরবসন !!! সীতা তোমার কি অপকার করিয়াছে ! কি নিমিত্ত তুমি এতদূর মহা-পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছ! তুমি অগ্রে আমাকে প্রতিজ্ঞা-পাশে দৃঢ়রূপে সংযত করিয়া পরে নিজ মুখেই উদারচরিত রামচন্দ্রকে বনগমন করিতে কহিয়াছ ; আমি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-ভয়ে তাহাতে কোনরূপ প্রতিকূলাচরণই করি নাই। এক্ষণে মৈথিলীকেও তুমি চীরবসনা করিতেছ !—তুমি নিজ প্রার্থনাতিরিক্ত কার্য্যে প্রবৃত্তা হইয়া নরক-গমনের উদ্যোগ করিতেছ !

মহারাজ দশরথ এইরূপে বিলাপ ও ভর্ৎসনা করিতেছেন, এমত সময় বন-গমনোদ্যত মহাত্মা রামচন্দ্র অধোবদনে কহিলেন, পিত ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ; আমার জননী কৌশল্যা পতিব্রতা, উদার-চরিতা ও আপনকার একান্ত-বশবর্ত্তিনী ; ইনি কদাপি আপনকার প্রতিকূলাচরণ করেন নাই ; নিন্দাবাদেও প্রবৃত্তা হয়েন নাই। ইনি ক্ষণমাত্রের নিমিত্তও আপনকার চিন্তানুবর্ত্তনে পরাঙ্মুখী হয়েন না। এক্ষণে ইনি এই বৃদ্ধাবস্থায় শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন ; মহারাজ ! আমার এই জননী আমার বিয়োগ-জনিত অপার-শোক-সাগরে নিমগ্ন ও একান্ত কাতর হইয়াছেন। ইনি আপনকার কৃপাদৃষ্টির পাত্র। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। আমার জননী পূর্ব্বে কখনো দুঃখের মুখ দেখেন নাই। পিত ! আমার মুখাপেক্ষায় ইহাঁর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিবেন, যেন কোন মতেই ইনি দুঃখিতা না হয়েন। পিত ! আপনি সর্ব্বদাই ইহাঁর প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

পিত ! আপনি দেবরাজ-কল্প ; আমার মাতা জননী কৌশল্যা অতীব দুঃখিতা ও শোককর্ষিতা হইয়াছেন। আমি বনবাসী হইলে যাহাতে ইনি শোকাবেগে জীবন বিসর্জ্জন না করেন, আপনি তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সম্মানবর্দ্ধন পূর্ব্বক ইহাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

সীতা-সমাদেশ।

উদার-চরিত রামচন্দ্র, তাপস-বেশ ধারণ পূর্ব্বক এইরূপ মর্ম্মভেদী বাক্য বলিতেছেন দেখিয়া, মহারাজ দশরথ ও রাজমহিষীগণ সকলেই শোক, বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন। শোক ও দুঃখে অভিভূত মহারাজ দশরথ যার পর নাই লজ্জা-পরতন্ত্র হইয়া রামচন্দ্রের সহিত সম্ভাষণ করিতে অথবা তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইলেন না। তিনি কাল-বল-বিমোহিত হইয়া দুঃখ-নিমীলিত নয়নে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কাতর স্বরে বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, বৎস! আমার বোধ হয়, পূর্ব্ব জন্মে আমি পুত্র-বৎসলদিগকে পুত্র-বিরহিত করিয়াছিলাম; এই কারণে এক্ষণে অনায়ত্ত হইয়া অনিচ্ছা পূর্ব্বক আমাকে পুত্র-বিয়োগ-জনিত দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন ও একান্ত কাতর হইতে হইতেছে।

বৎস! আমার বোধ হয়, জীবগণের অকালে মৃত্যু হয় না; যদি অকালে মৃত্যু হইত, তাহা হইলে তোমার বিয়োগে কি জন্য আমার এ পর্য্যন্ত মৃত্যু হইতেছে না! লোককান্ত সুকুমার কুমার রামচন্দ্র সূক্ষ্ম বসন পরিহার পূর্ব্বক কুশ-চীর-চীবর-ধারণ করিয়া বনগমন করিতেছে দেখিয়া, কি নিমিত্ত আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না! বৎস! যে সময় আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে লালন পালন করিব, হায়! সেই সময় আমি তোমাকে দুর্ব্বিষহ দুঃখ-ভোগে নিযুক্ত করিতেছি! আমি অতি নরাধম! আমাকে ধিক! হায়! একমাত্র কৈকেয়ীর নিমিত্ত সমুদায় লোকই মহাশোকে—মহা-দুঃখে—মহা-কষ্টে নিপতিত হইল! মহারাজ এই কথা বলিয়াই ধরাতলে নিপতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন।

অনন্তর মুহূর্ত্তকাল পরে মহারাজ দশরথ সংজ্ঞা লাভ করিয়া অশ্রু-পূর্ণ নয়নে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সূত! তুমি আমার রথে অশ্ব যোজনা করিয়া শীঘ্র আনয়ন কর এবং সেই রথ দ্বারা বৎস রামচন্দ্রকে মুনি-জন-প্রিয় অরণ্যে লইয়া যাও। হায়! যখন মহাবীর পরম-সাধু উদার-চরিত পুত্র, পিতা-মাতা কর্ত্তৃক অরণ্যে নির্ব্বাসিত হইতেছে, তখন বোধ হইতেছে, অসাধারণ-গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তির অলোক-সামান্য গুণের এইরূপ পুরস্কারই শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকিবে।

মহারাজ দশরথের এইরূপ আদেশ প্রাপ্তি মাত্র সুমন্ত্র ত্বরান্বিত হইয়া মহারাজের রথে অশ্ব-যোজন পূর্ব্বক আনয়ন করিলেন, এবং দশরথকে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আপনকার রত্ন-বিভূষিত মহারথ প্রস্তুত হইয়াছে। তখন মহারাজ দশরথ স্বীয় অমাত্য কোষাধ্যক্ষকে আহ্বান পূর্ব্বক শোক-বিহ্বল হৃদয়ে ধর্ম্মানুগত বচনে কহিলেন, অমাত্য! তুমি গণনা করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের উপযুক্ত মহামূল্য বসন ও অপূর্ব্ব অলঙ্কার সমুদায় বৈদেহীকে প্রদান কর।

মহারাজ দশরথের এইরূপ আদেশ-প্রাপ্তি মাত্র কোষাধ্যক্ষ কোষ-গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক

চতুর্দ্দশ বৎসরের উপযোগী সুরম্য বস্ত্র ও অলঙ্কার তৎক্ষণাৎ আনয়ন করিয়া বৈদেহীকে প্রদান করিলেন। তখন প্রফুল্ল-পঙ্কজমুখী বৈদেহী শ্বশুরের আজ্ঞানুসারে সেই অত্যুৎকৃষ্ট বসন-ভূষণ পরিধান করিতে লাগিলেন। সমুজ্জ্বল-প্রভাকর-প্রভা যেরূপ তিমির-পরিশূন্য নভোমণ্ডল বিভূষিত করে, সুরম্য বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী সীতাও সেইরূপ সুবিমল দেহকান্তি দ্বারা সেই গৃহ সমলঙ্কৃত করিলেন।

অনন্তর শ্বশ্রূ কৌশল্যা, দুহিতার ন্যায় প্রিয়তমা সীতাকে বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহে মস্তকে আঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৈদেহি! সামান্য রমণীরাই পুরস্কৃত, লালিত ও স্নেহ সহকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়াও, দৈব-ক্রমে দরিদ্র-অবস্থায় পতিত পতিকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে; পরন্তু মহাবংশ-সম্ভূতা সাধ্বী রমণীরা কখনই সেরূপ করেন না। যে সকল কামিনী, প্রিয়তম পতি কর্ত্তৃক সতত সৎকৃত ও সম্মানিত হইয়াও দৈব-নিবন্ধন হঠাৎ অধঃপতিত তাদৃশ পতিকে অবমাননা করে, তাহাদিগকে অসতী বলা যায়। অসতী রমণীদিগের স্বভাব এই যে, পূর্ব্বে নানাবিধ সুখ সম্ভোগ করিয়াও সামান্য বিপৎ ও দুঃখ উপস্থিত দেখিয়া ভর্ত্তার প্রতি দোষারোপ করে, এবং ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অসতী কামিনীরা অনৃতাচারিণী, অনৃতবাদিনী, বিরক্ত-হৃদয়া, অসহৃদয়া, পাপ-সংকল্পা ও ব্যভিচারিণী; তাহারা ক্ষণমাত্রে অল্প দোষেই পতির প্রতি বিরক্ত হয়; তাহাদের অন্তঃকরণরূপ দুর্গে প্রবেশ করাই দুঃসাধ্য; কুল-মর্য্যাদা দ্বারা, উপকার দ্বারা, সত্য ব্যবহার দ্বারা, বিদ্যা দ্বারা, দান দ্বারা ও প্রণয় দ্বারা কিছুতেই ইহাদের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারা যায় না; ইহাদের চিত্ত নিতান্ত চঞ্চল; পরন্তু যে সকল রমণী সাধ্বী, যাঁহারা সুশীলা ও সত্য-পরায়ণা, তাঁহারা সর্ব্বদাই গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ করেন; তাঁহারা কদাপি কুলমর্য্যাদা অতিক্রম করেন না; এই সমুদায় পতিব্রতা রমণীদিগের পক্ষে পতিই একমাত্র গতি ও পরম-পুণ্য-সাধন।

বৎসে! এক্ষণে তোমার পতি রাজ্যচ্যুত ও ধনহীন হইলেন; তুমি কদাপি ইহাঁর প্রতি অবমাননা করিও না; সধন হউন বা নির্ধনই হউন, পতিই নারীদিগের পক্ষে একমাত্র দেবতা।

শ্বশ্রূ কৌশল্যা এইরূপ আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিলে ভর্ত্তৃ-পরায়ণা দেবী সীতা বিনম্রভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্যে! আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে পালন করিব, কিছুমাত্রও ত্রুটি করিব না; বরং আজ্ঞার অতিরিক্ত কার্য্য করিতেও চেষ্টা করিব। দেবি! সাধ্বী রমণীদিগের যেরূপ ধর্ম্ম, যেরূপ আচার, আমি তৎসমুদায় অবগত আছি; আর্য্যে! আপনি আমাকে সামান্য রমণীর সমান জ্ঞান করিবেন না; প্রভা যেরূপ প্রভাকর হইতে বিচলিত হইবার নহে, আমিও সেইরূপ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইব না।

তন্ত্রী ব্যতিরেকে যেরূপ বীণাধ্বনি হয় না, চক্র ব্যতিরেকে যেরূপ রথের গতি হয় না, সেইরূপ সৎপুত্রশালিনী হইলেও একমাত্র পতি ব্যতিরেকে কোন রমণীই সুখ-ভাগিনী হইতে পারে না। আর্য্যে! পিতা পরিমিত দান করেন, মাতা পরিমিত দান করেন, ভ্রাতা পরিমিত দান করেন, পুত্রও পরিমিত দান করিয়া থাকে, পরন্তু একমাত্র পতি ব্যতিরেকে আর কেহই অপরিমিত সুখ দান করিতে পারে না। নারীজাতির পক্ষে পতিই সর্ব্ব-সুখের নিদান। আর্য্যে! এই সমস্ত সবিশেষ অবগত থাকিয়াও আমি কি নিমিত্ত প্রাকৃত নারীর ন্যায় সকল-সুখমূল পরমারাধ্য দেবতা-স্বরূপ পতিকে অবজ্ঞা করিব।

আর্য্যে! পাণি-প্রদান-সময় অবধি আমার দৃঢ় ব্রত এই যে, ভর্ত্তার প্রিয় কার্য্যের নিমিত্ত আমি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিব। আপনি উপদেশ প্রদান দ্বারা যে আমার সৎপথ-বর্ত্তিনী এই বুদ্ধি পুনর্ব্বার পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন, তাহাতে আমার বোধ হয়, সম্প্রতি দেবগণ আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিলেন।

বিশুদ্ধ-চরিতা কৌশল্যা, বৈদেহীর মুখে ঈদৃশ ধর্ম্মানুগত সন্তোষ-কর বাক্য শ্রবণ করিয়া যুগপৎ দুঃখ-হর্ষ-জনিত নয়ন-বারি পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তিনি পরম-প্রীতা হইয়া জনক-নন্দিনীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক গদগদ বচনে কহিলেন, বৎসে! তুমি শুভ শস্যের ন্যায় বসুধাতল বিদীর্ণ করিয়া উত্থিতা হইয়াছ; তোমার পক্ষে ঈদৃশ বাক্য বিস্ময়-কর নহে। মিথিলাধিপতি মহাত্মা মহারাজ জনক যাদৃশ যশস্বী ও গুণবান, তুমিও তাঁহার তদনুরূপ অলঙ্কার-স্বরূপ কন্যা-রত্ন হইয়াছ; তুমি গুণজ্ঞা, কৃতজ্ঞা, ধর্ম্মজ্ঞা ও যশস্বিনী; তোমাকে বধূরূপে প্রাপ্ত হইয়া আমিও ধন্যা ও যশস্বিনী হইয়াছি। তোমার সহিত বন-বাস-প্রবৃত্ত রাজীব-লোচন রাম যখন তোমার সহিত পুনর্ব্বার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিবে, তখন আমি নির্বৃতা ও সুখিনী হইব।

বৎসে! বনবাস-কালে তুমি অপ্রমত্ত হৃদয়ে প্রযত্ন সহকারে রামচন্দ্রের সেবা-শুশ্রূষা—বিশেষত তোমার ভক্ত মহাবীর লক্ষ্মণের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

উদার-চরিতা দেবী কৌশল্যা, যশস্বিনী সীতাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক পুনঃপুন প্রশংসা করিলেন। পরে তিনি স্নেহ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি নিয়ত সীতার নিকটেই থাকিবে; মহাবীর লক্ষ্মণ তোমারই একান্ত-ভক্ত; তুমি ইহাকে সর্ব্বদাই আপনার নিকটে রাখিবে; বহু-বৃক্ষ-সমাকীর্ণ অরণ্য-মধ্যে সর্ব্বদাই সাবধান হইয়া থাকিবে।

মহাত্মা ধর্ম্মশীল রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে মাতৃগণের মধ্য-বর্ত্তিনী জননী কৌশল্যার সমীপবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মানুগত বাক্যে কহিলেন, মাত! সীতার বিষয়ে ও লক্ষ্মণের বিষয়ে আমার প্রতি আদেশ ও উপদেশ প্রদান করা বাহুল্য মাত্র। কারণ লক্ষ্মণ আমার দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ, সীতা আমার ছায়া-স্বরূপ; সৎ-কর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ সাধু ব্যক্তি যেরূপ কীর্ত্তি-বিরহিত হয়েন না, সেইরূপ আমি ক্ষণমাত্রও

সীতা-বিরহিত হইয়া থাকিতে পারি না। আমি সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিলে কোন্ ব্যক্তি হইতে ভয়ের সম্ভাবনা? যদি ত্রিলোকনাথ শতক্রতুও স্বয়ং শত্রুভাবে উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকেও ভয় করি না।

মাত! বিষণ্ণ বা দুঃখিত হইবেন না; আপনি একাগ্র-হৃদয়ে পিতার সেবা-শুশ্রূষা করুন। আপনকার আশীর্ব্বাদে আমার এই বনবাস-কাল নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইবে। সুব্রতে! এই মহারাজের প্রসাদে এই চতুর্দ্দশ বৎসর আমি এক দিবসের ন্যায় সুখেই অতিবাহিত করিব। দেবি! আপনি শোক বা পরিতাপ করিবেন না; আপনি স্বকৃত সুকৃত-সমূহ দ্বারাই আমাকে সুস্থ শরীরে নির্ব্বিঘ্নে অরণ্য হইতে পুনরাগমন করিতে দেখিবেন, সন্দেহ নাই।

লোকাতীত-গুণ-নিধান মহানুভব ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র, জননী কৌশল্যাকে এইরূপ উদার বাক্য বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সার্দ্ধ ত্রিশত মাতার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে সানুনয় বচনে কহিলেন, মাতৃগণ! যদি কোন ব্যক্তি একত্র-বাস-নিবন্ধন অথবা বিশ্বাস নিবন্ধন কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহা ক্ষমা করা উচিত; অতএব আমি আপনাদের নিকট সবিনয় নিবেদন ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি যে, ইতিপূর্ব্বে আমি অজ্ঞান নিবন্ধন বা প্রমাদ বশত যদি কোন দিন আপনাদের নিকট কোন অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকি, তাহা আপনারা প্রসন্ন হৃদয়ে ক্ষমা করুন। উদার-চরিত রামচন্দ্র এইরূপ বলিবামাত্র সমুদায় রাজমহিষীই ক্রৌঞ্চী-সমূহের ন্যায় এককালে করুণ স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

মহীপতি দশরথের যে বিহার-মন্দির ইতিপূর্ব্বে মুরজ-পণব-বেণু প্রভৃতি বিবিধ সুমধুর বাদ্যধ্বনি দ্বারা অনুনাদিত এবং রমণীয়-রমণী-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুললিত সঙ্গীত দ্বারা প্রতিধ্বনিত হইত, অদ্য সেই ভবন ব্যসন-জনিত বিলাপ-পরিদেবনা-নিনাদে অনুনাদিত হইতে লাগিল।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

রামচন্দ্রের অরণ্য-যাত্রা।

অনন্তর মহাযশা রামচন্দ্র লক্ষ্মণ এবং বৈদেহী কৃতাঞ্জলিপুটে মহারাজ দশরথকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক চরণ-তলে প্রণাম করিয়া মহারাজ দশরথের নিকট অরণ্য-যাত্রার অনুমতি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মহাত্মা রামচন্দ্র, শোক-সন্তপ্তা জননী কৌশল্যার চরণযুগলে প্রণিপতিত হইলেন। এই সময় লক্ষ্মণ এবং সীতাও কৌশল্যার চরণে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ যখন জননী সুমিত্রার চরণে প্রণাম করেন, সেই সময় সুমিত্রা স্নেহভরে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি রামচন্দ্রের সহিত

কুশলে ও সুস্থ শরীরে বনগমন কর। সমুদায় সুহৃদ্গণের সহিত সৌহার্দ্দ-সম্পন্ন হইলেও তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি একান্ত অনুরক্ত বলিয়া আমি তোমার বন-গমনে অনুমতি দিতেছি। বৎস! তুমি প্রমাদ-পরিশূন্য হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকা সাধুগণের —বিশেষত এতদ্বংশীয় রাজকুমারদিগের অবশ্য-কর্ত্তব্য; অতএব তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র সমৃদ্ধিশালীই হউন অথবা ব্যসনার্ণবে নিমগ্নই হউন, ইনিই তোমার একমাত্র গতি; তুমি ভক্তি সহকারে লোক-হিত-পরায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের সেবা-শুশ্রূষা করিবে। বৎস! তুমি আমার সৎপুত্র; তুমি যে বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়তমা পত্নী পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইতেছ, তাহাতে আমার এবং আমার বন্ধু-বান্ধবগণের মুখ উজ্জ্বল হইল। রাম যে অবস্থায় থাকুন, তুমি ইহাঁকেই আশ্রয় করিয়া থাকিবে; একমাত্র ইনিই তোমার পরম গতি।

বৎস! এই রামচন্দ্র তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, গুরু ও প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। ইনি যখন সীতার সহিত বিজন বনে বাস করিবেন, তখন তুমি প্রযত্ন সহকারে ইহাঁর শরীর-রক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে। বৎস! তুমি যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবা করিতে ইচ্ছা করিতেছ, ইহাই আর্য্যদিগের—সাধুদিগের পরম ধর্ম্ম। বৎস! তুমি তৎপর হইয়া অপ্রমত্ত হৃদয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজীব-লোচন জগদভিরাম রামের সেবা-শুশ্রূষা করিবে; বন-মধ্যে সর্ব্বতোভাবে ইহাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকিবে। বৎস! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুবর্ত্তন, দান, দীক্ষা, তপস্যা ও সংগ্রামে দেহত্যাগ, এই সমুদায় এই ইক্ষ্বাকু-বংশের কুলোচিত ধর্ম্ম।

বৎস! রামকে দশরথ-স্বরূপ, জানকীকে আমার স্বরূপ এবং অরণ্যানীকে অযোধ্যা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া যথাসুখে গমন কর।*

সুমিত্রা, আত্মজ লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, বৎস রাম! তুমিও এই শত্রু-সংহারক লক্ষ্মণকে রক্ষা করিবে। লক্ষ্মণ তোমার ভৃত্য, সুহৃৎ, ভক্ত, অনুরক্ত ও অনুগত ভ্রাতা। তুমি লক্ষ্মণকে এবং লক্ষ্মণ তোমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে। মহাত্মা রামচন্দ্র, তথাস্তু বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন।

অনন্তর মাতলি যেমন দেবরাজের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, সারথি সুমন্ত্রও সেইরূপ রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়-বচনে কহিলেন, রাজকুমার! প্রণাম করিতেছি; আপনকার নিমিত্ত মহারথ প্রস্তুত হইয়াছে; রাজ্য-লোলুপা কৈকেয়ী, মহারাজের নিকট আপনকার যে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের প্রার্থনা করিয়াছেন, তদুদ্দেশে আপনি যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষ করিবেন, আমি এই রথ দ্বারা আপনাকে সেই স্থানেই লইয়া যাইব।

* रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्।
अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ वत्स यथासुखम्॥

সুমন্ত্রের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম লক্ষ্মণ ও সীতা, রথপার্শ্বে সমুদায় অস্ত্র-শস্ত্র, তূণীর, কবচ এবং খনিত্র, বংশ-পেটিকা প্রভৃতি সংস্থাপন পূর্ব্বক রথোপরি আরোহণ করিলেন। সারথি সুমন্ত্র, রামচন্দ্রের আদেশানুসারে তৎসমুদায় দ্রব্য দৃঢ়তর রূপে সংস্থাপন পূর্ব্বক রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে যথাস্থানে উত্তম রূপে উপবেশন করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং রথারোহণ করিলেন। তিনি, রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে রীতিমত উপবিষ্ট দেখিয়া রামচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে শোকাকুলিত হৃদয়ে অশ্বগণকে চালিত করিলেন।

এইরূপে সহসা রামচন্দ্র বনবাসের নিমিত্ত যাত্রা করিলে চতুর্দ্দিকেই গগন-ভেদী ক্রন্দন-ধ্বনি ও বিলাপ-বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল; সকলেই উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, হা রাম চন্দ্র!—হা শরণাগত-বৎসল!—হা সর্ব্বত্র-সমদর্শিন!—হা উদার-চরিত!—হা প্রজারঞ্জন!—হা সর্ব্ব-হিতৈষিন!—হা সর্ব্বপ্রিয়!—হা লোচনানন্দ!—হা মাতৃনন্দন!—হা সৌম্য-দর্শন!—হা আশ্রিত-প্রতিপালক! আমাদিগকে অনাথ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ!

মহানুভব রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন-কালে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেই শোক-সন্তপ্ত, একান্ত-কাতর, একান্ত-বিহ্বল ও সম্ভ্রান্ত-হৃদয় হইয়া বাষ্পাকুলিত লোচনে এইরূপে বহুবিধ বিলাপ-পরিতাপ করিতে লাগিল; এবং গ্রীষ্মকালে দিবাকরের খরতর কর-নিকরে সন্তপ্ত-জনগণ যেরূপ সলিলাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ তাহারা সকলেই দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিল! তাহারা পশ্চাতে ও উভয় পার্শ্বে ধাবমান হইতে হইতে সজল-নয়নে বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, সুমন্ত্র! অশ্বগণের রশ্মি সংযমন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে গমন কর, আমরা একবার মহাত্মা রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র ভাল করিয়া দেখিয়া লই;—এই নরচন্দ্র রামচন্দ্র আমাদের সকলেরই মন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন, আমরা একবার ইহাঁকে ভাল করিয়া দেখিয়া লই; ইহাঁকে যে আর কবে দেখিতে পাইব, তাহার স্থিরতা নাই! আমাদের নাথ ধর্ম্ম-বৎসল রামচন্দ্র সুদূরে প্রস্থান করিতেছেন!—বনগমন করিতেছেন! ইনি কত দিন পরে যে অরণ্য হইতে প্রত্যাগমন করিবেন,—কত দিন পরে যে আমরা ইহাঁকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইব, বলিতে পারি না!

আমরা বোধ করি, রাম-জননী দেবী কৌশল্যার হৃদয় নিশ্চয়ই লৌহ-নির্ম্মিত ও অতীব কঠিন; যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে প্রিয় পুত্র রামচন্দ্র বনগমন করিতেছেন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত, সন্দেহ নাই। আহা! এই একমাত্র সুমধ্যমা বৈদেহীই পুণ্যবতী; ইনি ছায়ার ন্যায় পতির অনুগমন করিতেছেন। কুমার লক্ষ্মণ! তুমিও পুণ্যবান! তুমি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতেছ;—তুমি ভক্তি সহকারে ধর্ম্মবৎসল প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। লক্ষ্মণ! তুমি যে, রামচন্দ্রের অনুবর্ত্তী

হইয়া বনগমন করিতেছ, ইহাই তোমার মহা-সিদ্ধি;—ইহাই তোমার অভ্যুদয়;—ইহাই তোমার স্বর্গের সোপান।

পৌরগণ রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে হইতে এইরূপ নানা-প্রকার বাক্য বলিতে লাগিল। পরে যখন তাহারা উপস্থিত বাষ্পাবেগ ও শোকাবেগ সম্বরণ করিতে সমর্থ হইল না, তখন অতীব দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহারা শোক ও দুঃখে অধীর হইয়া কহিল, সর্ব্বজন-বৎসল গুণাভিরাম রামচন্দ্র! আপনি আমাদিগকে অপার শোক-পারাবারে—দুঃসহ দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করিয়া—আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছেন! কৌশল্যা-নন্দন! আপনি যেখানে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমাদিগকেও সেই স্থানে লইয়া চলুন;—আপনি না থাকিলে এ রাজ্য অরণ্য-স্বরূপ হইবে; আপনি না থাকিলে আমরা এই শূন্য রাজ্যে বাস করিতে পারিব না; আপনকার সহিত বনে বাস করাও আমাদের শ্রেয়।

এদিকে শোক-বিহ্বল একান্ত-কাতর মহারাজ দশরথও প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে মহিলাগণে পরিবৃত হইয়া নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। অরণ্য-মধ্যে যূথপতি বদ্ধ হইলে করেণুগণের যেরূপ রোদন-ধ্বনি শ্রবণ-গোচর হয়, রাজমহিষীগণেরও সেইরূপ রোদন-ধ্বনি ও বিলাপ শ্রবণ-গোচর হইতে লাগিল। পৌর্ণমাসীতে রাহু-গ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় মহারাজ দশরথকেও তৎকালে বিবর্ণ, হতশ্রী, মলিন-কান্তি ও লাবণ্য-বিহীন দেখা যাইতে লাগিল।

রাজমহিষীগণে পরিবৃত মহারাজ দশরথ, দুঃখ-শোকে অভিভূত হইয়া এইরূপে অযথা-রূপে রাজভবন হইতে বহির্গত হইবামাত্র চতুর্দ্দিকে করুণাপূর্ণ হাহাকার-ধ্বনি হইতে লাগিল।

এদিকে মহানুভব দশরথ-তনয় শ্রীমান রামচন্দ্র, সারথিকে কহিতে লাগিলেন, সূত! শীঘ্র অশ্ব-সঞ্চালন করুন। সুমন্ত্র যখন দেখিলেন, রাম বলিতেছেন, 'ত্বরায় অশ্ব চালনা করুন;' প্রজাগণ বলিতেছে,'অশ্ব সংযত করিয়া রাখুন,' তখন তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

মহাবাহু রামচন্দ্রের অরণ্য-যাত্রা-কালে পৌরগণের নয়ন-জল পতিত হইয়া রাজপথের ধূলি-পটল তিরোহিত করিল; তৎকালে চতুর্দ্দিকেই কেবল হাহাকার ধ্বনি—চতুর্দ্দিকেই কেবল রোদন-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। মীন-সংঘ-সঞ্চালিত নীহার-পূর্ণ পঙ্কজ হইতে যেরূপ পয়োবিন্দু নিপতিত হয়, গবাক্ষ-গত রমণীগণের নয়ন-কমল হইতেও সেইরূপ নিরন্তর নয়ন-জল নিপতিত হইতে লাগিল।

শ্রীমান মহারাজ দশরথ, সকলকেই এই-রূপে এক ভাবে শোকাকুলিত দেখিয়া দুঃসহ দুঃখ-ভরে ছিন্ন-মূল মহীরুহের ন্যায় মহীতলে নিপতিত হইলেন। মহানুভব রামচন্দ্রের পশ্চাদ্‌ভাগে মহারাজ দশরথকে শোক-সন্তপ্ত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া চতুর্দ্দিকেই হাহাকার ও কোলাহল-ধ্বনি হইতে লাগিল! কেহ কেহ বা

হা রামচন্দ্র! কেহ কেহ বা হা মহারাজ! বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে মহারাজকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল।

অনন্তর মহীপতি, সংজ্ঞা-লাভ পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া মহিষীগণের সহিত বিলাপ করিতে করিতে রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র-দর্শন-লালসায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্খলিত-পদে গমন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপাশ-সংযত মহাত্মা রামচন্দ্র যখন দেখিলেন, পাদচারের অযোগ্য অপরিচিত-দুঃখ মহারাজ, দেবী কৌশল্যার সহিত পাদচারে দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতেছেন, তখন তিনি একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন,—সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইলেন না; তিনি অতীব দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! শীঘ্র রথ-চালনা করুন, বিলম্ব করিবেন না।

মহাত্মা রামচন্দ্র, দুঃখ-সাগর-নিমগ্ন শোক-বিহ্বল পিতা-মাতার তাদৃশ অবস্থা দর্শনে অসমর্থ হইয়া অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি না করিয়াই গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ ও দেবী কৌশল্যা রোদন করিতে করিতে বাহু উত্তোলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে, হা পুত্র! হা পিতৃ-বৎসল! হা রামচন্দ্র! হা জনক-নন্দিনি! হা ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ! একবার আমাদের প্রতি চাহিয়া দেখ, এই কথা বলিতে বলিতে স্খলিত পদে ধাবমান হইতে লাগিলেন।

সত্য-পাশে বদ্ধ মহাত্মা রামচন্দ্র, পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন, তাঁহার জননী কৌশল্যা কুররীর ন্যায় করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক উন্মত্তার ন্যায় ইতস্তত স্খলিত হইতে হইতে বেগে আগমন করিতেছেন! ওদিকে মহারাজ ধাবমান হইতে হইতে বাষ্পপূর্ণ মুখে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! রথ-বেগ সম্বরণ কর, রথ-বেগ সম্বরণ কর; এদিকে মিথ্যাবচন-ভীরু রামচন্দ্র কহিতে লাগিলেন, দ্রুততর বেগে রথ চালাইয়া দিউন; এই সময় সুমন্ত্র স্বর্গারোহণ-প্রবৃত্ত ত্রিশঙ্কুর ন্যায় অবস্থাপন্ন হইলেন, কোন্ আজ্ঞা পালন করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন মহানুভব রামচন্দ্র কহিলেন, সুমন্ত্র! আমি পিতা-মাতার দুঃসহ-দুঃখ-দর্শনে একান্ত অসমর্থ; আপনি আমাকে অধিক ক্ষণ দুঃখ-ভাগী করিবেন না;—শীঘ্র রথ চালাইয়া দিউন; আপনি প্রতিনিবৃত্ত হইলে মহারাজ যদি আজ্ঞা লঙ্ঘন-জন্য আপনাকে তিরস্কার করেন, তাহা হইলে আপনি বলিতে পারেন, মহারাজ! আমার কোন অপরাধ নাই, রথ-চক্রের ঘর্ঘর-শব্দে আপনকার আদেশ-বাক্য কিছুই শুনিতে পাই নাই।

সুবিচক্ষণ সুমন্ত্র, রামচন্দ্রের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া কাতর হৃদয়ে মহারাজের দিকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক দ্রুততর বেগে অশ্ব চালাইতে আরম্ভ করিলেন। যখন অশ্বগণ সমধিক বেগে ধাবমান হইতে লাগিল, তখন পুরবাসিনী রমণীরা আর অধিক দূর অনুগমনে সমর্থ হইল না; তাহারা রাম-দর্শনে নিরাশ হইয়া দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে প্রতিনিবৃত্ত

হইতে লাগিল ; পরন্তু তাহাদের মহাবেগশালী মন কোন মতেই বিনিবৃত্ত হইল না, রামচন্দ্রের রথের সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। এদিকে বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ মহারাজ দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! যাঁহাকে পুনর্ব্বার দর্শন করিবার অভিলাষ থাকে, বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন কয়া কর্ত্তব্য নহে।

মহারাজ দশরথ গুরুগণের মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নয়ন-জল অপনয়ন পূর্ব্বক বিষণ্ণ, ব্যথিত ও শোক-ব্যাকুলিত হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইয়া অনিমিষ নয়নে ধাবমান-রথস্থিত পুত্রকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশ সর্গ।

পুরজন-বিলাপ।

মহানুভব রামচন্দ্র, কৃতাঞ্জলিপুটে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া বনবাসার্থ যাত্রা করিলে চতুর্দ্দিকেই অন্তঃপুর-বাসী মহিলাগণের দারুণ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতে লাগিল ; সকলেই বিলাপ-বাক্যে বলিতে লাগিলেন, যিনি অনাথের নাথ, যিনি দুর্ব্বলের বল, যিনি তপস্বী জনের শরণ্য, যিনি অগতির গতি, যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, সকলের নাথ সেই রামচন্দ্র অদ্য কোথায় গমন করিতেছেন! যাঁহার প্রতি মিথ্যা-দোষারোপ করিলেও, যিনি তিরস্কৃত হইলেও ক্রুদ্ধ হয়েন না, যিনি প্রজাগণের ক্রোধের কারণ নিরাকরণ করেন, যিনি ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে প্রসন্ন করিতে সর্ব্বদাই যত্নবান হয়েন, সেই সম-দুঃখ-সুখ মহাত্মা রামচন্দ্র এক্ষণে কোথায় গমন করিতেছেন! যিনি সকল মাতার প্রতিই,—সকল মহিলার প্রতিই জননী কৌশল্যার ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই মহাতেজা মহাত্মা রামচন্দ্র আজি কোথায় গমন করিতেছেন! যে সময় মহারাজ আমাদিগের প্রতি কুপিত হয়েন, যে সময় কৈকেয়ী আমাদিগের প্রতি অত্যাচার করেন, সেই সময় যিনি আমাদিগের পরিত্রাণ ও রক্ষা করিয়া থাকেন, তিনি এক্ষণে কোথায় গমন করিতেছেন!

মহারাজের কি কিছুমাত্র বুদ্ধি-শুদ্ধি নাই! এই বৃদ্ধাবস্থা প্রযুক্তই কি মহারাজের বিপরীত বুদ্ধি হইয়াছে! তাহা না হইলে ইনি কি নিমিত্ত ধর্ম্ম-পরায়ণ সত্যনিষ্ঠ সর্ব্বহিতৈষী প্রিয় পুত্রকে পরিত্যাগ করিলেন! রাজমহিষীরা বৎস-বিরহিতা ধেনুর ন্যায় দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে এইরূপে রোদন ও উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুর-বাসী মহিলাগণের ঈদৃশ ঘোর আর্ত্তনাদ, বিলাপ ও ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহারাজ, পুত্র-শোকানলে দগ্ধ ও হত-চেতন হইয়া পড়িলেন।

মহানুভব রামচন্দ্র অযোধ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিলে, নগরী-মধ্যে অগ্নিহোত্র রহিত হইল, দিবাকর-মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, মাতঙ্গ-গণ আহার পরিত্যাগ করিল, ধেনুগণ বৎসদিগকে নিকটেও আসিতে দিল না। বৃহস্পতি, বুধ, দিবাকর, নিশাকর, শনি, মঙ্গল ও শুক্র এই সমুদায় গ্রহ দারুণ

প্রতিকূল হইয়া গমন করিতে লাগিলেন! গ্রহ-গণ ও নক্ষত্র-গণ তেজোবিহীন হইয়া বিমার্গ-গমনে প্রবৃত্ত হইলেন! অগ্নি ধূমে আবৃত হইল, তাহার আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রভা থাকিল না! প্রলয়-পবন-বেগে মহোদধি যেরূপ আকুলিত হয়, রামচন্দ্রের বন-গমন-কালে অযোধ্যাপুরীও সেইরূপ ব্যাকুলিত ও বিচলিত হইতে লাগিল! দিক্-সমুদায় তিমিরাবৃত ও পর্য্যাকুলিত হইল! গ্রহ-নক্ষত্র-গণ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল! নগরবাসী জনগণের দুঃখ ও শোকের পরিসীমা রহিল না! তাহারা বাষ্পপূর্ণ মুখে রাজপথেই দণ্ডায়মান হইয়া শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মহারাজ দশরথের নিন্দা ও তিরস্কার করিতে লাগিল! তৎকালে কোন ব্যক্তিই আহার-বিহারাদি-বিষয়ে মনোনিবেশ করিল না!—অযোধ্যাস্থিত জনগণ সকলেই শোকে অভিভূত, সকলেই মর্ম্মান্তিক দুঃখে আকুলিত, সকলেই রামচন্দ্রের নিমিত্ত বিমনায়মান ও সকলেই মহারাজের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল!

মহানুভব রামচন্দ্র যখন অযোধ্যা-পুরী পরিত্যাগ করেন, তখন পূর্ব্বের ন্যায় আর সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইল না! দিবাকর-করের উত্তাপ, হিমাংশুর কমনীয় কান্তি ও শীতলতা তিরোহিত হইল! তৎকালে কোন ব্যক্তিই প্রিয়তম পুত্রের প্রতি, কোন পত্নীই পতির প্রতি, কোন কামিনীই কান্তের প্রতি, কোন কামী ব্যক্তিই কামিনীর প্রতি দৃষ্টি-পাত করিল না! তৎকালে প্রজাগণ সকলেই পরস্পর অনুরাগ-পরিশূন্য ও বিরক্ত হইল! তাহারা শোক-সমাকুল হৃদয়ে, আত্মীয়-স্বজন-, গণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র রামচন্দ্রকেই চিন্তা করিতে লাগিল! তাহাদের মন কিছুতেই নির্বৃত ও সুস্থির হইল না! যাহারা রামচন্দ্রের আত্মীয়-স্বজন ও সুহৃৎ, তাহারা সকলেই শোকভারে সমাকুলিত ও বিমুগ্ধ-হৃদয় হইয়া সমুদায় কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র শয্যাতেই পতিত হইয়া থাকিল, কেহ আর শয্যা পরিত্যাগ করিল না! তাহারা একান্ত-কাতর হইয়া কেবল মহারাজের নিন্দা, কৈকেয়ীর তিরস্কার ও নিজ নিজ ভাগ্যের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল!

পুরন্দর-বিরহিতা পুরন্দর-পুরী অমরাবতীর ন্যায় তৎকালে অযোধ্যাপুরী, মহাত্মা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বিরহিতা হইলে তত্রত্য যোধ-পুরুষগণ, সাধারণ মানবগণ, মাতঙ্গ-গণ, তুরঙ্গ-গণ ও আর আর সকল প্রাণীই শঙ্কাকুলিত ও শোক-বিহ্বল হইয়া স্ব স্ব প্রকৃতি হইতে বিচলিত হইয়া পড়িল।

একচত্বারিংশ সর্গ।

দশরথ-বিলাপ।

মহানুভব রামচন্দ্র যে সময় বন-গমন করেন, সেই সময় যে পর্য্যন্ত তাঁহার নয়নানন্দ নিরুপম রূপ লক্ষিত হইতে লাগিল, সে পর্য্যন্ত মহারাজ দশরথ এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, একবারও নয়ন ফিরাইলেন না। অরণ্য-

প্রস্থিত প্রিয়পুত্রের অরণ্য-প্রস্থানকালে মহারাজ দশরথের অনুভব হইতে লাগিল, যেন তাঁহার ও রামচন্দ্রের মধ্যস্থিত ব্যবধান ভূমিই ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। মহারাজ যখন প্রিয়পুত্র দর্শন করেন, সেই সময় ধর্ম্ম-পরায়ণ রামচন্দ্র যে পরিমাণে দূরবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, দর্শন-লালসায় মহারাজের নয়ন-যুগলও সেই পরিমাণে প্রসারিত এবং শরীরও সেই পরিমাণে উন্নত হইতে লাগিল।

যে সময় রথ-চক্র-সমুত্থিত রজোরাশিও অদৃশ্য হইল, তখন মহারাজ বিবর্ণ, একান্ত কাতর, হতাশ ও বিহ্বল হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন! এই সময় কৌশল্যা ব্যাকুল হইয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া উঠাইতে লাগিলেন, ভরত-হিতৈষিণী কৈকেয়ীও তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাম অঙ্গ ধরিলেন।

নয়-বিনয়-সম্পন্ন পরম-ধার্ম্মিক মহারাজ, পাপ-নিশ্চয়া কৈকেয়ীকে দর্শন করিয়াই ব্যথিত হৃদয়ে কহিলেন, কৈকেয়ি!—দুশ্চারিণি! তুমি আমার অঙ্গ-স্পর্শ করিও না; আমি তোমার মুখ-দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না; এক্ষণে তুমি আমার ভার্য্যা, নহ। তুমি নিজ-স্বার্থ-সাধনের নিমিত্ত—দুরভিসন্ধি সাধনের নিমিত্ত ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়াছ; আমি এক্ষণে তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। আমি অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অগ্নি সাক্ষী করিয়া তোমার যে পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই বৈবাহিক সম্বন্ধ ইহলোক ও পরলোকের নিমিত্ত একেবারে পরিত্যাগ করিলাম; নর বা নারী যে কেহ তোমার অনুগত বা অনুজীবী, তাহারা আর আমার নহে, আমিও আর তাহাদের নহি। ভরত যদি এরূপে রাজ্যলাভ করিয়া পরিতুষ্ট হয়, তাহা হইলে সে যে আমার শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিবে, তাহা যেন আমার নিকট উপস্থিত না হয়; আমি আর তাহার হস্তের জল-গ্রহণও করিব না।

এই সময় শোকাকুল-হৃদয়া দেবী কৌশল্যা, ধূলি-ধূসরিত মহারাজকে ধরাতল হইতে উত্থাপিত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মশীল মহারাজ, তাপস-বেশ-ধারী প্রিয়তম পুত্রকে স্মরণ করিয়া, জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-বধ করিয়াই যেন,—ধেনুকে পদাঘাত করিয়াই যেন,—হস্ত দ্বারা অগ্নি-গ্রহণ করিয়াই যেন,—অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি এক একবার কিঞ্চিৎ প্রতিনিবৃত্ত হয়েন, এক একবার রামচন্দ্রের রথ-মার্গে অবসন্ন হইয়া পড়েন; তৎকালে তিনি রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় এককালে তেজোহীন ও মলিন হইয়া পড়িলেন।

এইরূপে যখন তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া প্রিয়পুত্র-পরিশূন্য পুরী-মধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট হয়েন, তখন সেই প্রিয়পুত্র স্মরণ পূর্ব্বক দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, যে সমুদায় তুরঙ্গরাজ আমার রামচন্দ্রকে লইয়া গিয়াছে, এই তাহাদের পদচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু সেই মহাত্মাকে আর দেখিতে পাইতেছি না। যে রাম, চন্দন-চর্চ্চিত কলেবরে নিরুপম-রূপ-যৌবন-সম্পন্ন রমণীগণ কর্ত্তৃক বীজ্যমান হইয়া অপূর্ব্ব সুখ-শয্যায় অপূর্ব্ব উপধানে পরম সুখে শয়ন

করিয়া আসিতেছে, সেই রাম অদ্য উন্নতানত কঠোর বৃক্ষমূল আশ্রয় পূর্ব্বক কাষ্ঠ বা প্রস্তর মস্তকে দিয়া শয়ন করিবে, সন্দেহ নাই! অদ্য নিশাবসানে রামচন্দ্র প্রস্রবণ-সন্নিধান-সুপ্ত শোকার্ত্ত মাতঙ্গ-শিশুর ন্যায় দীন-ভাবাপন্ন ও ধূলি-ধূসরিত হইয়া ভূতল হইতে উত্থিত হইবে! এক্ষণে বনেচর প্রাণিগণ দেখিতে পাইবে যে, দীর্ঘবাহু রামচন্দ্র লোকনাথ হইয়াও অনাথের ন্যায় ধূলি-শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া গমন করিতেছে! যে সীতা চিরকাল একমাত্র সুখ-সম্ভোগ করিয়াই আসিয়াছে, বিদেহ-রাজের সেই প্রিয়তম দুহিতা এক্ষণে কণ্টকে খিদ্যমান হইয়া দুর্গম পথে গমন করিতে থাকিবে! আহা! সেই সুকুমারী রাজকুমারী অরণ্যের বিষয় কিছুই জানে না! সে অরণ্য-স্থিত শ্বাপদগণের রোমহর্ষণ ঘোর গর্জ্জন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়াই ভয়ে বিহ্বল হইবে, সন্দেহ নাই! কৈকেয়ি! অদ্য তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল! এক্ষণে তুমি বিধবা হইয়া রাজ্য ভোগ কর! পুরুষ-সিংহ রামচন্দ্রকে না দেখিয়া আমি কখনই অধিকক্ষণ জীবন ধারণ করিতে পারিব না!

জন-সমূহ-পরিবৃত্ত মহারাজ দশরথ, এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে মৃত-স্নাত ব্যক্তির ন্যায় শোকাকুলিত হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন পূর্ব্বক পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; দেখিলেন, চত্বর-সমুদায় ও গৃহ-সমুদায় জনশূন্য; সমুদায় আপণ-শ্রেণী নিরুদ্ধ; মহাপথে বাতাবর্ত্ত উত্থিত হইতেছে; পথিমধ্যে যে সমুদায় মনুষ্য আছে, সকলেই নিতান্ত ম্লান ও নিতান্ত দুঃখার্ত্ত; সকলেই সর্ব্বতোভাবে রামচন্দ্রের নিমিত্ত পরিতাপ করিতেছে!

মহারাজ দশরথ, অযোধ্যাপুরীর এইরূপ দুরবস্থা অবলোকন পূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে জলধর-পটল-প্রবিষ্ট প্রভাকরের ন্যায় রাজভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, সেই শূন্য গৃহ, রাম লক্ষ্মণ ও বৈদেহী কর্ত্তৃক বিরহিত হইয়া, গরুড় কর্ত্তৃক হৃত-সর্প হ্রদের সৌসাদৃশ্য লাভ করিয়াছে; তখন তিনি কাতরভাবে গদগদ স্বরে বিলাপ করিতে করিতে মৃদু বাক্যে কহিলেন, তোমরা আমাকে এক্ষণে রাম-জননী কৌশল্যার গৃহে লইয়া চল; আর কোন স্থানেই আমার হৃদয় আশ্বস্ত হইবে না! মহারাজ এই কথা বলিবামাত্র পথ-প্রদর্শক-গণ তাঁহাকে কৌশল্যার ভবনাভিমুখে লইয়া চলিল।

অনন্তর মহারাজ, কৌশল্যা-গৃহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শয্যায় উপবেশন করিবামাত্র শোকে আকুলিত ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তৎকালে তিনি হিমাংশু-বিরহিত গগনতলের ন্যায় রাম-লক্ষ্মণ-সীতা-বিরহিত সেই ভবন শূন্য অবলোকন করিয়া দুঃখভরে ও শোকাবেগে বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হা রামচন্দ্র! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে! যাহারা চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে, যাহারা রামচন্দ্রকে পিতৃ-সত্য-পালনের পর প্রত্যাগত দেখিবে, তাহারাই সুখী, তাহারাই মহাপুরুষ, তাহাদেরই জীবন সার্থক!

এইরূপ শোক-বিলাপ ও পরিতাপে দিবাবসান হইলে তাঁহার ভীষণ কালরাত্রি-স্বরূপ রাত্রি উপস্থিত হইল! অর্দ্ধরাত্রের সময় মহারাজ দশরথ কৌশল্যাকে কহিলেন, সাধ্বি!—কৌশল্যে! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না; আমাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ কর; আমার দৃষ্টি আমার রামচন্দ্রের অনুগামী হইয়াছে, এখনও প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে না!

অনন্তর মহীপাল দশরথ, শয্যায় বিলীন হইয়া বিহ্বল হৃদয়ে রামচন্দ্রেরই অনুধ্যান করিতেছেন দেখিয়া, দেবী কৌশল্যা পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া একান্ত-কাতর চিত্তে সুদারুণ বাক্যে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

কৌশল্যার বিলাপ।

পুত্র-শোকে একান্ত-কাতর মহীপতি দশরথ, যে সময় দারুণ দুর্বিবহ শোকভরে আক্রান্ত ও নীরব হইয়া শয়ন-তলে বিলীন হইলেন, সেই সময় পুত্রশোকাতুরা কৌশল্যা তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! কৈকেয়ী নাগিনীর ন্যায় রামচন্দ্রের উপর বিষম বিষ পরিত্যাগ করিয়াছে, এক্ষণে সে পূর্ণ-মনোরথা হইয়া পরম সুখে বিহার করিবে। মনস্বিনী সুভগা কৈকেয়ী, আমার রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া এক্ষণে পূর্ণকামা ও নির্বৃত-হৃদয়া হইয়াছে; অতঃপর সে গৃহস্থিত দুষ্ট সর্পিণীর ন্যায় আমাকে পুনর্ব্বার পদে পদেই উদ্বেজিত করিতে থাকিবে, সন্দেহ নাই!

যদি কৈকেয়ী এরূপ বর প্রার্থনা করিত যে, রামচন্দ্র গৃহে বাস করিয়াই এই নগরে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, অথবা রামচন্দ্র চিরকালের নিমিত্ত তাহারই দাস হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল! পর্ব্বদিবসে আহিতাগ্নি ব্যক্তি হোম করিবার সময় যেরূপ রাক্ষসগণের ভাগ দূরে নিক্ষেপ করেন, কৈকেয়ীও সেইরূপ আমার রামচন্দ্রকে অভিমত স্থান হইতে সুদূরে—রাক্ষসাকীর্ণ ভীষণ দণ্ডকারণ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে!

এক্ষণে বোধ হয়, গজরাজ-গতি মহাবাহু মহাধনু মহাবীর রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল ভীষণ অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিতেছে! আহা! তাহারা কখনও দুঃখের মুখ দেখে নাই! মহারাজ! আপনি কৈকেয়ীর বাক্যানুসারে তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে বনবাস দিয়াছেন, তাহাতে অধুনা তাহাদের কি অবস্থা ঘটিবে! কিরূপেই বা তাহারা জীবন ধারণ করিতে পারিবে! হায়! বাছারা এই অল্প বয়সে ভোগ করিবার সময় ভোগ হইতে বঞ্চিত হইল!—রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইল! তাহারা এক্ষণে কিরূপে ফল-মূল মাত্র ভক্ষণ পূর্ব্বক মহাকষ্টে কাল যাপন করিবে! হায়! মদ-মত্ত মহামাতঙ্গ কর্ত্তৃক বিভগ্ন বৃক্ষের যে একটি মাত্র শাখা অবশিষ্ট ছিল, ফলোৎপত্তি না হইতে হইতেই সেই শাখাটিও

দাবানলে দগ্ধ হইয়া গেল! হায়! আমার কি এমন দিন উপস্থিত হইবে যে, আমি রাম লক্ষ্মণ ও সীতার মুখ-পঙ্কজ অবলোকন পূর্ব্বক অপার শোক-পারাবার উত্তীর্ণ হইব!

হায়! আমার এমন দিন কবে হইবে! কবে মহাবাহু রামচন্দ্র সীতাকে রথে লইয়া ধেনু-সহকৃত বৃষভের ন্যায় অযোধ্যা-পুরী-মধ্যে প্রবেশ করিবে! হায়! কবে আমার এমন দিন উপস্থিত হইবে! কবে আমার রামচন্দ্রকে উপস্থিত দেখিয়া অযোধ্যা-নগরী বিবিধ-বিচিত্র-ধ্বজ-পতাকা-মালায় সুশোভিত হইবে! হায়! কবে আমার রামচন্দ্রকে প্রত্যাগত দেখিয়া সমুদায় লোক ব্যস্তসমস্ত ও আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িবে! হায়! কবে আমার রামচন্দ্রকে পুনর্দর্শন করিয়া সকলেই প্রমুদিত হৃদয়ে তাহার যশোগান করিতে থাকিবে! হায়! কবে আমার এমন দিন উপস্থিত হইবে! কবে নর-সিংহ রামচন্দ্রকে প্রত্যাগত দেখিয়া, এই সুরম্য অযোধ্যাপুরী, পূর্ণ-চন্দ্রোদয়-কালীন মহাসমুদ্রের ন্যায় আনন্দিত ও স্ফীত হইবে! হায়! কবে আমার এমন দিন উপস্থিত হইবে! কবে আমার অরিন্দম রাম ও লক্ষ্মণকে পুরী প্রবেশ করিতে দেখিয়া সহস্র সহস্র নর-নারী লাজ বর্ষণ করিতে থাকিবে! হায়! কবে আমার এমন দিন উপস্থিত হইবে! কবে আমি দেখিতে পাইব যে, সশৃঙ্গ মহীধরের ন্যায় শুভকুণ্ডল-সুশোভিত উদগ্র-আয়ুধ-ধারী রাম ও লক্ষ্মণ অযোধ্যা-মধ্যে প্রবেশ করিতেছে! হায়! কবে আমার এমন দিন উপস্থিত হইবে! কবে আমি দেখিতে পাইব, পরিণত-বুদ্ধি তরুণতর-বয়স্ক ধর্ম্মজ্ঞ দেবকল্প রামচন্দ্র, ধেনুর অভিমুখে ধাবমান বৎসের ন্যায় বাৎসল্য-ভাব প্রকাশ করিতে করিতে আমার নিকট আসিতেছে! হায়! কবে আমার এমন দিন উপস্থিত হইবে! কবে আমি দেখিতে পাইব, রাম ও লক্ষ্মণ পুরী-প্রবেশ-কালে প্রহৃষ্ট হৃদয়ে কন্যা, দ্বিজ, ফল ও পুষ্প প্রদক্ষিণ করিতেছে!

আমার বোধ হয়, বৎস মাতৃস্তন পান করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইবামাত্র, পূর্ব্বজন্মে আমি, মূঢ়তা প্রযুক্ত সেই স্তন-চ্ছেদন করিয়া দিয়াছি,সন্দেহ নাই; মহারাজ! সেই পাপেই, সিংহ যেরূপ বৎস-বৎসলা ধেনুকে বৎস-বিরহিতা করে, সেইরূপ কৈকেয়ীও আমাকে বলপূর্ব্বক বৎস-বিরহিতা করিয়াছে! আমার গর্ভে সেই একটি মাত্র পুত্র জন্মিয়াছে; হায়! সর্ব্ব-গুণ-সম্পন্ন সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিশারদ সেই পুত্রকে না দেখিয়া আমি অধিক দিন জীবন ধারণ করিতে পারিব না! সর্ব্বজন-প্রীতি-ভাজন মহাভুজ প্রিয় পুত্র রামচন্দ্র ও মহাবল লক্ষ্মণকে না দেখিয়া আমি যে জীবন ধারণে সমর্থা হইব, আমার এমত বোধ হয় না।

হায়! গ্রীষ্মকালে অতীব তেজঃ-সম্পন্ন ভগবান প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড যেরূপ মহীরুহকে সন্তপ্ত করে, পুত্র-শোক-সমুৎপন্ন সুদারুণ হুতাশনও আমাকে সেইরূপ সন্তাপিত করিতেছে।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

ব্রাহ্মণগণের বিলাপ।

এদিকে অনুরক্ত জনগণ, বনবাস-প্রস্থিত সত্য-পরাক্রম মহাত্মা রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। মহারাজের সুহৃদ্‌গণ, মহারাজকে বল পূর্ব্বক নিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, পরন্তু রামচন্দ্রের অনুগত জনগণ কোন ক্রমেই প্রতিনিবৃত্ত হইল না। সর্ব্ব-গুণ-সম্পন্ন মহাযশা রামচন্দ্র, সুবিমল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অযোধ্যা-নিবাসী সমুদায় লোকেরই প্রীতিভাজন ছিলেন। প্রজাগণ সকলেই আগ্রহাতিশয় সহকারে তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে লাগিল; পরন্তু জিতেন্দ্রিয় রামচন্দ্র পিতৃ-সত্য পালনে উন্মুখ হইয়া সে দিকে কর্ণপাতও না করিয়া অরণ্যাভিমুখেই গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া ধর্ম্মশীল রামচন্দ্র, নিজ পুত্রের ন্যায় প্রজাগণের প্রতি সস্নেহ-নয়নে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, অযোধ্যা-নিবাসি-জনগণ! আপনারা আমার প্রতি যেরূপ প্রীতি ও বহুমান প্রদর্শন করিয়া থাকেন, আমার অনুরোধে আমার পরিতোষের নিমিত্ত তৎসমুদায়, মহাত্মা ভরতের প্রতিই সন্নিবেশিত করুন। কৈকেয়ী-নন্দন ভরত বিশুদ্ধ-চরিত; আমি যেরূপ আপনাদের প্রিয় কার্য্য ও হিতানুষ্ঠান করিয়া আসিতেছি, তিনিও সেইরূপ করিবেন, সন্দেহ নাই। তিনি অপরিণত-বয়স্ক হইয়াও জ্ঞান-বিষয়ে, বিজ্ঞান-বিষয়ে ও বিনয়-বিষয়ে বৃদ্ধ; তিনি সুশীল ও সদ্‌গুণ-সম্পন্ন; তিনি আপনাদের অনুরূপ অধিপতি হইবেন। তাঁহা হইতে আপনারা সুখী হইতে পারিবেন।

বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, ভরতই রাজ-গুণ-সম্পন্ন ও সর্ব্বতোভাবে যুবরাজের উপযুক্ত; তিনি যে সময় যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আপনাদের কর্ত্তব্য যে, আপনারা তাহা অবিচারিত চিত্তে সম্পাদন করেন। মহাত্মা ভরত বয়ঃক্রম অনুসারে বালক হইলেও জ্ঞান-বিষয়ে বৃদ্ধ; তিনি মৃদু-স্বভাব হইলেও মহাবীর্য্যশালী; তিনি প্রগল্‌ভ ও স্পষ্টবাদী হইলেও সর্ব্বদা প্রিয়-বাদী; তিনি সর্ব্বদাই বন্ধুজনের প্রিয় কার্য্য করিয়া থাকেন।

আমি বনগমন করিলে সেই মহাত্মা ভরত, এবং মহারাজ, যাহাতে সন্তপ্ত-হৃদয় না হয়েন, আপনারা তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবেন; এইরূপ করিলেই আমার প্রিয় কার্য্য করা হইবে। দাশরথি রামচন্দ্র এইরূপে যে পরিমাণে যত ধর্ম্মানুগত উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, প্রজাগণ সেই পরিমাণে তত তাঁহাকেই অন্তরের সহিত আধিপত্যে বরণ করিতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ এইরূপে অনন্য-সাধারণ গুণদ্বারা, বাষ্পাকুলিত কাতর পৌরগণ ও জনপদ-বাসী জনগণকে বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তপঃ-প্রভাব-প্রদীপ্ত, বয়োবৃদ্ধ, সুশীল, সদ্‌গুণশালী, যশস্বী, ওজস্বী, সুরূপ-সম্পন্ন

দ্বিজাতিগণ, বয়োবাহুল্য নিবন্ধন কম্পিত মস্তকে মহাত্মা রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে করিতে দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, ভো ভো দ্রুততর-গামী সুজাতীয় তুরঙ্গমগণ! তোমরা আমাদের রামচন্দ্রকে বহন পূর্ব্বক লইয়া যাইও না; লইয়া যাইও না। তোমরা কি শুনিতে পাইতেছ না? সকল জীবেরই ত কর্ণ আছে; বিশেষত তুরঙ্গমজাতির শ্রবণেন্দ্রিয় অতিশয় প্রবল। আমরা তোমাদিগকে বলিতেছি,—বিশেষ রূপে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা নিবৃত্ত হও। তোমরা আমাদের এবং আমাদের অধীশ্বরের হিতানুষ্ঠান কর। সর্ব্বপ্রিয় রামচন্দ্রকে বহন করা তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে, পরন্তু নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া বনবাস দেওয়া তোমাদের কর্ত্তব্য নহে; তোমরা নিবৃত্ত হও, আর গমন করিও না। তোমরা বিনিবৃত্ত হইলেই তোমাদের প্রভুর হিতানুষ্ঠান করা হইবে।

মহানুভব রামচন্দ্র, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের মুখে এইরূপ বিলাপ প্রলাপ ও আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সম্মান-বর্দ্ধনের নিমিত্ত রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি বনগমনেই কৃতনিশ্চয়-হইয়াছিলেন, সুতরাং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ধীরে ধীরে পদবিন্যাস পূর্ব্বক পদ-সঞ্চারেই গমন করিতে লাগিলেন। বিশুদ্ধ-চরিত করুণানিধান রামচন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে পাদচারে গমন করিতে দেখিয়া স্বয়ং রথারোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ, রাজকুমার রামচন্দ্রকে পাদচারে বনগমন করিতে দেখিয়া পরমপরিতপ্ত হৃদয়ে সসম্ভ্রমে কহিলেন, রাজকুমার! আপনাকে বনগমন করিতে দেখিয়া এই সমুদায় ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী আপনকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন; এই পবিত্র হুতাশনসমুদায়ও দ্বিজ-স্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া আপনকার অনুগামী হইতেছেন। রামচন্দ্র! দৃষ্টিপাত করুন, এই সমুদায় বাজপেয়-যজ্ঞীয় শ্বেতচ্ছত্র, শরৎ-কালীন মেঘ-মালার ন্যায়,—হংস-পংক্তির ন্যায় আপনকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে। আপনি আতপত্র গ্রহণ করেন নাই; প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ময়ূখ-মালায় আপনকার সুকুমার শরীর সন্তাপিত হইতেছে; আমরা এই বাজপেয়-যজ্ঞ-লব্ধ শ্বেতচ্ছত্র দ্বারা আপনকার মস্তকে ছায়া করিব।

রামচন্দ্র! আমাদের যে বুদ্ধি নিরন্তর বেদ-তত্ত্বেরই অনুসারিণী হইয়া আসিতেছে, অদ্য তোমার নিমিত্ত সেই বুদ্ধি বনবাসের অনুবর্ত্তিনী হইল! যে বেদ আমাদের পরমধন, তাহা আমাদের হৃদয়-মধ্যেই অবস্থান করিতেছে; অদ্য সেই বেদও তোমার বাহুবলে সুরক্ষিত হইয়া তোমার সহিত বনগমন করিবে! আমাদিগের পত্নীগণ স্ব স্ব পাতিব্রত্যে সুরক্ষিত হইয়া গৃহেই অবস্থান করিবে; পূর্ব্বেই এ বিষয়ে ইতি-কর্ত্তব্যতা নিরূপণ করা হইয়াছে, পুনর্বিচারের অপেক্ষা নাই; আমরা তোমার সহিত বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াই যাত্রা করিয়াছি, তুমি যদি ব্রাহ্মণবাক্য-পালনরূপ ধর্ম্মের অপেক্ষা না কর, তাহা

হইলে আর কেহই ধর্ম্মের গৌরব করিবে না। প্রজাপালন করিলে কতদূর ধর্ম্ম-সঞ্চয় হয়, ইহা যদি তুমি বিশেষরূপে অবগত থাক এবং ব্রাহ্মণগণ যদি তোমার মাননীয় হয়েন, তাহা হইলে প্রজাগণের হিত-কামনায় আমরা হংস-শুক্ল-শিরোরুহ-সুশোভিত বিনয়াচার-সম্পন্ন পৃথিবী-পতন-পাংশু-পাংশুল মস্তকে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি বিনিবৃত্ত হও।

রামচন্দ্র! যে সমুদায় ব্রাহ্মণগণ তোমার অনুবর্ত্তী হইতেছেন, ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই সঙ্কল্প করিয়া দীর্ঘকাল-ব্যাপী সুবিস্তীর্ণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। যদি তুমি বিনিবৃত্ত না হও, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই সংকল্পিত যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইবে না। রামচন্দ্র! এখানকার স্থাবর জঙ্গম সকলেই তোমার ভক্ত ও অনুরক্ত; ইহারা যার পর নাই কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতেছে, ইহাদের প্রতি দয়া কর, বনগমন হইতে নিবৃত্ত হও, যাচমান ভক্তগণের প্রতি বাৎসল্য প্রদর্শন কর।

রামচন্দ্র! বৃক্ষগণের মূল ভূগর্ভে নিবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া, তাহারা তোমার অনুগমনে সমর্থ হইতেছে না বটে, কিন্তু বোধ হইতেছে, তাহারা করুণার্দ্র-হৃদয়ে উন্নত শাখা দ্বারা তোমাকে আহ্বান করিতেছে। বোধ হয়, বিহঙ্গম-গণ আহার-বিহার পরিহার পূর্ব্বক বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হইয়া অপ্রগল্‌ভ বচনে, তোমারই প্রতিনিবৃত্তি প্রার্থনা করিতেছে।

ব্রাহ্মণগণ শোক ও বিলাপ পূর্ব্বক এইরূপ নানাপ্রকার প্রলাপ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, পরন্তু ধর্ম্মবৎসল রামচন্দ্র কোন কথা না বলিয়াই নীরব হইয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গমন করিতে করিতে সহসা সম্মুখে তমসা-নদী দেখিতে পাইলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, তমসা-নদী তাঁহাদের গতি-প্রতিরোধ পূর্ব্বক আর অধিক অগ্রসর হইতে নিবারণ করিতেছেন।

অনন্তর সুমন্ত্র, শ্রান্ত তুরঙ্গম-গণকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে কতিপয় পদ সঞ্চারণ পূর্ব্বক জলপান করাইলেন। পরে স্নান করাইয়া তমসা-নদীর সন্নিহিত তৃণময় ভূমিতে চরিবার নিমিত্ত ছাড়িয়া দিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

রামচন্দ্রের তমসা-তীরে নিবাস।

অনন্তর রামচন্দ্র সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ তমসা-নদী অবলোকন পূর্ব্বক সেই স্থানেই রাত্রি যাপন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন, এবং সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! আমাদিগের বনবাসের এই প্রথম রাত্রি উপস্থিত হইল; তোমার মঙ্গল হউক, তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না।

দেখ, সমুদয় মৃগ-পক্ষিগণ স্ব স্ব নিলয়েই নিলীন হইয়া রহিয়াছে; আমার বোধ হইতেছে, এক্ষণে এই শূন্য অরণ্যও রোদন করিতেছে। লক্ষ্মণ! এক্ষণে পিতার রাজধানী অযোধ্যা নগরীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই

আমাদের নিমিত্ত শোক ও পরিতাপ করিতেছে, সন্দেহ নাই। মহাবাহো! প্রজাগণ সকলেই মহারাজের বিবিধ গুণে যেরূপ আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছে; তোমার, আমার, ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রতিও তাহারা সেইরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে।

লক্ষ্মণ! পিতা ও তপস্বিনী মাতা কৌশল্যার নিমিত্ত আমি যার পর নাই শোকাকুল হইতেছি; আমার ভয় হইতেছে, পাছে তাঁহারা আমাদের নিমিত্ত নিরন্তর অতিমাত্র রোদন করিয়া অন্ধ হয়েন! আমার বোধ হয়, ধর্ম্মশীল ভরত, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-সংসৃষ্ট বাক্য দ্বারা পিতা-মাতাকে আশ্বাস প্রদান করিবেন; লক্ষ্মণ! আমি ভরতের উদারতা ও সরলতা পুনঃপুন স্মরণ করিয়া পিতা মাতার নিমিত্ত তাদৃশ শোক করিতেছি না। নরসিংহ! তুমি আমার অনুগামী হইয়া অতি মহৎ কার্য্যই করিয়াছ; তোমা দ্বারা বৈদেহীর রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ সাহায্য হইতে পারিবে; তুমি সমভিব্যাহারে না থাকিলে বৈদেহীর রক্ষণার্থ আমাকে সহায়ান্তরের অন্বেষণ করিতে হইত।

সৌমিত্রে! অদ্য এখানে কেবল জলপান করিয়াই নিশা-যাপন করা যাউক; এখানে বহুবিধ ফল-মূল থাকিতেও অদ্য জলপান করিয়া থাকাই আমার অভিপ্রেত; কারণ অদ্য আমাদের বনবাস-ব্রতের আরম্ভ-দিন। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে এই বাক্য বলিয়া সুমন্ত্রকেও কহিলেন, সৌম্য! আপনি অশ্বরক্ষা-বিষয়ে সবিশেষ অবহিত হউন। এই অশ্ব-সকল আমার পিতার অতীব প্রিয়।

অনন্তর দিবাকর অস্তগমন করিলে সুমন্ত্র অশ্বগণকে বন্ধন করিয়া তাহাদের ভক্ষণের নিমিত্ত প্রভূত পরিমাণে ঘাস প্রদান করিয়া সন্নিহিত স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি রাত্রি উপস্থিত দেখিয়া সন্ধ্যোপাসনা সমাধান পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত একত্র হইয়া রামচন্দ্রের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তমসা-নদী-তীরে বৃক্ষপত্র দ্বারা শয্যা প্রস্তুত হইল দেখিয়া, রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক সীতার সহিত একত্র হইয়া তাহাতে শয়ন করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ, সীতা ও রামচন্দ্রকে শয়ান ও নিদ্রিত দেখিয়া সুমন্ত্রের নিকট উপবেশন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের বহুবিধ বিখ্যাত গুণগ্রাম বর্ণন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রামচন্দ্র সেই রাত্রি প্রজাগণের সহিত গোকুলাকুলিত-তীর্থ (ঘাট) তমসা-তীর আশ্রয় করিয়া রহিলেন। সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ সেই স্থানে জাগরিত থাকিয়াই রামচন্দ্রের গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন; সে রাত্রি আর তাঁহাদের নিদ্রা হইল না।

অনন্তর রামচন্দ্র, অর্দ্ধরাত্রে উত্থান পূর্ব্বক প্রজাগণকে নিদ্রিত দেখিয়া প্রিয়তম ভ্রাতা শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভ্রাত! দেখ, এই সমুদায় পৌরগণ আমাদের প্রতি সাতিশয় অনুরাগ-নিবন্ধন স্ত্রী-পুত্রাদি-নিরপেক্ষ হইয়া এক্ষণে গৃহের ন্যায় বৃক্ষমূলেই শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে! এই প্রজাগণ আমাদিগকে নিবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত যেরূপ দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, ইহারা জীবন পরিত্যাগও করিবে, তথাপি

আপনাদের দৃঢ় সংকল্প হইতে বিরত হইবে না। যে পর্য্যন্ত ইহাদের নিদ্রা-ভঙ্গ না হয়, আইস, আমরা তাহার মধ্যেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বর গমনে এই পথ দিয়া তপোবনে গমন করি। অযোধ্যাপুরী-নিবাসী অনুরক্ত প্রজাগণ এক্ষণে বৃক্ষ-মূল আশ্রয় পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছে। ইহারা জাগরিত হইয়া যাহাতে পুনর্ব্বার আমাদের অনুগামী হইতে না পারে, তাহা করা আমাদের অতীব কর্ত্তব্য। অনুগত পৌরগণের দুঃখ-মোচন করাই রাজগণের কর্ত্তব্য; তাহাদিগকে নিজ-দুঃখে দুঃখভাগী করা কর্ত্তব্য নহে।

অনুগত লক্ষ্মণ, মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম-স্বরূপ রামচন্দ্রকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি যাহা বলিতেছেন, আমার বিবেচনায় তাহাই করা শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে; এক্ষণে আপনি ত্বরায় রথে আরোহণ করুন; বিলম্বের প্রয়োজন নাই। পরে রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! আপনি ত্বরায় রথ-যোজনা করুন, আমি এই ক্ষণেই অরণ্যে গমন করিব। আপনি প্রথমত একাকী রথারোহণ পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া উত্তর-মুখে গমন করুন। এইরূপে কিয়দ্দূর রথ-চালনা করিয়া পশ্চাৎ অন্য পথ দ্বারা তমসা-তীরে রথ প্রত্যানয়ন করুন; আমি কোন্ দিকে যাইতেছি, যাহাতে পৌরগণ তাহা জ্ঞাত হইতে না পারে, তদ্বিষয়ে আপনি সবিশেষ সতর্ক ও মনোযোগী হইবেন।

অনন্তর রামচন্দ্রের আদেশানুসারে সুমন্ত্র রথ-যোজনা পূর্ব্বক অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর তিনি অন্য পথ দ্বারা রথ বিনিবর্ত্তিত করিয়া তমসা-তীরবর্ত্তী কোন নিভৃত স্থানে স্থাপন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহাবাহো! আমি আপনকার আদেশানুরূপ কার্য্য করিয়াছি, এক্ষণে আপনারা চলুন, রথারোহণ করিবেন।

মহামতি রামচন্দ্র খড়্গ শরাসন প্রভৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক সীতা ও লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রথে আরোহণ করিয়া আবর্ত্ত-বহুলা তমসা-নদী পার হইতে লাগিলেন। পরে তিনি পর পারে উপনীত হইয়া কণ্টক-পরিশূন্য অতীব সুদৃশ্য ভয়-বিরহিত রমণীয় সুপ্রশস্ত তমসা-পথ অবলম্বন করিয়া দাক্ষিণাত্য তপোবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে নিশাবসানে প্রজাগণ রামচন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া যার পর নাই শোকে অভিভূত হইল, অনন্তর তাহারা উত্তরাভিমুখে রথ-চক্র-চিহ্ন-দর্শনে রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রতিগমন করিয়াছেন মনে করিয়া, সকলেই অযোধ্যাভিমুখে প্রতিগমন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

রজনী প্রভাতপ্রায় হইলে পৌরগণ জাগরিত হইয়া রামচন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া শোকে অভিভূত, নিরুদ্যম ও উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয় হইয়া পড়িল। তাহারা যার পর নাই কাতর হইয়া শোকাকুলিত ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে

চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, পরন্তু কোন দিকেই রামচন্দ্রের রথের ধূলিও দেখিতে পাইল না। তাহারা, ধীমান রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বিরহিত হইয়া বিষণ্ণ ও ম্লান বদনে একান্ত কাতর হৃদয়ে বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিল, হায়! আমাদের নিদ্রাকে ধিক! নিদ্রা আমাদের চৈতন্য হরণ করিয়াছিল বলিয়া অদ্য আমরা বিশাল-বক্ষ বিশাল-বাহু রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইতেছি না!

মহাবাহু রামচন্দ্র আমাদের প্রতি অযথাবথ ব্যবহার করিয়াছেন! তিনি কিরূপে এই সমুদায় ভক্ত ও অনুরক্ত জনগণকে পরিত্যাগ করিয়া তাপসবেশে একাকী প্রবাসে গমন করিলেন! পিতা যেরূপ ঔরস পুত্রকে পালন করেন, সেইরূপ যিনি আমাদিগকে নিরন্তর পালন করিয়া আসিতেছেন, সেই রঘু-কুল-তিলক রামচন্দ্র কিরূপে আজি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিলেন! এক্ষণে আমরা এই স্থলেই প্রাণত্যাগ করিব, অথবা মহাপ্রস্থান* করিব! রামচন্দ্র-বিরহিত হইয়া আমাদের জীবনে কি প্রয়োজন! অথবা, এখানে প্রভূত পরিমাণে বৃহৎ বৃহৎ শুষ্ক কাষ্ঠ রহিয়াছে;—আইস, আমরা বৃহৎ চিতা সুসজ্জিত করিয়া অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক সকলেই চিতা-প্রবেশ করি! আমরা মহাবাহু প্রিয়ংবদ অসূয়া-পরিশূন্য রামচন্দ্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়াছি, এক্ষণে অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়া কি বলিব! লোকে জিজ্ঞাসা করিলেই বা কি উত্তর দিব! আমরা কি বলিব যে, রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়া আসিলাম! ইহাই বা কিরূপে বলিতে পারিব!

আমরা রামচন্দ্র ব্যতিরেকে অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই নিরতিশয় নিরানন্দ, দীন, শোকাকুলিত ও একান্ত কাতর হইবে, সন্দেহ নাই। আমরা মহাত্মা মহাবীর রামচন্দ্রের সহিত একত্র হইয়া অযোধ্যা হইতে বহির্গত হইয়াছি, এক্ষণে রামচন্দ্র-বিহীন হইয়া কিরূপে সেই নগরী দর্শন করিব, কিরূপেই বা সে নগরী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিব! পৌরগণ বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক এইরূপে হৃত-বৎসা ধেনুর ন্যায় দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিল।

অনন্তর তমস্তোম সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইলে পুরবাসী জনগণ উত্তরাভিমুখে রথ-চক্রের চিহ্ন দেখিতে পাইল; তদ্দর্শনে তাহারা, রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রতিগমন করিয়াছেন স্থির করিয়া, রথ-চক্রের চিহ্ন-অনুসারে উত্তর-মুখেই গমন করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গমনের পর যখন তাহারা আর চক্রচিহ্ন দেখিতে পাইল না, তখন আর তাহাদের দুঃখ, শোক, বিষাদ ও পরিতাপের পরিসীমা রহিল না। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, এ কি! আর রথ-গমন-চিহ্ন দেখিতেছি না কেন! হায়! আমরা কি দৈব কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইলাম!

পরে পৌরগণ, রথ অযোধ্যা-পুরীতেই গমন করিয়া থাকিবে অনুমান করিয়া, যে

* মরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আমরণ উত্তরদিকে গমন করাকে মহাপ্রস্থান কহে।

পথে আসিয়াছিল, সেই পথ দ্বারাই ক্লান্ত হৃদয়ে পুনর্ব্বার অযোধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইল; দেখিল, রামচন্দ্র প্রতিনিবৃত্ত হয়েন নাই, তত্রত্য সকলেই শোকাকুলিত ও ব্যথিত-হৃদয় হইয়া রহিয়াছে। তখন প্রতিনিবৃত্ত পৌরগণ রাম-দর্শনে এককালে নিরাশ হইয়া যার পর নাই বিষণ্ণ ও শোকাকুলিত হৃদয়ে অশ্রু পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে আরম্ভ করিল ও বিলাপ-বাক্য কহিতে লাগিল! হায়! গরুড় কর্ত্তৃক হৃতসর্প হ্রদের যেরূপ আবিল অবস্থা হয়, এক্ষণে রামচন্দ্র-বিরহিত এই শূন্য পুরীরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে!

এইরূপে প্রজাগণ চন্দ্রমণ্ডল-বিরহিত-গগন-মণ্ডলের ন্যায়,—তোয়-বিরহিত তোয়-নিধির ন্যায় নিতান্ত নিরানন্দ শূন্য নগর নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চেষ্ট ও নিহত-চেতন হইয়া পড়িল।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

নাগর-স্ত্রী-বিলাপ।

যে সমুদায় নাগরিক জনগণ তমসা-তীর পর্য্যন্ত রামচন্দ্রের অনুগামী হইয়া পশ্চাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারা যার পর নাই বিষণ্ণ-হৃদয়, শোকাকুল, একান্ত কাতর ও এককালে মুমূর্ষু-প্রায় হইয়া পড়িল; তাহাদের নয়ন হইতে অনবরত বাষ্প-বারি নিপতিত হইতে লাগিল। তাহারা যখন এককালে হত-চৈতন্য হইয়া পড়িল, তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহাদের প্রাণ-বায়ু নিঃসৃত হইয়া রামচন্দ্রের নিকটই গমন করিয়াছে।

অনন্তর পৌরগণ স্ব স্ব ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক স্ত্রী-পুত্রে পরিবৃত হইয়া শোক-বিহ্বল হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ মুখে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র নির্ব্বাসিত হইলে অযোধ্যা-নিবাসী জনগণ যেরূপ শোক ও পরিতাপ করিতে লাগিল, আপনার প্রিয়তম আত্মীয়-বন্ধু সদ্যোমৃত হইলেও কোন ব্যক্তি তাদৃশ শোকাকুলিত হয় না। তৎকালে পৌরগণের মধ্যে কোন ব্যক্তিই আহার-বিহার নিদ্রা প্রভৃতি কোন কার্য্যেই মনোনিবেশ করিল না; দ্বিজগণ হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে বিরত হইলেন; কোন ব্যক্তিই বেদ পাঠ করিলেন না; কোন ব্যক্তিই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তিত হইলেন না। কেহ কেহ অতীব দুঃখিত হৃদয়ে বাষ্প-বারি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল; কেহ কেহ ছিন্ন-মূল বৃক্ষের ন্যায় শয্যাতলেই নিপতিত হইয়া থাকিল। তৎকালে সকলেই বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইল; কেহই আর স্নান-ভোজন করিল না; বাণিজ্যজীবী জনগণও বাণিজ্য-দ্রব্য প্রসারিত করিয়া বসিল না; সমুদায় আপণ ও বিপণি রুদ্ধ থাকিল;—কোথাও পণ্য-দ্রব্যের শোভা দৃষ্ট হইল না; গৃহমেধী জনগণ গার্হস্থ্য ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিল না। তৎকালে নষ্ট দ্রব্য লাভ করিয়াও কোন ব্যক্তি আনন্দিত হইল না; বিপুল ধনাগম হইলেও কোন ব্যক্তিকে পরিতুষ্ট হইতে দেখা গেল না; এই সময় প্রথম পুত্র

প্রসূত হইয়াছে দেখিয়াও প্রসূতির মনে পরিতোষ হইল না।

যন্তা অঙ্কুশ দ্বারা যেরূপ মাতঙ্গকে আহত করে, সেইরূপ প্রত্যেক গৃহে প্রত্যেক গৃহিণীই দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে রামচন্দ্রের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত পতিকে বাক্যরূপ অঙ্কুশের আঘাত পূর্ব্বক তিরস্কার করিতে লাগিল; তাহারা বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, হায়! যাহারা গুণাভিরাম রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র দেখিতে না পাইল, তাহাদের গৃহেই বা প্রয়োজন কি, গৃহসামগ্রীতেই বা প্রয়োজন কি, পত্নীতেই বা প্রয়োজন কি, পুত্র-কন্যাতেই বা প্রয়োজন কি, ধন-ধান্যেই বা প্রয়োজন কি, প্রাণেই বা প্রয়োজন কি, সুখ-সাধনেই বা প্রয়োজন কি! এই ভূমণ্ডল-মধ্যে একমাত্র লক্ষ্মণই সৎপুরুষ; তিনি রামচন্দ্রের পরিচর্য্যার নিমিত্ত সমুদায় সুখ-সাধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সীতার সহিত রামচন্দ্রের অনুগমন করিতেছেন। প্রফুল্ল-কমল-সমলঙ্কৃত যে সমুদায় দীর্ঘিকা, নদী ও সরোবরে রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র জল পান করিবেন, অথবা অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন, তাহারাই সার্থক পুণ্য-সঞ্চয় করিয়াছিল!

মধুলুব্ধ-মত্ত-মধুপমালা-মণ্ডিত-মঞ্জরী-মনোহর, বিবিধ-বিচিত্র-কুসুমাবলী-কিরীট-সমুজ্জ্বল, মহীধর-শিখরস্থিত মহীরুহসমূহ রামচন্দ্রকে নিরতিশয় প্রীত ও আনন্দিত করিবে। রামচন্দ্রকে অরণ্যে গমন করিতে দেখিয়া পর্ব্বত-প্রস্থ-সকল অকালেও অপূর্ব্ব ফল-মূল প্রকাশ করিতে থাকিবে। রামচন্দ্র, কানন বা শৈল যে স্থানেই গমন করুন, অভ্যাগত-প্রিয় অতিথির ন্যায় তাঁহার অর্চ্চনা না করিয়া কেহই থাকিতে পারিবে না। বিচিত্র কানন, মহারণ্য, অনূপ প্রদেশ, নদী ও সানুমান কন্দর-ধর ধরাধর-নিকর, গুণাকর রামচন্দ্রকে নিরন্তর দর্শন করিতে পারিবে। মহাত্মা রামচন্দ্রকে অরণ্যগত দেখিয়া মহীধরগণ বিবিধ বিচিত্র নির্ঝর প্রকাশ পূর্ব্বক সুবিমল সলিল প্রদান করিবে।

দশরথ-তনয় মহাবাহু মহাবীর রামচন্দ্র, মহীধর-মণ্ডিত মহীমণ্ডলের পরিপালক এবং জগতের ধর্ম্মপালক। তিনি যেখানে থাকিবেন, সেখানে ভয় বা পরাভবের কোনই সম্ভাবনা নাই। জগতের নাথ, জগতের গতি ও জগতের একমাত্র আশ্রয় সেই রামচন্দ্র এখনও নগরী হইতে অধিক দূর গমন করিতে পারেন নাই; চল, আমরা সকলে তাঁহার অনুগামী হই; আমরা তাঁহার চরণের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিরুদ্বেগে, সুখে ও অকুতোভয়ে বাস করিব; আমরা সীতার সেবা-শুশ্রূষা করিব; তোমরা মহানুভব রামচন্দ্রের সেবা-শুশ্রূষা করিবে। পুরবাসিনী রমণীরা অতীব দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে স্ব স্ব পতিকে এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিল এবং কহিল, অরণ্য-মধ্যে মহানুভব রামচন্দ্র তোমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, এবং মনস্বিনী সীতা এই সমুদায় রমণীগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকিবেন।

যেখানে রামচন্দ্র, সেই খানেই অভয়, এবং সেখানে কোন প্রকার পরাভবেরও আশঙ্কা থাকিবে না। যেহেতু মহাবাহু দশরথ-তনয় রামচন্দ্র প্রবল পরাক্রান্ত। সুখ-বিরহিত হইয়া উদ্‌বিগ্ন-হৃদয়ে, উৎকণ্ঠিত অসুখী অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত এই সকল জনগণের সহিত এই নগরীতে বাস করিয়া আর কে প্রীতি প্রাপ্ত হইতে পারিবে! মহাবীর রামচন্দ্রের অভাবে এই রাজ্য অনাথ হইয়া যদি অধর্ম্মানুসারে কৈকেয়ীরই হস্ত-গত হয়, তাহা হইলে এখানে ধনপুত্রাদি লইয়া সুখভোগ করিবার কথা দূরে থাক, জীবনেও প্রয়োজন হইতেছে না। যে নির্ঘৃণা নির্লজ্জা কৈকেয়ী মহারাজের এমন গুণবান জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিলেন, সেই অধর্ম্ম-নিরতা দুশ্চারিণীর অধীনতায় কোন্ ব্যক্তি সুখে জীবন ধারণ করিতে পারিবে। মহারাজ অতীব দুঃখিত ও নিরতিশয় কাতর হইয়াছেন, তিনি যে আর অধিক দিন জীবন ধারণ করিবেন, এমত বোধ হয় না। মহারাজ স্বর্গগমন করিলে রাজ্য-মধ্যে অধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব হইবে।

যে কৈকেয়ী ঐশ্বর্য্য-লোভে পতি-পুত্র পরিত্যাগ করিতে পারিলেন, সেই কুল-কলঙ্কিনী অতঃপর আর কাহাকে পরিত্যাগ করিবেন!— তিনি কিরূপে আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থা হইবেন! যদিও কৈকেয়ী আমাদের ভরণ-পোষণ করেন, তথাপি আমরা পুত্র দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি, তাঁহার জীবন থাকিতে এবং আমাদের জীবন থাকিতে আমরা এ রাজ্যে বাস করিব না। রামচন্দ্র বনগমন করিয়াছেন, সুতরাং মহারাজ যে জীবন ধারণ করিবেন, এমত সম্ভাবনা দেখিতেছি না! মহারাজের স্বর্গারোহণের পর এই রাজ্য লোপ হইবে, সন্দেহ নাই। কৈকেয়ী যে রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে নির্ব্বাসিত করিলেন, তাহাতে তাঁহার মনোরথ কোন রূপেই সুসিদ্ধ হইবে না। পশুগণ যেরূপ যোত্রে (যোয়ালে) যোজিত হয়, আমরাও সেইরূপ ভরতের হস্তে সমর্পিত হইতেছি!

এক্ষণে তোমাদের পুণ্যক্ষয় হইয়াছে; তোমাদের দুর্গতি অপরিহার্য্য; অতএব এক্ষণে আমাদিগকে লইয়া হয় তোমরা রামচন্দ্রের অনুগামী হও, কিম্বা যেখানে কৈকেয়ীর নামগন্ধও নাই, এমত স্থানে প্রস্থান কর, না হয় এককালে নিরুদ্দেশ হইয়া যাও, অথবা বিষ আলোড়িত করিয়া পান পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ কর! এক্ষণে হয় রামচন্দ্রের অনুবর্ত্তী হওয়া অথবা প্রনষ্ট হওয়াই আমাদের সকলের কর্ত্তব্য।

পুরবাসী পুরন্ধ্রীগণ উন্মত্তার ন্যায় স্ব স্ব পতিকে এইরূপ কঠোর বাক্যে তিরস্কার করিয়া শোকাকুলিত ও একান্ত কাতর হৃদয়ে বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিল যে, হায়! পূর্ণ-শশধর-বদন নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম বিশাল-বক্ষ আজানুলম্বিত-বাহু পদ্ম-পলাস-লোচন সৌম্য-দর্শন মধুরালাপী পূর্ব্বাভিভাষী মহাবল সত্যবাদী সুধাংশু-সদৃশ-প্রিয়-দর্শন মত্ত-মাতঙ্গ-পরাক্রম মহারথ অরিন্দম পুরুষ-শার্দ্দুল রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত

বিচরণ পূর্ব্বক এক্ষণে অরণ্যানী সুশোভিত করিতেছেন!

নাগরিক সীমন্তিনীগণ অতীব দুঃখ-সন্তপ্ত হৃদয়ে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ভগবান দিবাকর তাহাদের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে অসমর্থ হইয়াই যেন, অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলেন;—রজনী উপস্থিত হইল।

এই দিবস অযোধ্যা-নগরীতে হোমের নিমিত্ত বা পাকাদির নিমিত্ত অগ্নি প্রজ্বলিত হইল না; কোন গৃহে, কোন আপণে, কোন দেবালয়ে অথবা কোন রাজ-পথে একটিও আলোক দেখিতে পাওয়া গেল না; কোন স্থানে কোন ব্যক্তিই বেদাধ্যয়ন বা সদালাপ করিল না; বোধ হইতে লাগিল যেন, তৎকালে অযোধ্যা-নগরী মহাতিমির-রাশিতে নিমগ্ন হইয়াছে! সেই সময় বণিকদিগের ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হইল; সকলেই বিষণ্ন, হর্ষ কোন লোকের নিকটই আশ্রয় না পাইয়া এককালে তিরোহিত হইল। তারা-তারাপতি-বিরহিত নভস্থলীর ন্যায় অযোধ্যার শোচনীয় অবস্থা লক্ষিত হইতে লাগিল।

অযোধ্যা-নগরী-মধ্যে নৃত্য, গীত, বাদ্য, উৎসব, আনন্দ, যাগ, অধ্যয়ন, আহার-বিহার, ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি সমুদায়ই রহিত হইল; তৎকালে অযোধ্যা, জলশূন্য মহাসাগরের সৌসাদৃশ্য ধারণ করিল।

প্রিয়দর্শন রামচন্দ্র পৌরনারীগণের গর্ভের সন্তান অপেক্ষাও স্নেহ-ভাজন ছিলেন। পুত্র-বিয়োগ বা ভ্রাতৃ-বিয়োগ হইলে নারীগণ যেরূপ কাতর হইয়া বিলাপ করে, রামচন্দ্রের বিয়োগেও তাহারা সেইরূপ একান্ত কাতর ও হতচেতন হইয়া বিলাপ-পরিতাপ ও রোদন করিতে লাগিল।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

শৃঙ্গবের-পুরাভিগমন।

এদিকে পুরুষ-প্রধান রামচন্দ্র, পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সেই রাত্রিশেষেই বহুদূর অতিক্রম করিলেন। তিনি অনবরত গমন করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে পথি মধ্যে রজনী সুপ্রভাত হইল। তখন তিনি সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি প্রাতঃকৃত্য সমাধান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর গমনের পর মহাবাহু রামচন্দ্র, ভ্রাতা ভার্য্যা ও পরিচ্ছদাদি-সমেত সেই রথে আরূঢ় হইয়াই আবর্ত্ত-সমাকুল সেই সুরম্য মহানদীর পর পারে উত্তীর্ণ হইলেন।[১৪] তিনি পর পারে উত্তীর্ণ হইয়াই কণ্টক-পরিশূন্য সুদৃশ্য সুখ-সঞ্চার সুপ্রশস্ত অত্যুত্তম একটি সুদীর্ঘ পথ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সু-কৃষ্ট-সীমা-সুশোভিত গ্রাম সমুদায় ও বিকসিত-কুসুম-রাজি-বিরাজিত নয়ন-রঞ্জন কানন সমূহ সন্দর্শন পূর্ব্বক গ্রাম্য জনগণের বহুবিধ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে শ্যেন-পক্ষি-সদৃশ দ্রুতগামী অশ্ব দ্বারা দ্রুততর গমন করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসী জনগণ বলিতে লাগিল, কাম-পরতন্ত্র মহারাজ দশরথকে ধিক্! নৃশংসা,

পাপীয়সী, তক্ত্যমর্য্যাদা, ক্রূর-কর্ম্ম-পরায়ণা, ক্রূর-দর্শনা কৈকেয়ীকেও ধিক্! তিনি কিরূপে ঈদৃশ ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতে দয়াবান, মহাত্মা রাজকুমারকে অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিতেছেন! মহারাজ দশরথের কি কিছু-মাত্র অপত্য-স্নেহ নাই! তিনি কিরূপে দোষ-স্পর্শ-পরিশূন্য প্রজা-বৎসল রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিতেছেন!

কোশলাধিপতি-তনয় রামচন্দ্র পথিমধ্যে প্রজাগণের মুখে ঈদৃশ বিলাপ-বাক্য সমূহ শ্রবণ করিতে করিতে অনতি-দীর্ঘকাল-মধ্যেই কোশল-দেশ অতিক্রম করিলেন। অনন্তর তিনি মন্দাবর্ত্তা মন্দ-মন্দ-বাহিনী বেদশ্রুতি-নাম্নী মহানদী উত্তীর্ণ হইয়া মহর্ষি অগস্ত্য-সেবিত দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বহুদূর গমন করিয়া তিনি কালবিলম্ব না করিয়াই শীতল-জল-বাহিনী গোকুলাকুলিতা গোমতী নদী উত্তীর্ণ হইলেন।

মহাত্মা রামচন্দ্র গোমতী নদীর সীমা অতিক্রম করিয়া দ্রুতগামী অশ্ব দ্বারা গমন করিতে করিতে মত্ত-ময়ূর-হংস-সমাকুলা সর্পিকা নদীও সমুত্তীর্ণ হইলেন; এই নদী মহারাজ দশরথের রাজ্যের দক্ষিণ সীমা। রামচন্দ্র পিতৃ-রাজ্য অতিক্রম করিয়া বৈদেহীকে কহিলেন, জানকি! এক্ষণে আমরা মহারাজ দশরথের অধিকার অতিক্রম করিলাম। পূর্ব্বকালে রাজর্ষি মনু, নিজ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন এই দেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

কল-হংস-নিনাদ, পুরুষসিংহ, শ্রীমান রামচন্দ্র, সীতাকে নিজ দেশের সীমা দেখাইয়া সুমন্ত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সূত! কবে আমি দেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পিতা-মাতার সহিত মিলিত হইয়া সরযূ-সন্নিহিত কুসুমিত কাননে পুনর্ব্বার মৃগয়া-বিহার করিব! যে সমুদায় রাজা চঞ্চল-লক্ষ্য-ভেদ শিক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, যোধ-পুরুষগণে পরিবৃত হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অরণ্য-মধ্যে মৃগয়া-বিহার করা তাঁহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য; এই নিমিত্তই আমি সরযূ-সন্নিহিত বনে মৃগয়া করিতে অত্যন্ত অভিলাষ করি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজর্ষিগণও সময়ে সময়ে এইরূপ মৃগয়া-বিহার করিতেন। মধুর-ভাষী রামচন্দ্র এইরূপ বিবিধ-বিষয়ক যুক্তিসঙ্গত বাক্য বলিতে বলিতে বহু পথ অতিক্রম করিলেন।

অমরপ্রভ রামচন্দ্র শীঘ্রগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক এইরূপে গমন করিতে করিতে সায়ংকালে শৃঙ্গবের-পুরে উপনীত হইলেন। তরুণ-বয়স্ক, চীর-চীবর-বসন, নিস্ত্রিংশধারী, উদার-সত্ত্ব, রামচন্দ্র অধিকার-মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া, নবীন-নীল-নীরদ-সদৃশ-শ্যামল-বর্ণ নিষাদ-রাজ গুহ, অভ্যর্থনার নিমিত্ত প্রত্যুদ্গমন করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

ইঙ্গুদী-মূলে আবাস-গ্রহণ।

লক্ষ্মণাগ্রজ ধীমান রামচন্দ্র যে সময় সুরম্য কোশল-দেশ অতিক্রম করেন, সেই সময় অযোধ্যাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলি-

পুটে কহিলেন, পুরীশ্রেষ্ঠে! সূর্য্যবংশীয় রাজগণ তোমাকে অবিচ্ছেদে পালন করিয়া আসিতেছেন; আমি এক্ষণে তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি; তোমার অভ্যন্তরে যে সমুদায় দেবগণ বাস করিয়া সকলকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের নিকটেও অবনত মস্তকে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। যে সময় আমি পিতৃ-ঋণ-মুক্ত হইয়া বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব, তখন আমি পিতা মাতার সহিত মিলিত হইয়া তোমাকে ও তোমাতে প্রতিষ্ঠিত দেবগণকে পুনর্ব্বার প্রীত হৃদয়ে সন্দর্শন করিব।

অনন্তর পদ্ম-পলাস-লোচন রামচন্দ্র দক্ষিণ বাহু উত্থাপিত করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কাতর বচনে অনুবর্ত্তী জানপদ-জনগণকে কহিলেন, আপনারা আমার প্রতি যথোচিত দয়া ও দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, অতঃপর আর অধিক কষ্ট ভোগ করা উচিত হইতেছে না; এক্ষণে আপনারা প্রতিনিবৃত্ত হউন, আমরাও কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনের নিমিত্ত গমন করি।

জনপদবাসী জনগণ মহাত্মা রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহাকে যথাযথ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল; কোনক্রমেই প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিল না। তাহারা রাম-দর্শনে পরিতৃপ্ত না হইয়াই এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিল; এদিকে রামচন্দ্র, সায়ংকালীন সূর্য্যের ন্যায়, দেখিতে দেখিতে তাহাদের দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর পুরুষসিংহ রামচন্দ্র, সেই দ্রুত-গামি-রথারোহণেই, অধীন ও সামন্ত রাজগণ পরিপালিত কোশল-সন্নিহিত কোশলাধীন দেশ, সমুদায় অতিক্রম করিলেন। এই সমুদায় শুভ দেশ বিপুল-ধন-ধান্য-সম্পন্ন, বদান্য-জনগণ-পরিপূর্ণ, শঙ্কা-ভয়-বিবর্জ্জিত, চৈত্য-যূপ-সমাবৃত, আম্রবন-বহুল-উদ্যান-বিভূষিত, সুদৃশ্য-জলাশয়-সমলঙ্কৃত, হৃষ্ট-পুষ্ট-জনাকুলিত, বেদধ্বনি-বিনিনাদিত, শত শত গোগণ বিরাজিত এবং অতীব রমণীয়।

তদনন্তর, ধৈর্য্যগুণ-সম্পন্ন ধীমান রাম-চন্দ্র, রমণীয়-উদ্যান-বহুল আনন্দ-কোলা-হল-পরিপূর্ণ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন অন্যান্য-রাজগণ-পরিপালিত ভিন্ন রাজ্যে উপনীত হইয়া অনু-গমন-শঙ্কা-পরিশূন্য হৃদয়ে, অপেক্ষাকৃত মন্দ-গতি অবলম্বন পূর্ব্বক, অদৃষ্ট-পূর্ব্ব দেশ-সমূহ সন্দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগি-লেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, শৈবল-পরিশূন্যা, শীতল-সলিল-প্রবাহ-পূর্ণা, ঋষিজন-নিষেবিতা, সুপবিত্রা, পবিত্র-সলিল-স্পর্শা, স্বর্গ-সোপান-ভূতা, হিমা-লয়-সম্ভবা, ত্রিপথগামিনী, দিব্যা ভাগীরথী গঙ্গা মনোহর কল-কল-শব্দে প্রবাহিত হইতেছেন। ইহার অনতিদূরে মুনিগণের সুরম্য আশ্রম-পদ সমুদায় অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করি-তেছে। ইহার স্থানে স্থানে নক্রাদি-হিংস্র-জলজন্তু-সম্পর্ক-শূন্য স্ফটিক-সন্নিভ-সলিল-পূর্ণ হ্রদ সকল বিরাজমান রহিয়াছে; সময়ে সময়ে দেবগণ, দানবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নর-গণ, নাগ-বধূগণ, গন্ধর্ব্ব-বধূগণ ও অপ্সরোগণ

প্রহৃষ্ট হৃদয়ে তথায় জলক্রীড়াদি করিয়া থাকেন। জাহ্নবী-সলিল সততই অশুভ-নাশক ও মঙ্গলপ্রদ*; ইহার সৌন্দর্য্যও কোন কালেই হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। ইহার তটপ্রদেশে স্থানে স্থানে দেবগণের শত শত ক্রীড়া-পর্ব্বত ও বিহারোদ্যান-সমূহ অভূত-পূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। এই সুর-ধুনী মন্দাকিনী দেবগণের উপভোগের নিমিত্ত দেব-সেব্য-হেমপদ্ম-বিভূষিতা হইয়া নভো-মণ্ডলে বিচরণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

এই ভাগীরথী গঙ্গা, কোন কোন স্থানে স্তিমিত-গম্ভীর ভাবে গমন করিতেছেন; কোন কোন স্থানে মহাবেগে ধাবমান হইতেছেন। কোন কোন স্থানে অতি সুমধুর, কোন কোন স্থানে মৃদঙ্গাদির ন্যায় অতি গম্ভীর এবং কোন কোন স্থানে বা অশনির ন্যায় অতি ভীষণ প্রবাহ-শব্দ শ্রুতি-গোচর হইতেছে। কোন কোন স্থলে জল-সংঘাত-শব্দে বোধ হইতেছে যেন, প্রবাহরূপিণী ভাগীরথী ভীষণ অট্টহাস্য করিতেছেন; আবার কোথাও বা তরঙ্গ-সঙ্ঘাঘাত-প্রতিঘাতে সুনির্ম্মল-ফেন-পুঞ্জোদ্গমে বোধ হইতেছে যেন, তিনি মৃদু-মন্দ হাস্য করিতেছেন। কোথাও বা দুই তিন জলপ্রবাহ-সংযোগে বেণীর ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; কোন কোন স্থানে গম্ভীর আবর্ত্ত শোভা পাইতেছে। কোথাও বা নির্ম্মল-উৎ-পল-সমূহ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; কোন কোন স্থানে বা জল-ক্রীড়া-নিরত দেবগণ সন্তরণ করিতেছেন। ইহার স্থানে স্থানে সুবিস্তীর্ণ পুলিন; কোথাও বা সুবিস্তীর্ণ সুবিমল বালুকাপূর্ণ স্থল। স্থানে স্থানে হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের বিমিশ্র কলরব; কোথাও বা চক্রবাকগণ এবং নির-ন্তর প্রমোদ-মত্ত বিবিধ বিহঙ্গমগণ সুমধুর রব করিয়া বিচরণ করিতেছে। কোন কোন স্থলে তীরজাত-বৃক্ষ-শ্রেণী সুরচিত মনোহর-তর মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে; কোন কোন স্থানে অবিরল প্রফুল্ল কমল-সমূহ, কোথাও বা নির্ম্মল উৎপল-সমূহ এবং কোথাও বা মুকুলিত কুমুদ-সমূহ ও নানাবিধ কুসুম-সমূহ নয়ন মন হরণ করিতেছে। কোন কোন স্থলে শিশুমারগণ, নক্রগণ, মকরগণ ও সর্পগণ বিহার করিয়া বেড়াইতেছে। তীরস্থিত বন-মধ্যে দিগ্‌গজ-সদৃশ মদমত্ত বন্যগজ-সমূহ ও অত্যুৎকৃষ্ট সুরগজ-সমূহ গর্জ্জন করিতেছে। কোথাও বা ভাগীরথী, নানাবিধ-কুসুম-রজো-রাশি দ্বারা ধূসরিতা হইয়া, ধূলি-ধূসরিতা মদ-মত্তা প্রমদার ন্যায় অনুভূয়মানা হইতেছেন। মণিমালার ন্যায় সুনির্ম্মলা ও স্বচ্ছা এই ভাগী-রথী এইরূপে নানাপ্রকার ফল, পুষ্প, পত্র, গুল্ম ও বিবিধবর্ণ বিচিত্র বিহঙ্গগণে পরিবৃতা

---

* "সততই অশুভ-নাশক ও মঙ্গলপ্রদ"—এতদ্দ্বারা মহানিশা-তেও গঙ্গা-স্নানাদির অধিকার সূচিত হইল। মহাভারতেও লিখিত আছে :—

भुक्त्वा वा यदि वाभुक्त्वा रात्रौ वा यदि वा दिवा।
न कालनियमः कश्चिद्गङ्गां प्राप्य सरिद्वराम् ॥

* অর্থাৎ, ভুক্তই হউক, বা অভুক্তই হউক, রাত্রিতেই হউক, বা দিবাতেই হউক, সকল সময়েই লোকে গঙ্গায় স্নানাদি করিতে পারে। গঙ্গা-স্নান-সম্বন্ধে কোন রূপই কাল-নিয়ম নাই।

হইয়া, প্রযত্ন সহকারে অত্যুৎকৃষ্ট-বিবিধ-বিভূষণে বিভূষিতা নিরুপম-রূপবতী বিলাসিনী ললনার ন্যায় বিরাজমানা হইয়া রহিয়াছেন। অপাপা পাপনাশিনী বিষ্ণু-পাদ-চ্যুতা এই সুপবিত্রা স্রোতস্বতী, রাজর্ষি ভগীরথের তপোবলে ধূর্জ্জটির জটাজূট-পরিভ্রষ্টা হইয়া সাগরে সঙ্গতা হইয়াছেন।

মহারথ রামচন্দ্র, শৃঙ্গবের-পুরের সমীপ-প্রবাহিণী ঊর্ম্মি-মালাকুলিতা মহাবর্ত্ত-সঙ্কুলা গঙ্গা সন্দর্শন করিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, সূত! অদ্য এই স্থানেই আবাস গ্রহণ করা যাউক; এই অনতিদূরেই বহু-কুসুম-সুশোভিত প্রবাল-রাজি-রাজিত অতীব বৃহৎ ইঙ্গুদী-বৃক্ষ রহিয়াছে। আইস আমরা ঐ ইঙ্গুদী-বৃক্ষ-মূলেই অদ্য রজনী যাপন করি। দেব মানব গন্ধর্ব্ব মৃগ পন্নগ পক্ষি প্রভৃতি সমুদায় জীবই সুপবিত্র গঙ্গা-জলের সবিশেষ সম্মান ও গৌরব করিয়া থাকেন, এই সরিদ্বরা গঙ্গা সন্দর্শন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র, রামচন্দ্রের প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন; পরে সুমন্ত্র সেই বৃক্ষের তলেই রথ লইয়া গেলেন।

অনন্তর ঈক্ষ্বাকুবংশাবতংস রামচন্দ্র, সেই সুরম্য ইঙ্গুদীতলে উপস্থিত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন; সুমন্ত্রও রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অশ্বমোচন করিয়া বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই স্থানে গুহ নামে এক মহাবল নিষাদ-রাজ বাস করিতেন; ইনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, ও রামচন্দ্রের প্রাণতুল্য প্রিয় সখা ছিলেন। নিষাদরাজ যখন শুনিলেন, পুরুষসিংহ রামচন্দ্র, তাঁহার অধিকার-মধ্যে আগমন করিয়াছেন, তখন তিনি অভ্যর্থনার নিমিত্ত বৃদ্ধ অমাত্যগণে ও জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ দূর হইতেই নিষাদাধিপতিকে আগমন করিতে দেখিয়া উত্থান পূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন। নিষাদাধিপতি গুহ, রামচন্দ্রের তাদৃশ বেশ দর্শনে যার পর নাই কাতর হৃদয়ে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাবাহো! আপনি অযোধ্যাপুরী যেরূপ নিজপুরী বলিয়া বোধ করেন, সেই রূপ এই পুরীও নিজপুরী বোধ করিবেন; বহুভাগ্যের ফলে ঈদৃশ প্রিয়তম অতিথি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

অনন্তর গুহ, রামচন্দ্রকে অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক বিশুদ্ধ পবিত্র গুণকর ভক্ষ্য ভোজ্য পানীয় প্রভৃতি আনয়ন করাইয়া সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহাবাহো! আপনি ত কুশলে আসিয়াছেন? আপনকার নিমিত্ত আমি এই সমুদায় ভক্ষ্য ভোজ্য চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য, বিচিত্র শয্যা ও অশ্বগণের নিমিত্ত নূতন ঘাস আনয়ন করিয়াছি; আপনি এই অখিল মহীমণ্ডলের অধিপতি ও আমাদের সকলের প্রভু; আমরা আপনকার দাস; এক্ষণে কি করিতে হইবে, আমার প্রতি আদেশ করুন। মহাত্মন্! আপনকার যেরূপ ইচ্ছা হয়, আজ্ঞা করুন;

এই রাজ্য আপনকার নিজ রাজ্যই জ্ঞান করিবেন; এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন। নিষাদরাজ গুহের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, আমরা আপনা কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে পূজিত ও সম্মানিত হইয়া পরম-পরিতুষ্ট হইলাম।

অনন্তর রামচন্দ্র পাদচারে সমাগত গুহকে বিশাল ভুজ-যুগল দ্বারা স্নেহভরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, নিষাদরাজ! সৌভাগ্যক্রমে আমি আপনাকে ও আপনকার বন্ধু-বান্ধবগণকে নীরোগ ও কুশলী দেখিতেছি; আপনকার রাজ্যের মিত্রগণের ও ধন-ধান্যাদি সমুদায় বিষয়ের ত কুশল? আপনি আমার প্রীতির নিমিত্ত যে সমুদায় দ্রব্য আনয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদায় আমি গ্রহণ করিতে পারিতেছি না; কারণ আমি এক্ষণে ব্রতপরায়ণ ও প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখ; অধুনা পিতা আমাকে ধর্ম্মাচরণের নিমিত্ত বনে প্রেরণ করিয়াছেন; আমি এক্ষণে কুশচীরাজিনধারী, বনবাসী ও তাপস হইয়া ফলমূল মাত্র ভক্ষণ পূর্ব্বক কাল যাপন করিব। আমি আপনকার নিকট কেবল পিতার অশ্বগণের নিমিত্ত ঘাস গ্রহণ করিতেছি, আর কিছুই চাহি না; এই অশ্বগণ আমার পিতার অত্যন্ত প্রিয়; ইহারা সৎকৃত ও পরিতৃপ্ত হইলেই আমিও উত্তমরূপে পূজিত ও পরিতৃপ্ত হইব; আপনি ইহা দ্বারাই আমার অতিথি-সৎকার করুন।

নিষাদরাজ গুহ, রামচন্দ্রের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র কিঙ্করগণের প্রতি আদেশ করিলেন যে, তোমরা অবিলম্বে এই অশ্বগণকে ঘাস, প্রতিপান ও খাদন* প্রদান কর।

অনন্তর চীর-চীবর-ধারী রামচন্দ্র সায়ং-সন্ধ্যা-বন্দন সমাধান পূর্ব্বক লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সমানীত জলমাত্র গ্রহণ করিলেন, আর কিছুই আহার করিলেন না। পরে তিনি যখন সীতা সমভিব্যাহারে ভূমিতলে শয়ন করেন, তখন লক্ষ্মণ তাঁহার পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া বৃক্ষ-মূলেই অবস্থান করিতে লাগিলেন; নিষাদরাজ গুহও সুমন্ত্র এবং লক্ষ্মণের সহিত যথাবিহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক সশর শরাসন ধারণ করিয়া অপ্রমত্ত হৃদয়ে জাগরণ করিতে লাগিলেন।

অদৃষ্ট-দুঃখ চির-সুখোচিত যশস্বী মনস্বী মহাত্মা দশরথ-তনয় রামচন্দ্র, তাদৃশ ভূমি-শয্যায় শয়ান থাকিয়াও নিরুদ্বেগেই রজনী যাপন করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

সৌমিত্রি-বিলাপ।

মহাত্মা লক্ষ্মণ অকৃত্রিম ভ্রাতৃ-স্নেহে পরিচালিত হইয়া রামচন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত অপ্রমত্ত হৃদয়ে রাত্রি জাগরণ করিতেছেন দেখিয়া নিষাদরাজ গুহ, শোক-সন্তপ্ত

* রাজোপবাহ্য সুজাতীয় অশ্বগণকে ঘাস প্রদানানন্তর যে ক্ষীরাদি পানার্থ প্রদান করা হয়, তাহাকে প্রতিপান কহে; এবং যে ঘৃত-শর্করাদি-যুক্ত-যবচূর্ণাদি ভক্ষণার্থ দেওয়া যায়, তাহাকে খাদন কহে।

হৃদয়ে কহিলেন, রাজকুমার! আপনকার নিমিত্ত এই উত্তম শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি; আপনি বিশ্বস্ত হৃদয়ে এখানে শয়ন পূর্ব্বক নিশা যাপন করুন; মাদৃশ জনগণই সকল প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে পারে; আপনি সুখোচিত, চিরকাল সুখ-সৌভাগ্যই সম্ভোগ করিয়া আসিতেছেন, কদাপি দুঃখের মুখ দেখেন নাই; আপনি শয়ন করুন; আমিই অদ্য রামচন্দ্রের রক্ষার নিমিত্ত রাত্রি জাগরণ করিব। এই ভূমণ্ডল-মধ্যে রামচন্দ্রের ন্যায় প্রিয়তম ব্যক্তি আমার কেহই নাই; আমি সত্য করিয়া—দিব্য করিয়া তোমার নিকট বলিতেছি, রামচন্দ্র আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম; আমি এই রামচন্দ্রের প্রসাদেই এই ভূমণ্ডলে নির্ম্মল ধর্ম্ম অর্থ কাম রূপ ত্রিবর্গসাধন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র যশস্বী হইয়াছি। আমার প্রিয় সখা রামচন্দ্র সীতার সহিত শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; আমি জ্ঞাতিগণের সহিত সমবেত হইয়া ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক ইহাঁকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব। আমরা এই অরণ্যে সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকি; এখানে কোথায় কি আছে, তাহার কিছুমাত্র আমাদের অবিদিত নাই; এখানে যদি বিপক্ষপক্ষীয় চতুরঙ্গ সৈন্যও আইসে, আমি একাকী তাহাদের সকলকেই পরাজয় করিতে পারি।

মহানুভব লক্ষ্মণ কহিলেন, নিষাদরাজ! আপনি যখন রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তখন আমাদের কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা নাই; আমি যে ভয় প্রযুক্ত জাগরণ করিতেছি, এমতও নহে; ধর্ম্মের বিচিত্র গতি দেখিয়া চিন্তা নিবন্ধনই আমার নিদ্রা হইতেছে না। দেখুন, রাজকুমার রামচন্দ্র জনকনন্দিনী সীতার সহিত ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমি কিরূপে নিদ্রা যাইব!—কিরূপেই বা জীবন ধারণ করিতে পারিব!—কিরূপেই বা সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হইব!

নিষাদরাজ! দেবগণ ও অসুরগণ সকলে একত্র হইয়াও যাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়েন না; এই দেখ, তিনি প্রিয়তমা ভার্য্যার সহিত তৃণের উপরি শয়ন করিয়া রহিয়াছেন! মাতা কৌশল্যা বহুবিধ ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা ও তপস্যাচরণ দ্বারা এই রামচন্দ্রকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন; ইনি আমাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পুরুষোত্তম-সদৃশ-সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন এবং পিতা দশরথের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম পুত্র। ইহাঁকে বনবাস দিয়া মহারাজ অধিক দিন জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না!—দেবী বসুমতীও শীঘ্র বিধবা হইবেন। আমার বোধ হয়, রাজভবনে রাজমহিষীগণ মহাশব্দে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পরিশেষে শ্রম-ভার-পরিপীড়িত হইয়া এতক্ষণ মৃতবৎ ও মূকবৎ হইয়া থাকিবেন।

মহারাজ দশরথ, দেবী কৌশল্যা ও আমার জননী যে জীবিত আছেন, আমার এরূপ বোধ হয় না; যদি থাকেন, তবে এই রাত্রি পর্য্যন্তই! আর যে তাঁহারা অধিক দিন জীবন ধারণ করিবেন, এমত প্রত্যাশা নাই। আমার জননী শত্রুঘ্নের মুখাপেক্ষায়

জীবন ধারণ করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু এইটিই আমার মহাদুঃখ হইতেছে যে, বিবৎসা কৌশল্যা কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না! দেখ, নিষাদরাজ! অযোধ্যা নগরীর সকল প্রজাই রামচন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত, সকলেই রামচন্দ্রের প্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর; এক্ষণে রামচন্দ্রের বনবাসে ও মহারাজের স্বর্গ-প্রাপ্তি হইলে সকলেই সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়া বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই! প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন জ্যেষ্ঠ পুত্রের অদর্শনে মহারাজ কখনই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন না; মহারাজের প্রাণ বিয়োগ হইলে দেবী কৌশল্যাও জীবিত থাকিবেন না; এবং তদনন্তর আমার মাতাও পতিবিহীনা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন! হায়! মহারাজ যেরূপ সঙ্কল্প করিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল! এক্ষণে তিনি নিরন্তর চিন্তা-সাগরেই নিমগ্ন থাকিবেন; তিনি রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত না করিয়াই স্বর্গারোহণ করিবেন, সন্দেহ নাই!

বৃদ্ধ মহারাজের আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে—তিনি পরলোক গমন করিলে, যাহারা তথায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সৎকার ও প্রেতকৃত্য করিবে, তাহাদেরই জীবন সার্থক! যে অযোধ্যা নগরীতে যথাস্থানে রমণীয় চত্বর ও মহাপথ-সমূহ শোভা পাইতেছে; যেখানে শত শত হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ-শ্রেণী রহিয়াছে; যেখানে বহুসংখ্য রথ, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গ রহিয়াছে; যে নগরী তূর্য্য-নির্ঘোষে নিনাদিত হইতেছে; যেখানকার জনগণ সর্ব্বদাই হৃষ্ট-পুষ্ট; যেখানে আরাম উদ্যান ও সমাজ-মন্দির সমুদায় শোভা পাইতেছে; যে স্থানে নিত্য উৎসব হইতেছে; যে স্থানে বারবিলাসিনীরা অপূর্ব্ব বেশ-বিন্যাস পূর্ব্বক সমুজ্জ্বল শোভা বিস্তার করিতেছে; সেই সর্ব্ব-কল্যাণ-নিলয় আমার পিতৃ-রাজধানীতে যাহারা বিচরণ করিবে, তাহারাই যথার্থ সুখী!

হায়! আমাদের কি এমন দিন হইবে যে, মহারাজ দশরথ জীবিত থাকিবেন এবং আমরা বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সেই মহাত্মাকে পুনর্ব্বার দর্শন করিতে পারিব!—আমাদের কি এমন দিন হইবে যে, আমাদের বনবাস-কাল সম্পূর্ণ হইলে সত্য-প্রতিজ্ঞ রামচন্দ্রের সহিত আমরা কুশলে অযোধ্যায় প্রবেশ করিব! মহাত্মা রাজকুমার লক্ষ্মণ দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমত সময় নিশাবসান হইল।

প্রজাহিত-পরায়ণ রাজকুমার লক্ষ্মণ, এইরূপ অবিতথ বাক্য সকল কহিলে নিষাদরাজ গুহ সমধিক সৌহার্দ নিবন্ধন অতীব ব্যথিত-হৃদয় ও কাতর হইয়া জ্বরাতুর মাতঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অজস্র অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

রাম-সন্দেশ।

রজনী প্রভাতা হইলে পৃথুবক্ষা মহাযশা রামচন্দ্র শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন,

সৌমিত্রে! নিশাবসান হইয়াছে, সূর্য্যোদয় হইবার সময় উপস্থিত। ভ্রাত! ঐ দেখ, কোকিলকুল কুলায়কুলে উপবিষ্ট হইয়া প্রমোদাকুল হৃদয়ে কলনিনাদ করিতেছে; বনে ময়ূরগণের কেকা-রবও শ্রবণ করা যাইতেছে; এক্ষণে ত্বরান্বিত হও, এই সাগরগামিনী জাহ্নবী পার হইতে হইবে।

মিত্রানন্দ-বর্দ্ধন সৌমিত্রি, রামচন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া গুহ ও সূতের সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। নিষাদপতি গুহও রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সচিবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, শ্রীমান রামচন্দ্রের পরপারে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত ক্ষেপণী কর্ণ কর্ণধার ক্ষেপণিক প্রভৃতি সমেত দৃঢ়তর সুদৃশ্য নৌকা এই কর্দ্দম-রহিত অবতরণ স্থানে আনয়ন কর। নিষাদাধিপতির অমাত্যগণ ঈদৃশ আদেশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সুরম্য নৌকা আনয়ন পূর্ব্বক যথাস্থানে সংস্থাপন করিল। তখন নিষাদরাজ কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাজকুমার! এই সাগরগামিনা গঙ্গা পার হইবার নিমিত্ত নৌকা উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে আমাকে আর কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। মহাতেজা রামচন্দ্র কহিলেন, নিষাদপতে! আপনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই আমরা সিদ্ধমনোরথ হইলাম। এক্ষণে অভিলাষ করিতেছি যে, আপনি আমাদের খনিত্র পিটক প্রভৃতি এই সমস্ত দ্রব্যাদি ত্বরায় নৌকায় তুলাইয়া দিউন। গুহকে এই কথা বলিয়া রাম ও লক্ষ্মণ কবচ ধারণ পূর্ব্বক কক্ষে খড়্গ বন্ধন করিয়া স্কন্ধে শরাসন ও পৃষ্ঠে তূণীর ধারণ করিলেন এবং সীতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভাগীরথীর কর্দ্দমরহিত পারঘাটের অভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময় সুমন্ত্র বিনীত ভাবে রামচন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ! এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। তখন রামচন্দ্র দক্ষিণ করে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! আপনি যাহা করিয়াছেন, যতদূর আসিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে; আপনাকে আর অধিক দূর গমন করিতে হইবে না; আপনি এই স্থান হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মহারাজের নিকট গমন করুন। আমি এক্ষণে পাদ-বিহারেই অরণ্যানী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইব।

মহাত্মা রামচন্দ্র প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিতেছেন দেখিয়া, সারথি সুমন্ত্র কাতর হৃদয়ে কহিলেন, পুরুষসিংহ! সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় আপনাকে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত যে বনে বাস করিতে হইবে, ইহা কেহ কখন মনেও করে নাই!—ইহা অতীব অসম্ভব! আপনকার যখন ঈদৃশ বিপৎ উপস্থিত হইল, তখন আমার বিবেচনা হইতেছে, ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়নে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না; সরলতা ও বিনয়-নম্রতারও কোন পুরস্কার নাই! রামচন্দ্র! আপনি লক্ষ্মণ ও বৈদেহীর সহিত একমাত্র পিতৃ-সত্য পালন পূর্ব্বক মহারণ্যে অবস্থান করিয়াও ত্রিলোক-বিজয়ীর ন্যায় সদ্গতি ও সর্ব্বোৎকর্ষতা লাভ

করিবেন, পরন্তু আমরা আপনা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও পাপীয়সী কৈকেয়ীর বশতাপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইব!—আমাদের দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। পরম-সুহৃৎ সারথি সুমন্ত্র, রামচন্দ্রকে মহারণ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, এইরূপ বাক্য বলিয়া যার পর নাই দুঃখিত হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সুমন্ত্র বাষ্প অপনয়ন পূর্ব্বক মুখে জল প্রদান করিলে, রামচন্দ্র পুনর্ব্বার মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, আপনকার সদৃশ ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের সুহৃৎ আর কেহই নাই; মহারাজ দশরথ যাহাতে শোকাকুলিত না হয়েন, আপনি তাহা করিবেন। বৃদ্ধ মহারাজ দুঃসহ শোকে হতচৈতন্য ও আমার বিয়োগে সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি আপনাকে এরূপ কথা বলিতেছি; আপনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মহারাজ যাহাতে সুস্থ থাকেন, তাহা করিবেন। মহাদ্যুতি মহাত্মা মহারাজ, কৈকেয়ীর পরিতোষের নিমিত্ত যাহা যাহা আজ্ঞা করিবেন, আপনি অকুণ্ঠিত হৃদয়ে অশঙ্কিত চিত্তে তৎসমুদায় সম্পাদন করিতে থাকিবেন। রাজগণের রাজ্য শাসনের ফল এই যে, তাঁহারা যখন যাহা কামনা করেন, তাহা কদাপি প্রতিহত হয় না। সুমন্ত্র! যাহাতে মহারাজের অপ্রিয় কার্য্য না হয়, যাহাতে তিনি শোকে একান্ত কাতর না হয়েন, আপনি তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবেন।

সূত! আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট ও সমুদায় উপাধ্যায়গণের নিকট গমন পূর্ব্বক আমার বাক্যানুসারে তাঁহাদের চরণে ভক্তি পূর্ব্বক আমার প্রণাম জানাইবেন; পরে আপনি কৈকেয়ীর নিকট, সুমিত্রার নিকট ও অন্যান্য মাতৃগণের নিকট, এবং যদি অল্পভাগ্যা আমার জননী কৌশল্যা আমার বিয়োগে জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারও নিকট আমার প্রণাম জানাইয়া সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল সংবাদ বলিবেন।

মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন মহারাজ বৃদ্ধ হইয়াছেন; তিনি এ পর্য্যন্ত কখনও দুঃখের মুখ দেখেন নাই; তিনি আমার প্রতি বনবাসের আজ্ঞা দিয়া শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন, সন্দেহ নাই; আপনি তাঁহার চরণে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইয়া নিবেদন করিবেন, "মহারাজ! আপনি আমার নিমিত্ত, লক্ষ্মণের নিমিত্ত বা বৈদেহীর নিমিত্ত বিষণ্ণ বা সন্তপ্ত-হৃদয় হইবেন না। পিত! আমি আপনকার আজ্ঞানুসারে দেবলোকস্থিত দেবগণের ন্যায় এই রমণীয় অরণ্যে সহস্র বৎসরও বাস করিতে পারি। ধন্বন্তরি যেরূপ সূক্ষ্ম বা স্থূল সমুদায় ব্রণই আরোগ্য করেন, সেইরূপ পুত্রই, পিতার অল্প বা অধিক, সমুদায় বিপদই দূরীকৃত করিয়া থাকে; আর কাহারও দ্বারা সেরূপ হয় না। যে পুত্র আলস্য-পরিশূন্য হইয়া পিতৃকার্য্য না করে, দান যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়া-রহিত ধনবান ব্যক্তির ন্যায় সে আপনাকেই অপবিত্র করিয়া থাকে। রাম নরকে গমন করিতে পারে, প্রজ্বলিত হুতাশনেও প্রবিষ্ট হইতে পারে, তথাপি যে কার্য্যে পিতার নিন্দা হইবে বা পিতা

দূষিত হইবেন, সে কার্য্য কখনই করিবে না।

"পিত! আমার নিমিত্ত, সীতার নিমিত্ত বা লক্ষ্মণের নিমিত্ত আপনি শোক করিবেন না; আমরা অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছি অথবা বনে বাস করিতেছি বলিয়া, আপনি কিছুমাত্র দুঃখিত বা বিষণ্ণ হইবেন না। চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইবামাত্রই আপনি আমাকে, লক্ষ্মণকে ও সীতাকে পুনর্ব্বার উপস্থিত দেখিতে পাইবেন।"

সুমন্ত্র! আপনি মহারাজকে এইরূপ বাক্য বলিয়া আমার বচনানুসারে জননী কৌশল্যাকে, কৈকেয়ীকে ও আর আর সমুদায় মাতৃগণকে আমার, লক্ষ্মণের ও সীতার পুনঃপুন প্রণাম জানাইয়া কুশল সংবাদ নিবেদন করিবেন। পরে আপনি আমার বচনানুসারে মহারাজের নিকট নিবেদন করিবেন যে, "মহারাজ! ভরতকে মাতুলালয় হইতে শীঘ্র আনয়ন করুন; এবং ভরত অযোধ্যায় আগমন করিলে তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে বিলম্ব করিবেন না। পরম-ধার্ম্মিক ভরত, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে আমাদের বিরহ-জনিত সন্তাপ ও দুঃখ আপনাকে তাদৃশ কাতর করিতে পারিবে না।"

সুমন্ত্র! আমার বাক্যানুসারে ভরতকেও বলিবে যে, "ভরত! তুমি মহারাজের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবে, সেইরূপ সমুদায় মাতৃগণের প্রতি সমান ব্যবহার করিবে, ইতর বিশেষ করিও না। মাতা কৈকেয়ী তোমার যেরূপ পূজ্যা, সুমিত্রা এবং দেবী কৌশল্যাও সেইরূপ; বিশেষত কৌশল্যা আমার জননী।

"ভরত! তুমি পিতার প্রিয় কার্য্যের নিমিত্ত যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এইরূপ ধর্ম্মানুগত কার্য্য করিলে ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হইতে পারিবে।"

পঞ্চাশ সর্গ।

লক্ষ্মণ-সন্দেশ।

মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপ বলিয়া পাঠাইতেছেন, এমত সময় লক্ষ্মণ কৈকেয়ীর প্রতি রোষাবিষ্ট হইয়া ভ্রূকুটি-ভঙ্গ পূর্ব্বক ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি অবকাশ পাইয়া অমর্ষান্বিত হৃদয়ে অধোমুখে বসুধাতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! আপনি আমার বাক্যানুসারেও মহারাজকে পুনঃপুন প্রণাম জানাইয়া বহু সম্মান পূর্ব্বক বলিবেন, "আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই ধর্ম্ম-বৎসল রামচন্দ্র-সদৃশ সদ্‌গুণ-সম্পন্ন মহাত্মা এই জগতী-তলে নাই; আপনি কোন্ অপরাধে ইহাঁকে নির্ব্বাসিত করিলেন? আপনি কৈকেয়ীর বাক্যানুসারে কৈকেয়ীর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে অতীব নৃশংস কার্য্য, অতীব অযশস্কর কার্য্য ও অতীব দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন।

"আপনি নৃশংসা কৈকেয়ীর সুদারুণ কথা শুনিয়া পক্ষীর ন্যায় প্রিয়পুত্রকে যে, বনে ছাড়িয়া দিলেন—পরিত্যাগ করিলেন, ইহা

কিরূপ কার্য্য করা হইল? প্রশান্ত-প্রকৃতি আর্য্যশীল সর্ব্বভূত-হিত-পরায়ণ মহাত্মা রামচন্দ্র এমন কি পাপ করিয়াছেন যে, আপনি, সীতা ও আমার সহিত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন? মহানুভব রামচন্দ্র আপনকার প্রতিজ্ঞা পরিপালনের নিমিত্ত এবং পাছে আপনকার বাক্য মিথ্যা হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়া পিতৃপৈতামহ রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন; আপনিও সত্য-রক্ষার নিমিত্ত এই রাজ্য অন্যকে প্রদান করিলেন, ফলে এই পিতৃ-পৈতামহ রাজ্য অন্যকে দান করিবার কি আপনকার অধিকার আছে? আপনি কেবল স্বকীয় সম্পত্তিরই সম্পূর্ণ প্রভু।

"মহারাজ! আপনি স্ত্রীর বশীভূত হইয়া পুত্রকে—বিশেষত গুণবান পুত্রকে বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিলেন! ইহা কি আপনকার উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে? যশ ও ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত পুত্রের যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, নিতান্ত অনুচিত হইলেও রাম তাহা সম্পাদন করিয়াছেন; পরন্তু যশ ও ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত পিতার যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা ন্যায্য ও অবশ্য-কর্ত্তব্য হইলেও আপনি তাহা করেন নাই!

"মহারাজ! এক্ষণে আপনি স্বয়ং আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অপত্য-স্নেহও বিসর্জ্জন দিয়াছেন; সাধু ব্যক্তি সুরাপান করিয়া যেরূপ অনুতাপ করে, সেইরূপ অধুনা শোক করা আপনকার উচিত হইতেছে না। মহারাজ! ঈদৃশ গর্হিত কার্য্য আপনি স্বয়ংই করিয়াছেন, আপনকার সদৃশ মহানুভব মহাভাগ মহাত্মারা স্বয়ংকৃত কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া কখনই পরিতাপ করেন না।"

মহাতেজা লক্ষ্মণ অতীব কোপাকুলিত হইয়া এইরূপ পরুষ বাক্য বলিতেছেন দেখিয়া, রামচন্দ্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া দীনভাবে অধোমুখে অবস্থিত সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! লক্ষ্মণ অতিশয় ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে সমুদায় কঠোর ও রূঢ় বাক্য বলিতেছে, তাহা মহারাজকে শুনাইবার আবশ্যক নাই। করুণা-নিধান মহারাজ বৃদ্ধ ও আমার শোকে একান্ত দুঃখিত হইয়াছেন, তিনি ঈদৃশ অবস্থায় ঈদৃশ পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া হয় ত জীবন পরিত্যাগ করিবেন। সুমন্ত্র! তুমি মহারাজকে কখনই পরুষ বাক্য শ্রবণ করাইও না; অনুজীবী ব্যক্তিরা প্রভুর নিকট কোনমতেই অপ্রিয় বাক্য বলিতে পারে না; মহারাজ স্নেহ-শূন্য হইয়াই যে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এরূপও নহে; তিনি সত্য-পাশে সংযত হইয়াই এরূপ কার্য্য করিয়াছেন; ইহাতে যে তাঁহার স্নেহ বিলুপ্ত হইয়াছে এমত নহে। মহারাজ কৈকেয়ীকে বর প্রদান করিয়াই মোহিত ও প্রতারিত হইয়াছেন, তিনি সত্য-পাশে নিযন্ত্রিত ও পরবশ হইয়াই অনিচ্ছা পূর্ব্বক আমাদিগকে বনে পরিত্যাগ করিয়াছেন; নির্ব্বাসন-হেতু লক্ষ্মণ গত-স্নেহ ও অমর্যান্বিত হইয়া কি না বলিতে পারে? আপনি এ সমুদায় কথা শুনিবেন না এবং মহারাজকেও বলিবেন না।

সুমন্ত্র! মহারাজের নিকট অপ্রিয় বাক্য বলা উচিত নহে, সর্ব্বতোভাবে প্রিয়বাক্য

বলাই কর্ত্তব্য ; আপনি বাক্য-বিষয়ে অকুশল নহেন, আপনি বিবেচনা পূর্ব্বক মহারাজের নিকট আমাদিগের প্রণাম জানাইয়া কুশল সংবাদ বলিবেন।

একপঞ্চাশ সর্গ।

স্থমন্ত্র-বিসর্জ্জন।

মহাত্মা রামচন্দ্র, স্থমন্ত্রকে প্রতিনিবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত যে সমুদায় বাক্য কহিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া স্থমন্ত্র স্নেহ-বিক্লব ও শোকাকুলিত হইয়া উত্তর করিলেন, রামচন্দ্র! এক্ষণে আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন; ঈদৃশ অবস্থায় আমি স্নেহ-বিক্লব হইয়া যে যথাযথ সম্মান পূর্ব্বক কথা কহিতে সমর্থ হইতেছি না, তাহা আপনি, একান্ত ভক্ত বলিয়া ক্ষমা করিবেন।

রাজকুমার! এক্ষণে আপনকার বিরহে অযোধ্যাপুরী পুত্র-শোকাতুরার ন্যায় শোকে কাতর হইয়া রহিয়াছে; আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে সেই পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিব। নগরী হইতে অরণ্যে আসিবার সময় আপনি রথে থাকিতেই প্রজাগণ যেরূপ শোক ও বিলাপ করিয়াছে, তাহা আপনকার অবিদিত নাই; এক্ষণে এই রথ শূন্য দেখিলে নগরী দুঃসহ দুঃখ-ভরে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। মহারথ বীরপুরুষ নিহত হইলে সারথিকে শূন্য রথ আনিতে দেখিয়া সেনাগণ যেরূপ বিষণ্ণ হয়, এই শূন্য রথ দেখিয়াও প্রজাগণ সেইরূপ দীন ও একান্ত কাতর হইয়া পড়িবে। সম্প্রতি যদিও আপনি অযোধ্যা-নগরী হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন, তথাপি নিমেষমাত্রও প্রজাগণের মনোমন্দির হইতে বহির্গত হইতে পারিতেছেন না। এক্ষণে সমুদায় প্রজা আহার-বিহার পরিহার পূর্ব্বক অনন্য হৃদয়ে একমাত্র আপনাকেই নিরন্তর চিন্তা করিতেছে ও দিন দিন দীনহীন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, সন্দেহ নাই।

রামচন্দ্র! আপনি যে সময় আগমন করেন, সেই সময় প্রজাগণ শোকাকুলিত ও হতচেতন হইয়া যেরূপ আর্ত্তনাদ ও বিলাপ করিয়াছে, তাহা আপনি স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আপনকার নির্ব্বাসন-কালে পৌরগণ যে পরিমাণে আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, এক্ষণে রথে আমাকে একাকী দেখিয়া তাহার শতগুণ আর্ত্তনাদ করিবে, সন্দেহ নাই।

রাজকুমার! আমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবী কৌশল্যার নিকট গিয়া কি বলিব! আমি কি তাঁহার নিকট বলিব যে, আপনকার পুত্র রামচন্দ্রকে মাতুলালয়ে রাখিয়া আসিয়াছি, আপনি সন্তাপ ও পরিতাপ করিবেন না! আমি ঈদৃশ অসত্য প্রিয়বাক্য বলিতে কখনই সমর্থ হইব না। ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, গুরুর নিকট সত্য কথা বলিবে, প্রিয় কথা বলিবে; সত্য অপ্রিয় কথা অথবা অসত্য প্রিয় কথা বলিবে না। আমি রামচন্দ্রকে বনে রাখিয়া আসিয়াছি, এই সত্য অপ্রিয় কথাই বা আমি

কিরূপে দেবী কৌশল্যার নিকট বলিতে পারিব!

রঘুনন্দন! এই সমুদায় অশ্ব আমার নিদেশবর্ত্তী হইয়া আমার শাসনে থাকিয়া ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজকুমারদিগকে বহন করিয়া আসিতেছে; এক্ষণে ইহারা আপনাকে হিংস্র-জন্তু-সমাকুল বিজন অরণ্যে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিরূপে শূন্য রথ লইয়া যাইবে! রাজকুমার! আমি আপনাকে ছাড়িয়া কোন মতেই অযোধ্যায় গমন করিতে সমর্থ হইব না। আপনি অনুমতি করুন, আমিও আপনকার সহিত বনবাসী হই। আমি আপনকার নিকট পুনঃপুন প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু আপনি যদি আমার এই কামনা পূর্ণ না করেন,—আপনি যদি আমাকে একান্তই পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আপনি পরিত্যাগ করিবামাত্র আমি এই স্থানেই রথের সহিত অগ্নি-প্রবেশ করিব।

দাশরথে! এই অরণ্য-মধ্যে যাহা যাহা দ্বারা আপনকার তপস্যানুষ্ঠানের বিঘ্ন হইবে, আমি তৎসমুদায় এই রথ দ্বারা নিবারণ করিব। মহারাজ দশরথ নিজের অভিপ্রায়ানুসারে আমাকে ধর্ম্মানুগত ও অর্থকর এই সারথি-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, পরন্তু আমি আপনা হইতেই রথচর্য্যার সুখসম্ভোগ করিয়াছি। রাজকুমার! আমি এক্ষণে প্রত্যাশা করিতেছি, আপনা হইতে আপনকার সহিত বনবাসেরও সুখ-সম্ভোগ করি। রঘুনন্দন! প্রসন্ন হউন; আমাকেও অরণ্যের সহচর করুন। আপনি প্রীত হৃদয়ে বলুন, আমি আপনকার সহচর হই।

রাজকুমার! অধুনা আপনি বনবাসী হইলেন; আমি এই বনে আপনকার নিকট থাকিয়া যদি আপনকার পরিচর্য্যা করি, তাহা হইলে আমি পরমগতি লাভ করিতে পারিব। আমি এই অরণ্য-মধ্যে বাস করিয়া অবনত মস্তকে আপনকার চরণ-শুশ্রূষা করিব; আমি অযোধ্যা কিম্বা দেবলোক অথবা সমুদায় জগৎ পরিত্যাগ করিতে পারিব, পরন্তু আপনাকে ছাড়িয়া শূন্য রথ লইয়া অযোধ্যা-নগরীতে প্রবেশ করিতে পারিব না। পাপাত্মা ব্যক্তি যেরূপ ইন্দ্রপুরীতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ, আপনি ব্যতিরেকে আমিও সেইরূপ একাকী অযোধ্যা-পুরীতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ।

রঘুকুল-তিলক! এই অশ্বগণও এই অরণ্য-মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক আপনকার পরিচর্য্যা করিয়া সদ্গতি লাভ করিবে। ধর্ম্মাত্মন! আমার একান্ত বাসনা এই যে, বনবাস-কাল উত্তীর্ণ হইলে আমি এই রথেই আপনাকে লইয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিব। মহাত্মন! এই অরণ্য-মধ্যে আপনকার সহিত একত্র অবস্থান করিলে চতুর্দ্দশ বৎসর আমার পক্ষে ক্ষণকালের ন্যায় অতিবাহিত হইয়া যাইবে, কিন্তু যদি অযোধ্যায় প্রতিগমন করি, তাহা হইলে আপনকার বিরহে এই সময় চতুর্দ্দশ শত বর্ষের ন্যায় দুষ্পার হইয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই। ভক্ত-বৎসল! আপনি আমার প্রভু-পুত্র; আপনি যে পথে যাইতেছেন, আমিও সেই পথে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি। আমি আপনকার ভৃত্য ও ভক্ত; আমি এক্ষণে

অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমাকে পরিত্যাগ করা আপনকার বিধেয় হইতেছে না।

সুমন্ত্র কাতর হইয়া পুনঃপুন এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া, ভৃত্যানুকম্পী রামচন্দ্র সস্নেহ বচনে কহিলেন, ভর্ত্তৃবৎসল! আমার প্রতি আপনকার যে পরম ভক্তি আছে, তাহা আমি পূর্ব্বাবধিই অবগত আছি, তথাপি আমি যে নিমিত্ত আপনাকে অযোধ্যায় প্রেরণ করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমার কনিষ্ঠ মাতা কৈকেয়ী আপনাকে অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত দর্শন করিলে মনে মনে নিশ্চয়ই বিশ্বাস কবিবেন যে, রাম সত্য সত্যই বনগমন করিয়াছে; তিনি আমার বনবাসে পরিতুষ্টা হইয়া পরম-ধার্ম্মিক মহারাজকে মিথ্যাবাদী বলিয়া আর শঙ্কা করিবেন না। আমার কনিষ্ঠ মাতা পরম-পরিতুষ্ট হৃদয়ে ভরত-পালিত সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজ্যসুখ সম্ভোগ করুন, ইহাই আমার নিতান্ত বাসনা।

সুমন্ত্র! আপনি আমার ও মহারাজের প্রিয় কার্য্যের নিমিত্ত অযোধ্যা-পুরীতে প্রতিগমন করুন। আমি যাঁহাকে যাঁহাকে প্রণাম জানাইলাম ও যে যে সংবাদ কহিলাম, আপনি তৎসমুদায় তাঁহাদিগকে আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিবেন।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

গঙ্গা-সন্তরণ।

বীর্য্যশালী মহানুভব রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে এইরূপ বলিয়া পুনঃপুন সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি হেতু-গর্ভ বাক্যে প্রশান্তভাবে প্রিয়-মিত্র গুহকে কহিলেন, নিষাদাধিপতে! এই বনে মনুষ্য-গণের সমাগম হইয়া থাকে, এক্ষণে এখানে বাস করা আমার কর্ত্তব্য নহে; আমি যেরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি, তদনুসারে আমাকে জন-শূন্য অরণ্যেই আশ্রম ও কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতে হইবে। আমি পিতার হিত-কামনায়—পিতাকে সত্যসন্ধ করিবার নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সম্মতিক্রমে এক্ষণে তপস্বি-জন-ভূষণ জটা-বল্কল ধারণ পূর্ব্বক বন্য ফল মূল আহার, ভূতলে শয়ন প্রভৃতি নিয়ম অবলম্বন করিব। নিষাদরাজ! এক্ষণে আমাকে জটা প্রস্তুত করিয়া গমন করিতে হইবে; তন্নিমিত্ত আপনি অতিশীঘ্র বট-ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া দিউন।

রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিষাদপতি তৎক্ষণাৎ বট-ক্ষীর আহরণ করিয়া দিলেন। রাজকুমার রামচন্দ্র, সেই বট-ক্ষীর দ্বারা লক্ষ্মণের ও আপনার জটা প্রস্তুত করিয়া লইলেন। দীর্ঘ-বাহু, নর-সিংহ, মহাবীর, রাজকুমার রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ এক্ষণে জটা-মণ্ডলে বিভূষিত হইয়া ঋষিদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

এইরূপে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত তাপসবেশ ধারণ পূর্ব্বক বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন

করিয়া পবিত্র-সলিলা গঙ্গার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি গুহকে কহিলেন, নিষাদরাজ! আপনি সৈন্য-বিষয়ে, রাজকোষ-বিষয়ে, দুর্গ-বিষয়ে ও জনপদ-বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান ও প্রমাদ-শূন্য হইয়া থাকিবেন; কারণ রাজ্য-রক্ষা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।

ইক্ষ্বাকু-নন্দন রামচন্দ্র, নিষাদরাজকে এইরূপ সৎপরামর্শ প্রদান পূর্ব্বক অবিচলিত হৃদয়ে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত গঙ্গা-গর্ভে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। তিনি সম্মুখে নৌকা দর্শন করিয়া স্রোতস্বতী গঙ্গার পর পারে শীঘ্র উত্তীর্ণ হইবার অভিপ্রায়ে লক্ষ্মণকে কহিলেন, পুরুষসিংহ! তুমি এই তপস্বিনী সীতাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে এই সম্মুখস্থিতা নৌকাতে আরোহণ করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ংও আরোহণ কর।

একান্ত-বশম্বদ আজ্ঞাধীন লক্ষ্মণ, ভ্রাতা রামচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে প্রথমত মৈথিলীকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং আরূঢ় হইলেন। পরে মহাতেজা লক্ষ্মণপূর্ব্বজ রামচন্দ্র, স্বয়ং নৌকায় আরোহণ করিলেন। নিষাদাধিপতি গুহ তাঁহাদিগকে নৌকায় আরূঢ় দেখিয়া নিজ অনুচর-বর্গকে কর্ণ ও বহিত্র ধারণ পূর্ব্বক নৌকা চালাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন।

মহাতেজা মহারথ রামচন্দ্র নৌকায় আরোহণ করিয়াই আপনার মঙ্গল-কামনায় যথাশাস্ত্র আচমন করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উপযোগী ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সীতা এবং লক্ষ্মণও যথাবিধি আচমন করিয়া প্রীত হৃদয়ে ভাগীরথীকে প্রণাম করিলেন।

মহানুভব রামচন্দ্র এইরূপে নৌকায় আরূঢ় হইয়া পুনর্ব্বার সুমন্ত্র, গুহ ও তাঁহার অমাত্যগণের সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক নাবিককে কহিলেন, ভদ্র! এক্ষণে নৌকা ছাড়িয়া দাও; আমাদিগকে পর পারে লইয়া চল। এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া নাবিক তাঁহাদিগকে পর পারে উত্তীর্ণ করিবার নিমিত্ত নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নৌকা চলিতে আরম্ভ হইলে তীর-স্থিত গুহ ও সুমন্ত্র উভয়েই সজল নয়নে রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কর্ণধার কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা, নাবিকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিতা, দুস্তর-তরঙ্গ-সঙ্ঘে অভিহতা, গঙ্গা-সলিল-মধ্যগা, সুদৃঢ়া নৌকা স্রোতোবেগ ভেদ করিয়া যখন ভাগীরথীর মধ্যস্থলে উপনীত হইল, তখন বৈদেহী কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মাত শৈল-সুতে! মহামতি, মহারাজ দশরথের পুত্র এই মহাত্মা রামচন্দ্র, পিতৃ-আজ্ঞাপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; আপনি ইহাঁকে রক্ষা করুন। ইনি চতুর্দ্দশ বৎসর বিজন বনে বাস করিয়া লক্ষ্মণের সহিত ও আমার সহিত যাহাতে পুনর্ব্বার নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন, আপনি তাহা করুন। দেবি!—ত্রিপথগে! আমরা যদি কুশলে পুনর্ব্বার রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সকল কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত আমি প্রমুদিত হৃদয়ে আপনকার পূজা করিব। ভগবতি!—গঙ্গে! আপনি ব্রহ্মলোক

হইতে অবতীর্ণ হইয়া সাগরের সহিত সঙ্গতা হইবার নিমিত্ত আমাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূতা হইয়াছেন। দেবি!—সুরেশ্বরি! এক্ষণে আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি; ভক্তি-সহকারে স্তব করিতেছি। ত্রিভুবন-তারিণি! পুরুষসিংহ রামচন্দ্র অযোধ্যায় নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে আমি আপনকার প্রীতির নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে একলক্ষ ধেনু, বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করিব। পরমেশ্বরি!—ত্রিপথগে! আমি পুনর্ব্বার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া সহস্র কলস সুরা ও মহাবলিদান[১৫] দ্বারা আপনকার পূজা করিব; আপনি প্রসন্না হউন। আপনকার তীরে প্রয়াগ প্রভৃতি যে সমুদায় তীর্থ ও কাশী প্রভৃতি যে সমুদায় আয়তন আছে এবং স্থানে স্থানে যে সমুদায় দেবালয় রহিয়াছে, আমি অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া সর্ব্বত্রই পূজা দিয়া ব্রাহ্মণ দীন দরিদ্র অনাথ প্রভৃতিকে প্রভূত অন্ন, বস্ত্র ও ধন-রত্নাদি দান করিব। ভাগীরথি! আমি আপনকার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, বনবাস-কাল উত্তীর্ণ হইলে যাহাতে রামচন্দ্র কুশলে ও নিরুদ্বেগে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন, তাহা করুন।

ভর্ত্তৃ-পরায়ণা, ভর্ত্তৃ-কুশলাভিলাষিণী, অনিন্দিতা সীতা এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, ঈদৃশ সময়ে নৌকা দক্ষিণ তীরের নিকট গমন করিল। নাবিক-গণের বাহু-বলে পরিচালিতা, বায়ুবেগে অভিহতা, দ্রুতগামিনী নৌকা রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া পর পারে উত্তীর্ণ হইল। তখন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা তীরে অবতরণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সমাহিত হৃদয়ে ভগবতী ভাগীরথীকে প্রণাম করিলেন। পরে বানপ্রস্থ-বেশধারী মহাবীর রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বাষ্পাকুলিত লোচনে অরণ্যানীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে বনবাস-দীক্ষিত ধীমান রাজকুমার রামচন্দ্র সুমিত্রানন্দন মহাবাহু লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! এক্ষণে এই বিজন বনে অপ্রমত্ত হৃদয়ে সীতাকে রক্ষা করিতে হইবে; সৌমিত্রে! তুমি অগ্রে অগ্রে গমন কর, সীতা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করুন; আমি পৃষ্ঠ দেশে থাকিয়া তোমাকে ও সীতাকে রক্ষা করিব। লক্ষ্মণ! এক্ষণে আমাদের পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে আমাদিগকে কোনরূপ দুষ্কর কার্য্য করিতে হয় নাই, পরন্তু অদ্য অবধি আমাদিগকে অতীব দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অদ্য বৈদেহী বনবাসের দুর্ব্বহ দুঃখ বুঝিতে পারিবেন; অদ্য ইহাঁকে সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহের ভীষণ ধ্বনি সহ্য করিতে হইবে; অদ্য ইনি জন-মানব-পরিশূন্য, শস্যক্ষেত্র-উদ্যান-প্রভৃতি-বিরহিত, গর্ত্ত-সঙ্কুল, উন্নতানত, বিষম অরণ্যে প্রবেশ করিবেন।

ধীমান লক্ষ্মণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন; মধ্যস্থলে সীতা ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ রামচন্দ্র গমন করিতে লাগিলেন। ধনুর্ধারী রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত গমন করিতে করিতে, যে দিকে সুমন্ত্র আছেন, সেই দিকে এক এক বার সজল নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পরে রাম, লক্ষ্মণ ও

সীতা যখন ক্রমে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন, তখন স্নেহ-বিহ্বল সুমন্ত্র ও গুহ, রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে দর্শনে নিরাশ হইয়া নিবৃত্ত হইলেন।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা গমন করিতে করিতে বিবিধ-বিহঙ্গম-নাদে অনুনাদিত, বিকসিত-কুসুম-সমূহে সুশোভিত, বহুবিধ-বৃক্ষ-সমাকুল মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা বহুদূর গমন করিয়া বহু অবরোহ (ঝুরি) বিভূষিত একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা সেই স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, অনতিদূরেই হংস-কারণ্ডব-চক্রবাক-সুশোভিত,প্রফুল্ল-কমলিনী-সমলঙ্কৃত সুদর্শিনী নামে প্রথিত একটি দীর্ঘিকা রহিয়াছে। দূর হইতে দিব্য-সলিল-বাহিনী-মন্দাকিনী-সুশোভিত চিত্রকূট নামক মহাগিরি লক্ষিত হইতেছে। রামচন্দ্র সীতাকে ও লক্ষ্মণকে সেই সমুদায় সুরম্য দৃশ্য দেখাইতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ জলপানানন্তর একটি পৃষত-মৃগ-শাবক নিহত করিয়া অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক পাক করিলেন। পরে তাঁহারা সীতার সহিত সেই সদ্যো-নিহত মৃগমাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক সেই পবিত্র বটবৃক্ষ-তলেই সেই রাত্রি আবাস গ্রহণ করিয়া থাকিলেন।

এদিকে সুমন্ত্র ও নিষাদরাজ গুহ, রামচন্দ্রকে মহারণ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দূরতা নিবন্ধন ও বৃক্ষ-রাজির ব্যবধান বশত আর কিছুই দেখিতে না পাইয়া ব্যথিত হৃদয়ে বাষ্প-বারি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

রাম-বিলাপ।

গুণাভিরাম রামচন্দ্র, সেই বটবৃক্ষ-তলে অবস্থান পূর্ব্বক সায়ং-সন্ধ্যা সমাপন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,ভ্রাত! জন-সঙ্গ-পরিত্যাগী জীবন্মুক্ত যতিদিগের ন্যায় অদ্য আমরা লোকালয় হইতে বহির্গত ও সমুদায় সাংসারিক সুখ হইতে নিবৃত্ত হইলাম। অদ্য সুমন্ত্রও নাই; অদ্য আমাদের দুঃখ-ভোগের এই প্রথম রাত্রি; ভ্রাত! তুমি স্বজনগণ-বিরহে ব্যথিত, শোকাকুলিত, ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইও না। অদ্য হইতে আমাদিগকে অতন্দ্রিত হৃদয়ে রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে; অদ্য হইতে সীতার রক্ষা-বিষয়ে তোমাকে ও আমাকে নিরন্তর সতর্ক হইয়া থাকিতে হইবে।

সৌমিত্রে! তুমি তৃণ আহরণ পূর্ব্বক এই স্থানে আমার শয্যা প্রস্তুত করিয়া দাও, এবং আমার নিকটেই তোমারও শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখ। রামচন্দ্রের এইরূপ আদেশানুসারে লক্ষ্মণ সেই বৃক্ষ-তলেই পত্র ও তৃণ আহরণ করিয়া রামচন্দ্রের ও আপনার শয্যা প্রস্তুত করিলেন। যিনি চিরকাল দুগ্ধফেন-নিভ মহার্হ সুকোমল সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়া আসিয়াছেন, সেই রামচন্দ্র আজি পর্ণ-শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রিকালে লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বিবিধ-বিষয়ক কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র কহিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! বোধ হয়, অদ্য মহারাজ, পূর্ণ-মনোরথা ও পরিতুষ্টা কৈকেয়ী কর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। ভাই লক্ষ্মণ! আমার সন্দেহ হইতেছে, ভরত অযোধ্যায় আগমন করিলে রাজ্যলুব্ধা নৃশংসা কৈকেয়ী হয় ত মহারাজের প্রাণ-সংহার করিয়া ফেলিবেন! হায়! মহারাজ এক্ষণে বৃদ্ধ ও অনাথ; তাঁহাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করে, এমত ব্যক্তি কেহই নাই; আমিও এক্ষণে তাঁহার নিকটে থাকিলাম না; মহারাজ এক্ষণে এতদূর কাম-পরতন্ত্র ও কৈকেয়ীর বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন যে, আপনার প্রাণ-রক্ষার দিকে দৃষ্টিপাতও করিবেন না। মহারাজের মতিভ্রম, কাম-পরতন্ত্রতা ও এই উপস্থিত বিপদ দেখিয়া আমার বিবেচনা হইতেছে, ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই প্রবল। যদি ত্রিবর্গ-মধ্যে কামই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল না হইত, তাহা হইলে কোন্ কৃতবিদ্য ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা, স্ত্রীর বশীভূত হইয়া অকারণে আত্মানুরূপ সচ্চরিত্র প্রিয় পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। ভাই লক্ষ্মণ! কৈকেয়ী-নন্দন ভরতই সুখী ও সৌভাগ্য-সম্পন্ন; ভরত এক্ষণে একাকীই অধিরাজের ন্যায় প্রমুদিত হৃদয়ে সমুদায় কোশল রাজ্য ভোগ করিবে!

ভাই লক্ষ্মণ! পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, আমিও বনবাসী হইলাম; এক্ষণে ভরতই সমুদায় রাজ্য-সুখ সম্ভোগ করিতে থাকিবে! যিনি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র কামেরই অনুবর্ত্তী হয়েন, তিনি এই মহারাজ দশরথের ন্যায় মহাকষ্ট ভোগ করেন! আমি বোধ করি, মহারাজ দশরথের জীবন-সংহারের নিমিত্ত, আমার বনবাসের নিমিত্ত এবং ভরতের রাজ্য-লাভের নিমিত্তই মহারাজের সহিত কৈকেয়ীর বিবাহ হইয়াছে! হয় ত কৈকেয়ী এক্ষণে সৌভাগ্য-মদে উন্মত্ত ও গর্ব্বিত হইয়া আমার প্রতি দ্বেষ-নিবন্ধন মদ্বিরহে দীনা ও ক্ষীণা কৌশল্যাকে নিপীড়িত করিবেন! ধর্ম্মনিষ্ঠা সুমিত্রা আমার প্রতি সাতিশয় স্নেহ করিয়া থাকেন; হয় ত কৈকেয়ী তাঁহাকেও কষ্ট দিতে ত্রুটি করিবেন না! ভাই লক্ষ্মণ! এখনও তুমি অযোধ্যায় প্রতিগমন কর; আমি একাকী সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে গমন করিতেছি; তুমি অযোধ্যায় গিয়া অনাথা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে রক্ষা কর। পাপনিশ্চয়া কৈকেয়ী, অত্যন্ত ক্ষুদ্রাশয়া ও অতীব নৃশংসা; তিনি আমার প্রতি বিদ্বেষ-নিবন্ধন কৌশল্যাকে যন্ত্রণা প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই! বোধ হয়, নীচাশয়া কৈকেয়ী আমার প্রতি বিদ্বেষ-বশত আমাদের জননীর প্রাণ-বিনাশের নিমিত্ত বিষ-প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত না হইতে পারেন!

সৌমিত্রে! আমার বোধ হয়, আমার জননী কৌশল্যা পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই অনেক রমণীকে পুত্র-বিযোজিত করিয়াছিলেন! ইহা না করিলে তিনি কি নিমিত্ত এক্ষণে পুত্র-বিযুক্তা হইতেছেন! জননী নানা-প্রকার দুঃখ সহ্য করিয়া আমাকে চিরদিন লালন-পালন করিয়া বাড়াইয়াছেন; চিরদিন রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন; এক্ষণে ফল-ভোগ-কালে তিনি

পুত্র-বিযুক্তা হইলেন! হায়! সর্ব্বতোভাবে আমাকেই ধিক্! সৌমিত্রে! আমি জননী কৌশল্যাকে যেরূপ অনন্ত শোক ও দুঃখ প্রদান করিতেছি, তাহাতে আর কোন রমণী যেন আমার ন্যায় হতভাগ্য সন্তান প্রসব না করে!

লক্ষ্মণ! আমার অনুভব হইতেছে, আমার জননীর পালিতা সারিকাও আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ সে মাতা কৌশল্যার নিকট তাঁহার মনোরঞ্জন বাক্যই প্রয়োগ করিয়া থাকে! সে পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিয়াও শুককে বলে যে, শুক! শত্রুর চরণে দংশন কর। শুক! তুমি যে পর্য্যন্ত একাকী থাকিবে বা গগন-পথে উড়িয়া বেড়াইবে; তন্মধ্যে যে পর্য্যন্ত শত্রু আমাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত সম্মুখীন থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তুমি আত্ম-মোচনের নিমিত্ত প্রাণপণে শত্রুর চরণে বা হস্তে দংশন করিবে। সারিকা মুখে এই কথা বলিয়াও আমার জননীকে পরিতুষ্ট করে; আমি এতদূর হতভাগ্য সন্তান যে, অরণ্য-যাত্রা-কালে জননীর প্রতিকূল বাক্যই বলিয়াছি! অরিন্দম লক্ষ্মণ! মন্দভাগ্যা কৌশল্যা পুত্র-হীনার ন্যায় দুঃখ-সাগরে মগ্ন হইয়া শোক ও পরিতাপ করিতেছেন! আমি পুত্র হইয়া তাহার কোনরূপ প্রতিকার করিতে পারিতেছি না! আমাকে ধিক্! আমার বোধ হয়, আমার অল্পভাগ্যা জননী একমাত্র দুঃখভোগ করিবার নিমিত্তই পৃথিবীতে আসিয়াছেন; তিনি কখনও সুখ-ভাগিনী হইলেন না। লক্ষ্মণ! আমি এতদূর ক্লেশ ভোগ করিতেছি বটে, কিন্তু মনে করিলে আমি অবিলম্বেই এই পর-হস্তগত পৃথিবীকে অনায়াসে আত্ম-বশীভূত করিতে পারি! পরন্তু আমি ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বিষয়ে বীরত্ব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। সৌমিত্রে! আমি অধর্ম্মভয়ে ও লোকাপবাদ-ভয়ে ভীত হইয়া সামর্থ্য ও ক্ষমতা থাকিতেও সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় ঈদৃশ দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিতেছি!

স্বজন-বিয়োগে কাতর রামচন্দ্র, নির্জ্জন অরণ্য-মধ্যে করুণ বচনে এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাষ্পাকুলিত লোচনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর বিলাপে বিরত রামচন্দ্র, প্রশান্ত-শিখ অনলের ন্যায়, বেগ-বিরহিত সাগরের ন্যায় নিস্তব্ধ হইলে, অনুজ লক্ষ্মণ তাঁহাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহাসত্ত্ব! শোকের বশীভূত হওয়া আপনকার উচিত হইতেছে না। দুঃসহ দুঃখ উপস্থিত হইলেও আপনকার ন্যায় মহাত্মারা কখনই শোক প্রকাশ করেন না। প্রভো! আমি ইহা আপনকার দুঃখের কারণ বলিয়া বোধ করিতেছি না; প্রত্যুত আপনকার প্রতি পৌরগণের অনুরাগাতিশয় দর্শন করিয়া আমি ইহাকে আপনকার অভ্যুদয় বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। যে ব্যক্তি পাপাত্মা ও দুষ্কর্ম্ম-পরায়ণ, তাহার প্রতি কেহই অনুকম্পা প্রকাশ করে না। লোকে পাপাত্মা ব্যক্তিকে অভ্যুদয়-সময়েই স্তব করে, বিপদের সময় কোন ব্যক্তিই পাপাত্মার অনুবর্ত্তী হয় না। আর্য্য! আপনকার

এই বিপদের সময় যখন সকলেই আপনকার গুণের স্তব করিতেছে, তখন ইহা আপনকার বিপদই নহে; আমি বিবেচনা করি, ইহা আপনকার অভ্যুদয়।

আর্য্য! অদ্য সমুদায় অযোধ্যা-পুরী আপনকার অভাবে নিশানাথ-বিহীন নিশার ন্যায় প্রভাহীন ও একান্ত দুঃখিত হইয়া রহিয়াছে। আর্য্য! সামান্য লোকের ন্যায় বিলাপ করা আপনকার উচিত হইতেছে না; আপনি বিলাপ করিয়া আমাকে ও সীতাকে অপার বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন করিতেছেন! অতএব আর্য্য! আপনি স্বয়ং আপনাকে সুস্থির করুন; শোক প্রকাশ করিবেন না। যাহারা অল্প-বুদ্ধি, তাহারাই শোক-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া অবসন্ন হয়।

আর্য্য! আপনাকে ঈদৃশ শোক-সন্তপ্ত দেখিয়া মৈথিলী ও আমি, জল হইতে উদ্ধৃত মৎস্যের ন্যায় অধিক ক্ষণ জীবন ধারণ করিতে পারিব না। মহাত্মন! এক্ষণে আমি আপনা ব্যতিরেকে পিতাকে, শত্রুঘ্নকে, সুমিত্রাকে অথবা অমরাবতীও দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না।

বনবাস-স্থিত মহাসত্ত্ব মহাত্মা রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের মুখে ঈদৃশ সার্থক উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাবেগ সংবরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও কহিলেন, ভাই! আমি দুর্ব্বিষহ শোক-ভরে এককালে ধৈর্য্য-চ্যুত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

ভরদ্বাজাশ্রমে গমন।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা, সেই বট-বৃক্ষ-তলে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া সূর্য্যোদয়-কালে সন্ধ্যোপাসনা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। তাঁহারা নিবিড় বন ভেদ করিয়া যে স্থলে পবিত্র গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম হইয়াছে, তদভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নির্দ্দোষ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক অদৃষ্ট-পূর্ব্ব মনোহর বহুবিধ দেশ, বহুবিধ ভূমিভাগ, বহুবিধ বৃক্ষ ও তপঃপরায়ণ তপস্বিগণকে দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দিবাকর অস্তাচল-শিখরোন্মুখ হইলে মহানুভব রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! ঐ দেখ, প্রয়াগের মধ্যে ভগবান কৃশানুর কেতুস্বরূপ ধূম সমুত্থিত হইতেছে। ইহাতে অনুমান হয়, সন্নিহিত স্থানেই মুনিগণের আশ্রম আছে। লক্ষ্মণ! গঙ্গা ও যমুনা, এই মহানদীদ্বয়ের উভয় স্রোতের সংঘট্ট-জনিত মহাশব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে; ইহাতে বোধ হয়, আমরা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-স্থলে উপস্থিত হইলাম। এই দেখ, বনবাসী মুনিগণ অগ্নি-প্রজ্বালনের নিমিত্ত এই সমুদায় কাষ্ঠ ভগ্ন করিয়াছেন। ঐ দেখ, ভরদ্বাজাশ্রমে বিবিধ বিচিত্র বৃক্ষ সমুদায় দৃষ্ট হইতেছে।

অনন্তর দিবাকর অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলে শরাসনধারী রাম ও লক্ষ্মণ, একান্ত

শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া গঙ্গা-যমুনার সন্ধিস্থলে পবিত্র ভরদ্বাজাশ্রমে উপনীত হইলেন। তাঁহারা যখন আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক আশ্রম-পরিসরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন; তখন সুখ-সুপ্ত মৃগ-পক্ষিগণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। পরে শ্রীমান রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা, আশ্রমদ্বারে উপস্থিত হইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের দর্শন-প্রত্যাশায় দণ্ডায়মান থাকিলেন; মহর্ষিও রাম ও লক্ষ্মণ উপস্থিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করাইতে অনুমতি দিলেন।

মহাভাগ মহর্ষি ভরদ্বাজ অগ্নিহোত্র সমাধান পূর্ব্বক সুখাসীন রহিয়াছেন, এমন সময় রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রণাম করিলেন। মুনিগণ ও মৃগ-পক্ষিগণে পরিবৃত মহর্ষিও অভ্যাগত রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার যথাবিহিত অভ্যর্থনা করিয়া অতীব সমাদর করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ-পূর্ব্বজ রামচন্দ্র আত্ম-পরিচয়ের নিমিত্ত মহর্ষির নিকট কহিলেন, ভগবন! আমরা মহারাজ দশরথের পুত্র; আমার নাম রামচন্দ্র; এইটি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ইহাঁর নাম লক্ষ্মণ; এই জনক-নন্দিনী কল্যাণী বৈদেহী, আমার ভার্য্যা; ইনি আমার অনুগমনে কৃতনিশ্চয়া হইয়া আমার সহিত এই বিজন তপোবনে উপস্থিত হইয়াছেন। পিতা আমাকে বনবাসে প্রেরণ করিতেছেন দেখিয়া আমার এই প্রিয়তম ভ্রাতা সৌমিত্রি, দৃঢ় অধ্যবসায়-সহকারে আমার সহিত বনে আসিয়াছেন। ভগবন! আমি এক্ষণে পিতার নিয়োগানুসারে মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফল-মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক তপস্বি-জনোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব।

ধীমান রাজকুমার রামচন্দ্রের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা ফলভোজী মহর্ষি ভরদ্বাজ, আতিথ্যের নিমিত্ত মধুপর্কের অঙ্গীভূত গো, অর্ঘ্য ও উদক প্রদান পূর্ব্বক আসন উদক ও ফল-মূল প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার যথোচিত আতিথ্য করিলেন। মহাত্মা রামচন্দ্র, ঐ সমুদায় দ্রব্য দ্বারা কৃতাতিথ্য হইয়া সুখোপবিষ্ট হইলে মহর্ষি ভরদ্বাজ ধর্ম্মানুগত বচনে কহিলেন, রামচন্দ্র! আমার সৌভাগ্য-ক্রমেই তুমি কুশল-শরীরে এই আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছ। মহারাজ দশরথ যে তোমাকে অকারণে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি; রাজকুমার! এই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থান অতি নির্জ্জন, পরম-রমণীয়, নিরতিশয়-পবিত্র এবং সর্ব্বত্র বিখ্যাত; যদি তোমার অভিরুচি হয়, আমার সহিত এই স্থানে অবস্থান কর; ইহা তপোবন-নিবাসীদিগের সকলেরই সাধারণ স্থান।

মহর্ষির মুখে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ব্রহ্মন! যদি আমি আপনকার সহিত এখানে একত্র বাস করিতে পাই, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনকার যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়, সন্দেহ নাই; পরন্তু তপোধন! এই স্থান হইতে আমাদিগের রাজধানী নিতান্ত দূরবর্ত্তী নহে; আমার বন্ধুবান্ধবগণ আমাকে দেখিবার নিমিত্ত এই স্থানে সর্ব্বদাই আগমন

করিবে, সন্দেহ নাই; এই কারণে আমি এই স্থানে বাস করিতে অভিলাষ করিতেছি না। আমি বন্ধুবান্ধবগণের অপরিজ্ঞাত থাকিয়া লক্ষ্মণ ও বৈদেহীর সহিত যে বনে নিরুদ্বেগে সুখসচ্ছন্দে বাস করিতে পারিব, যেখানে সুখোচিতা জনক-নন্দিনীর হৃদয় প্রফুল্ল থাকিবে, ঈদৃশ অন্য কোন নির্জ্জন আশ্রম আমাকে বলিয়া দিউন।

রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজ একাগ্র হৃদয়ে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা পূর্ব্বক কহিলেন, রামচন্দ্র! এই স্থান হইতে দ্বাদশ ক্রোশ দূরে চিত্রকূট নামে বিখ্যাত গন্ধমাদন-গিরি-সদৃশ একটি মহাগিরি আছে। ঐ পর্ব্বতে বহুবিধ বানর ভল্লুক গোলাঙ্গুল প্রভৃতি সচ্ছন্দে ইতস্তত ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। ঐ পর্ব্বত সকলের পক্ষেই সুখদায়ক, সুদৃশ্য, শ্রেয়স্কর ও অতীব পবিত্রতম। ঐ পর্ব্বতে তপঃপরায়ণ মহর্ষিগণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তপস্যা করিতেছেন। মানবগণ যত কাল ঐ চিত্রকূট পর্ব্বতের শৃঙ্গদর্শন করে, তত কাল তাহারা কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, মোহে অভিভূত হয় না, এবং একমাত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানেই তাহাদের মতি থাকে।

তপঃপরায়ণ বহুসংখ্য মহর্ষি ঐ স্থানে তপস্যা করিয়া দিব্য-বিভূষণে বিভূষিত হইয়া কিরীটোজ্জ্বল মস্তকে দেবলোকে গমন করিয়াছেন। রঘুনন্দন! ঐ স্থান নির্জ্জন; আমি বিবেচনা করি, বাসের নিমিত্ত ঐ স্থানই তোমাদের মনোনীত হইবে। পুরুষসিংহ! তুমি, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত ঐ আশ্রম-মণ্ডলে বাস করিয়া সর্ব্বতোভাবে সুখী ও প্রীত-হৃদয় হইতে পারিবে; অথবা যদি তোমার অভিরুচি হয়, আমার সহিত এই স্থানেই বাস কর।

হিতাভিলাষী ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি ভরদ্বাজ, এইরূপ বাক্য বলিয়া প্রিয়তম অতিথি রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতাকে অপূর্ব্ব ভোগ্য বস্তু দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন। মহানুভব রামচন্দ্র, মহর্ষির সহিত একত্র আহার করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক বিবিধ বিচিত্র কথোপকথনে রজনী অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে মহাত্মা রামচন্দ্র প্রাতঃকৃত্য সমাধান পূর্ব্বক প্রজ্বলিত-হুতাশন-সদৃশ-তেজঃসম্পন্ন মহর্ষি ভরদ্বাজকে কহিলেন, ভগবন! রাত্রি অবসান হইয়াছে; এক্ষণে আপনকার অনুমতি হইলে আমরা যাত্রা করি। মহর্ষি কহিলেন, রামচন্দ্র! সুস্বাদু ফল মূল ও সলিল সম্পন্ন রমণীয় চিত্রকূটই তোমার বাসের উপযুক্ত স্থান। তুমি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এ স্থান হইতে যাত্রা করিয়া চিত্রকূট-পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া বিশ্রব্ধ হৃদয়ে বিহার করিতে পারিবে। ঐ পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থানে সুশীতলা মন্দাকিনী প্রবাহিতা হইতেছে; ইহার জল অতীব সুস্বাদু। এই মন্দাকিনী-তীরে সুস্বাদু-ফল-সুশোভিত বৃক্ষ সমুদায় শোভা বিস্তার করিতেছে। রামচন্দ্র! ঐ স্থানে কিন্নর ও উরগগণ নিরন্তর বাস করিয়া থাকে; ময়ূরের কেকারব সততই শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। বৎস! অরণ্য-মধ্যে দেখিতে পাইবে, মাতঙ্গ ও কুরঙ্গ-সমূহ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। নদী,

প্রস্রবণ, গিরিপ্রস্থ, গিরিগুহা, গিরিকন্দর, গিরিনির্ঝর, এই সমুদায় রমণীয় প্রদেশে তুমি সীতার সহিত বিচরণ করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিবে।

রামচন্দ্র! অধুনা তুমি, প্রহৃষ্ট-দাত্যুহ-টিট্টিভ-কোকিল-প্রভৃতি-পক্ষি-নিনাদে অনুনাদিত বিবিধ-মত্ত-মাতঙ্গ-কুরঙ্গগণ-নিষেবিত মঙ্গলময় সুরম্য ধরাধরে গমন করিয়া আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অবস্থান কর।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

যমুনাতীরে বাস।

ইক্ষ্বাকু-নন্দন রাম ও লক্ষ্মণ ভরদ্বাজাশ্রমে একরাত্রি অবস্থান পূর্ব্বক মহর্ষির চরণতলে প্রণাম করিয়া চিত্রকূট-পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহামুনি ভরদ্বাজ, রামচন্দ্রকে যাত্রা করিতে দেখিয়া চিত্রকূট-পর্ব্বতের পথ বলিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কহিলেন, রামচন্দ্র! তুমি এই স্থান হইতে এই দিক দিয়া গমন পূর্ব্বক বিবিধ আশ্রম দর্শন করিতে করিতে কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া যমুনা-নদী পার হইবে। এই মহানদী যমুনাতে কুম্ভীর প্রভৃতি বহুবিধ জলচর হিংস্র জন্তু রহিয়াছে; তুমি তীরজাত বৃক্ষ-সমূহ হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ পূর্ব্বক উড়ুপ নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা পর পারে উত্তীর্ণ হইবে। ঐ যমুনা-তীরের অনতিদূরে শ্যামবট নামে বিখ্যাত একটি বিস্তীর্ণ বটবৃক্ষ রহিয়াছে; এই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় বিবিধ বিহঙ্গকুল কুলায় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে; ইহার হরিদ্বর্ণ পত্র সমুদায়ের অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা বিস্তার হইতেছে; এই বৃক্ষের নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহাই সফল হয়। কল্যাণী সীতা যেন এই বৃক্ষকে নমস্কার করিয়া পূজা পূর্ব্বক অভিলষিত বর প্রার্থনা করেন। যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, সেই স্থানে একদিন বাস করিবে অথবা বাস না করিয়াই চলিয়া যাইবে।

ঐ স্থান হইতে দক্ষিণাভিমুখে এক ক্রোশ গমন করিয়া নীলবর্ণ একটি নিবিড় বন দেখিতে পাইবে। ঐ বনমধ্যে পলাশ, বদরী, বংশ, মধুক ও আম্র প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষ রহিয়াছে। উহাই চিত্রকূট-পর্ব্বত-গমনের পথ। আমি অনেক বার ঐ পথে গমনাগমন করিয়াছি। ঐ পথ অতীব রমণীয়। উহার মধ্যে মধ্যে মুনিগণের আশ্রম রহিয়াছে। ঐ পথে কণ্টক প্রভৃতি বনদোষ কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। মহর্ষি ভরদ্বাজ এইরূপ আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিয়া যে সময় বিনিবৃত্ত হয়েন; সেই সময় রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন।

মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রতিনিবৃত্ত হইলে মহানুভব রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! আমাদের অনেক পুণ্য-বল আছে যে, মহর্ষি আমাদিগের প্রতি এতদূর অনুকম্পা প্রদর্শন করিলেন। তপস্বি-বেশ-ধারী পুরুষ-সিংহ রাম ও লক্ষ্মণ, সীতাকে অগ্রসর করিয়া এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে যমুনা-নদী-

তীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কালিন্দী-জলের বিষম বেগ ও স্রোত দর্শন করিয়া কিরূপে পর পারে উত্তীর্ণ হইবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা কাষ্ঠ ও তীর-জাত বংশ দ্বারা উড়ুপ নির্ম্মাণ করিলেন; মহাবীর লক্ষ্মণ, জম্বু-শাখা ও বেতস-শাখা ছেদন পূর্ব্বক সীতার উপবেশনার্থ আসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। মহাত্মা রামচন্দ্র, লক্ষ্মীর ন্যায় অচিন্ত্য-শোভা-সম্পন্না ঈষৎ-লজ্জমানা সীতাকে উড়ুপের উপরি আরোহণ করাইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে বসন ভূষণ ও আয়ুধ-সমুদায় স্থাপন করিলেন। পরে রামচন্দ্র, লতার ন্যায় কম্পমানা সীতাকে ধরিয়া উপবেশন করিলে লক্ষ্মণও উড়ুপের উপরি উপবিষ্ট হইলেন।

এইরূপে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা, সূর্য্য-তনয়া যমুনা নদী পার হইতে আরম্ভ করিলেন। মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া সীতা যমুনাকে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আমি আপনাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, আপনি মঙ্গল করুন; যে সময় আমার পতি চতুর্দ্দশ-বর্ষ-বনবাস-ব্রত উদযাপন করিবেন, সেই সময় আমি একশত-কলস সুরা ও গো-সহস্র দ্বারা আপনকার অর্চ্চনা করিব। আপনি মঙ্গল করুন; যাহাতে রামচন্দ্র ইক্ষ্বাকু-পালিত অযোধ্যা-নগরীতে পুনরাগমন করেন, তাহা করুন। জনক-নন্দিনী সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, এমত সময় তাঁহারা তীরজ-বৃক্ষ-সমূহে সঙ্কীর্ণ দক্ষিণ তীরে উপনীত হইলেন।

রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা, তীরে উত্তীর্ণ হইয়া উড়ুপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যমুনা নদীকে প্রণাম করিয়া শ্যাম-বটতলে শীতল-চ্ছায়ায় গমন করিলেন। জনক-নন্দিনী সীতা, শ্যামবটের পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা-বাক্যে কহিলেন, মহাবৃক্ষ! তোমাকে নমস্কার করি; আমার পতি যেন চতুর্দ্দশ-বর্ষ-বনবাস-ব্রত হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। আমি প্রার্থনা করিতেছি, আমার বৃদ্ধ শ্বশুর কোশলাধিপতি দশরথ ও ভরত প্রভৃতি দেবরগণ চিরজীবী হউন; আমি অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে যেন জীবিত দেখিতে পাই।

জনক-নন্দিনী সীতা সত্যোপযাচন শ্যাম-বটের নিকট ভক্তিভাবে এইরূপ প্রার্থনা করিলে, সকলেই সেই শ্যামবটকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন কর, আমি অস্ত্র-ধারণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছি। এই জনক-নন্দিনী যে ফল বা পুষ্প প্রার্থনা করিবেন, যাহাতে ইহাঁর মনঃপ্রীতি হইবে, তুমি তাহাই প্রদান করিবে। বিদেহ-নন্দিনী সীতা বহু-পুষ্প-সুশোভিত অদৃষ্টপূর্ব্ব বৃক্ষ ও লতা সন্দর্শন করিয়া রামচন্দ্রের নিকট সেই সমুদায়ের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও সীতার পরিতোষের নিমিত্ত বহুবিধ রমণীয় ফল ও পুষ্প আনিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাত্মা রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা এইরূপে এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া নিবিড়

নীলবনে উপনীত হইলেন। তাঁহারা সেই স্থানে একটি পবিত্র মৃগ বিনাশ পূর্ব্বক তাহার মাংস পাক করিয়া ভোজন করিলেন।

এইরূপে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বহুবিধ-বিহঙ্গম-নিনাদে অনুনাদিত মৃগযূথ-সমাকুল সেই বনে যথাভিলষিত বিহার করিয়া নদী-তীর-জাত সমুন্নত-রমণীয়-বৃক্ষতলে আবাস গ্রহণ করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

চিত্রকূট-নিবাস।

অনন্তর বিভাবরী প্রভাত হইলে মহানুভব রামচন্দ্র সুখ-শয়ান শ্রমক্লান্ত লক্ষ্মণকে ধীরে ধীরে জাগরিত করিলেন ও কহিলেন, সৌমিত্রে! ঐ দেখ, বহুবিধ বিহঙ্গগণ মধুর রব করিতেছে। এক্ষণে যদি তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে চল, আমরা যাত্রা করি। সুখসুপ্ত লক্ষ্মণ, ভ্রাতা কর্ত্তৃক প্রতিবোধিত হইয়া পথিশ্রম-ক্লান্তি ও নিদ্রা পরিহার পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। তাঁহারা তিন জনে বিশুদ্ধ সলিল দ্বারা মুখপ্রক্ষালনাদি পূর্ব্বক শুচি হইয়া সন্ধ্যাবন্দন সমাধানান্তে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সেই দিবস চিত্রকূট-পর্ব্বতে অবস্থান-বিষয়ে কৃত-নিশ্চয় হইয়া চিত্রকূটের পথাবলম্বন পূর্ব্বক ত্বরিত পদে গমন করিতে লাগিলেন।

মহানুভব রামচন্দ্র অনতি-দীর্ঘকাল-মধ্যেই বিবিধ-বিচিত্র-পাদপ-সুশোভিত চিত্রকূট-বনে উপস্থিত হইয়া সীতাকে কহিলেন, বৈদেহি! এই মালিনী-নদী-তীরস্থিত পর্ব্বত-প্রদেশে কীদৃশ অপূর্ব্ব বহুবিধ বিকসিত কুসুমরাজি বিরাজিত হইতেছে! সুলোচনে! ঐ দেখ, শীতকাল অতীত হওয়াতে প্রস্ফুটিত কিংশুক-পুষ্প-সমুদায় প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে; এদিকে দেখ, মন্দাকিনী-তীরে কর্ণিকার-বন, প্রদীপ্ত-কাঞ্চন-সদৃশ রুচির কুসুম-নিকরে শোভমান হইতেছে; ঐ দেখ, বিল্ব, পনস, তিন্দুক, ভল্লাতক প্রভৃতি বৃক্ষ সমুদায় ফলভারে অবনত হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। বৈদেহি! আমরা এখানে কেবল ফলদ্বারাই জীবন ধারণ করিতে পারিব। আহা! আমরা যে এই চিত্রকূটে আসিয়াছি, ইহা দেব-লোক-সদৃশ মনোরম স্থান।

লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, চিত্রকূট-পর্ব্বতে মধুমক্ষিকাগণ মধুসঞ্চয় পূর্ব্বক কেমন অপূর্ব্ব ক্ষৌদ্রপটল বিনির্ম্মাণ করিয়াছে! এই লম্বমান দ্রোণ-পরিমিত ক্ষৌদ্রপটল-সমুদায় কি রমণীয় শোভা বিস্তার করিতেছে! এদিকে দেখ, দাত্যূহগণের শব্দের সহিত শিখণ্ডিগণও রব করিতেছে; জল-কুক্কুভগণ উচ্চরব করিয়া যেন উহাদিগকে উপহাস করিতেছে; এই দেখ, বনমধ্যে কলকণ্ঠ কোকিলকুলের কুহুরব শ্রবণ করিয়া প্রমুদিত মধুমত্ত মধুপগণ গুণ্ গুণ্ স্বরে গান করিয়াই যেন কুসুমসমূহে বিচরণ করিতেছে।

বৈদেহি! ঐ দেখ, মন্দাকিনী-তীরে প্রত্যেক মহীরুহতলে প্রচুর পরিমাণে পুষ্পপুঞ্জ প্রকীর্ণ

রহিয়াছে; বোধ হইতেছে যেন, কোন ব্যক্তি আমাদের নিমিত্ত কুসুম-শয্যা-সমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে; সুশ্রোণি! এদিকে দেখ, সুপরিষ্কৃত নির্ম্মল শিলাতল-সমুদায় লতা-মণ্ডপে সমাচ্ছন্ন হইয়া অপূর্ব্ব ক্রীড়া-গৃহের ন্যায় রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে; প্রিয়ে! এই পর্ব্বতে মত্ত মাতঙ্গগণ বিচরণ করিতেছে; বিবিধ বিহঙ্গগণের সুমধুর নিনাদে চতুর্দ্দিক নিনাদিত হইতেছে; ইহার সকল স্থানই নানাবিধ মৃগগণে আকীর্ণ। আমরা এই রমণীয় কাননে পরম সুখে বিচরণ করিব; তুমিও আমার সহিত এই স্থানে পরম-প্রীত হৃদয়ে কালাতিপাত করিতে পারিবে।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এইরূপে মন্দাকিনী-সন্নিহিত বনরাজি সন্দর্শন করিতে করিতে বহুবিধ-কুসুম-নিকর-সুশোভিত চিত্রকূট পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। তাঁহারা বিবিধ-বিহঙ্গ-সমাকুল বহু-ফলমূল-সমলঙ্কৃত সুস্বাদু-সলিল-সম্পন্ন রমণীয় ধরণীধর প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

মহানুভব রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! এই পর্ব্বতে বহুবিধ ফলমূল রহিয়াছে; এখানে জীবিকার নিমিত্ত কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না; বিশেষত এই ধরাধর বিবিধ-বিচিত্র-বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন ও অতীব মনোহর। এই স্থানে মহাত্মা মহর্ষিগণ বাস করিতেছেন; এই স্থানেই আমাদিগের বাস করা শ্রেয়। আইস, এই স্থানেই কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করা যাউক।

এইরূপ কথোপকথন করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা মহর্ষি বাল্মীকির[১৬] আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে সমীপ-বর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ মহর্ষি বাল্মীকি প্রমুদিত হৃদয়ে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলেন, এবং কুশল প্রশ্ন পূর্ব্বক পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে মহাবাহু রামচন্দ্র যথাযথ সমস্ত নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

অনন্তর মহানুভব রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের প্রতি আদেশ করিলেন যে, সৌমিত্রে! এই স্থানেই বাস করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে; তুমি কুটীর-নির্ম্মাণের নিমিত্ত দৃঢ়তর কাষ্ঠ সমুদায় আহরণ কর। ভ্রাতৃ-বৎসল লক্ষ্মণ, রামচন্দ্রের আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বহুবিধ-বৃক্ষ-চ্ছেদন পূর্ব্বক আনয়ন করিতে লাগিলেন।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ, সেই চিত্রকূট-পর্ব্বতপ্রস্থে নির্ম্মল-সলিল-সন্নিহিত নির্জ্জন প্রদেশে আশ্রম নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহারা বনান্তর হইতেও গজ-ভগ্ন বৃহৎ কাষ্ঠ সংগ্রহ পূর্ব্বক দৃঢ়তর লতা দ্বারা বন্ধন করিয়া দুইটি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। কুটীর-দ্বয়ের উপরিভাগে বৃক্ষশাখা ও বৃক্ষপর্ণ প্রদান পূর্ব্বক সমাচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। পরে লক্ষ্মণ পর্ণ-শালার অভ্যন্তর-ভাগ পরিষ্কৃত করিতে লাগিলেন; অসামান্য-লাবণ্যবতী বিদেহ-রাজ-নন্দিনী, মৃত্তিকা দ্বারা সেই কুটীরদ্বয় লেপন করিলেন।

এইরূপে আশ্রম বিনির্ম্মিত হইলে ধর্ম্মপরায়ণ রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! তুমি অবিলম্বে একটি মৃগবধ করিয়া চরু প্রস্তুত কর; আমি চরু দ্বারা আশ্রম-দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিতে অভিলাষ করিতেছি। মহানুভব রামচন্দ্রের ঈদৃশ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহাবীর লক্ষ্মণ অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক একটি কৃষ্ণ মৃগ বধ করিয়া আনয়ন করিলেন; পরে তিনি সেই মাংস সংস্কার পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া পাক করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাত্মা লক্ষ্মণ এইরূপে মৃগমাংস পাক করিয়া রামচন্দ্রের নিকট আগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্য! আমি আপনকার আজ্ঞানুসারে অরণ্য হইতে কৃষ্ণ মৃগ আনয়ন করিয়া উত্তমরূপে পাক করিয়াছি; আপনি এক্ষণে এই মাংস দ্বারা অভীষ্ট দেবতাদিগের অর্চ্চনা করুন।

ধর্ম্মনিষ্ঠ রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নান পূর্ব্বক যথাবিধানে মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন; অনন্তর তিনি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে হোম করিয়া দেবগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে হব্য মাংস আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন; পরে তিনি পবিত্রের উপরি বলি ও জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া ভূত-বলি প্রদান পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত একত্র উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা উভয়ে বিশুদ্ধ পর্ণ-পুটে হুতশেষ মাংস স্থাপন পূর্ব্বক ভোজন করিতে লাগিলেন; জনকনন্দিনী সীতা, ভর্ত্তা ও দেবরকে মাংস পরিবেশন করিয়া পর্ণকুটীর-প্রান্তে একান্তে উপবেশন পূর্ব্বক অবশিষ্ট মাংস কিঞ্চিৎ ভোজন করিলেন।

মহানুভব রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, বিবিধ-বিহঙ্গম-নাদে অনুনাদিত বিচিত্র-কুসুম-স্তবক-সমূহ-সুশোভিত সুমনোহর চিত্রকূট-পর্ব্বতে বাস করিয়া পরম-পরিতুষ্ট-হৃদয় হইলেন। তাঁহারা তিন জনেই বিচিত্র চিত্রকূট-পর্ব্বত, সুতীর্থ মন্দাকিনী ও বহুল-ফল-পুষ্প-সুশোভিত তট-প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাসন-জনিত দুঃখ বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

সুমন্ত্রের প্রত্যাবর্ত্তন।

ওদিকে নিষাদপতি গুহ রামচন্দ্রকে গঙ্গার পর পারে উত্তীর্ণ ও ক্রমে দৃষ্টিপথের অতিক্রান্ত হইতে দেখিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সুমন্ত্রের সহিত রামচন্দ্রের গুণানুবাদ পূর্ব্বক শোক ও বিলাপ করিয়া পরিশেষে অতীব দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে গঙ্গা-তীর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; তিনি স্বপুরে অবস্থান পূর্ব্বক, রামচন্দ্রের প্রয়াগে ভরদ্বাজ-আশ্রমে গমন, তথায় অতিথি সৎকার এবং চিত্রকূট-পর্ব্বতে গমন প্রভৃতি সমুদায় বিষয়ের অনুসন্ধান লইতে লাগিলেন।

এদিকে সুমন্ত্র, নিষাদ-রাজের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক অতীব বিষণ্ণ হৃদয়ে রথে অশ্ব-যোজনা করিয়া অযোধ্যা নগরীতে প্রতিগমন করিলেন। তিনি অত্যল্পকালের মধ্যেই বহু

দেশ, গ্রাম, নগর, নদী ও জলাশয় প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া পর দিন অপরাহ্ণ সময়ে অযোধ্যা-রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, তত্রত্য স্ত্রী পুরুষ সকলেই একান্ত কাতর হইয়া দীন ভাবে করুণ স্বরে রোদন করিতেছে; সকল স্থানই শূন্য; সকল স্থানই নিরানন্দ; সকল স্থানই কোলাহল-পরিশূন্য; সকল স্থানই আমোদ-প্রমোদ-বিরহিত। এই সময়ে এই অযোধ্যা নগরী প্রম্লান পঙ্কজ-বনের সৌসাদৃশ্য লাভ করিয়াছিল। সুমন্ত্রী সুমন্ত্র, শোভা-বিহীন নির্জ্জন পুরী প্রবেশ কালে তাদৃশ অবস্থা সন্দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, তুরঙ্গ. মাতঙ্গ নর নরনায়ক রত্ন প্রভৃতি সমেত সমস্ত অযোধ্যা নগরীই কি রামচন্দ্র-নির্ব্বাসন-জনিত শোকাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে!

নিতান্ত-ব্যথিত, নিরতিশয়-কাতর-হৃদয় সুমন্ত্র, শোকাকুলিত হৃদয়ে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিষ্প্রভ রথ দ্বারা পুরী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন। সুমন্ত্রকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শতসহস্র লোক, 'রামচন্দ্র কোথায়! রামচন্দ্র কোথায়!' এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে রথের দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। সুমন্ত্র কহিলেন, মহাত্মা রামচন্দ্র, গঙ্গাতীর হইতে আমাকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন; তিনি গঙ্গার পর পারে উত্তীর্ণ হইলে আমি অযোধ্যা পুরীতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছি।

রামচন্দ্র গঙ্গার পর পারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র পৌরগণ, 'হা ধিক্! হা ধিক্! হায়! আমরা হত হইলাম! হায়! আমরা হত হইলাম!' এই বলিয়া বাষ্প-পর্য্যাকুল লোচনে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। সুমন্ত্র গমন করিতে করিতে শুনিতে পাইলেন, প্রজাগণ এক এক দল এক এক স্থলে মিলিত হইয়া বলাবলি করিতেছে, হায়! এই নির্লজ্জ সুমন্ত্র আমাদের রামচন্দ্রকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া এখানে পুনরাগমন করিল! আমরাও অতীব নির্ঘৃণ, অতীব নির্লজ্জ; আমরা সেই পুরুষসিংহ রামচন্দ্র ব্যতিরেকে কি রূপে প্রহৃষ্ট হৃদয়ে পুনর্ব্বার মহোৎসব-সমাজে বিহার করিব! হায়! কিরূপে প্রজাগণের প্রিয় কার্য্য হইবে, কিরূপে প্রজাগণের মনোরথ পূর্ণ হইবে, কিরূপে প্রজাগণ সুখভাজন হইবে, নিরন্তর এই চিন্তা করিয়া সেই মহাত্মা, সকলকে পরিপালন করিয়া আসিয়াছেন! অন্তঃপুর-রমণীগণ বাতায়ন-সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল, এই হতভাগ্য সুমন্ত্র, কি নিমিত্ত রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরাগমন করিল!

সারথি সুমন্ত্র, এইরূপ বহুবিধ কথা শ্রবণ করিতে করিতে দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রাজ-ভবনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; তিনি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাজভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক শোক-সন্তপ্ত-জনগণাকীর্ণ শোভাবিহীন সপ্ত কক্ষ অতিক্রম করিলেন; তিনি গমনকালে দেখিলেন, প্রাসাদ-শিখর-স্থিত দুঃখার্ত্ত রাজ-মহিলাগণ, করুণস্বরে বিলাপ করিতেছেন; তাঁহারা বলিতেছেন,

এই সুমন্ত্র রামকে লইয়া গমন করিয়াছিলেন; এক্ষণে রামকে পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিতেছেন! কৌশল্যা যখন ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, রামচন্দ্র কোথায়? তখন ইনি কি উত্তর দিবেন! আমরা বিবেচনা করি, জীবন ধারণ করা যেরূপ সুখ-সাধ্য নহে, মৃত্যুও সেইরূপ সহজে হয় না; দেখ, প্রিয়তম তনয় রামচন্দ্র নির্ব্বাসিত হইলেও কৌশল্যা জীবন ধারণ করিতেছেন!

রাজ-মহিষী-গণের তাদৃশ অবিতথ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে সুমন্ত্র, শোকাগ্নি দ্বারা দহ্যমান হইয়া রাজভবনের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি একান্ত কাতর হৃদয়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহারাজ দশরথ, পুত্র-শোকে নিমগ্ন, একান্ত কাতর, বিষণ্ণ-হৃদয়, প্রতিভা-পরিশূন্য, নিঃসত্ত্ব ও নিস্তেজ হইয়া রহিয়াছেন।

সুমন্ত্র, মহারাজের সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রের উপদেশানুরূপ সমুদায় বাক্য নিবেদন করিতে আরম্ভ করিলেন; মহারাজ দশরথ, প্রিয় পুত্রের তাদৃশ মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখ-শোকে অভিভূত, উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয় ও সংজ্ঞাবিরহিত হইয়া আসন হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহীপতি দশরথকে সিংহাসন-চ্যুত ও ভূতলে নিপতিত দেখিয়া অন্তঃপুর-চারিণী রমণীরা বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; কৌশল্যা ও সুমিত্রা পতিকে পতিত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া উত্থাপন করাইতে লাগিলেন। এই সময়ে দেবী কৌশল্যা শোকে অভিভূতা হইয়া কহিলেন, মহারাজ! অরণ্য হইতে দুষ্কর-কর্ম্মকারী রামচন্দ্রের এই দূত আসিয়াছে; আপনি কি নিমিত্ত সেই প্রিয়তম পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন না! যদি আপনি নিষ্ঠুর ও নির্ঘৃণের কার্য্য করিয়াই লজ্জাবশত এইরূপ মোহাভিভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এক্ষণে উত্থিত হউন, এক্ষণে লজ্জা করিবার সময় নহে; এখন আপনি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করুন।

মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত অধুনা সুমন্ত্রের নিকট আমার প্রিয় পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন না! মহারাজ! আপনি যাহার ভয়ে আমার রামচন্দ্রের সংবাদ লইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন, আপনকার সেই প্রিয়তমা কৈকেয়ী এখানে নাই; আপনি নিঃশঙ্ক চিত্তে সুমন্ত্রের সহিত কথোপকথন করুন! দেবী কৌশল্যা বাষ্প-বিক্লব স্বরে মহারাজকে এইরূপ দারুণ মর্ম্মভেদী বাক্য বলিয়া শোকে অভিভূতা ও মূর্চ্ছিতা হইয়া ধরণীতলে নিপতিতা হইলেন।

দেবী কৌশল্যা শোকাকুলিত হৃদয়ে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে ভূতলে নিপতিতা হইয়াছেন এবং মহারাজও ভূশয্যায় পতিত রহিয়াছেন দেখিয়া রাজমহিষীরা সকলেই করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

অযোধ্যা নগরীর প্রতিগৃহে আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই মহাত্মা রামচন্দ্রের শূন্য রথ

দর্শন এবং রাজ-মহিষী-গণের রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া একান্ত কাতর হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিল।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

রামচন্দ্রের সংবাদ-কথন।

অনন্তর মহারাজ দশরথ, পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করিয়া উত্থান পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইয়া সুমন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অরণ্য-বদ্ধ কুঞ্জরের ন্যায় অশ্রুপূর্ণ নয়নে মুহুর্মুহু শোকোষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে, রথ-ধূলি-ধূসরিত শরীরে কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান সুমন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বাষ্পগদগদ কণ্ঠে দীন বচনে কহিলেন, সুমন্ত্র! আমার রামচন্দ্র কোথায় গিয়াছে? কিরূপ আছে? কোথায় বাস করিবে? সমুদায় আনুপূর্ব্বিক বল। বৎস রাম, কোথা হইতে তোমাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে? আমার রামচন্দ্র চিরকাল পরম-সুখ-সম্ভোগে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; এক্ষণে আমার সেই সুকুমার কুমার কিরূপে আহারাদি করিতেছে! রাজকুমার হইয়া কিরূপেই বা ভূতলে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে! আমার রামচন্দ্র, সিংহ-ব্যাঘ্র-সরীসৃপ-সমাকুল বিজন অরণ্যে কিরূপে অনাথের ন্যায় পদসঞ্চারণে বিচরণ করিতেছে!

যাহার গমন-কালে মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও নরগণ অনুগমন করিত, হায়! আমার সেই সুকুমার কুমার রামচন্দ্র, এক্ষণে কিরূপে একাকী বিজন অরণ্যে বিচরণ করিতেছে! রাম, লক্ষ্মণ ও বৈদেহী, কৃষ্ণসর্প ও হিংস্রজন্তু-সমাকুল ভীষণ অরণ্যে কিরূপে রহিয়াছে! আমার রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সুকুমারী তপস্বিনী বৈদেহী, রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম অরণ্যে কিরূপে পাদচারে গমন করিয়াছে! অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন সুকুমার কুমার লক্ষ্মণ, ভ্রাতৃবৎসলতা নিবন্ধন কিরূপে মহানুভব রামচন্দ্রের অনুগামী হইয়াছে!

সুমন্ত্র! তুমি নর-নারায়ণের ন্যায় তপস্যানুষ্ঠানে দীক্ষিত আমার পুত্রদ্বয়কে যে দর্শন করিয়াছ, তাহাতে তোমারি জন্ম সফল হইয়াছে ও তুমিই কৃতকার্য্য হইয়াছ। সুমন্ত্র! মহাতেজা রামচন্দ্র কি বলিয়াছে? লক্ষ্মণই বা আমাকে কি বলিয়া পাঠাইয়াছে? পতিপরায়ণা সাধ্বী সীতা তোমাকে কি বলিয়া দিয়াছেন? বল। সুমন্ত্র! আমার রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা, বনগমন করিয়া কিরূপে অবস্থান করিতেছে? কিরূপে ভোজন করিতেছে? কিরূপ কথা-বার্ত্তা বলিয়াছে? তৎসমুদায় বৃত্তান্ত আমার নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণন কর।

মহারাজ দশরথের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমন্ত্র বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে যথাযথ সুসজ্জমান বচনে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। তিনি রামচন্দ্রের অযোধ্যা নগরী হইতে যাত্রা অবধি আপনার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া পরিশেষে কহিলেন, মহারাজ! মহানুভব মহা-

বল রামচন্দ্র আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আপনকার উদ্দেশে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন; সুমন্ত্র! আপনি মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া আমার বাক্যানুসারে অবনত মস্তকে প্রণাম পূর্ব্বক প্রথমত কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন। সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসার পর আমার বাক্যানুসারে পিতার নিকট নিবেদন করিবেন যে, মহারাজ! আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাদের নিমিত্ত শোক বা পরিতাপ করিবেন না। রাজেন্দ্র! অবনী-মণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যমাত্রই নিজ নিজ শুভাশুভ অদৃষ্ট-ফল ভোগ করিয়া থাকে; প্রভো! এই কারণে আমাদের জন্য শোক-সন্তাপ করিবেন না। আপনি যদি আমার প্রিয়-কামনা করেন, তাহা হইলে আমাদের নিমিত্ত শোকাভিভূত হওয়া আপনকার বিধেয় হইতেছে না।

রামচন্দ্র পুনর্ব্বার বলিয়া দিয়াছেন যে, সুমন্ত্র! আপনি আমার প্রত্যেক মাতার নিকট গমন করিয়া ভক্তি-সহকারে পুনঃপুন প্রণাম পূর্ব্বক কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, এবং আমার বাক্যানুসারে অন্তঃপুরস্থিত সকলকেই যথাযোগ্য আমার প্রণামাদি জানাইয়া আমাদের শারীরিক কুশল-সংবাদ নিবেদন করিবেন।

মহানুভব রামচন্দ্র পরিশেষে বলিয়াছেন যে, সুমন্ত্র! আপনি জননী কৌশল্যার নিকট গমন পূর্ব্বক আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইয়া বলিবেন, দেবি! মহারাজ আমার শোকে একান্ত-কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, ঈদৃশ অবস্থায় আপনি তাঁহাকে পরুষ বাক্য বলিবেন না; আমি আমার প্রাণ দ্বারা ও পুনঃপ্রত্যাগমন দ্বারা আপনাকে দিব্য দিতেছি, আপনি কোন মতেই মহারাজকে নিষ্ঠুর বাক্য বলিবেন না; আপনি দেবতার ন্যায় তাঁহার পূজা ও সেবা-শুশ্রূষা করিবেন। দেবি! আপনি নিয়ত ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া যথাসময়ে অগ্নি-শরণে গমন পূর্ব্বক দেবতার আরাধনা করিবেন, এবং দেবতার ন্যায় পতির চরণেও ভক্তি রাখিবেন। মাত! আপনি অভিমান ও মান পরিত্যাগ করিয়া আমার সমুদায় মাতৃগণের প্রতি বাৎসল্য ভাব প্রদর্শন করিবেন। মহারাজ কৈকেয়ীর নিকট যাহাতে সুস্থ হৃদয়ে অবস্থান করিতে পারেন, আপনি তদ্বিষয়ে যত্নবতী হইবেন। মাত! মহীপালের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কুমার ভরতের প্রতি সেইরূপ রাজোচিত ব্যবহার করিবেন, আপনি রাজধর্ম্ম স্মরণ করিয়া দেখুন, বয়োজ্যেষ্ঠ না হইলেও রাজগণ অর্থ দ্বারাই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ।

সুমন্ত্র! আপনি ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া আমার বচনানুসারে কুশল জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক বলিবেন, ভরত! তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া নিরন্তর মহারাজের পূজা ও সেবা-শুশ্রূষা করিবে; তুমি আমার প্রতি স্নেহ নিবন্ধন এইরূপ ভাবে মহারাজের সেবা করিবে যে, তিনি যেন আমার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত ও শোকাকুলিত না হয়েন। তুমি সমুদায় মাতৃগণের প্রতি সমভাবে ভক্তি প্রদর্শন করিবে।

মহারাজ! আপনকার পুত্র মহাত্মা রামচন্দ্র, কেকয়ী-নন্দন ভরতের প্রতি এইরূপ ধর্ম্মানুগত উপদেশ প্রদান করিতে করিতে বাষ্পাবেগ সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া নয়নজল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এই সময় সুমিত্রা-তনয় লক্ষ্মণ, ঈষৎ-রোষ-পরতন্ত্র হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! পিতার চরণে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, মহারাজ! কোন্ অপরাধে আপনি অসামান্য-গুণ-সম্পন্ন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিলেন?

মহারাজ! আমি কঠোরতা নিবন্ধন কোন সময় আপনকার অপ্রিয় কার্য্য করিয়া থাকিতে পারি, পরন্তু দোষ-স্পর্শ-পরিশূন্য উদার-চরিত আর্য্য রামচন্দ্রকে যে আপনি কেন পরিত্যাগ করিলেন, তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! আপনি কৈকেয়ীর পরিতোষের নিমিত্ত, অথবা বর-প্রদানেরই নিমিত্ত বিনাপরাধে আর্য্য রামচন্দ্রকে বনবাস দিলেন! ইহা কি সর্ব্বতোভাবে উত্তম কর্ম্ম—ইহা কি সাধুজন-সমাদৃত কর্ম্ম—ইহা কি পিতার উপযুক্ত কর্ম্ম হইয়াছে? আপনি যে বুদ্ধি-লাঘব প্রযুক্ত সৎপুত্রকে নির্ব্বাসিত করিলেন, তাহাতে আপনকার অযশ, অকীর্ত্তি ও অধর্ম্ম হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনি বুদ্ধির হ্রাস নিবন্ধন পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়াই যে আর্য্য রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়াছেন, তাহা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও লোক-বিরুদ্ধ কর্ম্মই হইয়াছে; ইহাতে আপনকার প্রতি প্রকৃতি-মণ্ডল পরিকুপিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অধিক কি, এক্ষণে আপনকার প্রতি আমারও কিছুমাত্র পিতৃ-স্নেহ নাই; অধুনা মহানুভব রামচন্দ্রই আমার পিতা, মাতা, সুহৃৎ, বন্ধু ও গুরু। আপনি, সমুদায় প্রজার স্নেহ-ভাজন পরম-ধার্ম্মিক গুণাভিরাম রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া এক্ষণে সর্ব্বলোকের বিরোধী ও বিদ্বেষ-ভাজন হইয়া কিরূপে রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন? আপনি সর্ব্বলোক-প্রিয় লোকনাথ রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া, ভরত হইতে কি মঙ্গল প্রত্যাশা করিতেছেন?

পরিশেষে লক্ষ্মণ আমাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, আপনি ভরতকে মহারাজের সম্মুখে আহ্বান করিয়া বলিবেন, মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার হইয়াছে, যদি তাহার প্রতিবিধান করিতে বাসনা কর, যদি তুমি ক্ষমা চাও, তাহা হইলে রাজ্যাভিমান পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় মাতৃগণের প্রতি সমান ব্যবহার করিবে। কোপাকুলিত লক্ষ্মণ এই পর্য্যন্ত বলিয়া রামচন্দ্রের নিষেধ-অনুসারে ক্ষান্ত হইলেন।

রাজনন্দিনী যশস্বিনী বৈদেহী, এ পর্য্যন্ত কখনও দুঃখ অনুভব করেন নাই। তিনি ঘন-ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাষ্পাকুলিত লোচনে ভূতাবিষ্টার ন্যায় চতুর্দ্দিকে শূন্যদৃষ্টি-পাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন-জলে বদন-মণ্ডল পরিপ্লুত হইল; বাষ্পাবেগে কণ্ঠ-রোধ হইয়া গেল; তিনি আমাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না। আমি যখন প্রত্যাগমন

করি, তখন তাঁহার বদন-কমল নিরতিশয় পরিশুষ্ক হইয়া উঠিল; তিনি ভর্ত্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল নীরবে বাষ্পবারি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র, শোক-বিহ্বল হৃদয়ে সজল নয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে আপনকার চরণে পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন; ম্লান-পঙ্কজ-মুখী সীতাও রোদন করিতে করিতে অবনত মস্তকে আপনকার চরণে প্রণাম করিয়া প্রতিনিবৃত্ত রথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিলেন।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

দশরথ-প্রলাপ।

সুমন্ত্রী সুমন্ত্র, রামচন্দ্রের এইরূপ সন্দেশ-বাক্য নিবেদন করিলে মহারাজ দশরথ পুনর্ব্বার কহিলেন, সুমন্ত্র! অবশিষ্ট সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন কর। মহারাজের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমন্ত্র বাষ্পাকুলিত লোচনে পুনর্ব্বার অবশিষ্ট সমুদায় বিবরণ বিস্তারিত রূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

মহারাজ! মহানুভব রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ মস্তকে জটাভার প্রস্তুত করিয়া চীর-চীবর ও বল্কল ধারণ পূর্ব্বক ভাগীরথী পার হইয়া প্রয়াগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। আমার অশ্বগণ রামচন্দ্রকে পাদচারে বন-গমন করিতে দেখিয়া বাষ্পাকুলিত লোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক হ্রেষারব করিতে লাগিল, এবং আমি প্রযত্ন সহকারে রথ বিনিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিলেও অশ্বগণ কোন মতেই সহজে প্রতিনিবৃত্ত হইল না।

অনন্তর আমি উভয় রাজকুমারের অভিমুখে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক বিদায় লইয়া, ইচ্ছা না থাকিলেও আপনকার অনুরোধে প্রত্যাগমন করিলাম; পরন্তু যদি রামচন্দ্র পুনর্ব্বার আমাকে আহ্বান করেন, এই প্রত্যাশায় আমি গুহের সহিত সমস্ত দিন সেই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলাম। মহারাজ! আগমন-কালে দেখিলাম, জনপদ-স্থিত বৃক্ষগণও রামচন্দ্রের দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া পত্র, পুষ্প ও কোরকের সহিত এককালে পরিম্লান হইয়া রহিয়াছে; নদী-সমুদায় সন্তপ্ত-কলুষ-সলিল-পূর্ণ ও বাষ্পাকুলিত হইয়াছে; পদ্মিনীদিগের আর পূর্ব্ববৎ কান্তি নাই, পুষ্প-সমুদায় এক কালে ম্লান হইয়া পড়িয়াছে; জলজ ও স্থলজ পুষ্প সমুদায় ও মাল্য সমুদায়ের পূর্ব্ববৎ গন্ধ নাই; সে সমস্ত এককালে শোভা-বিহীন হইয়া পড়িয়াছে; মৃগ-পক্ষিগণ সকলেই এক স্থানে স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়া অপার চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে; সমুদায় অরণ্যও রামচন্দ্র-শোকে একান্ত কাতর, নিঃশব্দ ও স্তিমিত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। মহারাজ! মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি জলজন্তুগণ এবং স্থলজ জন্তুগণ সকলেই স্ব স্ব স্থানে নিস্তব্ধ ভাবে রহিয়াছে। মহারাজ! অধিক আর কি বলিব, জনপদ-মধ্যে, সমুদায় রাজ্য-মধ্যে এবং এই অযোধ্যা পুরীমধ্যে যে ব্যক্তি রামচন্দ্রের নিমিত্ত শোক ও পরিতাপ

করিতেছে না, এমত এক ব্যক্তিকেও আমি দেখিতে পাইলাম না।

মহারাজ! আমি যে সময় অযোধ্যা-পুরীতে প্রবেশ করিলাম, সেই সময় রামচন্দ্র ব্যতিরেকে আমাকে একাকী প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া পৌরগণ শোকাকুলিত ও দুঃখ-সন্তপ্ত হৃদয়ে যার পর নাই তিরস্কার করিতে লাগিল। বিমান রথ্যা প্রাসাদ ও গবাক্ষ স্থিত রমণীরা আমাকে রামচন্দ্র-বিরহিত শূন্য রথ লইয়া আসিতে দেখিয়া শোক-বিহ্বল হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। পুরবাসিনী কামিনীরা আমাকে উপস্থিত দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীন বচনে বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, হা নৃশংস! তুমি আমাদের রামচন্দ্রকে কোথায় রাখিয়া আসিতেছ! মহারাজ! পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্যই সমান ভাবে কাতর হওয়াতে কে মিত্র কে অমিত্র কে উদাসীন কিছুই লক্ষিত হইল না।

মহারাজ! দুঃখ-শোক-নিমগ্ন-জনগণ-পরীতা, কাতরতর-তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-সমবেতা, আর্ত্তনাদ-পরিম্লানা, দীর্ঘ-নিশ্বাসবতী, রাম-নির্ব্বাসন-কাতরা, নিরানন্দা অযোধ্যাপুরী, এক্ষণে পুত্র-বিরহিতা দেবী কৌশল্যার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। অধুনা এই অযোধ্যা-নগরীতে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই শোকভরে একান্ত প্রপীড়িত হইয়া করুণ স্বরে রোদন, বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে; উপবনের বৃক্ষ-লতা সমুদায়ও ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার সকলেই নিরানন্দ ও নিরুৎসাহ; কোন প্রজাই যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে বা মাঙ্গলিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে না; এই পুরী রাম-নির্ব্বাসনে একান্ত কাতর হইয়া শ্রী-বিহীন হইয়া পড়িয়াছে।

সুমন্ত্রের মুখে ঈদৃশ করুণাপূর্ণ দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ দশরথ, বাষ্প বিক্লব বচনে দীন ভাবে কহিলেন, হায়! আমি কৈকেয়ীর মিথ্যা উপচারে বঞ্চিত ও ইতিকর্ত্তব্যতা-শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম! আমি কি নিমিত্ত তৎকালে ধর্ম্ম-পরায়ণ গুরু-গণ ও সচিব-গণের সহিত মন্ত্রণা করি নাই! হায়! আমি কি নিমিত্ত এতাদৃশ মোহাভিভূত হইয়াছিলাম! আমি অতীব পাপাত্মা ও মূঢ়! হায়! আমি কি নিমিত্ত মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা না করিয়া সহসা ঈদৃশ সাহসের কার্য্য করিয়াছি! হায়! আমি স্ত্রীর বাক্যে মোহিত হইয়া সুহৃদ্গণ, অমাত্যগণ ও বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী গুরুগণের সহিত পরামর্শ না করিয়া কি নিমিত্ত সহসা এরূপ গর্হিত কার্য্য করিলাম!

হায়! যাহা ভবিতব্য, কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারে না! অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন রামচন্দ্র বনবাসী হইলেন! আমারও মৃত্যু-কাল উপস্থিত! আমার বোধ হয়, এই বংশ-সমুচ্ছেদের নিমিত্তই এরূপ দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে! সুমন্ত্র! তুমি এখনও শীঘ্র গমন পূর্ব্বক আমার রামচন্দ্রকে নিবর্ত্তিত করিয়া আনয়ন কর। দৈব আমাকে নিপীড়িত করিতেছে! আমি মোহে অভিভূত হইয়া পড়িতেছি! আমি গুণাভিরাম রামচন্দ্র ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না! অথবা এরূপ

করিবার প্রয়োজন নাই, তোমার গমনাগমনে দীর্ঘকাল অতীত হইবে! আমার রামচন্দ্র ব্যতিরেকে এত দীর্ঘকাল আমার দেহে জীবন থাকিবে, এমত বোধ হয় না! তুমি এক্ষণে আমাকেই রথে আরোহণ করাইয়া ত্বরায় রামচন্দ্রের নিকট লইয়া চল। তুমি শীঘ্র আমার রামচন্দ্রকে দেখাও; সিংহ-স্কন্ধ মহাবাহু রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত যদি সেই হিংস্র-জন্তু-সমাকুল ভীষণ অরণ্যে জীবিত থাকে, তাহা হইলে আমি তাহার মুখ-কমল দর্শন করিয়া সুস্থ হইব। হায়! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয়—কষ্টের বিষয় আর কি আছে যে, আমি ঈদৃশ দারুণ-শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়া হৃদয়-নন্দন নন্দন রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইতেছি না! বিকসিত-কমল-দল-লোচন পূর্ণ-শশধর-বদন রামচন্দ্রকে যদি আমি না দেখিতে পাই, তাহা হইলে অবিলম্বেই কাল-কবলে নিপতিত হইব, সন্দেহ নাই!

সুমন্ত্র! যদি আমি পূর্ব্বে তোমার কিছুমাত্র উপকার, হিতসাধন বা প্রিয় কার্য্য করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই তুমি আমাকে রামচন্দ্রের নিকট লইয়া চল; সুকুমার কুমার রামচন্দ্রের মুখ-কমল দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার প্রাণ আমাকে ত্বরান্বিত ও অস্থির করিতেছে! আমার রামচন্দ্রকে না দেখিয়া আমি ক্ষণমাত্রও স্থির হইতে পারিতেছি না! সুমন্ত্র! রাম-বনবাস-সলিল-পূর্ণ, বাষ্প-শোকোর্ম্মিমালা-সঙ্কুল, অগাধতা-ব্যসন, ঘোরতর শোক-সাগরে আমি নিমগ্ন হইয়াছি; সুমন্ত্র! আমি, প্রিয়-পুত্র-বিয়োগ-জনিত দুঃখে দুঃখিত, একান্ত কাতর ও আসন্ন-মৃত্যু হইয়াছি; আমি জীবিত থাকিয়া যে এই দুস্তর শোক-সাগর উত্তীর্ণ হইব, এমত উপায় দেখিতেছি না!

হা রামচন্দ্র! হা পিতৃ-বৎসল! হা অসাধারণ-ধর্ম্ম-পরায়ণ! হা করুণা-নিধান! হা প্রজা-বৎসল! হা সর্ব্বজন-প্রিয়! হা বিনয়-নম্র! হা সর্ব্বত্র সমদর্শিন! হা সৌম্য-দর্শন! হা সর্ব্বমনোরঞ্জন! হা জনকরাজ-নন্দিনি! বৈদেহি! হা পতিব্রতে! হা রমণীরত্নভূতে! হা লক্ষ্মণ! হা ভ্রাতৃ-বৎসল! তোমরা জানিতে পারিতেছ না, এ হতভাগ্য দশরথ দুর্ব্বিষহ দুঃখ-শোকে আক্রান্ত হইয়া অনাথের ন্যায় ভীষণ মৃত্যু-মুখে নীত হইতেছে! হায়! আমার সদৃশ দুষ্কৃতকারী ও দুঃখী আর কে আছে! অধুনা আমার প্রাণ-বিয়োগ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তথাপি আমি সেই রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র দর্শন করিতে পাইতেছি না!

মহাযশা মহারাজ দশরথ, দুঃখাকুলিত হৃদয়ে করুণ স্বরে এইরূপ বহুবিধ বিলাপ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার মৃতকল্প ও মূর্চ্ছিত হইয়া রাজসিংহাসন হইতে তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন।

মহামতি মহীপতি, বিমূঢ় হৃদয়ে করুণ স্বরে বিলাপ করিতে করিতে এইরূপে ধরণীতলে নিপতিত হইলে রাম-মাতা দেবী কৌশল্যা, সাতিশয় দুঃখ-শোকে অবসন্না হইয়া করুণ বচনে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষষ্টিতম সর্গ।

কৌশল্যাশ্বাসন।

পুত্র-বিয়োগ-কাতরা দেবী কৌশল্যা, ভূতা-বিষ্টার ন্যায় ভূতলে নিপতিতা ও হতসত্ত্বা হইয়া কাতর স্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কহিলেন, সুমন্ত্র! আমার রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা যেখানে রহিয়াছে, তুমি এখনি আমাকে সেইখানে লইয়া চল; আমি রামচন্দ্র ব্যতিরেকে আর ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না! সুমন্ত্র! তুমি এখনি রথ-যোজনা করিয়া আমাকে বনে লইয়া চল, যদি তুমি লইয়া না যাও, তাহা হইলে আমি এই দণ্ডেই জীবন পরিত্যাগ করিব!

অনন্তর সুমন্ত্র, বাষ্প-গদ্গদ কণ্ঠে সুসঙ্গত বচনে কৃতাঞ্জলিপুটে দেবী কৌশল্যাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আপনি পুত্র-বিয়োগ-জনিত শোক দুঃখ ও মোহ পরিত্যাগ করুন; রামচন্দ্র সেই অরণ্য-মধ্যেও সুখে ও নির্বৃত হৃদয়ে আহার বিহার পূর্ব্বক কাল যাপন করিবেন। মহাতেজঃ-সম্পন্ন ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণও সেই অরণ্য-মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণ-সেবা করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরলোক-জয় পূর্ব্বক বাস করিতেছেন।

দেবি! দেবী সীতা সেই মহারণ্য-মধ্যেও রামচন্দ্রের বাহুবলে সুরক্ষিতা হইয়া পতি-সহবাসে স্বর্গবাস-সদৃশ অতুল আনন্দ উপভোগ পূর্ব্বক বাস করিতেছেন। আমি বিদেহ-নন্দিনীর অণুমাত্রও দীনতা বা বিষণ্ণতা দেখিতে পাই নাই; তিনি গৃহে যেরূপ সুখে বাস করিয়াছিলেন, সেই অরণ্যমধ্যেও সেই-রূপ সুখে রহিয়াছেন। পূর্ব্বে বিদেহ-নন্দিনী অযোধ্যা-নগরীর রমণীয় উপবনে যেরূপ আমোদ-প্রমোদ করিতেন, এক্ষণে বিজন অরণ্য-মধ্যেও তিনি সেইরূপ আমোদ-প্রমোদে রত রহিয়াছেন। দেবি! আপনি তাঁহাদের নিমিত্ত এতাদৃশ শোকাকুল হই-বেন না।

দেবি! জনক-নন্দিনীর হৃদয় রামচন্দ্রের প্রতি নিয়ত নিহিত রহিয়াছে; তাঁহার জীবনও রামচন্দ্রের অধীন; তাঁহার পক্ষে রামচন্দ্র-বিরহিত এই অযোধ্যা-পুরী অটবী-স্বরূপ এবং রামচন্দ্র-পরিগৃহীত অটবীও আনন্দ-কোলা-হল-পূর্ণ নগরী স্বরূপ হইয়াছে। বৈদেহী, বন-গমন-কালে বিবিধ গ্রাম নগর নদী সরোবর ও বৃক্ষ সমুদায় দর্শন করিয়া কমল-লোচন রামচন্দ্রকে তাহার বিশেষ বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন। আপনকার পুত্র-বধূ জনক-নন্দিনী সীতা, অরণ্য-গমন-কালে রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যে থাকিয়া, উপেন্দ্র ও ইন্দ্রের মধ্যবর্ত্তিনী নিরু-পম-রূপবতী কমলার ন্যায় শোভা ধারণ করেন। পথিশ্রম, সন্তাপ, দুঃখ বা আতপ-তাপ দ্বারা বিদেহ-নন্দিনীর দেহ, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, অসামান্য লাবণ্য, সুকুমারতা ও কান্তি পরিত্যাগ করে নাই; সুকুমারী জনক-নন্দিনী শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইলেও তাঁহার প্রফুল্ল-কমল-সদৃশ—পূর্ণ-শশধর-সদৃশ অনুপম-লাবণ্য-সম্পন্ন বদন-মণ্ডল স্বাভাবিক কমনীয় কান্তি পরিত্যাগ

করে না। অলক্তক-রস-সদৃশ-শোণিতবর্ণ মৈথিলীর চরণ-কমল-যুগল অলক্তক-রস-বিবর্জ্জিত হইয়াও পূর্ব্ববৎ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে। বিষ্ণুর অনুগামিনী কমলার ন্যায় রামচন্দ্রের অনুগামিনী মৈথিলী, নূপুর-শিঞ্জিত চরণে পূর্ব্বের ন্যায় অপূর্ব্ব লীলা-বিলাস পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন। সুকুমারী বিদেহ-নন্দিনী, ভর্ত্তার বাহুবল আশ্রয় পূর্ব্বক অরণ্য-মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র ও মাতঙ্গ দর্শন করিয়াও ভীত হয়েন না।

দেবি! আপনকার পুত্র রামচন্দ্রের ন্যায় মহানুভব লক্ষ্মণও মহাবীর্য্যশালী, মহাসত্ত্ব ও মহাবল। আমি এই দুই ভ্রাতাকে কোন সময়েই ম্লান হইতে দেখি নাই। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রিয়কার্য্য ও হিতানুষ্ঠান করেন; পরস্পর প্রিয়বাক্যও বলেন। তাঁহারা বিজন অরণ্যে অবস্থান করিয়া পিতা, মাতা বা অন্য কাহাকে স্মরণ পূর্ব্বক ব্যাকুলিত-হৃদয় হয়েন না। দেবি! তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের হিতানুষ্ঠানে নিয়ত-নিরত আছেন; আপনি তাঁহাদের নিমিত্ত শোকাকুল হইবেন না; তাঁহাদের এই অনন্য-সাধারণ চরিত সমুদায় ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইবে।

দেবি! মহর্ষি-কল্প মহাত্মা রামচন্দ্র এক্ষণে শোক-তাপ পরিহার পূর্ব্বক হৃদয় স্থির করিয়া পিতৃপ্রতিজ্ঞা-পরিপালনার্থ বনবাসী, পবিত্র-ফল-মূলাহারী ও একমাত্র তপঃ-পরায়ণ হইয়া মহাতপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন।

হিতবাক্য-পরায়ণ সুমন্ত্র, এইরূপ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা পূর্ব্বক নিবারণ করিলেও প্রিয়-পুত্র-লালসা প্রিয়পুত্রা দুঃখ-সাগর-নিমগ্না পুত্রবৎসলা রাজমহিষী কৌশল্যা, কিছুতেই বিলাপে বিরতা হইলেন না; তিনি প্রিয়-পুত্র-দর্শন-লালসায়, হা প্রিয়পুত্র! হা রামচন্দ্র! হা রঘুকুল-তিলক! হা অনাথ-নাথ! এইরূপ বাক্যে করুণ স্বরে ক্রমাগত বিলাপ করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম সর্গ।

কৌশল্যার তিরস্কার বাক্য।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা, কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া শোক-সাগর-নিমগ্ন দুঃখভার-প্রপীড়িত মহারাজ দশরথকে ধরণীতল হইতে উত্থাপন পূর্ব্বক শয্যায় উপবেশন করাইয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি মূর্চ্ছাকুলিত মহারাজের গাত্রধূলি মার্জ্জন পূর্ব্বক বায়ু ব্যজন করিয়া তাঁহাকে পুনরায় চৈতন্য লাভ করিতে দেখিয়া শোকাবেগে কহিলেন, মহারাজ! আপনকার যে মহাযশঃ-সৌরভ ত্রিলোকে বিস্তীর্ণ ও বিখ্যাত হইয়াছে, অদ্য বিবেচনা করি, বিনাপরাধে গুণবান পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া তৎসমুদায় এককালে নষ্ট ও বিলুপ্ত করিলেন! আপনকার ন্যায় কোন্ ব্যক্তি, সভামধ্যে প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্রের যৌবরাজ্যাভিষেক অঙ্গীকার করিয়া তৎপরেই বিনাপরাধে তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বাসিত করিতে পারে!

মহারাজ! যদি আপনকার প্রিয়তমা কৈকেয়ীকে বর প্রদান করাই আপনকার অভিপ্রেত ছিল, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আপনি সর্ব্বজন-সমক্ষে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন? মহারাজ! পাছে আপনকার বাক্য মিথ্যা হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়াই যদি আপনি আমার প্রিয়তম পুত্র রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে 'কল্য প্রাতঃকালে তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব,' এইরূপ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে সংযম করাইয়া পশ্চাৎ তাহার অন্যথাকরণ দ্বারা কি মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ ও মিথ্যাবাদী হইতেছেন না?

মহারাজ! আপনি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াও স্ত্রী-বশীভূত, কাম-পরতন্ত্র ও অজিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন; তথাপি আপনি অপক্ষপাত হৃদয়ে উভয় পক্ষ বিচার করিয়া দেখুন, আপনি আমার রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়াও মিথ্যাবাদী হইতেছেন। মহারাজ! সমুদায় ভূমণ্ডলে বিখ্যাত আছে যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণ সকলেই সত্যবাদী ও সত্যসন্ধ; এক্ষণে আপনা হইতে ইক্ষ্বাকুবংশে কলঙ্ক হইল। আপনি রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার অন্যথাচরণ পূর্ব্বক অসত্য-সন্ধ ও মিথ্যাবাদী হইলেন।

মহারাজ! এই ভূমণ্ডল-মধ্যে একটি প্রাচীন শ্লোক বিখ্যাত আছে যে, পূর্ব্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভু সত্যের সমকক্ষ কিছু আছে কি না, জানিবার নিমিত্ত স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, আমি তুলাদণ্ডের একদিকে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও একদিকে সত্য তুলিত করিয়া দেখিলাম, সত্যই গুরুতর হইল। মহারাজ! এই কারণে এই ভূমণ্ডল-মধ্যে সাধুগণ জীবন বিসর্জ্জন করিয়াও সত্য-রক্ষা করিয়া থাকেন। এই ত্রিলোক-মধ্যে সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই; সত্যই পরমব্রহ্ম; সত্য হইতে ব্যোম (আকাশ), সোম হইতে ব্রহ্ম (বায়ু), ব্রহ্ম হইতে অমৃত (সলিল), সলিল হইতে তেজ, তেজ হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে জীবগণ উৎপন্ন হইয়াছে; সত্য হইতে সূর্য্য আলোক ও উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; সত্য হইতে নিশাকর বৃক্ষাদির পুষ্টিবর্দ্ধন করিতেছেন; সত্য হইতে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছে; সত্যেই সমুদায় লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; বৃষভরূপী চতুষ্পাদ ভগবান ধর্ম্ম, সত্যেই অবস্থান করিতেছেন; সত্যই, স্বর্গ মর্ত্ত্য আকাশ সমুদায় ধারণ করিতেছে।

মহারাজ! সত্য-পরায়ণ মানবগণ একমাত্র সত্য-বলে যে সমুদায় শুভলোকে গমন করেন; অনৃতাচারী ব্যক্তিরা শত শত যজ্ঞ করিয়াও সে স্থানে গমন করিতে পারে না। মহীপতে! আপনকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণ সত্য-প্রতিজ্ঞ ও সত্যবাদী ছিলেন; আপনকার পিতৃ-পিতামহগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথে গমন করাই আপনকার উচিত ছিল। মহাত্মন! সাধুগণ ধর্ম্মের দুইটি পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে একটি অহিংসা ও একটি সত্য; এই অহিংসা ও সত্যেই ধর্ম্ম নিয়ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

মহারাজ! সাধুগণ যে সত্য-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, আপনি তাহা সমূলে উন্মূলিত করিলেন! আপনি এই সত্য রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সত্য ও নিজ যশ উন্মথিত ও বিলুপ্ত করিলেন! যে দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়, পুষ্পগন্ধ কখনই তাহার প্রতিকূলে গমন করিতে পারে না; পরন্তু মানবগণের ধর্ম্ম-জনিত সৌরভ চতুর্দ্দিকেই বিকীর্ণ হইয়া থাকে; মহারাজ! মহার্হ চন্দন অগুরু প্রভৃতির সৌরভ কখনই চিরস্থায়ী হয় না; পরন্তু মানবগণের যশঃসৌরভ চিরকালই সকলকে আমোদিত করে। মহারাজ! আপনি যে অন্যায় কর্ম্ম—অতীব দুষ্কর্ম্ম করিলেন, ইহার দুর্গন্ধ চিরকাল সর্ব্বলোকে বিচরণ করিবে; সর্ব্বত্রই আপনকার দোষ-ঘোষণা হইতে থাকিবে।

রাজন! আপনি, গুণবান জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া প্রিয়তমা কৈকেয়ীকে যে মহীমণ্ডল প্রদান করিলেন, তাহাতে অনুভব হয়, আপনকার শরীরে ভ্রূণহত্যা-সদৃশ মহাপাতক প্রবিষ্ট হইয়াছে। আপনকার প্রিয়তমা কৈকেয়ী, আপনকার নিকট আমার রামচন্দ্রের যে প্রাণদণ্ড প্রার্থনা করে নাই, তাহাই আমার পরম-সৌভাগ্য! আপনি যেরূপ ধার্ম্মিক, তাহাতে কৈকেয়ী সেরূপ বর প্রার্থনা করিলেও আপনি তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতেন। মহারাজ! বলবান প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দুর্ব্বল অনুগত অধীন ব্যক্তিকে যে ধরিয়া, আত্ম-রক্ষায় অসমর্থ যজ্ঞীয় পশুর ন্যায়, প্রপীড়িত ও বিনষ্ট করিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; এই ভূমণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সিংহ যেরূপ মত্ত মাতঙ্গকে আক্রমণ করে, সেইরূপ মহাবল ব্যক্তিরা হীনবল ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া থাকে। পরন্তু, মহারাজ! আমার রামচন্দ্র সমুদায় অত্যাচার-নিবারণে সমর্থ হইয়াও ধর্ম্ম-পরায়ণতা প্রযুক্ত হীনবল হইয়া রহিয়াছে; এই ধর্ম্মভয় ও ধর্ম্মানুগত দুর্ব্বলতা নিবন্ধন আমার রামচন্দ্র সমুদায় ভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া এবং আমাকেও পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিল!

মহারাজ! আপনাকে পরুষ বাক্যে তিরস্কার করিয়া কি হইবে! আমারই অদৃষ্ট মন্দ! আমি পরের উপরি ক্রোধ করিয়া কি করিব! আমার রামচন্দ্র বনগমন-কালে বিস্তর অনুনয়-বিনয়-সহকারে আমাকে বার বার বলিয়া গিয়াছে যে, মাত! আপনি আমার পিতাকে কিছু বলিবেন না, আপনি আমার নিমিত্ত পিতাকে কঠোর বাক্য বলিবেন না; আমার পিতা যাহাতে উদ্বেজিত বা ব্যথিত হয়েন, আপনি কদাপি তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিবেন না; রামচন্দ্র নির্ব্বাসন-কালে আমাকে বার বার এইরূপ অনুনয়-বাক্য বলিয়া গিয়াছে!

মহারাজ! আমার রামচন্দ্র যদিও আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছে, তথাপি আমি অপত্য-স্নেহের বশবর্ত্তিনী, শোক-সাগরে নিমগ্না ও অবশা হইয়া অনিচ্ছা পূর্ব্বক আপনাকে এত দূর বলিতেছি; আমার ন্যায় সৎকুল-সম্ভূতা কোন্ রমণী আপনার মহাবংশে জন্ম ও বিনয়-ভাব অবগত থাকিয়া

প্রিয়তম পতিকে এইরূপ অপ্রিয় বাক্য বলিতে পারে! এই অবনী-মণ্ডলে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই যেরূপ মধুর বা পরুষ বাক্য শ্রবণ করে বা গ্রহণ করে, স্বয়ংও সেইরূপ মধুর বা পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। মহারাজ! রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও আমার ভাগ্য-বিপর্য্যয়-হেতু অচিন্ত্য দুর্দ্দৈব নিবন্ধনই আপনি এরূপ কার্য্য করিয়াছেন!

মহীপতে! আমি আপনকার প্রতি দোষারোপ করিতেছি না; আপনকার কোন কার্য্যকরণে কর্ত্তৃত্ব বা ক্ষমতাও নাই; ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই যন্ত্রের ন্যায় সমুদায় জগৎ অবশ হইয়া চলিতেছে। আমার দুর্দ্দৈব বশতই আমার এই দুরবস্থা ঘটিল! মনুষ্যের চেষ্টায় ইহার কিছুমাত্র প্রতিবিধান হইতে পারে না! সত্যবাদী মহাত্মা রামচন্দ্র আপনকার নিয়োগ-অনুসারে, আপনকার প্রতিজ্ঞা পরিপালনের নিমিত্ত অসীম-সুখ-সৌভাগ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক এস্থান হইতে বন-গমন করিল!

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

কৌশল্যার বিলাপ।

ক্রোধাভিভূতা দেবী কৌশল্যা, তাদৃশ বহুবিধ বিলাপ করিয়াও ক্রোধ-সাগরের পর পারে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না; তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ! আপনি বৎস লক্ষ্মণকে বনবাসে নিযুক্ত করেন নাই, তথাপি সে, রামচন্দ্রের প্রতি অসাধারণ ভক্তি, প্রেম ও আনুগত্য নিবন্ধন যে সমভিব্যাহারে বন-গমন করিল, তাহাতে তাহার নিমিত্তই আমি সবিশেষ শোকাকুলিত হইতেছি! হায়! যে সময় আমার রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত হইল, সেই সময় বৎস লক্ষ্মণ বিস্তারিত বিবরণ অবগত না হইয়াই অতীব ক্রোধভরে সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রাম-রাজ্যাপহারী ব্যক্তিকে সংহার করিবার নিমিত্ত ত্বরান্বিত হইয়া বহির্গত হইল। আহা! ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ তখনও জানিতে পারে নাই যে, নিজ গৃহ হইতেই অগ্নি উত্থিত হইয়াছে! পরে আমার রামচন্দ্র যখন স্বয়ং বন-গমনে প্রবৃত্ত হইল, তখন লক্ষ্মণ রোষারুণিত লোচনে ক্রোধভরে যে বাষ্পবারি পরিত্যাগ করিতে লাগিল, আমার সর্ব্বদা তাহাই স্মরণ হইতেছে! ভ্রাতৃ-বৎসল লক্ষ্মণ, সমুদায় সুখ-সৌভাগ্য ও জননীকে পরিত্যাগ করিয়া যে একমাত্র রামচন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইল, তাহাতে আমি তাহার নিমিত্তই সবিশেষ শোকাভিভূত হইতেছি!

মহেন্দ্র-সদৃশ মহাত্মা মহারাজ জনকের প্রিয়তম-দুহিতা নিরুপম-রূপবতী বৈদেহীর নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত চিন্তাকুল হইতেছে; প্রফুল্ল-কমল-লোচনা অত্যন্ত-সুকুমারী পরমসুন্দরী সীতা, পিতৃ-গৃহে পরম সমাদরে লালিত-পালিতা হইয়া অসীম-সুখ-সৌভাগ্য-সম্ভোগে সম্বর্দ্ধিতা হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে সমুদায় বন্ধু-বান্ধব ও সমুদায় সুখ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাসিত পতির অনুবর্ত্তিনী হইলেন! এক্ষণে তাঁহার কি অবস্থা ঘটিবে! সুকুমারী জনক-

রাজ-কুমারী তরুণী সীতা, চিরকাল নিরন্তর সুখ-সৌভাগ্য-সম্ভোগ করিয়া এক্ষণে ভীষণ অরণ্য-মধ্যে কিরূপে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা সহ্য করিতে পারিবেন! যিনি এই গৃহমধ্যে কয়েক পদ মাত্র ভূমি বিচরণ করিয়াই শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়েন, সেই বৈদেহী এক্ষণে কিরূপে কণ্টকাকীর্ণ বিজন বনে পরিভ্রমণ করিবেন!. মুগ্ধা মৈথিলী, চিরকাল সুস্বাদু ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি আহার করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে তিনি কিরূপে বিস্বাদু, কটু, তিক্ত, কষায়, বন্য ফলমূল আঁহার করিয়া জীবন ধারণ করিবেন! আমার পুত্রবধূ জানকী, চিরকাল মহামূল্য অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন করিয়া এক্ষণে কিরূপে পর্ণাচ্ছাদিত ভূতলে শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রা যাইবেন! হায়! আমার যে পুত্রবধূ রাত্রিকালে অপূর্ব্ব সুখ শয়নে শয়ানা হইয়া প্রত্যূষে বেণু বীণা প্রভৃতির সুমধুর ধ্বনি দ্বারা জাগরিত হইতেন, এক্ষণে তিনি বহুসংখ্য সিংহ ব্যাঘ্র মৃগ পক্ষি প্রভৃতির ঘোর শব্দ শ্রবণে নিদ্রা পরিহার পূর্ব্বক উত্থিতা হইবেন! আমার যশস্বিনী বৈদেহী পূর্ব্বে যে শরীরে অপূর্ব্ব বসন ভূষণ পরিধান করিয়াছিলেন; এক্ষণে সেই শরীরে কিরূপে কর্কশ কুশচীর ধারণ করিবেন! হায়! সুপ্রশস্ত-সুললাট-সুললিত, কুন্দ-সম-দন্ত-রাজি-বিরাজিত, সুবিশাল-নয়নযুগল-সমুদ্ভাসিত, সুচারু-কেশপাশ-বিভূষিত, প্রফুল্ল-কমল-সদৃশ-সুনির্ম্মল, দ্বিজরাজ-সদৃশ-সুবিমল-কান্তি-সম্পন্ন বৈদেহীর বদন-মণ্ডল, কঠোর সমীরণ ও খরতর দিবাকর-কর-নিকরে বিবর্ণ ও ম্লান হইয়া যাইবে!

মহেন্দ্রধ্বজ-সদৃশ, সকল-লোক-লোচনানন্দ, রঘুবংশাবতংস, যশস্বী, মনুজ-প্রধান রামচন্দ্র, এক্ষণে কি অবস্থায় রহিয়াছে! কিরূপেই বা সেই মহাবাহু, মহাবীর, পরিঘ-সদৃশ-বাহু উপাধান করিয়া কোথায় শয়ন করিতেছে! হায়! আমার রামচন্দ্র চিরকাল রাঙ্কবাস্তরণে পরমসুখে শয়ন করিয়া আসিয়া অদ্য বাহু মস্তকে দিয়া ভূ-শয্যায় শয়ন করিতেছে!

হায়! কবে আমি মনোহর-কেশ-কলাপ-বিভূষিত, পদ্ম-পলাশ-লোচন, পদ্মগন্ধী, পূর্ণ-চন্দ্র-সদৃশ সেই রামচন্দ্র-মুখচন্দ্র, দর্শন করিব! হায়! বিধাতা দৃঢ় প্রস্তর দ্বারা আমার হৃদয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন; যদি তাহা না করিতেন, তাহা হইলে রামচন্দ্র নির্ব্বাসিত হইবামাত্র ইহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত!

মহারাজ! আপনি অতীব ঘৃণিত ও লোক-বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন; দেখুন, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা, আপনা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত ও তাড়িত হইয়া ভীষণ মহারণ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে! চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে আমার রামচন্দ্র যদি পুনরাগমন করে, তাহা হইলে আপনি স্বয়ং রাজ্য প্রদান করিলেও সে আর ইহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবে না; জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গুণ-সম্পন্ন রামচন্দ্র, ভুক্ত-মুক্ত-কুসুম-মালার ন্যায় ভরতোচ্ছিষ্ট রাজলক্ষ্মী গ্রহণ করিতে কখনই সম্মত হইবে না।

মহীপতে! কোন ব্যক্তি যদি পিতৃ-শ্রাদ্ধকালে উত্তম গুণ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া অগ্রে আপনার বন্ধু-বান্ধবদিগকে

আহার করাইয়া দিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণগণকে আহার করিতে বলে, তাহা হইলে কৃতবিদ্য গুণবান ব্রাহ্মণগণ তাদৃশ শেষ অবস্থায় সুধা পান করিতেও সম্মত হয়েন না। এইরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতা অগ্রে রাজ্যভোগ করিলে, অবশেষে গুণজ্যেষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কি নিমিত্ত রাজ্যভোগে সম্মত হইবে।

মহারাজ! সিংহ যেমন কখনও পরোচ্ছিষ্ট মাংস ভক্ষণ করে না, সেইরূপ পুরুষসিংহ রামচন্দ্র কদাপি ভরতোচ্ছিষ্ট রাজ্যভোগ করিবে না; হব্য, চরু, ঘৃত, কুশ, যূপ ও স্রুব, এই সমুদায় দ্রব্য একবার ব্যবহৃত হইলে যেমন তদ্দ্বারা পুনর্ব্বার যজ্ঞ-কর্ম্ম হয় না, সেইরূপ হৃতসার সুরার ন্যায়, পীত-সোম যজ্ঞের ন্যায়, কনিষ্ঠ কর্ত্তৃক ভুক্ত এই রাজ্য রামচন্দ্র কখনই গ্রহণ ও ভোগ করিবে না।

বিপক্ষ-প্রতীকার-পরায়ণ দুর্দ্ধর্ষ রামচন্দ্র যদি আপনকার প্রতি মন্দরাচলের ন্যায় গৌরব না করিত, তাহা হইলে সে কখনই ঈদৃশ ধর্ষণা, ঈদৃশ অবমাননা সহ্য করিয়া থাকিত না; সেই মহাত্মা মহাবীর রামচন্দ্র, ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শর-নিকর দ্বারা মন্দর পর্ব্বতও বিদারণ করিতে পারে, পরন্তু সেই ধর্ম্মাত্মা, পিতৃ-গৌরব-নিবন্ধন কোন ক্রমেই আপনকার প্রতিকূলাচরণ করিতে সম্মত হয় নাই। মহাবীর্য্য, মহাবাহু রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলে বাণ-বর্ষণ দ্বারা প্রলয়-কালের ন্যায় সমস্ত জীব নষ্ট করিতে পারে, মহাসাগর দগ্ধ করিতে পারে, চন্দ্রসূর্য্য গ্রহগণ তারাগণ সমেত নভোমণ্ডলও অধঃপাতিত করিতে পারে, পরন্তু একমাত্র সত্য-নিষ্ঠা হইতে কোন ক্রমেই নিবৃত্ত হইতে সমর্থ হয় না। মহাবীর মহাতেজা রামচন্দ্র, শতশত-মহীধর-সঙ্কুল মহীমণ্ডল পরিচালিত করিতে পারে, বিদীর্ণ করিতেও পারে; পরন্তু সে একমাত্র পিতৃ-গৌরব অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না।

মহারাজ! জলজ মৎস্য যেমন নিজ পুত্রকে ভক্ষণ বা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আপনি ঈদৃশ মহাবীর্য্য মহাসত্ত্ব বিখ্যাত-পরাক্রম পুত্র উৎপাদন করিয়া স্বয়ং পরিত্যাগ করিয়াছেন; মহীপতে! আপনি সাধু-জনাচরিত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎপথগামী হইয়াছেন দেখিয়া আমার বিবেচনা হইতেছে যে, আপনি পাপাত্মা ব্যক্তির ন্যায় শীঘ্রই কীর্ত্তি ও রাজলক্ষ্মী হইতে বিচ্যুত হইবেন।

মহারাজ! বেদ-বেদান্ত-পারগ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ শাস্ত্র-দৃষ্ট সনাতন ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন যে, গুরু দুষ্ট হইলে তাঁহার গৌরব তিরোহিত হয়। গুরু, মাতা ও পিতা, দূষিত হইলে পরিত্যাগ করিবে; যে ব্যক্তি অনিষ্টাচরণ করে, সে শত্রু, সে কখনই বন্ধু নহে। নরপতে! আমার রামচন্দ্র আপনকার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিবে না; আপনি যদিও পাপ ও অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, তথাপি আমার রামচন্দ্র কখনই ধর্ম্ম পথ হইতে স্খলিত হইবার পাত্র নহে।

ভূপতে! নারীজাতির পক্ষে পতিই প্রথম আশ্রয়; পুত্র দ্বিতীয় আশ্রয়; পিতা মাতা প্রভৃতি জ্ঞাতিগণ তৃতীয় আশ্রয়; তাহাদের

পক্ষে চতুর্থ আশ্রয় আর নাই। আমার দুরদৃষ্টক্রমে আপনি পতি হইয়া আমার আপনার হইলেন না; পুত্র রামচন্দ্রকে বনে প্রেরণ করিলেন; আমি পতি-সহবাস পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিতে অথবা পিত্রালয়ে গমন করিতে অভিলাষ করি না; হায়! আমি সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হইলাম!

যশস্বিনী দেবী কৌশল্যা, এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রোষভরে মহারাজকে তিরস্কার করিয়া হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, মহারাজ! পুরুষের পক্ষে প্রথম গতি আত্মা; দ্বিতীয় গতি আত্মজ; তৃতীয় গতি সাধুগণ; চতুর্থ গতি ধর্ম্মসঞ্চয়। রাজন! আপনি অকারণে ধর্ম্ম-পরায়ণ সজ্জন-সম্মত প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রকে বনে পরিত্যাগ করিয়া উক্ত চারি প্রকার গতি হইতেই পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। আপনি রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া যে অধিক দিন জীবিত থাকিবেন, এমন আশা নাই। আপনি একমাত্র কৈকেয়ীর নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগের পরেও সৎকর্ম্মোপার্জ্জিত শুভ লোক হইতে ভ্রষ্ট হইবেন!

মহারাজ! আপনি প্রিয় পুত্র রামচন্দ্র, চিরকালোপার্জ্জিত কীর্ত্তি ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে আত্মজীবনও বিসর্জ্জন করিবেন! হায়! আমি সর্ব্বতোভাবে হত হইলাম! ভূপতে! আপনি কৈকেয়ীকে রাজ্য প্রদান করিয়া এই অযোধ্যানগরী, এই কোশলরাজ্য, কীর্ত্তি, স্বধর্ম্ম, আত্মা, প্রজাগণ এবং পুত্রের সহিত আমাকেও বিনষ্ট করিলেন!

মহারাজ দশরথ, দেবী কৌশল্যার মুখে ঈদৃশ দারুণ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, দুঃসহ দুঃখে আকুলিত ও মোহাভিভূত হইয়া পড়িলেন; তিনি হতচেতন হইয়া নিমীলিত নয়নে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে শোক, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

দশরথ-প্রসাদন।

মহারাজ দশরথ, এইরূপে কৌশল্যার বাক্য-শল্যে মর্ম্মে আহত হইয়া পুনর্ব্বার দুঃখনিমীলিত নয়নে মোহাভিভূত হইয়া শয়নতলে নিপতিত হইলেন। তিনি পুনর্ব্বার সংজ্ঞালাভ করিয়া নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক অধোমুখ হইয়া কম্পান্বিত কলেবরে কৃতাঞ্জলি-পুটে পার্শ্ববর্ত্তিনী কৌশল্যার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, সাধ্বি! কৌশল্যে! আমি কৃতাঞ্জলি-পুটে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, প্রসন্না হও; সুত-বৎসলে! আমি দারুণ শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি; ঈদৃশ অবস্থায় আমার হৃদয়ে ক্ষত স্থানে ক্ষার নিক্ষেপ করা তোমার উচিত হইতেছে না। দেবি! তোমার বিবেচনা হইতেছে না, আমি দুঃসহ পুত্র-শোকে একান্ত কাতর; আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; তাহার উপরি তুমি অসহ্য বাক্য-বজ্র নিক্ষেপ করিতেছ!

দেবি! ভর্ত্তা গুণবান হউন বা নির্গুণ হউন, পতিব্রতা রমণীদিগের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহাকেই দেবতা ও একমাত্র গতি বিবেচনা করিয়া আরাধনা করেন। দেবি! আমি যে অন্যায় ও অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর; আমি একান্ত কাতর ও তোমার শরণাপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। দেবি! দৈব আমাকে নষ্ট করিয়াছেন; মৃতের উপরি পুনর্ব্বার খড়্গাঘাত করা তোমার ন্যায় পতি-পরায়ণা রমণীর উচিত হইতেছে না। দেবি! তুমি যে ধর্ম্মশীলা, ধর্ম্মজ্ঞা ও লোক-ব্যবহারজ্ঞা, তাহা আমি জ্ঞাত আছি; অতএব ঈদৃশ অবস্থায় আমার প্রতি ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার ন্যায় মহাবংশ-সম্ভূতা মহিলার যোগ্য হইতেছে না।

পতি-বৎসলা দেবী কৌশল্যা, পতির মুখে ঈদৃশ করুণা-পূর্ণ কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরিতপ্ত হৃদয়ে পুত্র-শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মস্তকে অঞ্জলি ধারণ করিলেন; এবং মহারাজের চরণ-তলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি অবনত মস্তকে আপনকার চরণে নিপতিতা হইতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন; আমি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। মহারাজ! আমি পুত্র-শোকে বিমূঢ়-হৃদয়া হইয়া অনিচ্ছা পূর্ব্বক আপনাকে অনেক অবক্তব্য কথা বলিয়াছি; আমি মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছি; আপনি কৃপা করিয়া আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন।

মহারাজ! ভর্ত্তা দেবতাস্বরূপ; ভর্ত্তা একান্ত কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রার্থনা করিলে, যে রমণী প্রসন্না না হয়, তাহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। মহীপতে! আপনি আমার ও রামচন্দ্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা ও প্রভু; আপনি যাহা করিবেন, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র বলিবার অধিকার নাই; আমি শোকে বিহ্বল ও একান্ত কাতর হইয়া সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক আপনকার অবমাননা করিয়াছি; আপনি ক্ষমা করুন।

ধর্ম্মজ্ঞ! আমি ধর্ম্মের গতি অবগত আছি, আপনি যে সত্য-প্রতিজ্ঞ ও সত্যবাদী, তাহাও আমি জানি; পরন্তু আমি পুত্র-শোকে একান্ত কাতর ও হতবুদ্ধি হইয়া, যাহা মুখে আসিয়াছে, তাহাই বলিয়াছি। শোক, বুদ্ধি নষ্ট করে; শোক, বিদ্যা ও জ্ঞান ধ্বংস করে; শোক, ধৈর্য্যও নাশ করিয়া থাকে; অতএব শোক-সদৃশ শত্রু আর দ্বিতীয় নাই। রাজন! প্রজ্বলিত অগ্নি-স্পর্শ সহ্য করিতে পারা যায়, দারুণ শস্ত্রাঘাতও সহ্য করিতে পারা যায়, পরন্তু দুঃসহ শোকাবেগ-জনিত দুঃখ সহ্য করিতে পারা যায় না। যাঁহারা ধর্ম্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তাদৃশ সর্ব্বজ্ঞ, ধৈর্য্যশালী, যতিগণও শোকোপহত-চিত্ত হইয়া বিমুগ্ধ-হৃদয় ও ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়া পড়েন।

নরপতে! রামচন্দ্রের বনগমনের পর যে পঞ্চ দিন গত হইয়াছে, তাহা আমার শোকাকুলিত চিত্তে পঞ্চশত বর্ষের ন্যায়

দীর্ঘতর বলিয়া অনুভূত হইতেছে; আমার হৃদয় নিরন্তর রামচন্দ্রে একাগ্র ভাবে সমাসক্ত রহিয়াছে; বর্ষাকালে মহাবেগশালী গঙ্গাজল-প্রবাহের ন্যায় আমার শোকপ্রবাহ ক্রমশই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। দেবী কৌশল্যা, এইরূপ করুণ বচনে মহারাজের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে দিবা অবসান হইল; দিবাকর অস্তগমন করিলেন।

দেবী কৌশল্যা এইরূপ সান্ত্বনা-বাক্যে মহারাজকে সুস্থির করিলে তিনি শোক ও পরিশ্রমে পরিম্লান হইয়া ক্রমে ক্রমে নিদ্রার বশবর্ত্তী হইলেন।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

সুমিত্রা-বাক্য।

প্রমদা-প্রধানা কৌশল্যা, ধৈর্য্য পরিহার পূর্ব্বক বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া, সুমিত্রা ধর্ম্মানুগত সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন, দেবি! দিব্যগুণ-সম্পন্ন পরম-ধার্ম্মিক আপনকার পুত্র রামচন্দ্র এক্ষণে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতেছেন; তাদৃশ পুত্রের নিমিত্ত শোক করা আপনকার উচিত হইতেছে না; যে পুত্র দেব-সদৃশ-সত্ত্ব-গুণাবলম্বী, প্রাজ্ঞ, দূরদর্শী ও শ্রেয়োভাজন নহে, সে কখনই পিতার নিয়োগে অবস্থান করে না। আর্য্যে! আমার বিবেচনা হইতেছে, আপনকার পুত্র যে রাজ্য ও সুখ পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিল, তাহাতে সে অনন্য-সুলভ মহৎ কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। আপনকার তনয় পরম-ধার্ম্মিক, সে সাধুচরিত ধর্ম্মানুগত যশস্কর পথে অবস্থান করিতেছে; তাহার নিমিত্ত আপনকার শোক করা উচিত হইতেছে না। আর্য্যে! আমার পুত্র ভ্রাতৃ-বৎসল লক্ষ্মণ, সৎপথবর্ত্তী রামচন্দ্রের অনুগামী হইয়াছে; তাহার নিমিত্তও শোক করা আপনকার উচিত হইতেছে না। যশোভাজনা ধর্ম্ম-পরায়ণা ধন্যা জানকী, চিরকাল সুখ-সৌভাগ্য সম্ভোগ করিয়া অরণ্যবাসের মহাদুঃখ জানিয়াও গৃহবাস ও সমুদায় সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ভর্ত্তার অনুগমন করিলেন, তাহাতে তাঁহার নিমিত্তও শোক করা আপনকার বিধেয় হইতেছে না।

দেবি! আপনকার পুত্র রামচন্দ্র ত্রিলোক-বিশ্রুতা সুমহতী যশঃপতাকা উড্ডীন করিয়া গমন করিয়াছে; তাহার নিমিত্ত শোকাকুলিত হওয়া আপনকার উচিত হইতেছে না; উদারচিত্ত রামচন্দ্রের বিপুল সত্ত্ব অবগত হইয়া ভগবান দিবাকর, কখনই কিরণ-জাল দ্বারা তাঁহাকে সন্তাপিত করিবেন না। আর্য্যে! অনতিশীতল, অনতি-উষ্ণ সুখস্পর্শ বায়ু, বিবিধ কানন হইতে সুরভি গন্ধ আহরণ পূর্ব্বক আপনকার পুত্রের সেবা করিবে, সন্দেহ নাই।

দেবি! অরণ্য-মধ্যে রাত্রিকালে রামচন্দ্র যখন ভূমিতে শয়ন করিবে, তখন ভগবান নিশাকর সুখকর কর-নিকর দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া সুখী করিবেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বয়ং যাঁহাকে বহুবিধ দিব্যাস্ত্র প্রদান

করিয়াছেন; সেই সর্ব্বাস্ত্র-কুশল রামচন্দ্রের নিমিত্ত আপনি কিজন্য শোকাকুলিত হইতেছেন! কীর্ত্তি, শ্রী ও লক্ষ্মীরূপা পতিব্রতা ভার্য্যা যাহাকে নিয়ত সেবা করিতেছে, সেই মহাদ্যুতি মহাসত্ত্ব রামচন্দ্র, অবশ্যই রাজ্যলাভ করিবে। আর্য্যে! আপনি পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়া অদ্য যেরূপ নয়ন-জল পরিত্যাগ করিতেছেন; রামচন্দ্র পুনর্ব্বার অযোধ্যায় উপস্থিত হইলে এইরূপ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন। আপনকার পরম-ধার্ম্মিক পুত্র রামচন্দ্র মহীমণ্ডলে যশোমণ্ডল বিস্তীর্ণ করিয়া চতুর্দ্দশ-বর্ষাবসানে অবশ্যই রাজ্য ভোগ করিবে। যে নরকুঞ্জর রামচন্দ্রের কুশচীর ধারণ পূর্ব্বক বনগমন করিবার সময় সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় দেবী সীতা অনুগামিনী হইয়াছেন; তাহার দুর্ল্লভ আর কি আছে? আপনকার পুত্র পুরুষ-প্রধান দীর্ঘবাহু রামচন্দ্র, বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার চরণ-বন্দন পূর্ব্বক আপনাকে আনন্দিত করিবে। মেঘরাজি যেমন সলিল-বর্ষণ দ্বারা মহীধরকে অভিষিক্ত করে, সেইরূপ আপনিও রাজীব-লোচন রামচন্দ্রকে চরণ-বন্দন করিতে দেখিয়া আনন্দাশ্রু দ্বারা অভিষিক্ত করিবেন।

পুরুষ-প্রধান মহাবীর রামচন্দ্র নিজ বাহুবল আশ্রয় পূর্ব্বক নির্ভীক হৃদয়ে নিজ গৃহের ন্যায় অরণ্য-মধ্যেও সুখে বাস করিবে। যাহার সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে সমুদায় শত্রুগণ নিহত হয়, সমুদায় অবনীমণ্ডল কি নিমিত্ত তাহার শাসনাধীন থাকিবে না? রামচন্দ্র যেরূপ শৌর্য্যশালী, যেরূপ মহাসত্ত্ব, যেরূপ শুভদর্শন ও যেরূপ শ্রীমান, তাহাতে সে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবামাত্র রাজ্যলাভ করিবে, সন্দেহ নাই। মহাত্মা রামচন্দ্র সূর্য্যের সূর্য্য, অগ্নির অগ্নি, প্রভুর প্রভু, লক্ষ্মীর লক্ষ্মী, কীর্ত্তির কীর্ত্তি, ক্ষমার ক্ষমা ও ভৌতিক-পদার্থসমূহের মূলীভূত। রামচন্দ্র নগর-মধ্যে থাকুক বা অরণ্য-মধ্যেই থাকুক, সে কোন দোষেই দূষিত নহে। পুরুষ-সিংহ রামচন্দ্র, বৈদেহী বসুধা ও সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সহিত শীঘ্রই রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে।

যে দুর্দ্ধর্ষ রামচন্দ্রকে চীরচীবর ধারণ পূর্ব্বক বনগমন করিতে দেখিয়া অযোধ্যা-নিবাসী জনগণ সকলেই শোকে অভিভূত হইয়া দুঃখ-জনিত নয়ন-জল পরিত্যাগ করিতেছে, সীতার ন্যায় রাজলক্ষ্মীও যাহার অনুগমন করিয়াছেন, সেই সর্ব্বজন-প্রিয় রাজকুমারের দুর্ল্লভ কি আছে? মহানুভব লক্ষ্মণ, সশর শরাসন খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক যাহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছে, তাহার দুর্ল্লভ কি আছে?

দেবি! শোক-মোহ পরিত্যাগ করুন; আমি শপথ করিয়া আপনকার নিকট বলিতেছি, রামচন্দ্র বনবাস-ব্রত উদযাপন পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিবে, আপনি দেখিতে পাইবেন। কল্যাণি! আপনকার পুত্র নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় আপনকার দৃষ্টিপথে উদিত হইয়া মস্তক দ্বারা আপনকার এই চরণদ্বয় পুনর্ব্বার বন্দনা করিবে, দেখিতে পাইবেন। দেবি! রামচন্দ্র পুনর্ব্বার অযোধ্যায় প্রবেশ পূর্ব্বক মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া সাম্রাজ্যে

অভিষিক্ত হইবে; আপনি অনতি-দীর্ঘকাল-মধ্যেই তাহা দর্শন করিয়া আনন্দ-জনিত নয়ন-জল পরিত্যাগ করিবেন। দেবি! মহাত্মা রামচন্দ্রের কোন অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; আপনি তাঁহার নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক-দুঃখ বা পরিতাপ করিবেন না।

দেবি! সমুদায় অনুজীবী জনগণকে আশ্বাস প্রদান করা আপনকার কর্ত্তব্য; আপনি কি নিমিত্ত এক্ষণে স্বয়ং শোকে একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িতেছেন! দেবি! রামচন্দ্র অপেক্ষা সৎপথবর্ত্তী মহাত্মা আর জগতে কেহই নাই; এই মহানুভব রামচন্দ্র যাঁহার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, সেই আপনি কি নিমিত্ত শোকাকুলিত হইতেছেন! গ্রীষ্মাবসানে নূতন মেঘোদয় হইলে প্রজাগণ যেরূপ আনন্দিত হয়, রামচন্দ্র প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সুহৃদ্‌গণের সহিত সমবেত হইয়া আপনাকে প্রণাম করিতেছে দেখিয়া সকলে সেইরূপ আনন্দভরে নয়ন-জল পরিত্যাগ করিবে। দেবি! প্রজাবৎসল আপনকার পুত্র অনতি-দীর্ঘকাল-মধ্যেই অযোধ্যায় পুনরাগত হইয়া মৃদুল-কর-কমল-যুগল দ্বারা আপনকার পদ-ধূলি গ্রহণ করিবে। মেঘরাজি যেমন জল-বর্ষণ দ্বারা মহীধরকে অভিষিক্ত করে, আপনিও সেইরূপ সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত মহাবীর রামচন্দ্রকে প্রণাম করিতে দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন।

বচন-প্রয়োগ-কুশলা দেবী সুমিত্রা, রামচন্দ্র-জননী কৌশল্যাকে এইরূপ বিবিধ বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া বিরতা হইলেন। শরৎকালে অল্প-সলিল মেঘ যেরূপ বায়ুবেগে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ লক্ষ্মণ-জননী সুমিত্রার প্রবোধ বাক্য শ্রবণে নরদেব-পত্নী কৌশল্যার তাদৃশ দারুণ শোক তৎক্ষণাৎ অপনীত হইল।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

ঋষি-কুমার-বধ-বৃত্তান্ত।

পুরুষ-সিংহ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ বনবাসী হইলে শ্রীমান মহারাজ দশরথ, শোকে স্বাস্থ্য ও জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; রাহু যেমন দিবাকরকে গ্রাস করে, সেইরূপ রাম ও লক্ষ্মণের নির্ব্বাসন-জনিত বিবিধ বিপ্লব আসিয়া দেবরাজ-সদৃশ মহারাজ দশরথকে আক্রমণ করিল।

রামচন্দ্রের অরণ্য-যাত্রার ষষ্ঠ দিবসে মহাযশা মহারাজ দশরথ, অর্দ্ধ-রাত্র-সময়ে জাগরিত হইয়া শোক ও অনুতাপ করিতেছেন, এমত সময় হঠাৎ পূর্ব্বকৃত দারুণ দুষ্কৃত তাঁহার স্মৃতি-পথে আবির্ভূত হইল। তিনি পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত সমুদায় আনুপূর্ব্বিক স্মরণ পূর্ব্বক দেবী কৌশল্যাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দেবি কৌশল্যে! যদি জাগিয়া থাক, আমি যাহা বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। কল্যাণি! মনুষ্য শুভ বা অশুভ যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, কালক্রমে অবশ্যই তাহার ফল প্রাপ্ত হয়; যে ব্যক্তি কার্য্য-আরম্ভের সময় তাহার গৌরব, লাঘব, গুণ ও দোষ নিরূপণ করিতে না পারে, তাহাকে বালক বলা যাইতে পারে।

দেবি! যদি কোন ব্যক্তি আম্রবন ছেদন পূর্ব্বক পুষ্প দর্শনে উৎকৃষ্টতর-ফল-লোলুপ হইয়া প্রযত্ন-সহকারে পলাশ-বৃক্ষে জল-সেক করে, তাহা হইলে তাহাকে ফলোৎপত্তির সময় শোক ও অনুতাপ করিতে হয়। যে ব্যক্তি অগ্রে ভাবী শুভ বা অশুভ ফল বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ কোন কর্ম্ম করে, সে ব্যক্তি ঐ কিংশুক-বৃক্ষ-সেচকের ন্যায় ফলকালে শোক ও পরিতাপে অভিভূত হয়। দেবি! আমি দুর্ম্মতি-নিবন্ধন আম্রবন ছেদন করিয়া যত্ন পূর্ব্বক পলাশ-বন আশ্রয় করিয়াছি;—আমি বুদ্ধি-মোহ প্রযুক্ত প্রিয়-পুত্র রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে শোকান্ধ-কূপে নিমগ্ন হইয়াছি।

কৌশল্যে! আমি যখন তরুণ-বয়স্ক ছিলাম, যখন আমার বিবাহ হয় নাই, তখন আমি নূতন লক্ষ্য-ভেদ শিক্ষা করিয়াছিলাম; তৎকালে আমি অসামান্য-শব্দ-বেধ-সামর্থ্য প্রদর্শনের উদ্দেশে স্বয়ং একটি গুরুতর দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি; বিষ ভক্ষণ করিলে যেরূপ পরিণামে জীবন-সংহার হয়, সেইরূপ এখন আমার সেই স্বয়ংকৃত পাপ-কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; যেমন কোন ব্যক্তি জানিতে না পারিয়া হলাহল ভক্ষণ করে, সেইরূপ পূর্ব্বকালে আমি না বুঝিয়া তাদৃশ পাপকর্ম্ম করিয়াছি।

দেবি! আমি যখন যুবরাজ হইয়াছিলাম, যে সময় তোমার সহিত আমার বিবাহ হয় নাই, সেই অবস্থায় একদা সর্ব্বজন-মনঃপ্রহর্ষণ বর্ষাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল; এই সময় ভগবান মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ডরূপ ধারণ পূর্ব্বক মহীতলের রস আকর্ষণ করিয়া উত্তরায়ণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন; নয়ন-রঞ্জন সুঘন ঘনঘটা নভোমণ্ডল সমাচ্ছাদন পূর্ব্বক প্রজাগণের নয়ন-রঞ্জন করিতে লাগিল; বক, সারস ও মত্ত ময়ূরগণ, পরমানন্দে বিহার করিতে আরম্ভ করিল; বহুবিধ বিহঙ্গ-গণের পক্ষরূপ উত্তরীয় বসন বর্ষা-জলে আর্দ্র ও ক্লিন্ন হইয়া উঠিল; তাহারা স্নাত হইয়াই যেন অতিকৃচ্ছ্রে বৃষ্টিবাতে বিকম্পিত মহীরুহ-শাখার অগ্রভাগ আশ্রয় করিল। মত্ত-সারঙ্গ-সমাকুল পর্ব্বত-সকল, পতিত ও পতমান সলিল দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া তোয়রাশির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

এই জলদাগম-সময়ে প্রবল বেগে আকুল আবিল জল-সমূহ বিপুল স্রোতে উন্মার্গ-গমনে প্রবৃত্ত হইল; এই ধরণীতল ভূরি-পরিমিত জলদ-জলে পরিতর্পিত হইল; কুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও ময়ূরগণ হরিদ্বর্ণ শাদ্বল ভূমিতে উন্মত্ত ভাবে বিচরণ করিতে লাগিল।

দেবি! ঈদৃশ পরম-রমণীয় প্রাবৃট্‌কাল উপস্থিত হইলে, আমি শরাসন ও তূণীর ধারণ পূর্ব্বক সরযূ-নদীর তীরে গমন করিলাম; আমি তৎকালে একমাত্র শরাসন দ্বারাই ব্যায়াম অভ্যাস করিতাম; আমি শব্দ-অনুসারে লক্ষ্যভেদ করিবার অভিপ্রায়ে সরযূ-নদী-তীরবর্ত্তী বিবিক্ত স্থানে উপস্থিত হইলাম; যেখানে বন্য মৃগগণ রাত্রিকালে

নিপানে জলপান করিবার জন্য আগমন করে, সেই স্থানে আমি মৃগবধ করিবার অভিপ্রায়ে সেই ভীষণ-তিমিরাবৃত রজনীতে শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক একপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিলাম। আমার এইরূপ সংকল্প ছিল যে, সেই তীর-প্রদেশে বন্য মহিষ, গজ বা অন্য কোন মৃগ আগমন করিলে আমি শব্দানুসারে তাহাদিগকে সংহার করিব।

অনন্তর আমি তিমিরাবৃত অদৃশ্য স্থানে বারণ-বৃংহিতের ন্যায় পূর্য্যমাণ জল-কুম্ভের শব্দ শ্রবণ করিলাম; শ্রবণ মাত্র আমি দৈবদুর্ব্বিপাক নিবন্ধন আশীবিষ-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ সুবর্ণ-পুঙ্খ-সুশোভিত নিশিত শর, শরাসনে যোজিত করিয়া গজ-শব্দ-বোধে সেই শব্দস্থানে তৎক্ষণাৎ নিক্ষেপ করিলাম।

দেবি! আমি সুতীক্ষ্ণ শায়ক পরিত্যাগ করিবামাত্র, 'হায়! হত হইলাম! হায়! হত হইলাম!' এইরূপ মনুষ্য-মুখোচ্চারিত করুণধ্বনি শ্রবণ করিলাম। পরে এইরূপ শুনিতে পাইলাম যে, 'হায়! মাদৃশ তপস্বিজনের প্রতি কি নিমিত্ত ঈদৃশ অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল! হায়! কোন্ নৃশংস ব্যক্তি আমাকে সুতীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিল! আমি এই রাত্রিকালে জন-শূন্য নদীতে জল আহরণের নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম; কোন্ ব্যক্তি আমাকে বিষম বাণে বিদ্ধ করিল! হায়! আমি কাহার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি! আমি অহিংসা ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বনে বাস করিয়া বন্য ফল-মূল দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি; আমি ত কখন কাহারও অপকার করি নাই! কে আমাকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিল! মাদৃশ বল্কলাজিন-জটাধারধারী ঋষির কি নিমিত্ত অস্ত্রাঘাতে জীবন বিনাশ হইল! আমাকে বিনাশ করিয়া কাহার কি ইষ্ট সিদ্ধ হইল!'

'হায়! আমার পিতা অন্ধ, বৃদ্ধ ও দীন; তিনি অরণ্য-মধ্যে আরণ্য ফল-মূল দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকেন; আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র, আমাকে বাণ বিদ্ধ করাতে আমার পিতার হৃদয়েও জীবন-সংহারক বাণ নিক্ষেপ করা হইয়াছে! শিষ্য গুরু-বধ করিয়া যেরূপ পাপভাগী হয়, আমাকে বিনা কারণে বধ করিয়া যিনি তাদৃশ পাপে লিপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে কোন্ সাধু ব্যক্তি ঘৃণা না করিবেন?'

'হায়! আমি আমার জীবন বিনাশের নিমিত্ত অনুশোচনা করিতেছি না; পরন্তু আমার অন্ধ বৃদ্ধ পিতা মাতার নিমিত্তই শোকে আকুলিত হইতেছি! আমি, অন্ধ বৃদ্ধ পিতামাতাকে ভরণ-পোষণ করিয়া আসিতেছি; আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহারা অনাথ হইয়া কিরূপে যে জীবন ধারণ করিবেন, বলিতে পারি না! হায়! এক বাণে আমার বৃদ্ধ পিতা, মাতা ও আমি নিহত হইলাম! আমার পিতা মাতা ও আমি শাক ও ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়া থাকি, এক্ষণে কোন্ দুরাত্মা আসিয়া এক বাণেই আমাদের তিন জনকে বিনষ্ট করিল!'

দেবি! আমি ঈদৃশ করুণা-পূর্ণ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া এককালে উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয় হইয়া পড়িলাম, অধর্ম্মভয়ে তৎকালে আমার

হস্ত হইতে সশর শরাসন নিপতিত হইল; আমি শোকাবেগ বশত সম্ভ্রান্ত-হৃদয়,ভুর্ম্মনায়মান, হীনসত্ত্ব ও হতচেতন-প্রায় হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম, এবং অবিলম্বে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম,বিকীর্ণ-জটা-কলাপ-বিভূষিত অজিনধারী একটি বালক, হৃদয়ে শর-বিদ্ধ হইয়া জলের নিকট কাতর ভাবে নিপতিত রহিয়াছেন; তাঁহার জটাকলাপ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, হস্তস্থিত কলস বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ ধূলি ও শোণিতে লিপ্ত এবং হৃদয়ে শল্য বিদ্ধ হইয়াছে। দেবি! আমি এইরূপ দর্শন করিয়া অতীব ভীত ও আকুলিত-হৃদয় হইলাম; মর্ম্ম-বিদ্ধ ঋষিকুমার স্বীয় তেজোদ্বারা আমাকে দগ্ধ করিয়াই যেন আমার প্রতি কাতর ভাবে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, ক্ষত্রিয়! আমি আপনকার কি অপকার করিয়াছি? আমি এই বনে বাস করিয়া থাকি; আমি পিতা-মাতার নিমিত্ত জল লইতে আসিয়াছিলাম; আপনি কি নিমিত্ত আমাকে খরতর শর প্রহার করিলেন? আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা দীনহীন, অন্ধ ও অনাথ; তাঁহারা আমার নিমিত্ত এই বিজন বনে প্রতীক্ষা করিতেছেন! পাপাশয়! আমার পিতা মাতা বা আমি আপনকার কোন অনিষ্ট করি নাই; আপনি কি নিমিত্ত এক বাণেই আমাদের তিন জনকে সংহার করিলেন? আমার অন্ধ ও দুর্ব্বল পিতা-মাতা পিপাসাকুলিত হৃদয়ে আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন; তাঁহারা আমার প্রতিগমনের প্রত্যাশায় অতি-কষ্টে তৃষ্ণা ধারণ করিয়া থাকিবেন। মূঢ়মতে! আপনি আমাকে বিনাশ করিলেন, আমার পিতা ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না; ইহাতে আমার বোধ হয়, বেদাধ্যয়ন বা তপশ্চরণে কোন ফল হয় না, অথবা পিতা জানিতে পারিয়াই বা কি করিবেন! তিনি অন্ধ, তিনি কোথাও গমনাগমনেও সমর্থ নহেন; একটি অচল ভেদ করিলে যেমন অন্য অচল তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ, আমার পিতাও সেইরূপ অচল ও অসমর্থ। রঘুবংশীয়! আপনি শীঘ্র আমার পিতার নিকট গমন করিয়া এই সমুদায় ঘটনা নিবেদন করুন; যদি না করেন, তাহা হইলে অনল যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ দগ্ধ করে, সেইরূপ তিনিও ক্রোধাভিভূত হইয়া আপনাকে শাপানল দ্বারা দগ্ধ করিবেন।

রাজন্য! এই যে একজনের মাত্র গমনযোগ্য একটি সংকীর্ণ পথ রহিয়াছে, ইহা অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিলে আমার পিতার আশ্রমে উপনীত হইবেন; আপনি এই পথে শীঘ্র গমন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করুন; নতুবা তিনি কুপিত হইয়া আপনাকে শাপ প্রদান করিবেন। রাজন্য! আপনি যে আমার প্রতি শর-নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমাকে বিশল্য করুন; বজ্রাগ্নি-সদৃশ দারুণ-স্পর্শ এই শল্য আমার প্রাণ রোধ করিতেছে; রাজন্য! আমার শল্য উদ্ধার করুন, যাহাতে আমাকে সশল্য হইয়া মরিতে না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন। জল-স্রোত যেমন বালুকাময় উন্নত তীর উৎসন্ন করে, সেইরূপ আপনকার নিশিত শর আমার প্রাণ নিরুদ্ধ ও অভিভূত করিতেছে।

দেবি! এই সময় আমার হৃদয়ে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল যে, মর্ম্মবিদ্ধ শল্য ঋষি-কুমারকে যার পর নাই যাতনা দিতেছে, কিন্তু যদি আমি শল্য উদ্ধার করি, তাপস-কুমার এখনি জীবন পরিত্যাগ করিবেন! শল্য আকর্ষণের সময় আমি দুঃখিত, শোকাকুলিত ও একান্ত কাতর হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমত সময় বিরক্তাঙ্গ অবসন্ন ক্ষয়োন্মুখ পরমার্থদর্শী মুনিকুমার আমাকে তাদৃশ কাতরভাবাপন্ন দেখিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, 'রাজন্য! আমি স্থির চিত্তে বলিতেছি, আপনি ব্রহ্মহত্যা-জনিত পরিতাপ পরিত্যাগ করুন; আপনি মনোদুঃখ করিবেন না; আমি ব্রাহ্মণ নহি; ব্রহ্মহত্যা হইল বলিয়া আপনি শঙ্কা করিবেন না; আমি বনবাসী ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রা-গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। তাপস-কুমার এই কথা বলিয়াই নীরব হইলেন।

শরাঘাতে একান্ত কাতর জলার্দ্র-শরীর সরযূ-তটে শয়ান তাপস-কুমারকে এইরূপে ঘনঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে দেখিয়া আমি যার পর নাই বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম; পরে আমি সেই অবশাঙ্গ মুনি-কুমারের জীবন-রক্ষায় যত্নবান ও হত-চেতনপ্রায় হইয়া হৃদয় হইতে বল পূর্ব্বক বাণ উদ্ধৃত করিলাম।

ঋষিকুমারের মর্ম্ম হইতে শল্য উদ্ধৃত হইবামাত্র তাঁহার হিক্কা ও শ্বাস উপস্থিত হইল। তিনি ক্ষণকাল বিচেষ্টমান হইয়াই ক্ষীণ ও অবসন্ন শরীরে নেত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

এইরূপে ঋষি-কুমার আমার যশোরাশির সহিত আমাকে নিপাতিত করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, আমি অপার দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন ও ইতিকর্ত্তব্যতা-নিরূপণে অসমর্থ হইয়া পড়িলাম।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

ব্রহ্মশাপ-কথন।

এইরূপে আমি ঋষি-কুমারের হৃদয় হইতে বিষম-বিষ-বিষধর-সদৃশ শর উদ্ধৃত করিয়া জলকুম্ভ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার পিতার আশ্রমে গমন করিলাম; সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পরিচারক-বিহীন অতিদীন অন্ধ বৃদ্ধ ঋষি ও ঋষিপত্নী ছিন্নপক্ষ পক্ষি-যুগলের ন্যায় এক স্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহারা বিলম্ব নিবন্ধন একান্ত ব্যথিত হইয়া অনন্য হৃদয়ে নিহত পুত্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার বিষয়েই কথোপকথন করিতেছেন।

দেবি! আমি অজ্ঞান-নিবন্ধন তাদৃশ মহাপাতক করিয়া একান্ত কাতর হৃদয়ে আশ্রম-স্থিত ঋষি ও ঋষি-পত্নীর সমীপবর্ত্তী হইলাম এবং অন্ধ ঋষি ও ঋষি-পত্নীকে দেখিয়াই আমি ভয়-ভীত ও শোকে বিহ্বল-হৃদয় হইয়া পড়িলাম। অন্ধ মুনি আমার পদ-শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র কহিলেন, পুত্র! কি নিমিত্ত তোমার এত বিলম্ব হইল? শীঘ্র জল আনয়ন কর; যজ্ঞদত্ত! তুমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জলে ক্রীড়া করিতেছিলে; তোমার মাতা ও আমি, তোমার

বিলম্ব হওয়াতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। বৎস! যদি তোমার মাতা বা আমি কোন অসন্তোষকর কার্য্য করিয়া থাকি, ক্ষমা কর; আর কোথাও গমন করিয়া এরূপ বিলম্ব করিও না। বৎস! আমি অগতি, তুমি আমার গতি; আমি নয়ন-হীন, তুমি আমার নয়ন; তোমাতেই আমার জীবন নিহিত রহিয়াছে। বৎস! অদ্য কি নিমিত্ত তুমি আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না!

পুত্র-লালস অন্ধ-মুনি এইরূপ করুণা-পূর্ণ বাক্য বলিতেছেন, এমত সময় আমি ভয়-বিহ্বল হৃদয়ে ধীরে ধীরে সমীপবর্ত্তী হইলাম। আমি ধৈর্য্য-বলে বাক্য সংযত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিত কলেবরে বাষ্প-পূর্ণ কণ্ঠে ভয়-গদ্গদ বচনে কহিলাম, মহামুনে! আমি আপনকার পুত্র নহি; ক্ষত্রিয়-কুলে আমার জন্ম হইয়াছে; আমার নাম দশরথ; আমি সজ্জন-বিনিন্দিত ঘোরতর পাপ কর্ম্ম করিয়া আপনকার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

ভগবন্! জলপানের নিমিত্ত সমাগত দৃষ্টি-পথাতীত মৃগ বধ করিবার নিমিত্ত আমি সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সরযূ-তীরে উপস্থিত হইয়াছিলাম; আমার অভিপ্রায় ছিল যে, ঘোর তিমিরে বৃক্ষের অন্তরালে অলক্ষিত থাকিয়া শব্দ-অনুসারে মৃগয়া করিব। এই সময় আপনকার পুত্র, সরযূ-জলে কুম্ভ পরিপূর্ণ করিতেছিলেন; সেই শব্দ আমার শ্রুতি-গোচর হইল; আমি মনে করিলাম, কোন আরণ্য মাতঙ্গ আসিয়া শুণ্ড দ্বারা জল-প্রক্ষেপ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছে। তৎকালে আমি তাদৃশ ভ্রমে নিপতিত হইয়া শব্দ-অনুসারে লক্ষ্য করিয়া খরতর শর নিক্ষেপ করিলাম; আপনকার পুত্র সেই শরে বিদ্ধ হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

আপনকার পুত্র বাণ-বিদ্ধ হৃদয়ে যে সময় আর্ত্তনাদ করেন, সেই সময় আমি মনুষ্যের রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়াই ভীত হইয়া সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, আমার বাণেই বিদ্ধ হইয়া ঋষি-কুমার আর্ত্তনাদ করিতেছেন! ভগবন্! আমি শব্দ-বেধ-সামর্থ্য নিবন্ধন মাতঙ্গ-বোধে শব্দ-অনুসারে জলে বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; দৈব-দুর্ব্বিপাকে তাহাতেই আপনকার পুত্র নিহত হইয়াছেন; আপনকার পুত্র মর্ম্মে বিদ্ধ হইয়া পরিতাপ করিতে করিতে আমার প্রতি যেরূপ আদেশ ও উপদেশ করিলেন, তদনুসারে আমি তাঁহার মর্ম্মস্থল হইতে তৎক্ষণাৎ বাণ উদ্ধৃত করিলাম।

ভগবন! আমি বাণ উদ্ধৃত করিলে আপনকার পুত্র আপনাদের উভয়ের নিমিত্ত বহুবিধ শোক, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে দেব-লোকে গমন করিয়াছেন। মহামুনে! আমি অজ্ঞান-নিবন্ধন সহসা আপনকার প্রিয় পুত্রকে বিনাশ করিয়াছি; এক্ষণে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং ঈদৃশ অবস্থায় অতঃপর কি করিতে হইবে, আমার প্রতি আজ্ঞা করুন।

অন্ধমুনি আমার মুখে ঈদৃশ ঘোরতর দারুণ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছাভিভূত হইয়া পড়িলেন; সহসা মূর্চ্ছা নিবন্ধন তিনি

তৎকালে শাপ প্রদান করিতে পারিলেন না। পরে যখন তাঁহার চৈতন্য লাভ হইল, তখন তিনি বাষ্পাকুলিত লোচনে ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; পরে তিনি সম্মুখে আমাকে কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান দেখিয়া কহিলেন, রাজন! যদি তুমি এই অন্যায় অশুভ কর্ম্ম করিয়া আমার নিকট স্বয়ং আসিয়া না বলিতে, তাহা হইলে আমি শাপানল দ্বারা তোমার সমুদায় রাজ্যই দগ্ধ করিয়া ফেলিতাম। যদি ক্ষত্রিয়-বংশীয় কোন ব্যক্তি জ্ঞান পূর্ব্বক কোন বানপ্রস্থ বধ করেন, তাহা হইলে তিনি ইন্দ্রত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া অধোগামী হয়েন। নরাধম! তুমি যদি জ্ঞানপূর্ব্বক এই বানপ্রস্থ বধ করিতে, তাহা হইলে তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্ত পুরুষ ও পরবর্ত্তী সপ্ত পুরুষ নিরয়-গামী হইত; তুমি অজ্ঞান পূর্ব্বক আমার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছ বলিয়া এ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছ; জ্ঞানকৃত বধ হইলে তোমার কথা দূরে থাকুক, এতক্ষণ তোমার বংশে একজনও জীবিত থাকিত না।

নৃশংস! সেই বালক আমার অন্ধের যষ্টিস্বরূপ; তুমি যে স্থানে তাহাকে বাণবিদ্ধ করিয়া বিনষ্ট করিয়াছ ও যে স্থানে আমার সেই পুত্রের মৃত দেহ রহিয়াছে, আমাকে অবিলম্বে সেই স্থানে লইয়া চল; আমি, ভূমিতে পতিত সেই মৃত পুত্রকে একবার স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি; আমি পুত্র-স্পর্শ ব্যতিরেকে এক্ষণে জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না। আমার পুত্রের শরীর এক্ষণে শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে; অজিন ও জটা-কলাপ বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; আমি ভার্য্যার সহিত একবার তদবস্থাপন্ন মৃত পুত্রকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি।

দেবি! অনন্তর আমি একাকী, যার পর নাই দুঃখিত মুনি ও মুনি-পত্নীকে লইয়া তাঁহাদের মৃত পুত্রের নিকট গমন পূর্ব্বক হস্ত দ্বারা স্পর্শ করাইয়া দিলাম। পুত্র-শোকাতুর মুনি ও মুনি-পত্নী ভূতলে পতিত পুত্রকে স্পর্শ করিয়াই আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক তাঁহার উপর নিপতিত হইলেন। বিবৎসা বৎসলা ধেনুর ন্যায় মুনিপত্নী মৃত পুত্রের মুখের উপর মুখ প্রদান করিয়া অতীব করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ও আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক কহিলেন, যজ্ঞদত্ত! তুমি প্রাণ অপেক্ষাও আমাকে ভাল বাসিয়া থাক! তুমি এক্ষণে সুদীর্ঘ পথে প্রস্থান করিতেছ, এ সময় কি নিমিত্ত আমার সহিত সম্ভাষণ করিয়া যাইতেছ না! পুত্র! একবার আমার কোলে আইস; একবার আমাকে সেইরূপ সহাস্য মুখে আলিঙ্গন কর, পশ্চাৎ গমন করিও। বৎস! তুমি কি আমার প্রতি কুপিত হইয়াছ! তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত কথা কহিতেছ না!

অনন্তর অন্ধমুনি একান্ত কাতর হৃদয়ে মৃত পুত্রের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া জীবিত-বোধেই যেন কহিলেন, পুত্র! আমি তোমার পিতা ও এই তোমার মাতা; আমরা উভয়েই উপস্থিত হইয়াছি; বৎস! উত্থিত হও, একবার আমাদের কণ্ঠে আলিঙ্গন কর; বৎস! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে প্রণাম করিতেছ না!

কি নিমিত্ত আমার সহিত কথা কহিতেছ না! কি নিমিত্ত তুমি ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ! বৎস! তুমি কি আমার উপর কুপিত হইয়াছ! পুত্র! আমি ত তোমার অপ্রিয় নহি! বৎস! তোমার ধর্ম্ম-পরায়ণা মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত কর! বৎস! তুমি কি নিমিত্ত আলিঙ্গন করিতেছ না! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় একবার সুললিত বাক্যে কথা কও।

বৎস! শেষ রাত্রিতে যখন তুমি বেদ অধ্যয়ন করিতে, শাস্ত্র অভ্যাস করিতে, তখন আমরা তোমার যে সুমধুর শব্দ শ্রবণ করিতাম, তাহা আর কোথা হইতে শুনিতে পাইব!

বৎস! আমরা অন্ধ! আমরা যখন ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইব, তখন কে আর আমাদের নিমিত্ত বন হইতে ফল-মূল আহরণ করিয়া দিবে! পুত্র! এই তপস্বিনী তোমার জননী বৃদ্ধা ও অন্ধা হইয়াছেন; আমি অন্ধ ও ক্ষমতা-রহিত হইয়া কিরূপে ইহাঁর ভরণ-পোষণ করিব! বৎস! এক্ষণে আমি পুত্র-শোকে একান্ত কাতর হইলাম। এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি আর স্নান, সন্ধ্যোপাসনা ও হোম সমাধান পূর্ব্বক আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া আমাকে উদ্বর্ত্তন পূর্ব্বক স্নান করাইবে! আমি এক্ষণে অনাথ ও অকর্ম্মণ্য; অতঃপর কোন্ ব্যক্তি কন্দ-মূল ও ফল আহরণ পূর্ব্বক প্রিয় অতিথির ন্যায় আমাকে ভোজন করাইবে!

পুত্র! তুমি অদ্য গমন করিও না; আমাদের অনুরোধে তুমি অন্তত এক দিনও এখানে অবস্থান কর; কল্য আমার সহিত এবং তোমার জননীর সহিত একত্র হইয়া গমন করিবে। বৎস! আমরা তোমার বিরহে শোকার্ত্ত, দুঃখিত ও অনাথ হইয়া অবিলম্বেই যমালয় গমন করিব! পুত্র! আমরা তোমার সহিত যমরাজের নিকট গমন করিয়া কাতর হৃদয়ে ভিক্ষা পূর্ব্বক বলিব যে, ধর্ম্মরাজ! আমাদিগকে এই পুত্রটি ভিক্ষা-স্বরূপ দিউন।

হায়! অতঃপর আর কোন্ ব্যক্তি স্নান, সন্ধ্যা ও হোম সম্পাদন পূর্ব্বক, করতল দ্বারা আমার পদ-সংবাহন পূর্ব্বক আমাকে প্রীত করিবে! পুত্র! তুমি নিষ্পাপ হইয়াও পাপাচারী ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছ; অতএব যে সমুদায় বীরপুরুষ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হয়েন না, তাঁহারা যে লোকে গমন করেন, তুমিও সেই লোকে গমন কর। পুত্র! যে সমুদায় বীরপুরুষ সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ, যে সমুদায় তপস্বী নিয়ত যাগশীল ও গুরু-শুশ্রূষা-পরায়ণ, তাঁহারা যে সমুদায় শাশ্বত লোকে গমন করেন, তুমিও সেই লোকে গমন কর। মহারাজ সগর, শৈব্য, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ, ধুন্ধুমার, এই সমুদায় রাজর্ষিগণের যেরূপ সদগতি হইয়াছে, তোমারও সেইরূপ সদগতি হউক। যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ, যাঁহারা বেদাধ্যয়নে নিয়ত নিরত, যাঁহারা তপঃ-পরায়ণ, যাঁহারা ভূমি-দাতা, যাঁহারা আহিতাগ্নি, যাঁহারা এক-পত্নী-পরায়ণ, যাঁহারা গো-সহস্র প্রদান করেন, যাঁহারা নিয়ত গুরুসেবা করিয়া থাকেন, যাঁহারা মহাপ্রস্থান বা কাম্যকূপে পতনাদি-দ্বারা দেহ-পাত করেন; তাঁহারা যে লোকে

গমন করিয়া থাকেন, তুমিও সেই লোকে গমন কর। বেদ-বেদান্ত-পারদর্শী মহর্ষিগণ, গৃহমেধিগণ,স্বদারব্রহ্মচারিগণ,অন্ন-হিরণ্য-গো-ভূমি-প্রভৃতি-দাতৃগণ, অভয়-দাতৃগণ ও সত্য-বাদিগণ যে শাশ্বত লোক প্রাপ্ত হয়েন,আমার তপোবলে তুমিও সেই স্থানে গমন কর।

বৎস! আমাদের এই বংশে জন্ম পরি-গ্রহ করিয়া কোন ব্যক্তিরই অধোগতি হয় না; যিনি তোমাকে বিনা অপরাধে বধ করিয়াছেন, তিনিই পুণ্যলোক হইতে পরি-চ্যুত হইবেন।

দেবি! একান্ত কাতর মুনি ও মুনি-পত্নী শোকে বিহ্বল হইয়া এইরূপ বহুবিধ বিলাপ পূর্ব্বক নিহত পুত্রের উদক-ক্রিয়া করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। উদক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে ঋষি-কুমার দিব্য শরীর ধারণ পূর্ব্বক দেবরাজের সহিত দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া নিজ-কর্ম্ম-ফলে দেব-লোকে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি, অন্ধ পিতা-মাতাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহি-লেন, আমি আপনাদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া সেই পুণ্যবলে ঈদৃশ সদগতি লাভ করিয়াছি; আপনারাও অল্প-কাল-মধ্যেই যথাভিলষিত লোকে গমন করিবেন। আপনারা আমার নিমিত্ত শোক ও পরিতাপ করিবেন না। এই মহারাজ দশরথের কোন অপরাধ নাই; আমি যে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলাম, ভবি-তব্যতাই তাহার মূল।

দেবি! দিব্য-বিমান-স্থিত দিব্য-রূপধারী দেদীপ্যমান ঋষি-কুমার, এই কথা বলিয়া দেবলোকে গমন করিলেন; তপস্বী অন্ধ মুনিও ভার্য্যার সহিত উদক-ক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক পরিশেষে, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান আমাকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি একটিমাত্র বাণ দ্বারা আমাকে পুত্র-বিহীন করিয়াছ; অতঃ-পর তুমি অদ্যই আমাকেও নিহত কর, এক্ষণে আর আমার মরণে কিছুমাত্র কষ্ট নাই।

নরাধম! যাঁহাদের যশ চতুর্দ্দিকে বিখ্যাত হইয়াছে, তাদৃশ ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাত্মা রাজর্ষি-দিগের বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তুমি কি নিমিত্ত ঈদৃশ দুর্ব্বিনীত হইয়াছ! স্ত্রী-নিবন্ধন অথবা এক ক্ষেত্রে জন্ম-নিবন্ধন আমার সহিত তোমার কোনরূপ শত্রুতা নাই; তুমি কি নিমিত্ত আমাকে ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত এক বাণে নিহত করিলে!

রাজন! তুমি দুর্নীতিবশত অজ্ঞান-নিব-ন্ধন আমার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছ, তাহাতে আমি এক্ষণে তোমাকে যে শাপ প্রদান করি-তেছি,তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ কর; আমি বৃদ্ধা-বস্থায় পুত্র-শোকে একান্ত কাতর ও অবশ হইয়া যেরূপ জীবন পরিত্যাগ করিতেছি, তোমাকেও এইরূপ বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র-দর্শন-লালসায় জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে। রাজন! তুমি অজ্ঞানবশত ঋষি-বধ করিয়াছ বলিয়া ব্রহ্মহত্যা-পাতকে পাতকী হও নাই; কিন্তু এক্ষণে আমার যেরূপ জীবনান্তকরী অবস্থা ঘটিয়াছে, তোমারও বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে এইরূপ ঘোর দারুণ অবস্থা ঘটিবে।

অন্ধমুনি ও মুনিপত্নী এইরূপে করুণ স্বরে বহুবিধ বিলাপ পূর্ব্বক আমাকে শাপ প্রদান

করিয়া চিতা প্রস্তুত করাইলেন; পরে তাঁহারা উভয়ে চিতারোহণ পূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। আমিও তৎকালে তাদৃশ-শাপ-গ্রস্ত হইয়া নিজ-পুরীতে প্রত্যাগমন করিলাম।

দেবি! অগ্রে কুপথ্য ভোজন করিলে অম্ল-রস দ্বারা পরিণামে যেরূপ ব্যাধি উপস্থিত হয়, আমারও সেইরূপ এক্ষণে দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে! ভদ্রে! সেই মহাত্মা মহামুনির বাক্য সফল হইবার সময় উপস্থিত!

মহানুভব মহীপতি দশরথ, এইরূপ বলিয়া রোদন করিতে করিতে ত্রস্তভাবে মহিষীকে পুনর্ব্বার কহিলেন,কৌশল্যে! এক্ষণে আমাকে পুত্র-শোকে জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে; আমার দর্শনেন্দ্রিয় বিকল হইয়াছে; দেবি! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি হস্ত দ্বারা আমাকে স্পর্শ কর; অদ্য আমার ব্রহ্মশাপ সফল হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আমার প্রাণ পুত্রশোকে বহির্গত হইবার জন্য ত্বরান্বিত হইতেছে; আমি এখন নয়ন দ্বারা কিছুই দেখিতে পাইতেছি না; আমার স্মৃতি-লোপ হইয়া আসিতেছে; কল্যাণি! এই সমুদায় যম-দূত-গণ আমাকে ত্বরা দিতেছে।

দেবি! এই সময় যদি আমার রামচন্দ্র আসিয়া আমাকে স্পর্শ করে বা আমার সহিত সম্ভাষণ করে, অথবা যদি রামচন্দ্র যৌব-রাজ্য বা ধন গ্রহণ করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে অমৃত-পায়ী আতুরের ন্যায় আমি পুনর্জ্জীবিত হইতে পারি, সন্দেহ নাই। দেবি! আমি রামচন্দ্রের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি,তাহা আমার উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই; পরন্তু রামচন্দ্র আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় মহানুভব পুত্রের উপযুক্তই হইয়াছে; কারণ এই ভূমণ্ডল-মধ্যে কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি, দুর্বৃত্ত সন্তানকেও পরিত্যাগ করিতে পারে না; পরন্তু এই ভূমণ্ডলে কোন্ পুত্র, পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া পিতার প্রতি কুপিত, অসূয়ান্বিত ও অমর্ষ-পরতন্ত্র না হয়! দেবি! আমি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, আমার স্মৃতি-শক্তি-লোপ হইয়াছে! এই দেখ, যম-দূত আসিয়া আমাকে লইয়া যাইতে ত্বরান্বিত হইতেছে।

হায়! যদি আমি এসময় প্রিয়পুত্র রাম-চন্দ্রকে একবারমাত্র দেখিয়াও প্রাণ পরি-ত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলে পরলোকে আমাকে ঈদৃশ দারুণ পুত্রশোকে বিমুগ্ধ ও দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইতে হইবে না! হায়! ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে দুঃখকর ও কষ্ট-কর বিষয় আর কি আছে যে, আমি অদ্য রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র দর্শন না করিয়াই জীবন পরিত্যাগ করিতেছি! প্রবল-বারিবেগ যেরূপ নদী-তীরস্থ বৃক্ষ-সমুদায়কে উন্মূলন করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ রামচন্দ্রের অদর্শন-জনিত শোকাবেগ আমার জীবন লইয়া যাইতেছে!

আমার রামচন্দ্র যে সময় বনবাস-ব্রত উদযাপন পূর্ব্বক অযোধ্যা-নগরীতে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইবে, তখন যাহারা, দেবলোক

হইতে সমাগত দেবরাজের ন্যায় সেই মহাত্মাকে দর্শন করিবে, তাহারাই সুখী! রামচন্দ্র বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যে সময় পুরী প্রবেশ করিবে, সেই সময় যাহারা পূর্ণ-চন্দ্র-সদৃশ সেই আমার রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র দেখিতে পাইবে, তাহারা মনুষ্য নহে, তাহারাই দেবতা! যাহারা রামচন্দ্রের কুন্দসদৃশ-দন্ত-রাজি-বিরাজিত, প্রফুল্ল-কমলদল-লোচন-লাঞ্ছিত, সুবিমল-হিমাংশু-সদৃশ, সুচারু বদন সন্দর্শন করিবে, তাহারাই ধন্য! যাহারা আমার রামচন্দ্রের নিশ্বাস-মারুত-সুরভি, শরৎকালীন-প্রফুল্ল-পঙ্কজ-সদৃশ, মনোহর মুখ-মণ্ডল সন্দর্শন করিবে, তাহারাই সুখী!

দেবি!—কৌশল্যে! আমি ইন্দ্রিয়-সংযোগ করিয়াও রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ অনুভব করিতে পারিতেছি না! তৈল-শূন্য হইলে প্রদীপের রশ্মি যেরূপ অবসন্ন হয়, চিত্তনাশ হওয়াতে আমার সমুদায় ইন্দ্রিয়গণও সেইরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে! প্রবল-তর নদীবেগ যেরূপ তীরকে অবসন্ন করে, আমার হৃদয়স্থিত শোকাবেগও সেইরূপ আমাকে অনাথ ও অচেতন করিয়া নিপাতিত করিতেছে!

হা রামচন্দ্র! হা রঘুবংশাবতংস! হা মহাবাহো! হা হৃদয়-নন্দন! হা পিতৃপ্রিয়! হা অনাথ-নাথ! হা প্রজাবৎসল! হা মধুর-ভাষিন! হা ধর্ম্মবৎসল! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে! হা কৌশল্যে! হা তপস্বিনি সুমিত্রে! আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না! হা নৃশংসে! হা কৈকেয়ি! হা শক্রুরূপিণি! হা কুলপাংশুলে! তোমার মনে এই ছিল!! মহারাজ দশরথ, দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রার সম্মুখে এইরূপ শোক ও পরিতাপ পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে স্মরণ করিতে করিতে, নিশাপগমে নিশানাথের ন্যায়, শয্যা-তলে ক্রমে ক্রমে অস্তমিত হইলেন।—হা পুত্র! হা রামচন্দ্র! ধীরে ধীরে এই কথা বলিতে বলিতে পুত্র-শোকে আকুলিত মহা-রাজ, প্রিয়তম জীবন পরিত্যাগ করিলেন।

প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রের নির্ব্বাসনে একান্ত কাতর দুঃখার্ণবে নিমগ্ন মহারাজ দশরথ, শোকাকুলিত হৃদয়ে এইরূপ বিলাপ পরি-তাপ করিতে করিতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে শয্যার উপরেই জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

অন্তঃপুরে আক্রন্দন।

মহারাজ দশরথ, এইরূপ বহুবিধ বিলাপ পূর্ব্বক নীরব হইলে পুত্রশোকাতুরা কৌশল্যা তাঁহাকে তৎকালে নিদ্রিত বোধ করিয়া জাগরিত করিলেন না। তিনি মহারাজকে কিছুমাত্র না বলিয়াই পুত্র-শোক-জনিত শ্রমে অলস হইয়া শোকার্ত্ত হৃদয়েই পুনর্ব্বার শয্যা-তলে শয়ন করিলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে যখন সূর্য্যো-দয় হইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন প্রতি-বোধক স্তুতি-পাঠকগণ, মহারাজকে জাগ-রিত করিবার অভিপ্রায়ে যথারীতি স্তুতি পাঠ

করিতে আরম্ভ করিলেন; বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত সূতগণ, বহুবিধ বিদ্যা-বিশারদ মাগধ-গণ, শ্রুতি-বিভাগ-নিপুণ গায়কগণ পৃথক পৃথক উপাসনা করিতে লাগিলেন। এই সমুদায় প্রতিবোধকগণ যখন উচ্চৈঃস্বরে আশীর্ব্বাদ করেন, তখন তাঁহাদের স্তুতি-শব্দ, প্রাসাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। পাণিবাদক-গণ মহারাজের অসাধারণ চরিত-বর্ণন পূর্ব্বক স্তব করিয়া করতল-ধ্বনি করিতে লাগিল; শাখাস্থিত পিঞ্জরস্থিত ও রাজভবন-স্থিত বিহঙ্গম-গণ সেই শব্দে জাগরিত হইয়া সুমধুর রব করিতে লাগিল। প্রতিবোধক-গণের তাদৃশ মাঙ্গলিক শব্দ, বীণাশব্দ, আশীর্ব্বাদ-শব্দ ও সঙ্গীত-শব্দ, একত্র সমবেত এই সমুদায় ধ্বনি দ্বারা রাজ-ভবনের সমস্ত অংশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

রাজ-ভবন-স্থিত মহিলাগণ, সূত মাগধ ও বন্দিগণের তাদৃশ তুমুল প্রবোধন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া জাগরিত হইলেন; পরিচারিকা, বর্ষবর (খোজা) প্রভৃতি রাজোপাসক-গণ পূর্ব্বের ন্যায় নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা মহারাজের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল; স্নাপক-জনগণ, সুগন্ধি-সলিলপূর্ণ কাঞ্চন-কলস আনয়ন পূর্ব্বক প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; পরিচর্য্যা-পরায়ণ কুমারী-বহুল রমণী-গণ, চন্দন অগুরু প্রভৃতি মাঙ্গলিক আলম্ভনীয় (মাখিবার) দ্রব্য, স্পর্শনীয় দ্রব্য ও দর্পণ, বসন, ভূষণ, পরিচ্ছদ প্রভৃতি আনয়ন পূর্ব্বক যথা-স্থানে দণ্ডায়মান থাকিল।

অনন্তর উপচার-চতুরা সদাচার-পরা পরিচারিণী রমণীরা সূর্য্যোদয়ের আশঙ্কায় মহারাজের শয্যাতল-সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তত্রত্য সমুদায় সীমন্তিনী সূর্য্যো-দয়-কাল পর্য্যন্ত শঙ্কাকুলিত হৃদয়ে নিকটেই দণ্ডায়মান থাকিলেন। যে সকল রাজমহিষী মহারাজের শয্যার নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন, তাঁহারা মহারাজের গাত্রে হস্ত দিয়া জাগরিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সূর্য্যোদয়-কাল পর্য্যন্ত নিদ্রিত মহারাজ যখন তাহাতেও জাগরিত হইলেন না; তখন সন্নিহিত রাজ-মহিষীগণ, মহারাজের জীবনে শঙ্কান্বিত হইয়া প্রবলতর-স্রোতোমধ্যবর্ত্তী তৃণের ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিলেন; আর আর মহি-লারা তাঁহাদের তাদৃশ ভয় ও কম্প দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সমীপবর্ত্তিনী হইয়া নিরূপণ করি-লেন যে, যেরূপ পাপাশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহাই সত্য!

পুত্রশোকে একান্ত-কাতর কৌশল্যা ও সুমিত্রা এপর্য্যন্ত নিদ্রাবস্থায় ছিলেন, জাগ-রিত হয়েন নাই। তৎকালে দেবী কৌশল্যা তিমিরাবৃত তারকার ন্যায় নিষ্প্রভা, বিবর্ণা ও পুত্রশোকে নিতান্ত অবসন্না হইয়াছিলেন। মহারাজের নিকট কৌশল্যা, কৌশল্যার নিকট সুমিত্রা শয়ানা ছিলেন। মহারাজ দশরথ শয্যাতলে শয়ান থাকিয়াই প্রাণত্যাগ করি-য়াছেন দেখিয়া, অন্তঃপুর-চারিণী রমণীরা, অরণ্য-মধ্যে যূথপতি-পরিচ্যুত করেণুগণের ন্যায় কাতর ভাবে উচ্চৈঃস্বরে সহসা ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন; তাঁহারা ভূতলে নিপতিত হইয়া, হা নাথ! প্রাণ ত্যাগ করিয়াছ!

এই বলিয়া সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। পুত্রশোকাতুরা নিদ্রাভিভূতা সুমিত্রা ও কৌশল্যা তাদৃশ ভীষণ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিবামাত্র জাগরিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ শয্যাতল হইতে উত্থিত হইয়া ভীত ও উদ্বিগ্ন হৃদয়ে, হায়! কি হইল! হায়! কি হইল! এই কথা বলিতে বলিতে মহারাজের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন, এবং নিরীক্ষণ ও স্পর্শ পূর্ব্বক, নিদ্রাবস্থায় প্রাণত্যাগ হইয়াছে, বুঝিয়া একান্ত-কাতর হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

কোশলেন্দ্র-দুহিতা কৌশল্যা, হা মহারাজ! এই কথা বলিয়া চীৎকার পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন; মহারাজ গতাসু হইলে দেবী কৌশল্যা গগন-চ্যুতা তারকার ন্যায় ভূতলে নিপতিত ও ধূলি-ধূসরিত হইয়া বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া, অন্যান্য রাজমহিষীগণও শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে বিলাপ করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। অন্তঃপুরচারিণী সমুদায় রমণী, সেই দারুণ শব্দে সংভ্রান্ত ও কুররীর ন্যায় ভীত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে দলে দলে আগমন করিতে লাগিল। অন্তঃপুর-নারী-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত তাদৃশ বিপুল আর্ত্তনাদ, সমুদায় লোককে জানাইবার নিমিত্তই যেন অযোধ্যাপুরীর চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। তাদৃশ অশ্রুতপূর্ব্ব ভীষণ আর্ত্তনাদ শ্রবণে চকিত ও ভীত-হৃদয় হইয়া অন্যান্য রমণীরা আহ্বান-নিরপেক্ষ হইয়াও রাজ-ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

এইরূপে মহারাজের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি শ্রবণে অযোধ্যাপুরীর সমুদায় রমণীই চতুর্দ্দিক হইতে এককালে রোদন ও বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল। অযোধ্যাপুরীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাদৃশ আর্ত্তনাদ শ্রবণে, মহারাজ কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, অবগত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিল।

মহারাজ দশরথ পরলোক গমন করিয়াছেন, শ্রবণ করিবামাত্র রাজ-ভবনের সমুদায় লোক, সমুদ্বিগ্ন উদ্‌ভ্রান্ত ও পর্য্যুৎসুক হইয়া পরিদেবনা, আর্ত্তনাদ, পরিতাপ, শোক ও রোদন করিতে লাগিল; শয়ন আসন প্রভৃতি সমুদায় গৃহ-সামগ্রীই বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল; চতুর্দ্দিকেই অনর্থাপাত দৃষ্ট হইতে লাগিল; ঘোরতর-দুঃখ-সাগর-নিমগ্না দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রা, একান্ত-কাতরা হইয়া বড়বার ন্যায় অবনী-পৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। ধরাতলে বিলুণ্ঠিত ধূলি-ধূসরিত-শরীর দুঃখার্ত্ত দেবী কৌশল্যা ও আর আর রাজমহিষীগণের আর পূর্ব্বের ন্যায় শোভা থাকিল না।

অন্তঃপুরচারিণী রমণীরা, যশোভাজন মহারাজের মৃত্যু-নিশ্চয় করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক যার পর নাই দুঃখিত হৃদয়ে অতীব করুণ স্বরে রোদন পূর্ব্বক হৃদয়ে করাঘাত করিয়া অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

দশরথের মৃত-শরীর-রক্ষা।

মহারাজ দশরথ, নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায়, পরিশুষ্ক সাগরের ন্যায়, অস্তগত দিবাকরের ন্যায়, পরলোক গমন করিয়াছেন দেখিয়া, দেবী কৌশল্যা, বহুবিধ শোক ও ও দুঃখে যার পর নাই প্রপীড়িত ও কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি মহারাজের চরণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক দারুণ দুঃখে অভিভূত হইয়া বিলাপ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনকার শরীর নির্ম্মল, আপনি অনেক পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছেন; অদ্য জীবন পরিত্যাগ করিয়া আর আপনাকে রামচন্দ্রের নিমিত্ত শোক ও পরিতাপ করিতে হইতেছে না! আপনকার প্রাণ-সংহারক হৃদয়-দেহ-দাহন পুত্র-শোক-সমুত্থ মর্ম্মান্তিক ব্যাধি, কি নিমিত্ত এই অনার্য্যা হতভাগিনীকে আক্রমণ করিতেছে না! মহারাজ! আপনি সত্যসন্ধ, মহাভাগ, করুণা-নিধান ও আভিজাত্য-শালী; প্রিয়পুত্র-বিরহে এরূপ ভাব অবলম্বন করা আপনকার অনুরূপই হইয়াছে; কিন্তু আমার জীবন ধারণ করা অনুচিত হইলেও আপনি ব্যতিরেকে আমি এখনও জীবন ধারণ করিতেছি! আমার ন্যায় অবিশুদ্ধ-হৃদয়া নীচাশয়া ও অদৃঢ়-সৌহৃদা আর কেহই নাই!

মহারাজ! ঈদৃশ অবস্থায় আপনকার মৃত্যু যেরূপ প্রশংসনীয়, আমার জীবন-ধারণও সেইরূপই নিন্দনীয় হইতেছে! ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রশংসনীয় হইয়া থাকে; যাহার জীবনাবস্থা ঈদৃশ দুঃসহ-ক্লেশ-কর, তাহার পক্ষে তৎকালে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর ও প্রশংসনীয়। মহারাজ! আপনি যদিও বিশুদ্ধ-স্বভাব, তথাপি আমি পুত্র-শোকে একান্ত অধীরা হইয়া আপনাকে পুনঃপুন পরুষ বাক্যে তিরস্কার করিয়াছি; এক্ষণে সেই সকল বিষয় স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে!

মহীপতে! আপনি বিশুদ্ধ-স্বভাব ও দেবকল্প; আপনাকে পুনঃপুন নমস্কার করিতেছি। আমি আপনাকে অনেক মনোবেদনা দিয়াছি; সেই মনোব্যথা অপনীত না হইতেই অদ্য আপনি জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন! এক্ষণে আমি কৃতাঞ্জলি-পুটে আপনকার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। প্রভো! আমার হৃদয়ে কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা নাই; আপনি দেবতার ন্যায় মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন; আমি পুত্র-শোকে একান্ত-কাতর হইয়া আপনাকে যে সকল অবক্তব্য দুর্ব্বাক্য বলিয়াছি, পরলোকে তাহা স্মরণ করিবেন না। মহীপতে! মনুষ্য কৃতবিদ্য হইলেও কোন কোন সময় তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে; অতএব মূঢ়-হৃদয়া অবলার অপরাধ ক্ষমা করা আপনকার কর্ত্তব্য হইতেছে। প্রভো! আমি পতিব্রতা-ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক আপনকার এই মৃত দেহকে আলিঙ্গন করিয়া, প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিব।

দৃঢ়-নিশ্চয়ে!—ক্ষুদ্রাশয়ে কৈকেয়ি! তুমি রাজ্য-লোভে নিতান্ত বিগর্হিত অনর্থকর

কার্য্য করিয়া মহারাজকে সমূলে উন্মূলন পূর্ব্বক ঘোর নিরয়-গামিনী হইলে! কৈকেয়ি! এক্ষণে তোমার সমুদায় কামনাই পূর্ণ হইল! তুমি পতির প্রাণসংহার করিয়া এক্ষণে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর! নৃশংসে! দুষ্টচারিণি! তুমি প্রিয়তম পতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিধবা ও সকলের ধিক্কার-ভাজন হইয়া সুখিনী হও! যিনি সর্ব্ব-সুখ-দাতা, ভোগ-দাতা ও অর্থ-দাতা, যিনি দেবতা-স্বরূপ ও পরমগতি, তাদৃশ পতির প্রাণসংহার করে, ঈদৃশ লোভান্ধা নারী তোমা ব্যতিরেকে আর কে আছে! লোভাভিভূত ব্যক্তি, কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য, কীর্ত্তি বা অকীর্ত্তি, স্বর্গ বা নরক, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম, হিত বা অহিত কিছুই বিবেচনা করে না!

মহানুভব রামচন্দ্র আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসী হইল। পতিও স্বর্গে গমন করিলেন! এক্ষণে আমি কর্ণধার-বিহীনা বিপথগামিনী তরণীর ন্যায় জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না! যে ধর্ম্মকর্ম্ম-সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই কৈকেয়ী ব্যতিরেকে অন্য কোন্ রমণী সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া জীবন-ধারণ করিতে ইচ্ছা করে! যে ব্যক্তি ক্রোধাদি-নিবন্ধন দারুণ বিষ ভক্ষণ করে, সে যেরূপ আপনার দোষ দেখিতে পায় না, লোভান্ধ ব্যক্তিও সেইরূপ আত্মদোষ বুঝিতে পারে না; অধুনা কুব্জার পরামর্শে লোভাভিভূতা কৈকেয়ীই রঘু-কুল উৎসন্ন করিল!

কৈকেয়ি! তুমি মহাত্মা মহারাজকে অনুচিত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহা দ্বারা প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম পুত্র রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিয়াছ! যে মহাত্মা মহারাজ তোমার আগ্রহাতিশয়ে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম পুত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আবার সেই "প্রিয়-পুত্র-বিয়োগে দুস্ত্যজ জীবনও পরিত্যাগ করিলেন! অদ্য আমি যে বিধবা ও অনাথা হইলাম, তাহা নির্ব্বাসিত পরম-ধার্ম্মিক কমল-লোচন রামচন্দ্র জানিতে পারিতেছে না!

কৈকেয়ি! তুমি লোভের বশবর্ত্তিনী হইয়া, অযশ, লোক-নিন্দা ও বৈধব্য, এই ত্রিবিধ অপ্রিয় ও অনর্থপাতের মূলীভূত হইয়াছ! ইন্দীবর-শ্যাম সুচারু-কমল-দল-লোচন রামচন্দ্র, পিতার জীবন-নাশের নিমিত্তই বনগমন করিয়াছে! পাপসংকল্পে! বিদেহরাজ-নন্দিনী তপস্বিনী সীতা, তোমার নিমিত্তই দুঃসহ দুঃখ অনুভব করিতেছে! বোধ হয়, এক্ষণে মৈথিলী মৃগ, পক্ষী ও শ্বাপদগণের ভীষণ উগ্র ঘোর নিনাদ শ্রবণ করিয়া ভয়ে উদ্বিগ্না হইয়া রামচন্দ্রকে আশ্রয় করিতেছে। কৈকেয়ি! তুমি যে দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তিনী হইয়া পতিকে অনুরোধ করিয়া রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিয়াছ, তাহাতে ধর্ম্মাত্মা ভরতও অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া তোমাকে নিন্দা ও তিরস্কার করিবে! কৈকেয়ি! তুমি পূর্ব্বে অনৃশংসা ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠা থাকিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত ঈদৃশ নৃশংসা ও অধর্ম্ম-পরায়ণা হইয়া পড়িয়াছ!

পাপসঙ্কল্পে! তুমি কি নিমিত্ত, রামচন্দ্রের একান্ত অনুবর্ত্তী মহাসত্ত্ব নিষ্পাপ ভরতকে

দূষিত ও কলঙ্কিত করিলে! পাপনিশ্চয়ে! চরিত্র-বিষয়ে রামচন্দ্রের অনুরূপ মহাত্মা ভরত অযোধ্যায় আগমন করিয়া নিশ্চয়ই তোমার চরিত্রের নিন্দা করিবে, সে কখনই তোমার চিত্তানুবর্ত্তী হইয়া থাকিবে না। তুমি যে ঈদৃশ নৃশংস অযশস্কর লোক-বিগর্হিত কর্ম্ম করিয়াও তাহা উত্তম কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা কখনই সৎকার্য্য হয় নাই। আমি এক্ষণে ভর্ত্তার নিমিত্ত, রামচন্দ্রের নিমিত্ত, লক্ষ্মণের নিমিত্ত কিংবা বৈদেহীর নিমিত্ত অথবা দুঃখার্ণবে নিমগ্না আপনার নিমিত্ত, কাহার নিমিত্ত শোক করিব! আমার এককালে অনেক গুলি শোকস্থান উপস্থিত হইয়াছে! হায়! আমি যার পর নাই দুঃখ-ভাগিনী! আমার এক্ষণে মৃত্যুই শ্রেয়! আমার রামচন্দ্র আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিল! পতিও স্বর্গারোহণ করিলেন! আমি এক্ষণে সার্থহীনার ন্যায় পথ-হারা হইয়া পড়িলাম!

হা মহারাজ! হা ধর্ম্মজ্ঞ! হা অনাথনাথ! আমি বিস্তীর্ণ অগাধ শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন! নাথ! আমি একমাত্র আপনকার আশ্রয়েই সুখ-সম্বর্দ্ধিতা হইয়াছি, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন! অদ্য আমি যদি আপনকার সহগামিনী না হই, তাহা হইলে আমাকে সর্ব্বতোভাবে ধিক্!

মহারাজ! মৃত পতির অনুগমন করা পতিব্রতা রমণীর পক্ষে ন্যায্য, ধর্ম্মানুগত ও যশস্কর পথ সন্দেহ নাই; পরন্তু আমি রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র দর্শন করিবার লালসায় আপনকার অনুগমন করিতে সমর্থ হইতেছি না! মহারাজ! অদ্য যদি আমি আপনকার শরীরের সহিত দগ্ধ হই, তাহা হইলে আমার কি না সৎকর্ম্ম করা হয়! মহারাজ! আপনি পরলোকে গমন করিতেছেন, এক্ষণে যদি আমি আপনকার সহিত গমন করি, তাহা হইলে, আপনি চিরকাল আমার প্রতি যে সাধু ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, তাহার পরিশোধ করা হয়। আমি সকলের ধিক্কার-পাত্র ও অতীব পাপীয়সী! কারণ আমি পতিকে চিতারূঢ় দেখিয়া সেই চিতায় আরোহণ করিতে অগ্রসর হইতেছি না! আমি পতিলোক প্রাপ্ত হইবার যোগ্যা নহি।

মহারাজ! জীবগণ সকলেই কালের বশবর্ত্তী; কোন ব্যক্তিই স্বয়ং ইচ্ছা পূর্ব্বক জীবন পরিত্যাগ করিতে অথবা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না; এই কারণে আমি ইচ্ছা-সত্ত্বেও আপনকার অনুমৃতা হইতে পারিতেছি না!

হা রামচন্দ্র! হা মহাবাহো! হা লোচনানন্দ! এ সময় কোথায় রহিয়াছ! হা লক্ষ্মণ! হা সুব্রত! হা ভ্রাতৃ-বৎসল! কোথায় রহিয়াছ! হা বৈদেহি! হা পতিব্রতে! কোথায় রহিয়াছ! আমি অপার দুঃখ-সাগরে নিমগ্না হইয়াছি, তোমরা জানিতে পারিতেছ না!

রাজর্ষি জনক ও জনক-রাজমহিষী যখন শুনিতে পাইবেন যে, মহারাজ কৈকেয়ীর বাক্যানুসারে রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া স্বয়ং পুত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন! তখন তিনি পরিতাপে দগ্ধ-হৃদয়

হইবেন, সন্দেহ নাই। মহারাজ জনকের একে অধিক সন্তান-সন্ততি নাই; তাহাতে আবার তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন; তিনি জানকীর নিমিত্ত চিন্তানিলে পরিশুষ্ক ও শোকানলে দগ্ধ হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিবেন, সন্দেহ নাই! সাধ্বি! পতি-ব্রতে! দেবি! মৈথিলি! এই জগতের মধ্যে তুমিই ধন্যা! তুমি সম-দুঃখ-সুখা হইয়া ভর্ত্তার অনুবর্ত্তিনী হইয়াছ! নারী-জাতির পক্ষে ভর্ত্তাই বন্ধু, ভর্ত্তাই এক-মাত্র গতি, ভর্ত্তাই অসাধারণ গুরু, ভর্ত্তাই পরম-দেবতা, ভর্ত্তাই আশ্রম, ভর্ত্তাই তীর্থ।

পতিশোকে ও পুত্রশোকে একান্ত-কাতরা দেবী কৌশল্যা, ভূ-পৃষ্ঠে নিপতিতা ও বিহ্বলা হইয়া কুররীর ন্যায় এইরূপে দীনভাবে রোদন করিতেছেন, এমত সময় সর্ব্বত্র অপ্রতি-হত-গতি ভগবান মহর্ষি বশিষ্ঠ অন্যান্য রাজ-মহিলাগণ দ্বারা বল পূর্ব্বক তাঁহাকে তথা হইতে অপসারিত করিলেন। রাজমহিলাগণও কৌশল্যাকে মৃত পতির শরীর আলিঙ্গন পূর্ব্বক অনাথার ন্যায় কাতরভাবে রোদন ও বিলাপ করিতে দেখিয়া বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া স্থানান্তরিত করিলেন। ভগবান বশিষ্ঠ, এইরূপে সেই স্থান নির্জ্জন করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক ইতি-কর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিলেন। তিনি মহারাজের মৃত শরীর তৈল-দ্রোণীতে নিক্ষিপ্ত ও সুরক্ষিত করিয়া সমুদায় মন্ত্রিগণের সহিত সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, বহুদিন হইল, ভরত ও শত্রুঘ্ন মাতামহ-গৃহে গমন করিয়াছেন; এক্ষণে মহা-রাজের সৎকারের জন্য তাঁহাদের উভয় ভ্রাতাকে আনয়ন করা যাউক। রাজকুমার ব্যতিরেকে মহারাজের সৎকার করা সচিব-গণের উচিত নহে; অতএব রাজকুমারদিগের আগমন পর্য্যন্ত এই মৃত-শরীর রক্ষা করা কর্ত্তব্য! এইরূপে মহর্ষি বশিষ্ঠ যখন মহারাজ দশরথের শরীর তৈলদ্রোণীতে স্থাপন করি-লেন, তখন সমুদায় রাজ-মহিলাগণ, হায়! আমা-দের মহারাজ ঈদৃশ অবস্থায় রহিলেন! এই কথা বলিয়া শোকার্ত্ত হৃদয়ে বাষ্পাকুলিত লোচনে বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক করতল দ্বারা মুহুর্মুহু হৃদয়, মস্তক ও জানুদেশে আঘাত করিতে লাগিলেন; তাঁহারা বিলাপ-বাক্যে কহিলেন, হা মহারাজ! নিরন্তর-প্রিয়বাদী সত্য-সন্ধ রামচন্দ্রকে আমরা হারাইয়াছি; আপনিও কি নিমিত্ত আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন! নরনাথ! দুষ্ট-স্বভাবা কৈকেয়ী হইতে আমরা রামচন্দ্র-বিরহিত হইয়াছি, এক্ষণে আপনি স্বর্গারোহণ করিতেছেন, আমরা বিধবা হইয়া কিরূপে সপত্নীর নিকট বাস করিব! অনা-থের নাথ জিতেন্দ্রিয় শ্রীমান রামচন্দ্র, আপন-কার এবং আমাদের জীবন রক্ষার মূল; তিনি অধুনা রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া বন-গমন করিয়াছেন; এক্ষণে মহাবীর রামচন্দ্র ব্যতি-রেকে এবং আপনি ব্যতিরেকে আমরা কৈকেয়ী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে কিরূপে বাস করিব! যে কৈকেয়ী মহাবল রামচন্দ্রকে, লক্ষ্মণকে, সীতাকে ও মহারাজকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি যে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না, আমাদিগকে সুস্থ রাখিবেন, এমত বোধ হয় না। দুঃখার্ণব-নিমগ্ন

রাজমহিলা-গণ যার পর নাই শোকে অভিভূত হইয়া বাষ্প-পরিপ্লুত লোচনে এইরূপে অবিশ্রান্ত বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

এই সময় অযোধ্যাপুরীর সমুদায় মনুষ্যই শোক ও দুঃখে একান্ত-কাতর হইয়া চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি করিতে লাগিল; সমুদায় চত্বর ও সমুদায় পথ সংস্কার-শূন্য, এবং সমুদায় হট্ট ও সমুদায় আপণ জন-শূন্য হইয়া পড়িল।

মহীপতি দশরথ পুত্র-শোকে স্বর্গারোহণ করিলে নৃপাঙ্গনা-গণ শোকাকুলিত ও ভূতলে নিপতিত হইয়া রোদন করিতেছেন, এমন সময় ভগবান দিবাকর কিরণ-জাল সংযত করিয়া অস্তাচল-শিখরে গমন করিলেন; রজনীও তমোজাল বিস্তার করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন। দিবাকর ব্যতিরেকে আকাশমণ্ডলী যেরূপ হত-প্রভা হয়, নিশানাথ ব্যতিরেকে নিশা যেরূপ নিষ্প্রভা হইয়া থাকে, মহানুভব মহারাজ দশরথ ব্যতিরেকে সেই অযোধ্যাপুরীও সেইরূপ শোভা-বিহীন হইয়া পড়িল। এইরূপে নরনাথ দশরথের পরলোক-প্রাপ্তি হইলে অযোধ্যা-পুরীর কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই একান্ত-কাতর হৃদয়ে ভরত-জননী কৈকেয়ীর নিন্দা সহকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন; কোন ব্যক্তি ক্ষণকালের নিমিত্তও সুস্থ-হৃদয় হইলেন না।

মহীপাল দশরথ এইরূপে জীবন পরিত্যাগ করিলে, যিনি দুর্ব্বিষহ দুঃখে একান্ত কাতর হয়েন নাই, অথবা যিনি হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন, এমত এক ব্যক্তিকেও অযোধ্যার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তৎকালে অযোধ্যা-পুরীর মধ্যে আপণ-সমুদায়ে তিন দিবস পর্য্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় ও ভিক্ষা-কার্য্য বন্ধ হইয়াছিল; এই তিন দিবস কোন ব্যক্তিই শয়ন ভোজন উপবেশন প্রভৃতি কোন কার্য্যেই মনোনিবেশ করে নাই।

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

অরাজকতার দোষ।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে সূর্য্যোদয়কালে মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রভৃতি রাজগুরু-গণ ও অন্যান্য অমাত্যগণ, সকলে সভামণ্ডপে সমবেত হইলেন। বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মার্কণ্ডেয়, গৌতম ও মহাযশা মৌদ্গল্য, এই সকল ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য অমাত্যগণ, সভাপতি রাজ-পুরোহিত বশিষ্ঠের সম্মুখীন হইয়া স্ব স্ব মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে কহিলেন, মহারাজ দশরথ যখন জীবিত ছিলেন, তখন তাঁহার সহিত আমরা সকলেই আপনকার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছি; অধুনা যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা আপনিই আজ্ঞা করুন।

তপোধন! পুত্রশোকে মৃত মহারাজ দশরথের নিমিত্ত আমরা সকলেই শোক-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছি; এই গত এক রাত্রি আমাদের পক্ষে একশত বৎসরের ন্যায় সুদীর্ঘ বোধ হইয়াছে! মহারাজ স্বর্গ-গমন করিলেন, রামচন্দ্র অরণ্য-বাসী হইলেন, তেজস্বী লক্ষ্মণও

রামচন্দ্রের সহিত গমন করিলেন, ভরত ও শত্রুঘ্ন কেকয়রাজের পুরীতে অবস্থান করিতেছেন; এক্ষণে ইক্ষ্বাকু-বংশীয় কোন্ ব্যক্তিকে রাজা করা যাইতে পারে, নিরূপণ করুন। এই রাজ্য অরাজক হইলে শীঘ্রই বিনষ্ট হইতে পারে; অতএব, আপনি এক্ষণে ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সুযোগ্য কোন এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া রাজ-সিংহাসন প্রদান পূর্ব্বক আমাদের অধিপতি করুন।

রাজ্য অরাজক হইলে বিদ্যুন্মালা-বিলাস-মণ্ডিত মেঘ-সমূহ কখনই মহাশব্দ পূর্ব্বক মহীমণ্ডলে দিব্য বারি বর্ষণ করে না; জনপদ অরাজক হইলে কোন প্রজাই সাহস করিয়া বীজ বপন করিতে পারে না; রাজ্য অরাজক হইলে পুত্রগণও পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকে না; রাজ্য অরাজক হইলে পত্নী পতির বশবর্ত্তিনী হয় না; রাজ্য অরাজক হইলে শিষ্যও গুরুর হিত বাক্য শ্রবণ করে না; রাজ্য অরাজক হইলে মানবগণ, স্ত্রী পুত্র ও অন্যান্য পরিজনগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না; অরাজক রাজ্যে কোন ব্যক্তিই নিজ দ্রব্যের প্রতি প্রভুত্ব করিতে পারে না; রাজ্য অরাজক হইলে যাগশীল ব্রাহ্মণগণ, দস্যুসমূহে প্রপীড়িত হইয়া বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ হয়েন না; রাজ্য অরাজক হইলে সভা, রমণীয় উদ্যান, প্রপা, পুণ্যতর্ম গৃহ, এতৎসমুদায় কিছুই থাকে না; রাজ্য অরাজক হইলে জনগণ-হর্ষ-বর্দ্ধন সমাজ, উৎসব ও প্রহৃষ্ট নট-নর্ত্তক, এ সমুদায় কিছুই দৃষ্ট হয় না; রাজ্য অরাজক হইলে সজ্জন-সেবিত ধর্ম্ম ও সমুদায় সদসদ্বিচার বিনষ্ট হয়, কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না; রাজ্য অরাজক হইলে ব্রাহ্মণগণ বেদ অধ্যয়ন করেন না, কোন ব্যক্তিই নির্বৃত-হৃদয় হয়েন না, মনোরঞ্জন কথাবার্ত্তাতেও অনুরক্ত থাকেন না; রাজ্য রাজ-বিরহিত হইলে সর্ব্বজনের হর্ষবর্দ্ধন কন্যা-বিবাহ হইয়া উঠে না, প্রজাগণ সর্ব্বদা দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন-হৃদয় হইয়া থাকে; রাজ্য অরাজক হইলে কুল-কন্যকাগণ বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া বিশ্বস্ত হৃদয়ে বিচরণ, বিহার ও ক্রীড়া করিতে সমর্থ হয় না; রাজ্য অরাজক হইলে কুল-কুমারীরা সুবর্ণ-বিভূষণে বিভূষিত হইয়া ক্রীড়ার নিমিত্ত সায়ংকালে উদ্যানে গমন করিতে পারে না; রাজ্য অরাজক হইলে বিলাসিগণ, বিলাসিনীগণের সহিত সমবেত হইয়া বিহার-স্থলে ও উদ্যান-ভূমিতে অকুতোভয়ে বিচরণ করিতে পারে না; রাজ্য যদি অরাজক হয়, তাহা হইলে কৃষকগণ, গোপালকগণ ও অন্যান্য গৃহস্থগণ বিশ্বস্ত হৃদয়ে অকুতোভয়ে দ্বার খুলিয়া নিদ্রা যাইতে পারে না; রাজ্য যদি অরাজক হয়, তাহা হইলে বাণিজ্যজীবি-জনগণ ভয়াকুল-হৃদয়তা প্রযুক্ত পণ্য দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক এক দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করিতে সমর্থ হয় না; রাজ্য যদি অরাজক হয়, তাহা হইলে কৃষিজীবি-জনগণ ভয়প্রযুক্ত ভূমি-কর্ষণ করে না, পশুরক্ষা করিতেও সমর্থ হয় না; রাজ্য অরাজক হইলে যত্র-সায়ং-গৃহ*

* যাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বাস-স্থান নাই, যাঁহারা এক গ্রামে এক রাত্রির অধিকবাস করেন না, যেখানে সন্ধ্যা হয়, সেই স্থানেই রজনী যাপন করেন, তাদৃশ ভ্রমণ-পরায়ণ তপস্বীদিগকে যত্র-সায়ং-গৃহ মুনি বলা যায়।

জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ, দুশ্চর তপস্যার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক একাকী বিচরণ করিতে সমর্থ হয়েন না; রাজ্য যদি অরাজক হয়, তাহা হইলে অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ হইতে পারে না; অরাজক সৈন্যগণও শত্রু-পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না; রাজ্য অরাজক হইলে বিলাসিগণ বিলাসিনী-গণের সহিত সমবেত হইয়া বিহারের নিমিত্ত দ্রুতগামী যানে আরোহণ পূর্ব্বক অরণ্য-গমনে সমর্থ হয় না; রাজ্য অরাজক হইলে ঘণ্টা-বিভূষিত বিশাল-বিষাণ ষষ্টিবর্ষীয় কুঞ্জরগণ রাজমার্গে বিচরণ করিতে পারে না; রাজ্য অরাজক হইলে ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষা-পরায়ণ জনগণের জ্যা-নির্ঘোষ শুনিতে পাওয়া যায় না; রাজ্য অরাজক হইলে বিবিধ বিভূষণে বিভূষিত জনগণ হৃষ্টপুষ্ট তুরঙ্গ ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমনাগমন করিতে পারে না; রাজ্য অরাজক হইলে বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ জনগণ বনে ও উপবনে উপবিষ্ট হইয়া নানা-প্রকার শাস্ত্রীয় আলাপ করিতে সমর্থ হয়েন না; রাজ্য অরাজক হইলে মানবগণ, মাল্য মোদক ও দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক যথাসময়ে দেবার্চ্চনা করিতে পারে না।

যে সকল মনুষ্য নাস্তিক ও সন্দিগ্ধ-হৃদয়, যাহারা জাতীয় মর্য্যাদা ও ধর্ম্ম-মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া চলে, তাহারাও রাজদণ্ডে নিপীড়িত হইয়া সৎপথবর্ত্তী হইয়া থাকে। মনুষ্যের চক্ষু যেরূপ নিয়ত শরীরের হিতসাধন ও অহিত নিবারণ করে, সেইরূপ সত্যধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক রাজা, রাজ্যের অনিষ্ট নিবারণ পূর্ব্বক হিতসাধন করিয়া থাকেন। রাজাই সত্য, রাজাই ধর্ম্ম, রাজাই কুলীনের কুল, রাজাই মাতা, রাজাই পিতা, রাজাই সমস্ত মনুষ্যের কল্যাণ-সাধক; যম কেবল দণ্ড-বিধান করেন, কুবের কেবল ধনের অধিপতি, দেবরাজ কেবল পালন করেন, বরুণ কেবল সদাচারে প্রবর্ত্তিত করেন, পরন্তু একমাত্র রাজা এই দেব-চতুষ্টয়েরই কার্য্য করিয়া থাকেন।

অরাজক রাজ্য শুষ্ক-জলা নদীর ন্যায়, তৃণ-রহিত অরণ্যের ন্যায়, গোপালক-রহিত ধেনুর ন্যায় শোভা-বিহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। সারথি-বিহীন রথ, অশ্বগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া যেরূপ বিনষ্ট হয়, রাজ-বিরহিত রাজ্যও সেইরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাজ-বিরহিত রাজ্যে কোন ব্যক্তিই নিজধন রক্ষা করিতে পারে না; বলবান ব্যক্তিরা বল পূর্ব্বক দুর্ব্বলের ধন হরণ করে। বৃহৎ মৎস্য যেরূপ ক্ষুদ্র মৎস্যকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ অরাজক দেশে বলবান ব্যক্তিরা দুর্ব্বল জনগণকে প্রপীড়িত করিয়া থাকে। অরাজক রাজ্যে প্রজাগণ, নাস্তিক নির্লজ্জ দুঃশীল ও ক্রূর-কর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া ধর্ম্মের মর্য্যাদা অতিক্রম করে। এই জগতে সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্মের নিরূপক রাজা যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে সমুদায় লোকই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত, কোন ব্যক্তিরই হিতাহিত জ্ঞান থাকিত না। অধিক কি, রাজ্য অরাজক হইলে দস্যুগণও কুশলে ও নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতে পারে না; দুই জন দস্যু এক জন দস্যুর ধন অপহরণ করে, আবার

বহুসংখ্যক দস্যুও দুই জন দস্যুর ধন্ হরণ করিয়া থাকে। এই সমুদায় কারণে আমরা বিবেচনা করিতেছি, যাঁহারা আপনাদের হিতাভিলাষী হয়েন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে, এক ব্যক্তি উপযুক্ত দেখিয়া তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন।

ব্রাহ্মণ-গণের মুখে ঈদৃশ প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণ সভাপতি বশিষ্ঠকে কহিলেন, মহর্ষে! যে সময় মহারাজ জীবিত ছিলেন, সে সময়েও আমরা সকলে আপনকার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়াছি; এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ যেরূপ প্রস্তাব করিতেছেন, তদ্বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনি আজ্ঞা করুন।

মহর্ষে! অদ্য এই রাজ্য অরণ্য-স্বরূপ হইয়াছে; মহারাজ ব্যতিরেকে আমরা কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ হইতেছি না। এক্ষণে আপনি কুমার ভরতকে অথবা ইক্ষ্বাকু-বংশীয় অপর কোন ব্যক্তিকে এই রাজ্যে অভিষিক্ত করুন।

সপ্ততিতম সর্গ।

দূত-প্রেরণ।

মহর্ষি বশিষ্ঠ সচিব ও অন্যান্য সভাসদগণের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ, অমাত্য ও মিত্রগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সদস্যগণ! শ্রীমান কুমার ভরত, ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত সমবেত হইয়া এক্ষণে মাতামহ-গৃহে বাস করিতেছেন; প্রিয়বাদী দূতগণ দ্রুতগামী তুরঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বর গমনে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মহারাজ দশরথের আদেশ জানাইয়া তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন করুন। রাজমন্ত্রিগণ মহর্ষি বশিষ্ঠের এরূপ প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া সকলেই প্রহৃষ্ট হৃদয়ে তাহাতে অনুমোদন করিলেন ও কহিলেন, এক্ষণে দূতগণ কাল-বিলম্ব না করিয়া কেকয়-দেশে যাত্রা করুন।

অনন্তর তপঃ-প্রভাব-সম্পন্ন বশিষ্ঠ, জয়ন্ত, সিদ্ধার্থ ও অশোক নামক দূতত্রয়কে তৎক্ষণাৎ আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, আমি তোমাদিগকে যেরূপ বলিতেছি, তোমরা অবহিত হৃদয়ে শ্রবণ পূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্য করিবে। তোমরা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক যত শীঘ্র হইয়া উঠে, কেকয়-রাজের ভবনে গমন করিয়া শোকচিহ্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুমার ভরতকে মহারাজ দশরথের আজ্ঞা জানাইয়া বলিবে, তোমার পিতা ও সমুদায় মন্ত্রিগণ তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিয়াছেন যে, তুমি ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া ত্বরা পূর্ব্বক অযোধ্যায় আগমন কর; তোমার নিমিত্ত বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, কাল-বিলম্ব হইলে সমূহ কার্য্য-হানি হইবে। যদ্যপি ভরত নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারেও তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তথাপি তোমরা কোন মতেই রামচন্দ্রের বনবাস ও মহারাজের স্বর্গারোহণের বিষয় ব্যক্ত করিও না। অধুনা তোমরা কেকয়-রাজের নিমিত্ত, যুধাজিতের নিমিত্ত, ভরতের নিমিত্ত ও শত্রুঘ্নের নিমিত্ত রাজ-যোগ্য বিবিধ বিচিত্র

বহুমূল্য ভূষণ গ্রহণ পূর্ব্বক অতিশীঘ্র গমন কর।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ অনুমতি প্রদান করিলে দ্রুতগামী দূতগণ যথাযথ সন্দেশ লইয়া সত্বর গমনে কেকয়-দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা অপরতাল দেশের পশ্চিমাংশ ও প্রলম্ব দেশের উত্তরাংশ দিয়া মালিনী নদী পার হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া অবিলম্বে গঙ্গার পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং কুরুজাঙ্গল দেশে গমন পূর্ব্বক বরুণা নদী উত্তীর্ণ হইয়া কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী নদী অতিক্রম পূর্ব্বক পাঞ্চাল দেশে গমন করিলেন।

এইরূপে দূতগণ প্রফুল্ল-কমল-সুশোভিত সরোবর ও বিমল-সলিলপূর্ণ স্রোতস্বতী সন্দর্শন করিতে করিতে কার্য্যানুরোধে ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা বিবিধ-বিহঙ্গ-সমাকুলা জলচর-বহুলা প্রসন্ন-সলিলা পবিত্রতমা সরদণ্ডা নদী পার হইয়া পশ্চিম-তীরবর্ত্তী সত্যোপযাচন চৈত্য-বৃক্ষের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা এই মহা-বৃক্ষকে প্রণাম করিয়া কুলিঙ্গা নগরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহারা অভিকাল গ্রাম ও তেজোভিভবন গ্রাম অতিক্রম করিয়া পবিত্রতমা ইক্ষুমতী নদী উত্তীর্ণ হইলেন। পরে অজকূলা নদী পার হইয়া বোধিসত্ত্ব নগরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর দূতগণ দেবর্ষিগণ-নিষেবিত ইন্দুমতী নদীতে গমন করিয়া বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী তপঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক অনুমতি লইয়া রাম-লক্ষ্মণ-বিষয়ক বিবিধ বিচিত্র কথোপকথন করিতে করিতে বাহ্লীক দেশের মধ্য ও সুদাস পর্ব্বতের উত্তরাংশ দিয়া বিষ্ণুপদ-নামক পবিত্র স্থান সন্দর্শন করিতে করিতে বিপাশা নদী ও শাল্মলী নদী উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহারা প্রভুর হিতাভিলাষ-নিবন্ধন ত্বরান্বিত হইয়া বিবিধ নদী, দীর্ঘিকা, তড়াগ, পল্বল, সরোবর ও বহুবিধ সিংহ, ব্যাঘ্র, কুরঙ্গ, মাতঙ্গ দর্শন করিতে করিতে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সপ্তম রাত্রিতে গিরিব্রজ নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদের বাহনগণ নিতান্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

প্রজাগণের হিতাভিলাষী, মহারাজ দশরথের বংশ-পরম্পরাগত-রাজ্য-রক্ষণাভিলাষী এবং বংশ-মর্য্যাদা-রক্ষণ-প্রয়াসী দূতগণ, ত্বরান্বিত হইয়া গিরিব্রজ নগরে গমন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ রাজ-ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

একসপ্ততিতম সর্গ।

ভরতের দুঃস্বপ্ন-দর্শন।

অযোধ্যা হইতে সমাগত দূতগণ যে রাত্রিতে গিরিব্রজে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে কুমার ভরত অতীব ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি অনিষ্ট-সূচক দুঃস্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া যার পর নাই উৎকণ্ঠিত-হৃদয় হইলেন। তিনি তাদৃশ উৎকণ্ঠা-

সূচক স্বপ্ন সন্দর্শনে বৃদ্ধ পিতাকে স্মরণ পূর্ব্বক যার পর নাই ব্যথিত ও আকুলিত-হৃদয় হইলেন। তাঁহার বয়স্যগণ তাঁহার তাদৃশ অন্য-মনস্কতা ও উৎকণ্ঠা নিরীক্ষণ করিয়া তাদৃশ ভাব অপনয়ন পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ ও প্রসন্ন করিবার উদ্দেশে বিবিধ মনোহর প্রীতি-জনক বাক্য বলিতে লাগিল। কেহ কেহ গান, কেহ কেহ নৃত্য, কেহ কেহ বাদ্য, কেহ কেহ হাস্য, কেহ কেহ নাটকাভিনয়, এবং কেহ কেহ বা হাস্য-জনক কার্য্যাদি করিতে আরম্ভ করিল।

প্রিয়বাদী প্রিয় বয়স্যগণ ভরতকে পরিতুষ্ট করিবার নিমিত্ত নানাবিধ হাস্য-পরিহাস করিলেও ভরত প্রসন্ন-বদন হইলেন না; তিনি পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ম্মনায়মান থাকিলেন। অনন্তর কোন প্রিয় সখা ব্যথিত-হৃদয় হইয়া ভরতকে কহিলেন, সখে! আমরা সকলে মিলিয়া তোমার এরূপ উপাসনা করিতেছি, তুমি কিছুতেই প্রহৃষ্ট-হৃদয় হইতেছ না, ইহার কারণ কি? রঘুবংশাবতংস! আমরা সকলেই তোমার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী; তোমার অন্তঃকরণে কিরূপ ক্লেশকর দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বল।

মহাযশা ভরত, প্রিয় বয়স্যের নিকট ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সখে! আমি যে একটি দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছি ও যে নিমিত্ত আমি দুর্ম্মনায়মান হইয়া রহিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর; আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, নভোমণ্ডল হইতে চন্দ্রমণ্ডল ভূমণ্ডলে নিপতিত হইতেছে; মহাসাগর শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; জগতীতল গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইতেছে; মহারাজের বাহন প্রধান হস্তীর বিশাল বিষাণ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে! পুনর্ব্বার দেখিলাম, প্রজ্বলিত-হুতাশন-শিখা নির্ব্বাণ হইয়া গেল, পৃথিবী বিদীর্ণ হইল, বৃক্ষ সমুদায় শুষ্ক হইয়া উঠিল; পর্ব্বতে প্রথমত ধূম উত্থিত হইয়া পশ্চাৎ ঐ পর্ব্বত চূর্ণ হইয়া গেল; প্রভাকর রাহুগ্রস্ত হইল। পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিলাম, আমার পিতা রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, কতকগুলি পুরুষ তাঁহাকে বন্ধন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে লইয়া যাইতেছে! পুনর্ব্বার দেখিলাম, আমার পিতা মুক্তকেশ ও তৈলাক্ত-শরীর হইয়া পর্ব্বত-শিখর হইতে অগাধ গোময় হ্রদে নিপতিত হইতেছেন! তিনি গোময় হ্রদে একবার নিমগ্ন ও একবার উন্মগ্ন হইতেছেন এবং পুনঃপুন হাস্য করিতে করিতে অঞ্জলি দ্বারা তৈল পান করিতেছেন; এইরূপে তিনি তৈল পান করিয়া অধোবদনে সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিয়া তৈলহ্রদেই অবগাহন করিলেন! পরে তিনি কৃষ্ণ বসন পরিধান পূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ লৌহপীঠে উপবিষ্ট হইলে প্রমদাগণ তাঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল! পরে দেখিলাম, আমার পিতা রক্ত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক রাসভযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন! রক্তবসনা বিকৃতাননা বিকটাকারা রাক্ষসী হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল! পরে দেখিলাম, মহাগজ পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া অবসন্ন হইতেছে; প্রদীপ্ত অগ্নি জলসেক দ্বারা নির্ব্বাপিত হইয়া

যাইতেছে! পরে পুনর্ব্বার দেখিলাম, মহা-মহীধর বিশীর্ণ হইল; চৈত্যবৃক্ষ ভগ্ন হইয়া পড়িল; মহাধ্বজ নিপতিত হইয়া গেল!

বয়স্য! আমি এই সমুদায় অতিভীষণ দারুণ দুঃস্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছি; আমার বোধ হইতেছে, হয় মহারাজ না হয় গুণাভিরাম রামচন্দ্র জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরলোক-গামী হইয়াছেন! শাস্ত্রে আছে, যে ব্যক্তিকে রাসভ-যুক্ত রথে নীয়মান হইতে দেখা যায়, সে অল্প সময়ের মধ্যেই যমালয়ে গমন করিয়া থাকে। সখে! আমি এই নিমিত্তই কাতর হৃদয়ে অবস্থান করিতেছি, তোমাদের বাক্যে আনন্দিত হইতেছি না; আমার মনে ঘোর দুঃস্বপ্ন-চিন্তা উদিত হইতেছে বলিয়া, তোমা-দিগকে প্রহৃষ্ট দেখিয়াও আমার হর্ষোদয় হইতেছে না। বিশেষত বিনা কারণে আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে, চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়িতেছে; আমার অন্তরাত্মা ব্যথিত হই-তেছে। আমার অনুভব হইতেছে, আমার সমুদায় ক্লান্তিপুষ্টি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে; আমি এককালে হত-সত্ত্ব হইয়া পড়িয়াছি; আমি পতিত ব্যক্তির ন্যায় আপনাকে আপনি ঘৃণিত ও নিন্দিত বোধ করিতেছি।

সখে! আমি এই দুঃস্বপ্ন চিন্তা করিয়া উৎসুকতা নিবন্ধন ব্যথিত ও অতীব বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি; আমি কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না; আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, অল্প-সময়-মধ্যেই কোন গুরুতর অনিষ্ট উপস্থিত হইবে!

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

দূত-সন্দর্শন।

মহাত্মা ভরত এইরূপে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন, এমত সময়ে শ্রান্ত-বাহন দূতগণ, রমণীয়-পরিখ-পরিশোভিত রাজদ্বারে উপ-নীত হইলেন। তাঁহারা কেকয়-রাজের নিকট উপস্থিত হইয়া পাদ-বন্দন পূর্ব্বক ভরতের নিকট গমন করিলেন, এবং বিনয়-সহকারে কহিলেন, রাজকুমার! পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ, আপনাকে কুশল-সংবাদ জানাইয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, আপনাকে অবিলম্বে অযোধ্যায় গমন করিতে হইবে। আপনি ত্বরা পূর্ব্বক এই ক্ষণেই যাত্রা করুন, কাল-বিলম্ব হইলে কার্য্য-হানির সম্ভাবনা। রাজকুমার! আপনকার মাতামহের নিমিত্ত এই এককোটি বস্ত্র আনিয়াছি, প্রদান করুন। আর আপনকার এবং শত্রুঘ্নের নিমিত্ত এই তিনকোটি বস্ত্র আনয়ন করা হইয়াছে; রঘুনন্দন! এই সমস্ত মহামূল্য বস্ত্র ও আভ-রণ লইয়া আপনকার মাতুল প্রভৃতি যথা-যোগ্য ব্যক্তিবর্গকে বিতরণ করুন।

সুহৃজ্জনানুরক্ত ভরত, তৎসমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক দূতগণের যথাযোগ্য সৎকার করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বৃদ্ধ পিতা মহারাজ দশরথ কুশলে আছেন? আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরম-ধার্ম্মিক রামচন্দ্রের ত কুশল? আমার ভ্রাতা ভ্রাতৃ-বৎসল লক্ষ্মণ ত কুশলে আছেন? ভ্রাতৃ-বৎসল আর্য্য রামচন্দ্র আমাকে স্মরণ

করেন?—আমার নাম করেন? ভর্ত্তৃ-পরায়ণা ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মচারিণী রাম-মাতা কৌশল্যা কুশলে আছেন? যিনি মহাত্মা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে প্রসব করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মজ্ঞা মধ্যমা মাতা স্থমিত্রা নীরোগ শরীরে আছেন? স্বকার্য্য-সাধন-পরায়ণা পণ্ডিত-মানিনী নিত্য-গর্ব্বিতা কোপন-স্বভাবা চণ্ডা জননী কৈকেয়ী ত কুশলে আছেন?

কুমার ভরত এইরূপে কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে দূতগণ মন্ত্র-সংবরণ পূর্ব্বক প্রহৃষ্ট-হৃদয়ের ন্যায় আকার প্রকার প্রদর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন, রাজকুমার! আপনি যাঁহাদের কুশল-কামনা করেন, তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। সচিবগণে পরিবৃত মহারাজ আপনকার প্রতি আজ্ঞা করিয়াছেন যে, "যত শীঘ্র পার, অযোধ্যায় আগমন করিবে।" যদি গমন করা আপনকার অনভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে যাত্রা করুন; আপনকার পিতা মহারাজ দশরথ আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অতীব সমুৎসুক হইয়াছেন।

দূতগণের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহানুভব ভরত কহিলেন, আপনারা যাহা বলিতেছেন, তাহাই হইবে; আমি যাত্রা করিতেছি; আপনারা মুহূর্ত্তকাল প্রতীক্ষা করুন, আমি মাতামহের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আসি। কেকয়ী-নন্দন ভরত দূতগণকে এইরূপ বলিয়া তাঁহাদের সম্মতিক্রমে মাতামহের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আর্য্যক! আমি পিতার আজ্ঞানুসারে অযোধ্যায় গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি; সমাগত দূতগণ আমাকে ত্বরা দিতেছে; আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রতি অযোধ্যা-গমনের অনুমতি প্রদান করুন। পরে আপনি স্মরণ করিবামাত্র আমি এখানে পুনরাগমন করিব।

ভরত এইরূপ প্রার্থনা করিলে কেকয়রাজ তাঁহার মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া সস্নেহ বচনে কহিলেন, বৎস! আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এক্ষণে পিতার রাজধানীতে গমন কর; তুমি কৈকেয়ীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তাহার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ; তোমার মাতা ও পিতা যখন একত্র সমাসীন থাকিবেন, তখন তাঁহাদের নিকট গিয়া আমাদিগের কুশল সংবাদ বলিবে; পরে পুরোহিত বশিষ্ঠ, মন্ত্রিগণ, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, কৌশল্যা, স্থমিত্রা ও অন্যান্য সুহৃজ্জনের নিকট গমন করিয়া আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল জানাইবে।

অনন্তর কেকয়-রাজ, ভরতকে প্রীতিদায়-স্বরূপ মহামূল্য বসন, রাজযোগ্য পরিচ্ছদ, বিচিত্র শুভ্র আস্তরণ, কম্বল, অজিন, দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ও ষোড়শ শত অশ্ব প্রদান করিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ভরতের অনুগমনের নিমিত্ত বহুবিধ অমাত্য ও বহুসংখ্যক বিশুদ্ধ-হৃদয় ভক্তিমান বীর পুরুষের প্রতি অনুমতি প্রদান করিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি বায়ুর ন্যায় বেগশালী স্বদেশ-জাত এক সহস্র অশ্ব এবং হিরণ্ময়-বিভূষণ-বিভূষিত দশ সহস্র মাতঙ্গও প্রীতিদায়-স্বরূপ দিলেন; এবং বহু-সখ্য তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্র ভীম-পরাক্রম ভবনাভ্যন্তরচারী সারমেয়ও প্রদান করিলেন।

এই সারমেয়গণ গৃহ-মধ্যেই প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত; ইহাদের আকার-প্রকার দেখিলে বোধ হয়, যেন ইহারা ব্যাঘ্র-সংহারেও সমর্থ।

অনন্তর শতশত বীর-পুরুষ-গণ, বিবিধ রত্নে বিভূষিত রথ যোজনা করিয়া, গো, অশ্ব, উষ্ট্র ও রাসভগণ সমভিব্যাহারে লইয়া রাজকুমার ভরতের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। গমন-বিষয়ে ত্বরা-প্রযুক্ত কেকয়ী-নন্দন ভরত, মাতামহ-প্রদত্ত ধনে তাদৃশ মনোনিবেশ করিলেন না। দুঃস্বপ্ন-সন্দর্শন প্রযুক্ত ও দূতগণের তাদৃশ ত্বরা প্রযুক্ত তাঁহার মনে মহতী দুশ্চিন্তার উদয় হইতে লাগিল।

রাজকুমার ভরত, অনুচর-বর্গে সমবেত হইয়া নরনারী ও তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-সমাকুল নিজ নির্দ্দিষ্ট ভবন অতিক্রম পূর্ব্বক রাজমার্গে উপস্থিত হইলেন। পরে তিনি রাজপথ অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া রাজমহিলা-গণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি, মাতামহ ও মাতুল-চরণে প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত রথে আরূঢ় হইয়া গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অনুচর-বর্গ গো অশ্ব উষ্ট্র ও রাসভ বাহ্য রথে এবং তুরঙ্গে ও মাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল।

অমরাবতী-গামী অমরাধিপতির ন্যায় মহাত্মা ভরত, কেকয়-রাজের আত্মসদৃশ অমাত্যগণে ও মহাবল-পরাক্রান্ত সৈন্য-সমূহে পরিবৃত হইয়া অযোধ্যা-পুরীতে গমন করিতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

ভরতের অযোধ্যায় প্রবেশ।

অনন্তর দ্যুতিমান ভরত, পিতার আদেশ অনুসারে মাতামহ-গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ত্বরা পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সুদামা নদী উত্তীর্ণ হইয়া দুরপারা হ্লাদিনী নদী, পশ্চিম-বাহিনী দূরপাত্রা নদী, শতদ্রু নদী ও ঐলাধানগ্রামস্থিত বীরধানী নদী পার হইয়া অমরকন্টকে উপনীত হইলেন। পরে তিনি শিলাকর্ষিণী কর্ব্বটী নদী পার হইয়া, শল্যকীর্ত্তন নামক আগ্নেয় গিরির নিকট গমন করিলেন।

সত্যসন্ধ ভরত পথিস্থিত শিলা-সমুচ্চয় সন্দর্শন করিতে করিতে চৈত্ররথ নামক দেবোদ্যানে উপনীত হইলেন। তিনি বেদিনী, কারবী, চার্ব্বী, পর্ব্বতাবৃতা হ্লাদিনী ও যমুনা নদী পার হইয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত সৈন্যগণকে বিশ্রাম করিতে আদেশ করিলেন। তিনি ক্লান্ত অশ্বগণকে ও অন্যান্য বাহনগণকে শীতল করিয়া, স্নান, পান ও ভোজন পূর্ব্বক উত্তম সলিল সমভিব্যাহারে লইয়া পুনর্ব্বার গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাবাহু রাজকুমার ভরত ভদ্রজাতীয় মাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক, আকাশ-মণ্ডলে ধাবমান সমীরণের ন্যায় দ্রুতবেগে ভীষণ শ্বাপদ-সঙ্কুল ভদ্রনামক মহারণ্য অতিক্রম করিলেন। তিনি অহিস্থল পুরে গমন পূর্ব্বক হিরণ্বতী নদী পার হইয়া তোরণ গ্রামের

দক্ষিণ ভাগ দিয়া বারণস্থলে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি বরূথগ্রামে গমন পূর্ব্বক সেই স্থানে একরাত্রি বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রিয়ক-নামক-পাদপ-রাজি-বিরাজিত উর্জ্জিহানা নগরী অতিক্রম করিয়া ভদ্রনামক দুর্গম শালবনে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে তিনি ত্বরা পূর্ব্বক অত্যল্পকাল-মধ্যেই সেই বন উত্তীর্ণ হইয়া চতুরঙ্গ সৈন্যগণকে পশ্চাৎ আসিতে অনুমতি করিলেন এবং স্বয়ং অপেক্ষাকৃত দ্রুততর গতি অবলম্বন পূর্ব্বক উত্তরিকা নদী, অন্যান্য বিবিধ নদী ও সপ্তস্পর্দ্ধা নদী পার হইয়া কুটিলা নদী অতিক্রম করিলেন। পরে তিনি লৌহিত্য দেশে উপনীত হইয়া কপীবতী নদীর পরপারে গমন করিলেন। তিনি একশাল দেশে স্থাণুমতী নদী ও বিমত দেশে গোমতানদী অতিক্রম পূর্ব্বক কলিঙ্গ নগরের অন্তর্বর্ত্তী নিবিড় শালবনে উপনীত হইলেন। এতাদৃশ দীর্ঘ পথিশ্রমেও তাঁহার বাহন-সমুদায় ক্লান্ত হইল না; তিনি সায়ংকালে বিবিধ-বিহঙ্গম-সমাকুল গোমতীনদী-তীরে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানে সেই রাত্রি যাপন পূর্ব্বক, প্রভাতে দিবাকরের উদয় হইলে রাজর্ষি মনু কর্ত্তৃক সন্নিবেশিত অযোধ্যা নগরী দেখিতে পাইলেন।

পুরুষসিংহ মহারথ কুমার ভরত, গোমতী নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াই বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন; তিনি পথিমধ্যে সপ্ত রাত্রি যাপন পূর্ব্বক অযোধ্যানগরী সন্দর্শন করিয়া সারথিকে কহিলেন; সারথে! এই অযোধ্যাপুরী হতপ্রভার ন্যায় লক্ষিত হইতেছে! উদ্যান ও উপবন-সমুদায় ম্লান হইয়া পড়িয়াছে! সকল প্রাণীকেই দুঃখিতের ন্যায় দেখিতেছি! ইহার কারণ কি!

সারথে! এই অযোধ্যা-নগরী বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী বিবিধ-গুণ-সম্পন্ন যাগশীল ব্রাহ্মণগণ ও রাজর্ষিগণে পরিপূর্ণ। প্রবল বায়ু কর্ত্তৃক মথ্যমান মহাসাগরের কল্লোল-ধ্বনির ন্যায় পূর্ব্বে দূর হইতেই এই অযোধ্যার জন-কোলাহল-শব্দ শ্রবণ করা যাইত; অদ্য কি নিমিত্ত অযোধ্যায় তাদৃশ জনরব শ্রুত হইতেছে না! এই মহাপুরী অযোধ্যা কি নিমিত্ত হতশ্রীর ন্যায় লক্ষিত হইতেছে! পূর্ব্বে এই সমুদায় রমণীয় উদ্যান, ক্রীড়া-পরায়ণ প্রীতি-প্রফুল্ল জনগণে পরিব্যাপ্ত থাকিত; অদ্য কি নিমিত্ত সেইরূপ দেখিতেছি না! অদ্য বিলাসি-জন-পরিশূন্য এই উদ্যান-সমূহ যেন রোদন করিতেছে!

সারথে! পিতার নগরোপবন যেন অরণ্যের ন্যায় দেখিতেছি! নর-নারী-পরিবর্জ্জিত উদ্যান ও বনোদ্দেশ সমুদায় শূন্য হইয়া রহিয়াছে! অদ্য পুরবাসী জনগণ বিবিধ যান, মাতঙ্গ অথবা তুরঙ্গ দ্বারা পুরীমধ্যে গমনাগমন করিতেছে না! পূর্ব্বে এই সমুদয় উদ্যান, বিলাসী ও বিলাসিনীদিগের আনন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ থাকিত; অদ্য তাহার কিছুই দেখিতে পাইতেছি না! অদ্য সর্ব্বত্রই নিরানন্দ! অদ্য মহীরুহ-গণ, বিহঙ্গ-নিনাদে রোদন করিয়াই যেন শীর্ণ-পর্ণ-রূপ নয়ন-জল পরিত্যাগ করিতেছে! অদ্য মত্ত মৃগপক্ষি-গণের

সুমধুর কল-নিনাদ শ্রুত হইতেছে না! অদ্য অগুরু-চন্দন-মাল্য-ধূপ-গন্ধ-বাহী মন্দমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে না! পূর্ব্বে এই নগরীতে বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, ভেরী প্রভৃতির বাদ্যধ্বনি সর্ব্বদাই শ্রবণ করা যাইত, অদ্য কি নিমিত্ত সেরূপ শুনিতে পাইতেছি না!

সারথে! আমি অদ্য সমুদায় অনিষ্ট-সূচক চিহ্নই দেখিতেছি! অদ্য আমার অন্তরাত্মা কি নিমিত্ত ব্যথিত হইতেছে! সারথে! আমার হৃদয় যেরূপ মোহাভিভূত ও অবসন্ন হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, আমার বন্ধুবর্গের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল সুদুর্লভ!

বিষাদ-সাগর-নিমগ্ন ক্লান্ত-হৃদয় ত্রস্ত-শরীর বিকলেন্দ্রিয় ভরত, এইরূপ বাক্য বলিতে বলিতে পুরীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন; দ্বারপালগণ তাঁহার রাজোচিত অভ্যর্থনা করিল এবং দণ্ডায়মান হইয়া জয়াশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। চঞ্চল-হৃদয় ভরত, দ্বারপালদিগের সম্মান রক্ষা করিয়া একান্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত সারথিকে কহিলেন, সারথে! কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া কি নিমিত্ত ত্বরা পূর্ব্বক আমাকে আনয়ন করা হইল! আমার হৃদয়ে অমঙ্গলেরই আশঙ্কা হইতেছে! আমি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িতেছি! আমি পূর্ব্বে, রাজগণ বিনষ্ট হইলে যেরূপ নগরের অবস্থা ও আকার শ্রবণ করিয়াছি, অদ্য তৎসমুদায়ই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি! এই দেখ, রাজপুরী-সমুদয় সম্মার্জ্জন-হীন ও পরুষ-ভাবাপন্ন লক্ষিত হইতেছে! কবাট-সমুদয় শ্রীবিহীন ও অসংযত রহিয়াছে! কোন স্থানে ধূপ ও দেববলি প্রদত্ত হইতেছে না! কোথাও কুটুম্ব-ভোজন দেখিতেছি না! সমুদায় মনুষ্যই প্রভাবিহীন! কোন গৃহস্থের গৃহই শোভাযুক্ত দেখিতেছি না! সমুদায় ভবনের প্রাঙ্গণ সম্মার্জ্জন-রহিত ও মাল্য-শোভা-বিহীন! সমুদায় দেবালয় শূন্যের ন্যায় বোধ হইতেছে! দেবমূর্ত্তি-সমুদায় পূজা-রহিত ও যজ্ঞস্থল-সমুদায় যজ্ঞ-রহিত দেখিতেছি! অদ্য মাল্যাপণে মাল্য বিক্রীত হইতেছে না! বাণিজ্য-জীবীদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট ও শোভাযুক্ত দেখিতেছি না! সকলেই স্বস্ব-কার্য্য-পরাঙ্মুখ ও একমাত্র চিন্তা-পরায়ণ হইয়া রহিয়াছে! দেবায়তনের উপরি ও চৈত্য-বৃক্ষের উপরি বিহঙ্গমগণ দীনভাবে অবস্থান করিতেছে! আমি যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি, সেই দিকেই দেখিতেছি, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই উৎকণ্ঠিত, দীনভাবাপন্ন, মলিন, অশ্রুপূর্ণ-বদন ও ধ্যান-পরায়ণ হইয়া রহিয়াছে।

রাজকুমার ভরত, অযোধ্যা-নগরীতে রাজ-বিনাশ-সূচক তাদৃশ আকার ইঙ্গিত দর্শন পূর্ব্বক এইরূপ বলিতে বলিতে অপার-বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, রাজভবনে গমন করিতে লাগিলেন।

সমুদায় লোক দীন-ভাবাপন্ন, চতুষ্পথ, পথ ও গৃহ-সমুদায় শূন্যপ্রায় এবং দ্বার, দ্বার-যন্ত্র ও কবাট-সমুদায় ধূলি-ধূসরিত দেখিয়া, ভরত দুঃখ ও শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

মহানুভব মহাত্মা ভরত, এইরূপে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব অপ্রিয় বিষয় সকল সন্দর্শন করিতে

করিতে অধোবদন হইয়া কাতর ভাবে পিতৃ-ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

কৈকেয়ীর নিকট ভরতের প্রশ্ন।

বিমনায়মান ভরত, মহেন্দ্র-ভবন-সদৃশ-শোভা-সম্পন্ন অদ্ভুত-দর্শন পিতৃ-ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক পিতাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি পিতৃ-গৃহে পিতাকে না দেখিয়া সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া মাতৃ-ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

রাজমহিষী কৈকেয়ী, প্রবাস-গত পুত্র ভরতকে আগমন করিতে দেখিয়াই হর্ষোৎফুল্ল লোচনে আসন হইতে উৎপতিত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা জিতেন্দ্রিয় ভরত উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে মাতৃভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক অবনত মস্তকে মাতার চরণ বন্দন করিলেন। কৈকেয়ী তাঁহার মস্তকে আঘ্রাণ লইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্রোড়ে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, বৎস! তুমি মাতামহ-গৃহ হইতে এখানে কয় দিনে উপনীত হইয়াছ? তুমি যে রথ দ্বারা শীঘ্র আগমন করিয়াছ, তাহাতে ত তোমার সমধিক পরিশ্রম হয় নাই? তুমি ত সুখে আগমন করিয়াছ? তোমার মাতামহ ও তোমার মাতুল যুধাজিৎ ত কুশলে আছেন? বৎস! তুমি এতদিন মাতামহ-গৃহে ত সুখে বাস করিয়াছিলে?

রাজ-মহিষী কৈকেয়ী এইরূপ প্রশ্ন করিলে, কাতর-হৃদয় ভরত সংক্ষেপে তাঁহার নিকট সমুদায় গমনাগমন-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন ও কহিলেন, মাত! অদ্য সপ্ত দিবস অতীত হইল, আমি গিরিব্রজ নগর হইতে যাত্রা করিয়াছি। আপনকার পিতা কেকয়রাজ ও ভ্রাতা যুধাজিৎ কুশলে আছেন। আমার মাতামহ যে সমুদায় প্রীতি-ধন প্রদান করিয়াছেন, বাহকগণ শ্রান্ত ও ক্লান্ত হওয়াতে আমি তৎসমুদায় পশ্চাতে রাখিয়া ত্বরা পূর্ব্বক আগমন করিয়াছি। মহারাজের দূতগণ আমাকে এত দূর ত্বরা দিতে লাগিলেন যে, আমি তৎসমুদায় সমভিব্যাহারে লইয়া আসিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমি এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার নিকট তাহা ব্যক্ত করুন।

মাত! অদ্য কি নিমিত্ত পৌরগণকে আনন্দিত দেখিতেছি না? অদ্য কি নিমিত্ত সকলেই দীন-ভাবাপন্ন, প্রতিভা-পরিশূন্য ও হতপ্রভ হইয়া রহিয়াছে? অদ্য কোথাও উৎসাহের চিহ্ন ও হর্ষের চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না কেন? অদ্য কি নিমিত্ত পূর্ব্বের ন্যায় বেদ-পাঠের শব্দ শ্রুতি-গোচর হইতেছে না? অদ্য রাজ-পথস্থিত জনগণ, কি নিমিত্ত আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছে না? অদ্য কি নিমিত্ত মহারাজের নিজ ভবনে মহারাজকে দেখিতে পাইলাম না? অদ্য কি নিমিত্ত আপনকার সুবর্ণ-বিভূষিত পর্য্যঙ্ক অসজ্জিত, শূন্য ও অসংস্কৃত অবস্থায় রহিয়াছে? ইক্ষ্বাকু-বংশীয় কোন ব্যক্তির মুখেই হর্ষচিহ্ন দেখিতেছি না কেন?

মাত! পিতা অধিক সময় আপনকার গৃহেই অবস্থিতি করেন; আমি তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিলাম; অদ্য এখানেও তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না, ইহার কারণ কি? মাত! পিতা কোথায় আছেন, আপনি বলুন; আমি অগ্রে তাঁহার চরণ বন্দন করিব। তিনি কি জ্যেষ্ঠমাতা কৌশল্যার গৃহে গমন করিয়াছেন? মাত! মহারাজ যেখানে আছেন, আমি অগ্রে সেই স্থানেই গমন করিতে অভিলাষ করিতেছি; আমি মহারাজকে যতক্ষণ দর্শন না করি, ততক্ষণ শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।

কুমার ভরতের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজ্য-লোভে বিমুগ্ধা নির্লজ্জা কৈকেয়ী প্রিয় সংবাদ মনে করিয়া, ঘোরতর দারুণ অপ্রিয় বাক্যে কহিলেন, বৎস! তোমার পিতা মহারাজ তোমাকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক পুত্রশোকে কাতর হইয়া, নিজ পুণ্যপুঞ্জোপার্জ্জিত স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন।

রাজকুমার ভরত, জননীর মুখে ঈদৃশ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ছিন্ন-মুল মহীরুহের ন্যায় মহীতলে নিপতিত হইলেন। তিনি বাহু-বিক্ষেপ পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইয়া 'হায়! হত হইলাম! হায়! হত হইলাম!' এই বলিয়া করুণ-স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি পিতৃ-বিয়োগ-জনিত শোক ও দুঃখে একান্ত-কাতর, উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয় ও আকুলেন্দ্রিয় হইয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, হায়! কি কষ্ট! মহারাজ কোন্ রোগে কি প্রকারে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন! পূর্ব্বে পিতা বর্ত্তমানে এই শয্যা অলঙ্কৃত ও সুশোভিত থাকিত; এক্ষণে চন্দ্রমণ্ডল-বিরহিত গগনমণ্ডলের ন্যায়, জল-বিরহিত জল-নিধির ন্যায় মহারাজ-বিরহিত এই শয্যা শোভা-বিহীন হইয়া পড়িয়াছে!

মাত! যদি আপনি আমার মন জানিবার নিমিত্ত এই মিথ্যা বাক্য বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রসন্ন হউন; আমি একান্ত-কাতর হইয়া পড়িয়াছি; অধুনা মহারাজ কোথায় গিয়াছেন, আমার নিকট বলুন।

রাজকুমার ভরত, ভূতলে নিপতিত হইয়া পিতৃ-দর্শন-লালসায় নিতান্ত-কাতর হইয়াছেন দেখিয়া, কৈকেয়ী তাঁহাকে উঠাইয়া কহিলেন, বৎস! উত্থিত হও; এরূপ শোক করা তোমার উচিত হইতেছে না। তোমার ন্যায় সমাজ-সম্মত সাধুগণ কদাপি শোকাকুলিত হয়েন না। তোমার পিতা মহী-মণ্ডল পালন পূর্ব্বক নানাবিধ যজ্ঞ ও দান করিয়া এক্ষণে কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছেন; তিনি শোচনীয় নহেন। তাঁহার নিমিত্ত শোক করা তোমার উচিত হইতেছে না। তোমার পিতা সত্য-ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন; তিনি ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্থানে গমন করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার নিমিত্ত শোক করা তোমার কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

মহাত্মা ভরত, কৈকেয়ীর মুখে ঈদৃশ দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূতলে বিলুণ্ঠন পূর্ব্বক বহুক্ষণ রোদন করিলেন। পরে যার পর নাই শোকাকুলিত ও দুঃখিত হৃদয়ে পুনর্ব্বার

জননীকে কহিলেন, মাত! আমি মনে করিয়াছিলাম, মহারাজ আর্য্য রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন অথবা কোন একটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন; আমি এইরূপ আশা ও সঙ্কল্পের বশীভূত হইয়াই ত্বরা পূর্ব্বক আগমন করিতেছি। হায়! অদ্য আমার সমুদায় আশা-লতা সমূলে নির্মূলিত হইল! সমুদায় সঙ্কল্প বৃথা হইয়া গেল! অদ্য আমি আসিয়া পরম-প্রিয়বাদী পিতাকে আর দেখিতে পাইলাম না!

মাত! আমার অনুপস্থিতি-কালে পিতার কিরূপ পীড়া হইয়াছিল? কোন্ পীড়ায় তিনি জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন? মহাত্মা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণই ধন্য! তাঁহারা পিতার অন্তিমকালে সন্নিধানে অবস্থান পূর্ব্বক শুশ্রূষা করিয়া, পশ্চাৎ তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হইলে সৎকারাদি করিয়াছেন! হায়! পুত্র-বৎসল বৃদ্ধ পিতা দশরথ জানিতে পারেন নাই যে, আমি তাঁহার আজ্ঞাক্রমেই এখানে উপস্থিত হইয়াছি! পূর্ব্বে আমি তাঁহার নিকট আগমন করিবামাত্র তিনি আমার মস্তকে আঘ্রাণ পূর্ব্বক স্নেহ-ভরে আলিঙ্গন করিতেন!

পূর্ব্বে পিতা যে হস্ত দ্বারা আমার ধূলিধূসরিত শরীর পরিমার্জ্জিত করিয়া দিতেন, এক্ষণে সেই সুখস্পর্শ শুভ-লক্ষণ হস্ত কোথায়! যিনি এক্ষণে আমার ভ্রাতা, বন্ধু ও পিতার স্বরূপ; আমি নিয়ত যাঁহার দাস; সেই আমার নাথ অগ্রজ ভ্রাতা এক্ষণে কোথায় আছেন, বলিয়া দিউন। আমি পিতৃ-শোকে একান্ত-কাতর ও অধীর হইয়া পড়িয়াছি; আমি সেই ভ্রাতৃ-বৎসল রামচন্দ্রকে দর্শন করিলেই এক্ষণে হৃদয়ের নির্বৃতি ও শান্তি লাভ করিতে পারিব। তিনি কোথায় আছেন, বলুন। আমি তাঁহারই পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারিব। মাত! আমার পিতৃ-সদৃশ পরম-ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কোথায় রহিয়াছেন? আমি তাঁহারই চরণে শরণাপন্ন হইব; এক্ষণে তিনিই আমার একমাত্র গতি। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মশীল, মহাত্মা ও সত্য-সঙ্কল্প; এক্ষণে তিনিই আমাকে পিতার ন্যায় লালন-পালন করিবেন। মাত! আমার পিতা ধীমান দশরথ, চরমকালে আমাকে কোন হিত বাক্য বলিয়া গিয়াছেন কি না? মাত! আপনি এই সমুদায় বৃত্তান্ত আমার নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন।

উদার-চরিত মহাত্মা ভরত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, কৈকেয়ী কহিলেন, কুমার! —মহাসত্ত্ব! আমি আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বিবরণ বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর এবং শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণ হইও না।

ধর্ম্মাত্মা মহারাজ দশরথ, যেরূপে জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, প্রাণ-বিয়োগ-সময়ে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। 'হা বৎস রাম! হা বৎস লক্ষ্মণ! হা বৎসে বৈদেহি!' এই বলিয়া বহু বিলাপ করিয়া, তোমার পিতা প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি জীবন-বিসর্জ্জন-কালে বলিয়াছেন যে, আমার রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস-সময় উত্তীর্ণ হইয়া, রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলে

যাহারা তাহাকে দর্শন করিবে, তাহাদেরই জীবন সার্থক ও তাহারাই পুণ্যবান!

বিষাদ-সাগর-নিমগ্ন মহাবীর ভরত, দ্বিতীয় ঘোরতর-অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র দুঃখার্ত্ত-হৃদয় ও ম্লান-বদন হইয়া, কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রামচন্দ্র এক্ষণে কোথায় আছেন? তিনি কি নিমিত্তই বা বনগমন করিয়াছেন? এবং কি নিমিত্তই বা বৈদেহী ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাসী হইলেন?

ভরত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে কৈকেয়ী প্রিয় বাক্য বিবেচনা করিয়া, পুনর্ব্বার ঘোরতর অপ্রিয় বচনে কহিলেন, বৎস! রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞানুসারে বৈদেহী ও লক্ষ্মণের সহিত চীরচীবর ও বল্কল পরিধান পূর্ব্বক এস্থান হইতে বনে গমন করিয়াছেন; বৎস! আমা হইতেই রামচন্দ্র নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। তোমার পিতা প্রিয় পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া, পুত্রশোকেই কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মহাত্মা ভরত ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের চরিত্র-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া, নিজ বংশের বিশুদ্ধতা অন্বেষণার্থ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন, মাত! মহাত্মা রামচন্দ্র কি কোন ব্রাহ্মণের ধন হরণ করিয়াছেন? তিনি কোন ধনবান কি দরিদ্র ব্যক্তিকে কি বিনাপরাধে বিনষ্ট করিয়াছেন? মহারাজ কি কারণে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিলেন? মাত! রামচন্দ্র ত কোন পরনারীর সতীত্ব হরণ করেন নাই? তিনি কি নিমিত্ত ভ্রূণহা ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত হইলেন?

অনন্তর পণ্ডিত-মানিনী মূর্খা অবিশুদ্ধ-স্বভাবা কৈকেয়ী রমণী-জন-সুলভ চপলতা প্রযুক্ত আত্ম-শ্লাঘার উদ্দেশে স্বকৃত কর্ম্ম ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি, বিশুদ্ধ-স্বভাব মহাত্মা ভরতের নিকট এইরূপে সমুদায় ঘটনা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কৈকেয়ী কহিলেন, বৎস! রামচন্দ্র কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করেন নাই; তিনি কোন নিরপরাধ ধনবান বা দরিদ্র ব্যক্তিকেও হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; তিনি কখনও পর-স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না। রামচন্দ্র সুশীল, ধার্ম্মিক, পাপস্পর্শ-পরিশূন্য, জিতেন্দ্রিয় ও মহাসত্ত্ব; তিনি কদাপি অণুমাত্রও পাপানুষ্ঠান করেন না। ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র নিজ গুণ দ্বারা সমুদায় লোকের অনুরাগ-ভাজন হইয়াছেন দেখিয়া মহারাজ তাঁহাকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষ করিলেন। বৎস! আমি লোক-মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়া বহু পরামর্শের পর ইতিকর্ত্তব্যতা-নিরূপণ পূর্ব্বক মহারাজের নিকট, তোমার যৌবরাজ্যে অভিষেক এবং রামের চতুর্দ্দশ-বর্ষ-বনবাস, এই বরদ্বয় প্রার্থনা করিলাম। তদনুসারে মহারাজ, রামচন্দ্রকে নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন করিতে আজ্ঞা দিলেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞা শ্রবণ করিবামাত্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সমবেত হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এদিকে ধর্ম্ম-বৎসল মহারাজ তাদৃশ প্রিয়তম পুত্রকে না দেখিয়াই পুত্রশোকে অভিভূত ও

একান্ত-কাতর হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়াছেন।

বৎস! আমি তোমার প্রিয়-কার্য্য ও হিতানুষ্ঠানের নিমিত্তই ঈদৃশ জুগুপ্সিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি; আমি তোমার নিমিত্তই সর্ব্ব-গুণ-সম্পন্ন রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। রামচন্দ্রের বিয়োগে মহারাজ, শোক-সন্তপ্ত হৃদয় ও আকুলেন্দ্রিয় হইয়া প্রিয়তম প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রেত-রাজের বশবর্ত্তী হইয়াছেন। বৎস! এক্ষণে এই উপস্থিত রাজ্য গ্রহণ কর, আমার সমুদায় পরিশ্রম সফল হউক; এক্ষণে তুমি অমিত্রগণকে পরাভব করিয়া মিত্রবর্গের মন আনন্দিত কর। এক্ষণে এই অখণ্ড রাজ্য ও অযোধ্যা-নগরী নিরুপদ্রবে তোমার আয়ত্ত ও অধীন হইয়াছে।

রাজকুমার! অধুনা তুমি মহারাজের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া-সম্পাদন পূর্ব্বক বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিধানজ্ঞ মহর্ষিগণে ও সচিবগণে সমবেত হইয়া আপনাকে এই রাজ্যে যথাবিধানে অভিষিক্ত কর; কাল-বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

কৈকেয়ী-বিগর্হণ।

মহারাজ দশরথ পরলোক গমন করিয়াছেন, রাম লক্ষ্মণ ও সীতা নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, অবগত হইয়া মহাত্মা ভরত দুঃখ-সন্তপ্ত হৃদয়ে পুনর্ব্বার কৈকেয়ীকে কহিলেন, পাপনিশ্চয়ে! অনপকারী রামচন্দ্রকে বিনাপরাধে রাজ্যভ্রষ্ট ও বনবাসী করিয়া তুমি ধর্ম্মচ্যুতা ও সর্ব্বজন-বিনিন্দিতা হইয়াছ! তুমি পতিঘাতিনী; তোমাকে ধিক্! তুমি রাজ্য-লোভে পতির প্রাণনাশ করিয়া ঘোর-নরক-গামিনী হইয়াছ; তোমাকে সর্ব্বতোভাবে ধিক্! যদি তুমি রাজ্য-লোভে নরক-গমনে অভিলাষ করিয়া থাক, তাহা হইলে স্বয়ং নরকে পতিতা হইতেছ, হও; আমাকেও কি নিমিত্ত নরকস্থ করিতেছ!

হায়! নৃশংসা মাতার নিমিত্ত আমি দগ্ধ হইলাম, আমি হত হইলাম! আমি আর এ জীবন রাখিব না; আমি অদ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। এক্ষণে আমার মৃত্যু হইলেই তুমি সুখিনী হও।

পাপীয়সি! মহারাজ তোমার কি অপকার করিয়াছেন? রামচন্দ্র হইতেই বা তোমার কি অনিষ্ট হইয়াছে? তুমি কি নিমিত্ত পতির প্রাণ-বিনাশ ও রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন করিলে! পতিঘাতিনি! তুমি রামচন্দ্রকে রাজ্যভ্রষ্ট ও বনবাসী করিয়া এবং ধর্ম্মপরায়ণ পতিকে প্রাণে মারিয়া কুৎসিত ভ্রূণহত্যা-পাতকে ও ব্রহ্মহত্যা-পাতকে পাতকিনী হইয়াছ! ভর্ত্তৃ-ঘাতিনি! তোমার ইহ লোকও নাই, পরলোকও নাই! তুমি ভর্ত্তৃ-শাপে ক্ষত-বিক্ষতা হইয়া নরকে গমন করিবে।

হায়! তুমি রাজ্য-লোভের বশবর্ত্তিনী হইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ! হায়! পরিতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে! আমি এককালে বিনষ্ট হইলাম! রাক্ষসি!

তুমি যে অযশোরূপ অগ্নি উৎপাদন করিয়াছ, তাহাতে আমার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইয়া যাইতেছে! আমি রাজ্য লইয়া কি করিব! ভোগ্য বস্তু লইয়াই বা কি করিব! আমার কিছুতেই প্রয়োজন নাই! আমি পিতৃ-বিরহিত ও পিতৃ-সমান ভ্রাতৃ-বিরহিত হইলাম! এক্ষণে রাজ্যের কথা দূরে থাকুক, আমার জীবনেও প্রয়োজন নাই! আমি, দেবকল্প পিতৃ ও ভ্রাতৃ বিহীন হইলাম! আমার এক্ষণে কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই; আমি অধুনা কি কারণে রাজ্য গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিব! রাজ্যলোলুপে! যদিও আমার এই বিস্তীর্ণ মহারাজ্য শাসন করিবার সামর্থ্য থাকে, তথাপি আমি কোন রূপেই তোমার কামনা পূর্ণ করিব না।

পাপীয়সি! তুমি আমার নিমিত্ত আমার পিতাকে পরলোক-গামী করিয়াছ! তুমি আমার নিমিত্ত পরম-ধার্ম্মিক রামচন্দ্রকে ভীষণ দণ্ডকারণ্যে পাঠাইয়া দিয়াছ! হায়! তুমি আমার মস্তকে কতদূর গুরুতর পাপ নিক্ষেপ করিয়াছ, বলিতে পারি না! পাপ-সঙ্কল্পে! আমি পাপস্পর্শ-পরিশূন্য ও নির্দ্দোষ হইলেও তোমা হইতেই পাপী ও দূষিত হইয়াছি! তুমি আমাকে সর্ব্বতোভাবে নষ্ট করিয়াছ! তুমি পতিকে প্রাণে মারিয়া ও বিশুদ্ধ-স্বভাব রামচন্দ্রকে বনবাসী তাপস করিয়া ক্ষত স্থানে ক্ষার-নিক্ষেপের ন্যায় এক দুঃখের উপর অপর দুঃখ নিপাতিত করিয়াছ!

পাপীয়সি! তুমি যে কাল-রাত্রি-স্বরূপ, তাহা আমার পিতা পূর্ব্বে অবগত ছিলেন না। এই, ইক্ষ্বাকু-কুল-ধ্বংসের নিমিত্তই আমার পিতা তোমাকে গৃহে আনিয়াছিলেন! তুমি বিষম-ক্রূর-হৃদয়া ও ঘোর-সঙ্কল্পা! তুমি যে মহারাজের মৃত্যু-স্বরূপা, তাহা না জানিতে পারিয়াই মহারাজ তোমাকে গৃহে আনিয়াছিলেন! তুমি ঘোর-বিষা সর্পী! মহারাজ না জানিয়াই তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন! পাপসঙ্কল্পে! মহারাজ নিষ্পাপ ও সত্যসন্ধ; তুমি ছল করিয়া তাঁহাকে প্রিয়-পুত্র-বিরহিত ও জীবন-বিরহিত করিয়াছ! এইরূপে তুমি ভ্রাতৃ-বৎসল লক্ষ্মণকেও বল পূর্ব্বক পিতৃ-বাক্যে বদ্ধ করিয়া রাজ্য হইতে বনে পাঠাইয়াছ! পাপদর্শিনি! তুমি মহারাজকে প্রাণে মারিয়াছ! কুল-পাংশনি! তোমা হইতে এই বংশের সুখ তিরোহিত হইল! হায়! তোমা হইতেই আমার পিতা সত্যসন্ধ মহাযশা মহারাজ দশরথ তীব্র-দুঃখনিবন্ধন সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন!

কুলনাশিনি! তুমি কি নিমিত্ত আমার ধর্ম্মবৎসল পিতা মহারাজকে প্রাণে মারিয়াছ! তুমি কি নিমিত্ত আর্য্য রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিয়াছ!—তুমি কি নিমিত্ত সেই মহাত্মাকে বনে পাঠাইয়াছ! তোমা হইতেই কৌশল্যা ও সুমিত্রা শোক-সাগরে নিক্ষিপ্তা হইলেন! যদিও তাঁহারা কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করেন, মহাকষ্টে কালাতিপাত করিবেন, সন্দেহ নাই! পাপীয়সি! মহা-বংশ-সম্ভূত কেকয়রাজ হইতে যে, তোমার জন্ম হইয়াছে, ইহা আমার বোধ হয় না; আমি অনুমান করি,

কোন পাপাচারী ঘোর রাক্ষস হইতে,তুমি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ!

অকল্যাণি! তুমি ধর্ম্ম-পরায়ণ মহানুভব রামচন্দ্রের কি দোষ দেখিয়াছ? কি নিমিত্ত তুমি সাধু-চরিত রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসন পূর্ব্বক অরণ্যে পাঠাইয়াছ? ধর্ম্মশীল আর্য্য রামচন্দ্র, তোমার প্রতি জননী কৌশল্যার ন্যায় ব্যবহার করেন; তুমি কি বিবেচনা করিয়া সেই মহাত্মাকে নির্ব্বাসিত করিলে? উদার-চিত্ত রামচন্দ্র যদি তোমার প্রতি জননীর ন্যায় ব্যবহার না করিতেন, তাহা হইলে তুমি যেরূপ পাপীয়সী, তাহাতে তোমাকে পরিত্যাগ করিতে আমি কুণ্ঠিত হইতাম না। তুমি আর্য্য রামচন্দ্রের অথবা আমার পিতার কি অন্যায় কার্য্য দেখিয়াছ? তুমি কি নিমিত্ত ঈদৃশ অযশস্কর কার্য্য করিলে?

পাপ-নিশ্চয়ে! ধর্ম্ম-পরায়ণা আমার জ্যেষ্ঠমাতা কৌশল্যা, তোমার প্রতি প্রীতিনিবন্ধন ভগিনীর ন্যায় সস্নেহ ব্যবহার করিয়া থাকেন; অনার্য্যে! তুমি কি নিমিত্ত তাঁহার পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিলে? নৃশংসে! তুমি আপনাকে দূষিত ও কলঙ্কিত করিয়া আমাকেও তাহার ভাগী করিয়াছ। তুমি ভগিনীর ন্যায় স্নেহবতী কৌশল্যার প্রিয় পুত্র ধর্ম্ম-পরায়ণ রামচন্দ্রকে চীর-বল্কল পরিধান করাইয়া, বনবাসের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছ, ইহাতে কি তোমার কিছুমাত্র শোকের উদয় হইতেছে না! পাপ-দর্শিনি! কিরূপে তোমার এইরূপ কুবুদ্ধির উদয় হইল। তুমি আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের সাধু চরিত্র হইতে বিচ্যুতা হইয়া জন-সমাজে বিনিন্দিতা হইয়াছ!

দুষ্ট-চারিত্রে! আমাদের বংশের নিয়ম এই যে, সকলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন; অপর ভ্রাতারা সমাহিত হৃদয়ে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। নৃশংসে! আমি বিবেচনা করি,তুমি রাজ-ধর্ম্মের অপেক্ষা কর নাই; রাজ-ধর্ম্মের কিরূপ গতি ও রাজগণের কিরূপ চরিত, তাহাও তুমি জ্ঞাত নহ। সমুদায় রাজবংশেই বিশেষত ইক্ষ্বাকুবংশে সমুদায় রাজ-কুমারের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণ যে একমাত্র ধর্ম্ম, একমাত্র কুল-মর্য্যাদা, একমাত্র চারিত্র্য, একমাত্র বদান্যতা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, অদ্য তোমা হইতেই সেই সমুদায় বিনিবর্ত্তিত হইল!

কৈকেয়ি! মহা-সৌভাগ্য-সম্পন্ন রাজবংশে জন্ম হইলেও কি নিমিত্ত তোমার ঈদৃশ ঘৃণিত বুদ্ধি-মোহ উপস্থিত হইল! পাপনিশ্চয়ে! তুমি এই জীবন-সংহারক মহাদুঃখ আনয়ন করিয়াছ, আমি কোন ক্রমেই তোমার কামনা পূর্ণ করিব না। দুষ্কৃত-কারিণি! আমি তোমাকে অসন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত এই ক্ষণেই বনগমন করিয়া স্বজন-প্রিয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রকে নিবর্ত্তিত করিয়া আনিব। আমি স্বয়ং গিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহানুভব পুরুষসিংহ রামচন্দ্রের নিকট অনুনয়-বিনয় করিয়া, তাঁহার চরণে ধরিয়া তাঁহাকে বনবাস হইতে নিবর্ত্তিত করিব। আমি, দীপ্ততেজা রামচন্দ্রকে গৃহে আনিয়া সুস্থির অন্তঃকরণে চিরকাল

তাঁহার দাস হইয়া থাকিব। অথবা রামচন্দ্রকে গৃহে আনিয়া রাজা করিয়া, তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া পিতার নিয়োগ-পালনার্থ আমিই অরণ্যে বাস করিব।

মহানুভব ভরত এইরূপে অপ্রিয় বাক্য দ্বারা কৈকেয়ীর মর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক তিরস্কার করিয়া, শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে পর্ব্বত-কন্দর-স্থিত সিংহের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

ষট্সপ্ততিতম সর্গ।

ভরত-বিলাপ।

মহাবীর্য্য ভরত বহুক্ষণের পর সুস্থির হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে কৈকেয়ীর প্রতি দৃষ্টি-পাত পূর্ব্বক সর্ব্বজন-সমক্ষে পুনর্ব্বার তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন; আমি রাজ্য চাহি না, এরূপ পাপনিরতা মাতার সহিত সম্ভাষণ করিতেও চাহি না। হায়! আমি শত্রুঘ্নের সহিত দূর দেশে অবস্থান করিয়াছিলাম; মহারাজ যে রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, পরিশেষে মহাত্মা রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও দেবী সীতা যে নির্ব্বাসিত হইয়া ভীষণ অরণ্যে বাস করিতেছেন, ইহার কিছুই জানিতে পারি নাই!

শোকাকুলিত ভরত, এইরূপ বহুপ্রকার বিলাপ করিয়া কৈকেয়ীকে পুনঃপুন তিরস্কার পূর্ব্বক মহাদুঃখে অভিভূত হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন; পাপ-স্বভাবে! নৃশংসে! নির্লজ্জে কৈকেয়ি! মহাত্মা রামচন্দ্র ও মহারাজ তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছেন যে, তুমি এক জনকে ক্লেশ-সাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া এক জনের জীবন সংহার করিলে! পরম-ধার্ম্মিক রামচন্দ্র ও মহারাজ তোমার নিকট কোন্ দোষে দোষী হইয়াছেন, যে, তুমি তাঁহাদের প্রাণ-সংহার ও নির্ব্বাসন করিলে!

দুষ্টচারিণি! তুমি এই বংশ নাশ করিয়া ভ্রূণহত্যা-পাতকে পাতকিনী হইয়াছ। কৈকেয়ি! তুমি নরক-গামিনী হও; তোমার যেন পতিলোক-প্রাপ্তি না হয়। তুমি এই ঘোর ক্রূর কর্ম্ম দ্বারা মহাপাতকে লিপ্ত হই-য়াছ; তুমি সর্ব্বজন-প্রিয় রামচন্দ্রকে নির্ব্বা-সিত করিয়া আমার অন্তঃকরণেও ভয় জন্মাইয়া দিয়াছ। হায়! তুমি এইরূপ ক্রূর-প্রকৃতি! তুমি এইরূপ খল-স্বভাবা! তোমাকে সর্ব্বতোভাবে ধিক্! কুল-কলঙ্কিনি! তোমার ইহলোকে বা পরলোকে যেন মঙ্গল না হয়। নিরপত্রপে! সর্ব্বলোকের অপ্রিয় কার্য্য করিয়া, তোমার লজ্জা হইতেছে না! পতিঘাতিনি! এই বসুন্ধরা তোমাকে কি নিমিত্ত ধারণ করিতেছেন! নৃশংসে! তুমি যে সর্ব্বলোক-বিনিন্দিত কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে ঋষিকল্প মহাত্মা আমার পিতা কি নিমিত্ত তোমার এতদূর অপরাধ ক্ষমা করিলেন! মহাত্মা পিতা কি নিমিত্ত তোমাকে শাপাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করেন নাই! আমিও তোমার দোষে দূষিত হইয়াছি! আমি এ পর্য্যন্ত কি নিমিত্ত তোমার পাপানলে দগ্ধ ও ভস্মসাৎ হইয়া যাইতেছি না!

রাজ্যলুব্ধে! তুমি লোভে অন্ধ হইয়া পতিকে প্রাণে মারিয়াছ! আর্য্য রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিয়াছ!! আমার মস্তকে অযশোভার চাপাইয়া দিয়াছ!!! সর্ব্বজন-বিনিন্দিতে! তুমি যে এই পাপ হইতে উদ্ধার পাও, তাহার কোন উপায় দেখিতেছি না! মহাপ্রলয়-কালে সমুদায় লোক লয় প্রাপ্ত হইলেও তুমি নরক হইতে উদ্ধার হইবে না! নৃশংসে! রাজ্য-লোলুপে! তুমি মাতৃরূপে আমার পরম-শক্রস্বরূপ হইয়াছ! নির্ঘৃণে! নির্লজ্জে! পতিঘাতিনি! তুমি আমার সহিত কথা কহিও না, আমাকে পুত্র বলিয়া ডাকিও না! পাপশীলে! নিরপত্রপে! একমাত্র তোমা হইতেই কৌশল্যা, সুমিত্রা ও আমার অন্যান্য মাতৃগণ অপার-শোক-সাগরে—দুঃসহ-ক্লেশরাশিতে নিপতিত হইয়াছেন!

দুঃশীলে! তুমি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা কেকয়-রাজের কন্যা নহ; তুমি কোন রাক্ষসী; তুমি তাঁহার কন্যারূপা হইয়া তাঁহার গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছ! পাপনিশ্চয়ে! তুমি সর্ব্বলোক-প্রিয় রামচন্দ্রকে যে নির্ব্বাসিত করিয়াছ, তাহাতে তোমা অপেক্ষা গুরুতর পাপে পাপীয়সী আর কে আছে! তুমি সহসা আমার মস্তকে পিতৃবিয়োগ-জনিত দুঃখ-ভার নিক্ষেপ করিলে! তুমি সর্ব্বলোক-বিগর্হিত-ভ্রাতৃ-নির্ব্বাসন-জনিত কলঙ্কভারও আমার মস্তকে চাপাইয়া দিয়াছ! নিরয়-গামিনি! তুমি কি জান না যে, বন্ধুজনের আশ্রয় কৌশল্যা-নন্দন রামচন্দ্র আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পিতৃসদৃশ! ক্রূরে! প্রিয়-পুত্র-বিয়োগে যে কত দূর দুঃখ ও কষ্ট হয়, তাহা তুমি পর্য্যালোচনা না করিয়াই দেবী কৌশল্যাকে প্রিয়-পুত্র-বিরহিতা করিয়াছ! বিশুদ্ধ-স্বভাবা সচ্চরিত্রা পুত্র-লালসা পুত্রবৎসলা দেবী কৌশল্যাকে পুত্র-বিরহিত করিয়া কোন্ নরকে গমন করিতে হইবে, জান না!

কৈকেয়ি! মাতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে এবং হৃদয় হইতে পুত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে; অতএব পুত্র অপেক্ষা মাতার প্রিয়তর আর কিছুই নাই। পূর্ব্বকালে একসময় গোগণের জননী সুরপূজিতা সুরভি আকাশ-পথে গমন করিতেছিলেন; তিনি ঐ সময় দুইটি বলীবর্দ্দকে লাঙ্গলে বদ্ধ, প্রতোদ (চাবুক) দ্বারা ব্যথিতাঙ্গ, কৃশ, হতচেতন ও অবসন্নপ্রায় দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই শোকোষ্ণ সুরভি-গন্ধি নয়ন-জল দেবরাজের গাত্রে নিপতিত হইল। গাত্রে নয়ন-জল পতিত হইবামাত্র দেবরাজ, সুরভির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে সমীপে গমন পূর্ব্বক দয়া-পরতন্ত্র হৃদয়ে কহিলেন, সর্ব্বহিতৈষিণি! আপনি কি নিমিত্ত দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে রোদন করিতেছেন, বলুন! আপনি কি কোন স্থান হইতে আমাদের ভয় উপস্থিত দেখিতেছেন?

অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন দেবরাজ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সুরভি দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে কহিলেন, দেবরাজ! আপনকার কোন স্থান হইতে কিছুমাত্র ভয় দেখিতেছি না; পরন্তু দুঃখাভিভূত, কৃশ, বিষম অবস্থায় নিপতিত

এই দুইটি পুত্রের জন্য আমি শোকাকুলিত হইতেছি। দেখ, ইহাদের শরীর প্রতোদ দ্বারা ছিন্নভিন্ন হইয়াছে; ইহারা ক্ষুধায় আকুল ও অবসন্নপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে; ইহাদের শরীর খরতর-দিবাকর-করে সন্তাপিত হইতেছে; তথাপি দুরাত্মা কর্ষক ইহাদিগকে লাঙ্গলে যোজিত করিয়া নিপীড়িত করিতেছে! এই দুইটি পুত্র আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও হৃদয় হইতে সমুৎপন্ন; ইহাদিগের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার যার পর নাই দুঃখ ও পরিতাপ হইতেছে!

গোমাতা সুত-বৎসলা সুরভি সহস্র সহস্র পুত্র থাকিতেও দুইটিমাত্র পুত্রের কষ্ট দেখিয়া এতদূর শোক ও পরিতাপ করিয়াছিলেন; পরন্তু মহাত্মা রামচন্দ্র, দেবী কৌশল্যার একমাত্র পুত্র ও প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম; তিনি এক্ষণে রামচন্দ্র ব্যতিরেকে কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন! একপুত্রা সাধ্বী কৌশল্যাকে তুমি পতি-পুত্র-বিহীনা করিয়াছ! এই পাপেই তুমি ইহকালে ও পরকালে দুঃখভাগিনী হইবে।—কৈকেয়ি! তুমি কৌশল্যাকে পুত্র-বিয়োগ-জনিত হৃদয়-শোষণ ও মনঃ-প্রমথন দুঃখ প্রদান করিয়াছ; এই কারণেই ইহকালে ও পরকালে তোমার দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। দুর্ম্মেধে! এই মহাপাপে তুমি অনন্ত নরকে বাস করিবে! আমি যে, পরমধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে ও পিতা হইতে বিরহিত হইলাম, যাহাতে ইহার প্রতিশোধ হয়, তাহা আমি করিব।—এই জগতে যে আমার অযশ বিস্তীর্ণ হইয়াছে, যাহাতে তাহা অপনীত হয়, তদ্বিষয়ে আমি যত্নবান হইব। আমি, মহাবল মহাবাহু রামচন্দ্রকে মুনিজননিষেবিত অরণ্য হইতে আনয়ন করিয়া রাজসিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইব।

পাপ-সংকল্পে! পাপীয়সি! তুমি যে অতিভীষণ পাপ-কর্ম্ম করিয়াছ, অশ্রু-কণ্ঠ প্রজাগণ কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া আমি কোন ক্রমেই তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হইব না! পাপাশয়ে! তুমি অগ্নি-মধ্যেই প্রবেশ কর, কিংবা দণ্ডকারণ্যে গমন কর, অথবা গলদেশে রজ্জু প্রদান কর; এতদ্ভিন্ন এক্ষণে তোমার আর উপায়ান্তর নাই; কিন্তু সত্য-পরাক্রম মহানুভব রামচন্দ্র অযোধ্যায় আগমন করিলে আমি কৃতকৃত্য হইতে পারিব;—আমার পাপ বিদূরিত হইবে।

দুঃখাভিভূত ভরত, অরণ্য-মধ্যে সহসা বন্ধন-দশায় নিপতিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় এইরূপে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

রাজকুমার ভরত লোহিত-লোচন, শিথিল-বসন, বিধূত-সর্ব্বাভরণ ও ভূতলে নিপতিত হইয়া, উৎসবাবসানে ভূতলে নিপতিত ইন্দ্রধ্বজের সৌসাদৃশ্য লাভ করিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

কুব্জাকর্ষণ।

অনন্তর লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন সেই সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, কাতর হৃদয়ে সেই

স্থলে আগমন পূর্ব্বক ভরতকে উত্থাপিত করিলেন। কুব্জার পরামর্শানুসারেই কৈকেয়ী গুণাভিরাম রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন শুনিয়া তিনি দুঃখ ও শোকে কাতর হইয়া কহিলেন, স্ত্রীলোকের বাক্যানুসারে সর্ব্বভূত-হিত-পরায়ণ অনৃশংস, বিদ্বান, আর্য্য রামচন্দ্র কি নিমিত্ত অবশ হইয়া নির্ব্বাসিত হইলেন! সে সময় মহাবল,মহাবীর্য্য,সর্ব্বাস্ত্র-কুশল, লক্ষ্মী-বর্দ্ধন লক্ষ্মণ ত ছিলেন; তিনি কি নিমিত্ত পিতাকে নিগৃহীত করিয়া রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন নাই। সর্ব্বাগ্রে কাম-পরতন্ত্র, মূঢ়মতি মহারাজের নিগ্রহ করাই ধর্ম্মার্থদর্শী লক্ষ্মণের অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল।

লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময় সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা চন্দন-চর্চ্চিতা রাজমহিষী-যোগ্য-বসন-ভূষণ-বিভূষিতা কুব্জা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যদেশে মেখলা ও সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ বিচিত্র বিভূষণ থাকাতে, সে শৃঙ্খলাবদ্ধা বানরীর ন্যায় অদৃষ্ট-পূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল।

দ্বারস্থিত দ্বারপাল, অন্তঃপুরচারিণী মহা-পাপ-কারিণী কুব্জাকে দ্বারদেশে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহাকে নির্দ্দয় ভাবে ধরিয়া শত্রুঘ্নের হস্তে সমর্পণ করিল ও কহিল, রাজকুমার! যাহার নিমিত্ত আমাদের রামচন্দ্র বনবাসী হইয়াছেন, যাহার নিমিত্ত আমাদের মহারাজ কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই নৃশংসা পাপীয়সী কুব্জা এই উপস্থিত হইয়াছে! এক্ষণে ইহার যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন।

ক্রোধাভিভূত শত্রুঘ্ন, দ্বারপালের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হৃদয়ে অন্তঃপুরচারী জনগণকে কহিলেন যে, যে পাপীয়সী হইতে আমার ভ্রাতৃগণ অপার-দুঃখ-সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, যে পাপীয়সী হইতে আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, সেই এই দুশ্চারিণী এক্ষণে নিজ নৃশংস কর্ম্মের ফলভোগ করুক।

মহাবীর শত্রুঘ্ন এই কথা বলিয়াই সখিজন-পরিবৃতা কুব্জার গলদেশ ধারণ করিলেন; কুব্জার চীৎকারে সমুদায় রাজভবন অনুনাদিত হইতে লাগিল। কুব্জার সখীগণ শত্রুঘ্নের ক্রোধ ও কুব্জার দুর্দ্দশা দেখিয়া অলক্ষিতরূপে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

রোষ-পরতন্ত্র কুমার শত্রুঘ্ন কুব্জা মন্থরার গলদেশ ধরিয়া, ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; কুব্জা চীৎকার করিতেছে দেখিয়া তিনি ধূলি-রাশি দ্বারা তাহার মুখ-বিবর পরিপূরিত করিলেন। এই সময় তিনি রোষ-ভরে অন্তঃপুর-চারী জনগণকে কহিলেন, যে দুশ্চারিণী আমার ভ্রাতৃ-গণকে মহা-দুঃখে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আমার পিতাকে শোক-ভরে জীবনত্যাগী করিয়াছে, অদ্য সেই মন্থরাকে আমি যমালয়ে প্রেরণ করি! এই বলিয়া মহাবীর শত্রুঘ্ন কুব্জাকে মহীতলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শত্রু-সংহারী শত্রুঘ্ন কুব্জাকে মহীতলে আকর্ষণ করিতেছেন দেখিয়া, কুব্জার আত্মীয়গণ

সকলেই সহসা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহারা শত্রুঘ্নকে ক্রোধাভিভূত দেখিয়া, উদ্বিগ্ন ও ভীত হৃদয়ে সকলে সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল যে, এই রাজকুমার যেরূপ ক্রোধাভিভূত হইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, আমাদের সকলকেই এককালে নিঃশেষ করিবেন। আইস, আমরা সকলে একত্র হইয়া, দয়াময়ী দানশীলা ধর্ম্ম-চারিণী যশস্বিনী দেবী কৌশল্যার শরণাপন্ন হই। অদ্য তিনি ভিন্ন আর আমাদের গত্যন্তর নাই।

এদিকে শত্রু-তাপন শত্রুঘ্ন, রোষারুণিত লোচনে ক্রোশমানা কুব্জাকে বল পূর্ব্বক পৃথিবী-পৃষ্ঠে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। মন্থরা যখন আকৃষ্টা হয়, সেই সময় তাহার, কৈকেয়ী হইতে পারিতোষিক প্রাপ্ত রাজ-মহিষী-যোগ্য বিবিধ বিচিত্র বিভূষণ-সমুদায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কুব্জার রমণীয় ভূষণ-সমুদায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হওয়াতে সেই স্থান বিমল-তারকাবলি-বিভূষিত শারদীয় নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

কুমার শত্রুঘ্ন, কুব্জাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক কৈকেয়ী-সমীপে উপস্থিত করিয়া, কোপ-সংরক্ত নয়নে পরুষ-বচনে কহিলেন, যে পাপীয়সী ঈদৃশ কুল-ক্ষয়-কর অশুভ কর্ম্ম করিয়াছে, সেই অসৎ-স্ত্রী কৈকেয়ী তোমাকে কিরূপে রক্ষা করিবে, রক্ষা করুক। যে দুশ্চারিণী পুত্রের মুখাপেক্ষা করে নাই, মহারাজের মুখাপেক্ষা করে নাই, আপনার যশের প্রতিও দৃষ্টিপাত করে নাই, সেই পাপীয়সীও যমালয়ে গমন করিয়া, নিজ-কৃত অশুভ কর্ম্মের ও পাপকর্ম্মের ফলভোগ করিবে। কুব্জে! তুমিই আমাদের সমুদায় অনর্থাপাতের মূল, তুমিই আমাদের কুল-ক্ষয়ের কারণ, অতএব এই দণ্ডেই তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি। পাপ-প্রবৃত্তে! পাপীয়সি কুব্জে! অদ্য রামচন্দ্রের বিয়োগে আমাদের যে হৃদয়-শোষণ মহাদুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে তোমার উপরেই নিক্ষেপ করিব। লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন এই কথা বলিয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার-পরায়ণা কুব্জাকে পুনর্ব্বার বল পূর্ব্বক পৃথিবী-তলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে কৈকেয়ী তাদৃশ পরুষ বাক্যে অতীব নিপীড়িতা, কাতরা ও শত্রুঘ্ন-ভয়ে ভীতা হইয়া পুত্রের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভরত, শত্রুঘ্নকে তাদৃশ কোপাকুলিত দেখিয়া সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন, ভ্রাত! ক্ষমা কর; স্ত্রীলোক অশেষ পাপে পাপী হইলেও সকলের অবধ্য; অতএব তুমি ইহাকে ক্ষমা কর। যদি ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র আমাকে মাতৃ-হত্যাকারী বলিয়া পরিত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে আমিও স্বয়ংই এই দণ্ডেই এই দুশ্চারিণী পাপীয়সী কৈকেয়ীকেও যমালয়ে প্রেরণ করিতাম।

ধর্ম্মজ্ঞ। এই কুব্জা পর-প্রেষ্যা; বিশেষত স্ত্রীজাতি; ইহার প্রতি তুমি রোষ পরিত্যাগ কর; এই দুষ্টা রমণী নিজ কর্ম্ম দ্বারাই নিহত হইয়াছে। ধর্ম্ম-পরায়ণ রামচন্দ্র যদি শুনিতে পান যে, তুমি এই অসৎ স্ত্রী কুব্জাকে বিনাশ

করিয়াছ, তাহা হইলে তিনি তোমাকে ও আমাকে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই। মহাত্মা শত্রুঘ্ন, ভরতের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রোষাবেগ সংযত করিয়া মন্থরাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন; মন্থরাও কৈকেয়ীর পাদ-মূলে নিপতিত হইয়া ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিল; পরে সে সহসা উত্থিতা ও ভয়-বিহ্বলা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৈকেয়ীর শরণাপন্ন হইল।

ভরত-মাতা কৈকেয়ী, কুব্জাকে শত্রুঘ্ন-কৃত বিক্ষেপ দ্বারা ভয়ার্ত্তা ক্রৌঞ্চীর ন্যায় রোরূয়মাণা, একান্ত-কাতরা ও হত-চৈতন্য-প্রায়া দেখিয়া ধীরে ধীরে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

ভরতোপালম্ভ।

মহাত্মা ভরত দুঃখ ও শোকে আকুলেন্দ্রিয় হইয়া, জননীকে নানাপ্রকার তিরস্কার পূর্ব্বক শত্রুঘ্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ভ্রাত! সুখ-দুঃখ-প্রাপ্তি-বিষয়ে মনুষ্যের কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই; কালই তাহাদিগকে বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া সুখ ও দুঃখে নিক্ষিপ্ত করে। অহো! কাল কি বলবান! কালের কি অপরিহরণীয় শক্তি! দেখ, কাল-বলে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন সুখোচিত রামচন্দ্রও অবশ হইয়া দুঃখে নিক্ষিপ্ত হইলেন!

ভ্রাত! এক্ষণে আইস আমরা, পুত্রশোকে পরিম্লানা ভর্ত্তৃ-বিনাশ-দুঃখিতা শোক-সাগর-নিমগ্না কৌশল্যার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করি। আমার জননী যে অযশস্কর গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছেন, অপরিহরণীয় বলবান কালই তাহার কারণ। শত্রুঘ্ন! কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি জ্ঞানী ব্যক্তি, সকলেই কাল-বলে বিমোহিত হইয়া, উপস্থিত আত্ম-হিতাহিত বিবেচনা করিতে অসমর্থ হয়। শত্রুঘ্ন! আমার জননী কৈকেয়ী দুর্দ্দান্ত-কাল-বলে বিমোহিতা হইয়াই, সর্ব্বলোক-বিগর্হিত ঈদৃশ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন! পরন্তু ভ্রাত! আমার হৃদয়ে এই একটি মহাদুঃখের উদয় হইতেছে যে, আমি জননী কর্ত্তৃক ঈদৃশ দোষে দূষিত হইয়া, কৌশল্যাকে কি বলিব!—কিরূপেই বা তাঁহার নিকট মুখ দেখাইব!

ভরত ও শত্রুঘ্ন, এইরূপ কথোপকথন করিয়া কাতরভাবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আর্ত্তনাদে সেই গৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

এই সময় কৌশল্যা, মহাত্মা ভরতের রোদন-ধ্বনি ও আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া সুমিত্রাকে কহিলেন, ভগিনি! ক্রূর-কর্ম্মকারিণী কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আগমন করিয়াছে; আমি সেই দীর্ঘদর্শী ভরতের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। দুঃখ-সন্তপ্তা, বিবর্ণ-বদনা, বিচেতন-প্রায়া, কৃশা কৌশল্যা, এইরূপ করুণা-পূর্ণ বাক্য বলিয়া, ভরতকে দেখিবার নিমিত্ত কম্পান্বিত কলেবরে আগমন

করিতে লাগিলেন। এদিকে ভরতও দুঃখার্ণব-নিমগ্না কৌশল্যাকে দেখিবার নিমিত্ত শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহার ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত ও শত্রুঘ্ন, দুঃখ-শোকাভিভূতা কৌশল্যাকে দেখিবামাত্র দূর হইতেই প্রণাম পূর্ব্বক দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে ভূতলে নিপতিত হইলেন। দুঃখ-শোক-সমাকুলা কৌশল্যা, ভরত ও শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক উত্থাপিত করিয়া, দুঃখাবেগ ধারণ করিতে না পারিয়াই তাঁহাদের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি, ভয়-বিহ্বল প্রণত ভরতকে উত্থাপিত করিয়া রোদন করিতে করিতে পরুষ-বচনে কহিলেন, বৎস! তোমার জননী রাজ্যাভিলাষিণী কৈকেয়ী, ছল পূর্ব্বক যে রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সৌভাগ্যক্রমে সেই এই উপস্থিত রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে! বৎস! আমার পুত্র নিরপরাধ রামচন্দ্রকে চীরচীবর পরিধান করাইয়া, তোমার জননী ক্রূরদর্শনা কৈকেয়ীর কি লাভ হইল! আমার প্রিয়পুত্র রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতাকে তিনি কি নিমিত্ত নির্ব্বাসিত করিলেন! আমার রামচন্দ্র ত রাজ্যলোভী নহে; তাহাকে বনে পাঠাইয়া কি লাভ হইল! বৎস! আমার পুত্র মহাযশা হিরণ্যনাভ রামচন্দ্র, যে অরণ্যে আছে, কৈকেয়ী আমাকেও ত্বরায় সেই স্থানে পাঠাইয়া দিউন; অথবা রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা যে স্থানে অবস্থান করিতেছে, অদ্য আমি স্বয়ংই অগ্নিহোত্র লইয়া, সুমিত্রার সহিত সেই স্থানে গমন করিব; অথবা পুত্র! আমার রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞানুসারে যে বনে তপস্যা করিতেছে, তুমি স্বয়ংই আমাকে সেই বনে পাঠাইয়া দাও; এবং তোমার জননীর প্রার্থনানুসারে তোমার পিতা যে ধন-রত্ন-পরিপূর্ণ-চতুরঙ্গ-বল-সমাকুল শত্রু-বিরহিত রাজ্য তোমার উদ্দেশে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে তুমি গ্রহণ পূর্ব্বক পরম সুখে নির্ব্বিরোধে ভোগ কর।

দোষ-স্পর্শ-পরিশূন্য মহানুভব ভরত, কৌশল্যার ঈদৃশ বহুবিধ পরুষ বাক্যে তিরস্কৃত ও ভর্ৎসিত হইয়া, ব্রণ-স্থানে সূচী-বিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় যার পর নাই ব্যথিত হইলেন; তিনি সম্ভ্রান্ত হৃদয়ে দেবী কৌশল্যার চরণে নিপতিত হইয়া বহুবিধ বিলাপ পূর্ব্বক সংজ্ঞাবিরহিতের ন্যায় হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে ভরত সংজ্ঞা লাভ করিয়া পরুষ-ভাষিণী শোকাকুলিতা কৌশল্যার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে উদার বচনে কহিতে আরম্ভ করিলেন।

একোনাশীতিতম সর্গ।

ভরত-শপথ।

রাম-মাতা দেবী কৌশল্যা দীনভাবে তাদৃশ কাতর বাক্য বলিতেছেন শ্রবণ করিয়া, ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পগদগদ বচনে কহিলেন, আর্য্যে! আমি কিছুই জানি না, আমার

কিঞ্চিন্মাত্রও দোষ নাই, আপনি আমাকে কি নিমিত্ত তিরস্কার করিতেছেন! মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রতি আমার যে কিরূপ দৃঢ় ভক্তি ও কিরূপ প্রীতি আছে, তাহা আপনকার অবিদিত নাই। সাধুশ্রেষ্ঠ সত্য-সন্ধ আর্য্য রামচন্দ্রের বনগমনে যে পাপাত্মা সম্মতি প্রদান করিয়াছে, তাহার বুদ্ধি যেন কদাপি শাস্ত্রের ও গুরূপদেশের অনুবর্ত্তিনী না হয়; আর্য্য রামচন্দ্রের বনগমনে যে পাপাত্মা সম্মতি প্রদান করিয়াছে, সে ব্যক্তি, পাপীয়সী দাসী সম্ভোগ করুক, দুরাত্মাদিগের দাস হউক, সূর্য্যাভিমুখে মূত্রত্যাগ করুক, এবং সুপ্ত ধেনুর প্রতি পদাঘাত করুক; আর্য্য রামচন্দ্রের বনগমনে যে পাপাত্মা সম্মতি প্রদান করিয়াছে, মহৎ কর্ম্ম করাইয়া অকারণে বেতন প্রদান না করিলে যে গুরুতর অধর্ম্ম হয়, সে সেই অধর্ম্মে লিপ্ত হউক; রাজা যদি অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করেন, তাহা হইলে প্রজাগণের মধ্যে যাহারা রাজবিদ্রোহী হয়, তাহাদের যেরূপ পাপ হয়, আর্য্য রামচন্দ্রের বনগমনে যে সম্মতি দিয়াছে, তাহারও সেইরূপ মহাপাপ হউক; রাজা রীতিমত ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করিয়া প্রজাপালন না করিলে তাঁহার যে অধর্ম্ম হয়, আর্য্য রামচন্দ্রের বনগমনে যে সম্মতি দিয়াছে, সে সেই পাপে লিপ্ত হউক; যজ্ঞানুষ্ঠান-কালে তপস্বিগণকে যজ্ঞের দক্ষিণা প্রদান করিবে বলিয়া অঙ্গীকার পূর্ব্বক পশ্চাৎ সেই অঙ্গীকার পালন না করিলে যে পাপ হয়, আর্য্য রামচন্দ্রের বনগমনে যাহার সম্মতি আছে, সে সেই পাপে লিপ্ত হউক; আর্য্য রামচন্দ্রের বনগমনে যে সম্মতি প্রদান করিয়াছে, সে উচ্ছিষ্টমুখে ধেনু, অগ্নি ও ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করুক, এবং গুণবান ব্যক্তির গুণের উপর দোষারোপ করুক; যাহার সম্মতিক্রমে আর্য্য রামচন্দ্র বনগমন করিয়াছেন, সেই পাপাত্মা, গুরুর পত্নী ও সখার পত্নী গমনের পাপভাগী হউক; আর্য্য রামচন্দ্রের বন-গমনে যাহার সম্মতি আছে, সে তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-রথ-সমাকুল শস্ত্র-প্রহার-ভীষণ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করুক; যে ব্যক্তি রামচন্দ্রের বনগমনে সম্মতি প্রদান করিয়াছে, সে গুরু কর্ত্তৃক যথাযথ উপদিষ্ট সূক্ষ্মার্থ-সম্পন্ন শাস্ত্রসমুদায় বিস্মৃত হউক; উভয় পক্ষের বিবাদ উপস্থিত হইলে মধ্যস্থ ব্যক্তি পক্ষপাত আশ্রয় পূর্ব্বক কথা কহিলে যে পাপ হয়, আর্য্য রামচন্দ্রের বনগমনে যাহার সম্মতি আছে, সে সেই পাপে পাপী হউক; আর্য্য রামচন্দ্রের বনগমনে যে ব্যক্তি অনুমোদন করিয়াছে, মাতা, পিতা, দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণকে না দিয়া একাকী ভোজন-পান করিলে যে পাপ হয়, সে ব্যক্তি তত্তুল্য পাপভাগী হউক; রামচন্দ্রের বনগমনে যে ব্যক্তি অনুমোদন করিয়াছে, সে ব্যক্তি শাস্ত্রানুগত বাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহা কোন ক্রমেই সাধু-সমাজে পরিগৃহীত না হউক; রামচন্দ্রের বনগমন যাহার অনুমোদিত, আষাঢ়, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসের পুণ্য তিথিতে দান না করিলে যে পাপ হয়, তাহার সেই পাপ হউক; যাহার সম্মতি-ক্রমে রামচন্দ্র

বনবাসী হইয়াছেন, সেই নির্ঘৃণ ব্যক্তি দেবতাকে নিবেদন না করিয়া বৃথা মাংস, বৃথা পায়স ও বৃথা কৃসর ভক্ষণ করুক, এবং সে ব্যক্তি গুরুজনের ও সাধু-গণের গুণের অবমাননা করুক; রামচন্দ্রের বনগমন যে ব্যক্তির অনুমোদিত, সেই দুষ্টাত্মা ব্যক্তি মাতা, পিতা, বৃদ্ধ, আচার্য্য, গুরু ও ব্রাহ্মণের অবমাননা করুক; আর্য্য রামচন্দ্র যাহার সম্মতি অনুসারে বনগমন করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি অদ্যই শীঘ্র সাধু-লোক হইতে, সাধুজনের কীর্ত্তি হইতে ও সজ্জন-সেবিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হউক; যাহার সম্মতিক্রমে আর্য্য রামচন্দ্রের বনবাস হইয়াছে, সেই পাপাত্মা, ধেনুর গাত্রে পাদ প্রহার, গুরু-নিন্দা ও মিত্রদ্রোহ করুক; কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়া গোপনে পরের কোন দোষ কাহারও নিকট কীর্ত্তন করিলে, শ্রোতা সেই রহস্য ভেদ করিয়া যেরূপ পাপভাগী হয়, যাহার সম্মতিক্রমে আর্য্য রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন হইয়াছে, সেই দুষ্টাত্মাও সেই পাপে পাপী হউক; যাহার সম্মতিক্রমে আর্য্য রামচন্দ্রের বনবাস হইয়াছে, সেই পাপাত্মা উপকারকের প্রত্যুপকার-পরাঙ্মুখ, অকৃতজ্ঞ, সজ্জন-পরিত্যক্ত, নির্লজ্জ ও লোকের বিদ্বেষ-ভাজন হউক; আর্য্য রামচন্দ্রের বনবাস যে ব্যক্তি অবগত আছে, সে ব্যক্তি নিজ গৃহে স্ত্রী, পুত্র ও ভৃত্য-গণে পরিবৃত হইয়াও, একাকী মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করুক; আর্য্য রামচন্দ্র যাহার সম্মতি-অনুসারে বনগমন করিয়াছেন, সেই নরাধম অনুরূপ ভার্য্যা প্রাপ্ত না হইয়া, ধর্ম্মানুগত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া এবং নিঃসন্তান থাকিয়াই কাল-কবলে নিপতিত হউক; আর্য্য রামচন্দ্রের নির্ব্বাসনে যেব্যক্তি সম্মতি প্রদান করিয়াছে, সে ব্যক্তি যেন নিজ ভার্য্যায় পুত্র-মুখ নিরীক্ষণ না করিয়া, বহু দুঃখে কাল-যাপন পূর্ব্বক অকালেই কাল-কবলে নিপতিত হয়; রাজ-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা, বালক-হত্যা ও বৃদ্ধ-হত্যা করিলে যে পাপ হয়, এবং অনুগত ভৃত্য ত্যাগ করিলে যে পাপ হইয়া থাকে, রামচন্দ্রের নির্ব্বাসনে অনুমোদন-কারী ব্যক্তিও সেই পাপে পাপী হউক।

দেবি! যাহার সম্মতিক্রমে, যাহার জ্ঞাতসারে আর্য্য রামচন্দ্র বনগমন করিয়াছেন, সেই পাপাত্মা, লাক্ষা, মধু, মাংস, বিষ বিক্রয় করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণ করুক; আর্য্য রামচন্দ্রের বনগমন যাহার অনুমোদিত, সেই দুরাশয় ঘোরতর-ভীষণ-সংগ্রাম-সময়ে পলায়ন করিতে করিতে শত্রু-হস্তে নিপতিত হউক; যাহার সম্মতিক্রমে আর্য্য রামচন্দ্র বনবাসী হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি উন্মত্তের ন্যায় চীরচীবর ধারণ পূর্ব্বক কপাল-পাণি হইয়া ভূমণ্ডলে ভিক্ষা করিয়া 'বেড়াউক; যাহার সম্মতিক্রমে আর্য্য রামচন্দ্র বনবাসী হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি নিয়ত মদ্যে, অক্ষক্রীড়ায় ও পর-নারীতে আসক্ত ও কাম-ক্রোধের বশীভূত হউক; যাহার অনুমতি-অনুসারে আর্য্য রামচন্দ্রের বনবাস হইয়াছে, সে ব্যক্তি অপাত্রে দান করুক, ধর্ম্মে যেন তাহার মন না থাকে,

এবং সে নিরন্তর অধর্ম্মে নিরত হউক ; যাহার সম্মতিতে রামচন্দ্রের বনবাস হইয়াছে, সেই ব্যক্তির সঞ্চিত বিবিধ ধন-রত্ন দস্যুগণ-কর্ত্তৃক অপহৃত হউক ; যাহার সম্মতিক্রমে আর্য্য রামচন্দ্র নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি ব্রহ্ম-হত্যা-পাতকে পাতকী ও কপিলা-বধ-পাতকে পাতকী হউক ; যাহারা বিশ্বাস-ঘাতক, যাহারা গুরু-ঘাতক, যাহারা গুরুর নিকট মিথ্যা শপথ করে, তাহারা যেরূপ মহাপাতকে পাতকী হয়, রামচন্দ্রের বনবাসে অনুমোদন-কারী ব্যক্তিও সেইরূপ মহাপাতকে লিপ্ত হউক ; অগ্নি স্পর্শ পূর্ব্বক দিব্য করিয়া পশ্চাৎ তাহার অন্যথা করিলে যে পাপ হয়, পর-দ্রব্য অপহরণ করিলে যে পাপ হয়, রামচন্দ্রের বনবাসে অনুমোদন-কারীও সেই পাপে পাপী হউক ; আর্য্য রামচন্দ্রের বনগমনে যে ব্যক্তি অনুমোদন করিয়াছে, সেই দুরাত্মা, গৃহে অগ্নি-দায়কের ন্যায়, গ্রাম-ঘাতকের ন্যায়, গুরু-তল্প-গামীর ন্যায় ও মিত্রদ্রোহীর ন্যায় গুরুতর পাতকে পাতকী হউক ; দুই সন্ধ্যা শয়ন করিয়া থাকিলে যে পাপ হয়, আর্য্য রামচন্দ্রের বন-গমনে অনুমোদন-কারী ব্যক্তিও সেই পাপে লিপ্ত হউক ; যে দুরাত্মার সম্মতিক্রমে আর্য্য রামচন্দ্র বনগমন করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যেন দেবতাদিগের, পিতৃগণের, বিশেষত মাতা-পিতার শুশ্রূষা না করে ; দীর্ঘবাহু মহাবক্ষা আর্য্য রামচন্দ্র, যাহার সম্মতি অনুসারে বনবাসী হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি মাতৃ-শুশ্রূষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনর্থ-মূলক দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হউক ; আর্য্য রামচন্দ্র যাহার অনুমতি-অনুসারে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি দরিদ্র, বহু-পোষ্য ও জ্বররোগে প্রপীড়িত হইয়া নিরন্তর ক্লেশ-ভোগ করুক ; দীন-দরিদ্র যাচক ব্যক্তি আশা করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে, যে ব্যক্তি তাহাদের সেই আশাচ্ছেদন করে, সে যেরূপ পাপে পাপী হয়, আর্য্য রামচন্দ্রের বনগমনে অনুমোদন-কারী ব্যক্তিও সেইরূপ পাপে পাপী হউক ; আর্য্য রামচন্দ্রের বনগমনে যে ব্যক্তি অনুমোদন করিয়াছে, সেই অধার্ম্মিক ব্যক্তি, লোক-বঞ্চনা পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করুক ও অশুচি, নিষ্ঠুর-ব্যবহার ও খলতা-পূর্ণ হইয়া নিয়তই রাজদণ্ড-ভয়ে ভীত থাকুক ; যাহার সম্মতি-অনুসারে আর্য্য রামচন্দ্র বনগমন করিয়াছেন, সেই দুষ্টাত্মা ব্যক্তি ঋতুস্নাতা সাধ্বী ভার্য্যার ঋতু-রক্ষায় অনুরুদ্ধ হইয়াও তাহা অতিক্রম করুক ; বহু-পুত্রবতী ভার্য্যার মৃত্যু হইলে, নিতান্ত শিশু-সন্তান লইয়া ব্রাহ্মণের যেরূপ দুরবস্থা হয়, আর্য্য রামচন্দ্রের বনবাসে অনুমোদন-কারী ব্যক্তিরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হউক ; যাহার সম্মতি-অনুসারে আর্য্য রামচন্দ্র নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, সেই কলুষ-হৃদয় ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ-পূজার প্রতিবন্ধকতা করুক এবং বালবৎসা ধেনু দোহন করিতে প্রবৃত্ত হউক ; যাহার সম্মতি-অনুসারে আর্য্য রামচন্দ্র বনবাসী হইয়াছেন, সেই অধর্ম্ম-নিষ্ঠ মূঢ় ব্যক্তি, ধর্ম্মপত্নী-পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর-নারীতে আসক্ত হউক ; পানীয় জল দূষিত করিলে, যে পাপ হয়, বিষ-প্রদান পূর্ব্বক

প্রাণিহত্যা করিলে যে পাপ হয়, রামচন্দ্রের নির্ব্বাসনে অনুমোদনকারী ব্যক্তিও সেই পাপে পাপী হউক; তৃষ্ণাতুর ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনা করিয়া জল প্রদান না করিলে যে পাপ হয়, রামচন্দ্রের বনগমনে অনুমোদন-কারী ব্যক্তিও সেই পাপে পাপী হউক; ধর্ম্ম লইয়া ধার্ম্মিক-সম্প্রদায়ের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে, যে ব্যক্তি অতি ভক্তি (গোঁড়ামী) নিবন্ধন একপক্ষ অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করে, সে ব্যক্তি যেরূপ পাপে পাপী হয়, রামচন্দ্রের নির্ব্বাসনে অনুমোদন-কারী ব্যক্তিও সেইরূপ পাপে পাপী হউক।

দেবি! যাহার সম্মতিক্রমে আর্য্য রামচন্দ্র বনবাসী হইয়াছেন, সেই অজ্ঞান ব্যক্তি, প্রমাদ-পরায়ণ মনুষ্যের ন্যায় ও মিথ্যাবাদীর ন্যায় পাপভাগী হউক; আর্য্য রামচন্দ্র যাহার পরামর্শানুসারে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি মূর্খ ও কাণ্ড-জ্ঞান-শূন্য হইয়া ঐশ্বর্য্য লাভ করুক, এবং স্বার্থপর জনগণের সহিত মিলিত হইয়া নিজ অধিকার শাসন করুক; যাহার পরামর্শে আর্য্য রামচন্দ্র অরণ্যে প্রেরিত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি ছয় মাস গ্রামে বাস করুক, আপনার যুবতী কন্যা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করুক, এবং একাকী মিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হউক।

রাজকুমার দুঃখার্ত্ত ভরত, এইরূপে শপথ দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিতে করিতে পতি-পুত্র-বিহীনা, দুঃখ-শোক-সন্তপ্তা কৌশল্যার চরণ-তলে নিপতিত হইলেন; দেবী কৌশল্যা; দুঃখ-সন্তপ্ত নিরপরাধ ভরতকে তাদৃশ কঠিন কঠিন শপথ করিতে দেখিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎস! তুমি যে ধর্ম্মাত্মা ও বিশুদ্ধস্বভাব, তাহা আমার অবিদিত নাই; তুমি নিরপরাধ হইয়াও পুনঃপুন ঈদৃশ কঠিন শপথ করিয়া আমার প্রাণে কেবল আঘাত করিতেছ মাত্র। পুত্র! তোমাকে এরূপ শপথ করিতে দেখিয়া, আমার দুঃখ ও শোকাবেগ পরিবর্দ্ধিতই হইতেছে। বৎস! সৌভাগ্যক্রমেই রামচন্দ্র ও তুমি কখনই ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হও না। ধর্ম্মাত্মন! তুমি ও রামচন্দ্র উভয়ে চিরজীবী হইয়া থাক। বৎস!' আমার কি এমন দিন হইবে যে, রামচন্দ্র পিতৃ-ঋণ পরিশোধ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়া, লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে, যখন তোমরা চারি ভ্রাতা একত্র সমবেত হইবে, তখন তোমাদিগকে দেখিয়া আমি সুখিনী হইব!

বৎস! পূর্ব্বপূর্ব্ব পুণ্য-কীর্ত্তি মহাত্মা রাজর্ষিগণ, যেরূপ পরমায়ু ও কীর্ত্তি লাভ পূর্ব্বক কুলোচিত ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ কর। বৎস! শোক ও পরিতাপ পরিত্যাগ কর; চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলেই তুমি পুনরাগত রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতাকে দেখিতে পাইবে। বৎস! তোমার অপেক্ষায়, তোমার পিতার শরীর তৈল-দ্রোণীতে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! এক্ষণে তুমি তাহার সংকার কর। পুত্র! এই প্রজাগণকে যাহাতে ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালন করিতে পার, তদ্বিষয়ে যত্নবান হও; যাহাতে তোমার

পিতা স্বর্গস্থ হইয়াও তোমার প্রতি পরিতুষ্ট থাকেন, তাহা কর। বৎস! পিতৃ-বিয়োগ-জনিত দুঃখ ও রাম-বিরহ-জনিত দুঃখ পরিহার পূর্ব্বক কার্য্যে নিয়োজিত ব্যক্তির ন্যায় এই বংশের গুরুতর রাজ্যভার বহন কর। দেবী কৌশল্যা, এই কথা বলিয়া ভ্রাতৃ-বৎসল মহাবাহু ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক অতীব দুঃখ-শোক-ভরে রোদন করিতে লাগিলেন।

দেবী কৌশল্যা, মহাত্মা ভরতকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলে, তাঁহার অন্তঃকরণ ক্ষোভিত ও শোক-ভরে সমাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তিনি কৌশল্যার করুণা-পূর্ণ-বিলাপ শ্রবণ পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার দুঃখ-শোকে আকুলিত ও মোহাভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে ভূতলে নিপতিত হইয়া আকুলিত চিত্তে কাতর-ভাবে করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি তদ্গত-হৃদয়ে পিতা ও ভ্রাতাকে স্মরণ পূর্ব্বক বিলাপ করিতেছেন, ঈদৃশ সময়ে দিবাকর অস্তমিত হইলেন; পরন্তু রাজকুমার ভরত ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে মুহুর্মুহু দীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাপ করিতেই লাগিলেন। তাঁহার পক্ষে সেই রাত্রি শতবর্ষের ন্যায় দীর্ঘতম বোধ হইল।

শোক-সন্তপ্ত ভরত, ভূমিতে পতিত হত-চেতন ও হতবুদ্ধি হইয়া এইরূপে মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোক ও বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে রজনী প্রভাত হইল।

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রিগণ ও প্রধান প্রধান যোধপুরুষগণ রজনী অবসান দেখিয়া সকলে একত্র হইয়া, মহেন্দ্র-কল্প-মহারাজ-পরিশূন্য রাজ-ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা শোকে নিমগ্ন, ধরাতলে নিপতিত, অশ্রুপূর্ণ-নয়ন, একান্ত-কাতর, হত-চৈতন্য রাজকুমারকে দেখিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

অশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ-বাক্য।

দুঃখার্ণবে নিমগ্ন; হীনকান্তি, ভগ্নস্বর, রাজকুমার ভরত রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় শোভা-বিহীন হইয়া পড়িলেন। তিনি পিতার পরলোক-প্রাপ্তি হেতু, রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন হেতু, এবং রাজ্য-লুব্ধা কৈকেয়ীর ধর্ম্ম-পরিত্যাগ হেতু দীন-ভাবাপন্ন ও একান্ত-কাতর হইয়াছিলেন; তাঁহার দুঃখাবেগ কিছুতেই হ্রাস হইল না। তিনি দুঃখসাগরের সীমা দেখিতে না পাইয়া কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি চিরন্তন পিতৃ-পৈতামহ চরিত স্মরণ পূর্ব্বক, সুরাপান-মত্ত ব্রাহ্মণের ন্যায় অনুতাপ-দগ্ধ ও ইতিকর্ত্তব্যতা-পরিশূন্য হইয়া পড়িলেন। তিনি শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে কহিলেন, হায়! আমার জননী আর্য্য-জন-নিষেবিত ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া আমাকে অগাধ অপার শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়াছেন! হায়! আমার নিমিত্তই মহারাজ কলেবর

পরিত্যাগ করিলেন! আর্য্য রামচন্দ্র নির্ব্বাসিত হইলেন !! আমি নির্দোষ ও নিষ্পাপ হইলেও রাজ্যলুব্ধা জননী আমাকে অপরিহার্য্য পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন করিলেন !

সুমেরু-পর্ব্বত, চন্দ্র-সূর্য্য-বিহীন হইলে যেরূপ হতপ্রভ হয়, এই রাজভবনও সেইরূপ আমার পিতৃ ও ভ্রাতৃ বিহীন হইয়া শূন্য ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে! আমার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাকে লালন-পালন পূর্ব্বক অত্যন্ত সুখ-সংযোগে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন; আমি এক্ষণে ঈদৃশ দুঃসহ দুঃখে নিক্ষিপ্ত হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব! আমি এক্ষণে হয় পিতার সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিব, না হয় বনগমন পূর্ব্বক আর্য্য রামচন্দ্রের দাস হইয়া তাঁহার চরণ-সেবায় নিযুক্ত থাকিব। আমি পিতা ব্যতিরেকে অথবা রামচন্দ্র ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। বনবাস-স্থিত রামচন্দ্র যখন শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন, তখন যদি আমি তাঁহার শুভ-লক্ষণ-সম্পন্ন চরণযুগল সংবাহন করিতে পারি, তাহা হইলে রাজ্য-ভোগ অপেক্ষা তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। আমি অরণ্যমধ্যে আর্য্য রামচন্দ্রের অর্চনার নিমিত্ত পুষ্প আহরণ করিয়া ও তাঁহার চরণ-শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিয়া বন্য ফল-মূল দ্বারা জীবন ধারণ পূর্ব্বক সেই স্থানেই বাস করিব। মাতৃ-দোষ-বিদূষিত অচিরস্থায়ী মনুষ্য-রাজ্যের কথা দূরে থাকুক, আমি আর্য্য রামচন্দ্র ব্যতিরেকে স্বর্গ-রাজ্যও সম্ভোগ করিতে অভিলাষ করি না। আর্য্য রামচন্দ্রের সুচারু-বিলোচন-সুশোভিত পূর্ণ-শশধর-সদৃশ মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া আমার পিতৃ-বিয়োগ-জনিত শোক অপনীত হইতে পারিবে। অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণগণ ও বন্ধুগণ মহাত্মা ভরতের মুখে ঈদৃশ ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখভরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহর্ষি ভগবান বশিষ্ঠ যখন দেখিলেন যে, ভরত শোক-সন্তাপে একান্ত কাতর হইয়া অধোমুখে চরণাগ্র দ্বারা ভূমি বিলিখিত করিতেছেন, তখন তিনি সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি বিপৎ-কালেও মোহাভিভূত না হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন, জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁহাকেই পণ্ডিত বলিয়া থাকেন; অতএব, রাজকুমার! এক্ষণে তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক হৃদয়-ব্যথা বিদূরিত করিয়া, অসংমূঢ় হৃদয়ে পিতার ঔর্দ্ধ-দেহিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন কর।

রাজকুমার! মহাত্মা রামচন্দ্র সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক বনগমন করিলে, তোমার অনুপস্থিতিকালে তোমার পিতা প্রিয়তম প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে গমন করিয়াছেন। তোমার মৃত পিতা ধর্ম্মাত্মা ও লোকনাথ; তোমা ব্যতিরেকে কিরূপে অনাথের ন্যায় তাঁহার দহন-বহন-ক্রিয়া হইতে পারে! আমরা এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া তোমার পিতার মৃত শরীর তৈলদ্রোণীতে নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছি। বৎস! এক্ষণে তোমার পিতার দহন-বহনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। বৎস!

তুমি এক্ষণে শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার মাতৃগণের সান্ত্বনা কর; যে বিষয় অবশ্যম্ভাবী, সে বিষয়ের নিমিত্ত শোক করা তোমার ন্যায় অসাধারণ-বুদ্ধিমান জ্ঞানবান তত্ত্বদর্শী মহাত্মার কর্ত্তব্য নহে। অতএব রাজকুমার! তুমি এক্ষণে স্বয়ংই আপনাকে সুস্থির কর; অজ্ঞান মূর্খ ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করা তোমার উচিত হইতেছে না। রঘুনন্দন! কাল অতীব বলবান; কালকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে; আমাদের সকলকেই এক সময় জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে; অতএব এ নিমিত্ত শোক করা তোমার উচিত হইতেছে না। রাজকুমার! এক্ষণে তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর; এই রাজ-মহিষীরা পতি-বিয়োগে একান্ত-দুঃখাভিভূত, হতচেতন ও আহার-নিদ্রাভাবে নিতান্ত-বিপন্ন হইয়াছেন; এক্ষণে ইহাঁদের প্রতি ঔদাস্য করা তোমার কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য হইতেছে না।

রাজকুমার! অধুনা ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বিজগণ-প্রদর্শিত ক্রম-অনুসারে, তুমি অনতি-বিলম্বে তোমার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন কর; এ সময় বিষণ্ণ হওয়া তোমার উচিত হইতেছে না।

একাশীতিতম সর্গ।

ভরত-বিলাপ।

ধীমান ভরত, বশিষ্ঠের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে কহিলেন, ভগবন! আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! সর্ব্ব-গুণ-সম্পন্ন জ্যেষ্ঠভ্রাতা লোকনাথ রামচন্দ্র বিদ্যমান থাকিতে, আমাকে কিরূপে পৃথিবীর অধীশ্বর বলা যাইতে পারে! যাহা হউক, এক্ষণে আমার পিতা যে স্থানে আছেন, আপনারা আমাকে সেই স্থানে লইয়া চলুন; আমি আপনাদের সহিত সমবেত ও পরবশ হইয়া পিতার সংস্কার করিব; পিতার কলেবর দর্শনে যদি আমার হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইয়া না যায়, তাহা হইলে আমি পিতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইব; আপনারা আমার মৃত পিতাকে দেখাইয়া দিউন।

অনন্তর বশিষ্ঠ প্রভৃতি রাজমন্ত্রিগণ, তৈল-দ্রোণী-স্থিত মৃত মহারাজের নিকট ভরতকে লইয়া গেলেন। এই সময় সার্দ্ধত্রিশত রাজ-মহিষী, মৃত মহারাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ভরতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। শোকার্ত্ত-হৃদয় ভরত রাজমহিলাগণের সহিত রাম-মাতা কৌশল্যার ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক মৃত মহারাজকে দর্শন করিলেন। তিনি প্রভা-বিহীন গতাসু মহারাজকে দর্শন করিবামাত্র, 'হা মহারাজ!' এই কথা বলিয়াই চীৎকার পূর্ব্বক হত-চৈতন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করিয়া দুঃখ-শোকাকুলিত-হৃদয়ে পিতাকে জীবিতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! উত্থিত হউন! কি নিমিত্ত শয়ন করিয়া রহিয়াছেন! মহাসত্ত্ব!

আমি আপনকার আজ্ঞানুসারে ত্বরান্বিত হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত উপস্থিত হইয়াছি। পিত! আমার মাতামহ আপনাকে কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; আমার মাতুল যুধাজিৎও আপনাকে অবনত মস্তকে প্রণাম জানাইয়া কুশল প্রশ্ন করিয়াছেন। পিত! আমি যে কোন স্থান হইতে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিবামাত্রই, পূর্ব্বে আপনি প্রীত-হৃদয়ে আমাকে ক্রোড়ে লইয়া আমার মস্তকে আঘ্রাণ পূর্ব্বক সমাদর করিতেন! সেই আমি এক্ষণে আপনকার শ্রীচরণের নিকট উপস্থিত হইয়াছি; আপনি কি নিমিত্ত আমার সহিত কথা কহিতেছেন না! পিত! আমি আপনকার চরণে কোন অপরাধে অপরাধী নহি; আমি কিছুই জানি না; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মহারাজ! আর্য্য রামচন্দ্রই ধন্য! তিনি আপনকার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছেন; মহাত্মা লক্ষ্মণও ধন্য! তিনি নির্ব্বাসিত মহাত্মা রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছেন; কিন্তু পিত! আমি অধন্য ও অকৃত-পুণ্য; আপনি আমার প্রতি মন্যুমান ও কোপাবিষ্ট হইয়া, অতীব দুঃখাবেগে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। আমার বোধ হয়, আর্য্য রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ আপনকার মৃত্যু-বিবরণ জানিতে পারেন নাই; তাঁহারা যদি জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে দুঃখিত-হৃদয়ে বন-পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখানে না আসিয়া থাকিতে পারিতেন না। মহারাজ! যদি জননীর দোষে আমি আপনকার অপ্রিয় হইয়া থাকি, যদি আমার সহিত কথা কহিতে আপনকার ঘৃণা হয়, তাহা হইলে অন্তত কুমার শত্রুঘ্নের সহিতও সম্ভাষণ করা আপনকার উচিত হইতেছে। মহারাজ! আপনি স্ত্রীলোকের বাক্যে মহাত্মা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে চীর-চীবর পরাইয়া নির্ব্বাসন পূর্ব্বক কি নিমিত্ত স্বর্গারোহণ করিলেন! রাজ-মহিষী-গণ, মহাত্মা ভরতের ঈদৃশ বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন।

শোকাকুলিত ভরত এইরূপে বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া, তত্ত্বদর্শী ভগবান বশিষ্ঠ ও জাবালি কহিলেন, রাজকুমার! তুমি জ্ঞানবান; এরূপ শোকাভিভূত হওয়া তোমার উচিত হইতেছে না। মহারাজও শোচনীয় নহেন; এক্ষণে তুমি শোক মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধান কর। স্নেহাকুলিত বন্ধুগণ ও সুহৃদ্গণ শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে নিরন্তর অশ্রুপাত করিলে, স্বর্গগত ব্যক্তি অধঃপতিত হয়েন। পুরুষসিংহ! আমরা শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালে ভূরিদ্যুম্ন নামে পরম ধার্ম্মিক রাজা, নিজ পুণ্য কর্ম্মদ্বারা সুরলোকে গমন করিয়াছিলেন; পরে তাঁহার বন্ধু-বর্গের নিরন্তর-নিপতিত শোকাশ্রু দ্বারা তাঁহার সমুদায় পুণ্যপুঞ্জ ক্ষয় হইলে, তিনি স্বর্গলোক হইতে অধঃপতিত হয়েন।"

রাজকুমার! আমি এই কারণে বলিতেছি, তুমি পিতৃ-স্নেহ-জনিত শোক-তাপ পরিত্যাগ কর। স্বর্গারূঢ় মহারাজকে পুনর্ব্বার অধোগামী করা তোমার উচিত হইতেছে না। যদি তোমার পিতা শোকাগ্নি দ্বারা দগ্ধ ও

দেবলোক হইতে বিচ্যুত হয়েন, তাহা হইলে তিনি রোষাবেশে তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতে পারেন। অতএব উত্থিত হও, শোক করিও না। তোমার পিতা, পুণ্যপুঞ্জোপার্জ্জিত পুণ্য লোকে গমন করিয়াছেন; সুতরাং তিনি শোচনীয় নহেন। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন, সর্ব্বত্র-বিখ্যাত এই চারি সমুজ্জ্বল মহাত্মা, যাঁহার আত্মজ, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিরূপে বলা যাইতে পারে! তোমরা চারি ভ্রাতা ধর্ম্মাত্মা, মহাত্মা, দেবকল্প, সর্ব্বত্র বিখ্যাত এবং মহেন্দ্র ও বরুণ সদৃশ মহাসত্ত্ব। যিনি আত্ম-স্বরূপ এই পুত্রচতুষ্টয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, বলা যাইতে পারে না।'

ধর্ম্ম-মর্ম্মজ্ঞ ভরত, মহর্ষি বশিষ্ঠের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোক পরিহার পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আমি বুঝিতে পারিতেছি, আপনারা যাহা বলিতেছেন, তাহা বিতথ নহে; পরন্তু বলবান পিতৃ-স্নেহ, আমাকে মোহাভিভূত করিয়া ফেলিতেছে! আপনারা হিত-বাদী গুরু, আপনারা আমাকে নিবারণ করিতেছেন, সুতরাং এক্ষণে আমি শোক সংবরণ পূর্ব্বক পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছি। সচিবগণ! আপনারা আমার পিতার সৎকারের নিমিত্ত যথাবিহিত দ্রব্য-সামগ্রী সকল আয়োজন করুন।

রাজকুমার ভরত, পুরোহিতগণের সহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়, তাঁহাদের পক্ষে শত-যামার ন্যায় দীর্ঘতমা ত্রিযামা সমুপস্থিত হইল।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

ভরতের সভা-প্রবেশ।

অনন্তর সেই রজনী প্রভাত হইলে সূত, মাগধ ও বন্দিগণ নিদ্রাভিভূত ভরতকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত মধুর স্বরে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় মহাশব্দে দুন্দুভি-ধ্বনি হইয়া উঠিল; সুমধুর বেণুধ্বনি ও শঙ্খ-ধ্বনি প্রধ্মাপিত হইয়া সকলের মন আকর্ষণ করিল। সুমহান সুগম্ভীর তূর্য্য-নির্ঘোষ, রাজপুরী পরিপূরিত করিয়া শোক-ব্যাকুলিত-হৃদয় ভরতকে প্রতিবোধিত করিল। ভরত সমুদায় প্রবোধন-ধ্বনি নিবারণ পূর্ব্বক কহিলেন, প্রতিবোধকগণ! আমি রাজা নহি; তোমরা আমার সহিত রাজোচিত ব্যবহার করিও না। মহাত্মা ভরত এইরূপে সমুদায় প্রতিষেধ করিয়া শত্রুঘ্নকে কহিলেন, শত্রুঘ্ন! এই দেখ, কৈকেয়ী লোক-বিগর্হিত কর্ম্ম করিয়া আমার মস্তকে এই অযশো-ভার নিক্ষেপ করিয়াছেন! আমি নিরপরাধ; সুতরাং আমার পক্ষে ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমার পিতার অভাবে এক্ষণে কুলক্রমাগতা রাজলক্ষ্মী, কর্ণ-বিরহিতা নৌকার ন্যায় ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতেছেন!

রাজ-মহিলাগণ ভরতকে এইরূপে পুনঃ-পুন বিলাপ করিতে দেখিয়া শোকার্ত্ত-হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন।

এদিকে বেদবিৎ মহর্ষি বশিষ্ঠ হিতাহিত মন্ত্রণা করিবার নিমিত্ত ভরতকে লইয়া রাজ-

সভায় প্রবেশ করিলেন। এই সভামণ্ডপ, মণি-মণ্ডিত-শাতকুম্ভময় শত কুম্ভে বিমণ্ডিত।

বৃহস্পতি যেরূপ দেবরাজের সহিত একত্র হইয়া সুধর্ম্মা নামে দেবসভাতে প্রবেশ করেন, মহর্ষি বশিষ্ঠও সেইরূপ ভরতের সহিত রাজ-সভায় প্রবেশ করিয়া নানা-রত্ন-বিভূষিত মহার্হ আস্তরণে সমাচ্ছাদিত ভদ্রাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সুমন্ত্র জৈমিনি সুবর্ণ বিজয় প্রভৃতি মন্ত্রিগণকে ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বিদ্যা-বিশারদ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান পূর্ব্বক আনয়ন করিলেন। সভায় উপবিষ্ট ভরত ও শত্রুঘ্নকে দর্শন করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিক হইতে জন-সমূহ আগমন করিতে লাগিল। জনগণ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, যে সময়ে সভার অভিমুখে ধাবমান হয়, সেই সময় সুমহান কোলাহল শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। প্রজাগণ পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত মহাত্মা ভরতকে সভায় উপবিষ্ট দেখিয়া, মহারাজ দশরথ সভায় সমাসীন হইলে যেরূপ আনন্দিত হইত, সেইরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

রাজগণ, গুরুগণ, মন্ত্রিগণ ও প্রজাগণে পরিপূর্ণা, রত্ন-মণ্ডিত-মণিময়-মহার্হ-আসন-সমুদায়ে সমুজ্জ্বলা, দশরথ-সুত-সুশোভিতা সেই রাজসভা, দশরথাধিষ্ঠিতার ন্যায় রমণীয় শোভা ধারণ করিল।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

দশরথ-সংস্কার।

অনন্তর যখন সভামণ্ডপ জনগণে পরিপূর্ণ হইল, দিবাকরও সমুদিত হইলেন, তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজকুমার ভরতকে এবং সমুদায় মন্ত্রিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, এই সমুদায় প্রকৃতিগণ ও প্রধান প্রধান নাগরিকগণ মহারাজের সৎকারোপযুক্ত দ্রব্য-সামগ্রী সকল আহরণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছেন। বৎস ভরত! শীঘ্র উত্থিত হও; কালাতিক্রম করিও না। এক্ষণে ন্যায়ানুসারে ভূরি-পরিমাণে দক্ষিণা প্রদান সহকারে তুমি যথারীতি পিতার সংস্কার কর। মহারাজের হোতা বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী জাবালি প্রভৃতি মুনিগণ অগ্নিহোত্র লইয়া এই উপস্থিত হইয়াছেন; তোমার পিতার সৎকারের নিমিত্ত এই সমুদায় ভৃত্যগণ সুগন্ধিকাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে; চিতাগ্নি সমুজ্জ্বল করিবার নিমিত্ত এই সমুদায় ঘৃতপূর্ণ, তৈলপূর্ণ ও বসাপূর্ণ কুম্ভ সুসজ্জিত রহিয়াছে; এই সমুদায় সুগন্ধ দ্রব্য ও মাল্য আনীত হইয়াছে; এই সমস্ত গন্ধতৈল, গন্ধদ্রব্য ও অগুরু-ধূপ প্রস্তুত রহিয়াছে; তোমার পিতার বহন কার্য্যের নিমিত্ত এই রত্ন-বিমণ্ডিতা শিবিকাও সুসজ্জীকৃত হইয়াছে।

রাজকুমার! তুমি এই শিবিকায় মহারাজকে শয়ন করাইয়া শিবিকা উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক নগরের বাহিরে লইয়া চল। মহা-

রাজের বহু-মানাস্পদ গুরু বাক্য-বিন্যাস-সুনিপুণ মহর্ষি বশিষ্ঠ, এইরূপ বলিলে ভরত উত্তর করিলেন, মহর্ষে! আপনি দেবতা-স্বরূপ মান্য ও আমার গুরুর গুরু; আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, আমি অনন্য-হৃদয়ে তাহাই সম্পাদন করিতেছি। মহর্ষি বশিষ্ঠ, মহাত্মা ভরতের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন।

অনন্তর ভরত, অসহ্য শোকাবেগ ধারণ পূর্ব্বক মহারাজের মৃত শরীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন; পরন্তু তিনি, উচ্ছ্বসিত জল-নিধির জলবেগের ন্যায় সেই শোক-বেগ ধারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি শত্রুঘ্নের সহিত কাতর-হৃদয়ে কম্পমান কলেবরে পুনঃপুন বিলাপ করিতে করিতে মহারাজের মৃত শরীর শিবিকার উপরি স্থাপন করিলেন। অনন্তর তিনি শিবিকাস্থিত মহারাজকে যথাবিধানে বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া মহার্হ বসন দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক মাল্য দ্বারা বিভূষিত করিলেন। পরে তদুপরি সুরভি গন্ধপুষ্প বিকীর্ণ করিয়া দিব্য ধূপে সুবাসিত করিলেন। তৎপরে তিনি ও শত্রুঘ্ন শিবিকা উত্থাপিত করিয়া, 'হা মহারাজ! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছেন!' এই কথা বলিয়া পুনঃপুন রোদন করিতে করিতে বহন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

শোকার্ত্ত ভরত, বহন-কালে বিলাপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি এ কি করিলেন! আমাকে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন; আমি উপস্থিত না হইতে হইতেই মহাবল ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্রকে এবং লক্ষ্মণকে নির্ব্বাসিত করিয়া, পুরুষ-সিংহ-রামচন্দ্র-বিহীন এই দুঃখিত জনগণকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছেন! পিত! আপনি স্বর্গে গমন করিলেন! আর্য্য রামচন্দ্র বনবাসী হইলেন! এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি এই অযোধ্যার যোগক্ষেম* ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে! মহারাজ! এক্ষণে পৃথিবী বিধবা হইলেন! এই নগরী আপনা ব্যতিরেকে নিশানাথ-বিরহিতা নিশার ন্যায় শোভা-বিহীনা হইয়া পড়িয়াছে!

ভরত এইরূপে রোদন করিতেছেন, ইত্যবসরে ভৃত্যগণ বশিষ্ঠের আজ্ঞানুসারে তাঁহার স্কন্ধ হইতে শিবিকা গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুততর বেগে গমন করিতে লাগিল; তাহারা দুঃখিত হৃদয়ে বাষ্প-বারি পরিত্যাগ করিতে করিতে শিবিকাস্থিত মৃত মহারাজকে বহন করিয়া লইয়া চলিল; শোক-বিহ্বল অপর রাজ-ভৃত্যগণ রোদন করিতে করিতে শ্বেত-চ্ছত্র ও বালব্যজন লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল; জাবালি প্রভৃতি দ্বিজগণ-কর্ত্তৃক হুতপূর্ব্ব দীপ্যমান অগ্নিহোত্র-হুতাশন মহারাজের অগ্রে অগ্রে নীত হইতে লাগিল; মহারাজের অগ্নি-শরণ হইতে যে সমুদায় অন্যান্য অগ্নি বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল, ঋত্বিগ্‌গণ ও যাজকগণ তাহাতেও যথাবিধানে হোম করিয়া সেই অগ্নিও সমভিব্যাহারে লইয়া চলিলেন; দীন ও অনাথ জনগণকে বিতরণ করিবার নিমিত্ত সুবর্ণ ও রত্নে পরিপূর্ণ বহুসংখ্যক শকটও

* অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষাকে যোগক্ষেম বলে।

সমভিব্যাহারে নীত হইল; এতদ্ব্যতীত বহু-সংখ্যক প্রেষ্যগণ মহারাজের ঔর্দ্ধদেহিক দানের নিমিত্ত বহুবিধ রত্ন-সমূহও লইয়া যাইতে লাগিল; সূত, মাগধ ও বন্দিগণ সুমধুর স্বরে মহারাজের সৎকর্ম্ম ও গুণ-গ্রামের প্রশংসা করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল; সর্ব্বাগ্রগামী কতকগুলি ভৃত্য পথিমধ্যে সুবর্ণ, রৌপ্য ও বিবিধ বস্ত্র বিকীর্ণ করিতে করিতে চলিল।

অন্তঃপুরচারিণী মহিলারা মহারাজের মৃত্যু-সময়ে যেরূপ আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন, এক্ষণে নির্হরণ সময়েও সেইরূপ বিপুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। পুরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সকলেই মহারাজের মৃত দেহের অনুগমন পূর্ব্বক নগরের বহির্দেশে চলিল। দুঃখ-শোক-সমাকুল ভরত ও শত্রুঘ্ন রোদন করিতে করিতে শিবিকা ধারণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা সুমিত্রা কৈকেয়ী প্রভৃতি সার্দ্ধত্রিশত রাজমহিষী আলু-লায়িত কেশে কুররীর ন্যায় চীৎকার ও রোদন করিতে করিতে মৃত শরীরের অনু-গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে ক্রৌঞ্চী-দিগের তার স্বরের ন্যায় এককালে সহস্র সহস্র মহিলার দারুণ আর্ত্তনাদ শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল।

অনন্তর অনুচরগণ সরযূ-তীরবর্ত্তী নির্জ্জন শাদ্বল প্রদেশে অগুরু ও চন্দন কাষ্ঠ দ্বারা মহারাজের চিতা প্রস্তুত করিল। পরে ঐ চিতায় তাহারা যথাবিধানে কালীয়ক নামক সুগন্ধ-দ্রব্য, পদ্মকাষ্ঠ, উশীর ও মৃণাল প্রদান করিতে লাগিল। কেহ কেহ চন্দন ও অগুরুর নির্যাস, সরল-কাষ্ঠ ও দেবদারু-কাষ্ঠ চিতার উপরি নিক্ষেপ করিল। পরে তাহাতে নানাবিধ সুগন্ধদ্রব্যও নিক্ষিপ্ত হইল। ভরত ও শত্রুঘ্ন বন্ধুগণের সহিত সমবেত হইয়া শোক-ব্যাকুলিত হৃদয়ে শিবিকা হইতে মহা-রাজের শরীর উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে ক্ষৌম বসন পরিধান করাইয়া চিতামধ্যে শয়ন করাইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ তদুপরি যজ্ঞ-পাত্র ও চরু প্রদান করিলেন; পরে তাঁহারা যথাবিধানে যথাস্থানে অগ্নিত্রয় বিন্যাস পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিয়া স্রুব উদ্যত করিলেন; তৎ-পরে তাঁহারা মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে কুসুম-সমবেত আজ্য দ্বারা হোম করিয়া পবিত্র দ্বারা যজ্ঞপাত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক চিতা-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

ব্রাহ্মণগণ এইরূপে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমা-ধান পূর্ব্বক স্রুক্, স্রুব, চমস, মুষল, উদূখল, অরণি ও পবিত্র, এতৎ-সমুদায় যথাবিধানে মহারাজের অঙ্গবিশেষে স্থাপন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা একটি পবিত্র পশুকে মন্ত্রে সংস্কার করিয়া পাক পূর্ব্বক অন্নের আস্তরণ দিয়া মহারাজের চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রথমে চিতা-ভূমির চতুর্দ্দিক লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করিয়া তদনন্তর যথাবিধানে বৎস-সমেত ধেনু উৎসর্গ করি-লেন।

অনন্তর ভরত ও শত্রুঘ্ন, বন্ধুগণের সহিত সমবেত হইয়া ঘৃত, তৈল ও বসা দ্বারা চিতা-কাষ্ঠ-সমুদায় পরিষিক্ত করিয়া উত্তমরূপে

চিতা প্রজ্বালিত করিলেন। এই সময় চিতা-বহ্নি প্রবৃদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; মহাশিখা-সম্পন্ন মহাবহ্নি মহারাজের শরীর দগ্ধ করিতে লাগিল। বেদান্ত-পারদর্শী গুরু-গণ কর্ত্তৃক এইরূপে যথাবিধানে সংস্কৃত মহা-রাজ, পুণ্যাত্মা যাগশীলদিগের প্রাপ্য পরম স্থানে গমন করিলেন। ধূম-বিভূষিত মহা-সমিদ্ধ অগ্নিও মৃত শরীর দহন করিতে করিতে সমধিক প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। রাজমহিলা-গণ চিতাগ্নি প্রজ্বলিত দেখিয়া কুররীর ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

'হা নাথ! হা ভূমিপতে! কি নিমিত্ত আমাদিগকে অনাথ করিয়া গমন করিতে-ছেন!' এই বলিয়া ভরত, শত্রুঘ্ন, পৌরগণ ও অন্যান্য বন্ধুগণ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

চতুরশীতিতম সর্গ।

দশরথ-সৎকার।

অনন্তর ভরত কুসুম-মাল্য দ্বারা চিতা পরিপূর্ণ করিয়া বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত, বিষ-পায়ী ব্যক্তির ন্যায় স্খলিত পদে চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে তিনি দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয়ের ন্যায়—বিহ্বলের ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইয়া পিতৃ-চরণে প্রণাম করিলেন। সুহৃদ্গণ তাঁহাকে একান্ত কাতর ও বিহ্বল-হৃদয় দেখিয়া বল পূর্ব্বক উত্থাপন করিয়া সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তিনি পিতার সর্ব্ব গাত্রে প্রদীপ্ত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়া দুঃখে একান্ত অবসন্ন হইয়া বাহু উৎক্ষেপ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি দুর্ব্বিষহ শোক-দুঃখে একান্ত আক্রান্ত হইয়া, মদমত্ত ব্যক্তির ন্যায় স্খলিত বচনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বাষ্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি অতীব বিহ্বল হইয়া করুণা-পূর্ণ বিলাপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, পিত! আপনি আমাকে যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতেন, সেই আর্য্য রামচন্দ্রও এক্ষণে বন-গমন করিয়াছেন! যে অনাথা কৌশল্যার পুত্র নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, আপনি তাঁহার একমাত্র গতি; এই সেই দেবী কৌশল্যা উপস্থিত রহিয়াছেন; আপনি কি নিমিত্ত ইহাঁর সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন না!

দুঃখার্ত্ত ভরত এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে যন্ত্রচ্যুত শক্র-ধ্বজের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। পূর্ব্বে রাজর্ষি যযাতি পুণ্যক্ষয় হেতু স্বর্গ হইতে অধঃপতিত হইলে ঋষিগণ যেমন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অধোগামী হইয়াছিলেন, পরিচারক পুরুষগণও সেইরূপ ভরতকে ভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া, সক-লেই শোকাকুলিত-হৃদয়ে নিপতিত হইতে লাগিলেন। পিতৃ-বৎসল শত্রুঘ্নও ভরতকে অবনীতলে নিপতিত দেখিয়া, একান্ত কাতর ও হত-চৈতন্য-প্রায় হইলেন; তিনি পিতার নিমিত্ত শোক করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় নিপতিত হইয়া পিতার গুণ-সংকীর্ত্তন পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন,

পিত! আপনি যে সুকুমার ভরতকে বাল্যাবস্থাবধি লালন-পালন করিয়া আসিয়াছেন, সেই ভরত এক্ষণে বিলাপ করিতেছেন; আপনি পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন! পিত! আপনি আমাদিগকে ভক্ষ্য ভোজ্য বসন ভূষণ প্রভৃতি দ্বারা যেরূপ প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি সেরূপ করিবে। হায়! আমরা অসাধারণ-গুণ-সম্পন্ন পিতা হইতে বিযুক্ত ও দুঃখে সন্তপ্ত-হৃদয় হইলাম! এক্ষণে আমাদের হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে!

মহারাজ! আপনি স্বর্গে গমন করিলেন! আর্য্য রামচন্দ্র নির্ব্বাসিত ও অরণ্য-বাসী হইলেন। আমরা এক্ষণে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না! আমরা অধুনা হুতাশনে প্রবিষ্ট হইব! পিতৃ-বিরহিত ও ভ্রাতৃ-বিরহিত শূন্য অযোধ্যা-পুরীতে আমরা কোন ক্রমেই প্রবেশ করিতে পারিব না; আমরা এক্ষণে এই হুতাশন-মধ্যেই প্রবিষ্ট হই! ভরত ও শত্রুঘ্ন, উভয় ভ্রাতার এইরূপ বিলাপ শ্রবণ করিয়া, পরিজনগণ সকলেই পুনর্ব্বার যার পর নাই দুঃখ ও শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর শোক-পরিতাপে একান্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত ভরত ও শত্রুঘ্ন, উভয়েই করুণ স্বরে বিলাপ ও ক্রন্দন করিয়া পরিশেষে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। মহারাজের প্রিয়তম পুরোহিত বশিষ্ঠ, উভয় ভ্রাতাকে ধ্যানে নিমগ্ন দেখিয়া ভরতকে উত্থাপিত করিলেন, এবং সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, বৎস! এই সমুদায় জগৎ সুখ ও দুঃখে পরিপূর্ণ; যে বিষয় অবশ্যম্ভাবী, তাহার অন্যথা কেহই করিতে পারে না; অতএব এ বিষয়ে শোক ও পরিতাপ করা তোমার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত হইতেছে না। মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিলে অবশ্যই তাহার মৃত্যু হয়, এবং মৃত ব্যক্তির জন্মও অপরিহরণীয়; অতএব অপরিহার্য্য বিষয়ের নিমিত্ত শোক করা, তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত হইতেছে না।

এদিকে সুমন্ত্র, কাতর হৃদয়ে শত্রুঘ্নকে ধরাতল হইতে উত্থাপিত করিয়া, সর্ব্বভূতের জন্ম-মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নয়ন-জল-পরিক্লিন্ন নর-সিংহ ভরত ও শত্রুঘ্ন এইরূপে উত্থিত হইয়া, বর্ষা-সলিল-ক্লিন্ন ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় শোভা-বিহীন হইয়া পড়িলেন।

বাষ্প-লোহিত-লোচন ভরত ও শত্রুঘ্ন, নয়ন-জল মার্জ্জন করিতেছেন, এমত সময় অমাত্যগণ উদক-প্রদানের নিমিত্ত, তাঁহাদিগকে ত্বরা দিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

উদক-দান।

শোকার্ত্ত ধীমান ভরত, এইরূপে মহারাজের সৎকার করিয়া, উদক-ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তিনি জল-প্রদানের নিমিত্ত

পুণ্য-সলিলা পুণ্যতমা মহর্ষিগণ-নিষেবিতা সরযূ-নদীতে গমন করিলেন। তিনি সুহৃজ্জনে পরিবৃত হইয়া, পবিত্র-তটিনী সরযূতে অবগাহন পূর্ব্বক পিতার উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা ভরত যে সময় জল-প্রদান করেন, সেই সময় বিপাশা, শতদ্রু, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, চন্দ্রভাগা ও অন্যান্য পবিত্রতমা নদীর সেই স্থানে সান্নিধ্য হইল। মহাত্মা ভরত ও তাঁহার সুহৃদ্গণ সেই সমুদায় পুণ্য-নদীর সলিলে দেবলোক-গত পিতার তর্পণ করিতে লাগিলেন; পুরোহিতগণ, অমাত্যগণ ও পৌরগণ, সকলেই মহারাজের উদ্দেশে যথা-বিধানে তর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পৌরগণ ও জনপদ-বাসী জনগণ সকলেই এইরূপে তর্পণ করিয়া, শোক-ভারাক্রান্ত ভরতকে পৃথক পৃথক আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। মহানুভব ভরত অনুচর-জনগণ-কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া, বিষণ্ন হৃদয়ে তাঁহাদিগের সহিত অযোধ্যায় গমন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা ভরত দূর হইতেই দীন-জন-সমাকুল অযোধ্যাপুরী দর্শন করিয়া পৌরগণকে কহিলেন, মহারাজ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, আর্য্য রামচন্দ্র বনবাসী হইয়াছেন; এক্ষণে এই পুরী আমার পক্ষে নিরানন্দা ও শ্মশান-সদৃশী হইয়া পড়িয়াছে। এই পুরী এক্ষণে মৃত-পতি পত্নীর ন্যায়, চন্দ্রহীন বিভাবরীর ন্যায়, মহারাজ-বিহীন হইয়া শোভা-বিরহিত হইয়া পড়িয়াছে! আমি এক্ষণে এই শোভা-বিহীন অযোধ্যাপুরী দর্শন করিতে অথবা ইহাতে প্রবেশ করিতে অভিলাষ করি না। আমি পিতৃ-দর্শন-লালসায় এই স্থানেই প্রায়োপবেশন করিব। এক্ষণে যখন আমার পিতা নাই, তখন আমার জীবনেই বা প্রয়োজন কি! সুখেই বা প্রয়োজন কি! অধুনা আমি জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না; আমি মহারাজের অনুগামী হইব।

অনন্তর মহারাজের মহামাত্য ধর্ম্মপাল, ভরতকে তাদৃশ বিলাপ করিতে দেখিয়া কহিলেন, রাজকুমার! মৃত ব্যক্তির নিমিত্ত শোক করা ও মোহাভিভূত হওয়া বৃথা; ইহা তোমারও অবিদিত নাই। অজ্ঞান ব্যক্তির ন্যায় এরূপ শোকাভিভূত হওয়া, তোমার ন্যায় জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির অনুরূপ হইতেছে না। ভরত! তুমি নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে এতদূর শোক করিও না। সমুদায় স্বজন-গণ বিনষ্ট হইলেও পণ্ডিতগণ শোকাকুলিত হয়েন না। শোক ও রোদন করিলে যদি মৃত ব্যক্তি পুনর্জ্জীবিত হয়, তাহা হইলে আমরা সকলে মিলিয়া শোক ও পরিতাপ করিতে পারি। যখন জীবমাত্রকেই কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবশ্যই গমন করিতে হইবে, তখন কাহারও মৃত্যু হইলে শোক করা ন্যায়ানুগত হইতেছে না।

রাজকুমার! এক্ষণে আগমন কর; আইস, আমরা সকলে একত্র হইয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করি। আত্মীয় স্বজন সকলেই শোকে সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়া রহিয়াছেন; তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করা তোমার কর্ত্তব্য; তুমি

স্বয়ং শোকের বশীভূত হইও না। ইহার পর স্বর্গগত মহারাজের বিধানানুরূপ শ্রাদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি আমাদের ও আমাদের বন্ধু-বান্ধবগণের সকলের নাথ; প্রজানাথ হইয়া এরূপ শোকাকুলিত হওয়া, তোমার উচিত হইতেছে না।

ধর্ম্মনিষ্ঠ ধর্ম্মপাল এইরূপ বাক্য বলিলে পরম-ধার্ম্মিক ভরত অনুচর-বর্গের সহিত আনন্দ-পরিশূন্য অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, রাজধানী-স্থিত চত্বর, পথ, সমুদায়ই শূন্য; বিপণ ও আপণ সমুদায়ই বিধ্বস্ত; জনগণ সকলেই শোকাতুর; এবং সকলেই দীনভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছে।

অনন্তর ভরত স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া, অতীব দুঃখাকুলিত হৃদয়ে, মহেন্দ্রকল্প-মহারাজ-পরিশূন্য, উৎসব-রহিত, হত-প্রভ রাজভবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

প্রতাপবান ভরত, একান্ত কাতর হৃদয়ে পিতৃ-গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক একমাত্র পিতৃ-বিনাশ-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া তৃণ বিস্তার পূর্ব্বক দশ দিবস তাহাতেই শয়ন করিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ।

ভরত-ভক্তি।

অনন্তর দশাহ অতীত হইলে, রাজকুমার ভরত শুচি হইয়া দ্বাদশিক শ্রাদ্ধ ও ত্রয়োদশিক শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিলেন। তিনি পিতার উদ্দেশে ব্রাহ্মণ-গণকে বহুবিধ ধন-রত্ন মহার্হ বসন ভূষণ মাতঙ্গ তুরঙ্গ ধেনু ছাগ দাস দাসী যান ভূমি গৃহ প্রভৃতি দান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ত্রয়োদশ দিবস অতীত হইলে, মন্ত্রিগণ শেষ কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক সকলে একত্র হইয়া ভরতকে পুনর্ব্বার কহিলেন, রাজকুমার! যিনি আমাদের ভর্ত্তা ও অধিপতি, তিনি এক্ষণে প্রিয়-পুত্র রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে নির্ব্বাসিত করিয়া স্বয়ং স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; রাজকুমার! এই অরাজক রাজ্যে কোন বিপদ উপস্থিত না হইতে হইতেই, তুমি ধর্ম্মানুসারে আমাদিগের রাজা হও। এই রাজমন্ত্রিগণ সকলেই এই সমস্ত অভিষেক-দ্রব্য দ্বারা তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন; এক্ষণে তুমি আপনাকে অভিষিক্ত করিয়া, পিতৃ-পৈতামহ রাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা কর।

মন্ত্রিগণ এইরূপ কহিলে, মহানুভব মহাত্মা ভরত মঙ্গলের নিমিত্ত আভিষেচনিক দ্রব্য সকল স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! আমাদের বংশে রাজর্ষি মনু অবধি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই রাজ-সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক রাজ্য-শাসন করিয়া আসিতেছেন। আপনারা আমাদের কুল-ধর্ম্মজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ ও জ্ঞানী হইয়াও কি নিমিত্ত এরূপ বাক্য বলিতেছেন! আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুণজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজধর্ম্ম-বিশারদ রাজীব-লোচন রামচন্দ্রই রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইতে পারেন;

আপনারা অন্য ব্যক্তিকে এই রাজসিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিতেছেন কেন? মহানুভব রামচন্দ্রই আমাদের রাজা হইবেন; আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিব, মানস করিয়াছি।

মন্ত্রিগণ! আপনারা এক্ষণে সেনাগণকে সুসজ্জিত হইতে আজ্ঞা করুন; চলুন, আমরা সকলে বনগমন করিয়া আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রকে প্রত্যানয়ন করি; আমি এই সমুদায় অভিষেক-দ্রব্য সমভিব্যাহারে লইয়া, আপনাদের সহিত গমন করিব; সেই অরণ্যমধ্যেই রামচন্দ্রকে অভিষেক পূর্ব্বক যজ্ঞীয় অগ্নির ন্যায় সম্মান সহকারে তাঁহাকে আনয়ন করিব। আমি কোন ক্রমেই রাজ্য-লোলুপা জননীর কামনা পূর্ণ করিব না; আমি দুর্গম বনে বাস করিব; মহাত্মা রামচন্দ্রই অযোধ্যায় রাজা হইবেন। এক্ষণে আপনারা শিল্পজীবিজনগণের প্রতি আজ্ঞা করুন যে, তাহারা যেন অবিলম্বে উচ্চ-নীচ পথ সকল সমতল করে; এবং দেশ-কালজ্ঞ, পথিজ্ঞ, দুর্গ-বিচারক ও রক্ষক জনগণ সর্ব্বাগ্রে গমন করুক।

মহাত্মা ভরত এইরূপ ধর্ম্মানুগত বাক্য কহিলে, রাজমন্ত্রিগণ সকলেই হর্ষে পুলকিত হইয়া কহিলেন, রাজকুমার! তুমি যেরূপ কথা কহিতেছ, তাহাতে আমরা আশীর্ব্বাদ করি, সৌভাগ্য-লক্ষ্মী তোমার চির-সহচারিণী হউন; তুমি যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্য প্রদান করিতে অভিলাষ করিতেছ, ইহাতে তোমার যশঃ-সৌরভ জগন্মণ্ডল-ব্যাপী হইবে। রাজকুমার! তোমার এই অমৃতময় বচন শ্রবণ করিয়া, আমাদের নয়ন হইতে আনন্দ-বারি নিপতিত হইতেছে।

অনন্তর অমাত্যগণ ও সদস্য জনগণ, সকলেই রাজকুমার ভরতের মুখে ঈদৃশ যুক্তি-যুক্ত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক প্রহৃষ্ট হৃদয়ে কহিলেন, রাজনন্দন! তুমি রামচন্দ্রে যথার্থই ভক্তিমান! তোমার বাক্যানুসারে আমরা এখনিই শিল্পজীবী জনগণকে পথ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আদেশ করিতেছি।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

মার্গ-সংস্কার।

অনন্তর ভূমি-প্রদেশ-বিজ্ঞান-বিচক্ষণ-জনগণ, সূত্রকর্ম্ম-বিশারদ-জনগণ, যন্ত্র-কারকগণ, স্বকর্ম্ম-সাধন-নিরত বলবান খনকগণ, কর্ম্মান্তিক স্থপতিগণ, মার্গ-বিশারদ পুরুষগণ, যন্ত্র-সঞ্চালন-বিশারদ পুরুষগণ, বর্দ্ধকিগণ, বৃক্ষ-তক্ষকগণ, বৃক্ষ-রোপকগণ, পথ-প্রদর্শকগণ, কূপকারগণ, সভাকারগণ, বংশ-কর্ম্মকরগণ, এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্যে সুদক্ষ অন্যান্য জনগণ, ভরতের অরণ্য-প্রস্থানোপযোগী পথ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিক হইতে গমন করিতে লাগিল। ইহারা বিষম ভূমি সকল সমতল করিয়া ফেলিল; এবং সম্মুখস্থিত বৃক্ষসমুদায় ছেদন করিতে লাগিল। মহানুভব ভরতের যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই পথ পরিদর্শনের নিমিত্ত সেনাপতি অগ্রে গমন করিলেন।

পথি-নির্ম্মাণ-নিযুক্ত জনগণ, গমন-কালে এরূপ আনন্দ-ধ্বনি করিতে লাগিল যে, সকলেরই মনে বোধ হইল, যেন পর্ব্ব-কালীন মহাসাগরের প্রবল স্রোত মহাবেগে ধাবমান হইতেছে। বিবিধ-কর্ম্ম-বিশারদজনগণ, দাত্র খনিত্র পরশু প্রভৃতি বহুবিধ করণ (যন্ত্র) সমভিব্যাহারে গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব অধিকারে নিযুক্ত হইয়া, চতুর্দ্দিকে গতিবিধি করিতে লাগিল। তাহারা গহন-বন-মধ্যে যথাবিধানে প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া, মধ্যে মধ্যে সেনানিবেশ-নির্ম্মাণ করিতে লাগিল।

কোন কোন ব্যক্তি পরশু দ্বারা শৈল-সদৃশ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ-সমুদায় ছেদন করিতে আরম্ভ করিল; কোন কোন ব্যক্তি বৃক্ষ-রহিত প্রদেশে পথি-প্রান্তে বৃক্ষ রোপণ করিতে লাগিল; কোন কোন ব্যক্তি কুঠার দ্বারা, টঙ্ক দ্বারা এবং দাত্র দ্বারা লতাবিতান, গুল্ম, কাশ, স্থাণু ও পর্ব্বত-সমূহ ছেদন করিতে আরম্ভ করিল; কোন কোন বলবান ব্যক্তি প্রবল বীরণ-স্তম্ব উন্মূলিত করিল; কোন কোন ব্যক্তি কুদ্দাল দ্বারা ভূমিভাগ সমতল করিতে লাগিল; কোন কোন ব্যক্তি কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম স্থান পরিষ্কার করিতে লাগিল; কোন কোন ব্যক্তি ক্রুর কণ্টক সমুদায় অপনয়ন করিল; কোন কোন ব্যক্তি কূপ সমুদায় ও গর্ত্ত সমুদায় পাংশু দ্বারা পরিপূরিত করিতে লাগিল; কোন কোন ব্যক্তি উন্নত স্থান হইতে মৃত্তিকা লইয়া, নিম্ন স্থলে দিয়া সমতল ও সুখ-গমন-যোগ্য করিল। ভরতের আজ্ঞানুসারে খনকগণ অগ্রে গিয়া, পথের সম্মুখবর্ত্তী নদী-তীর-স্থিত উচ্চ ভূমি সমতল করিয়া, স্থানে স্থানে তীর্থ (ঘাট) নির্ম্মাণ করিল। তাহারা নদীর উপরি ও অন্যান্য জল-নির্গম-স্থানের উপরি সেতুবন্ধন করিতে আরম্ভ করিল; কোন কোন পর্ব্বত খোদিত করিয়া তাহার মধ্য দিয়া পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল; কোন কোন পর্ব্বত এককালে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তন্মধ্য দিয়া পথ নির্ম্মিত হইতে লাগিল; স্থানে স্থানে অল্পকাল-মধ্যেই বহু-জল-পূর্ণ জলাশয়-সমূহও বিনির্ম্মিত হইল।

শিল্পকারগণ, স্থানে স্থানে নির্জ্জল প্রদেশে বিমল-সলিল-পূর্ণ, সাগর-সদৃশ-সুবিস্তীর্ণ, তীর্থ-পঙ্ক্তি তোরণ-পঙ্ক্তি ও বেদিকা-পঙ্ক্তি সুশোভিত, বৃহৎ বৃহৎ জলাশয়ও নির্ম্মাণ করিল; মধ্যে মধ্যে বেদিকা-পরিবারিত বিবিধাকার ক্ষুদ্র জলাশয়-সমূহও বিনির্ম্মিত হইল; এই বিস্তীর্ণ পথের মধ্যে মধ্যে সুধা-ধবলিত কুট্টিম-সমূহ, বিকসিত-কুসুম-রাজি-বিরাজিত বৃক্ষ-লতা-সমূহ, নানাবর্ণ পতাকা-সমূহ ও মধুর-ভাষী বিহঙ্গম-সমূহ শোভা বিস্তার করিতে লাগিল; স্থানে স্থানে কুসুম-মালা ও চন্দনোদক প্রদত্ত হইতে লাগিল। এইরূপে সেনাগণের পথ, স্বর্গপথের ন্যায় অসীম শোভা ধারণ করিল।

যে সমুদায় সুস্বাদু-বহু-ফল-মূল-সম্পন্ন রমণীয় প্রদেশে মহাত্মা ভরতের সেনা-নিবেশ মনোনীত হইয়াছিল; স্থপতি-কর্ম্মাধ্যক্ষগণ রাজকুমার ভরতের আজ্ঞানুরূপ আজ্ঞা দিয়া সেই সকল স্থান, উত্তমরূপে শোধিত, সুসংস্কৃত ও বিভূষিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বাস্তু-বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তিগণ প্রশস্ত নক্ষত্রে ও প্রশস্ত মুহূর্ত্তে মহাত্মা ভরতের সেনা-নিবেশ-স্থান-নির্ম্মাণের সূত্রপাত করিলেন। এই নিবেশ-স্থানের চতুর্দ্দিকে বহু-সংখ্যক রক্ষক পুরুষ অবস্থান করিলেন। জল-সেকাদি দ্বারা সেই স্থান ধূলি-শূন্য করা হইল। এই সমুদায় সন্নিবেশ-স্থলে বিবিধ যন্ত্র, ইন্দ্রকীল, পরিখা, প্রতোলী, প্রাসাদ, সৌধ-প্রাকার ও যান সমুদায় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। এই সন্নিবেশের সম্মুখে পতাকা-বিমণ্ডিত মহাপথ সুচারু রূপে বিনির্ম্মিত হইল। তত্রত্য গৃহ সমুদায় কপোত-পালিকা যুক্ত, সুর-সদন-সদৃশ, আকাশ-ভেদী ও সমুচ্ছ্রিত-পতাকা-বিমণ্ডিত।

নিশাকালে চন্দ্র-তারা-বিমণ্ডিত নির্ম্মল ছায়া-পথ যেরূপ শোভা বিস্তার করে, শত-শত-শিল্পকর-বিনির্ম্মিত বিবিধ-কানন-বিভূষিত জাহ্নবী-তীর-পর্য্যন্ত-সুবিস্তীর্ণ সেই পথ, সেইরূপ শোভা বিস্তার করিতে লাগিল।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

ভরত-প্রশংসা।

এদিকে রাজ-ধর্ম্ম-বিশারদ মহাযশা মহর্ষি বশিষ্ঠ, অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া, রাজসভা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি শুভ্র আস্তরণে সমলঙ্কৃত কাঞ্চনময় পীঠে উপবেশন পূর্ব্বক অনুচরগণকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা শীঘ্র কুমার ভরত, শত্রুঘ্ন, সুমন্ত্র, যুধাজিত ও আর আর সমুদায় মন্ত্রিগণকে এবং ব্রাহ্মণ-গণকে, ক্ষত্রিয়-গণকে ও যোধ-পুরুষদিগকে এখানে আনয়ন কর, বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে।

ধর্ম্মশীল মহর্ষি বশিষ্ঠের এইরূপ আদেশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে রথদ্বারা, অশ্বদ্বারা ও গজদ্বারা সকলেই সমাগত হইতে আরম্ভ করিলেন। এককালে বহুজন-সমাগমে তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল; পূর্ব্বে মহারাজ দশরথকে সভা-প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রজাগণ যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিত, এক্ষণে রাজকুমার ভরতকে আগমন করিতে দেখিয়াও তাহারা সেইরূপ আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিল।

তখন তিমি-নাগ-সমাকুল মণি-সঙ্খ-শর্করাদি-পরিপূর্ণ স্তিমিত-জল সাগর সদৃশ সেই রাজসভা ভরত ও শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক সুশোভিত হইয়া দশরথাধিষ্ঠিত সভার ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর বুদ্ধি-সম্পন্ন সভাপতি মহর্ষি বশিষ্ঠ আর্য্যজন-সম্পূর্ণ, ভরত-সমলঙ্কৃত সেই সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, আর্য্যগণ সকলেই ন্যায়ানুসারে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন; কৃতবিদ্য-জন-পরিপূর্ণ সুমনোহর এই সভা, মেঘাবসানে পূর্ণ-শশধর-বিরাজিতা নক্ষত্র-মণ্ডল-মণ্ডিতা রজনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে।

রাজ-ধর্ম্মজ্ঞ পুরোহিত বশিষ্ঠ সমুদায় প্রকৃতি মণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক

রাজকুমার ভরতের মানসিক ভাব ও দৃঢ়তা অবগত হইবার নিমিত্ত কহিলেন, রাজকুমার! —ভরত! ধর্ম্ম-নিষ্ঠ মহারাজ দশরথ সত্য রক্ষার নিমিত্ত তোমাকে এই ধন-রত্ন-সমাকুল মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন মহীমণ্ডল প্রদান করিয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন। সুধাংশু যেরূপ কান্তি পরিত্যাগ করেন না, ধর্ম্ম-পরায়ণ রামচন্দ্রও সেইরূপ সত্যনিষ্ঠা পরিত্যাগ করেন নাই; তিনি পিতৃ-আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত তোমাকে রাজ্য প্রদান করিয়া বন-গমন করিয়াছেন। তোমার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, উভয়েই তোমাকে এই নিষ্কণ্টক রাজ্য দিয়া গিয়াছেন; এক্ষণে তুমি অভিষিক্ত হইয়া, অমাত্যগণকে পরিতুষ্ট পূর্ব্বক এই রাজ্য ভোগ কর। পূর্ব্বদেশীয়, পশ্চিমদেশীয়, উত্তরদেশীয়, দক্ষিণদেশীয়, কেরলদেশীয় ও সমুদ্রমধ্যবর্ত্তি-দ্বীপস্থিত রাজগণ তোমাকে রত্ন উপহার প্রদান করুন।

ভ্রাতৃ-বৎসল ভরত, এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র শোকে অভিভূত হইলেন। তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠা-প্রযুক্ত ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়া, মনে মনে রামচন্দ্রের চরণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি বাষ্প-গদ্গদ কণ্ঠে সভামধ্যে বিলাপ পূর্ব্বক কলহংস স্বরে পুরোহিত বশিষ্ঠকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, যিনি বিদ্যাস্নাত, সেই ধর্ম্ম-পরায়ণ ধীমান রামচন্দ্রের রাজ্য মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি অপহরণ করিতে পারে! আমি মহারাজ দশরথের ঔরসে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া, কিরূপে রাজ্যাপহারী হইব! এই রাজ্য ও আমি, আর্য্য রামচন্দ্রেরই অধীন; ঈদৃশ অবস্থায় ধর্ম্মানুগত বাক্য বলাই আপনকার কর্ত্তব্য। দিলীপ ও নহুষ সদৃশ, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মাত্মা, রঘুনন্দন রামচন্দ্রই পিতা দশরথের ন্যায় এই রাজ্যের অধিকারী।

মহর্ষে! আমি যদি এই অনার্য্য-নিষেবিত অস্বর্গ্য গুরুতর পাপ-কর্ম্ম করি, তাহা হইলে আমি এই নির্ম্মল ইক্ষ্বাকু-বংশের কুলাঙ্গার বলিয়া পরিগণিত হইব। আমার জননী যে পাপ-কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই আমার অভিমত ও অনুমোদিত নহে। আমি এখানে থাকিয়াও বনস্থিত সেই রামচন্দ্রের চরণে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিতেছি; আর্য্য রামচন্দ্র যে পথে গমন করিয়াছেন, আমিও সেই পথে গমন করিতেছি। সেই পুরুষসিংহ রামচন্দ্র, ত্রিলোকেরও একাধিপত্য পাইবার যোগ্য পাত্র।

মহর্ষে! আমি যদি আর্য্য রামচন্দ্রকে বন হইতে নিবর্ত্তিত করিতে একান্তই অসমর্থ হই, তাহা হইলে আমিও লক্ষ্মণের ন্যায় সেই স্থানেই বাস করিব। আমি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কমল-লোচন রামচন্দ্র ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই অযোধ্যায় বাস করিতে সমর্থ হইব না। আমার পিতা এই রাজ্য-ভোগ করিয়া গিয়াছেন; এক্ষণে ইহাতে আর্য্য রামচন্দ্রেরই অধিকার। শূদ্র যেমন সাবিত্রীর অধিকারী নহে, সেইরূপ আমিও এই রাজলক্ষ্মীর অধিকারী হইতে পারি না। আমার পিতা লোকনাথ দশরথ পরলোক গমন করিয়াছেন, এক্ষণে সেই পিতার ন্যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই আমার

একমাত্র আশ্রয় ও একমাত্র গতি। অতএব মহর্ষে! আমি আর্য্য রামচন্দ্রকে, অরণ্য হইতে নিবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত নিতান্তই কৃত-নিশ্চয় হইয়াছি; আমি আপনাদের সমক্ষে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, কোন ক্রমেই ইহার অন্যথা হইবে না। আমি ইতি-পূর্ব্বেই বেতন-ভোগী কর্ম্মকর, কর্ম্মান্তিক কর্ম্মকর ও বিষ্টিগণকে* পথ নির্ম্মাণে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিয়াছি। এক্ষণে রামচন্দ্রকে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্ত অরণ্যে যাত্রা করাই আমার সর্ব্বতোভাবে অভিপ্রেত হই-তেছে।

কুমার ভরতের মুখে ঈদৃশ ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া, সভাসদ্‌গণ সকলেই রাম-চন্দ্রকে স্মরণ পূর্ব্বক আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সভাস্থিত মন্ত্রিগণ ও উপাধ্যায়গণ প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে ভূয়োভূয় সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক ভরতের গুণ-গ্রামের ভূয়োসী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তথন মহর্ষি বশিষ্ঠ পরম-পরিতুষ্ট হৃদয়ে বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে সভামধ্যে কহিলেন, রাজকুমার! তোমার চরিত্র শশাঙ্কের ন্যায় নির্ম্মল; তুমি দানব-যোধী মহাবীর মহাত্মা ধর্ম্মজ্ঞ মহারাজ দশরথের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করি-য়াছ; তুমি যে অরণ্যগত রামচন্দ্রকে অরণ্য হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে, তাহা তোমার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে।

আমরা সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন রামচন্দ্রের অসা-ধারণ গুণগ্রাম সম্পূর্ণ অবগত আছি; আমরা ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম! তুমি যাঁহার বান্ধব, সেই ধর্ম্মাত্মাও ধন্য! যে দেশে ঈদৃশ মহাত্মা বাস করেন, সেই নিষ্পাপ দেশে কোন বস্তুই দুর্লভ হয় না।

রাজকুমার! তুমি যে রামচন্দ্রকে বিনি-বর্ত্তিত করিতে উদ্যত হইয়াছ, তাহাতে ঈদৃশ গুণ-সম্পন্ন মহানুভব পুত্র দ্বারা স্বর্গগত মহারাজও প্রতিষ্ঠা-লাভ করিলেন, উপস্থিত সভ্যগণও সকলে পরিতুষ্ট হইলেন।

একোন-নবতিতম সর্গ।

সেনা-প্রস্থাপন।

অনন্তর মহাত্মা ভরত পুনর্ব্বার কহিলেন, সচিবগণ! আমি আপনাদের সকলের সম-ক্ষেই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি আর্য্য রামচন্দ্রকে বিনিবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত সর্ব্ব-বিধ উপায়ই অবলম্বন করিব। ভ্রাতৃবৎসল ধর্ম্মাত্মা ভরত এইরূপ বাক্য বলিয়া সমীপ-বর্ত্তি সুমন্ত্রকে কহিলেন, সূত! আপনি আমার আদেশ অনুসারে ত্বরায় গমন পূর্ব্বক সৈন্য-গণকে অরণ্য-যাত্রার নিমিত্ত সুসজ্জীভূত হইয়া একত্র সমবেত হইতে আজ্ঞা করুন।

মহাত্মা ভরত এইরূপ আদেশ করিলে সুমন্ত্র প্রহৃষ্ট হৃদয়ে সৈনিক পুরুষদিগের নিকট কুমার ভরতের আজ্ঞা প্রচার করিলেন। সেনাপতিগণ আবার যখন সেনাগণের প্রতি আদেশ করিলেন যে, রঘুকুলতিলক রাম-চন্দ্রকে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্ত অরণ্যে

* যাঁহারা বেতন না লইয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহাদিগকে বিষ্টি বলে।

যাত্রা করিতে হইবে; তখন তাহাদের আর আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। রামচন্দ্রকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত অরণ্য-যাত্রা আজ্ঞা হইয়াছে শুনিয়া গৃহে গৃহে যোধ-পুরুষাঙ্গনাগণ স্ব স্ব ভর্ত্তাকে ত্বরা প্রদান করিতে লাগিলেন।

এদিকে সেনাপতিগণ, তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ পদাতি গো উষ্ট্র প্রভৃতির সহিত সৈন্যদল সুসজ্জিত করিয়া ভরতকে নিবেদন করিলেন। মহাত্মা ভরত, সৈন্যগণ সুসজ্জিত হইয়াছে অবগত হইয়া, পুরোহিতগণ ও সচিবগণের সমক্ষেই পার্শ্ববর্ত্তী সুমন্ত্রকে তাঁহার রথ শীঘ্র সুসজ্জিত করিতে কহিলেন। ক্ষিপ্রহস্ত সুমন্ত্র, কুমার ভরতের আদেশ-প্রাপ্তিমাত্র ত্বরিত গমনে রথে অশ্বযোজনা পূর্ব্বক সুসজ্জিত করিয়া আনয়ন করিলেন।

অনন্তর সত্যনিষ্ঠ প্রতাপশালী ভরত, অরণ্যবাসী যশস্বী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া প্রত্যানয়নের নিমিত্ত, সচিবগণকে, সেনাপতিগণকে ও সমুদায় সুহৃদ্গণকে কহিলেন, আমি ভূমণ্ডলের হিত-সাধনের জন্য অরণ্য-স্থিত মহানুভব রামচন্দ্রকে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; আপনারা সকলে বিলম্ব না করিয়া গমনে প্রস্তুত হউন। সুমন্ত্র! আপনি শীঘ্র সৈন্যগণের নিকট গমন করিয়া যাত্রার উপযোগী ব্যূহ রচনা করিতে বলুন, এবং প্রধান প্রধান প্রজাগণকে ও সমুদায় সুহৃদ্গণকে আমাদের সমভিব্যাহারে গমন করিতে আজ্ঞা প্রদান করুন। সূতপুত্র সুমন্ত্র, ভরতের নিকট ঐইরূপ আজ্ঞা লাভ করিয়া পরম-পরিতুষ্ট হৃদয়ে প্রধান প্রধান প্রজাগণকে, প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষগণকে ও সমুদায় সুহৃদ্গণকে অবিলম্বে যাত্রা করিতে কহিলেন।

অনন্তর নগর-বাসী প্রধান প্রধান রাজন্যগণ, বৈশ্যগণ ও সৎকুল-সম্ভূত জনগণ যথাসময়ে উত্থিত হইয়া মত্ত মাতঙ্গ-সমূহ, তুরঙ্গ-সমূহ, উষ্ট্র-সমূহ ও গর্দ্দভ-সমূহ সুসজ্জিত করিলেন।

নবতিতম সর্গ।

ভরতের অরণ্য-যাত্রা।

অনন্তর শ্রীমান ভরত রামচন্দ্রের দর্শন-লালসায় শ্বেত-তুরঙ্গ-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। মন্ত্রিগণ ও পুরোহিতগণ উত্তম-অশ্ব-যোজিত সূর্য্য-রথ-সদৃশ রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। দশসহস্র মাতঙ্গ যথাবিধানে শ্রেণীবদ্ধ ও সুসজ্জিত হইয়া ইক্ষ্বাকু-কুল-ভূষণ ভরতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ষষ্টি-সহস্র বীর-পুরুষ সশর শরাসন ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক মহাবল রাজকুমার ভরতের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। এক লক্ষ অশ্বারোহী স্ব স্ব অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক সত্যসন্ধ জিতেন্দ্রিয় যশস্বী রাজকুমার ভরতের অনুগমন করিতে লাগিল। রামচন্দ্রের প্রত্যানয়নে পরিতুষ্টা যশস্বিনী কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং কৈকেয়ীও পরম-ভাস্বর অপূর্ব্ব যানে

আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণও রামচন্দ্রের এবং লক্ষ্মণের গুণগ্রাম-বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমভিব্যাহারে চলিলেন। তাঁহারা সকলেই বলাবলি করিতে লাগিলেন, কবে আমরা নবীন-নীল-নীরদ-কান্তি মহাবাহু মহাসত্ত্ব দৃঢ়ব্রত সর্ব্বশোক-নাশন রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইব! দিবাকর যেমন উদিত হইবামাত্র জগতের সমুদায় তমোরাশি বিনাশ করেন, মহাত্মা রামচন্দ্রও সেইরূপ দর্শন-পথে আবির্ভূত হইবামাত্র আমাদের সকলের শোক-তাপ বিদূরিত করিবেন, সন্দেহ নাই।

নাগরিক-জনগণ এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে পরস্পর আলিঙ্গন পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। বিদ্যা-বিশারদ ব্রাহ্মণগণ ও সমুদায় প্রজাগণ, সকলেই এইরূপে একত্র সমবেত হইয়া রাম-দর্শন-লালসায় পরমপ্রীত হৃদয়ে নগর হইতে বহির্গত হইলেন।

মণিকারগণ,[১] কুম্ভকারগণ, সূত্রকারগণ,[২] যন্ত্রকারগণ, অস্ত্রোপজীবি-জনগণ, মায়ূরিকগণ,[৩] তৈত্তিরিকগণ,[৪] ক্রাকচিকগণ,[৫] ভেদকগণ,[৬] রোচকগণ,[৭] ছেদকগণ,[৮] দন্তকারগণ,[৯] সুধাকারগণ,[১০] গন্ধোপজীবিগণ,[১১] বিখ্যাত স্বর্ণকারগণ, কনকধারকগণ,[১২] কম্বলকারকগণ, স্নাপকগণ, উষ্ণোদকগণ,[১৩] ছাদকগণ,[১৪] বৈদ্যগণ, ধূপিকগণ,[১৫] শৌণ্ডিকগণ, রজকগণ, তন্ত্রবায়গণ,[১৬] রঙ্গোপজীবিগণ, অভিষ্টবকগণ,[১৭] সূতগণ,[১৮] মাগধগণ,[১৯] বন্দিগণ,[২০] সস্ত্রীক শৈলূষগণ,[২১] বরটগণ,[২২] বেত্রকারগণ,[২৩] গান্ধিকগণ,[২৪] পানিকগণ,[২৫] প্রাবারিকগণ,[২৬] শিল্পোপজীবিগণ, বিখ্যাত হিরণ্যকারগণ,[২৭] বৃদ্ধ্যুপজীবিগণ,[২৮] প্রাবালিকগণ,[২৯]

১ জহরীগণ।
২ যাহারা সূত্র প্রস্তুত করে।
৩ ময়ূর-শুক-প্রভৃতি-পক্ষি-ব্যবসায়িগণ; অথবা ময়ূর-পিচ্ছ দ্বারা ছত্র-প্রভৃতি-নির্ম্মাতৃগণ।
৪ তিত্তিরি-পক্ষি-ব্যবসায়িগণ।
৫ করপত্র-ব্যবসায়িগণ; করাতী।
৬ যাহারা প্রস্তরাদি বিদারণ করে।
৭ কাচকুপ্য (বোতল) প্রভৃতি নির্ম্মাণ কারকগণ।
৮ যাহারা বৃক্ষাদি ছেদন করে।
৯ গজদন্তাদি দ্বারা যাহারা সমুদ্গক (কৌটা) প্রভৃতি প্রস্তুত করে; অথবা যাহারা কৃত্রিম দন্ত প্রস্তুত করে।
১০ যাহারা গৃহদ্বার প্রভৃতিতে চূর্ণাদি লেপন করে।
১১ যাহারা গন্ধদ্রব্য বিক্রয় করে।
১২ যাহারা খনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলন করে।
১৩ যাহারা অঙ্গ মর্দ্দন করিয়া দেয়।
১৪ যাহারা ঘর ছাদন করে; অথবা ঘরের ছাদ নির্ম্মাণ করে।
১৫ ধূপ-ব্যবসায়িগণ; অথবা যাহারা স্নানের পর কেশাদি ধূপিত করিয়া দেয়।
১৬ তন্তুবায়গণ।
১৭ যাহারা স্তব করে।
১৮ যাহারা আশীর্ব্বাদ সহকারে স্তুতি পাঠ করে।
১৯ যাহারা বংশাবলী কীর্ত্তন সহকারে স্তব করে; ভাট।
২০ যাহারা যশোবর্ণন সহকারে স্তুতি পাঠ করে।
২১ নট জাতি।
২২ মুচী (?)।
২৩ যাহারা বেত্রাসন প্রভৃতি প্রস্তুত করে।
২৪ গন্ধবণিক্‌গণ।
২৫ যাহারা ধাতুদ্রব্যে পাইন দেয় (?)।
২৬ যাহারা কাপড় সেলাই করে; দরজী।
২৭ যাহারা রত্নোপজীবী; সুবর্ণবণিক।
২৮ কুসীদ-ব্যবসায়িগণ, অর্থাৎ যাহারা সুদ লইয়া টাকা কর্জ্জ দেয়।
২৯ প্রবাল-ব্যবসায়িগণ।

শৌকরিকগণ,[৩০] মৎস্যোপজীবিগণ, মূলবাপগণ,[৩১] কাংস্যকারগণ, অত্যুত্তম চিত্রকারগণ, ধান্য-বিক্রায়কগণ, পণ্য-বিক্রয়িগণ, ফলোপজীবিগণ, পুষ্পোপজীবিগণ, লেপকারগণ,[৩২] সুবিখ্যাত স্থপতিগণ,[৩৩] তক্ষগণ,[৩৪] কারযন্ত্রিকগণ,[৩৫] নিবাপকগণ,[৩৬] ইষ্টকাকারকগণ, দধিকারগণ, মোদককারগণ, মালাকারগণ, চাঙ্গেরিকা-বিক্রয়িগণ,[৩৭] মাংসোপজীবিগণ, পট্টিকাবাপকগণ,[৩৮] চূর্ণোপজীবিগণ, কার্পাসিকগণ, ধনুষ্কারগণ, সূত্রবিক্রয়িগণ, শস্ত্রকারগণ, কাণ্ডকারগণ,[৩৯] তাম্বূলিকগণ,[৪০] অবিকল-চিত্রকরগণ, বিখ্যাত চর্ম্মকারগণ, লৌহকারগণ, শলাকাকারগণ, শল্যকারগণ,[৪১] বিষঘাতগণ,[৪২] ভূতবৈদ্যগণ, গ্রহ-বিপ্রগণ, বালচিকিৎসকগণ, আরকূটকারগণ,[৪৩] তাম্রকুটগণ,[৪৪] স্বস্তিকারগণ,[৪৫] কেশকারগণ,[৪৬] ভক্তোপসাধকগণ,[৪৭] ভৃষ্টকারগণ,[৪৮] শক্তুকারগণ, ষাড়বিকগণ,[৪৯] খণ্ডকারগণ,[৫০] প্রধান প্রধান বাণিজকগণ,[৫১] কাচকারগণ,[৫২] ছত্রকারগণ, বেধকগণ,[৫৩] শোধকগণ,[৫৪] খণ্ড-সংস্থাপকগণ,[৫৫] তাম্রোপজীবিগণ, শ্রেণীমহত্তরগণ,[৫৬] গ্রামঘোষগণ,[৫৭] মহত্তরগণ,[৫৮] দ্যূতকারগণ,[৫৯] বৈতংসিকগণ,[৬০] সকলেই রাজকুমার ভরতের সমভিব্যাহারে চলিলেন।

নগরবাসী কি সাধারণ ব্যক্তি, কি অধিনায়ক, সকলেই গমনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন; এবং বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যতীত আপামর সাধারণ সকলেই ভরতের অনুগমনে প্রবৃত্তও হইলেন। বহু-শাস্ত্র-বিশারদ বেদবিদ ব্রাহ্মণগণও, সহস্র সহস্র গোযুক্তরথে আরোহণ পূর্ব্বক সমাহিত হৃদয়ে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে নগরবাসী জনগণ, সকলেই নির্ম্মল বসন পরিধানপূর্ব্বক সুগন্ধি-অনুলেপনে অনুলিপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ বেশে বিবিধ যানে মহাত্মা ভরতের সমভিব্যাহারে চলিলেন।

৩০ শূকর-ব্যবসায়িগণ; হাড়ী।
৩১ যে কৃষকেরা কেবল বীজ-বপন করে; চারা-ওয়ালা।
৩২ যাহারা গৃহাদিতে মৃত্তিকাদি লেপন করে।
৩৩ যাহারা গাঁথনের কার্য্য করে; রাজমিস্ত্রী।
৩৪ যাহারা কাষ্ঠ প্রভৃতি পরিষ্কার করে; ছুতারমিস্ত্রী।
৩৫ যাহারা হস্ত দ্বারা জল উত্তোলনের যন্ত্র প্রভৃতি সঞ্চালন করে।
৩৬ যাহারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করায়।
৩৭ যাহারা চেঙ্গারী পেথে প্রভৃতি বিক্রয় করে।
৩৮ যাহারা শিল কাটে; অথবা যাহারা ক্ষতস্থানে পটী বাঁধে। (?)
৩৯ যাহারা বাণ প্রস্তুত করে।
৪০ পান-ব্যবসায়িগণ; তামুলি; বারুই।
৪১ যাহারা বাণের ফলা প্রস্তুত করে।
৪২ বিষ-বৈদ্যগণ।
৪৩ যাহারা পিত্তলের বাসন প্রভৃতি প্রস্তুত করে।
৪৪ তাম্রকারগণ; অথবা তামাক-ব্যবসায়িগণ (?)।
৪৫ যাহারা স্বস্ত্যয়ন করে।
৪৬ কেশ-ব্যবসায়িগণ, অর্থাৎ যাহারা কেশ-কর্ত্তন, কেশ-সংস্কার, কেশের রজ্জু প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও কৃত্রিম কেশাদি প্রস্তুত করে।
৪৭ পাচকগণ; অথবা তণ্ডুল-ব্যবসায়িগণ।
৪৮ যাহারা মুড়ি কলাই প্রভৃতি ভাজে; ভুন-ওয়ালা।
৪৯ সঙ্গীত-ব্যবসায়িগণ।
৫০ যাহারা খাঁড় চিনি মিছরি প্রভৃতি প্রস্তুত করে।
৫১ যাহারা বিবিধ প্রকার দ্রব্য বিক্রয় করে; পশারী।
৫২ যাহারা কাচনির্ম্মিত ঝাড় লণ্ঠন বাসন প্রভৃতি প্রস্তুত করে।
৫৩ যাহারা মণিমুক্তা প্রভৃতিতে ছিদ্র করে।
৫৪ যাহারা ধাতু ও প্রস্তরাদি শোধন করে।
৫৫ যাহারা ভগ্ন দ্রব্যাদি সংস্কার করে।
৫৬ দলপতিগণ (?)।
৫৭ গ্রাম্য গোপালগণ; অথবা যাহারা হাঁকিয়া পাহারা দেয়; চৌকীদার।
৫৮ মেথরগণ (?); অথবা দাসগণ।
৫৯ যাহারা দ্যূতক্রীড়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।
৬০ যাহারা পশু পক্ষ্যাদির মাংস বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ভ্রাতৃ-বৎসল ভরত এইরূপে যে সময়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে আনয়ন করিতে গমন করেন, সেই সময়ে মহতী সেনা প্রহৃষ্ট ও প্রমুদিত হৃদয়ে যথারীতি ও যথান্যায়ে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। এই সমুদায় সেনাগণের মধ্যে শতশত প্রশস্ত কার্য্য-কুশল যোধপুরুষগণ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি নানাশাস্ত্র-বিশারদ ব্রাহ্মণগণ, নৈগমগণ, অমাত্যগণ ও প্রধান প্রধান ভৃত্যগণ গমন করিতে লাগিলেন।

রাজকুমার ভরতের অনুচরগণ, তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ ও বিবিধ যানারোহণে বহুদূর গমন করিয়া, শৃঙ্গবেরপুর-সম্মুখ-প্রবাহিণী-গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে রামচন্দ্রের প্রিয় সখা মহাবীর গুহ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া এই দেশ শাসন পূর্ব্বক বাস করিতেন। ভরতের অনুচর সেনাগণ চক্রবাক-সমলঙ্কৃত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া গমনে বিরত হইল। বাক্য-কোবিদ মহানুভব ভরত, সেনাগণকে গমনে নিবৃত্ত হইতে দেখিয়া এবং সম্মুখে প্রসন্ন-সলিলা বহূদকপূর্ণা গঙ্গা সন্দর্শন করিয়া, সচিবগণকে কহিলেন, সচিবগণ! আমার অভিপ্রায় যে, অদ্য এই স্থানেই সেনাগণকে সংস্থাপিত করুন; আমরা অদ্য এখানে বিশ্রাম করিয়া কল্য গঙ্গা পার হইব। আমি ইচ্ছা করিতেছি যে, স্বর্গগত মহারাজের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার নিমিত্ত এই পবিত্র গঙ্গা-সলিলে তর্পণ করি। অমাত্যগণ কুমার ভরতের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাতে সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিলেন, এবং সমাহিত হৃদয়ে স্ব স্ব অভিরুচি অনুসারে পৃথক পৃথক সেনা-নিবেশ সংস্থাপন করিলেন।

মহানুভব ভরত, এইরূপে পটমণ্ডপাদি-সুশোভিত সৈন্যগণকে গঙ্গাতীরে যথাবিধানে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিবর্ত্তন-বিষয়ক-চিন্তান্বিত হৃদয়ে, সেই স্থানে বাস করিলেন।

একনবতিতম সর্গ।

নিষাদ-রাজের কোপ।

এদিকে নিষাদরাজ গুহ গঙ্গাতীরে শিবির-সন্নিবেশ দেখিয়া জ্ঞাতিগণকে কহিলেন; ঐ দেখ, চতুর্দ্দিকে মহাসাগর-সদৃশী সুমহতী সেনা দৃষ্ট হইতেছে। আমি চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়াও এই সুবিস্তৃত সেনার অন্ত দেখিতে পাইতেছি না। ইহা যে ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজাদিগের সৈন্য, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, দূর হইতে অযোধ্যাধিপতির কোবিদার-ধ্বজ রথ দৃষ্ট হইতেছে।

অযোধ্যাধিপতি ঈদৃশ অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে কি নিমিত্ত আসিয়াছেন! ইহাঁরা কি হস্তী ধরিবেন! না মৃগয়া করিবেন! অথবা ইহাঁরা কি আমাদিগের রাজ্যই আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন! অহো! গুণাভিরাম রামচন্দ্র পিতা কর্ত্তৃক অরণ্যে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন; রাজ্য-লোভে অন্ধ ভরত অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া, তাঁহাকেই কি বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। দেখিতেছি, রাজ্যলক্ষ্মী

হস্ত হইতে সশর শরাসন নিপতিত হইল; আমি শোকাবেগ বশত সম্ভ্রান্ত-হৃদয়, দুর্ম্মনায়মান, হীনসত্ত্ব ও হতচেতন-প্রায় হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম, এবং অবিলম্বে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, বিকীর্ণ-জটা-কলাপ-বিভূষিত অজিনধারী একটি বালক, হৃদয়ে শর-বিদ্ধ হইয়া জলের নিকট কাতর ভাবে নিপতিত রহিয়াছেন; তাঁহার জটাকলাপ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, হস্তস্থিত কলশ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ ধূলি ও শোণিতে লিপ্ত এবং হৃদয়ে শল্য বিদ্ধ হইয়াছে। দেবি! আমি এইরূপ দর্শন করিয়া অতীব ভীত ও আকুলিত-হৃদয় হইলাম; মর্ম্ম-বিদ্ধ ঋষিকুমার স্বীয় তেজোদ্বারা আমাকে দগ্ধ করিয়াই যেন আমার প্রতি কাতর ভাবে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, ক্ষত্রিয়! আমি আপনকার কি অপকার করিয়াছি? আমি এই বনে বাস করিয়া থাকি; আমি পিতা-মাতার নিমিত্ত জল লইতে আসিয়াছিলাম; আপনি কি নিমিত্ত আমাকে খরতর শর প্রহার করিলেন? আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা দীনহীন, অন্ধ ও অনাথ; তাঁহারা আমার নিমিত্ত এই বিজন বনে প্রতীক্ষা করিতেছেন! পাপাশয়! আমার পিতা মাতা বা আমি আপনকার কোন অনিষ্ট করি নাই; আপনি কি নিমিত্ত এক বাণেই আমাদের তিন জনকে সংহার করিলেন? আমার অন্ধ ও দুর্ব্বল পিতা-মাতা পিপাসাকুলিত হৃদয়ে আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন; তাঁহারা আমার প্রতিগমনের প্রত্যাশায় অতিকষ্টে তৃষ্ণা ধারণ করিয়া থাকিবেন! মূঢ়মতে! আপনি আমাকে বিনাশ করিলেন, আমার পিতা ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না; ইহাতে আমার বোধ হয়, বেদাধ্যয়ন বা তপশ্চরণে কোন ফল হয় না, অথবা পিতা জানিতে পারিয়াই বা কি করিবেন! তিনি অন্ধ, তিনি কোথাও গমনাগমনেও সমর্থ নহেন; একটি অচল ভেদ করিলে যেমন অন্য অচল তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ, আমার পিতাও সেইরূপ অচল ও অসমর্থ। রঘুবংশীয়! আপনি শীঘ্র আমার পিতার নিকট গমন করিয়া এই সমুদায় ঘটনা নিবেদন করুন; যদি না করেন, তাহা হইলে অনল যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ দগ্ধ করে, সেইরূপ তিনিও ক্রোধাভিভূত হইয়া আপনাকে শাপানল দ্বারা দগ্ধ করিবেন।

রাজন্য! এই যে একজনের মাত্র গমনযোগ্য একটি সংকীর্ণ পথ রহিয়াছে, ইহা অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিলে আমার পিতার আশ্রমে উপনীত হইবেন; আপনি এই পথে শীঘ্র গমন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করুন; নতুবা তিনি কুপিত হইয়া আপনাকে শাপ প্রদান করিবেন। রাজন্য! আপনি যে আমার প্রতি শর-নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমাকে বিশল্য করুন; বজ্রাগ্নি-সদৃশ দারুণ-স্পর্শ এই শল্য আমার প্রাণ রোধ করিতেছে; রাজন্য! আমার শল্য উদ্ধার করুন, যাহাতে আমাকে সশল্য হইয়া মরিতে না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন। জল-স্রোত যেমন বালুকাময় উন্নত তীর উৎসন্ন করে, সেইরূপ আপনকার নিশিত শর আমার প্রাণ নিরুদ্ধ ও অভিভূত করিতেছে।

দেবি! এই সময় আমার হৃদয়ে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল যে, মর্ম্মবিদ্ধ শল্য ঋষি-কুমারকে যার'পর নাই যাতনা দিতেছে, কিন্তু যদি আমি শল্য উদ্ধার করি, তাপস-কুমার এখনি জীবন পরিত্যাগ করিবেন! শল্য আকর্ষণের সময় আমি দুঃখিত, শোকাকুলিত ও একান্ত কাতর হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমত সময় বিবৃতাঙ্গ অবসন্ন ক্ষয়োন্মুখ পরমার্থদর্শী মুনিকুমার আমাকে তাদৃশ কাতর-ভাবাপন্ন দেখিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, 'রাজন্য! আমি স্থির চিত্তে বলিতেছি, আপনি ব্রহ্মহত্যা-জনিত পরিতাপ পরিত্যাগ করুন; আপনি মনোদুঃখ করিবেন না; আমি ব্রাহ্মণ নহি; ব্রহ্মহত্যা হইল বলিয়া আপনি শঙ্কা করিবেন না; আমি বনবাসী ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রা-গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। তাপস-কুমার এই কথা বলিয়াই নীরব হইলেন।

শরাঘাতে একান্ত কাতর জলার্দ্র-শরীর সরযূ-তটে শয়ান তাপস-কুমারকে এইরূপে ঘনঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে দেখিয়া আমি যার পর নাই বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম; পরে আমি সেই অবশাঙ্গ মুনি-কুমারের জীবন-রক্ষায় যত্নবান ও হত-চেতনপ্রায় হইয়া হৃদয় হইতে বল পূর্ব্বক বাণ উদ্ধৃত করিলাম।

ঋষিকুমারের মর্ম্ম হইতে শল্য উদ্ধৃত হইবামাত্র তাঁহার হিক্কা ও শ্বাস উপস্থিত হইল। তিনি ক্ষণকাল বিচেষ্টমান হইয়াই ক্ষীণ ও অবসন্ন শরীরে নেত্রে পরিবর্ত্তিত করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

এইরূপে ঋষি-কুমার আমার যশোরাশির সহিত আমাকে নিপাতিত করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, আমি অপার দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন ও ইতিকর্ত্তব্যতা-নিরূপণে অসমর্থ হইয়া পড়িলাম।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

ব্রহ্মশাপ-কথন।

এইরূপে আমি ঋষি-কুমারের হৃদয় হইতে বিষম-বিষ-বিষধর-সদৃশ শর উদ্ধৃত করিয়া জলকুম্ভ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার পিতার আশ্রমে গমন করিলাম; সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পরিচারক-বিহীন অতিদীন অন্ধ বৃদ্ধ ঋষি ও ঋষিপত্নী ছিন্নপক্ষ পক্ষি-যুগলের ন্যায় এক স্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহারা বিলম্ব নিবন্ধন একান্ত ব্যথিত হইয়া অনন্য হৃদয়ে নিহত পুত্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার বিষয়েই কথোপকথন করিতেছেন।

দেবি! আমি অজ্ঞান-নিবন্ধন তাদৃশ মহাপাতক করিয়া একান্ত কাতর হৃদয়ে আশ্রম-স্থিত ঋষি ও ঋষি-পত্নীর সমীপবর্ত্তী হইলাম এবং অন্ধ ঋষি ও ঋষি-পত্নীকে দেখিয়াই আমি ভয়-ভীত ও শোকে বিহ্বল-হৃদয় হইয়া পড়িলাম। অন্ধ মুনি আমার পদ-শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র কহিলেন, পুত্র! কি নিমিত্ত তোমার এত বিলম্ব হইল? শীঘ্র জল আনয়ন কর; যজ্ঞদত্ত! তুমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জলে ক্রীড়া করিতেছিলে; তোমার মাতা ও আমি, তোমার

বিলম্ব হওয়াতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। বৎস! যদি তোমার মাতা বা আমি কোন অসন্তোষকর কার্য্য করিয়া থাকি, ক্ষমা কর; আর কোথাও গমন করিয়া এরূপ বিলম্ব করিও না। বৎস! আমি অগতি, তুমি আমার গতি; আমি নয়ন-হীন, তুমি আমার নয়ন; তোমাতেই আমার জীবন নিহিত রহিয়াছে। বৎস! অদ্য কি নিমিত্ত তুমি আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না!

পুত্র-লালস অন্ধ-মুনি এইরূপ করুণা-পূর্ণ বাক্য বলিতেছেন, এমত সময় আমি ভয়-বিহ্বল হৃদয়ে ধীরে ধীরে সমীপবর্ত্তী হইলাম। আমি ধৈর্য্য-বলে বাক্য সংযত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিত কলেবরে বাষ্প-পূর্ণ কণ্ঠে ভয়-গদগদ বচনে কহিলাম, মহামুনে! আমি আপনকার পুত্র নহি; ক্ষত্রিয়-কুলে আমার জন্ম হইয়াছে; আমার নাম দশরথ; আমি সজ্জন-বিনিন্দিত ঘোরতর পাপ কর্ম্ম করিয়া আপনকার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

ভগবন! জলপানের নিমিত্ত সমাগত দৃষ্টি-পথাতীত মৃগ বধ করিবার নিমিত্ত আমি সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সরযূ-তীরে উপস্থিত হইয়াছিলাম; আমার অভিপ্রায় ছিল যে, ঘোর তিমিরে বৃক্ষের অন্তরালে অলক্ষিত থাকিয়া শব্দ-অনুসারে মৃগয়া করিব। এই সময় আপনকার পুত্র, সরযূ-জলে কুম্ভ পরিপূর্ণ করিতেছিলেন; সেই শব্দ আমার শ্রুতি-গোচর হইল; আমি মনে করিলাম, কোন আরণ্য মাতঙ্গ আসিয়া শুণ্ড দ্বারা জল-প্রক্ষেপ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছে। তৎকালে আমি তাদৃশ ভ্রমে নিপতিত হইয়া শব্দ-অনুসারে লক্ষ্য করিয়া খরতর শর নিক্ষেপ করিলাম; আপনকার পুত্র সেই শরে বিদ্ধ হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

আপনকার পুত্র বাণ-বিদ্ধ হৃদয়ে যে সময় আর্ত্তনাদ করেন, সেই সময় আমি মনুষ্যের রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়াই ভীত হইয়া সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, আমার বাণেই বিদ্ধ হইয়া ঋষি-কুমার আর্ত্তনাদ করিতেছেন! ভগবন! আমি শব্দ-বেধ-সামর্থ্য নিবন্ধন মাতঙ্গ-বোধে শব্দ-অনুসারে জলে বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; দৈব-দুর্ব্বিপাকে তাহাতেই আপনকার পুত্র নিহত হইয়াছেন; আপনকার পুত্র মর্ম্মে বিদ্ধ হইয়া পরিতাপ করিতে করিতে আমার প্রতি যেরূপ আদেশ ও উপদেশ করিলেন, তদনুসারে আমি তাঁহার মর্ম্মস্থল হইতে তৎক্ষণাৎ বাণ উদ্ধৃত করিলাম।

ভগবন! আমি বাণ উদ্ধৃত করিলে আপনকার পুত্র আপনাদের উভয়ের নিমিত্ত বহুবিধ শোক, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে দেব-লোকে গমন করিয়াছেন। মহামুনে! আমি অজ্ঞান-নিবন্ধন সহসা আপনকার প্রিয় পুত্রকে বিনাশ করিয়াছি; এক্ষণে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং ঈদৃশ অবস্থায় অতঃপর কি করিতে হইবে, আমার প্রতি আজ্ঞা করুন।

অন্ধমুনি আমার মুখে ঈদৃশ ঘোরতর দারুণ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছাভিভূত হইয়া পড়িলেন; সহসা মূর্চ্ছা নিবন্ধন তিনি

তৎকালে শাপ প্রদান করিতে পারিলেন না। পরে যখন তাঁহার চৈতন্য লাভ হইল, তখন তিনি বাষ্পাকুলিত লোচনে ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; পরে তিনি সম্মুখে আমাকে কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান দেখিয়া কহিলেন, রাজন! যদি তুমি এই অন্যায় অশুভ কর্ম্ম করিয়া আমার নিকট স্বয়ং আসিয়া না বলিতে, তাহা হইলে আমি শাপানল দ্বারা তোমার সমুদায় রাজ্যই দগ্ধ করিয়া ফেলিতাম। যদি ক্ষত্রিয়-বংশীয় কোন ব্যক্তি জ্ঞান পূর্ব্বক কোন বানপ্রস্থ বধ করেন, তাহা হইলে তিনি ইন্দ্রত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া অধোগামী হয়েন। নরাধম! তুমি যদি জ্ঞানপূর্ব্বক এই বানপ্রস্থ বধ করিতে, তাহা হইলে তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্ত পুরুষ ও পরবর্ত্তী সপ্ত পুরুষ নিরয়-গামী হইত; তুমি অজ্ঞান পূর্ব্বক আমার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছ বলিয়া এ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছ; জ্ঞানকৃত বধ হইলে তোমার কথা দূরে থাকুক, এতক্ষণ তোমার বংশে একজনও জীবিত থাকিত না।

নৃশংস! সেই বালক আমার অন্ধের যষ্টিস্বরূপ; তুমি যে স্থানে তাহাকে বাণবিদ্ধ করিয়া বিনষ্ট করিয়াছ ও যে স্থানে আমার সেই পুত্রের মৃত দেহ রহিয়াছে, আমাকে অবিলম্বে সেই স্থানে লইয়া চল; আমি, ভূমিতে পতিত সেই মৃত পুত্রকে একবার স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি; আমি পুত্রস্পর্শ ব্যতিরেকে এক্ষণে জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না। আমার পুত্রের শরীর এক্ষণে শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে; অজিন ও জটা-কলাপ বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; আমি ভার্য্যার সহিত একবার তদবস্থাপন্ন মৃত পুত্রকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি।

দেবি! অনন্তর আমি একাকী, যার পর নাই দুঃখিত মুনি ও মুনি-পত্নীকে লইয়া তাঁহাদের মৃত পুত্রের নিকট গমন পূর্ব্বক হস্ত দ্বারা স্পর্শ করাইয়া দিলাম। পুত্রশোকাতুর মুনি ও মুনি-পত্নী ভূতলে পতিত পুত্রকে স্পর্শ করিয়াই আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক তাঁহার উপর নিপতিত হইলেন। বিবৎসা বৎসলা ধেনুর ন্যায় মুনিপত্নী মৃত পুত্রের মুখের উপর মুখ প্রদান করিয়া অতীব করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ও আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক কহিলেন, যজ্ঞদত্ত! তুমি প্রাণ অপেক্ষাও আমাকে ভাল বাসিয়া থাক! তুমি এক্ষণে সুদীর্ঘ পথে প্রস্থান করিতেছ, এ সময় কি নিমিত্ত আমার সহিত সম্ভাষণ করিয়া যাইতেছ না। পুত্র! একবার আমার কোলে আইস; একবার আমাকে সেইরূপ সহাস্য মুখে আলিঙ্গন কর, পশ্চাৎ গমন করিও। বৎস! তুমি কি আমার প্রতি কুপিত হইয়াছ! তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত কথা কহিতেছ না!

অনন্তর অন্ধমুনি একান্ত কাতর হৃদয়ে মৃত পুত্রের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া জীবিত-বোধেই যেন কহিলেন, পুত্র! আমি তোমার পিতা ও এই তোমার মাতা; আমরা উভয়েই উপস্থিত হইয়াছি; বৎস! উত্থিত হও, একবার আমাদের কণ্ঠে আলিঙ্গন কর; বৎস! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে প্রণাম করিতেছ না!

কি নিমিত্ত আমার সহিত কথা কহিতেছ না! কি নিমিত্ত তুমি ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ! বৎস! তুমি কি আমার উপর কুপিত হইয়াছ! পুত্র! আমি ত তোমার অপ্রিয় নহি! বৎস! তোমার ধর্ম্ম-পরায়ণা মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত কর! বৎস! তুমি কি নিমিত্ত আলিঙ্গন করিতেছ না! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় একবার সুললিত বাক্যে কথা কও।

বৎস! শেষ রাত্রিতে যখন তুমি বেদ অধ্যয়ন করিতে, শাস্ত্র অভ্যাস করিতে, তখন আমরা তোমার যে সুমধুর শব্দ শ্রবণ করিতাম, তাহা আর কোথা হইতে শুনিতে পাইব!

বৎস! আমরা অন্ধ! আমরা যখন ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইব, তখন কে আর আমাদের নিমিত্ত বন হইতে ফল-মূল আহরণ করিয়া দিবে! পুত্র! এই তপস্বিনী তোমার জননী বৃদ্ধা ও অন্ধা হইয়াছেন; আমি অন্ধ ও ক্ষমতা-রহিত হইয়া কিরূপে ইহাঁর ভরণ-পোষণ করিব! বৎস! এক্ষণে আমি পুত্র-শোকে একান্ত কাতর হইলাম! এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি আর স্নান, সন্ধ্যোপাসনা ও হোম সমাধান পূর্ব্বক আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া আমাকে উদ্বর্ত্তন পূর্ব্বক স্নান করাইবে! আমি এক্ষণে অনাথ ও অকর্ম্মণ্য; অতঃপর কোন্ ব্যক্তি কন্দ-মূল ও ফল আহরণ পূর্ব্বক প্রিয় অতিথির ন্যায় আমাকে ভোজন করাইবে!

পুত্র! তুমি অদ্য গমন করিও না; আমাদের অনুরোধে তুমি অন্তত এক দিনও এখানে অবস্থান কর; কল্য আমার সহিত এবং তোমার জননীর সহিত একত্র হইয়া গমন করিবে। বৎস! আমরা তোমার বিরহে শোকার্ত্ত, দুঃখিত ও অনাথ হইয়া অবিলম্বেই যমালয় গমন করিব! পুত্র! আমরা তোমার সহিত যমরাজের নিকট গমন করিয়া কাতর হৃদয়ে ভিক্ষা পূর্ব্বক বলিব যে, 'ধর্ম্মরাজ! আমাদিগকে এই পুত্রটি ভিক্ষা-স্বরূপ দিউন।

হায়! অতঃপর আর কোন্ ব্যক্তি স্নান, সন্ধ্যা ও হোম সম্পাদন পূর্ব্বক, করতল দ্বারা আমার পদ-সংবাহন পূর্ব্বক আমাকে প্রীত করিবে! পুত্র! তুমি নিষ্পাপ হইয়াও পাপাচারী ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছ; অতএব যে সমুদায় বীরপুরুষ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হয়েন না, তাঁহারা যে লোকে গমন করেন, তুমিও সেই লোকে গমন কর। পুত্র! যে সমুদায় বীরপুরুষ সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ, যে সমুদায় তপস্বী নিয়ত যাগশীল ও গুরু-শুশ্রূষা-পরায়ণ, তাঁহারা যে সমুদায় শাশ্বত লোকে গমন করেন, তুমিও সেই লোকে গমন কর। মহারাজ সগর, শৈব্য, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ, ধুন্ধুমার, এই সমুদায় রাজর্ষিগণের যেরূপ সদ্গতি হইয়াছে, তোমারও সেইরূপ সদ্গতি হউক। যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ, যাঁহারা বেদাধ্যয়নে নিয়ত নিরত, যাঁহারা তপঃ-পরায়ণ, যাঁহারা ভূমি-দাতা, যাঁহারা আহিতাগ্নি, যাঁহারা এক-পত্নী-পরায়ণ, যাঁহারা গো-সহস্র প্রদান করেন, যাঁহারা নিয়ত গুরুসেবা করিয়া থাকেন, যাঁহারা মহাপ্রস্থান বা কাম্যকূপে পতনাদি দ্বারা দেহ-পাত করেন; তাঁহারা যে লোকে

গমন করিয়া থাকেন, তুমিও সেই লোকে গমন কর। বেদ-বেদান্ত-পারদর্শী মহর্ষিগণ, গৃহমেধিগণ,স্বদারব্রহ্মচারিগণ,অন্ন-হিরণ্য-গো-ভূমি-প্রভৃতি-দাতৃগণ, অভয়-দাতৃগণ ও সত্যবাদিগণ যে শাশ্বত লোক প্রাপ্ত হয়েন,আমার তপোবলে তুমিও সেই স্থানে গমন কর।

বৎস! আমাদের এই বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কোন ব্যক্তিরই অধোগতি হয় না; যিনি তোমাকে বিনা অপরাধে বধ করিয়াছেন, তিনিই পুণ্যলোক হইতে পরিচ্যুত হইবেন।

দেবি! একান্ত কাতর মুনি ও মুনি-পত্নী শোকে বিহ্বল হইয়া এইরূপ বহুবিধ বিলাপ পূর্ব্বক নিহত পুত্রের উদক-ক্রিয়া করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। উদক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে ঋষি-কুমার দিব্য শরীর ধারণ পূর্ব্বক দেবরাজের সহিত দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া নিজ-কর্ম্ম-ফলে দেব-লোকে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি, অন্ধ পিতা-মাতাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, আমি আপনাদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া সেই পুণ্যবলে ঈদৃশ সদ্গতি লাভ করিয়াছি; আপনারাও অল্প-কাল-মধ্যেই যথাভিলষিত লোকে গমন করিবেন। আপনারা আমার নিমিত্ত শোক ও পরিতাপ করিবেন না। এই মহারাজ দশরথের কোন অপরাধ নাই; আমি যে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলাম, ভবিতব্যতাই তাহার মূল।

দেবি! দিব্য-বিমান-স্থিত দিব্য-রূপধারী দেদীপ্যমান ঋষি-কুমার, এই কথা বলিয়া দেবলোকে গমন করিলেন; তপস্বী অন্ধ মুনিও ভার্য্যার সহিত উদক-ক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক পরিশেষে, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান আমাকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি একটিমাত্র বাণ দ্বারা আমাকে পুত্র-বিহীন করিয়াছ; অতঃপর তুমি অদ্যই আমাকেও নিহত কর, এক্ষণে আর আমার মরণে কিছুমাত্র কষ্ট নাই।

নরাধম! যাঁহাদের যশ চতুর্দ্দিকে বিখ্যাত হইয়াছে,তাদৃশ ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাত্মা রাজর্ষিদিগের বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তুমি কি নিমিত্ত ঈদৃশ দুর্ব্বিনীত হইয়াছ! স্ত্রী-নিবন্ধন অথবা এক ক্ষেত্রে জন্ম-নিবন্ধন আমার সহিত তোমার কোনরূপ শত্রুতা নাই; তুমি কি নিমিত্ত আমাকে ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত এক বাণে নিহত করিলে!

রাজন! তুমি দুর্নীতিবশত অজ্ঞান-নিবন্ধন আমার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছ, তাহাতে আমি এক্ষণে তোমাকে যে শাপ প্রদান করিতেছি,তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ কর; আমি বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র-শোকে একান্ত কাতর ও অবশ হইয়া যেরূপ জীবন পরিত্যাগ করিতেছি, তোমাকেও এইরূপ বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র-দর্শনলালসায় জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে। রাজন! তুমি অজ্ঞানবশত ঋষি-বধ করিয়াছ বলিয়া ব্রহ্মহত্যা-পাতকে পাতকী হও নাই; কিন্তু এক্ষণে আমার যেরূপ জীবনান্তকরী অবস্থা ঘটিয়াছে, তোমারও বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে এইরূপ ঘোর দারুণ অবস্থা ঘটিবে।

অন্ধমুনি ও মুনিপত্নী এইরূপে করুণ স্বরে বহুবিধ বিলাপ পূর্ব্বক আমাকে শাপ প্রদান

করিয়া চিতা প্রস্তুত করাইলেন; পরে তাঁহারা উভয়ে চিতারোহণ পূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। আমিও তৎকালে তাদৃশ-শাপ-গ্রস্ত হইয়া নিজ-পুরীতে প্রত্যাগমন করিলাম।

দেবি! অগ্রে কুপথ্য ভোজন করিলে অম্ল-রস দ্বারা পরিণামে যেরূপ ব্যাধি উপস্থিত হয়, আমারও সেইরূপ এক্ষণে দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে! ভদ্রে! সেই মহাত্মা মহামুনির বাক্য সফল হইবার সময় উপস্থিত!

মহানুভব মহীপতি দশরথ, এইরূপ বলিয়া রোদন করিতে করিতে ত্রস্তভাবে মহিষীকে পুনর্ব্বার কহিলেন, কৌশল্যে! এক্ষণে আমাকে পুত্র-শোকে জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে; আমার দর্শনেন্দ্রিয় বিকল হইয়াছে; দেবি! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি হস্ত দ্বারা আমাকে স্পর্শ কর; অদ্য আমার ব্রহ্মশাপ সফল হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আমার প্রাণ পুত্রশোকে বহির্গত হইবার জন্য ত্বরান্বিত হইতেছে; আমি এখন নয়ন দ্বারা কিছুই দেখিতে পাইতেছি না; আমার স্মৃতি-লোপ হইয়া আসিতেছে; কল্যাণি! এই সমুদায় যম-দূত-গণ আমাকে ত্বরা দিতেছে।

দেবি! এই সময় যদি আমার রামচন্দ্র আসিয়া আমাকে স্পর্শ করে বা আমার সহিত সম্ভাষণ করে, অথবা যদি রামচন্দ্র যৌবরাজ্য বা ধন গ্রহণ করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে অমৃত-পায়ী আতুরের ন্যায় আমি পুনর্জীবিত হইতে পারি, সন্দেহ নাই। দেবি! আমি রামচন্দ্রের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি, তাহা আমার উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই; পরন্তু রামচন্দ্র আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় মহানুভব পুত্রের উপযুক্তই হইয়াছে; কারণ এই ভূমণ্ডল-মধ্যে কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি, দুর্ব্বৃত্ত সন্তানকেও পরিত্যাগ করিতে পারে না; পরন্তু এই ভূমণ্ডলে কোন্ পুত্র, পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া পিতার প্রতি কুপিত, অসূয়ান্বিত ও অমর্ষ-পরতন্ত্র না হয়! দেবি! আমি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, আমার স্মৃতি-শক্তি-লোপ হইয়াছে! এই দেখ, যম-দূত আসিয়া আমাকে লইয়া যাইতে ত্বরান্বিত হইতেছে।

হায়! যদি আমি এসময় প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে একবারমাত্র দেখিয়াও প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলে পরলোকে আমাকে ঈদৃশ দারুণ পুত্রশোকে বিমুগ্ধ ও দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইতে হইবে না! হায়! ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে দুঃখকর ও কষ্টকর বিষয় আর কি আছে যে, আমি অদ্য রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র দর্শন না করিয়াই জীবন পরিত্যাগ করিতেছি! প্রবল-বারিবেগ যেরূপ নদী-তীরস্থ বৃক্ষ-সমুদায়কে উন্মূলন করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ রামচন্দ্রের অদর্শন-জনিত শোকাবেগ আমার জীবন লইয়া যাইতেছে!

আমার রামচন্দ্র যে সময় বনবাস-ব্রত উদযাপন পূর্ব্বক অযোধ্যা-নগরীতে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইবে, তখন যাহারা, দেবলোক

হইতে সমাগত দেবরাজের ন্যায় সেই মহাত্মাকে দর্শন করিবে, তাহারাই সুখী! রামচন্দ্র বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যে সময় পুরী প্রবেশ করিবে, সেই সময় যাহারা পূর্ণ-চন্দ্র-সদৃশ সেই আমার রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র দেখিতে পাইবে, তাহারা মনুষ্য নহে, তাহারাই দেবতা! যাহারা রামচন্দ্রের কুন্দ-সদৃশ-দন্ত-রাজি-বিরাজিত, প্রফুল্ল-কমলদল-লোচন-লাঞ্ছিত, সুবিমল-হিমাংশু-সদৃশ, সুচারু বদন সন্দর্শন করিবে, তাহারাই ধন্য! যাহারা আমার রামচন্দ্রের নিশ্বাস-মারুত-সুরভি, শরৎকালীন-প্রফুল্ল-পঙ্কজ-সদৃশ, মনোহর মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিবে, তাহারাই সুখী।

দেবি!—কৌশল্যে! আমি ইন্দ্রিয়-সংযোগ করিয়াও রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ অনুভব করিতে পারিতেছি না। তৈল-শূন্য হইলে প্রদীপের রশ্মি যেরূপ অবসন্ন হয়, চিত্তনাশ হওয়াতে আমার সমুদায় ইন্দ্রিয়গণও সেইরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে! প্রবলতর নদীবেগ যেরূপ তীরকে অবসন্ন করে, আমার হৃদয়স্থিত শোকাবেগও সেইরূপ আমাকে অনাথ ও অচেতন করিয়া নিপাতিত করিতেছে!

হা রামচন্দ্র! হা রঘুবংশাবতংস! হা মহাবাহো! হা হৃদয়-নন্দন! হা পিতৃপ্রিয়! হা অনাথ-নাথ! হা প্রজাবৎসল! হা মধুরভাষিন! হা ধর্ম্মবৎসল! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে! হা কৌশল্যে! হা তপস্বিনি সুমিত্রে! আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না! হা নৃশংসে! হা কৈকেয়ি! হা শত্রুরূপিণি! হা কুলপাংশুলে! তোমার মনে এই ছিল!! মহারাজ দশরথ, দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রার সম্মুখে এইরূপ শোক ও পরিতাপ পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে স্মরণ করিতে করিতে, নিশাপগমে নিশানাথের ন্যায়, শয্যাতলে ক্রমে ক্রমে অস্তমিত হইলেন।—হা পুত্র! হা রামচন্দ্র! ধীরে ধীরে এই কথা বলিতে বলিতে পুত্র-শোকে আকুলিত মহারাজ, প্রিয়তম জীবন পরিত্যাগ করিলেন।

প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রের নির্ব্বাসনে একান্ত কাতর দুঃখার্ণবে নিমগ্ন মহারাজ দশরথ, শোকাকুলিত হৃদয়ে এইরূপ বিলাপ পরিতাপ করিতে করিতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে শয্যার উপরেই জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

অন্তঃপুরে আক্রন্দন।

মহারাজ দশরথ, এইরূপ বহুবিধ বিলাপ পূর্ব্বক নীরব হইলে পুত্রশোকাতুরা কৌশল্যা তাঁহাকে তৎকালে নিদ্রিত বোধ করিয়া জাগরিত করিলেন না। তিনি মহারাজকে কিছুমাত্র না বলিয়াই পুত্র-শোক-জনিত শ্রমে অলস হইয়া শোকার্ত্ত হৃদয়েই পুনর্ব্বার শয্যাতলে শয়ন করিলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে যখন সূর্য্যোদয় হইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন প্রতিবোধক স্তুতি-পাঠকগণ, মহারাজকে জাগরিত করিবার অভিপ্রায়ে যথারীতি স্তুতি পাঠ

ক্ষণ-কালের মধ্যেই সুশ্লিষ্ট ভ্রাতৃ-সৌহৃদ নষ্ট করিতে পারেন! যাহা হউক, আমি সর্ব্বতো-ভাবে শঙ্কাকুলিত হইতেছি। যখন বৃহদাকার কোবিদার-ধ্বজ রথ দৃষ্ট হইতেছে, তখন বোধ হয়, রাজ্যে অভিষিক্ত দুর্ব্বুদ্ধি ভরতই উদার-প্রকৃতি রামচন্দ্রকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং আগমন করিয়াছেন।

দশরথ-তনয় রামচন্দ্র আমার প্রভু, ভর্ত্তা, বন্ধু, সখা ও গুরু; আমি তাঁহার হিতানুষ্ঠানের নিমিত্তই এই গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি।

অনন্তর নিষাদ-রাজ, মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রি-গণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, অনুচর-বর্গকে কহিলেন, বীরপুরুষগণ! তোমরা আমার আজ্ঞানুসারে নদী-তীরে সৈন্য-ব্যূহ রচনা করিয়া, সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া, সমাহিত হৃদয়ে অবস্থান কর। যুদ্ধের উপযোগী পাঁচশত নৌকা গঙ্গা-গর্ভে প্রস্তুত করিয়া রাখ; প্রত্যেক নৌকাতে সংগ্রাম-নিপুণ এক এক শত যুবা পুরুষ বর্ম্মাবৃত কলেবরে সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করুক। দুষ্ট ভরত-সৈন্যগণ যদি অদ্ভুত-চরিত রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া থাকে, তাহা হইলে কোন ক্রমেই কুশলে গঙ্গা পার হইতে পারিবে না।

ভুজঙ্গম যেমন নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, আমিও সেইরূপ অদ্য হৃদয়স্থিত রামাবমাননা-জনিত ক্রোধ সেনা-সমূহে পরিত্যাগ করিব। মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী হইয়া, রামচন্দ্রকে বনে প্রেরণ পূর্ব্বক যে মহাপাপ করিয়াছেন, অদ্য আমি সংগ্রামে তাহার প্রতিশোধ করিব। অদ্য আমার কার্ম্মুকোন্মুক্ত শরসমূহ তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, রথী ও পদাতিগণের গাত্রে নিপতিত হইবে। অদ্য আমি ক্রুদ্ধ হইলে আমার নিশিত-শায়ক-সমূহ, বর্ম্মিতাঙ্গ তুরঙ্গম-গণের বর্ম্ম ভেদ করিয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবে। অদ্য সেনাগণের মধ্যে রথ-সমুদায় ভগ্ন হইবে; সেনানীগণ ও যোধপুরুষ-গণ বিনষ্ট হইবে; ধ্বজ-সমুদায় বিধ্বস্ত হইবে। ঈদৃশ ভাবে নিহত ও রণ-ভূমিতে নিপতিত সেনাগণকে অদ্য ক্রব্যাদগণ ভক্ষণ করিবে।

হস্তী রথ ও তুরঙ্গগণ সমেত সৈন্যগণ যে স্থানে শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছে, অদ্য আমি নিশিত শর-নিকরে সেই স্থান শোণিত-কর্দ্দম-ময় করিব; অদ্য আমি পরাজিত সৈন্যগণের রুধির দ্বারা শোণিত-ভোজী গৃধ্র গোমায়ু ও বায়স গণকে পরিতৃপ্ত করিব; অদ্য প্রিয় সখা রামচন্দ্রের নিমিত্ত আমি অতীব দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব; অথবা অদ্য আমি স্বয়ংই নিহত হইয়া ধূলি-ধূসরিত শরীরে ধরাতলে শয়ন করিব।

আমি প্রিয়বয়স্য মহাত্মা রামচন্দ্রের বহু-বিধ গুণগ্রামে বদ্ধ আছি; অদ্য আমি তাঁহার হিত-চিকীর্ষু হইয়া বহুল-তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-সমাকুল এই সৈন্য-সমূহ অবশ্যই প্রতিহত ও নিবারিত করিব; পরন্তু যদি রাজকুমার ভরত, রাম-চন্দ্রের প্রতি পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন থাকেন, যদি ভরত রামের বিরোধী না হয়েন, তাহা হইলে এই সৈন্যগণ কুশলে ও অব্যাহত শরীরে গঙ্গাপার হইতে পারিবে।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

ভরত-গুহ-সমাগম।

এইরূপ বলিয়া নিষাদাধিপতি গুহ, রাজকুমার ভরতের আন্তরিক ভাব অবগত হইবার নিমিত্ত, মৎস্য, মাংস ও মধু প্রভৃতি উপায়ন লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বিনয়জ্ঞ প্রতাপবান সূতপুত্র সুমন্ত্র, নিষাদরাজকে আগমন করিতে দেখিয়া, বিনীত ভাবে ভরতের নিকট কহিলেন, রাজকুমার! আপনকার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের বৃদ্ধ সখা নিষাদাধিপতি গুহ আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সহস্র সহস্র জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া আগমন করিয়াছেন; ইনি দণ্ডকারণ্যের বিষয় সমুদায়ই অবগত আছেন; ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করুন। ইনি আপনকার প্রীতির নিমিত্ত বহুবিধ উপায়ন লইয়া আগমন করিয়াছেন; রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ যে অরণ্যে বাস করিতেছেন, ইনি তাহা অবশ্যই অবগত আছেন, সন্দেহ নাই।

ধীমান কুমার ভরত, সুমন্ত্রের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, গুহকে তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। নিষাদ-পতি গুহ প্রবেশানুমতি-প্রাপ্তিমাত্র, জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া, বিনম্রভাবে ভরতের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, রঘুনন্দন! এই দেশ আপনকার বিহার-উদ্যান-স্বরূপ এবং এখানে স্থান-সঙ্কীর্ণতাও নাই। এই সম্মুখেই আপনকার দাসের গৃহ; আমার প্রার্থনা, আপনি আপনকার দাসগৃহেই বাস করেন; আমার গৃহে নিষাদগণকর্ত্তৃক আহৃত ফল, মূল, আর্দ্র মাংস, শুষ্ক মাংস ও বহুবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য ভূরি পরিমাণে সঞ্চিত রহিয়াছে। শত্রু-তাপন! আমি সৌহার্দ্দ বশতই বলিতে সাহসী হইতেছি, অদ্য আপনি ও সেনাগণ এই স্থানেই আহারাদি সমাধান পূর্ব্বক বহুবিধ ভোগ্য বস্তু দ্বারা পূজিত হইয়া কল্য প্রত্যূষে সসৈন্যে গমন করিবেন।

অসাধারণ-ধী-শক্তি-সম্পন্ন রাজকুমার ভরত, নিষাদাধিপতি গুহের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, নিষাদ-রাজ! আপনি আমার গুরুর সখা; আপনি যে আমার ঈদৃশ বহুসংখ্য সৈন্যের অতিথি-সৎকার করিতে অভিলাষ করিতেছেন, তাহাতেই আমার সমুদায় কামনা পূর্ণ করা হইল;—তাহাতেই আমি সম্পূর্ণ রূপে সৎকৃত ও প্রীত হইলাম।

মহাতেজা শ্রীমান ভরত, নিষাদাধিপতিকে এইরূপ বাক্য বলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, নিষাদরাজ! আমরা মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে যাইতেছি; কোন্ পথে যাইতে হইবে, বলিয়া দিউন। এই দেশ অতীব জল-সঙ্কুল, অতীব দুর্গম ও অতীব দুরতিক্রম। আরণ্যমার্গ-পরিজ্ঞান-কুশল নিষাদরাজ গুহ, রাজকুমার ধীমান ভরতের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহাবীর! এই দাসগণ সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক আপনকার অনুগমন করিবে; আমিও আপনকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। পরন্তু রাজকুমার! আপনি মহানুভব রামচন্দ্রের প্রতি ত কোনরূপ বিদ্বেষ-পরতন্ত্র

হইয়া গমন করিতেছেন না? আপনকার এই অতীব বিস্তীর্ণ—অতীব ভীষণ সৈন্য-সমুহ সন্দর্শন করিয়া, আমার মন শঙ্কাকুলিত হইতেছে।

আকাশের ন্যায় নির্ম্মল-হৃদয় রাজকুমার ভরত, গুহের মুখে ঈদৃশ মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া, কাতরভাবে কহিলেন, হা ধিক্! কি সর্ব্বনাশ! নিষাদরাজ! আপনি যেরূপ আশঙ্কা করিতেছেন, আমার যেন সেরূপ দিন—সেরূপ মনের ভাব কদাপি না হয়! আপনি, আর্য্য-রামচন্দ্র-বিষয়ে আমার প্রতি কদাপি এরূপ শঙ্কা করিবেন না। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পিতৃ-সদৃশ; আমার অনুপস্থিতি-কালে তিনি বনবাসী হইয়াছেন; আমি তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্তই গমন করিতেছি; আমি আপনকার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, আপনি কোন বিরুদ্ধ ভাব মনে করিবেন না; আমাকে অন্য-প্রকার বিবেচনা করিবেন না।

নিষাদরাজ গুহ, রাজকুমার ভরতের মুখে ঈদৃশ সন্তোষকর বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রফুল্ল বদনে পুনর্ব্বার কহিলেন, রাজকুমার! আপনিই ধন্য! এই জগতের মধ্যে আমি আপনকার ন্যায় উদারাশয় দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখি নাই; আপনি অপ্রযত্ন-সুলভ উপস্থিত রাজ্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন! আপনি যে মহা-কষ্টে নিপতিত রামচন্দ্রকে প্রত্যানয়ন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহাতে আপনকার কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইয়া, ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র বিচরণ করিবে।

রাজকুমার ভরত ও নিষাদরাজ এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময় দিবাকর কিরণ-জাল সংবরণ পূর্ব্বক অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলেন। ক্রমশ রজনী উপস্থিত হইল। গুহ-কর্ত্তৃক কৃতাতিথ্য ও পরিতোষিত শ্রীমান ভরত, সৈন্যগণকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, অনায়ত্ত হৃদয়ে শত্রুঘ্নের সহিত শয়ন করিলেন; পরন্তু চিন্তায় আকুলিত থাকাতে ক্ষণমাত্রও তাঁহার নিদ্রাবেশ হইল না। তিনি শয়ন করিয়া, কিরূপে রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিবেন, তদ্বিষয়ক বহুবিধ চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিলেন। তিনি দাবাগ্নি-সন্তপ্ত মহানাগের ন্যায় ঘোরতর অন্তর্দাহে দিবানিশি দহ্যমান হইতেছিলেন, সুতরাং ঘন-ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। শৈলরাজ হিমালয় হইতে যেরূপ ভূরি পরিমাণে ধাতু-নিস্রব নির্গত হয়, সেইরূপ কুমার ভরতেরও সর্ব্ব-গাত্র হইতে শোকাগ্নি-সম্ভূত স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল।

অতীব বিপদ্‌গ্রস্ত, অতীব দুর্ম্মনায়মান, আধি-প্রপীড়িত, হতচৈতন্য-প্রায়, পুরুষর্ষভ কুমার ভরত, যূথভ্রষ্ট ঋষভের ন্যায় ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; তিনি কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না।

প্রতাপশালী মহানুভব ভরত, এইরূপে নিষাদ-রাজের সহিত মিলিত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর অভ্যাগত-বৎসল বিশুদ্ধান্তঃকরণ গুহ তাঁহাকে সুখোষিত দেখিয়া পুনর্ব্বার কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

গুহের নিকট ভরতের প্রশ্ন।

জ্ঞাতিগণ-পরিবৃত, বাষ্পাকুলিত-লোচন, বচন-বিন্যাস-সুনিপুণ নিষাদ-রাজ গুহ, ভরতের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজকুমার! আপনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, যেরূপ অসাধারণ-গুণ-সম্পন্ন, কৃতবিদ্য ও অনন্য-সাধারণ যশোভাজন হইয়াছেন, তাহাতে আপনকার কথিত বাক্য, আপনকার অনুরূপ ও আপনকার উজ্জ্বল বংশের অনুরূপই হইয়াছে। ঈদৃশ সচ্চরিত্রশালী ও অসাধারণ-গুণ-সম্পন্ন মহাপুরুষ যাঁহার বন্ধু, আমার সখা বন্ধুবৎসল সেই রামচন্দ্রও ধন্য! অহো! কি অসাধারণ উদারতা! আপনি গুণহীনা রমণীর ন্যায়, উপস্থিতা রাজলক্ষ্মীকে অনায়াসেই পরিত্যাগ পূর্ব্বক বন হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রকে প্রত্যানয়ন করিতে গমন করিতেছেন!

ধর্ম্মজ্ঞ! আর্য্য রামচন্দ্রের প্রতি আপনকার যাদৃশ দৃঢ় সৌহার্দ্দ রহিয়াছে, এরূপ সৌহার্দ্দ জগতের মধ্যে দুর্লভ! আর্য্য রামচন্দ্র সত্যানুগত পিতৃ-বাক্য প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত এবং আপনকার জননীর বাক্য রক্ষার নিমিত্ত ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বিজন বনে গমন করিয়াছেন; রাজীবলোচন! সেই বিক্রমশালী শৌর্য্য-সম্পন্ন ধীমান রামচন্দ্রের যেরূপ অলোক-সাধারণ গুণ, আপনিও তাহার অনুরূপ ভ্রাতা।

রাজ-পুত্র মহাযশা ধীমান ভরত, গুহের মুখে এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন; নিষাদ-রাজ! আপনকার ঈদৃশ হিতকর স্নেহ বাক্য শ্রবণে, আমি পূজিত, অর্চ্চিত ও পরম-পরিতুষ্ট হইলাম; পরন্তু আমি যে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বলিবেন, কোন রূপেই অনৃত বলিবেন না। নিয়ত-সুখোচিত অপরিচিত-দুঃখ রাজীবলোচন রামচন্দ্র, বিদেহ-নন্দিনীর সহিত বন-গমন-কালে কোন্ কোন্ স্থানে আবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন? যিনি অসাধারণ ভ্রাতৃস্নেহ-নিবন্ধন আর্য্য রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছেন, সেই সুমিত্রা-তনয় লক্ষ্মণও কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?

নিষাদরাজ! পুরুষ-প্রধান ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র রাত্রিকালে সীতার সহিত কোন্ স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন? কোন্ স্থানে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন? কোন্ স্থানে অধিক সময় ছিলেন? এক্ষণেই বা তিনি কোথায় আছেন? সমুদায় বিশেষ রূপে আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন।

মহীধর-সদৃশ-দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বন-গমন-কালে কোন্ কোন্ বিষয়ের কথোপকথন করিয়াছিলেন? তখন তিনি কোন্ কোন্ দ্রব্য ভোজন করিয়া ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিলেন? কিরূপ স্থানেই বা শয়ন করিয়াছিলেন? আমি শুনিয়াছি, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর্য্য রামচন্দ্র, সীতার সহিত এই ইঙ্গুদীবৃক্ষতলে একরাত্রি শয়ন করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু একটি বারও নয়ন মুদ্রিত করেন নাই!

রথ-সারথি সুমন্ত্র, লক্ষ্মণ ও আপনি সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার অদূরে জাগরণ করিয়াছিলেন। এই সমুদায় বিষয় আমি সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি বর্ণন করুন। দেব-প্রভাব আর্য্য রামচন্দ্র কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, কিরূপ কথা-বার্ত্তা কহিয়াছেন, তৎসমুদায় আমার নিকট আনুপূর্ব্বিক বলুন।

অরণ্য-পরিজ্ঞান-নিপুণ নিষাদরাজ, মহাত্মা ভরতের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

গুহ-বাক্য।

অনন্তর অরণ্যচারী নিষাদপতি গুহ, অপ্রমেয়-গুণ-সম্পন্ন রাজকুমার ভরতের নিকট মহাত্মা রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের সদ্ভাব ও সদাচার বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, যে দিন রামচন্দ্র এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই রাত্রি ভ্রাতৃ-বৎসল মহাভুজ লক্ষ্মণ, শক্র-চাপ-সদৃশ সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক জাগরণ করিয়াছিলেন; তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শরীর-রক্ষার নিমিত্ত ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক অমুদ্ধতভাবে জাগরণ করিতেছেন দেখিয়া, আমি কহিলাম, সৌমিত্রে! আমি আপনকার নিমিত্ত এই অপূর্ব্ব শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি; আপনি অদ্য এখানে যথাসুখে শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রা যাউন। রাজকুমার! মাদৃশ ব্যক্তিগণ সকলেই ক্লেশ সহ্য করিতে পারে; আপনি চিরকাল সুখ-ভোগ করিয়া আসিতেছেন, কখনই কষ্টভোগ করেন নাই; আপনি শয়ন করুন। আমিই রামচন্দ্রকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অদ্য রাত্রি জাগরণ করিব; এই অবনীমণ্ডল-মধ্যে রামচন্দ্র অপেক্ষা আমার প্রিয়তম মিত্র আর কেহই নাই; আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না; আমি আপনকার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি এই রামচন্দ্রের প্রসাদেই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম উপার্জ্জন পূর্ব্বক জগতীতলে অতীব যশস্বী হইয়াছি। সীতার সহিত বৃক্ষতলে শয়ান আমার প্রিয়তম সখা রামচন্দ্রকে আমিই সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া রক্ষা করিব।

রাজকুমার! আমরা এই অরণ্যে সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকি; ইহার কোথায় কি আছে, তাহা আমাদের অবিদিত নাই; এখানে যদ্যপি বিপক্ষগণের চতুরঙ্গ সৈন্যও আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে একাকীই আমি তাহাদের সকলকেই পরাস্ত করিতে পারি।

আমরা এইরূপ অনুরোধ বাক্য কহিলে, ধর্ম্মদর্শী মহাত্মা লক্ষ্মণ অনুনয়-বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন, নিষাদরাজ! মহারাজ দশরথের প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ তনয় মহানুভব রামচন্দ্র সীতার সহিত ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমি কিরূপে নিদ্রা যাইতে পারিব! কিরূপেই বা সুখ ভোগ করিব! কিরূপেই বা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব!

নিষাদরাজ! আপনি দেখুন, দেবগণ ও অসুরগণ, সকলে সমবেত হইলেও যাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়েন না; সেই মহাত্মা রামচন্দ্র অদ্য সীতার সহিত তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন! মহারাজ দশরথ, বহুবিধ তপস্যা, বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও নানা-প্রকার মন্ত্র-প্রয়োগ প্রভৃতি দ্বারা যে আত্ম-সদৃশ-লক্ষণাক্রান্ত পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছেন, সেই অসাধারণ পুত্র রামচন্দ্র এক্ষণে নির্ব্বাসিত হইলেন! ইহাতে মহারাজ যে অধিক দিন জীবন ধারণ করিবেন, এমত বোধ হয় না! অনতি-দীর্ঘকাল-মধ্যেই এই পৃথিবী বিধবা হইবেন, সন্দেহ নাই। রাজমহিলাগণ, মহারাজের মৃত্যু-দর্শনে চীৎকার পূর্ব্বক রোদন করিয়া পরিশেষে শ্রমভার-পরিপীড়িত হইয়া মূকের ন্যায় হইয়া পড়িবেন! মহারাজ, কৌশল্যা ও আমার জননী সুমিত্রা যে এখন পর্য্যন্তও জীবন ধারণ করিতেছেন, এমত প্রত্যাশা করি না। যদিও আমার জননী শত্রুঘ্নের মুখাপেক্ষায় জীবন ধারণ করিলেও করিতে পারেন; কিন্তু এইটিই আমার মহাদুঃখ হইতেছে যে, বীরসূ বিবৎসা কৌশল্যা, ঈদৃশ দুঃসহ দুঃখে কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না! আমার পিতা, মহানুভব রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে না পারিয়া তাঁহার মনোরথ প্রতিহত ও অতীব দূরে নিক্ষিপ্ত হইল দেখিয়া, নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই।

নিষাদরাজ! আমার বৃদ্ধ পিতার প্রাণবিয়োগ-কালে, যাঁহারা সন্নিহিত থাকিয়া তাঁহার প্রেতকার্য্য ও সৎকার করিবেন, তাঁহাদিগেরই জীবন সার্থক! এক্ষণে যাঁহারা সুবিন্যস্ত-রমণীয়-চত্বর-বিভূষিত, যথাযথ-সুবিভক্ত-মহাপথ-সম্পন্ন, হর্ম্ম্য-প্রাসাদ-সঙ্কুল, তূর্য্যনিনাদ-বিনিনাদিত, রথাশ্ব-গজ-সঙ্কীর্ণ, বিবিধ-রত্ন-বিমণ্ডিত, সর্ব্ব-কল্যাণ-নিলয়, হৃষ্ট-পুষ্ট-জন-সমাকীর্ণ, আরামোদ্যান-সমলঙ্কৃত, সমাজোৎসব-সুশোভিত আমার পিতৃ-রাজধানীতে বিচরণ করিবেন, তাঁহারাই সুখী ও তাঁহাদিগেরই জীবন সার্থক! হায়! আমাদিগের কি এমন দিন হইবে যে, আমরা সত্য-প্রতিজ্ঞ রামচন্দ্রের সহিত কুশলে ও সুস্থ শরীরে পুনর্ব্বার অযোধ্যায় প্রবেশ করিব! রাজকুমার মহাত্মা লক্ষ্মণ জাগরিত থাকিয়া এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, এমত সময়ে রজনী প্রভাত হইল।

অনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে তাঁহাদের অভিমতি-ক্রমে আমি বটক্ষীর দ্বারা তাঁহাদের উভয়ের জটা প্রস্তুত করিয়া দিলাম; এবং নৌকা আনাইয়া দিলে তাঁহারা সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে ভাগীরথী পার হইলেন।

অনন্তর কুশ-চীর-বসন জটাধারী কুঞ্জর-যূথপতি-সদৃশ-মহাবল-পরাক্রান্ত পরন্তপ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, সশর শরাসন ও খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক সীতাকে মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া, আমাদিগের প্রতি পুনঃপুন দৃষ্টিপাত করিতে করিতে গমন করিলেন।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

গুহ-বাক্য।

রাজকুমার ভরত, নিষাদ-পতি গুহের মুখে এই সমুদায় মর্ম্মভেদী অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে মোহাভিভূত হইয়া সেই স্থানেই নিপতিত হইলেন; তাঁহার সমুদায় অঙ্গ বিকল হইল; তাঁহার বিপুল-বিলোচনদ্বয় পরিবৃত্ত হইয়া পড়িল; তিনি ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন।

সিংহস্কন্ধ মহাভুজ মহাসত্ত্ব পদ্ম-পলাশ-লোচন তরুণ-বয়স্ক প্রিয়-দর্শন সুকুমার রাজ-কুমার ভরত, মোহাভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া, নিষাদরাজ গুহ বিষণ্ণ-বদন হইলেন; এবং ভূমিকম্পে বিকম্পিত ভূমিরুহের ন্যায় তাঁহার শরীর ব্যথিত ও কম্পিত হইতে লাগিল। পার্শ্বস্থিত শত্রুঘ্ন, ভরতকে হতচেতন ও তদবস্থাপন্ন দেখিয়া শোকাকুলিত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পতি-শোকে অবসন্ন, উপবাস-কৃশ, অতীব কাতর, ভরত-মাতৃ-গণ, তাদৃশ রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রিয়-পুত্র ভরতকে ভূমিতে নিপতিত ও সংজ্ঞা-শূন্য দেখিয়া সম্ভ্রান্ত হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। এই সময় স্নেহ-বিক্লবা, শোক-কৃশা, তপস্বিনী কৌশল্যা, অতীব ব্যথিত ভরতের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সুখ-স্পর্শ কর-কমল দ্বারা স্পর্শ পূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বাৎসল্য নিবন্ধন ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া, রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তোমার কি কোন পীড়া উপস্থিত হইয়াছে? তোমার শরীরে কি কোন প্রকার কষ্ট হইতেছে? এক্ষণে তোমার হস্তেই এই ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সকলের জীবন। বৎস! রাম ও লক্ষ্মণ বন-গমন করিয়াছেন; মহারাজও এক্ষণে পরলোক-গামী হইয়াছেন; অধুনা একমাত্র তোমার মুখ দেখিয়াই আমরা জীবন ধারণ করিতেছি; এক্ষণে তুমিই এই বংশের সকলের নাথ।

বৎস! তুমি কি লক্ষ্মণ হইতে কোন অপ্রিয় কথা শুনিয়াছ? অথবা আমার সেই বনবাসী একমাত্র পুত্র রামচন্দ্র কিংবা সীতা কি তোমাকে কোন অপ্রিয় কথা বলিয়াছেন? কৌশল্যা, আত্মজ-সদৃশ প্রিয়তম পুত্র দীন-ভাবাপন্ন ভরতকে এইরূপ বলিয়া জলক্লিন্ন বসন দ্বারা তাঁহার গাত্রমার্জ্জন পূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাযশা ভরত, চৈতন্য লাভ করিয়া রোদন করিতে করিতে কৌশল্যাকে ধরিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক নিষাদ-পতিকে কহিলেন, নিষাদরাজ! আমি আপ-নাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি; আপনি সত্য করিয়া বলুন; সেই দিবস রামচন্দ্র ও বৈদেহী কিরূপ আহার করিয়া কোথায় কিরূপে শয়ন করিয়াছিলেন? যিনি পিতৃ-আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়াই ভ্রাতৃ-বাৎসল্য-নিবন্ধন আর্য্য রামচন্দ্রের সমভিব্যাহারে বন-গমন করিয়াছেন, সেই মহাতেজা, কুল-

লক্ষ্মী-বর্দ্ধন লক্ষ্মণই বা কিরূপ আহারাদি করিয়াছিলেন ?

বাক্য-বিন্যাস-সুনিপুণ নিষাদপতি গুহ, ভরতের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া উপস্থিত নয়ন-জল সংবরণ পূর্ব্বক কহিলেন, রাজকুমার! আমি সমুদায় বিবরণ যথাযথ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি রামচন্দ্রের আহারের নিমিত্ত বহুবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয় ও নানাবিধ ফল-মূল আহরণ করিয়াছিলাম। পরন্তু আমি প্রণয়-নিবন্ধন যে যে বস্তু আনয়ন করিলাম, ধর্ম্ম-পরায়ণ রামচন্দ্র অপ্রতিগ্রহরূপ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, তাহার কিছুই গ্রহণ করিলেন না। তিনি আমাকে লজ্জায় অধোমুখ দেখিয়া কহিলেন, নিষাদরাজ! আমরা ক্ষত্রিয়-বংশ-সম্ভূত, অন্যের নিকট প্রতিগ্রহ করা আমাদের ধর্ম্ম নহে। দান করা ও সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; বিশেষত আমি পিতার আজ্ঞানুসারে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত আরণ্যব্রত ধারণ করিয়াছি। সখে! এই সমুদায় কারণে আমি কিছুই প্রতিগ্রহ করিতে পারিতেছি না।

মহানুভব রামচন্দ্র, আমাকে এইরূপ অনুনয়-গর্ভ সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক সীতার সহিত সমবেত হইয়া লক্ষ্মণ-কর্তৃক আনীত জলমাত্র পান পূর্ব্বক উপবাস করিয়া থাকিলেন। কুমার লক্ষ্মণও অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ জল পান করিলেন। তাঁহারা এইরূপে উপবাস করিয়া আছেন, এমত সময় সায়ংকাল উপস্থিত হইল।

অনন্তর পরম-ধার্ম্মিক রামচন্দ্র বাক্য-সংযম পূর্ব্বক সমাহিত হৃদয়ে, ন্যায়ানুসারে সায়ংসন্ধ্যা বন্দনা করিলেন। পরে কুমার লক্ষ্মণ বৃক্ষ-পত্র ও কুশ আনয়ন পূর্ব্বক মহানুভব রামচন্দ্রের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। রামচন্দ্র ও সীতার সহিত সেই শয্যায় শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহার পাদ-প্রক্ষালন করিয়া দিয়া, সেই স্থান হইতে অপসৃত হইলেন। মহানুভব রামচন্দ্র ও সীতা সেই রাত্রি যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, এই সেই ইঙ্গুদী-তল ও এই সেই কুশ ও তৃণ।

মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপে পর্ণ-শয্যায় শয়ন করিলে, ভ্রাতৃ-বৎসল লক্ষ্মণ ইষুপূর্ণ ইষুধি, সজ্য শরাসন ও অঙ্গুলিত্র ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেন।

অনন্তর আমিও সশর-শরাসন-ধারী জ্ঞাতিগণের সহিত সমবেত ও ধনুর্ধারী হইয়া, লক্ষ্মণের সাহায্যের নিমিত্ত অতন্দ্রিত হৃদয়ে, মহেন্দ্র-সদৃশ রামচন্দ্রকে পরিবৃত করিয়া থাকিলাম।

ষণ্নবতিতম সর্গ।

ইঙ্গুদী-তল-বৃত্তান্ত।

মহানুভব ভরত মনোযোগ সহকারে নিষাদরাজের সমুদায় বাক্য আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ পূর্ব্বক সচিবগণের সহিত ইঙ্গুদী-বৃক্ষ-তলে গমন করিয়া ভ্রাতা রামচন্দ্রের শয্যা অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাদৃশ তৃণ-শয্যা নিরীক্ষণ করিয়া তিনি দুঃখাভিভূত ও

বাষ্পাকুলিত-লোচন হইয়া পড়িলেন। পরে তিনি জননীদিগকে কহিলেন, মাতৃগণ! এই দেখুন, মহানুভব রামচন্দ্র এই স্থানে ভূমিতে শয়ন করিয়া রজনী যাপন করিয়াছেন! এই দেখুন, এই স্থানে তিনি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন; তাঁহার অঙ্গস্পর্শে এই স্থান পরিমর্দ্দিত হইয়াছে!

হায়! যে মহাত্মা, মহাবংশ-সম্ভূত মহানুভব রাজরাজ দশরথের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তিনি কিরূপে এই ভূমি-শয্যায় শয়ন করিলেন! যে পুরুষসিংহ রামচন্দ্র, অপূর্ব্ব-আস্তরণ-বিভূষিত অজিন-সংস্তৃত মহার্হ শয্যায় চিরকাল শয়ন করিয়া আসিয়াছেন, তিনি কিরূপে ভূমিশয্যায় শয়ন করিলেন! যিনি কুসুম-সমূহ-সুশোভিত চন্দনাগুরু-সুগন্ধি শুভ্র-অভ্র-সদৃশ হিরণ্য-রজত-ভূমি-বিভাসিত ও কোকিল-কুল-কূজিত প্রাসাদের উপরিতলে চিরকাল সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়া আসিয়াছেন, তিনি এক্ষণে কিরূপে ভূমি-শয্যায় শয়ন করিলেন! যিনি মৃদঙ্গ শঙ্খ প্রভৃতির সুমধুর শব্দে, গীতবাদিত্র-নির্ঘোষে ও বেণু বীণা প্রভৃতির নিস্বনে নিয়ত প্রতিবোধিত হইতেন; বন্দিগণ সূতগণ মাগধগণ অনুরূপ গাথা দ্বারা ও স্তুতি বাক্য দ্বারা যাঁহার স্তব করিয়া আসিয়াছে; যিনি সর্ব্ব-প্রধান মহাবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্ব-লোকের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছেন; সেই সর্ব্ব-লোক-প্রিয়, ইন্দীবর-শ্যাম লোহিত-লোচন প্রিয়-দর্শন ব্যূঢ়োরস্ক মহাবাহু রামচন্দ্র ভূমিতেই শয়ন করিলেন! এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে! ইহা এখনও আমার সত্য বলিয়া প্রতীতি হইতেছে না! আমার অন্তঃকরণ বিমুগ্ধ হইতেছে! আমার বোধ হইতেছে, এ সমুদায়ই স্বপ্ন!

আমার বোধ হয়, দেবতারাও কালবল অতিক্রম করিতে পারেন না। অপরিহরণীয় কাল-বলেই সমুদায় ঘটনা হইতেছে। কালের প্রভাবে দশরথ-তনয় মহানুভব রামচন্দ্রও এইরূপে ভূমিতে শয়ন করিলেন! হায়! এই আমার ভ্রাতার শয্যা! এই স্থানে আমার ভ্রাতা মহানুভব রামচন্দ্র পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়াছেন! এই দেখুন, তাঁহার পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনে এই তৃণ-সমুদায় পরিমর্দ্দিত হইয়াছে!

মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ, মহানুভব রামচন্দ্রের দয়িতা, নিরুপম-রূপবতী, বিদেহ-রাজ-নন্দিনী সীতা এই স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন! আমার বোধ হয়, তিনি রাজভবনে যেরূপ অলঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক শয়ন করিতেন, এখানেও সেইরূপ নিঃশঙ্ক চিত্তে শয়ানা ছিলেন! এই দেখুন, এই স্থানে, অলঙ্কার হইতে সুবর্ণ-বিন্দু-সমুদায় স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে! আমার বোধ হয়, তপস্বিনী সীতা পতিকে সুখসচ্ছন্দে রাখিবার নিমিত্তই সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেছেন; নতুবা তিনি সুখসংবর্দ্ধিতা সুকুমারী রাজকুমারী হইয়াও কি নিমিত্ত দুঃখবহুল ভীষণ অরণ্যে আগমন করিলেন!

এই স্থানে সীতা উত্তরীয় বস্ত্র রাখিয়াছিলেন সন্দেহ নাই; এই দেখুন, এখানে কৌশেয়-তন্তু-সমুদায় সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে!

আমার বোধ হয়, সুকুমারী সাধ্বী সীতা ভর্ত্তার সহবাসে থাকিয়া এই তৃণ-শয্যাতেও দুঃখ অনুভব করেন নাই !

হায় ! আমি কি নৃশংস ! আমি কি হতভাগ্য ! আমার নিমিত্তই সার্ব্বভৌম-বংশ-সমুৎপন্ন সর্ব্বলোক-লোচনানন্দ সর্ব্বহিতৈষী রামচন্দ্র, রাজ্য-ভোগ ও সমুদায় প্রিয়বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাথের ন্যায় ঈদৃশ শয্যায় শয়ন করিয়াছেন ! ইন্দীবর-শ্যাম লোহিত-লোচন প্রিয়দর্শন রামচন্দ্র, সুখভাগী ও দুঃখ-ভোগের অযোগ্য হইয়াও কিরূপে ভূমিতে শয়ন করিলেন ! মহাবাহু শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণই ধন্য ! কারণ তিনি মহানুভব রামচন্দ্রের ঈদৃশ বিষম অবস্থাতেও অনুবর্ত্তী হইয়াছেন ! বিদেহ-নন্দিনী সীতাও পতির অনুগামিনী হইয়া ধন্যা ও কৃতকার্য্যা হইয়াছেন ! পরন্তু আমরা সকলে মহানুভব-রামচন্দ্র-বিরহিত হইয়া সকল বিষয়েই সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িয়াছি !

মহারাজ দশরথ স্বর্গারোহণ করিলেন ! মহাপ্রভাব রামচন্দ্রও বনবাসী হইলেন ! এক্ষণে এই ধরণী, কর্ণধার-বিরহিতা তরণীর ন্যায় শূন্য হইয়া পড়িয়াছে ! মহানুব রামচন্দ্র যদিও অরণ্যে বাস করিতেছেন, তথাপি তাঁহার অলোক-সামান্য বাহুবীর্য্যেই এই বসুন্ধরা পরিপালিত হইতেছে ; কোন ব্যক্তি মনে মনেও এই রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না। এক্ষণে অযোধ্যা-রাজধানীর দ্বার-সমুদায় অপাবৃত রহিয়াছে ; রক্ষকগণ রক্ষা-কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছে না ; সমুদায় স্থানই শূন্যপ্রায় ; তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণও অযন্ত্রিত ও বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে ; রাজধানীর সমুদায় লোকই একমাত্র দুঃখে ও শোকে একান্ত কাতর ; সকলেই বিপদ্‌গ্রস্ত ; সকলের দ্বারই অপাবৃত। ঈদৃশ অবস্থাতেও শত্রুগণ বিষ-মিশ্রিত ভক্ষ্য দ্রব্যের ন্যায় এই রাজ্য গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেছে না।

আমিও অদ্য হইতে জটা ও চীরচীবর ধারণ পূর্ব্বক প্রতিদিন ফল-মূল মাত্র ভক্ষণ করিয়া কুশাস্তরণযুক্ত ভূমি-শয্যায় শয়ন করিব ! আমিই আর্য্য রামচন্দ্রের প্রতিনিধি হইয়া তাপসের ন্যায় চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিব ; সুতরাং তিনি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা বিতথ হইবে না। আমি যেরূপ আর্য্য রামচন্দ্রের প্রতিনিধি হইয়া বনে বাস করিব, সেইরূপ শত্রুঘ্নও লক্ষ্মণের প্রতিনিধি হইয়া আমার অনুবর্ত্তী হইবে। আর্য্য রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় গমন করিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক রাজ্য পালন করিবেন। দেবতারা কি আমার এই মনোরথ পূর্ণ করিবেন ! আমি কি যশস্বী আর্য্য রামচন্দ্রকে অযোধ্যা-রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারিব !

আমি আর্য্য রামচন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক বহুবিধ অনুনয়-বিনয় সহকারে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিব ; মস্তক দ্বারা তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইব ; তাহাতেও যদি তিনি আমার কামনা পূর্ণ না করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার চরণ আশ্রয় পূর্ব্বক অনুচর ও দাস হইয়া এই অরণ্য-মধ্যেই থাকিব ; তাহাতে তিনি কখনই আমাকে

প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না, উপেক্ষা করিতেও সমর্থ হইবেন না।

মহানুভব ভরত এইরূপ বাক্য বলিতেছেন, এমত সময়ে নিশাকাল উপস্থিত হইল;[১৮] বিহঙ্গমগণ নিঃশব্দে নিজ নিজ নীড়ে বিলীন হইয়া রহিল; দুঃখ-শোকাভিভূত নিষাদপতিও রাজকুমার ভরতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অনুচর-বর্গের সহিত নিজ ভবনে গমন করিলেন।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

গঙ্গা-সমুত্তরণ।

মহানুভব ভরত গঙ্গা-তীরে এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রত্যুষে উত্থান পূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে কহিলেন, শত্রুঘ্ন! উত্থিত হও, উত্থিত হও; রজনী অবসান হইয়াছে, এখনও কিজন্য শয়ন করিয়া রহিয়াছ! ঐ দেখ, পদ্মিনী-প্রবোধন তিমিরারি, তিমিররাশি নিরাস পূর্ব্বক উদিত হইতেছেন; এক্ষণে তুমি উঠিয়া শৃঙ্গবের-পুরাধিপতি গুহকে শীঘ্র আহ্বান করিয়া আন; তিনি আসিয়া আমার সৈন্যগণকে ভাগীরথী পার করিয়া দিবেন। ভ্রাতৃ-বৎসল শত্রুঘ্ন, শিষ্টাচার-কুশল বাক্য-বিন্যাস-বিশারদ প্রিয়বান্ধব মহাবীর ভরতকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি বরং শোকশূন্য হৃদয়ে কিয়ৎক্ষণ নিদ্রা গিয়াছিলেন, কিন্তু আর্য্য রামচন্দ্রের চিন্তায় আমার ক্ষণমাত্রও নিদ্রা হয় নাই; আমি জাগরিতই রহিয়াছি। আপনি, আমি ও মন্ত্রিগণ সকলে মিলিয়া বিনয় সহকারে প্রার্থনা করিলে পুরুষসিংহ আর্য্য রামচন্দ্র কি প্রসন্ন হইবেন না?

কুমার শত্রুঘ্ন এই কথা বলিয়া ভরতের আজ্ঞানুসারে নিষাদপতি গুহকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত পুরুষের প্রতি আদেশ করিতেছেন, এমত সময় গুহ স্বয়ংই তথায় উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রঘুনন্দন! আপনারা গতরাত্রি এই নদীতীরে ত সুখে বাস করিয়াছেন? কোন কষ্ট ত হয় নাই? আপনকার সমুদায় সৈন্যগণের ত সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল? অথবা আপনাদের সচ্ছন্দতার সম্ভাবনা কি? যদিও আমি আপনাদিগের যথোপযুক্ত আতিথ্যের আয়োজন করিয়াছি, সুখশয্যাও প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি, তথাপি আপনাদের সুখবাসের সম্ভাবনা নাই! আপনারা ভ্রাতৃস্নেহে নিরন্তর পরিতপ্ত-হৃদয় হইতেছেন! পরলোকগত মহীপতি দশরথের চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন! আপনাদের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ও দুঃখের পরিসীমা নাই! ক্ষণকালের নিমিত্তও আপনাদের ভ্রাতৃস্নেহ ও পিতৃ-স্নেহের লাঘব হইবার সম্ভাবনা কি!

নিষাদপতি গুহের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকসাগর-নিমগ্ন ভরত অন্তঃকরণ-মধ্যে দুঃখাবেগ ধারণ করিয়া শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, নিষাদরাজ! আমরা পরম সুখে গত রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি; যত দূর পূজা ও অতিথি-সৎকার করিতে হয়, তাহা আপনি সম্পূর্ণ করিয়াছেন; এক্ষণে

আপনি অনুমতি করুন, দাসগণ বহুসংখ্য নৌকা আনিয়া আমাদিগকে গঙ্গার পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিউক।

নিষাদপতি গুহ, রাজকুমার ভরতের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ নিজ নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক জ্ঞাতিগণকে কহিলেন, বন্ধুগণ! জাগরিত হও, শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থান কর; তোমাদের মঙ্গল হউক; তোমরা ত্বরান্বিত হইয়া নৌকা আনয়ন কর; এইক্ষণেই রাজকুমার ভরতের সৈন্যগণকে গঙ্গার পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে হইবে।

দাসগণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া উত্থান পূর্ব্বক রাজাজ্ঞানুসারে ত্বরান্বিত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে পঞ্চশত নৌকা আনয়ন করিল। এই সমুদায় নৌকার মধ্যে কোন কোন নৌকা স্বস্তিক-চিহ্নে চিহ্নিত, কোন কোন নৌকা সমুন্নত-মহাদণ্ড-বিমণ্ডিত, কোন কোন নৌকা পতাকা-মালা-সুশোভিত, এবং কোন কোন নৌকা ঘণ্টামালা-সমলঙ্কৃত। এই নৌকাগুলি সমুদায়ই সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য। এই নৌকা-সমুদায়ের মধ্যে স্বস্তিক-চিহ্নে চিহ্নিত একখানি নৌকা, শুভ্র কম্বলের আস্তরণে সুশোভিত, নন্দিগণের মাঙ্গলিক শব্দে অনুনাদিত ও উত্তম রূপে সুসজ্জিত ছিল। নিষাদরাজ গুহ স্বয়ং এই নৌকাখানি আনয়ন করিলেন। মহাবল ভরত, শত্রুঘ্ন, কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য রাজমহিষীগণ, এই বৃহন্নৌকায় আরোহণ করিলেন। গুরুগণ, পুরোহিতগণ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ, পৃথক পৃথক নৌকায় আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। অন্তঃপুরচারী ভৃত্যগণ অন্যান্য নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শকট-সমূহ ও পণ্যদ্রব্য-সমূহ অন্যান্য নৌকা দ্বারা নীত হইতে লাগিল।

সৈন্যগণের মধ্যে কেহ কেহ আবাসস্থল দগ্ধ করিতে লাগিল;* কেহ কেহ তীর্থে (ঘাটে) ধাবমান হইতে লাগিল; কেহ কেহ ভাণ্ড প্রভৃতি লইয়া নৌকায় তুলিতে লাগিল; এইরূপে সকলের কলরব মিশ্রিত হইয়া গগন-ভেদী এক অভূতপূর্ব্ব সুমহান কোলাহল হইয়া উঠিল।

দাসগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ও পরিচালিত পতাকামালা-সুশোভিত নৌকা-সমুদায়, ভরত ও তাঁহার অনুচরবর্গকে বহন পূর্ব্বক দ্রুততর বেগে নির্বিঘ্নে পরপারে গমন করিতে লাগিল। কোন কোন নৌকায় রমণীগণ, কোন কোন নৌকায় তুরঙ্গগণ, কোন কোন নৌকায় যান-সমূহ, কোন কোন নৌকায় বাহন-সমূহ এবং কোন কোন নৌকায় ধন-রত্ন-সমূহ নীত হইতে লাগিল।

দাসগণ নৌকা লইয়া এক একবার পর পারে গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শূন্য নৌকা লইয়া প্রত্যাগমন-কালে ক্রীড়া-কৌতুকের নিমিত্ত নানাপ্রকার গতি-বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিতে লাগিল।

---

* অতি প্রাচীনকালে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, সৈন্যগণ দূরদেশ-গমন-সময়ে পথিমধ্যে যে স্থানে আবাস গ্রহণ করিত, পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় সেই স্থান দগ্ধ করিয়া ফেলিত।

গজারোহি-পরিচালিত বৈজয়ন্তী-বিভূষিত মাতঙ্গগণ, সন্তরণ-কালে সপক্ষ পর্ব্বত-সমূহের ন্যায় অদৃষ্ট-পূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। সৈন্যগণের মধ্যে কেহ কেহ নৌকায় আরোহণ করিল; কেহ কেহ প্লব-সমূহে আরূঢ় হইল; কেহ কেহ কুম্ভ দ্বারা, কেহ কেহ ঘট দ্বারা এবং কেহ কেহ বা নিজবাহু দ্বারা সন্তরণ পূর্ব্বক পরপারে উত্তীর্ণ হইল।

এইরূপে দাসগণ কর্ত্তৃক সন্তারিত সেই সৈন্য-সমূহ বেলা চারি দণ্ডের পর প্রয়াগবন-সন্নিধানে উপনীত হইল।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

প্রয়াগ-প্রবেশ।

মহানুভব ভরত, রথ তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও পদাতি সমূহের সহিত ভাগীরথী পার হইয়া পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের সম্মতিক্রমে নিষাদ-পতি গুহকে কহিলেন, নিষাদরাজ! আর্য্য রামচন্দ্র যেখানে বাস করিতেছেন, সেই স্থানে যাইতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে, আপনি আমাকে বলিয়া দিউন; এই অরণ্যের কোন স্থানই আপনকার অবিদিত নাই।

অরণ্য-প্রদেশাভিজ্ঞ অরণ্যচারী গুহ, রাজকুমার ভরতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যে স্থানে রামচন্দ্র বাস করিতেছেন,তাহা বলিয়া দিলেন এবং কহিলেন, রাজকুমার! আপনি এই স্থান হইতে দক্ষিণমুখ হইয়া বিবিধ-বিহঙ্গম-সমাকুল কর্দ্দম-পরিশূন্য-তীর্থ-বিরাজিত প্রফুল্ল-কমল-প্রতিবিম্ব-সুশোভিত-জলাশয়-সম্পন্ন পক্ষিপাদ-পাতিত-নীল-কোমল-শীর্ণ-পর্ণ-পূর্ণ আরণ্য পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিবেন। পরে প্রয়াগ-বন হইতে পূর্ব্বদিকে একক্রোশ মাত্র গমন করিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইবেন। রাজপুত্র! আপনি সেই স্থানে বিশ্রাম পূর্ব্বক ত্রিলোক-বিখ্যাত তপঃসিদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞ সেই মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনানুরূপ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রহৃষ্ট হৃদয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহানুভব রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার যাত্রা করিবেন। মহর্ষি আপনাকে দেখিলে এক রাত্রি না রাখিয়া কোন মতেই ছাড়িয়া দিবেন না; আপনি আজিকার রাত্রি সেই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক মহর্ষি-কৃত অতিথি-সৎকার গ্রহণ করিবেন।

নিষাদাধিপতি গুহ এইরূপে পথ বলিয়া দিলে রাজকুমার ভরত বিনীত বচনে 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, সৌম্য! আপনি এক্ষণে জ্ঞাতিগণের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হউন; আপনি যথোচিত অতিথি-সৎকার করিয়াছেন, অনুগমনও করিলেন। আমি আপনকার গুণে যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। ধীমান রামচন্দ্রের সহিত সখ্যভাব নিবন্ধন আপনি আমার প্রতি যার পর নাই ভক্তি, অনুরাগ ও সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিয়াছেন।

জ্ঞাতিগণ-পরিবৃত নিষাদরাজ গুহ, ভরত কর্ত্তৃক এইরূপে অনুজ্ঞাত হইয়া উপাধ্যায়,

পুরোহিত ও ভরতের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বগৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

নিষাদরাজ গুহ, জ্ঞাতিগণের সহিত নৌকারোহণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলে, মহানুভব ভরত সেনাগণে পরিবৃত হইয়া প্রয়াগ-বনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি, রাঘব-প্রিয় দেশকাল-কোবিদ মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রী সুমন্ত্রকে পথ-প্রদর্শক করিয়া, ফল-পুষ্প-সুশোভিত বৃক্ষরাজি সন্দর্শন, মধুরভাষি-বিহঙ্গগণের শ্রবণ-মনোহর সুমধুর রব শ্রবণ, রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের অনন্য-সাধারণ গুণগ্রাম-কীর্ত্তন এবং আত্ম-জননী কৈকেয়ীর দোষ-সমূহের উল্লেখ করিতে করিতে অর্দ্ধ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া চৈত্ররথ-কানন-সদৃশ-শোভা-সম্পন্ন প্রয়াগবন নামে বিখ্যাত মহাবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

মহানুভব ভরত, প্রয়াগবনে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্ব-কাম-ফলপ্রদ-মহাদ্রুম-সমলঙ্কৃত সরোজ-রাজি-বিরাজিত সুতীর্থ প্রয়াগ-তীর্থে গমন পূর্ব্বক দেবস্থান প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন। অনন্তর ভরতের মাতৃগণ ও মহাদ্যুতি শত্রুঘ্নও অপ্রমত্ত হৃদয়ে গমন পূর্ব্বক দেবতা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে প্রণাম পূর্ব্বক সেই বন হইতে বহির্গত হইয়া একক্রোশ দূরে পিণ্ডিত-পাদপ-রাজি-বিরাজিত মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম দেখিতে পাইলেন। রাজকুমার ভরত, তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন মহর্ষি ভরদ্বাজের তাদৃশ আশ্রম অবলোকন করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন।

মহাত্মা রাজকুমার ভরত, সৈন্যগণকে আশ্বাস প্রদর্শন পূর্ব্বক যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইলেন।

একোনশততম সর্গ।

ভরদ্বাজাশ্রমে বাস।

পুরুষসিংহ ধর্ম্মজ্ঞ ভরত, দূর হইতেই মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম-মণ্ডল সন্দর্শন করিয়া আশ্রমের বাহিরে সৈন্য-সমুদায় সংস্থাপন পূর্ব্বক মন্ত্রিগণের সহিত গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আপনার অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষৌম-বসন-যুগল পরিধান পূর্ব্বক পুরোহিতকে অগ্রসর করিয়া পাদচারেই গমন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, আশ্রম-মণ্ডলের উপদ্বার, উত্তম সুমার্জ্জিত ও কদলীবনে সুশোভিত; স্থানে স্থানে প্রশান্ত-শ্বাপদ-মৃগ-সমাকীর্ণ বেদী-সমুদায় শোভা বিস্তার করিতেছে; সুবিন্যস্ত রমণীয় বৃক্ষ-সমুদায় দ্বারা এই স্থান অপাবৃত স্বর্গদ্বারের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে।

রাজকুমার ভরত কিয়দ্দূর গমন করিয়াই মহর্ষির আশ্রম দেখিতে পাইলেন। তিনি পুরোহিতগণে পরিবৃত হইয়া আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, ঔদার্য্য-গুণ-বিভূষিত মহর্ষি ভরদ্বাজ, প্রজ্বলিত-হুতাশন-সদৃশ-তেজঃপুঞ্জে সমুদ্ভাসিত হইতেছেন। তিনি দূর হইতেই মহর্ষিকে দর্শন করিবামাত্র মন্ত্রিগণকে

সেই স্থানে রাখিয়া পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন।

মহাতপা মহর্ষি ভরদ্বাজ, মহর্ষি বশিষ্ঠকে দর্শন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং শিষ্যগণকে কহিলেন, শীঘ্র অর্ঘ্য আনয়ন কর। মহর্ষি ভরদ্বাজ ও বশিষ্ঠ যখন মিলিত হইলেন, তখন মহাতেজা ভরত, সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রণাম করিলে ভরদ্বাজ বুঝিতে পারিলেন যে, ইনিই সেই দশরথ-তনয় ভরত।

ধর্ম্মাত্মা ভরদ্বাজ, পাদ্য, অর্ঘ্য, ফল ও উদক প্রদান দ্বারা মহর্ষি বশিষ্ঠ, রাজকুমার ভরত ও অনুযায়িবর্গের যথাযথ অতিথি-সৎকার করিয়া রাজ্য-বিষয়ে, ধনাগার-বিষয়ে, সৈন্য-বিষয়ে ও নগর-বিষয়ে অনাময় ও কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মহারাজ দশরথের মৃত্যুর বিষয় ইনি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন, সুতরাং রাজার বিষয়ে কোন প্রশ্নই করিলেন না।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ ও ভরত, মহামুনি ভরদ্বাজের শরীর-বিষয়ে, অগ্নিহোত্র-বিষয়ে, শিষ্য-বিষয়ে ও মৃগ-পক্ষি-বিষয়ে অনাময় প্রশ্ন করিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ, আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল বর্ণন করিয়া রামচন্দ্রের প্রতি স্নেহ-নিবন্ধন ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! তুমি অধুনা নূতন রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছ; তুমি এক্ষণে কি নিমিত্ত রাজশ্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই অরণ্যে আগমন করিলে? তোমার এখানে আগমনের প্রয়োজন কি? তুমি আমার নিকট সমুদায় বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়া বল; তোমার আগমনে আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, আমার মনে বিরুদ্ধভাবই উদিত হইতেছে। যে শত্রুকুল-সংহারকারী কৌশল্যা-নন্দ-বর্দ্ধন মহানুভব রামচন্দ্র, চীরচীবর ধারণ পূর্ব্বক সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অরণ্যবাসী হইয়াছেন; সত্যবাদী তোমার পিতা, স্ত্রীর বাক্যানুসারে যাঁহাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তুমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হও; সেই পরমধার্ম্মিক ক্ষমাশীল রামচন্দ্রের প্রতি কি তুমি রাজ্যলোভে স্নেহ-পরিশূন্য হইয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করিয়াছ? রাজকুমার! মহানুভব রামচন্দ্র নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ ও নির্ম্মল-হৃদয়; নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার প্রতি পাপাচরণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। রাজকুমার! দেখ, তোমার নিমিত্তই যখন তিনি পিতা-কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া অরণ্যবাসী হইয়াছেন; তখন সেই নিষ্পাপ মহাত্মার প্রতি পাপাচরণ করা তোমার কোন ক্রমেই উচিত কার্য্য হইতেছে না।

ধীমান মহর্ষি ভরদ্বাজের মুখে এইরূপ দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্ম্মল-হৃদয় ভরত অতীব দুঃখাভিভূত, বাষ্পপূরিত-লোচন ও বিবর্ণ-বদন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হায়! আমি হত হইলাম! ভগবন! আপনিও আমাকে এইরূপ ভাবে দেখিতেছেন! মহর্ষে! আমাকে এরূপ কথা বলিবেন না; আমার প্রতি এরূপ দোষাশঙ্কা করিবেন না।

আমার জননী আমার অনুপস্থানে মহারাজের নিকট যে সমুদায় কথা বলিয়াছিলেন,—যে বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা কোন ক্রমেই আমার ইষ্ট ও অভিপ্রেত নহে, আমি তাহাতে কোন রূপে পরিতুষ্টও হই নাই, এবং আমি সেই মাতৃ-বাক্য গ্রহণও করি নাই। তপোধন! আমার জননী রাজ্যলোভে অন্ধা হইয়া আমার মস্তকে অপরিহরণীয় অযশোভার নিক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু আমি কোন ক্রমেই জননীর তাদৃশ ঘৃণিত মতের অনুমোদন করি নাই, অনুবর্ত্তীও হই নাই এবং আমি পূর্ব্বে এ বিষয় কিছুমাত্র পরিজ্ঞাতও ছিলাম্ না।

মহর্ষে! হিমাংশু-সদৃশ-নির্ম্মল রাজবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কোন্ নির্ঘৃণ ব্যক্তি প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনিষ্টাচরণ করিতে পারে! আমার রাজলক্ষ্মীতে প্রয়োজন নাই,—সুখে প্রয়োজন নাই,—এই জীবনেও প্রয়োজন নাই! যদি বনবাসী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসাইতে না পারি, তাহা হইলে আমি সুখ-সৌভাগ্য ও জীবন, সমুদায়ই পরিত্যাগ করিব! তপোধন! আমি পুরুষসিংহ রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত, অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত ও তাঁহার চরণ-সেবা করিবার নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছি। মহর্ষে! আমি ঈদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়াছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; অবনিনাথ রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র সম্প্রতি কোথায় অবস্থান করিতেছেন, আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিয়া দিউন।

এইরূপ বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের প্রতি নিরতিশয় স্নেহ-নিবন্ধন মহানুভব ভরতের নয়ন-যুগল হইতে বাষ্পবারি নিপতিত হইতে লাগিল। মহর্ষি ভরদ্বাজ, কুমার ভরতকে অশ্রুক্লিন্ন-মুখ দেখিয়া স্নেহ সহকারে কহিলেন, বৎস! তুমি যে সমুদায় কথা বলিতেছ, তাহা তোমার ন্যায় মহাত্মার উপযুক্তই হইয়াছে! তোমার বাক্যে আমার বিশ্বাস হইল;—আমার হৃদয়-তাপ বিদূরিত হইল!

রাজকুমার ভরত, আকার-প্রকার দ্বারা মহর্ষিকে পরিতুষ্ট দেখিয়া নয়ন-জল মার্জ্জন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, তপোধন! যদি আমার প্রতি আপনকার বিশ্বাস থাকে, যদি আমি আপনকার দয়া ও কৃপার পাত্র হই, তাহা হইলে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গুণাভিরাম রামচন্দ্র এক্ষণে কোথায় রহিয়াছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিয়া দিউন। কুমার ভরত এইরূপ বলিয়া রামচন্দ্রের অনুসন্ধান লইতেছেন দেখিয়া, মহাতেজা মহর্ষি ভরদ্বাজের অন্তঃকরণ দয়া-প্রবণ ও প্রসন্ন হইল। তিনি হাস্য করিয়া যথারীতি সম্মান সহকারে ভরতকে কহিলেন, নরসিংহ! তুমি পরমপবিত্র রঘুবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ; তুমি যে রামচন্দ্রকে অরণ্য হইতে প্রত্যানয়ন করিবার অভিলাষ করিয়াছ, তাহা তোমার উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে। সৌম্য! আমি তোমার অনন্য-সাধারণ গুণ-সমুদায় অবগত আছি; তোমার অন্তঃকরণে যে গুরু-ভক্তি, জিতেন্দ্রিয়তা, অনুকম্পা ও ক্ষমাগুণ আছে, তাহাও আমার অবিদিত নাই; আমি

কেবল তোমার মুখে এইরূপ প্রিয় কথা প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়েই ঈদৃশ অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছিলাম। বৎস! তোমার মানসিক ভাব যে হিমাংশুর ন্যায় নির্ম্মল; তুমি যে পরম-ধার্ম্মিক, বিশুদ্ধ-চরিত ও ভ্রাতৃবৎসল; তাহা অবগত থাকিয়াও আমি তোমার কীর্ত্তি-বর্দ্ধনের নিমিত্তই তাদৃশ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। মহাবাহো! তুমি ধর্ম্মশীল ও গুরু-বৎসল; তোমার প্রিয়তম ভ্রাতা রাজীব-লোচন রামচন্দ্র যে স্থানে আছেন, বলিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মশীল রামচন্দ্র, এক্ষণে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত যে স্থানে বাস করিতেছেন, তাহা আমার অবিদিত নাই।

মহানুভব রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত রমণীয় চিত্রকূট-পর্ব্বত-সন্নিধানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন; কল্য প্রাতঃকালে তুমি সেই স্থানে গমন করিবে; অদ্য অমাত্যগণের সহিত ও সুহৃদ্গণের সহিত এই আশ্রমে অবস্থান কর; আমি তোমার ও তোমার অনুচরগণের যথাযথ অতিথি-সৎকার করিতে মানস করিয়াছি; আমার ইচ্ছা যে, তুমি আমার এই কামনা পূর্ণ কর।

বিখ্যাত-যশা, উদার-দর্শন, রাজকুমার ভরত, মহর্ষির বাক্যে সম্মত হইয়া অনুচর-বর্গের সহিত সেই স্থানে সেই রাত্রি বাস করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

শততম সর্গ।

ভরদ্বাজের আতিথ্য।

রাজকুমার ভরত, সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে যখন সেই স্থানে সেই রাত্রি অবস্থান করিতে সম্মত হইলেন; তখন মহর্ষি ভরদ্বাজ, অতিথি-সৎকার করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরবর্গকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভরত কহিলেন, মহর্ষে! অরণ্য-মধ্যে যাহা সম্ভাবিত হইতে পারে, তাদৃশ পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা আপনি আমাদের অতিথি-সৎকার করিয়াছেন; ফল-মূল ও জল দ্বারাই আমরা যথোচিত সৎকৃত হইয়াছি; পুনর্ব্বার আর আয়াসের প্রয়োজন কি?

রাজকুমার ভরতের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজ, প্রীত হৃদয়ে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার প্রতি তোমার যে সাতিশয় প্রীতি আছে, এবং তুমি যে, যে কোন রূপ অতিথি-সৎকারে পরিতুষ্ট হও, তাহা আমার অবিদিত নাই; পরন্তু আমি তোমার এই সমুদায় সৈন্যগণকে যথোপযুক্ত ভোজন করাইতে অভিলাষ করিয়াছি। রাজকুমার! এরূপ করিলে আমি যার পর নাই প্রীত হইব। বৎস! তুমি কি নিমিত্ত সৈন্যগণকে দূরে রাখিয়া আসিয়াছ? তুমি কি নিমিত্ত সৈন্যগণ ও বাহনগণ লইয়া এই আশ্রমে আগমন কর নাই?

রাজকুমার ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন! আমি আপনকার ভয়েই এস্থানে

সৈন্যগণকে আনয়ন করি নাই। তপোধন! রাজা ও রাজপুত্রগণের কর্ত্তব্য এই যে, সৈন্য-সামন্ত লইয়া তপস্বিগণের আশ্রম-পীড়া না দেন। ভগবন! আমার অনুগামী তুরঙ্গগণ, ত্রিপ্রস্রুত* মত্ত মাতঙ্গগণ ও পদাতিগণ, বহু স্থান আচ্ছন্ন করিয়া গমন করিতে থাকে; পাছে তাহারা আশ্রম-বৃক্ষ ভগ্ন করে, পবিত্র ভূমি, পানীয় ও পর্ণশালা নষ্ট করে; সেই আশঙ্কাতেই আমি সৈন্যগণকে দূরে রাখিয়া কেবল গুরুগণ সমভিব্যাহারে এখানে আগমন করিয়াছি।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি আজ্ঞা করিলেন যে, সমুদায় সৈন্যগণকে এই আশ্রমের মধ্যে আনয়ন কর। কুমার ভরত, মহর্ষির আদেশ-অনুরূপ কার্য্য করিলেন, মহর্ষিও পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর অতিথি-সৎকারাভিলাষী মহর্ষি ভরদ্বাজ, অগ্নিশালায় প্রবেশ পূর্ব্বক আচমন করিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিলেন, এবং কহিলেন, বিশ্বকর্ম্মন! আমি, রঘুনন্দন ভরতের ও তাঁহার অনুচরবর্গের যথোচিত আতিথ্য করিতে অভিলাষ করিয়াছি; তুমি অতিথি-সৎকারের উপযোগী সমুদায় দ্রব্য-সামগ্রী আয়োজন করিয়া দাও। কি পৃথিবীতে, কি অন্তরীক্ষে, যে সকল পূর্ব্ব-বাহিনী ও পশ্চিম-বাহিনী নদী আছেন, তাঁহারা সকলেই এখানে আগমন করুন। কোন কোন নদী মৈরেয়-নামক-মদ্যময়ী হইয়া, কোন কোন নদী সুধাময়ী হইয়া এবং কোন কোন নদী ইক্ষুকাণ্ড-সদৃশ-সুমধুর-শীতল-সলিল-বাহিনী হইয়া এখানে প্রবাহিত হউন। বিশ্বাবসু হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ, দেবগণ, অপ্সরোগণ ও গন্ধর্ব্বীগণকে আহ্বান করিতেছি; তাঁহারা সকলেই অদ্য এখানে আসুন। ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, বিশ্বাচী, নাগদন্তা, হেমা ও পর্ব্বত-বাসিনী সোমা প্রভৃতি যে সমস্ত দিব্য-কামিনী, দেবরাজ ইন্দ্র এবং মহাদ্যুতি ব্রহ্মার উপাসনা ও মনোরঞ্জন করেন; তাঁহারা উত্তম বেশভূষা পরিধান পূর্ব্বক তুম্বুরুর সহিত অদ্য এখানে আগমন করুন। তুমি এই স্থানে বহুবিধ-দিব্য-ফল-বিরাজিত উদ্যান প্রস্তুত কর। কুবেরের যে উপবনে নিরন্তর বসন-ভূষণরূপ পত্র ও দিব্য-রমণীরূপ রমণীয় ফল উৎপন্ন হয়, তাহাও এই স্থানে আনয়ন কর। ভগবান সোমও এই স্থানে বহুবিধ অপূর্ব্ব ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি আহার-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিউন। ভগবান সোমের প্রভাবেই বহুবিধ বিচিত্রমাল্য, নানাবিধ মাংস, সুরা প্রভৃতি নানাপ্রকার পেয় দ্রব্য, এবং উত্তম-মধু-ধারা-ক্ষরণ-পরায়ণ পাদপ সমূহও এই স্থানে ভূরি পরিমাণে আবির্ভূত হউক।

তেজোরাশি-বিভাসিত নিয়মোপেত তপঃ-প্রভাব-সম্পন্ন মহর্ষি ভরদ্বাজ, সমাধিস্থ হইয়া যথানিয়মে সুস্পষ্টাক্ষরে সমুচ্চারণ পূর্ব্বক এই সমুদায় বিশুদ্ধ বাক্য কহিলেন। পরে তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া মনে মনে এই সমুদায় ধ্যান করিতেছেন, এমত সময় দৈবকৃত সেই সমুদায় দ্রব্য-সামগ্রী সেই

* যে সকল হস্তীর- কর্ণ, চক্ষু ও নাসিকা হইতে মদ-ক্ষরণ হয়, তাহাদিগকে ত্রিপ্রস্রুত বলা যায়।

স্থানে উপস্থিত হইল। অতীব-সুখস্পর্শ চন্দন-গন্ধ-সুগন্ধি সর্ব্বজন-প্রিয় দক্ষিণানিল, মলয় ও দর্দ্দুর পর্ব্বত সেবা করিয়া সেই স্থানে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল; চতুর্দ্দিকে নিবিড় দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল; দেব-দুন্দুভি-ধ্বনি দ্বারা চতুর্দ্দিক অনুনাদিত হইয়া উঠিল; অপূর্ব্ব সদ্‌গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইল; অপ্সরোগণ আসিয়া সেই স্থানে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ বীণা বাদন পূর্ব্বক গান করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে যুগপদুদীরিত তাললয়-সম্পন্ন সেই বিবিধ সঙ্গীত-ধ্বনি, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইয়া সকল প্রাণীরই শ্রবণ-বিবর এককালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

অনন্তর এই সমুদায় শ্রোত্রসুখ শব্দ বিরত হইলে, কুমার ভরতের সৈন্যগণ বিশ্বকর্ম্মার অপূর্ব্ব সৃষ্টি দেখিতে পাইল; তাহারা দেখিল, চতুর্দ্দিকে পঞ্চযোজন পর্য্যন্ত ভূমি সমতল ও নীল-বৈদূর্য্য-সদৃশ-শাদ্বল-সমাচ্ছন্ন হইয়াছে; সেই স্থানে বিল্ববৃক্ষ, কপিত্থবৃক্ষ, পনসবৃক্ষ, বীজপূরবৃক্ষ, জম্বুবৃক্ষ, আমলকীবৃক্ষ ও আম্রবৃক্ষ, অপর্য্যাপ্ত-ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে; উত্তরকুরু হইতে সমাগত দেবোপভোগ্য চৈত্ররথ কাননও বিরাজিত হইতেছে।

তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন মহর্ষি, ভরদ্বাজের বচনানুসারে দেবতার উপভোগ্যা পবিত্রতমা স্বচ্ছ-সলিলা সরস্বতী নদীও সেই স্থানে আগমন করিলেন; এবং নানা-রস-বাহিনী অন্যান্য অসংখ্য নদীও সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সুধা-ধবলিত-চতুঃশাল গৃহ-সমূহ, হর্ম্ম্য-সমূহ, প্রাসাদ-সমূহ, তুরঙ্গশালা-সমূহ, মাতঙ্গশালা-সমূহ এবং বিবিধ বিচিত্র তোরণ-সমূহও সহসা প্রাদুর্ভূত হইল। শুভ্র-জলধর-সদৃশ, গন্ধ-সলিল-সিক্ত, সুরভি-শুক্ল-মাল্য-বিভূষিত, সুসজ্জিত-রমণীয়-তোরণ-বিরাজিত, বর্ণাশ্রম-চতুষ্টয়ের পরম-সুখ-সমাবেশ-যোগ্য, শয়ন-গৃহ ভোজন-গৃহ ও পান-গৃহ সম্পন্ন, সকল-প্রকার-দিব্য-রস-সম্পূর্ণ, সুস্বাদু-দিব্য-ভক্ষ্য-ভোজ্য-বসন-ভূষণ-সুসজ্জিত, সকল-প্রকার-মহার্হ-গৃহ-সামগ্রী-পরিপূর্ণ, সুমার্জ্জিত-নির্ম্মল-ভাজন-সমুদ্ভাসিত, সুবিন্যস্ত দিব্যাসন-সুশোভিত, অপূর্ব্ব-আস্তরণাচ্ছাদিত-শয়নাসন-সমলঙ্কৃত, পরম-রমণীয় রাজবেশ্ম ও সহসা তথায় আবির্ভূত হইয়া অদ্ভুত-পূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল।

কেকয়ীনন্দন মহাবাহু ভরত, মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুমতি-অনুসারে রত্নরাজি-বিরাজিত সেই সুরম্য রাজভবনে প্রবিষ্ট হইলেন; মন্ত্রিগণ ও পুরোহিতগণও তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাঁহারা অপূর্ব্ব অট্টালিকা ও অপূর্ব্ব গৃহ-সজ্জা সন্দর্শন করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। মহানুভব ভরত মন্ত্রিগণে ও পুরোহিতগণে পরিবৃত হইয়া তথায় অদৃষ্ট-পূর্ব্ব দিব্য রাজসিংহাসন, বালব্যজন ও ছত্র অবলোকন করিলেন। মহাত্মা ভরত রাজ-সিংহাসন দর্শনমাত্র রামচন্দ্রকে প্রণাম পূর্ব্বক বালব্যজন হস্তে লইয়া তৎসন্নিহিত মন্ত্রীর আসনে উপবেশন করিলেন। মন্ত্রিগণ ও পুরোহিতগণও যথাক্রমে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন; পশ্চাৎ সেনাপতি ও

শাসনকর্ত্তাও উভয়ে যথাস্থানে আসন-পরিগ্রহ করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি বশিষ্ঠ ও কুমার ভরত, অপূর্ব্ব-রূপ-রস-গন্ধান্বিত বস্তু দ্বারা ভরদ্বাজ-কৃত আতিথ্য স্বীকার করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজের আজ্ঞাক্রমে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে পায়স-কর্দ্দমময় নদী-সমুদায় উপস্থিত হইল; এই নদী-সমুদায়ের উভয় কূল পাণ্ডুমৃত্তিকা-বিমণ্ডিত; তীর-প্রদেশ মহর্ষির প্রভাবে নানাবিধ অপূর্ব্ব দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইল; সেই মুহূর্ত্তেই দিব্যাভরণ-ভূষিত নিরুপম-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন সহস্র সহস্র অপ্সরোগণও সেই স্থানে আগমন করিলেন; ধনপতি কুবেরও মণি-মুক্তা-সুবর্ণ-প্রবাল-পরিশোভিতা পদ্ম-কিঞ্জল্ক-সদৃশ-প্রভা-সম্পন্না তপ্ত-কাঞ্চন-প্রতিমা বিংশতিসহস্র রূপবতী দিব্য-রমণী প্রেরণ করিলেন। যাঁহারা কটাক্ষপাত করিলে পুরুষগণ উন্মত্ত-চেতা হয়, তাদৃশী ত্রিংশৎ-সহস্র রূপলাবণ্যবতী রমণী, নন্দন-বন হইতে আগমন করিলেন। নারদ, তুম্বুরু, গোপ, প্রদত্ত, সূর্য্যমণ্ডল, এই সমুদায় গন্ধর্ব্ব-রাজ আসিয়া রাজকুমার ভরতের সম্মুখে গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা, বামনা প্রভৃতি দেবসভার নর্ত্তকী-গণও মহর্ষি ভরদ্বাজের আজ্ঞাক্রমে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আসিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। চৈত্ররথ নামক উদ্যানে যে যে প্রকার দেবোপভোগ্য পুষ্পমাল্য আছে, মহর্ষি ভরদ্বাজের আজ্ঞাক্রমে সেই সমুদায়ও প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই সময় মহর্ষির আজ্ঞাক্রমে তত্রত্য বিল্ব-বৃক্ষ-সমূহ মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিল; অশ্বত্থ-বৃক্ষ-সমুদায় নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল; বিভীতক-বৃক্ষ-সমুদায় তাল প্রদান করিতে লাগিল, এবং সরল তাল তিলক তমাল প্রভৃতি বৃক্ষ-সমুদায়, কুব্জ ও বামন রূপ ধারণ করিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে সেই স্থানে উপস্থিত থাকিল। মহর্ষির আশ্রমে যে সমুদায় শিংশপা আমলকী জম্বু প্রভৃতি বৃক্ষ ও অন্যান্য লতা ছিল, তৎসমুদায়ই তৎকালে অদৃষ্টপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিল। তাহারা বলিতে লাগিল, যিনি সুরাপান করিয়া থাকেন, তিনি সুরাপান করুন; যিনি ক্ষুধার্থ হইয়া থাকেন, তিনি যত পারেন, অপূর্ব্ব মাংস, পায়স ও অন্যান্য দ্রব্য যথা-রুচি ভক্ষণ করুন।

এক এক সৈনিক পুরুষের নিকট পাঁচ ছয়টি করিয়া নিরুপম-রূপবতী যুবতী বিলাসিনী আসিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সৈনিক পুরুষকে অপূর্ব্ব নদীতীরে উপবেশন করাইয়া স্নান করাইল; কেহ কেহ বা অপূর্ব্ব বসন ভূষণ পরিধান করাইয়া দিতে লাগিল; কোন কোন রূপ-লাবণ্যবতী রুচির-লোচনা ললনা, নিকটে বসিয়া গাত্র সংবাহন করিতে আরম্ভ করিল, এবং কেহ কেহ বা পরস্পর পরস্পরকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া সেই সেব্যমান পুরুষের ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

বলবান দিব্য পরিচারকগণ সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া অশ্ব গর্দ্দভ গজ উষ্ট্র বলীবর্দ্দ

প্রভৃতি বাহনগণকে তাহাদের যথাযোগ্য খাদ্য ইক্ষু মধু লাজ প্রভৃতি ভক্ষণ করাইতে লাগিল। সেই সৈন্যগণ সকলেই তৎকালে এরূপ মত্ত ও উন্মত্ত হইয়াছিল যে, কোথায় অশ্ব আছে, অশ্বপালক তাহার অনুসন্ধান করিল না; হস্তিপালকও, কোথায় হস্তী আছে, দেখিল না। রক্ত-চন্দন-চর্চ্চিত ভরত-সৈন্যগণ এইরূপে সমুদায় ভোগ্য বস্তু দ্বারা তর্পিত ও সৎকৃত হইয়া এবং নিরুপম-রূপবতী-দিব্য-যুবতী-রমণী-সহবাসে অপহৃত-চেতা হইয়া বলিতে লাগিল, আমরা আর অযোধ্যায় প্রতিগমন করিব না, দণ্ডকারণ্যেও যাইব না; চিরকাল এই স্থানেই থাকিব। রাজকুমার ভরতের মঙ্গল হউক; রামচন্দ্রও যেখানে থাকেন, সুখে থাকুন; আমরা কদাপি এ স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র যাইব না। ভরত-সৈন্যগণের মধ্যে পদাতিগণ, অশ্বারোহিগণ, অশ্বপালগণ, মাতঙ্গারোহিগণ ও মাতঙ্গপাল-গণ তাদৃশ অননুভূতপূর্ব্ব উপচারে সৎকৃত হইয়া প্রমত্ত হৃদয়ে এইরূপ প্রলাপ বাক্য বলিতে লাগিল।

ভরত-সৈন্যগণের মধ্যে কেহ কেহ মদ-মত্ত হইয়া প্রমুদিত চিত্তে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ গান করিতে লাগিল; কেহ কেহ হাস্য-পরিহাসে প্রবৃত্ত হইল; কেহ কেহ বা দিব্য মাল্যে অলঙ্কৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল; এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রহৃষ্ট হৃদয়ে চীৎকার পূর্ব্বক বলিতে লাগিল যে, ইহাই স্বর্গ; আমরা এক্ষণে স্বর্গেই আসিয়াছি।

সৈন্যগণ উদর পূর্ণ করিয়া অমৃত-সদৃশ তাদৃশ অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব অপূর্ব্ব অন্ন ভোজন এবং তাদৃশ দিব্য ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া এতদূর পরিতৃপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাদের আর কোন বস্তুতেই ভোজন-স্পৃহা রহিল না। সৈন্য-মধ্যস্থিত প্রেষ্যগণ, অশ্ববন্ধগণ, চেটীগণ ও দাসীগণ, সকলেই অপূর্ব্ব বস্ত্রালঙ্কার পরি-ধান পূর্ব্বক বিবিধ ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত ও প্রীত হইল। তুরঙ্গ-গণ, মাতঙ্গগণ, গর্দ্দভগণ, উষ্ট্রগণ, গোগণ, অজ-গণ, মেষগণ, মৃগগণ ও পক্ষিগণও অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব বিবিধ বস্তু ভক্ষণ পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হৃদয়ে নানাপ্রকার রব করিয়া বিবিধ বিচিত্র গতি অবলম্বন পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিল।

সৈন্যগণের মধ্যে তৎকালে কোন ব্যক্তিই ক্ষুধিত, মলিন অথবা ধূলি-ধূসরিত-কেশ ছিল না; এবং যাহার পরিধেয় বসন পরিষ্কার-পরি-চ্ছন্ন নহে, এমত এক ব্যক্তিও তৎকালে দৃষ্ট হয় নাই। এই সৈন্যগণের নিকটে পায়স-কর্দ্দম-হ্রদ, কামবহা নদী ও মধুস্যন্দী বৃক্ষ-সমুদায় অবস্থান করিতেছিল। বাপী-সমুদায় মৈরেয় নামক মদ্যে পরিপূর্ণ এবং ভৃষ্ট মাংস-সমূহে, শলাকা-প্রতপ্ত ও পিঠর-পক্ক মৃগ-মাংস ময়ূর-মাংস তিত্তিরি-মাংস ছাগমাংস ও বরাহমাংস সমূহে, বিবিধ-প্রকার উত্তম উত্তম মিষ্টান্ন-সমূহে ও ফল-নির্যাস-সংসিদ্ধ সুস্বাদু পূরী*

* পূরী (একপ্রকার কচুরী); যাহার গর্ভে মাষকলাই বাটা, লবণ, আর্দ্রক, হিঙ্গু প্রভৃতি প্রদত্ত হয় ও যাহাতে ঘৃতের মর্দ্দন (ময়ান) দেওয়া যায়, তাদৃশ শুভ্র ও পরিষ্কৃত গোধূম-চূর্ণ (ময়দা) নির্ম্মিত ঘৃত-ভর্জ্জিত খাদ্য দ্রব্যের নাম পূরী। যথা—

সমূহে পরিবৃত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে পুষ্পস্তবকাবকীর্ণ সহস্র-সহস্র-হিরণ্ময়-পাত্র-পরিপূর্ণ সূক্ষ্ম শুক্ল অন্ন এবং মধুপূর্ণ ও দধি-পূর্ণ সুসংস্কৃত কলসী কুম্ভ ও স্থালী সমূহ সকলের নয়ন-মন হরণ করিতেছিল। কোথাও বা দধি-সমান-গন্ধি ও কপিত্থের ন্যায় সুগন্ধি যৌবনস্থ* তক্রের হ্রদ, কোথাও বা রসাল† হ্রদ, কোথাও বা সুনির্ম্মল দধির হ্রদ, কোথাও বা পায়স-হ্রদ এবং কোথাও বা শর্করা-রাশি সমূহ অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছিল।

সৈন্যগণ দেখিল, নদী-সমুদায়ের প্রত্যেক তীর্থে কোথাও আমলক প্রভৃতি মলাপনোদন দ্রব্য, কোথাও সুগন্ধিচূর্ণ, কোথাও বহুবিধ-পাত্রস্থিত বিবিধ স্নান-দ্রব্য, কোথাও সমুদ্গ (কৌটা) স্থিত সুগন্ধি-চন্দন-রস এবং কোথাও বা নির্ম্মল কূর্চ্চিতাগ্র দন্তধাবন-কাষ্ঠ-সমূহ ভূরি পরিমাণে সুবিন্যস্ত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে সুনির্ম্মল দর্পণ-সমূহ, বিবিধ প্রকার অপূর্ব্ব মাল্য-সমূহ, নানাবিধ অপূর্ব্ব বস্ত্র-সমূহ, কাষ্ঠ-পাদুকা-যুগল-সমূহ এবং চর্ম্ম-পাদুকা-যুগল-সমূহও অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। কোথাও বা অঞ্জন-সমূহ, কোথাও বা কঙ্কতিকা (চিরুণী) সমূহ, কোথাও বা কূর্চ্চ (দাড়ি পরিষ্কার করিবার ব্রুশ) সমূহ, কোথাও বা বহুবিধ ছত্র-সমূহ, কোথাও বা বহুবিধ বর্ম্ম-সমূহ, কোথাও বা বিবিধ বিচিত্র শয্যা-সমূহ এবং কোথাও বা বিবিধ বিচিত্র আসন-সমূহ, সুসংস্থাপিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে প্রতিপান*পূর্ণ হ্রদ, এবং কোথাও বা গর্দ্দভ উষ্ট্র তুরঙ্গ ও মাতঙ্গ সমূহের সুখাবতরণযোগ্য সুতীর্থ কমলোৎপল-বিভূষিত হ্রদসমূহ শোভা বিস্তার করিতেছে। সর্ব্বত্রই পশুগণের ভক্ষণার্থ এত অধিক পরিমাণে নীল-বৈদূর্য্য-সদৃশ-নীলবর্ণ মৃদু ঘাস-সমূহ সঞ্চিত রহিয়াছে যে, কেহই তাহার অন্ত দেখিতে পাইতেছে না।

ভরত-সৈন্যগণ সকলেই, স্বপ্ন-সদৃশ, অদ্ভুত, মহর্ষি-ভরদ্বাজ-কৃত, তাদৃশ অতিথি-সৎকার সন্দর্শন করিয়া যার পর নাই বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইল।

এইরূপে ভরত-সৈন্যগণ, নন্দন-বনে দেবগণের ন্যায়, মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে আহার-বিহার ও আমোদ-প্রমোদ করিতেছে, এমত সময় রজনী প্রভাতোন্মুখী হইল। গন্ধর্ব্বগণ, বরাঙ্গনাগণ ও নদীগণও সকলে মহর্ষি ভর-

---

"গোধূমশালিচয়চূর্ণসুধাকরাভা মাষপ্রকাররলবণার্দ্রকহিঙ্গুগর্ভা।
হৈয়ঙ্গবীনঘৃতমর্দ্দনকোমলাঙ্গী পূরী মুখে বিশতু পুণ্যবতাং জনানাম্॥"

মূলে "ফল-নির্য্যাস-সংসিদ্ধ" শব্দ থাকাতে, বোধ হয়, পূরীর ময়দা, জলের পরিবর্ত্তে দ্রাক্ষা প্রভৃতি ফলের রস দ্বারা পরিমর্দ্দিত ও সংসিদ্ধ হইয়া থাকিবে।

কোন কোন মতে 'ফল-নির্য্যাস-সংসিদ্ধ পূর' শব্দে নানাবিধ ফল-নির্য্যাস-নিষ্পন্ন একপ্রকার পানীয়-বিশেষ।

* মন্থনের পর এক-প্রহর-স্থিত সুপক্ব সুগন্ধি তক্রকে যৌবনস্থ তক্র বলা যায়।

† শুঠী, মরিচ, পিপ্পলী, ত্রিগন্ধ, এলাচ, দারুচিনি, তেজপত্র, গুড়, আর্দ্রক ও জীরক দ্বারা প্রস্তুতীকৃত অপক্ব তক্রকে রসাল কহে। আর দ্রাক্ষা-রসও রসাল শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

* ভুক্ত বস্তু পরিপাকের নিমিত্ত ভোজনান্তে যে দ্রব্য পান করা যায়, তাহার নাম প্রতিপান। এক্ষণে এই প্রতিপানের পরিবর্ত্তে অনেকে সোডাওয়াটার লেমনেড প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

দ্বাজের অনুমতি লইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিল।

এদিকে সৈন্যগণ, পূর্ব্বের ন্যায় দিব্য অগুরু-চন্দনে চর্চ্চিত ও উৎকট-মদোন্মত্ত থাকিল; তাহাদের তাদৃশ বিমর্দ্দিত দিব্য মাল্য-সমূহও পূর্ব্বের ন্যায় স্থানে স্থানে বিকীর্ণ রহিল; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় অপূর্ব্ব অট্টালিকা অপূর্ব্ব কামিনী, অপূর্ব্ব ভোগ্যবস্তু ও অপূর্ব্ব নদী, আর কিছুই দৃষ্ট হইল না।

একাধিকশততম সর্গ।

মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট ভরতের বিদায় গ্রহণ।

অনন্তর রাজকুমার ভরত, অনুচর-বর্গে পরিবৃত হইয়া সেই রাত্রি সেই স্থানে আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাতঃকালে মহর্ষির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলেন। হুতাগ্নিহোত্র মহর্ষি ভরদ্বাজ, পুরুষ-সিংহ ভরতকে কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়-মান দেখিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! গত রজনীতে তোমার ত কোন কষ্ট হয় নাই? এই রাত্রি ত তুমি সুখে যাপন করিয়াছ? তোমার সমুদায় অনুচর-বর্গ ত অতিথি-সৎকারে পরিতৃপ্ত হইয়াছে? এইরূপ প্রশ্ন করিতে করিতে মহর্ষি ভরদ্বাজ আশ্রমাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিলেন।

মহানুভব ভরত, আশ্রমাভ্যন্তর হইতে বহির্গত মহাতেজা মহর্ষিকে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন! আমি, আমার মন্ত্রিগণ, আমার সৈন্যগণ, আমার বাহনগণ, আমরা সকলেই পরম সুখে রাত্রি যাপন করিয়াছি;—আপনকার কৃত অতিথি-সৎকারে এবং বহুবিধ অভূতপূর্ব্ব ভোগ্য-বস্তু-ভোগে যার পর নাই পরিতৃপ্তও হইয়াছি। আমাদের সকলেরই শ্রম, ক্লম ও সন্তাপ বিদূরিত হইয়াছে। অপরিমিত অপূর্ব্ব ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি ভোগ্য সামগ্রী সকল উপস্থিত হইয়াছিল; আমি এবং আমার অনুচরবর্গ আমরা সকলেই সম্মানাতিশয় সহকারে পরম সুখে নিশা যাপন করিয়াছি।

ভগবন! এক্ষণে আপনকার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছি; আপনি কৃপা করিয়া অনুমতি প্রদান করুন, আমি ভ্রাতা রাম-চন্দ্রের নিকট গমন করিব; আপনি প্রসন্ন ভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ভগবন! পরম-ধার্ম্মিক মহাত্মা রামচন্দ্রের আশ্রমে গমন করিতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হয়, আমাকে উপদেশ দিউন। ধর্ম্মাত্মা আর্য্য রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, সেই আশ্রম কোন্ স্থানে রহিয়াছে? এস্থান হইতে তাহা কত যোজন দূর হইবে? অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিয়া দিউন।

মহানুভব ভরত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ধীমান মহর্ষি কহিলেন, বৎস! এই স্থান হইতে দশ ক্রোশ দূরে সুন্দর-কন্দর-সুশো-ভিত রমণীয়-নির্ঝর-সমলঙ্কৃত চিত্রকূট নামক পর্ব্বত রহিয়াছে। ঐ পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে কুসুমিত-কানন-পরিশোভিত বিবিধ-বিহঙ্গম-

নিনাদ-বিনিনাদিত মন্দাকিনী নদী বিরাজমান রহিয়াছে। তুমি ঐ মন্দাকিনী নদী ও চিত্রকূট পর্ব্বতের মধ্য স্থানে মহানুভব রামচন্দ্রের সুনিভৃত পর্ণ-কুটীর দেখিতে পাইবে। আমি শুনিয়াছি, মহানুভব রামচন্দ্র সেই স্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া ভ্রাতৃ-বৎসল লক্ষ্মণ ও পতি-পরায়ণা সীতার সহিত একান্তে বাস করিতেছেন। রঘুনন্দন! যমুনার দক্ষিণ তীর দিয়া যে পথ গিয়াছে, তুমি সেই পথ অবলম্বন পূর্ব্বক, পশ্চাৎ দক্ষিণ-মুখগামী শাখা-পথ অবলম্বন করিয়া তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-সমাকীর্ণ চতুরঙ্গ বলের সহিত দক্ষিণ দিকে গমন করিবে।

রামচন্দ্রের নিকট গমনের উদ্যোগ হইতেছে শুনিয়া, রাজরাজ দশরথের মহিষীগণ স্ব স্ব যান হইতে বহির্গত হইয়া, অভিবাদন করিবার নিমিত্ত সম্মানার্হ মহর্ষি ভরদ্বাজের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। কৃশ-শরীরা দীনা দেবী কৌশল্যা, কম্পিত কলেবরে দেবী সুমিত্রার সহিত সমবেত হইয়া মহর্ষির চরণ-দ্বয় ধারণ করিলেন। অসম্পূর্ণ-মনোরথা সর্ব্ব-লোক-বিনিন্দিতা সর্ব্ব-তিরস্কৃতা কৈকেয়ীও লজ্জাবনত মুখে মহর্ষির চরণ-দ্বয় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ভগবান মহর্ষিকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া উৎসুক চিত্তে দীনভাবে কুমার ভরতের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ব্রতপরায়ণ মহর্ষি ভরদ্বাজ, রাজকুমার ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বৎস! আমি তোমার এই তিন মাতার বিশেষ পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।

বচন-বিন্যাস-সুনিপুণ ভরত, ধীমান ভরদ্বাজের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, ভগবন! এই আপনকার সম্মুখে দণ্ডায়মানা, শোক-তাপোপহত-চেতনা, বাষ্পপূর্ণ-নয়না, অনশনে অতীব কৃশা, যে সাধ্বী দেবীকে দেবতার ন্যায় বিশুদ্ধভাবা দেখিতেছেন, ইনিই দেবী কৌশল্যা। অদিতি যেমন দেবরাজকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইনিই সেই সিংহ-বিক্রান্তগামী পুরুষ-সিংহ রামচন্দ্রকে প্রসব করিয়াছেন।

যিনি, বনমধ্যস্থ শীর্ণ-পর্ণা কর্ণিকার-শাখার ন্যায়, দেবী কৌশল্যার বামবাহু আলিঙ্গন পূর্ব্বক দুর্ম্মনায়মানা হইয়া উদ্বিগ্ন হৃদয়ে অপ্রহৃষ্ট মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ইহাঁর নাম সুমিত্রা; ইনি আমার মধ্যম-মাতা। অবিতথ-পরাক্রম দেবরূপী মহাবীর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই দেবীর গর্ভেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন; ইনিই সেই ভ্রাতৃ-বৎসল মহানুভব লক্ষ্মণের জননী।

যাঁহার নিমিত্ত পুরুষসিংহ রাজকুমার রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসী হইয়াছেন, যাঁহার নিমিত্ত মহারাজ পুত্র-বিরহিত হইয়া পুত্রশোকে স্বর্গে গমন করিয়াছেন, সেই সৌভাগ্য-মানিনী, গর্ব্বিত-স্বভাবা, পণ্ডিতম্মন্যা, ক্রোধনপ্রকৃতি, অকৃতজ্ঞা, রাজ্য-লুব্ধা, পতিঘাতিনী, অনার্য্যা কৈকেয়ী, এই আপনকার সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন; এই নৃশংসা কুল-পাংশনা পাপনিশ্চয়া কৈকেয়ীই আমার জননী। এই নৃশংসা পাপীয়সীই সমুদায় অনর্থাপাতের মূল; ইহাঁ হইতেই

এতদূর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে! ক্রোধ-লোহিত-লোচন নরশার্দ্দূল রাজকুমার ভরত বাষ্প-গদ্গদ বচনে এইরূপ বাক্য বলিয়া ক্রোধাভিভূত আরণ্য গজের ন্যায় দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

রাজকুমার ভরতের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবুদ্ধি মহর্ষি ভরদ্বাজ, যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! দেবী কৈকেয়ীর দোষ গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। রামচন্দ্র যে বনবাসী হইয়াছেন, চরমে তাহার শুভফলই হইবে; রামচন্দ্রের বনবাসে দেব দানব ও তপঃ-পরায়ণ মহর্ষিগণের মঙ্গলই হইবে।

অনন্তর মহানুভব ভরত, সেই পরমসিদ্ধ মহর্ষিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া সৈন্যগণকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। সৈনিক পুরুষগণ, আদেশ-প্রাপ্তি-মাত্র, দিব্য হিরণ্ময়-বিভূষণ-বিভূষিত তুরঙ্গ মাতঙ্গ প্রভৃতি সুসজ্জিত করিয়া রামচন্দ্রের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিবার অভিপ্রায়ে তদুপরি আরোহণ করিলেন। করিণী ও মদমত্ত মাতঙ্গগণ হেম কক্ষ্যা ও পতাকায় অলঙ্কৃত হইয়া সৌদামিনী-বিমণ্ডিত বর্ষাকালীন বলাহকের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে প্রস্থান করিল। কেহ কেহ লঘু যানে, কেহ কেহ মহামূল্য বৃহৎ যানে, কেহ কেহ অন্যান্য বিবিধ বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে আরম্ভ করিল; পদাতিগণ পাদচারেই গমন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র-দর্শনাভিলাষিণী কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষী সকল অত্যুৎকৃষ্ট অপূর্ব্ব যানে আরোহণ পূর্ব্বক প্রমুদিত হৃদয়ে গমন করিতে লাগিলেন। ধীমান ভরতও উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক বালার্ক-সদৃশ-কান্তিমতী সুগঠিতা শুভলক্ষণা শিবিকা আরোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। সারথি সুমন্ত্রও পতাকামালা-সুশোভিত নানালঙ্কারালঙ্কৃত সুসজ্জিত অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া ভরতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

গজ-বাজি-সমাকুল সেনাগণ, এইরূপে যখন রামচন্দ্রের আশ্রমোদ্দেশে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল; তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন দক্ষিণদিকে মহামেঘ-সমূহ সমুত্থিত হইয়াছে। ক্রমে সেনাগণ, কুরঙ্গ-বিহঙ্গ-সঙ্ঘ-পরিশোভিত প্রয়াগবন অতিক্রম পূর্ব্বক বিবিধ-জলজন্তু-সমাকুল অগাধ যমুনা নদী পার হইল।

এইরূপে প্রহৃষ্ট-মত্ত-মাতঙ্গ-তুরঙ্গ-যোধ-সঙ্কুলা ভরত-সেনা, মৃগপক্ষি-সমূহকে বিত্রাসিত করিয়া মহারণ্যে প্রবেশ করিবার সময় অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

রামাশ্রম-দর্শন।

রাজকুমার ভরতের ধ্বজ-পতাকা-সুশোভিত সুবিস্তীর্ণ সৈন্য যখন দণ্ডকারণ্যের পরিসরে প্রবিষ্ট হইল, তখন যূথপতিগণ ভয়াকুলিত ও প্রপীড়িত হইয়া স্ব স্ব যূথের সহিত

চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সেনাগণ দেখিল, ঋক্ষগণ, পৃষত নামক মৃগগণ ও রুরু-মৃগগণ চীৎকার করিতে করিতে বনরাজির অন্তরালে, পর্ব্বত-গুহায় ও নদী-গর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছে। সিংহনাদ-কারী মহাবীর্য্য চতুরঙ্গ সেনায় পরিবৃত মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা ধীমান দশরথ-তনয় ভরত, ভ্রাতৃ-দর্শন-লালসায় প্রীত হৃদয়ে গমন করিতে করিতে মৃগব্যাল-সমাকুল সেই দণ্ডকারণ্য নামক মহাবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

বর্ষাকালে জলধর-পটল যেরূপ আকাশমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করে, সাগর-সদৃশ সুবিস্তীর্ণ ভরত-সৈন্যগণও সেইরূপ দণ্ডকারণ্য-ভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মহীধর-সদৃশ বারণগণ এবং তুরঙ্গগণ গমন করাতে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই প্রদেশের ভূমিতল লক্ষিত হইল না।

অবিশ্রান্ত-গতি অবিশ্রান্ত-বাহন ধীমান রাজকুমার ভরত, এইরূপে বহুদূর গমন করিয়া শিষ্টসম্মত শত্রুঘ্নকে কহিলেন, ভ্রাত! মহর্ষি ভরদ্বাজ যেরূপ বলিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমার যেরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং এই স্থানের যেরূপ আকার-প্রকার লক্ষিত হইতেছে; তাহাতে বোধ হয়, আমরা নিশ্চয়ই সেই গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়াছি; ঐ দেখ, সম্মুখে চিত্রকূট পর্ব্বত; এই দেখ, মন্দাকিনী নদী; ঐ দেখ, দূর হইতে নীল-নীরদ-সদৃশ মহাবন শোভমান হইতেছে।

সম্প্রতি মহীধর-সদৃশ মদীয় মত্ত-মাতঙ্গগণ চিত্রকূট পর্ব্বতের রমণীয় গুহা-সমুদায় বিমর্দ্দিত করিতেছে। গ্রীষ্মাবসানে নীল সজল জলধরগণ যেরূপ জল বর্ষণ করে, মহীধরস্থিত মহীরুহগণও সেইরূপ বিচিত্র পুষ্প-বৃষ্টি করিতেছে। ঐ দেখ, ঐ সমুদায় মৃগগণ দ্রুততর বেগে ধাবমান হইয়া শরৎকালে বায়ু-পরিচালিত নভোমণ্ডলস্থ মেঘ-রাজির ন্যায় অদৃষ্ট-পূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে।

শত্রুঘ্ন! কিন্নর-নিষেবিত এই সমুদায় পর্ব্বত-প্রদেশে দৃষ্টিপাত কর; মহাসমুদ্র যেমন মকর-সমূহে সমাকীর্ণ থাকে, সেইরূপ এই স্থান মদীয় তুরঙ্গ-সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। দাক্ষিণাত্য যোধ-পুরুষেরা যেরূপ শিরোভূষণের নিমিত্ত কুসুমাকীর্ণ মেঘ-সদৃশ ফলক মস্তকে ধারণ করে, সেইরূপ এই পর্ব্বত-শিখরস্থ পাদপসমূহ মস্তকে সুরভি কুসুমের অলঙ্কার ধারণ করিয়াছে। ভ্রাত! পূর্ব্বে এই অরণ্য শব্দ-রহিত ও ঘোর-দর্শন ছিল; এক্ষণে ইহা অযোধ্যাপুরীর ন্যায় জন-সমাকীর্ণ দৃষ্ট হইতেছে।

বৎস! অশ্বগণের খুরাঘাতে সমুড্ডীন ধূলিপটল নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে; কিন্তু দ্রুতবেগে ধাবমান পবমানও, আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্তই যেন সেই ধূলিপটল আবার তৎক্ষণাৎ সুদূরে অপসারিত করিয়া দিতেছে। শত্রুঘ্ন! দেখ, এই অরণ্য-মধ্যে সুশিক্ষিত সারথি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত তুরঙ্গযুক্ত রথ-সমূহ কেমন শীঘ্র বেগে গমন করিতেছে! ঐ দেখ, প্রিয়-দর্শন ময়ূরগণ রথ-শব্দে ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে; এদিকে দেখ, কুসুম-চিত্রিতের ন্যায় মনোজ্ঞরূপ পৃষত মৃগসকল মৃগী-

গণের সহিত পক্ষিগণের আবাস-স্থান পর্ব্বত আশ্রয় করিতেছে।

বৎস! এই স্থান অতিমাত্র মনোহর; ইহা স্বর্গপথ-সদৃশ সুরম্য; আমার প্রতীতি হইতেছে, তাপসগণ এই স্থানে অবশ্যই বাস করিয়া থাকেন; সৈন্যগণ এই স্থানে সতর্কভাবে গমন করুক; সমুদায় বন অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হউক; যাহাতে মহানুভব রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাই, তাহার উপায় করুক।

বীরপুরুষগণ, রাজকুমার ভরতের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র শস্ত্রপাণি হইয়া সেই বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল; তাহারা দেখিতে পাইল, এক স্থানে ধূম উদ্গত হইতেছে। তাহারা ধূমাগ্র দর্শন করিবামাত্র কুমার ভরতের নিকট আসিয়া কহিল, রাজকুমার! এই অরণ্যমধ্যে মনুষ্যের সমাগম নাই, পরন্তু এক স্থানে ধূম দৃষ্ট হইতেছে; মনুষ্য-রহিত স্থানে কখনই অগ্নি থাকে না; আমরা অনুমান করি, মহাবল পুরুষসিংহ কুমার রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, এই স্থানেই আছেন; যদি একান্তই তাঁহারা না থাকেন, অন্যান্য বনচারী তাপসগণও এই স্থানে থাকিতে পারেন।

শত্রু-সংহারক মহানুভব ভরত, সৈন্যগণের মুখে তাদৃশ যুক্তিযুক্ত সজ্জন-সম্মত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তোমরা সাবধান হইয়া এই স্থানেই অবস্থান কর; এ স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিও না; আমি একাকীই সুমন্ত্র ও ধৃষ্টির সহিত গমন করিব। পরন্তপ মহাত্মা ভরত, সৈন্যগণের প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া, যে স্থানে ধূম-শিখা লক্ষিত হইতেছে, সেই স্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন।

ভরত-সেনাগণও এইরূপে সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ধূম নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; যখন তাহাদের প্রতীতি হইল যে, অল্পকালমধ্যেই প্রকৃতি-বৎসল রামচন্দ্রের সহিত সমাগম হইবে, তখন তাহাদের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

চিত্রকূট-বর্ণন।

গিরি-সন্দর্শন-লোলুপ সুরসঙ্কাশ দাশরথি রামচন্দ্র, বহুদিন অবধি চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন। একদা তিনি বৈদেহীর হৃদয় প্রফুল্ল করিবার নিমিত্ত ও তাঁহার প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত এবং আপনার চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত তাঁহাকে বিচিত্র চিত্রকূট-পর্ব্বত দেখাইতে লাগিলেন, এবং দেবরাজ পুরন্দর যেমন শচীকে বলেন, সেইরূপ প্রীতি-পূর্ণ বচনে কহিলেন, বৈদেহি! এই রমণীয় চিত্রকূট পর্ব্বত দর্শন করিয়া আমার হৃদয় এরূপ প্রীত ও প্রফুল্ল হইয়াছে যে, রাজ্যভ্রংস ও বন্ধু-বিয়োগ আমার অন্তঃকরণ কাতর করিতে পারিতেছে না। জানকি! এই দেখ, অভ্রংলিহ-শিখর-সুশোভিত বিবিধ-ধাতু-রঞ্জিত নানাবিধ-বিহঙ্গম-সমাকুল চিত্রকূট-পর্ব্বত কেমন শোভা বিস্তার করিতেছে!

বিদেহরাজ-নন্দিনি! ঐ দেখ, বিবিধ-ধাতু-রঞ্জিত পর্ব্বত-সানু-সমুদায়ের মধ্যে কতকগুলি সানু রজত-সদৃশ-শুভ্রবর্ণ, কতকগুলি রক্ত-সদৃশ-রক্তবর্ণ, কতকগুলি পীতবর্ণ, কতকগুলি মঞ্জিষ্ঠা-সদৃশ-বর্ণ, কতকগুলি মরকত-সদৃশ-বর্ণ, কতকগুলি নবীন-শস্প-সদৃশ-বর্ণ, কতকগুলি স্ফটিক-সদৃশ-বর্ণ, কতকগুলি বালার্ক-সদৃশ-বর্ণ, কতকগুলি কেতকী-সদৃশ-বর্ণ, কতকগুলি নক্ষত্র-সদৃশ-বর্ণ ও কতকগুলি পারদ-সদৃশ-বর্ণ। ঐ দেখ, পর্ব্বতের উপরি শাখামৃগগণ, ভীষণ মহা-ব্যাঘ্রগণ ও তরক্ষুগণ বিচরণ করিতেছে। আম্র, জম্বু, পিয়াল, লোধ, অসন, পনস, খদির, অঙ্কোল, অর্জ্জুন, ভব্য (চাল্‌তা) বিল্ব, তিন্দুক, বেণু, গাম্ভারী, নিম্ব, তমাল, মধুক, তিলক, বদরী, আমলকী, কদম্ব, বেত্র, চন্দন, দাড়িম্ব প্রভৃতি মনোহর বৃক্ষ-সমুদায় ফলপুষ্পে বিভূষিত হইয়া এই পর্ব্বতের উপরিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। প্রিয়ে! দেখ, এই পর্ব্বত এই মহীরুহ-সমূহে সমাকীর্ণ হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে!

প্রিয়ে! এই দেখ, ঐ রমণীয় শৈলপ্রস্থে দেবরূপী অপূর্ব্ব কিন্নরমিথুন-সকল কেমন বিহার করিতেছে! ঐ দেখ, বিদ্যাধরীদিগের ক্রীড়া-প্রদেশ কেমন মনোহর! উহাদিগের উত্তম. উত্তম বস্ত্র-সমুদায় বৃক্ষ-শাখায় লম্বমান রহিয়াছে; বিদ্যাধরগণের খড়্গ-সমুদায়ও ঐ বৃক্ষ-শাখায় ঝুলিতেছে। ঐ দেখ, কোথাও উচ্চস্থান হইতে জলপ্রপাতে ভূতল বিদীর্ণ করিয়া সলিল-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে; কোথাও বা সামান্য জলপ্রপাত শোভা পাইতেছে; ঈদৃশ-শৈল-দর্শনে বোধ হইতেছে, যেন মদস্রাবী মত্ত গজরাজ বিরাজমান রহিয়াছে।

সীতে! গন্ধবহ, এই পর্ব্বতের গুহা-সমুদায় হইতে নানা-পুষ্পের সুরভি গন্ধ বহন পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতেছে; ঈদৃশ অবস্থায় কোন্ ব্যক্তির না আনন্দোদয় হয়! অনিন্দিতে! যদি তোমার সহিত ও লক্ষ্মণের সহিত আমি এস্থানে বহুবৎসরও বাস করি, তথাপি শোকাগ্নি আমাকে দগ্ধ করিতে পারিবে না! ভাবিনি! নানা-পুষ্প-ফল-সুশোভিত নানা-দ্বিজরাজ-বিরাজিত বিচিত্রশিখর এই পর্ব্বতেই আমি নিরন্তর বাস করিতে কামনা করি। প্রিয়তমে! আমি এই বনবাস দ্বারা পিতার নিকট অনৃণী হইলাম, ভরতেরও প্রিয় কার্য্য করিলাম; বনবাসে আমার এই দুইটি মহৎ ফল লাভ হইল। এই স্থানে থাকিয়া আমি পূর্ণ-মনোরথ হইয়াছি।

বৈদেহি! তুমি কি এই চিত্রকূট-পর্ব্বতে আমার সহিত বিহার পূর্ব্বক কায়-মনোবাক্যের অনুকূল বিবিধ বিষয় সন্দর্শন করিয়া প্রীত হইতেছ না? সীতে! বনবাসাবলম্বী আমার পূর্ব্বপুরুষ প্রভৃতি কত কত রাজর্ষিগণ, এই স্থানেই অবস্থান পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এই দেখ, নীল পীত লোহিত শ্বেত প্রভৃতি বহুবর্ণ বহুবিধ শতশত শিলাখণ্ড শৈলের উপরি কেমন নিরুপম শোভা বিস্তার করিতেছে! ঐ দেখ, নিজ প্রভায় দেদীপ্যমান বিচিত্র ওষধি সকল পর্ব্বতের উপরি হুতাশন-

শিখার ন্যায় শোভমান হইতেছে! ভাবিনি! এই পর্ব্বতের কোন কোন প্রদেশ গৃহের ন্যায়, কোন কোন প্রদেশ উদ্যানের ন্যায় এবং কোন কোন প্রদেশ একখণ্ড শিলার ন্যায় শোভা পাইতেছে! এই চিত্রকূট পর্ব্বত গগন ভেদ করিয়াই যেন উত্থিত হইয়াছে। ইহার শিখর-প্রদেশে গুহ্যকগণ ক্রীড়া করিয়া থাকে। প্রিয়ে! ঐ দেখ, কুষ্ঠ (কুড়) পুন্নাগ বকুল ও ভূর্জপত্র পরিশোভিত কমল-দলাস্তরণ-যুক্ত কামিজন-সম্ভোগস্থান-সকল কেমন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে! প্রিয়ে! ঐ দেখ, ঐ স্থানে কামিজন-কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত ও পরিত্যক্ত কমল-মালা ও বিবিধ ফল সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে। অধিক কি বলিব, বহুফল-মূল-জল-সম্পন্ন এই চিত্রকূট-পর্ব্বত কুবের-পুরী, ইন্দ্রপুরী ও উত্তরকুরু পরাজয় করিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে।

জনকনন্দিনি! আমি সজ্জনাবলম্বিত পথে অবস্থান পূর্ব্বক নিয়ম অবলম্বন করিয়া যদি তোমার সহিত ও লক্ষ্মণের সহিত চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত এই স্থানে বিহার করিতে পারি, তাহা হইলে আমার আনন্দ ও কুল-ধর্ম্ম বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

চতুরধিক-শততম সর্গ।

মন্দাকিনী-বর্ণনা।

অনন্তর কোশলাধিপতি রাজীব-লোচন রামচন্দ্র, চিত্রকূট হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া চারু-চন্দ্রমুখী বরারোহা জনকরাজ-তনয়া সীতাকে মন্দাকিনী নদী দেখাইতে লাগিলেন এবং কহিলেন, বিদেহরাজ-তনয়ে! বিচিত্র-পুলিন-সুশোভিত হংস-সারস-সেবিত কুমুদোৎপল-সমাচ্ছন্ন এই মন্দাকিনী নদী অবলোকন কর। ইহা তীর-জাত ফল-পুষ্প-সুশোভিত বহুবিধ-বৃক্ষসমূহে আবৃতা হইয়া কুবেরের নলিনীর* ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। ঐ দেখ, ইহার তীর্থ সকল কি মনোহর! যদিও মৃগযূথ আসিয়া জলপান করাতে ঐ তীর্থের জল সম্প্রতি কলুষিত হইয়াছে; তথাপি ইহার রমণীয়তা দর্শনে আমার অন্তঃকরণ নিরতিশয় প্রীত ও প্রফুল্ল হইতেছে। এই সমুদায় জটা-চীর-ধারী সিদ্ধগণ ও বল্কলাজিন-ধারী ঋষিগণ, যথাসময়ে এই মন্দাকিনী নদীতে অবগাহন করিয়া থাকেন।

বিশালাক্ষি! ঐ দেখ; এই সমুদায় ব্রত-পরায়ণ মুনিগণ যথানিয়মে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যোপাসনা করিতেছেন। এই দেখ, এই সমুদায় বৃক্ষের অগ্রভাগ বায়ুবলে কম্পিত হইতেছে; বোধ হইতেছে, যেন ইহারা নৃত্য করিতে করিতে মহীতলে পুষ্পবর্ষণ করিতেছে। অমল-লোচনে! ঐ দেখ, মন্দাকিনী নদীর উপরি কুসুম-সমূহ নিপতিত হইয়া বায়ু-সহকারে পরিচালিত ও প্লবমান হইতেছে। কমললোচনে! ঐ দেখ, মন্দাকিনী নদীর কোন কোন স্থানের সলিল, মণির ন্যায় সুনির্ম্মল; কোন কোন স্থানে বিস্তীর্ণ পুলিন শোভমান হইতেছে; এবং কোন কোন স্থান বা সিদ্ধজনগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ঐ দেখ,

* সৌগন্ধিকা নাম্নী দীর্ঘিকা।

মধুরভাষী চক্রবাক-পক্ষিগণ, শ্রবণ-মনোহর রব করিতে করিতে সুবিস্তীর্ণ পুলিনে আরোহণ করিতেছে। প্রিয়তমে! এই চিত্রকূট পর্ব্বত ও এই মন্দাকিনী নদী সন্দর্শন করিয়া এবং তোমার সহবাসে তোমার মুখচন্দ্র নিরন্তর অবলোকন করিয়া আমি অযোধ্যাবাসও সমধিক প্রীতিকর মনে করিতেছি না।

জানকি! আইস, তপঃ-পরায়ণ, শম-দম-সম্পন্ন, হুত-হুতাশন-সদৃশ-তেজঃপ্রভাব-সমুদ্ভাসিত, বিধূত-কল্মষ মুনিগণ ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক বিক্ষোভিত-সলিলা এই মন্দাকিনী নদীতে তুমি আমার সহিত অবগাহন কর। সীতে! প্রসন্ন-সলিল-বাহিনী তরঙ্গাঙ্গদ-ভূষণ-ভূষিতা এই মন্দাকিনী নদী তোমার সখীর ন্যায়; তুমি ইহাতে প্রীত হৃদয়ে অবগাহন কর। প্রণয়িনি! তুমি এই অরণ্য-স্থিত শ্বাপদগণকে পৌরজনগণের ন্যায়, এই চিত্রকূট পর্ব্বতকে অযোধ্যাপুরীর ন্যায় এবং এই মন্দাকিনী নদীকে সরযূর ন্যায় বিবেচনা কর।

প্রিয়ে! ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ আমার নিদেশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে; তুমিও সর্ব্বদাই আমার প্রতি অনুকূলা; ইহা অপেক্ষা আমার আর সমধিক আনন্দের বিষয় কি আছে! ভাবিনি! তুমি কর-কমল দ্বারা প্রফুল্ল কমল ও প্রসন্ন সলিল উপভোগ পূর্ব্বক সচ্ছন্দে এই সরিদ্বরা মন্দাকিনী নদীতে অবগাহন কর। প্রণয়িনি! আমি এই নদীতে ত্রিসন্ধ্যা স্নান পূর্ব্বক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ফলমূল ভক্ষণ করিতেছি; এক্ষণে আমি অযোধ্যা কামনা করি না, রাজ্যেও স্পৃহা রাখি না।

গজ সিংহ ও বানর সমূহ কর্ত্তৃক নিপীত-সলিলা, মৃগযূথ-বিলোড়িতা, কুসুমিত-তীর-রুহ-মহীরুহ-সমলঙ্কৃতা এই মন্দাকিনী নদী সন্দর্শন করিয়া যাহার শ্রান্তি দূর না হয়, যাহার অন্তঃকরণ প্রফুল্ল না হয়, এমত ব্যক্তিই পৃথিবীতে নাই।

প্রিয়া-সহচর রঘুকুল-তিলক মহানুভব রামচন্দ্র মন্দাকিনী-নদী-বিষয়ে এইরূপ বহুবিধ শোভন বাক্য বলিতে বলিতে নয়নাঞ্জন-সদৃশ-সুনীল-বর্ণ রমণীয় চিত্রকূট পর্ব্বতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাধিক-শততম সর্গ।

ইষীকাস্ত্র-বিসর্জ্জন।

গুণাভিরাম রামচন্দ্র, বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতাকে সুরম্য মন্দাকিনী নদী ও সুদর্শন চিত্রকূট পর্ব্বত দর্শন করাইয়া নিবৃত্ত হইতেছেন, এমত সময় চিত্রকূট পর্ব্বতের উত্তর-শিখরে মনঃশিলা-শিলা-বিমণ্ডিত একটি অদ্ভুত-দর্শন রমণীয় কন্দর দেখিতে পাইলেন। এই কন্দর অতীব নিভৃত স্থান। ইহার চতুর্দ্দিকে পুষ্পভারাবনত সুখ-প্রবেশ বৃক্ষরাজি বিরাজিত রহিয়াছে; প্রমত্ত বিহঙ্গগণ চতুর্দ্দিকে সুমধুর রব করিতেছে।

রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র, সর্ব্বজন-শ্রবণ-মনঃ-প্রসাদন তাদৃশ কন্দর সন্দর্শন করিয়া সহচারিণী প্রণয়িনী সীতাকে কহিলেন, বৈদেহি! এই গিরিকন্দর দর্শনে তোমার ত

নয়ন পরিতৃপ্ত হইতেছে ? আমি ইচ্ছা করিতেছি, তুমি শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত এই স্থানে ক্ষণকাল উপবেশন কর। এই দেখ, তোমার নিমিত্তই যেন এই সম্মুখে এই অপূর্ব্ব শিলাপট্ট বিন্যস্ত রহিয়াছে ! এই শিলাপট্টের পার্শ্বস্থিত বকুল বৃক্ষও তোমার নিমিত্তই যেন পুষ্প বর্ষণ করিতেছে ! প্রকৃতি-সুন্দরী সীতা, প্রণয়াস্পদ রামচন্দ্রের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণয়াভিষিক্ত সুমধুর বচনে কহিলেন, নাথ ! আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন, তাহা আমার অবশ্যই পালনীয়। আমি দেখিতেছি, এই কুসুমিত বকুল বৃক্ষ যথার্থই পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে।

সীতা এইরূপ কহিলে সীতাপতি রামচন্দ্র সীতার সহিত সেই শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন, বিশাল-লোচনে ! দন্তিদন্তাহত এই বৃক্ষ-সমুদায় সন্দর্শন কর; ইহারা নির্যাসরূপ বাষ্প মোচন পূর্ব্বক সুদীর্ঘ ঝিল্লিকা-রব দ্বারা যেন রোদন করিতেছে ! পূর্ব্বে আমার জননী যেমন সুমধুর করুণ বচনে আমায় পুত্র পুত্র বলিতেন ; ঐ দেখ, পুত্রপ্রিয় পক্ষীও সেইরূপ নিরন্তর পুত্র পুত্র বলিয়া ডাকিতেছে! প্রিয়ে ! ঐ দেখ, ভৃঙ্গরাজপক্ষী শালস্কন্ধে উপবেশন পূর্ব্বক কোকিলকূজিতের সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেখ,এই পক্ষীটি কোকিল-গোষ্ঠীর মধ্যে ধূর্ত্ত ও লম্পট, সন্দেহ নাই। ঐ বিহঙ্গমটি পরম আনন্দে অসম্বদ্ধ প্রলাপ প্রয়োগ করিতেছে।

প্রিয়ে ! তুমি শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইলে যেরূপ আমাকে আশ্রয় করিয়া থাক, সেইরূপ পুষ্পভারাবনতা কুসুমিতা এই লতা, কুসুমিত বৃক্ষকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আমাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূতা হইতেছে। প্রিয়তমে ! দেখ, ইহাদের কি অপূর্ব্ব শোভা ! প্রিয়তম রামচন্দ্রের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অসামান্য-লাবণ্যবতী পরম-সুন্দরী প্রিয়ভাষিণী মৈথিলী তাঁহার ক্রোড়ে আরোহণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। সুরসুতোপমা প্রিয়-দর্শনা সীতা ক্রোড়ে বিবর্ত্তমানা হইয়া রামচন্দ্রের হৃদয় প্রীতিপূর্ণ করিলেন। রামচন্দ্রও নির্ম্মল মনঃ-শিলার উপরি অঙ্গুলি-ঘর্ষণ করিয়া প্রিয়তমা সীতার ললাটে সুমনোহর তিলক করিয়া দিলেন। ললাটে বিনিবিষ্ট বালার্ক-সদৃশ-লোহিত-বর্ণ গিরিধাতু-বিনির্ম্মিত তিলক ধারণ করিয়া বিদেহরাজ-নন্দিনী, সন্ধ্যা-সহকৃতা শুক্লপক্ষ-রজনীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর প্রীতি-প্রবণ রামচন্দ্র করকমল দ্বারা কেশরকুসুম বিমর্দ্দিত করিয়া মৈথিলীর অলক পরিপূরণ পূর্ব্বক সুগন্ধি করিয়া দিলেন।

পরিতৃপ্ত-হৃদয় রামচন্দ্র, প্রণয়িনী সীতার সহিত এইরূপে সেই শিলাপট্টে বিহার পূর্ব্বক তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। জনকরাজ-দুহিতা সীতা, পতির সহিত এইরূপে বহু-মৃগাকীর্ণ অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে একটি বানরযূথ-পতি সন্দর্শন করিয়া ভয়-বিকম্পিত কলেবরে রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাভুজ রামচন্দ্রও প্রিয়তমা সীতাকে আলিঙ্গন করিতে দেখিয়া প্রত্যালিঙ্গন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া বানরকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এই সময়

দৃষ্ট হইল, রামচন্দ্রের বিশাল বক্ষঃস্থলে সীতার ললাটস্থিত তিলক সংক্রান্ত হইয়াছে। অনন্তর বানর-যূথপতি গমন করিলে জনক-নন্দিনী সীতা যখন দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার মনঃশিলা-তিলক পতির বক্ষঃস্থলে সংক্রামিত হইয়াছে, তখন তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বৈদেহী, সেই মনোহর বনের সম্মুখেই প্রদীপ্ত দীপ-শিখা-সদৃশ বিকসিত-কুসুম-সমূহে সুশোভিত অশোক কানন দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই অশোক-বন দর্শন করিবামাত্র কুসুম-গ্রহণ-লালসায় রামচন্দ্রকে কহিলেন, প্রিয়তম! চলুন, আমরা ঐ অশোক বনে প্রবেশ করি। প্রীতি-প্রবণ রামচন্দ্র, দিব্যরূপিণী সীতাকে প্রীত করিবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত একত্র হইয়া অশোক-হৃদয়ে অশোকবনে প্রবিষ্ট হইলেন। দেবদেব মহাদেব গিরিরাজ-নন্দিনী গৌরীর সহিত যেরূপ হিমালয়-বনে বিচরণ করেন, রামচন্দ্রও সেইরূপ প্রিয়তমা সীতার সহিত সেই অশোকবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় লোহিত ও নীলবর্ণ, সীতা ও সীতাপতি পরস্পর পরস্পরকে সপল্লব অশোক পুষ্প দ্বারা বিভূষিত করিতে লাগিলেন। এই প্রণয়-প্রমোদিত দম্পতী গলদেশে বনমালা, মস্তকে কুসুমের কিরীট ও কর্ণে কুসুমের কর্ণ-ভূষণ ধারণ পূর্ব্বক পর্ব্বতকে নিরতিশয় সুশোভিত করিলেন।

সীতাপতি রামচন্দ্র এইরূপে প্রিয়তমা সীতাকে নানাস্থান দেখাইয়া পরিশেষে সুসংমৃষ্ট সুশোভিত আশ্রমপদে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ভ্রাতৃ-বৎসল লক্ষ্মণও সসম্ভ্রমে প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং তিনি স্বয়ং যে সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা রামচন্দ্রকে দেখাইতে লাগিলেন। তিনি, বিষ-সম্পর্ক-শূন্য বিশুদ্ধ বাণে দশটি পবিত্র কৃষ্ণমৃগ বধ করিয়াছিলেন; তিনি রাশীকৃত মাংস শুষ্ক করিতে দিয়াছেন, কতকগুলি মাংস পাক করিয়াছেন, কতকগুলি আম মাংস রাখিয়াছেন। ভ্রাতৃ-বৎসল রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের এই সমুদায় কার্য্য দেখিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন এবং সীতাকে কহিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে দেবতাদিগকে বলিপ্রদান করিতে হইবে; তুমি ভাগ ভাগ করিয়া বলি প্রস্তুত কর।

অনন্তর বরবর্ণিনী সীতা, প্রথমত মধুমাংস দ্বারা ভূতগণের (বটুকগণ, যোগিনীগণ, ক্ষেত্রপাল, গণপতি ও সর্ব্বভূতের) বলি প্রদান করিয়া কৃতস্নান মহাবীর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে মধুমাংস প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য প্রদান করিলেন। মহাবীর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণও উত্তম্ রূপে আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। পশ্চাৎ বিদেহনন্দিনীও প্রাণ-ধারণের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। যে সমুদায় মাংস ছেদন পূর্ব্বক আতপে শুষ্ক করিতে দেওয়া হইয়াছিল, রামচন্দ্রের বাক্যানুসারে সীতা তৎসমুদায় কাকগণ হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র দেখিতে পাইলেন, একটি কাক, সীতাকে যার পর নাই ব্যতিব্যস্ত

করিয়া তুলিয়াছে। এই কামচারী বিহঙ্গম, সীতার হারান্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল বিলক্ষণ বিলোড়িত করিতেছে; সীতা অতীব কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। রামচন্দ্র এই ব্যাপার দর্শন করিয়া হাস্য করিলেন। প্রণয়-গর্ব্বিতা নিরুপম-রূপবতী সীতা, হাস্য দর্শনে পতির প্রতি প্রণয়-কুপিতা হইলেন।

কাক-ব্যাকুলিতা সীতা যতবার কাককে ইতস্তত তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন, কাক ততই পক্ষ তুণ্ড ও নখাঘাত দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তাঁহাকে সমাকুলিত ও পরিকুপিত করিতে লাগিল। করুণাময় রামচন্দ্র, যখন দেখিলেন যে, বিদেহ-নন্দিনীর মুখকমল ক্রোধে অরুণতর হইয়াছে, ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতেছে, ভ্রূমধ্যে ভ্রূকুটি লক্ষিত হইতেছে, তখন তিনি স্বয়ং গিয়া দুর্বৃত্ত কাককে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রগল্ভ কাক রামচন্দ্রকেও ভয় করিল না; সে সুকুমারী সীতার উপরি পুনঃপুন নিপতিত হইতে লাগিল। এতদূর অত্যাচার দর্শনে মহাবীর মহাবীর্য্য পুরুষসিংহ রামচন্দ্রও রোষাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। তিনি একটি কাশতৃণ অভিমন্ত্রিত করিয়া সন্ধান পূর্ব্বক কাকের প্রতি সেই ইষীক (কাশ-তৃণ) অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন; তদ্দর্শনে কাক পলায়ন করিল।

সীতার হারান্তর-চারী সেই কাক দেবদত্ত-বরপ্রভাবে সর্ব্বত্র অপ্রতিহত-গতি ছিল; সে আকাশমণ্ডলের যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই দেখিতে পাইল, সেই ইষীকাস্ত্র তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তখন সে অনন্যগতি হইয়া পরিশেষে করুণাময় রামচন্দ্রের নিকটই পুনরাগমন করিল এবং সীতার সমক্ষেই অবনত মস্তকে রামচন্দ্রের চরণতলে নিপতিত হইয়া মনুষ্য-বাক্যে কহিল, দয়াময়! আমি অজ্ঞান; আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমার প্রাণ রক্ষা করুন। আপনকার এই ইষীকাস্ত্র-প্রভাবে আমি কোথাও নির্বৃতি লাভ করিতে পারিতেছি না।

গুণাভিরাম রামচন্দ্র, কাককে চরণতলে নিপতিত দেখিয়া দয়া-পরতন্ত্র হইলেন এবং কহিলেন, কাক! আমি সীতার প্রিয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া রোষভরে এই অস্ত্র তোমার বধের নিমিত্তই অভিমন্ত্রিত করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি; এদিকে তুমি নিজ জীবন-রক্ষার নিমিত্ত অবনত মস্তকে যে আমার চরণে শরণাপন্ন হইয়াছ, তাহাতে তোমার প্রতি উপেক্ষা করাও আমার বিধেয় নহে; শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; পরন্তু আমার এই অস্ত্র অমোঘ; ইহা কদাপি ব্যর্থ হইবার নহে; তুমি জীবনের পরিবর্ত্তে একটি অঙ্গ পরিত্যাগ কর; একটি অঙ্গ পরিত্যাগ ব্যতীত তোমার আর গত্যন্তর নাই; আমার এই ঐষীক অস্ত্র তোমার কোন্ অঙ্গ ছেদন করিবে, বলিয়া দাও। বিহঙ্গম! আমি এই পর্য্যন্ত তোমার উপকার করিতে পারি। তুমি একাঙ্গহীন হইয়া জীবিত থাক; মৃত্যু অপেক্ষা অঙ্গ-হীন হইয়াও জীবিত থাকা শ্রেয়স্কর।

সুবিচক্ষণ বিহঙ্গম, মহানুভব রামচন্দ্রের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা নিরূপণ পূর্ব্বক উভয় চক্ষুর মধ্যে একটি চক্ষু পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিল, এবং বিনয়-সহকারে রামচন্দ্রকে কহিল, রাজকুমার! আমি একটি নয়ন পরিত্যাগ করিতেছি; আমি আপনকার প্রসাদে এক-নেত্র হইয়াও জীবন ধারণ করিতে পারিব।

অনন্তর রামচন্দ্রের অনুজ্ঞানুসারে সেই ঐষীক অস্ত্র কাকের একতর নেত্র বিনষ্ট করিল। এইরূপে কাকের এক নয়ন অন্ধ হইল দেখিয়া বৈদেহী বিস্মিতা হইলেন। কাকও অবনত মস্তকে রামচন্দ্রের চরণে প্রণাম করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিল। লক্ষ্মণানুচর রামচন্দ্রও নিজ-কার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়, পর্ব্বকালে বর্দ্ধমান সাগর-শব্দের ন্যায়, অকস্মাৎ রথ-তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-সমাকুল মহা-সৈন্যের তুমুল নিনাদ শ্রুতিগোচর হইল।

তৎ-শ্রবণে দেবরাজ-পরাক্রম কমল-দলায়ত-লোচন মহানুভব রামচন্দ্র লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এ কি! ভ্রাতৃ-বৎসল লক্ষ্মণও গুরু-বাক্য শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইলেন।

ষড়ধিক-শততম সর্গ।

লক্ষ্মণ-ক্রোধ।

অনন্তর মহাবাহু রামচন্দ্র সুখোপবিষ্ট আছেন; এদিকে ভরত আগমন করিতেছেন; এমত সময় মহা-সৈন্যের মহা-কোলাহলে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমশ বর্দ্ধমান সেই মহাশব্দে ব্যাঘ্রগণ জাগরিত হইয়া গুহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল; অন্যান্য বনবাসী জীবগণ, বৃক্ষ ও গুল্মের অন্তরালে নিলীন হইয়া থাকিল; পক্ষিগণ কুলায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশে উড্ডীন হইল; মৃগ-যূথ-গণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল; ঋক্ষগণ বৃক্ষ পরিত্যাগ করিল; বানরগণ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গুহা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল; গজ-যূথপতিগণ দাবানলে ভীত হইয়াই যেন মহা-বেগে ধাবমান হইতে লাগিল; মহাসিংহ-গণ জৃম্ভণ পূর্ব্বক মুখ ফিরাইয়া অবলোকন করিল; মহিষগণ মস্তক স্থির করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল; ভুজঙ্গম প্রভৃতি হিংস্র জন্তু-গণ গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইল; দ্বিজাতিগণ 'স্বস্তি' মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন; বিদ্যা-ধরগণ আকাশ-পথে গমন করিলেন; কিন্নর-গণ গিরিগুহা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

ইত্যবসরে কুমার লক্ষ্মণ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মহানুভব রামচন্দ্রের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, আর্য্য! এই শব্দ দ্বারা অনুভব হইতেছে, কোথাও হইতে অগণিত সৈন্য-সমূহ আগমন করিতেছে। তৎশ্রবণে অব্যাকুলিত-হৃদয় রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে কহিলেন, সুমিত্রা-নন্দন! মহীতলে মহা-গম্ভীর শব্দ ক্রমশই বর্দ্ধমান হইতেছে; তুমি ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান কর।

রাজকুমার লক্ষ্মণ, মহাত্মা রামচন্দ্রের তাদৃশ আদেশ শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ এক বিশাল

পুষ্পিত শাল বৃক্ষে আরোহণ করিলেন, এবং ক্রমে দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব্ব দিক অবলোকন করিয়া পরিশেষে উত্তরমুখ হইয়া দেখিলেন, তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-রথ-পদাতিগণ-সমাকুল মহাসৈন্য, সাগর-স্রোতের ন্যায় আগমন করিতেছে। তদ্দর্শনে শত্রু-সংহারকারী মহাবীর লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে কহিলেন, আর্য্য! দেখিতেছি, অসঙ্খ্য সৈন্য এই দিকেই আগমন করিতেছে; আপনি শীঘ্র অগ্নি নির্ব্বাপিত করুন; এক্ষণে আমোদ-প্রমোদ রাখুন; সীতা গুহা-মধ্যে প্রবিষ্ট ও লুক্কায়িত হউন; আপনি কবচ ধারণ পূর্ব্বক শরাসনে জ্যা যোজনা করিয়া সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হউন।

তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-রথ-পদাতি-সমূহ-সমাকুল সৈন্য আসিতেছে শুনিয়া মহাসত্ত্ব রামচন্দ্র পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, সৌমিত্রে! তুমি কিরূপ অনুভব করিতেছ? ইহারা কাহার সৈন্য? কোন রাজা বা রাজপুত্র ত এই বনে মৃগয়া করিতে আইসেন নাই? যাহা হউক, তুমি বিশেষ তথ্য অনুসন্ধান করিয়া আমাকে সমুদায় বিবরণ বল। মহানুভব রামচন্দ্র এই কথা বলিলে লক্ষ্মণ দিধক্ষু প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় কুপিত হইয়া কহিলেন, এখনও কি বোধগম্য হয় নাই যে, আমাদের পরম-শত্রু রাজ্য-লোলুপ কৈকেয়ী-নন্দন ভরতই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য নিষ্কন্টক করিবার অভিপ্রায়ে আমাদের প্রাণ সংহার করিতে আসিতেছে! ঐ যে কিয়দ্দূরে শাখা-প্রশাখা-বিভূষিত মহাস্কন্ধ মহাদ্রুম দৃষ্ট হইতেছে, ঐ বৃক্ষের নিকট গজস্কন্ধে কোবিদার-ধ্বজ লক্ষিত হইতেছে; সৈন্যগণ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক এই দিকেই আসিতেছে; অন্যান্য যোধপুরুষগণও সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্রুতবেগে আগমন করিতেছে। নির্ম্মল-হৃদয়! আপনি শীঘ্র সুসজ্জিত হউন; অথবা আপনি সীতাকে লইয়া গিরিগুহা-মধ্যে প্রবিষ্ট হউন; আর বিলম্ব করিবেন না; ঐ দেখুন, সংগ্রামে আমাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত কোবিদার-ধ্বজ রথ আগত-প্রায়!

আর্য্য! অশ্বারূঢ় যোধপুরুষগণ প্রোৎসাহিত ও প্রহৃষ্টের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; মহাত্মন! চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া ফেলিল, আপনি শীঘ্র পর্ব্বতের গুহায় লুক্কায়িত হউন; মহাত্মন! যে ভরতের নিমিত্ত আপনি ও আমি ঈদৃশ মহাদুঃখ ভোগ করিতেছি, অদ্য সেই ভরতকে কি একবার দেখিতে পাইব না? আর্য্য! যাহার নিমিত্ত আপনি পিতৃ-পৈতামহ রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইলেন, সেই পরমশত্রু পাপাত্মা ভরত অদ্য নিশ্চয়ই আমার বাণ-গোচর হইবে, সন্দেহ নাই; অদ্য আমি তাহাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব। আর্য্য! আমি দেখিতেছি, ভরতকে বিনাশ করিলে কিছুমাত্র পাপ বা দোষ নাই; অদ্য ভরত নিহত হইলে আপনি সসাগরা বসুন্ধরার অধিপতি হইতে পারিবেন।

রাজ্য-লোলুপা কৈকেয়ী দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে দেখিবেন যে, মাতঙ্গ-ভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় তাঁহার পুত্র ভরত অদ্য আমার হস্তে সংগ্রামে নিহত হইয়াছে; অদ্য আমি কৈকেয়ীকে ও তাঁহার সমুদায় বন্ধু-বান্ধবকে সংহার করিব; অদ্য

মহীমণ্ডল, কলুষতা ও ক্ষোভ-তাপ হইতে পরিমুক্ত হইবে। কক্ষে অগ্নি-নিক্ষেপের ন্যায় অদ্য আমি চির-সংযত ক্রোধ ও কৈকেয়ী-কৃত সমুদায় অত্যাচার যোধপুরুষ-গণের প্রতি পরিত্যাগ করিব। অদ্য আমি নিশিত শরনিকর দ্বারা এই চিত্রকূট-সন্নিহিত অরণ্য, ছিন্নশত্রু-শরীরের শোণিতোদকে পরিপূর্ণ করিব; অদ্য তুরঙ্গগণ, মাতঙ্গগণ ও মানবগণ আমার শরনিকরে নিহত হইয়া শ্বাপদগণ কর্ত্তৃক সমাকৃষ্ট হউক; অদ্য যদি আমি এই অরণ্যে সসৈন্য ভরতকে বিনাশ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার সশর শরাসন ধারণ সার্থক হইবে, তাহা হইলেই আমি এই শরাসনের নিকট ও শরসমূহের নিকট অনৃণী হইব, সন্দেহ নাই।

নরসিংহ! অদ্য আপনি দেখিতে পাইবেন, তুরঙ্গগণ ও মাতঙ্গগণ প্রমথিত হইবে; রথের চক্র বিপর্য্যস্ত ও উৎক্ষিপ্ত হইবে; শোণিতার্দ্র নর-শরীর সমুদায় বিমথিত হইবে; এইরূপে ভরতসেনা, মদীয় শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া ভূমিতে শয়ান থাকিবে; বৃকগণ, পক্ষিগণ ও মৃগগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবে।

সপ্তাধিক-শততম সর্গ।

শালাবরোহণ।

অক্ষুব্ধ-হৃদয় রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে ক্রোধাভিভূত দেখিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি পিতার নিকট সত্য করিয়া—পিতৃ-আজ্ঞা-পালনে প্রতিশ্রুত হইয়া এক্ষণে ভরতের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক অপবাদ-কলুষিত রাজ্য লইয়া কি করিব! মানবগণ যেরূপ বিষ-মিশ্রিত অন্ন গ্রহণ করে না, বন্ধুবান্ধব ও মিত্রগণকে বিনাশ করিয়া যে দ্রব্য লাভ হইতে পারে, আমিও সেইরূপ তাহা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করি না। ভ্রাতঃ! আমি তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি কেবল তোমাদের নিমিত্তই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও পৃথিবীর আধিপত্য অভিলাষ করিয়া থাকি; ফলত আমার নিজের নিমিত্ত কোন বিষয়েই আমার স্পৃহা নাই। লক্ষ্মণ! আমি আয়ুধ স্পর্শ পূর্ব্বক সত্য করিয়া বলিতেছি, আমার ভ্রাতৃগণকে পরিতুষ্ট ও সুখী করিবার নিমিত্তই আমি রাজ্য-কামনা করিয়া থাকি।

সৌমিত্রে! আমার পক্ষে এই সাগর-মেখলা পৃথিবী দুর্ল্লভা নহে; আমি মনে করিলে অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যেই সমুদায় ভূমণ্ডল আয়ত্ত ও বশীভূত করিতে পারি; পরন্তু আমি অধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক ইন্দ্রত্ব-পদ গ্রহণ করিতেও ইচ্ছা করি না। সৌম্য! ভরত ব্যতিরেকে, শত্রুঘ্ন ব্যতিরেকে ও তোমা ব্যতিরেকে যদি আমার কোন সুখ উপস্থিত হয়, তোমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া যদি আমি কোন রূপ সুখ-কামনা করি, তাহা হুতাশন ভস্ম করিয়া ফেলুন।

বৎস! আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম কুল-ধর্ম্মজ্ঞ ভ্রাতৃ-বৎসল ভরত অযোধ্যায় আগমন পূর্ব্বক যে সময় শুনিয়াছেন যে, জানকীর সহিত আমি ও তুমি, আমরা তিন

জনে জটা বল্কল ও চীরচীবর ধারণ পূর্ব্বক নির্ব্বাসিত হইয়াছি, তখন তিনি শোকাকুলিত-হৃদয় ও স্নেহাকৃষ্ট হইয়া আমাদিগকে দেখিতেই আসিয়াছেন, সন্দেহ নাই; নতুবা তাঁহার মনে যে কোন রূপ বিরুদ্ধভাব আছে, এমত বোধ হয় না। পুরুষোত্তম! এমতও হইতে পারে যে, উদার-প্রকৃতি ভরত, জননী কৈকেয়ীকে রোষভরে পরুষ ও অপ্রিয় বাক্য বলিয়া পিতাকে প্রসন্ন করিয়া আমাকে রাজ্য-প্রদান করিবার অভিলাষেই আগমন করিয়া থাকিবেন।

ভ্রাত! মহানুভব ভরত কি কখনও তোমার কোন রূপ অনিষ্টাচরণ করিয়াছেন? তুমি কি নিমিত্ত কুমার ভরত হইতে অনিষ্টাশঙ্কা করিতেছ? কি নিমিত্তই বা তুমি তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইতেছ? মহাবীর মহাধন্বা মহাপ্রাজ্ঞ প্রিয়তম ভ্রাতা ভরত, স্বয়ং আমার নিকট আগমন করিতেছেন; ঈদৃশ অবস্থায় শরাসনেই বা প্রয়োজন কি? খড়্গ-চর্ম্মেই বা প্রয়োজন কি? বোধ করি, এক্ষণে মহাত্মা ভরত সময় পাইয়া বিবিধ উপদেশে উপদিষ্ট হইয়া আমাদিগকে দেখিতে আসিতেছেন। ইনি মনে মনেও কখন আমাদের অহিতাচরণ করেন না।

লক্ষ্মণ! তুমি কদাপি ভরতকে নিষ্ঠুর বা অপ্রিয় বাক্য বলিও না; ভরতকে অপ্রিয় কথা বলিলে তাহা আমাকেই বলা হইবে। সৌমিত্রে! বিপৎকালেও কি কখনও পুত্র পিতাকে, ভ্রাতা আপনার প্রিয়তম ভ্রাতাকে বিনাশ করিতে পারে?

সৌমিত্রে! যদি তুমি রাজ্যের নিমিত্তই ঈদৃশ বাক্য বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাক; তাহা হইলে যখন ভরতের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে, সেই সময় আমি তাঁহাকে বলিব যে, তুমি এই ভ্রাতা লক্ষ্মণকে রাজ্য প্রদান কর। লক্ষ্মণ! 'লক্ষ্মণকে রাজ্য প্রদান কর' এই কথা বলিবামাত্র ভরত দ্বিরুক্তি না করিয়াই 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সম্মত হইবেন।

সত্য-পরায়ণ ধর্ম্মশীল রামচন্দ্র, এইরূপ উদার বাক্য বলিলে লক্ষ্মণ লজ্জাভরে যেন নিজ শরীরেই বিলীন হইয়া গেলেন এবং কহিলেন, আর্য্য! হইতে পারে, ভরত আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্তই স্বয়ং এ স্থানে আগমন করিয়া থাকিবেন। মহানুভব রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে লজ্জাবনত দেখিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, ভ্রাত! আমার ত এইরূপই অনুভব হইতেছে, মহানুভব ভরত আমাদিগকে দেখিতেই আসিতেছেন; অথবা ইহাঁর এরূপ অভিপ্রায়ও থাকিতে পারে যে, ইনি তোমাকে ও আমাকে নিরন্তর সুখ-সম্ভোগ-যোগ্য মনে করিয়া বনবাস-ক্লেশ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক আমাদিগকে গৃহে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবেন; অথবা এরূপও হইতে পারে যে, মহাত্মা ভরত বনবাসের কষ্ট অনুধ্যান করিয়া একান্ত-সুখ-লালিতা এই বৈদেহীকে গৃহে লইয়া যাইতে আসিতেছেন।

বৎস! ঐ দেখ, সকলের অগ্রগামী বায়ু-বেগ-সদৃশ-বেগ-শালী ঘোর-রূপ প্রশস্তজাতীয় মহাবল মহারাজের তুরঙ্গ-দ্বয় লক্ষিত হইতেছে। ঐ দেখ, ধীমান পিতার শত্রুঞ্জয় নামক

মহাকায় বৃদ্ধ মহা-মাতঙ্গ সৈন্য-সমূহের অগ্রে অগ্রে শোভা পাইতেছে; পরন্তু মহাভাগ! পিতার সেই লোক-বিশ্রুত দিব্য শ্বেতচ্ছত্র দেখিতে পাইতেছি না কেন! কারণ কি! আমার মনে অতীব সংশয় উপস্থিত হইতেছে! যাহা হউক, লক্ষ্মণ! তুমি এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে শঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃক্ষাগ্র হইতে অবতীর্ণ হও।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময় তিনি ও সীতা, হর্ষ-বিকসিত সেই সৈন্য সন্দর্শন করিলেন। ভ্রাতৃ-বৎসল মহাবীর লক্ষ্মণও শালবৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া লজ্জাবনত মুখে রামচন্দ্রের পার্শ্বে আগমন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন।

এ দিকে মহাত্মা ভরত, সৈন্যগণের প্রতি আদেশ করিলেন যে, যাহাতে আশ্রম-পীড়া না হয়, তদ্বিষয়ে তোমরা সকলেই যত্নবান হও; তোমরা আশ্রম-মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া বহিঃপ্রদেশেই অবস্থান কর। এইরূপে মহাত্মা ভরত, রামচন্দ্রের আশ্রমের নিকট ছয় ক্রোশ পর্য্যন্ত অরণ্য ও পর্ব্বত ব্যাপ্ত করিয়া সৈন্য সংস্থাপন করিলেন। তিনি সেনানিবেশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া গুরু-নিদেশবর্ত্তিতা নিবন্ধন পাদচারেই রামচন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

নয়-বিনয়-সম্পন্ন মহানুভব ভরত কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত চিত্রকূটস্থিত সেনাগণও ধর্ম্মানুসারে গর্ব্ব পরিহার পূর্ব্বক ভরতাগ্রজ রামচন্দ্রের প্রসন্নতা কামনা করিতে লাগিল।

এইরূপে সৈন্যগণ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে, ভ্রাতৃবৎসল ভরত বিনয়-বচনে শত্রুঘ্নকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি এই সমুদায় অনুচর-বর্গে সমবেত হইয়া এই বন অনুসন্ধান কর। আমি অমাত্যগণে, পৌরগণে, গুরুগণে ও দ্বিজগণে পরিবৃত হইয়া, এই দিকে পাদচারে গমন করিতেছি। আমি যে পর্য্যন্ত মহাত্মা রামচন্দ্রকে, মহাবল লক্ষ্মণকে ও মহাভাগা বৈদেহীকে দেখিতে না পাইব, সে পর্য্যন্ত আমি শান্তি লাভ করিতে পারিব না; আমি যে পর্য্যন্ত পঙ্কজ-বিশাল-লোচন চন্দ্র-সদৃশ-কমনীয়-বদন অগ্রজ রামচন্দ্রকে দেখিতে না পাইব, সে পর্য্যন্ত হৃদয়ের শান্তি লাভ করিতে পারিব না।

মহাত্মা লক্ষ্মণেরই জীবন সার্থক! তিনি অনায়াসেই চন্দ্রসদৃশ-নির্ম্মল মহাদ্যুতি রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে পরম সুখে নিরন্তর সন্দর্শন করিতেছেন। আমি যে পর্য্যন্ত পার্থিবলক্ষণ-শোভিত ভ্রাতৃ-চরণ-দ্বয় এই মস্তক দ্বারা গ্রহণ না করিব, সে পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ে শান্তিলাভ হইবে না! রাজ-সিংহাসনযোগ্য রামচন্দ্র, যে পর্য্যন্ত পিতৃ-পৈতামহ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অভিষেক-জলে ক্লিন্ন না হইবেন, সে পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ে শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই! মহাভাগা জনকাত্মজা বৈদেহী, সসাগরা ধরার অধীশ্বর পতি রামচন্দ্রের অনুবর্ত্তিনী হইয়া কৃতকৃত্যা হইয়াছেন! গিরিরাজ-হিমালয়-সদৃশ এই চিত্রকূট পর্ব্বতই সৌভাগ্য-শালী! দেখ, কুবের যেরূপ নন্দন বনে বাস করেন, সেইরূপ মহানুভব

রামচন্দ্র এই পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। শস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ মহারাজ রামচন্দ্র মৃগ-ব্যাল-নিষেবিত এই দুর্গম বনে বাস করিতেছেন, অতএব এই বনই সৌভাগ্যশালী!

বচন-বিন্যাস-সুনিপুণ মহাবাহু মহাতেজা পুরুষ-সিংহ ভরত, এই কথা বলিতে বলিতে পাদচারেই সেই মহাবনে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি মহীধর-জাত কুসুমিত মহীরুহ-সমূহের মধ্যস্থল দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি তত্রত্য কোন কুসুম-সুশোভিত শালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া রামাশ্রম-স্থিত হুতাশনের সান্নিধানে সমুন্নত কোবিদার-ধ্বজ দেখিতে পাইলেন। তিনি কোবিদার-ধ্বজ দর্শন করিবামাত্র, তাঁহার ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। রামচন্দ্র এই স্থানে আছেন, ইহা জানিতে পারিয়া তিনি যেন দুঃখ-সাগরের পর পারে উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রীমান মহাত্মা ভরত, সেই চিত্রকূট পর্ব্বতে পুণ্য-জন-নিষেবিত রামাশ্রম সন্দর্শন করিয়া, প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সৈন্যগণকে উত্তম রূপে সন্নিবেশিত করিলেন এবং অবিলম্বেই রামচন্দ্র-সন্দর্শনার্থ ত্বরিত পদে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অষ্টাধিক-শততম সর্গ।

ভরত-সমাগম।

সৈন্যগণ সকলে যথাস্থানে আবাস গ্রহণ করিলে, প্রভাবশালী ভরত শত্রুঘ্নের সহিত একত্র হইয়া, সমুৎসুক হৃদয়ে ভ্রাতা রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। গমন-কালে তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি আমার মাতৃগণকে শীঘ্র আনয়ন করুন; আমি ত্বরা পূর্ব্বক অগ্রে গমন করিতেছি। গুরু-বৎসল ভরত, এই মাত্র বলিয়াই ত্বরিত পদে গমন করিতে লাগিলেন।

রাজমন্ত্রী সুমন্ত্র রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ভরতের ন্যায় সাতিশয় সমুৎসুক ছিলেন; সুতরাং তিনি মহাবেগে শত্রুঘ্নের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহানুভব ভরত আশ্রম-স্থিত তাপস-গণকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গমন করিতেছেন; এমত সময়ে পথি-মধ্যে দেখিতে পাইলেন, অগ্নি-প্রজ্বালনের নিমিত্ত মৃগগণের ও মহিষগণের রাশীকৃত করীষ সকল সঞ্চিত রহিয়াছে। মহাবাহু মহাদ্যুতি পুরুষসিংহ ভরত, গমন করিতে করিতে রাজ-সৎকৃত অমাত্যগণকে কহিলেন, অমাত্যগণ! মহর্ষি ভরদ্বাজ যেরূপ বলিয়া দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, আমরা সেই রামাশ্রমেই উপস্থিত হইয়াছি। আমার অনুভব হইতেছে, এই স্থান হইতে মন্দাকিনী নদী দূরবর্ত্তিনী নহে। এই দেখুন, এই স্থান হইতে কল-সমূহ পাতিত ও পুষ্প সমুদায় অবচিত হইয়াছে; এই দেখুন, এস্থান হইতে কাষ্ঠ-সমুদায় ভগ্ন করিয়া নীত হইয়াছে; এই দেখুন, এই সকল বৃক্ষের মূলে আলবাল বন্ধন করা হইয়াছে; বোধ হয়, মহাত্মা লক্ষ্মণই এই সমুদায় চীরচীবর উচ্চ শাখায় বন্ধন

করিয়া রাখিয়াছেন। এ দিকে দেখুন, মহাবল মহাবেগ পাণ্ডুর-দন্ত-দন্তিগণ পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত এই শৈলপার্শ্ব পরিক্রান্ত ও পরিমর্দ্দিত করিয়াছে; বোধ হয়, সায়ংকালে লক্ষ্মণ জল লইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিবার সময়, পাছে পথভ্রমে ঐ স্থানে গিয়া পড়েন, সেই আশঙ্কায় এই পথ এই অভিজ্ঞানাঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। বনবাসী তাপসগণ নিরন্তর আশ্রম-মধ্যে যে অগ্নি স্থাপন করিয়া থাকেন, এই সেই অগ্নির প্রভূত ধূমরাশি সমুত্থিত ও সুস্পষ্টরূপ দৃষ্ট হইতেছে। অদ্য আমি, মহর্ষি-সমদর্শন পিতৃ-আজ্ঞা-পালক পুরুষ-সিংহ রামচন্দ্রকে নিশ্চয়ই দর্শন করিতে পারিব, সন্দেহ নাই।

অনন্তর ভরত কিয়দ্দূর গমন পূর্ব্বক চিত্রকূট-সন্নিহিত মন্দাকিনী-নদী-তীরে উপস্থিত হইয়া সমভিব্যাহারী সকলকে কহিলেন, হায়! পুরুষসিংহ লোকনাথ রামচন্দ্র নির্জ্জন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক যোগি-যোগ্য বীরাসনে রত রহিয়াছেন; আমার জন্মেও ধিক্, আমার জীবনেও ধিক্! লোকপাল-সদৃশ লোকনাথ মহাদ্যুতি রামচন্দ্র আমার নিমিত্তই ঈদৃশ ক্লেশ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন! হায়! সকলের অধীশ্বর রামচন্দ্র সমুদায় ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে বাস করিতেছেন!

অতএব আমি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রজানাথ রামচন্দ্রের ও সীতার চরণতলে পুনঃপুন নিপতিত হইব; আমি তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিব। এইরূপ বলিতে বলিতে দশরথ-তনয় ভরত মনোহর পর্ণশালা দেখিতে পাইলেন। এই পর্ণশালা বৃহৎ ও পবিত্র। ইহা শাল, তাল ও অশ্বকর্ণের পত্রসমূহে সমাচ্ছাদিত। ইহা দর্ভাস্তীর্ণ যজ্ঞবেদীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহার ঊর্দ্ধতা ও বিস্তার নিতান্ত ন্যূন নহে। ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণ হিরণ্ময়-পৃষ্ঠ ইন্দ্রায়ুধ-সদৃশ বৃহৎ কার্ম্মুক-দ্বয়ে এই কুটীর শোভমান হইতেছে। ভোগবতী যেরূপ প্রদীপ্ত-বদন ভীষণ সর্প-সমূহে শোভমান হয়, সেইরূপ অর্ক-রশ্মি-সদৃশ শরধি-গত ঘোর শরসমূহে সেই কুটীর ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। সেই স্থানে কাঞ্চনময়-কোষ-সমলঙ্কৃত নির্ম্মল খড়্গদ্বয়, সুবর্ণ-বিন্দু-বিরাজিত চর্ম্মদ্বয়, এবং কনক-বিভূষিত বিচিত্র গোধাচর্ম্ম-বিনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্র অবলম্বিত রহিয়াছে বলিয়া ঐ স্থান, মৃগগণের পক্ষে মৃগরাজ-গুহার ন্যায়, শত্রুগণের অতীব দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছে।

অনন্তর ভরত দেখিতে পাইলেন, রামচন্দ্রের আশ্রমে প্রদীপ্ত-পাবক-পরিশোভিতা পবিত্রতমা প্রাগুদক্‌প্লবা বেদী* শোভা বিস্তার করিতেছে। তিনি এই সমুদায় দর্শন করিয়া ক্ষণকাল পরে দেখিতে পাইলেন, উটজ-মধ্যে হুতাশন-সদৃশ-তেজঃ-সম্পন্ন, সিংহ-স্কন্ধ, মহাবাহু, পদ্ম-পলাশ-লোচন, ধর্ম্ম-চারী, সসাগরা ধরার অধীশ্বর, জটা-বল্কল-ধারী, মহাভাগ

---

* যে বেদীর প্রাগুদক অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব্ব (ঈশান) কোণ ঢালু; ঈদৃশ বেদীই যজ্ঞানুষ্ঠানাদি-শান্তিকর্ম্মে প্রশস্ত। অভিচারাদি ক্রূর কর্ম্মে দক্ষিণপ্লবা বেদী প্রশস্ত।

মহাত্মা রামচন্দ্র, সাবিত্রী-সমবেত ব্রহ্মার ন্যায়, কৃষ্ণাজিনের উপরি সীতার সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন; মহাত্মা লক্ষ্মণ, চর্ম্ম-সংস্তীর্ণ স্থণ্ডিলে (পরিষ্কৃত ভূমিতে) উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতেছেন।

কৈকেয়ী-নন্দন ভ্রাতৃ-বৎসল ধর্ম্মাত্মা ধীমান রাজকুমার ভরত, তাদৃশ-ভাবাপন্ন ভ্রাতা রামচন্দ্রকে দর্শন করিবামাত্র দুঃখ-শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া কাতর হৃদয়ে ধাবমান হইলেন। তিনি, তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়াই, ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া একান্ত-কাতর হৃদয়ে বাষ্পাকুলিত বচনে বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন; হায়! যিনি পূর্ব্বে তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-রথ-সমূহে পরিবৃত থাকিতেন, যিনি সভা-মণ্ডপে সমাসীন হইয়া, প্রকৃতি-মণ্ডল কর্ত্তৃক উপাসিত হইতেন, জনসমূহের সম্বাধায় (ভীড়ে) যাঁহার দর্শন পাওয়াও সুদুর্ঘট হইত, আমার সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, এক্ষণে বন্য-মৃগগণে পরিবৃত হইয়া, নির্জ্জন অরণ্যে অবস্থান করিতেছেন! হায়! যিনি শাস্ত্র-বিহিত বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারাই ধর্ম্মসঞ্চয় করিবার উপযুক্ত, আমার সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এক্ষণে দুর্ব্বিষহ শারীরিক ক্লেশ দ্বারাই ধর্ম্ম উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন! হায়! পূর্ব্বে যাঁহার শরীর মহামূল্য চন্দনে অনুলিপ্ত হইত, এক্ষণে তাঁহার শরীর ঈদৃশ মলদিগ্ধ হইয়া রহিয়াছে! হায়! যিনি পূর্ব্বে বহুমূল্য নির্ম্মল বসন পরিধান করিতেন, তিনি এক্ষণে অজিন ধারণ পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিতেছেন! হায়! যিনি পূর্ব্বে বহুবিধ বিচিত্র কুসুম-মাল্য ধারণ করিতেন, তিনি এক্ষণে কিরূপে ঈদৃশ জটাভার বহন করিতেছেন! হায়! নিরন্তর-সুখোচিত রামচন্দ্র, আমার নিমিত্তই ঈদৃশ দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন! হায়! আমি কি নৃশংস! আমার এই লোকবিগর্হিত জীবনে ধিক্! নিতান্ত-কাতর-হৃদয় ভরত, এইরূপ বিলাপ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে রামচন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার চরণ-তলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার বদন-কমল হইতে স্বেদ-বিন্দু নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি কাতর ভাবে একবার মাত্র অস্পষ্ট বচনে 'আর্য্য!' এই কথা বলিয়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

দুঃখাভিসন্তপ্ত মহাবল রাজকুমার ভরত, রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক 'আর্য্য!' এই কথা বলিয়া সম্বোধন করিয়াই বাষ্পাবেগে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পড়িলেন; তৎকালে তিনি আর কোন কথাই বলিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর কুমার শত্রুঘ্ন রোদন করিতে করিতে রামচন্দ্রের চরণে প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্রও তাঁহাদের উভয় ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া নয়ন-জল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, সেই অরণ্য-মধ্যে রাজকুমার রামচন্দ্র সুমন্ত্রের সহিত এবং লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইলেন; বোধ হইতে লাগিল যেন, আকাশমণ্ডলে দিবাকর শুক্রের সহিত এবং নিশাকর বৃহস্পতির সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন।

এইরূপে সেই মহারণ্য-মধ্যে বারণযুথ-সদৃশ রাজকুমার-গণকে সমাগত ও সমবেত দেখিয়া অরণ্যবাসী তাপসগণও কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া তৎকালে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

নবাধিক-শততম সর্গ।

রামচন্দ্রের প্রশ্ন।

অনন্তর চীরচীবর-ধারী, জটামণ্ডল-মণ্ডিত, বিবর্ণ-বদন, মহাপ্রলয়কালে ভূপৃষ্ঠ-পতিত-হত-প্রভ সূর্য্যের ন্যায় নিষ্প্রভ, অতীব কৃশ ভ্রাতা ভরত, কৃতাঞ্জলিপুটে ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন দেখিয়া, মহানুভব রামচন্দ্র তাঁহাকে কথঞ্চিৎ চিনিতে পারিয়া, হস্তধারণ পূর্ব্বক উত্থাপিত করিলেন। তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া প্রযত্ন-সহকারে ক্রোড়ে লইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাত! তুমি কি জন্য এই ভীষণ অরণ্যে আগমন করিয়াছ? তোমার এস্থানে আগমন করিবার সময় পিতা কোথায় ছিলেন? জীবন থাকিতে যে, মহারাজ তোমাকে এই অরণ্যে আসিতে দিয়াছেন, এমত সম্ভাবনা নাই। তুমি বহু দিন মাতামহ-গৃহে বাস করিয়াছিলে; বহু দিনের পর তোমাকে দেখিতে পাইলাম। আকার-প্রকার দর্শনে তোমাকে আমি হঠাৎ চিনিতেই পারি নাই। বৎস! তুমি কি নিমিত্ত এই ভীষণ বনে প্রবিষ্ট হইয়াছ?

ভ্রাত! তুমি যে এই বনে আসিয়াছ, মহারাজ ত জীবিত আছেন? তিনি ত দুর্ব্বিষহ দুঃখ-শোক-ভরে কলেবর পরিত্যাগ করেন নাই? বৎস! তুমি বালক; তুমি ত কোন রূপে পিতৃ-পৈতামহ রাজ্য হইতে পরিচ্যুত হইয়া পড় নাই? রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, সত্য-প্রতিজ্ঞ মহারাজ দশরথ ত কুশলে আছেন? তুমি ত তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাক? বৎস! তুমি ত, ইক্ষ্বাকু-বংশের উপাধ্যায় নিয়ত-ধর্ম্ম-পরায়ণ বিবিধ-বিদ্যা-পারদর্শী তপোধন মহর্ষি বশিষ্ঠের পূজা করিয়া থাক?

বৎস! যশস্বিনী দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রা ত সুখে আছেন? আর্য্যা দেবী কৈকেয়ী ত সুখে ও আনন্দিত হৃদয়ে রহিয়াছেন? অসূয়া-পরিশূন্য বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন সকল-কর্ম্মানুষ্ঠান-কর্ত্তা আচার্য্যপুত্র সুযজ্ঞ ত তোমার নিকট সৎকৃত হইয়া থাকেন? বিবিধ-বিধানজ্ঞ সরল-হৃদয় জ্ঞান-সম্পন্ন দ্বিজশ্রেষ্ঠ হোম-কার্য্যাধ্যক্ষ ত, যাহা হোম করা হইয়াছে ও যাহা হোম করিতে হইবে, তাহা যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত করেন? বৎস! তুমি ত দেব-গণের, পিতৃ-গণের, গুরুগণের, পিতৃ-সদৃশ বৃদ্ধগণের, ব্রাহ্মণগণের, বৈদ্যগণের ও ভৃত্য-গণের যথাযথ পূজা ও সম্মান রক্ষা করিয়া থাক?

বৎস! যিনি অস্ত্র-বিদ্যা ও ধনুর্ব্বিদ্যার আচার্য্য, যিনি অস্ত্র-শস্ত্রে ও অর্থ-শাস্ত্রে বিশারদ, সেই উপাধ্যায় সুধন্বাকে ত তুমি অবজ্ঞা কর না? শৌর্য্যশালী, জিতেন্দ্রিয়, কৃতবিদ্য,

কৃতজ্ঞ, কুলীন, ইঙ্গিতজ্ঞ, রাজ-সমকক্ষ মন্ত্রি-গণ ত তোমার প্রতি ভক্ত ও অনুরক্ত আছেন? ভ্রাত! তুমি ত পরম-ধার্ম্মিক অমাত্যগণ-কর্ত্তৃক ও মন্ত্রিগণ-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইতেছ? দেখ, মন্ত্রণাই রাজগণের বিজয়ের মূল।

ভ্রাত! তুমি ত নিদ্রার বশবর্ত্তী হইয়া পড় নাই? তুমি ত যথাসময়ে জাগরিত হইয়া থাক? তোমার ত অর্থ-নৈপুণ্য জন্মিয়াছে? তুমি ত প্রতিদিবস শেষ রাত্রিতে অর্থ-চিন্তা করিয়া থাক? তুমি একাকী ত রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনা কর না? তুমি বহু লোকের সহিতও ত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হও না? তুমি মন্ত্রণা পূর্ব্বক যে বিষয় নির্দ্ধারিত কর, তাহা ত রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হয় না? বৎস! যে সকল কার্য্যের মূল অতিলঘু, পরন্তু যাহা হইতে উত্তরকালে সুমহৎ ফল উৎপন্ন হয়, সে সকল-কার্য্য ত তুমি শীঘ্র আরম্ভ করিয়া থাক? তৎকার্য্য-সাধনে ত তুমি বিলম্ব কর না? তুমি যে কার্য্য করিতেছ, অথবা তুমি যে কার্য্য সম্পন্ন-প্রায় করিয়া তুলিয়াছ, সেই কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-সমুদায় ত অন্যান্য ভূপতিগণ জানিতে পারেন না? যাঁহারা রাজ-কার্য্য-বিষয়ে তর্কবিতর্ক করেন, অথবা যাঁহারা তদ্‌বিষয়ে উদাসীন থাকেন, তাঁহাদিগকে ত তোমার অমাত্য-গণ অথবা তুমি কোন রূপ বাধা দাও না।

বৎস! তুমি সহস্র মূর্খের বিনিময়েও ত একজন পণ্ডিতকে গ্রহণ করিয়া থাক? যে সময়ে অর্থ-কৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়, পণ্ডিত ব্যক্তি-রাই সেই সময় হিতকর বাক্য বলিয়া থাকেন। যে রাজা সহস্র মূর্খ কর্ত্তৃক অথবা দশসহস্র মূর্খ কর্ত্তৃকও পর্য্যুপাসিত হয়েন, তিনি কখনও কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন না। যদ্যপি একজন অমাত্যও মেধাবী, শূর, দান্ত ও সুবিচক্ষণ হয়েন, তাহা হইলে তিনি একাকীই রাজাকে অথবা রাজপুত্রকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর করিতে পারেন।

বৎস! তুমি ত প্রধান জনগণকে প্রধান কার্য্যে, মধ্যম জনগণকে মধ্যম কার্য্যে, নিকৃষ্ট জনগণকে নিকৃষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাক? তোমার রাজ্যস্থিত দেশ-সমুদায়ে ত জনগণ সুখে বাস পূর্ব্বক সমৃদ্ধিশালী হইতেছে? প্রজাগণ ও কৃষি-জীবিগণ ত যথাস্থানে বাস করিতেছে? ঐ জনপদ-সমুদায় ত দেবস্থান, প্রপা, তড়াগ ও সমাজ সমূহে সুশোভিত হই-তেছে? তোমার রাজ্যে নর-নারীগণ ত প্রহৃষ্ট হৃদয়ে থাকিয়া আনন্দ উৎসব করি-তেছে? ভূমি-সমুদায় ত উত্তম রূপে কর্ষিত হইতেছে? রাজ্য-মধ্যে ত পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে পশু আছে? প্রজাগণ ত পরস্পর সীমা-হরণ করে না? তাহারা ত পরস্পর হিংসায় প্রবৃত্ত হয় না? তোমার অদেব-মাতৃক দেশ* সমুদায়ে শ্বাপদগণ ত দৌরাত্ম্য করে না? আমাদের পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত জনপদ-সমুদায়ে ত পাপাত্মা পামর জনগণ বাস করিতেছে না? কোন স্থানে ত ভয়ের সম্ভাবনা নাই? রত্নাদির আকর-সমুদায় ত পূর্ব্বের ন্যায় অব্যাহত আছে?

* যে দেশে বৃষ্টি হয় না, কেবল নদী-জল দ্বারাই কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই দেশকে অদেবমাতৃক দেশ কহে।

বৎস! এক্ষণে বৈশ্যগণ ত কৃষিকার্য্য, পশু-পালন ও বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছে? বৎস! যাহারা কৃষি-বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত আছে, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত তুমি ত উত্তম রূপ সদুপায় করিয়াছ? রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই যে, ধর্ম্মানুসারে রাজ্যস্থিত সকল প্রজারই রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

বৎস! তুমি ত রমণীগণকে সান্ত্বনা করিয়া থাক? তুমি ত উত্তমরূপে রমণীগণের রক্ষণাবেক্ষণ কর? তুমি ত রমণীগণের প্রতি সবিশেষ স্নেহ করিয়া থাক? তুমি ত কোন রমণীর নিকট গুপ্ত কথা বল না? যে সমুদায় বন মাতঙ্গগণের আকর, তাহা ত সুরক্ষিত হইতেছে? তুমি ত বহুসংখ্য ধেনু পালন করিতেছ? তুমি উন্নতদন্ত কুঞ্জর প্রাপ্ত হইয়া ত পরিতৃপ্ত হও না? সংগ্রাম-নীতিজ্ঞ মহাবীর দুর্দ্ধর্ষ বাহিনীপতি ত তোমার প্রতি অনুরক্ত আছেন? তিনি ত নিয়ত তোমার হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন? যাঁহারা কেবল প্রত্যক্ষবাদী ও কেবল শুষ্ক তর্ক করিয়া থাকেন, তুমি ত তাদৃশ ব্রাহ্মণগণের সেবা কর না? এই সমুদায় পণ্ডিতমানী মূর্খ ব্রাহ্মণগণই নানাপ্রকার অনর্থ ঘটাইয়া থাকেন। প্রধান প্রধান নানাবিধ শাস্ত্র বিদ্যমান থাকিতেও যে সমুদায় হতভাগ্য ব্যক্তি আন্বীক্ষিকী অধ্যয়ন করিয়া, কুতার্কিক হইয়া, নিরর্থক তর্ক করিয়া বেড়ান, তুমি ত তাঁহাদিগের সেবা কর না?

পুরুষসিংহ! তুমি ত পিতার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছ? তুমি ত পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সদৃশ গৌরবান্বিত হইতে পারিয়াছ? বৎস! রাজধর্ম্মে সুপরীক্ষিত, বিশুদ্ধ-হৃদয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পৈতৃক অমাত্যগণকে ত তুমি শ্রেষ্ঠ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাক? তুমি ত অপূর্ব্ব ভক্ষ্য ভোজ্য সমুদায় একাকীই উপভোগ কর না? তুমি ত প্রত্যাশাপন্ন ভৃত্যগণকে উত্তম ভক্ষ্য, ভোজ্যের কিয়দংশ প্রদান করিয়া থাক? তোমার ভৃত্যগণ ত তোমার সম্মুখেই তুরঙ্গগণকে ও মাতঙ্গগণকে ভোজন করায়? তোমার অধিকারে যে সমুদায় সুদক্ষ বৈদ্য অস্ত্র-চিকিৎসা করেন, তাঁহারা ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছেন? তোমার বাহনগণ ত সুরক্ষিত হইতেছে? তাহারা ত সরলভাবে তোমাকে ও তোমার সৈন্যগণকে বহন করে? তোমার রাজ্যমধ্যে ত পরবিত্তাপহারী নাই?

বৎস! রমণীগণ যেমন উগ্রস্বভাব পতিত পতিকে অবজ্ঞা করে, সেইরূপ যাজকগণ ত তোমাকে অবজ্ঞা করেন না? যাহারা অকর্ম্মণ্য, যাহারা কার্য্যদক্ষ, যাহারা অজ্ঞান, যাহারা পণ্ডিত, যাহারা শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, যাহাদের জীবন সকলের দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তুমি ত সেই সমুদায় ব্যক্তিকেই উত্তম রূপে রক্ষা করিয়া থাক? যদি ভৃত্য সাম-দান প্রভৃতি উপায়কুশল, কৃতবিদ্য, বীর ও ঐশ্বর্য্যাভিলাষী হইয়া প্রভুর প্রতি নিরন্তর দোষারোপ করিতে থাকে, তাহাকে যিনি বিনাশ না করেন, তিনি স্বয়ং নিহত হয়েন; তুমি ত এই উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া থাক? যাঁহারা সর্ব্ববিধ-সংগ্রাম-বিশারদ, যাঁহারা উত্তম উত্তম কার্য্য দ্বারা প্রভুভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন,

যাঁহারা বলবান ও বিক্রমশালী, তাদৃশ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে ত তুমি স্বয়ং সৎকৃত ও সম্মানিত করিয়া থাক? তোমার সেনাপতি ত ধৃষ্ট, শূর, ধৈর্য্যশালী, মতিমান, বিশুদ্ধহৃদয়, সুদক্ষ, কুলীন ও অপ্রমত্ত-হৃদয় বলিয়া বিখ্যাত আছেন? তুমি ত সৈন্যগণের ও ভৃত্যগণের যথোচিত গ্রাসাচ্ছাদন ও প্রাপ্য বেতন যথাসময়ে প্রদান করিয়া থাক? এবিষয়ে ত বিলম্ব কর না? বৎস! গ্রাসাচ্ছাদিন বা বেতন প্রদান করিতে বিলম্ব হইলে কার্য্যে নিযুক্ত ভৃত্যগণ ও সৈন্যগণ ভর্ত্তার প্রতি পরিকুপিত হয় ও দোষারোপ করে এবং তাঁহার অনিষ্টাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না; তাহাতে সুমহান অনর্থাপাতের সম্ভাবনা।

বৎস! চিরকাল অনুরক্ত প্রধান প্রধান জ্ঞাতিগণ, তোমার নিমিত্ত ত সংগ্রামে প্রিয়তম প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে অগ্রসর হয়? ভরত! তুমি ত জনপদবাসী কৃতবিদ্য, অনুকূল, প্রত্যুৎপন্নমতি, যথোক্তবাদী, নির্ভীকচিত্ত, কার্য্যাকার্য্য-বিবেচক, আকারেঙ্গিতজ্ঞ, সৎকুল-সম্ভূত, সুদক্ষ ও বিশুদ্ধ-হৃদয় জনগণকেই দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাক?

বৎস! বিপক্ষ-পক্ষে অষ্টাদশ তীর্থে* এবং স্বপক্ষে পঞ্চদশ তীর্থে† পরস্পর অপরিজ্ঞাত তিন তিন জন গুপ্তচার নিয়োগ পূর্ব্বক ত তুমি সমুদায় পরিজ্ঞাত হইতেছ? ভ্রাত! নির্ব্বাসিত শত্রু প্রত্যাগমন করিলে, তুমি দুর্ব্বল বলিয়া ত তাহার প্রতি কখনও ঔদাস্য কর না?

ভ্রাত! আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মহাবীরগণ যে নগরীতে বাস করিয়া গিয়াছেন, যাহার অযোধ্যা এই নাম সার্থক (কোন বিপক্ষই যেখানে আসিয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না), যাহার দ্বার সুদৃঢ়, যাহা তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও রথ সমুদায়ে সমাকুল, যে স্থানে স্বস্ব-কর্ম্ম-নিরত ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যগণ ও শূদ্রগণ বাস করিতেছেন, যেখানকার সকল প্রজাই জিতেন্দ্রিয় মহোৎসাহ ও মহা-সমৃদ্ধিশালী, যে স্থানে বহুসংখ্য কৃতবিদ্য জনগণ বাস করিতেছেন, যেখানে নানাপ্রকার প্রাসাদ-শ্রেণী বিরাজিত রহিয়াছে, তুমি ত সেই প্রমুদিত-জন-সমাকুল মহা-সমৃদ্ধিশালী অযোধ্যা নগরী উত্তম রূপে পালন করিতেছ?

ভ্রাত! তুমি ত প্রতিদিবস পূর্ব্বাহ্নে উত্থিত হইয়া রাজদর্শনার্থ সমাগত সমলঙ্কৃত প্রজাগণের

---

* ১ রাজা, ২ যুবরাজ, ৩ মহিষী, ৪ ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ৫ গজাধ্যক্ষ, ৬ অশ্বাধ্যক্ষ, ৭ পদাতি-অধ্যক্ষ, ৮ পুরোহিত, ৯ রসাধ্যক্ষ, ১০ পানীয়াধ্যক্ষ, ১১ প্রতীহার, ১২ অন্তর্বৈশিক, ১৩ কোষাধ্যক্ষ, ১৪ মন্ত্রী, ১৫ বিগ্রহী, ১৬ সেনাপতি, ১৭ প্রণক, ১৮ বৈদ্য; ইহাদিগকে অষ্টাদশ তীর্থ কহে।

† অষ্টাদশ তীর্থের মধ্যে প্রথম তিন, অর্থাৎ রাজা, যুবরাজ ও মহিষী; এই তিন পরিত্যাগ করিলেই পঞ্চদশ তীর্থ রহিল।

কোন২ কোন টীকাকারের মতে ১ মন্ত্রী, ২ পুরোহিত, ৩ যুবরাজ, ৪ সেনাপতি, ৫ দৌবারিক, ৬ অন্তঃপুরাধিকারী, ৭ বন্ধনাগারাধিকারী, ৮ ধনাধ্যক্ষ, ৯ রাজাজ্ঞানিবেদক, ১০ প্রাড়্বিবাক নামক ব্যবহার-জিজ্ঞাসক, ১১ ধর্ম্মাসনাধিকারী, ১২ ব্যবহারনির্ণায়ক সভ্য ০(জুরী), ১৩ সৈন্যদিগের গ্রাসাচ্ছাদন ও বেতন দানের অধ্যক্ষ, ১৪ কর্ম্মান্তে বেতনগ্রাহী, ১৫ নগরাধ্যক্ষ, ১৬ রাষ্ট্রান্তপাল বা আটবিক, ১৭ দুষ্টদিগের দণ্ড করিবার অধ্যক্ষ, এবং ১৮ জল-গিরি-বনস্থল-দুর্গ-পাল; ইহারাই অষ্টাদশতীর্থ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

এই অষ্টাদশ তীর্থের মধ্যে পূর্ব্বত্রয় অর্থাৎ মন্ত্রী, পুরোহিত ও যুবরাজ পরিত্যাগ করিলেই পঞ্চদশ তীর্থ হয়।

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাক ? বৎস ! সমুদায় কর্ম্মচারিগণ অবিশঙ্কিত হৃদয়ে ত তোমার সমীপবর্ত্তী হয় না ? অথবা তাহারা ভয়-প্রযুক্ত তোমার সমীপবর্ত্তী হইতে ত বিরত হয় না ? তাহারা ত তোমার নিকট এই উভয়ের মধ্যম রীতি অবলম্বন করিয়া থাকে ? তোমার দুর্গ-সমুদায় ত ধন, ধান্য, সলিল, আয়ুধ, যন্ত্র, শিল্পকর, ধনুর্ধারী ও যোধপুরুষগণে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে ? বৎস !. তোমার ত সমধিক আয় ও অল্পতর ব্যয় হইয়া থাকে ? তোমার ধন-রত্ন ত অপাত্রে প্রদত্ত হয় না ? তুমি ত দেবতার নিমিত্ত, পিতৃগণের নিমিত্ত, ব্রাহ্মণ-গণের নিমিত্ত, অভ্যাগত জনগণের নিমিত্ত, যোধপুরুষগণের নিমিত্ত ও মিত্রবর্গের নিমিত্ত অকাতরে ব্যয় করিয়া থাক ?

বৎস ! তুমি ত কোন বিশুদ্ধাত্মা সাধু ব্যক্তিকে স্তেয় বা অগম্যাগমন প্রভৃতি অপ-বাদে অভিযুক্ত দেখিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র-কুশল বিচা-রক দ্বারা দোষ সপ্রমাণ না করিয়াই লোভ-বশত ধনদণ্ড বা কায়দণ্ড কর না ? যে চোর লোপ্ত্র (বমাল) সমেত ধৃত হইয়াছে, প্রশ্ন দ্বারা যাহার দোষ পরীক্ষা করা হইয়াছে, যাহার দোষ সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে, ঈদৃশ চোরকে ত তুমি ধন-লোভে ছাড়িয়া দাও না ? তুমি যে সমুদায় ব্যক্তিকে ধর্ম্মাধি-করণে নিযুক্ত করিয়াছ, সেই সমুদায় বিচারক-গণ, দুর্ব্বল অথবা বলবান অর্থি-প্রত্যর্থিগণের বিবাদাস্পদ বিষয় সমুদায় ত পক্ষপাত-শূন্য হৃদয়ে বিচার করিয়া থাকেন ? বৎস ! মিথ্যা অভিযোগে দণ্ডিত ব্যক্তির নয়ন-জল, শাসন-কর্ত্তার পুত্র পশু প্রভৃতি সমুদায় বিনষ্ট করিয়া থাকে।

বৎস ! তুমি ত বৃদ্ধগণকে, বালকগণকে, প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গকে, কৃতবিদ্য জন-গণকে এবং সোমপায়ী মুনিগণকে দান দ্বারা, স্নিগ্ধ-বাক্য দ্বারা ও সবিনয় ব্যবহার দ্বারা পূজা করিয়া থাক ? তুমি ত গুরুগণকে বৃদ্ধ-গণকে, তাপসগণকে, দেবতাগণকে, পূজ্য অতিথি-গণকে ও সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া থাক ? তুমি ত অর্থ-লাভের অনুরোধে ধর্ম্ম-হানি, অথবা ধর্ম্মোপার্জ্জনের অনুরোধে অর্থ-হানি, কিংবা প্রীতি-নিবন্ধন কামের অনু-রোধে ধর্ম্ম-হানি ও অর্থ-হানি কর না ? বৎস ! তুমি ত সময় বিভাগ করিয়া যথাকালে অবি-রোধে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম উপার্জ্জন করিয়া থাক ?

ভ্রাত ! তোমার অধিকার-মধ্যে সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থ-কুশল ব্রাহ্মণগণ ও সুবিচক্ষণ পৌর ও জনপদবাসী জনগণ ত ক্ষুব্ধ-হৃদয় হয়েন না ? নাস্তিকতা, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘ-সূত্রতা, জ্ঞানবান ব্যক্তির সহিত অনালাপ, আলস্য, পাপ-প্রবৃত্তি, একাকী অর্থ-চিন্তা, অনর্থজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত মন্ত্রণা, নির্ণীত বিষয়ের অনারম্ভ, মন্ত্রণার অপরিপালন, এই দ্বাদশ দোষে* ত তুমি দূষিত হও না ? যে রাজা এই সমুদায় দোষে দূষিত হয়েন, তিনি অবিলম্বেই রাজ্যচ্যুত হইয়া পড়েন।

* পাশ্চাত্য রামায়ণে এস্থলে, প্রাতঃকালে অননুষ্ঠান ও বহু শত্রুর সহিত এককালে সংগ্রাম, এই দুইটি ধরিয়া চতুর্দ্দশ রাজদোষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বৎস! দশবর্গ,[১] পঞ্চবর্গ,[২] চতুর্বর্গ,[৩] সপ্তবর্গ,[৪] অষ্টবর্গ,[৫] ত্রিবর্গ,[৬] বিদ্যাত্রয়,[৭] ইন্দ্রিয়জয়োপায়,[৮] ষাড়্গুণ্য,[৯] দৈব-ব্যসন,[১০] মানুষ-ব্যসন,[১১] রাজকৃত্য,[১২] বিংশতিবর্গ,[১৩] প্রকৃতিবর্গ,[১৪] মণ্ডল,[১৫] যাত্রা,[১৬] দণ্ডবিধান,[১৭] দ্বিযোনি-সন্ধি[১৮] ও দ্বিযোনি-বিগ্রহ[১৯]; এই সমুদায় ত তুমি বিদিত হইয়া হেয়োপাদেয়তা বিবেচনা পূর্ব্বক যথাযথ অনুষ্ঠান করিয়া থাক?

---

১ মৃগয়া, দ্যূত-ক্রীড়া, দিবা-নিদ্রা, পরিবাদ, স্ত্রীসম্ভোগ-লালসা, নৃত্য, গীত, বাদ্য, মত্ততা ও বৃথা পর্য্যটন; এই দশটিকে দশবর্গ বলা যায়। ইহারা কামজনিত।

২ জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, ইরণদুর্গ (উষর-ভূমিময় দুর্গ), বৃক্ষদুর্গ ও ধান্বনদুর্গ (ধন্বুবৃক্ষনির্ম্মিত দুর্গ); এই পঞ্চবিধ দুর্গকে পঞ্চবর্গ বলা যায়।

৩ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড; এই চতুষ্টয়কে চতুর্ব্বর্গ বলা যায়।

৪ স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, বল ও সুহৃৎ, এই সাতটি রাজ্যের অঙ্গ; ইহারা পরস্পর পরস্পরের উপকারী; ইহাদিগকে সপ্তাঙ্গও বলা যায়।

৫ পিশুনতা, সাহস, পরদ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, অর্থদূষণ, বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য; এই আটটিকে অষ্টবর্গ বলা যায়। ইহারা ক্রোধজনিত। কেহ কেহ বলেন, কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গ, সেতু, কুঞ্জর-বন্ধন, স্বর্ণ-রৌপ্যাদির আকরের কর গ্রহণ, রত্নাদির খনির কর গ্রহণ ও নির্জ্জন প্রদেশে উপনিবেশ; ইহাদিগকে অষ্টবর্গ বলা যায়।

৬ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে ত্রিবর্গ বলা যায়। কেহ কেহ বলেন, উৎসাহ-শক্তি, প্রভু-শক্তি ও মন্ত্র-শক্তি ত্রিবর্গ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

৭ ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতিকে বিদ্যাত্রয় বলা যায়। ঋক্, যজু ও সাম; এই তিন বেদের নাম ত্রয়ী। কৃষিবিদ্যাদির নাম বার্ত্তা। নীতি শাস্ত্রের নাম দণ্ডনীতি।

৮ যোগাভ্যাস।

৯ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয়; এই ছয়টিকে ষাড়্গুণ্য বলা যায়। একের সহিত সন্ধি ও অপরের সহিত বিগ্রহকে দ্বৈধ বলে।

১০ হুতাশন, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, এবং মারীভয় হইতে যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহার নাম দৈব-ব্যসন।

১১ রাজ্যাধিকারে নিযুক্ত ব্যক্তি, রাজপ্রিয় ব্যক্তি, চৌর, শত্রু ও লোভাভিভূত ভূপতি হইতে যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহার নাম মানুষ-ব্যসন।

১২ বিপক্ষ-পক্ষ-মধ্যে অলব্ধ-বেতন, লুব্ধ, অভিমানী, অবমানিত, ক্রুদ্ধ, অকস্মাৎ কোপিত, ভীত ও ভীষিত, এই সমুদায় ব্যক্তির ভেদ জন্মাইয়া দেওয়াকে রাজকৃত্য বলা যায়।

১৩ বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগী, জ্ঞাতি-বহিষ্কৃত, ভীরু, ভয়-জনক, লুব্ধ, লুব্ধজন-সেবিত, বিরক্ত-প্রকৃতি, স্রক-চন্দন-বনিতা-প্রভৃতি-বিষয়-ভোগে একান্ত আসক্ত, পরস্পর-বিভিন্ন-মত-সচিবগণ-সেবিত, দেবব্রাহ্মণ-নিন্দক, দৈবোপহত, দৈব-চিন্তক, দুর্ভিক্ষ-ব্যসনে নিপতিত, বল-ব্যসন-যুক্ত, অরক্ষিত-দেশস্থিত, বহুশত্রু, দুঃসময়াভিভূত, সত্যধর্ম্ম-বিরত; এই বিংশতি প্রকার শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে না। ইহাদিগকে বিংশতি বর্গ বলা যায়।

১৪ অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও দণ্ড; এই পাঁচটিকে প্রকৃতিবর্গ বলা যায়।

১৫ দ্বাদশ রাজমণ্ডলকেই মণ্ডল বলা যায়; দ্বাদশ রাজমণ্ডল যথা—১ অরি, ২ মিত্র, ৩ অরিমিত্র, ৪ মিত্রামিত্র, ৫ মিত্রারিমিত্র, ৬ মিত্র-মিত্র, ৭ পার্ষ্ণিগ্রাহ, ৮ আক্রন্দ, পার্ষ্ণিগ্রাহের আসার অর্থাৎ ৯ পৃষ্ঠভাগস্থ মধ্যবর্ত্তী ও ১০ পৃষ্ঠভাগস্থ উদাসীন, এবং আক্রন্দের ১১ পৃষ্ঠভাগস্থ মধ্যবর্ত্তী ও ১২ পৃষ্ঠভাগস্থ উদাসীন।

পৃষ্ঠদেশস্থ রাজাকে পার্ষ্ণিগ্রাহ বলে, এবং পার্ষ্ণিগ্রাহের পরবর্ত্তীকে আক্রন্দ কহে।

১৬ যাত্রা অর্থাৎ যান। যান পাঁচ প্রকার; যথা—১ বিগৃহ্যযান, ২ সন্ধায়যান, ৩ সম্ভূয়যান, ৪ প্রসঙ্গযান ও ৫ উপেক্ষ্যযান।

বলবত্তা প্রযুক্ত পার্ষ্ণিগ্রাহ প্রভৃতির সহিত বিগ্রহ করিয়া যে অন্য শত্রুর প্রতি যুদ্ধযাত্রা করা যায়, তাহার নাম বিগৃহ্য-যান।১। পার্ষ্ণিগ্রাহ প্রভৃতির সহিত সন্ধি করিয়া শত্রুর প্রতি যে যুদ্ধযাত্রা, তাহার নাম সন্ধায়যান।২। সামন্তগণের সহিত সমবেত হইয়া যে যুদ্ধযাত্রা, তাহার নাম সম্ভূয়-যান।৩। অন্য শত্রুর উদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়া অন্য রাজাকে আক্রমণার্থ যাত্রার নাম প্রসঙ্গ-যান।৪। শত্রুকে উপেক্ষা করিয়া তাহার মিত্রকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত যাত্রাকে উপেক্ষ্য-যান বলে।৫।

১৭ ব্যূহরচনা-ভেদকে দণ্ডবিধান বলে।

১৮ দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয় মূলক যে সন্ধি, তাহার নাম দ্বিযোনি-সন্ধি। দুই জন প্রবল শত্রুর মধ্যে অলক্ষিত রূপে যে এক জনের নিকট আত্মসমর্পণ, তাহাকে দ্বৈধীভাব বলা যায়। শত্রু কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া অন্য বলবান রাজার আশ্রয় গ্রহণের নাম সমাশ্রয়।

১৯ যান ও আসন মূলক যে বিগ্রহ, তাহার নাম দ্বিযোনি-বিগ্রহ। উপযুক্ত সময় প্রতীক্ষায় উদ্যম-শূন্য হইয়া অবস্থানের নাম আসন।

বৎস! আমি যে সমুদায় বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, তুমি সেই সমস্ত বিষয় ত তিন চারি জন সমবেত মন্ত্রীর সহিত এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত একান্তে মন্ত্রণা করিয়া থাক? তোমার ত বেদাধ্যয়ন সফল হইয়াছে? তুমি যে সমুদায় ক্রিয়াকাণ্ড কর, তাহার ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাক? তোমার দার-পরিগ্রহ ত সার্থক হইয়াছে? তুমি যে সমুদায় গুরূপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহার ত ফল হইয়াছে? তোমার বুদ্ধি ত ধর্ম্ম, কাম ও অর্থের অনুগত এবং আয়ুষ্য ও যশস্য হইয়াছে? আমাদের প্রপিতামহগণ যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, আমাদের পিতা যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তুমি ত সেইরূপ ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হইয়া, সৎপথগামী হইতেছ?

বৎস! যে জ্ঞান-সম্পন্ন মহীপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের পালন ও দণ্ড-বিধান করেন, তিনি অখণ্ড মহীমণ্ডলের আধিপত্য লাভ করিয়া পরিশেষে দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন।

দশাধিক-শততম সর্গ।

ভরতের উত্তর।

অনন্তর রামচন্দ্র, গুরু-বৎসল ভরতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি কি নিমিত্ত চীরচীবর ও জটা ধারণ পূর্ব্বক এই অরণ্যে আগমন করিয়াছ, শ্রবণ করিতে বাসনা করি।—তুমি কি নিমিত্ত রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণাজিন ও জটাধারণ করিয়া এই ভীষণ অরণ্যে আসিয়াছ, তাহা আনুপূর্ব্বিক বল।

মহানুভব রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র এইরূপ প্রশ্ন করিলে ভ্রাতৃ-বৎসল ভরত যথাকথঞ্চিৎ শোক সংবরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্য! মহারাজ সুদুষ্কর কর্ম্ম করিয়া—পুত্র-শোকে একান্ত কাতর হইয়া ভূমণ্ডলের আধিপত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

আর্য্য! আমাদের বৃদ্ধ পিতা, আপনকার দর্শন-লালসায় আপনকার নিমিত্ত শোক করিতে করিতে, আপনকার প্রতি সন্নাসক্ত চিত্ত নিবর্ত্তিত করিতে না পারিয়া, আপনকার বিরহে শোকানলে দগ্ধ হইয়া, আপনকার নিমিত্তই কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পিতৃ-সত্য-পালনে কৃতপ্রতিজ্ঞ বিজিতেন্দ্রিয় রঘুনন্দন রামচন্দ্র, ভরতের মুখে প্রথমেই ঈদৃশ ঘোরতর অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া দুর্ব্বহ শোকভরে একেবারে নীরব হইয়া পড়িলেন; তৎকালে তাঁহার মুখ হইতে একটি কথাও নিঃসৃত হইল না।

মহানুভব ভরত পুনর্ব্বার কহিতে আরম্ভ করিলেন, আর্য্য! আমার জননী রাজ্যলোলুপা কৈকেয়ী, স্ত্রী-বুদ্ধির বশবর্ত্তিনী হইয়াই অযশস্কর এই মহাপাপ করিয়াছেন; পরন্তু তিনি রাজ্যলাভ-রূপ ফলপ্রাপ্তও হইলেন না, অথচ বিধবা ও শোক-কৃশা হইলেন; এবং চরম-কালে যে, তিনি মহাঘোর নরকে নিপতিত হইবেন, তদ্বিষয়েও অণুমাত্র

সন্দেহ নাই। আর্য্য! আমি আপনকার দাস; আপনি এই দাসের প্রতি প্রসন্ন হউন; কৃপা করুন। আপনি দেবরাজের ন্যায় এই রাজ্যে অভিষিক্ত হউন; এই সমুদায় প্রজাগণ, মন্ত্রিগণ ও আমার বিধবা-জননীগণ আপনকার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, আপনি আমাদের সকলের প্রতি প্রসন্ন হউন।

আমাদের বংশের নিয়মানুসারে জ্যেষ্ঠতা-নিবন্ধন আপনিই রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারেন; বিশেষত আপনি রাজ্য-শাসন করেন, তাহা আমাদের সকলেরই কামনা; অতএব আপনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক সুহৃদ্গণের কামনা পূর্ণ করুন। শরৎ-কালের রজনী যেমন নির্ম্মল চন্দ্রের সহিত মিলিতা হয়, পতি-বিরহিতা পৃথিবীও সেইরূপ আপনকার সহিত সঙ্গতা হইয়া, সধবা হউন।

আর্য্য! আমি আপনকার শিষ্য ও দাস; আমি এই সচিবগণের সহিত সমবেত হইয়া, অবনত মস্তকে প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। পুরুষ-সিংহ! চিরকাল রাজকার্য্যে নিযুক্ত রাজ-পূজিত এই সমুদায় সচিব-মণ্ডলের অনুরোধ-বাক্য অতিক্রম করিবেন না।

কৈকেয়ী-নন্দন মহানুভব মহাবাহু ভরত, এইরূপ বাক্য বলিয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে রামচন্দ্রের চরণতলে নিপতিত হইলেন। উদার-প্রকৃতি রামচন্দ্রও ভ্রাতা ভরতকে একান্ত-কাতর ও আর্ত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমার ন্যায় মহাকুল-সম্ভূত, মহাসত্ত্ব, তেজঃ-সম্পন্ন, ব্রতানুষ্ঠান-নিরত কোন্ ব্যক্তি রাজ্যের নিমিত্ত পাপাচরণ করিতে পারে? শত্রু-সংহারিন! আমি তোমার বিন্দুমাত্রও দোষ দেখিতেছি না; তুমি যে, বালকতা-নিবন্ধন তোমার জননীকে নিন্দা ও তিরস্কার করিতেছ, তাহাও তোমার সমুচিত কার্য্য হইতেছে না।

মহামতে! যাঁহারা গুরু, তাঁহারা সর্ব্বদাই অনুগত স্ত্রী-পুত্রের প্রতি যথেচ্ছাচরণ করিতে পারেন। সাধুগণ ভার্য্যা, পুত্র ও শিষ্যকে যেরূপ গুরু-নিদেশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে উপ-দেশ দেন, তাহাও জ্ঞাত হওয়া এবং তদনুরূপ আচরণ করা তোমার কর্ত্তব্য। বৎস! মহা-রাজ আমাকে রাজ্যে স্থাপনও করিতে পারেন, ছিন্ন-বস্ত্র বা কৃষ্ণাজিন পরাইয়া বনবাস দিতেও পারেন; তদ্বিষয়ে আমাদের প্রতিকূল বাক্য বলিবার সামর্থ্য নাই।

মহাত্মন! আমি পিতার যেরূপ সম্মান ও গৌরব করিয়া থাকি; মাতা কৈকেয়ীও সেইরূপ সম্মান ও গৌরবের পাত্র। ঈদৃশ ধর্ম্মশীল পিতা-মাতা একত্র হইয়া আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন যে, তুমি চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসী হও; আমি এক্ষণে কিরূপে সেই পিতামাতার বাক্য অন্যথা করিতে পারি! তুমি প্রজাগণ-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া, অযোধ্যা রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে; আমি বল্কল পরিধান পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে বাস করিব; মহাভাগ ধর্ম্মশীল পিতা সর্ব্বজন-সমক্ষে এইরূপ বিভাগ করিয়া দিয়া আমার প্রতি আদেশ প্রদান পূর্ব্বক সুরলোকে গমন

করিয়াছেন। সর্ব্বলোক-গুরু মহারাজ দশরথের বাক্য মান্য করা যদি তোমার উচিত কার্য্য হয়; যদি তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে তোমার ইচ্ছা না থাকে; তাহা হইলে পিতা তোমাকে যে ভাগ দিয়াছেন, তাহা তুমি উপভোগ কর; এবং আমিও চতুর্দ্দশ বৎসর এই দণ্ডকারণ্যে থাকিয়া, মহাত্মা পিতা আমাকে যে বনবাসরূপ ভাগ দিয়াছেন, তাহা ভোগ করি।

সুর-লোক-সৎকৃত মহেন্দ্র-কল্প মহাত্মা মহারাজ দশরথ, আমার প্রতি যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি বিবেচনা করি, তাহাই আমার পরম-হিতসাধন; আমি তাহার পরিবর্ত্তে ত্রিলোকের একাধিপত্যও কামনা করি না।

একাদশাধিক-শততম সর্গ।

রামচন্দ্রের পিতৃ-তর্পণ।

মহানুভব ভরত, রামচন্দ্রের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমি কৌলিক প্রথা অতিক্রম পূর্ব্বক ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইয়া, রাজ্য বা রাজ-চরিত লইয়া কি করিব! আমাদের বংশে মনু অবধি যখন এই শাশ্বত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে যে, জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠ কখনও রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইতে পারে না; তখন আপনি কিরূপে আমাকে রাজ্যপালন করিতে আদেশ করিতেছেন। এক্ষণে আপনি এই ইক্ষ্বাকুবংশের প্রভু; আপনি এক্ষণে সমৃদ্ধিশালিনী সেই সুরম্য অযোধ্যাপুরীতে গমন পূর্ব্বক আপনাকে রাজ্যাভিষিক্ত করুন; যাহাতে আমরা সকলে পরিপালিত হই, যাহাতে আমাদের অভ্যুদয় হয়, তদ্বিষয়ে আপনি যত্নবান হউন। সকলে যদিও রাজাকে মনুষ্য জ্ঞান করে, তথাপি আমি আপনাকে দেবতা বলিয়া বোধ করিয়া থাকি; কারণ ধর্ম্ম-বিষয়ে ও অর্থ-বিষয়ে আপনকার সমুদায় চরিতই অলৌকিক।

আর্য্য! আমার কেকয়-রাজ্যে অবস্থান-কালে আপনি বনবাসী হইলে, সাধু-সম্মত শ্রীমান মহারাজ স্বর্গে গমন করিয়াছেন; আপনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যাপুরী হইতে বহির্গত হইবার পরেই মহারাজ দুঃখ ও শোকে অভিভূত হইয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। পুরুষসিংহ! এক্ষণে উত্থিত হউন; পিতার উদক-ক্রিয়া করুন; শত্রুঘ্ন ও আমি পূর্ব্বেই তর্পণাদি করিয়াছি; কথিত আছে, প্রিয়পুত্র পিতার উদ্দেশে যে বস্তু দান করে, তাহা অক্ষয় হইয়া পিতৃলোকে পিতার নিকট উপস্থিত হয়; আপনি পিতার অতীব-প্রিয় পুত্র।

মহানুভব রামচন্দ্র, ভরতের মুখে পিতার মৃত্যু-বিষয়ক করুণাপূর্ণ ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্য-ধারণ করিতে না পারিয়া এককালে হতচেতন হইয়া পড়িলেন; সংগ্রাম-স্থলে দানবারি-দেবরাজ-পরিত্যক্ত বজ্রের ন্যায় ভরত কর্ত্তৃক কথিত সেই অপ্রিয় বাগ্-বজ্রে আহত হইয়া রামচন্দ্র অরণ্য-মধ্যে পরশু-ছিন্ন পুষ্পিতাগ্র মহীরুহের ন্যায় বাহুযুগল

উৎক্ষেপ পূর্ব্বক মহীতলে নিপতিত হই-লেন।

কূলপাতে পরিক্লান্ত প্রসুপ্ত মহা-মাত-ঙ্গের ন্যায় জগতীপতি রামচন্দ্র, জগতী-তলে নিপতিত হইয়াছেন দেখিয়া; শোকাক্রান্ত লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও বৈদেহী চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া, রোদন করিতে করিতে নেত্র-সলিল দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করিয়া নয়ন-যুগল দ্বারা বাষ্প-বারি পরিত্যাগ করিতে করিতে ধর্ম্মানু-গত বচনে ভরতকে কহিলেন, হায়! আমি কুসন্তান, আমার জন্মই বৃথা! আমি, মহাত্মা পিতার উদ্দেশে কি কার্য্য করিব! পিতা আমার শোকে জীবন পরিত্যাগ করিলেন; আমি তাঁহার সৎকারও করিতে পারিলাম না! ভরত! তোমার ও শত্রুঘ্নেরই জন্ম সার্থক! কারণ তোমরাই মহারাজের সমুদায় প্রেতকার্য্য ও সৎকার করিয়াছ।

বৎস! এক্ষণে অযোধ্যা মস্তক-হীন হই-য়াছে! যিনি অযোধ্যার প্রধান, তিনি লোকা-ন্তর গমন করিয়াছেন! এক্ষণে অযোধ্যা মহা-রাজ-বিহীন ও বহু নায়কের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। আমার বনবাস-কাল চতুর্দ্দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলেও আমি ঈদৃশ শূন্য অযোধ্যায় গমন করিতে অভিলাষী নহি। এক্ষণে পিতা পরলোক গমন করিয়াছেন, ঈদৃশ অবস্থায় যখন বনবাস-কাল সম্পূর্ণ হইবে, তখন যদি আমি অযোধ্যায় গমন করি, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি আমাকে হিতাহিত-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিবেন! পূর্ব্বে আমি প্রবাসগত হইয়া, পুনর্ব্বার অযোধ্যায় প্রতি-নিবৃত্ত হইলে পিতা আমাকে যে সমুদায় সান্ত্বনা বাক্য বলিতেন, সেই সমুদায় কর্ণ-সুখ বাক্য আর কোথা হইতে শুনিতে পাইব!

শোক-সন্তপ্ত রামচন্দ্র, ভরতকে এইরূপ বাক্য বলিয়া, পূর্ণ-চন্দ্রমুখী সীতার অভিমুখীন হইয়া কহিলেন, সীতে! তোমার শ্বশুর পর-লোক গমন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ! তুমি পিতৃ-হীন হইয়াছ। ভরত দুঃখিত হৃদয়ে মহা-রাজের পরলোক-গমনের বিবরণ বলিতে-ছেন। জনক-নন্দিনী সীতা যখন রামচন্দ্রের মুখে শ্রবণ করিলেন যে, সর্ব্বলোক-গুরু মহারাজ দশরথ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া-ছেন, তখন তাঁহার নয়ন-দ্বয় অশ্রু-পূর্ণ হইল; তিনি আর কিছুই দেখিতে সমর্থা হইলেন না। রামচন্দ্রের মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যশস্বী লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের নেত্রেও অনবরত অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল।

শোক-ব্যথিত ভরত, একান্ত-কাতর জগতী-পতি রামচন্দ্রকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বাষ্প-গদগদ বচনে কহিলেন, পুরুষ-সিংহ! উত্থিত হউন; পিতার উদক-ক্রিয়া সম্পাদন করুন; আমি ও শত্রুঘ্ন উভয়ে তর্পণাদি করিয়াছি।

অনন্তর দুঃখার্ত্ত-হৃদয় রামচন্দ্র, রোদন-পরায়ণা জানকীকে সান্ত্বনা করিয়া কাতর বচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! অনিঃসারিত-তৈল ইঙ্গুদী-বীজ-চূর্ণ ও বিশুদ্ধ চীবর আনয়ন

কর। আমি পিতার উদক-ক্রিয়ার নিমিত্ত গমন করিব। সীতা অগ্রে অগ্রে চলুন; তুমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কর; আমি সকলের পশ্চাৎ গমন করিব। নির্হরণ ও অশৌচ স্নানাদি-কালে এইরূপ শোক-সূচক গমনই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে।

অনন্তর, স্বর্গগত মহারাজ কর্ত্তৃক বিদিত-স্বরূপ, রাজকুমারগণের নিয়ত অনুগত, ক্ষান্ত, দান্ত, মৃদু ও রামচন্দ্রের দৃঢ় ভক্ত সুমন্ত্র, ভরত প্রভৃতির সহিত সমবেত হইয়া, আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক রামচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া মন্দাকিনী নদীতে অবতারিত করিলেন।

যশঃ-সৌরভ-সম্পন্ন রাজকুমারগণ সুতীর্থ-সুশোভিতা বহুপুষ্প-বিভূষিত-বৃক্ষ-রাজি-বিরাজিতা শীতল-সলিলা সুনির্ম্মলা পবিত্রতমা রমণীয়া মন্দাকিনী নদীতে কষ্টে অবরোহণ করিলেন এবং সমতল দেশে গমন পূর্ব্বক অবগাহন করিয়া 'ইহা পিতার নিকট উপস্থিত হউক,' এইরূপ বলিয়া জল প্রদান করিতে লাগিলেন। রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্র দক্ষিণাভিমুখে অবস্থান পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনকার নিমিত্ত এই নির্ম্মল পানীয় জল প্রদান করিতেছি; ইহা পিতৃ-লোকে আপনকার নিকট উপস্থিত হইয়া অক্ষয় হউক।

অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ শ্রীমান রামচন্দ্র, ভ্রাতৃগণের সহিত সমবেত হইয়া, মন্দাকিনী-নদী-তীরে বিশুদ্ধ প্রদেশে পিতার পিণ্ডদান করিলেন। তিনি দর্ভ-সংস্তরে বদরী-মিশ্রিত অনিঃসারিত-তৈল ইঙ্গুদী-বীজ-চূর্ণের পিণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে কহিলেন, মহারাজ! আমরা যে অন্ন ভোজন করিয়া থাকি, সেই অন্নই প্রদান করিতেছি; আপনি ভোজন করিয়া প্রীত হউন। ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, মনুষ্য যে প্রকার অন্ন ভোজন করে, তাহার পিতৃগণ ও দেবগণও সেই অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন।

পরে নরসিংহ রামচন্দ্র, সেই পথেই নদী-তীর হইতে উত্থিত হইয়া, সুরম্য-সানু-সুশোভিত চিত্রকূট পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। অনন্তর তিনি পর্ণ-কুটীরের দ্বারে উপনীত হইয়া, ভরত ও লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভরত, শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ এবং বৈদেহীও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলের রোদন-ধ্বনি গিরি-গুহায় প্রতিধ্বনিত হইয়া, সিংহনাদের ন্যায় আকাশ-মণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল।

এ দিকে ভরত-সৈন্যগণ, তুমুল শব্দ শ্রবণে চকিত হইয়া, অনুমান করিল যে, মহাবল রাজকুমারগণ উদক-ক্রিয়ার প্রবৃত্ত হইয়া রোদন করিতেছেন। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে, এক্ষণে নিশ্চয়ই মহানুভব ভরত, রামচন্দ্রের সহিত সঙ্গত হইয়াছেন; তাঁহারা মৃত পিতার উদ্দেশে শোক প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতেই এই মহাশব্দ হইতেছে।

অনন্তর সৈন্যগণ সকলে একত্র মিলিত হইয়া, স্ব স্ব আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শব্দ

লক্ষ্য করিয়া যথাস্থানে ধাবমান হইল। তাহারা সকলেই, চির-প্রোষিতের ন্যায় অচির-প্রোষিত রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার অভিলাষে সহসা আশ্রমে গমন করিতে লাগিল। তাহারা ভ্রাতৃগণের সমাগম-দর্শনাভিলাষী হইয়া, বহু-বিধ-যানে আরোহণ পূর্ব্বক সমুৎসুক-হৃদয়ে সত্বর গমনে ধাবমান হইতে আরম্ভ করিল। কোন কোন সুকুমার ব্যক্তি উত্তম অলঙ্কৃত রথারোহণে, কোন কোন ব্যক্তি অশ্বারোহণে, কোন কোন ব্যক্তি গজারোহণে এবং কোন কোন ব্যক্তি বা পাদচারেই ধাবিত হইল। মেঘ-সমাগমে আকাশ-মণ্ডলে যেরূপ তুমুল নিনাদ হয়, সেইরূপ রথনেমি-শব্দ, অশ্বখুর-শব্দ ও বহুবিধ যান-শব্দ মিশ্রিত হইয়া সেই স্থানে একটি তুমুল ঘোর নিনাদ হইয়া উঠিল। করেণুগণ-পরিবারিত আরণ্য-মাতঙ্গগণ, সেই অতুল শব্দে চকিত ও ভীত হইয়া, পলায়ন পূর্ব্বক বনান্তরে গমন করিতে লাগিল। বরাহগণ, মৃগগণ, সিংহগণ, মহিষগণ, ব্যাঘ্র-গণ, গোকর্ণগণ, গবয়গণ, পৃষতমৃগগণ ও অন্যান্য বনচারী জীবগণ, ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়িল। চক্রবাকগণ, দাত্যূহগণ, হংসগণ, কারণ্ডবগণ, প্লবগণ, পুংস্কোকিলগণ ও ক্রৌঞ্চ-গণ, হতচৈতন্য-প্রায় ও উড্ডীন হইয়া, দশ-দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। শব্দ শ্রবণে ভীত ও উড্ডীন অসংখ্য বিহঙ্গমগণে আকাশ-মণ্ডল আবৃত হইল; এ দিকে ভরতের অনুচর মানবগণ ভূমিতল সমাচ্ছন্ন করিল। এই সময় ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল।

অনন্তর সৈন্যগণ সহসা আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল, পাপস্পর্শ-পরিশূন্য মহাযশা পুরুষ-সিংহ রামচন্দ্র, স্থণ্ডিলে উপ-বিষ্ট রহিয়াছেন। ভরতানুচর জনগণ, অনিষ্ট-চারিণী মন্থরা ও কৈকেয়ীর নিন্দা করিতে করিতে মহানুভব রামচন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হইয়া, বাষ্পপূরিত-লোচনে রোদন করিতে লাগিল।

ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্র, দুঃখার্ত্ত জনগণকে অশ্রু-পূর্ণ-বদন দেখিয়া, পিতার ন্যায় ও মাতার ন্যায়, স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন।

এইরূপে রামচন্দ্র, কোন কোন ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিলেন, কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে প্রণাম করিল। রামচন্দ্র, প্রণাম প্রণয়-সম্ভাষণ আলিঙ্গন প্রভৃতি দ্বারা সক-লেরই যথাযোগ্য সম্মান-বর্দ্ধন করিলেন। সম-বেত মহাত্মা জনগণের রোদন-ধ্বনিতে আকাশ, দিঙ্মণ্ডল, দেবলোক ও গিরিগুহা অনুনাদিত হইয়া উঠিল। বোধ হইতে লাগিল যেন, মহামেঘ-সমূহ ঘোরতর গর্জ্জন করিতেছে।

দ্বাদশাধিক-শততম সর্গ।

মাতৃগণের সহিত সমাগম।

এদিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ, দশরথ-মহিষী-দিগকে অগ্রসর করিয়া রামচন্দ্রের দর্শন-প্রত্যাশায় সেই স্থানে গমন করিতে লাগি-লেন। রাজমহিষীরা মন্দাকিনী নদীর নিকট গমন করিতে করিতে রাম ও লক্ষ্মণ নিষেবিত

তীর্থ দেখিতে পাইলেন। তখন কৌশল্যা, বাষ্পপূর্ণ পরিশুষ্ক মুখে একান্ত-কাতর সুমিত্রাকে ও আর আর রাজমহিষীদিগকে কহিলেন, সপত্নীগণ! এই দেখ, নদীর পূর্ব্ব তীরে দুষ্কর-কর্ম্ম-পরায়ণ নির্ব্বাসিত অনাথ পুত্রদিগের স্নানাদির নিমিত্ত একটি মাত্র সুবিরল তীর্থ রহিয়াছে।

সুমিত্রে! বোধ হইতেছে, বীর্য্যবান লক্ষ্মণ, আমার পুত্র রামচন্দ্রের নিমিত্ত এই স্থান হইতে জল লইয়া সর্ব্বদা গমন করিয়া থাকে। সুমিত্রে! তোমার ধার্ম্মিক পুত্র লক্ষ্মণ, যার পর নাই দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে! সে অনুরাগ-পরতন্ত্র হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শুশ্রূষায় নিয়ত-নিযুক্ত রহিয়াছে। যে রামচন্দ্র নিরপরাধ হইয়াও, স্ত্রী-বশীভূত পিতা কর্ত্তৃক দুরন্ত-শ্বাপদ-সমাকুল এই মহারণ্যে সীতার সহিত পরিত্যক্ত হইয়াছে, তোমার পুত্র লক্ষ্মণ ভ্রাতৃ-বাৎসল্য-নিবন্ধন তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিয়া ঈদৃশ ক্লেশ ভোগ করিতেছে! তোমার পুত্র এক্ষণে ঈদৃশ জঘন্য কার্য্য করিতেছে বটে, কিন্তু ইহাতে সে কখনই জঘন্য বলিয়া গণ্য ও গর্হিত হইবে না। ঈদৃশ-ক্লেশ-ভোগের অযোগ্য লক্ষ্মণ, অদ্য হইতে নিশ্চয়ই এই উপস্থিত নীচ কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। দেবী কৌশল্যা বাষ্পবিক্লব বচনে এইরূপ বিলাপ বাক্য কহিতেছেন, এমত সময় পুলিনের উপরি দেখিতে পাইলেন, অনিঃসারিত-তৈল ইঙ্গুদী-বীজ-চূর্ণ দ্বারা প্রদত্ত পিণ্ড দক্ষিণাগ্রকুশ ও পুষ্পের উপরি বিন্যস্ত রহিয়াছে। আয়ত-লোচনা কৌশল্যা রামচন্দ্র-প্রদত্ত তাদৃশ উপহার-যুক্ত অনিঃসারিত-তৈল ইঙ্গুদী-বীজ-চূর্ণ দ্বারা প্রদত্ত ভর্ত্তৃপিণ্ড অবলোকন করিয়া সপত্নীগণকে কহিলেন, এই দেখ, ইক্ষ্বাকু-নাথ মহানুভব রামচন্দ্র, পিতার উদ্দেশে কিরূপ পিণ্ড প্রদান করিয়াছেন!

দেব-সদৃশ যে মহাত্মা মহারাজ চিরকাল অপূর্ব্ব বস্তু ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, এই পিণ্ড কি তাঁহার উপযুক্ত! যিনি চতুঃসাগর পর্য্যন্ত মহীমণ্ডল ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, যিনি মহেন্দ্র-সদৃশ প্রভাবশালী, হায়! তিনি কিরূপে এই ইঙ্গুদ-পিণ্যাক-পিণ্ড ভোগ করিবেন! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে যে, আমার রামচন্দ্র অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও পিতৃ শ্রাদ্ধে ইঙ্গুদ-চূর্ণ প্রদান করিল! হায়! ইহা দেখিয়া আমার হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে!

একটি জনশ্রুতি আছে যে, মনুষ্য যেরূপ অন্ন ভোজন করে, তাহার দেবগণ ও পিতৃগণও সেইরূপ অন্নই ভোজন করিয়া থাকেন; অদ্য এই জন-শ্রুতি সপ্রমাণ হইল। কৌশল্যা, সুমিত্রা ও অন্যান্য রাজ-মহিলাগণ এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে রামচন্দ্রের আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা দেবলোক-চ্যুত দেবতার ন্যায় ভোগ-পরিচ্যুত রামচন্দ্রকে আশ্রম-মধ্যে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা রামচন্দ্রকে দেখিবামাত্র শোক-ভারাক্রান্ত হইয়া নয়ন-জল পরিত্যাগ করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিলেন। পুরুষ-সিংহ মহানুভব রামচন্দ্র, মাতৃগণকে দর্শন

করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া সকলের চরণ-বন্দন করিলেন। সুকোমল-অঙ্গুলিতল-সমলঙ্কৃত সুখস্পর্শ কর-কমল দ্বারা তিনি যথাক্রমে সমুদায় মাতার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। রাজমহিষীগণ রোদন করিতে করিতে তাঁহার মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া হস্ত দ্বারা ধূলি-ধূসরিত পৃষ্ঠ মার্জ্জনা করিলেন। একান্ত-কাতর বিনয়-নম্র সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণও শোকাকুলিত মাতৃগণের সকলেরই চরণে প্রণাম করিতে লাগিলেন। দশরথ-মহিষীগণ সকলেই তাঁহাদের উভয় ভ্রাতাকে দেশ-কালের অনুরূপ ও জননীর অনুরূপ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রামচন্দ্রের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলেন, দশরথ-তনয় শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিতে ক্রুটি করিলেন না। দুঃখিত-হৃদয়া সীতাও রোদন করিতে করিতে সমুদায় শ্বশ্রূকে প্রণাম করিয়া সজল নয়নে পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

মাতা যেরূপ দুহিতাকে আলিঙ্গন করে, দুঃখার্ত্তা কৌশল্যাও সেইরূপ বনবাস-কৃশা দীনা সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, জনক-নন্দিনি! তুমি বিদেহ-রাজের প্রিয়তম-দুহিতা, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ ও রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্রের পত্নী হইয়া কিরূপে এই কষ্টকর ভীষণ অরণ্যে আগমন করিয়াছ! দিবসে হতপ্রভ চন্দ্রের ন্যায়, আতপ-সন্তপ্ত কমলের ন্যায়, পরিমর্দ্দিত উৎপলের ন্যায়, ধূলি-ধূসরিত কাঞ্চনের ন্যায়, তোমার এই ম্লান মুখ দেখিয়া অগ্নি যেরূপ আশ্রয় দগ্ধ করে, শোকও সেইরূপ আমাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে! বৈদেহি! তোমার ক্লেশরূপ অরণি-সম্ভূত অগ্নি, পঙ্ক-পরিচ্যুত পঙ্কজের ন্যায় তোমার এই কমনীয় মুখ-পঙ্কজ দগ্ধ করিতেছে।

জননী কৌশল্যা কাতর ভাবে পুত্র-বধূকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, এদিকে ভরতাগ্রজ মহানুভব রামচন্দ্র, মহর্ষি বশিষ্ঠের চরণ বন্দন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ বৃহস্পতিকে প্রণাম করেন, উদারমতি রামচন্দ্রও সেইরূপ হুতাশন-সদৃশ অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন পুরোহিত বশিষ্ঠের পাদ বন্দন করিয়া তাঁহার সহিত উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ ভরত সচিবগণের সহিত, প্রধান প্রধান পৌরগণের সহিত, সেনাপতিগণের সহিত ও ধর্ম্মজ্ঞ জনগণের সহিত রামচন্দ্রের সম্মুখে যথাস্থানে উপবেশন করিলেন।

অদ্য উদার-মতি ভরত, প্রণাম ও সৎকার পূর্ব্বক মহানুভব রামচন্দ্রকে কিরূপ বাক্য বলিবেন, তাহা শ্রবণ করিবার লালসায় তত্রত্য সমুদায় আর্য্য ব্যক্তিই কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন।

সদস্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত যজ্ঞীয় অগ্নি-ত্রয় যেরূপ শোভা পায়, সত্যনিষ্ঠ রামচন্দ্র, মহানুভব লক্ষ্মণ এবং ধর্ম্মজ্ঞ ভরতও সুহৃদ্‌গণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশাধিক-শততম সর্গ।

ভরতের অনুনয়-বাক্য।

পরম-ধার্ম্মিক মহানুভব রামচন্দ্র, সচিবগণের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন; এমত সময় সুধার্ম্মিক ভরত, ধর্ম্মানুগত উদার-বাক্যে কহিলেন; আর্য্য! আমি যে সময়ে প্রবাসে ছিলাম, সেই সময়ে ক্ষুদ্র-হৃদয়া আমার জননী আমার নিমিত্ত যে মহাপাপ করিয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই আমার অভিপ্রেত বা অনুমোদিত নহে; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। অপকারিণী আমার জননী এক্ষণে সম্পূর্ণ-দণ্ডার্হা হইলেও, আমি ইহাঁর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি বলিয়া ধর্ম্ম-পাশে সংযত থাকাতে এ পর্য্যন্ত তীব্র দণ্ড দ্বারা ইহাঁর প্রাণদণ্ড করিতে পারি নাই।

আর্য্য! আমি বিশুদ্ধ-বংশ-জাত আভিজাত্য-শালী ও বিশুদ্ধ-কার্য্য-তৎপর হইয়া ও মহারাজ দশরথের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত থাকিয়া, কিরূপে ঈদৃশ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব! আমি আপনকার ভ্রাতা হইয়া, কিরূপে শত্রুর ন্যায় ভ্রাতার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইব! আমার পিতা অনেক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়াছেন, বিশেষত তিনি গুরু, বৃদ্ধ, রাজা ও দেবতা-স্বরূপ, অধিকন্তু এক্ষণে তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; এজন্য আমি এই সভা-মধ্যে তাঁহার নিন্দা বা তিরস্কার করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, তিনি ধর্ম্মশীল হইয়া স্ত্রীর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত কিরূপে ঈদৃশ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, অর্থ-বিরুদ্ধ, গর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন! ধর্ম্মজ্ঞ! জনশ্রুতি আছে যে, মনুষ্যের অন্তকালে বুদ্ধিভ্রংশ হয়, দুর্ম্মতি ঘটিয়া থাকে। মহারাজও যখন ঈদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সেই জন-শ্রুতির ফল আমার প্রত্যক্ষ হইল। আর্য্য! পিতার আসন্ন কালে, বিপরীত বুদ্ধি হওয়াতে যে তিনি বিপরীত কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন, এক্ষণে আপনি তাহার সংশোধন করুন। মহারাজ ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়াই, পরিণাম না দেখিয়াই ক্রোধ নিবন্ধন অথবা মোহ নিবন্ধন, যে ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিয়াছেন, আপনি তাহার প্রতিবিধান পূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করুন। পিতা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ও ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে, যে পুত্র তাহা সংশোধন করিয়াদেয়, সেই পুত্রই যথার্থ পুত্র বলিয়া বিখ্যাত। ইহার বিপরীতাচরণ করিলে সৎপুত্র বলিয়া গণনা করা যায় না। আর্য্য! উক্তরূপ সৎপুত্রের ন্যায় কার্য্য করাই আপনকার সর্ব্বতোভাবে উচিত। পিতা যে সাধু-জন-বিগর্হিত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার অনুবর্ত্তী হওয়া কোন ক্রমেই আপনকার বিধেয় নহে।

আর্য্য! এক্ষণে জননী কৈকেয়ীকে, আমাকে, সুহৃদ্গণকে, বন্ধু বান্ধবগণকে, পৌরগণকে, জনপদবাসী জনগণকে ও ভৃত্যগণকে উদ্ধার করা—রক্ষা করা আপনকার কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই বা কোথায়! আর তপস্বিজনোচিত অরণ্যবাসই বা কোথায়! পৃথিবী-

পালনই বা কোথায়! আর জটাধারণই বা কোথায়! এই উভয়ের অনেক অন্তর। ঈদৃশ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কোন ক্রমেই আপনকার বিধেয় হইতেছে না।

আর্য্য! যদি আপনি কায়-ক্লেশ দ্বারাই ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভূমণ্ডলের আধিপত্য গ্রহণ পূর্ব্বক বর্ণ-চতুষ্টয়-পালন-জনিত ক্লেশ ভোগ করুন। ধর্ম্ম-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আপনি কি নিমিত্ত এই গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন! আমি বয়ঃক্রম-বিষয়ে, জ্ঞান-বিষয়ে, বুদ্ধি-বিষয়ে, সকল বিষয়েই আপনকার অপেক্ষা কনিষ্ঠ; আপনি গুণ-জ্যেষ্ঠ, বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিতে আমি গুণহীন বুদ্ধিহীন ও সকল বিষয়ে নিকৃষ্ট হইয়াও কিরূপে রাজ্যপালন করিতে অগ্রসর হইব! অধিক কি, আপনি ব্যতিরেকে আমি জীবন ধারণ করিতেও সমর্থ হইব না।

ধর্ম্মজ্ঞ! এক্ষণে আপনি রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সমবেত হইয়া ধর্ম্মানুসারে এই নিষ্কণ্টক নিরুপদ্রব সুবিস্তীর্ণ পৈতৃক রাজ্য পালন করুন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, মন্ত্রকোবিদ ব্রাহ্মণগণ, পুরোহিতগণ, অমাত্যগণ ও সমুদায় প্রজাগণ, এই স্থলেই আপনাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ দানবগণকে পরাজয় করিয়া দেবলোক পালন করিতেছেন, আপনিও সেইরূপ রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রু-সমুদায় পরাভব করিয়া অযোধ্যা-নগরী পালন করিতে প্রবৃত্ত হউন।"

মহাত্মন! আপনি অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রুগণকে বিমর্দ্দিত করুন, বন্ধু-বান্ধবগণকে আনন্দিত করিতে প্রবৃত্ত হউন ও ঋণত্রয় অপনয়ন করুন। আর্য্য! অদ্য আপনকার রাজ্যাভিষেক দর্শনে আত্মীয়-স্বজন সকলেই পরিতুষ্ট হউন, সকলেরই মনো-ব্যথা বিদূরিত হউক, শত্রুগণ ভীত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করুক। নরসিংহ! এক্ষণে আপনি আমার জননীর নয়ন-জল মার্জ্জন পূর্ব্বক, পূজ্যপাদ পিতাকে ঘোরতর কলঙ্ক হইতে, অপরিহরণীয় পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার করুন।

আর্য্য! ক্ষত্রিয়বংশীয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম এই যে, সুবিচক্ষণ ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক রাজ্য পালন করিবেন। উদারমতে! আমি আপনকার চরণতলে মস্তক রাখিয়া আপনকার প্রসন্নতা ও কৃপা প্রার্থনা করিতেছি; ভূতভাবন ভগবান আশুতোষ মহেশ্বর যেরূপ ভূতগণের প্রতি কৃপা করেন, আপনিও সেইরূপ আমার প্রতি ও সমুদায় বন্ধু-বান্ধবগণের প্রতি দয়া করুন। যদি একান্তই আপনি আমার মুখাপেক্ষা না করিয়া আমাকে ফেলিয়া নিবিড় অরণ্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন, তাহা হইলে আমিও আপনকার সহিত গমন করিব; আমি কোন ক্রমেই ঐ চরণের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিব না।

বাষ্পাকুল-লোচন সুত-বৎসল দশরথ-মহিষীগণ, সূতগণ, মাগধগণ ও বন্দিগণ, ভরতকে তাদৃশ বাক্য বলিতে দেখিয়া পুনঃপুন প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বিনীতভাবে আগ্রহাতিশয় সহকারে রামচন্দ্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিক-শততম সর্গ।

ভরতের প্রতি আশ্বাস-বাক্য।

মহানুভব ভরত এইরূপ অনুনয়-বিনয় সহকারে প্রার্থনা করিলে, ধর্ম্মপথি-স্থিত রামচন্দ্র অকাতর বাক্যে সভা-মধ্যে কহিলেন, ভ্রাত! এই জগতের মধ্যে কোন ব্যক্তিই, আপনি যাহা কামনা করে, তাহা কোন রূপেই সম্পন্ন করিতে পারে না; এই সংসারে কোন ব্যক্তিরই কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব নাই; অপরিহরণীয় কালই সকলকে সুখভোগে ও দুঃখভোগে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। এই জগতীতলে যে কোন বস্তু প্রত্যক্ষ হইতেছে, তৎসমুদায়েরই ধ্বংস হইবে; যাহার উন্নতি হয়, তাহার অবশ্যই পতন হইয়া থাকে; সংযোগ হইলেই বিয়োগ হয়; জীবন ধারণ করিলে কোন না কোন সময়ে মৃত্যু হইবেই হইবে।

বৎস! বৃক্ষস্থিত ফল যখন পরিপক্ক হয়, তখন তাহার যেমন পতনের আশঙ্কা ব্যতীত আর কোন আশঙ্কাই নাই; সেইরূপ মনুষ্য, জন্ম পরিগ্রহ করিলে তাহার মৃত্যুভয় ব্যতীত আর কোন ভয়ই লক্ষিত হয় না।* দৃঢ়-স্থূণক দৃঢ়তর গৃহ-সমুদায় যেরূপ কাল-সহকারে জীর্ণ হইয়া পশ্চাৎ নিপতিত হয়, মনুষ্যগণও সেইরূপ জরাজীর্ণ হইয়া যথাসময়ে কাল-কবলে নিপতিত হইয়া থাকে। মনুষ্য যখন গমন করে, মৃত্যু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই গমন করিয়া থাকে; মনুষ্য যখন কোন স্থানে অবস্থান করে, মৃত্যুও তাহার সহিত অবস্থিত হয়; মনুষ্য যখন সুদূরে গমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, মৃত্যুও তাহার সহিত সেইরূপ সুদূরে গমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। যে রজনী গত হইল, সে রজনী আর কখনই ফিরিয়া আইসে না। দেখ, পূর্ণ-প্রবাহা যমুনা নিরন্তর সমুদ্রাভিমুখেই গমন করিতেছে; তাহাকে কখনও আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে দেখা যায় না। গ্রীষ্মকালে যেরূপ জল শুষ্ক হইতে থাকে, সেইরূপ যত অহোরাত্র গত হইতেছে, জীবগণের পরমায়ুও ততই ক্ষয় হইতেছে।

ভ্রাত! তুমি কি নিমিত্ত অন্য বিষয়ের জন্য শোক করিতেছ। তোমার ও সকলেরই আপনার নিমিত্ত শোক করাই কর্ত্তব্য। তুমি কি জানিতে পারিতেছ না যে, তুমি যে সময় গমন করিতে থাক, অথবা যে সময় অবস্থান কর, সকল সময়েই তোমার পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে। যখন কাল-সহকারে মনুষ্যের নিজ গাত্র বলিত হইতেছে, শিরোরুহ-সমূহ শুক্ল হইয়া যাইতেছে, সমুদায় শরীর জরা-জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, তখন সে কিরূপে অন্যের [illegible] করিতে

---

* যে পুরুষের মূল। [illegible]

অথবা সুখী হইতে পারে। দিবাকর উদিত হইতেছে দেখিয়া লোকে আনন্দিত হয়, দিবাকরের অস্তগমনের সময়ও সকলে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু, তাহাতে যে আপনার জীবন ক্ষয় হইতেছে, তাহা কেহই পর্য্যালোচনা করে না। নূতন নূতন ঋতুর সমাগম হইলে নূতন নূতন পুষ্প দেখিয়া মনুষ্যগণ সকলেই প্রমুদিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারে না যে, প্রত্যেক ঋতু-পরিবর্ত্তে তাহাদের জীবন ক্ষয় হইতেছে।

ভ্রাত! মহাসাগর-মধ্যে যেমন স্রোতোদ্বারা সমানীত কাষ্ঠদ্বয় সংমিলিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরেই পুনর্ব্বার বিশ্লিষ্ট হয়; সেইরূপ এই সংসারে ভার্য্যা, পুত্র ও বন্ধু-বান্ধব সকলের সহিত ও ধনরত্নাদি ঐশ্বর্য্যের সহিত সমাগম হইয়া কিছুদিন পরেই নিশ্চয়ই বিশ্লেষ ঘটিয়া থাকে। এই সংসার-মধ্যে কোন ব্যক্তিই জন্ম-মৃত্যু ও সুখ-দুঃখ ঘটনার অন্যথা করিতে সমর্থ হয় না। কোন ব্যক্তি কাল-কবলে নিপতিত হইলে অপর কোন ব্যক্তি নিরন্তর শোকতাপ করিয়াও তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারে না।

কোন দূরদেশ-গমনের সময় পথিকগণ কোন স্থলে আবাস গ্রহণ করিয়া তাহাদের মধ্যে অগ্রসর কোন ব্যক্তিকে যেমন বলে যে, তুমি অগ্রে যাইতেছ যাও, আমিও পশ্চাৎ গমন করিতেছি; এই সংসারও সেইরূপ। ঐ পথিকগণের মধ্যে যেরূপ সকলকেই আবাস পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, আবার নূতন পথিক আসিয়া সেই স্থানে আবাস গ্রহণ করে, এই সংসারও সেইরূপ কিছু দিনের জন্য আবাস-স্বরূপ; সকল ব্যক্তিকেই ক্রমে ক্রমে এই সংসাররূপ আবাস পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। আমাদের পিতৃ-পিতামহগণ পূর্ব্বে যে পথে গমন করিয়াছেন, আমাদিগকেও ক্রমে ক্রমে সেই পথে গমন করিতে হইবে; সুতরাং এ বিষয়ের নিমিত্ত শোক করা অনুচিত। নদী-স্রোত যেমন ক্রমাগত গমন করে, সেইরূপ যত দিন যাইতেছে, যত বয়ঃক্রম হইতেছে, ততই জীবন ক্ষয় হইয়া আসিতেছে। ঈদৃশ অবস্থায় আপনাকে ধর্ম্মপথে স্থাপন করাই সকলের কর্ত্তব্য। কারণ ধর্ম্মই সকলের পরম-পুরুষার্থ; ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্তই এই কর্ম্ম-ভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করা হইয়াছে।

পরম-ধার্ম্মিক পিতা দশরথ, পর্য্যাপ্ত দক্ষিণা-সহকারে বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বহুবিধ সৎকর্ম্ম দ্বারা বিধূত-পাপ হইয়া পূর্ব্ব-পুরুষগণ-নিষেবিত সুরলোকে গমন করিয়াছেন। আমাদের পিতা ভৃত্যগণের ভরণ-পোষণ, ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের পরিপালন এবং সাধু ও অভ্যাগত জনগণকে অন্নদান ও ধনদান করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। মহারাজ বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সুদীর্ঘ পরমায়ু ও নানাবিধ ভোগ্য বস্তু ভোগ পূর্ব্বক এক্ষণে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। আমাদের পিতা জরাজীর্ণ মানব-দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবলোক-বিহারী দেব-শরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঈদৃশ অবস্থায় তাঁহার

নিমিত্ত তোমার ন্যায় ও আমার ন্যায় কৃত-বিদ্য ও বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তির শোক করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এইরূপ বহুবিধ শোক তাপ বিলাপ ও রোদন পরিত্যাগ করা ধী-সম্পন্ন ধীর ব্যক্তির সর্ব্বাবস্থাতেই সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য।

পুরুষ-সিংহ! আপনাকে আপনি স্থির কর; শোকের বশীভূত হইও না। এক্ষণে তুমি অযোধ্যায় গিয়া বাস কর; পিতা তোমাকে যেরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, পিতা তোমাকে যে প্রকার আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহার অন্যথা করা কোন ক্রমেই তোমার কর্ত্তব্য নহে। পুণ্যশীল পিতা আমাকে যেরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি তাহাই করিব; তোমার ন্যায় আমিও কোন ক্রমেই তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না। বিজিতাত্মন! পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তোমার বা আমার কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। পিতাই আমাদের বন্ধু, পিতাই আমাদের দেবতা; তিনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমি পালন করিতেছি, তুমিও অসঙ্কুচিত হৃদয়ে তাহা পালন কর।

নরসিংহ। আমি এই অরণ্যে অবস্থান পূর্ব্বক ধর্ম্মচারিগণের অনুমোদিত পিতৃবাক্য পালন করিব; তুমিও পরলোক-জিগীষু হইয়া গুরু-নিদেশবর্ত্তী, অনৃশংস ও ধর্ম্মানুষ্ঠান-তৎ-পর হইয়া থাক।

পরম-ধার্ম্মিক প্রজা-বৎসল রামচন্দ্র, এই-রূপ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক বিরত হইলে, ভরত কহিলেন, মহাত্মন! আপনকার অন্তঃ-করণ যেরূপ, এরূপ উদারচরিত ও বিজিতে-ন্দ্রিয় মনুষ্য পৃথিবীতে কয় জন আছেন! দুঃখ আপনাকে ব্যথিত করিতে পারে না; সুখেও আপনি প্রহৃষ্ট হয়েন না। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ দেবগণের সম্মাননীয়, আপনিও সেই-রূপ বৃদ্ধগণের সম্মানিত হইয়াছেন। মৃত ব্যক্তিতে ও জীবিত ব্যক্তিতে এবং বিদ্যমান বস্তুতে অথবা অবিদ্যমান বস্তুতে আপনকার ন্যায় যাঁহার সমদর্শন হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই ঈদৃশ দুঃসহ দুঃখ উপস্থিত হইলেও বিষণ্ণ বা ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হয়েন না। আপনি দেবতার ন্যায় মহাসত্ত্ব, মহাত্মা ও সত্যসঙ্কল্প; আপনি জগতের ভাব অভাব জন্ম মৃত্যু সকল বিষয়েরই তত্ত্ব অবগত আছেন; আপনি যখন ঈদৃশ অসাধারণ-গুণ-সম্পন্ন, তখন অন্যের পক্ষে দুঃসহ শোক কখনই আপনাকে অবসন্ন করিতে সমর্থ হইবে না। মহাত্মন! প্রস্ত-রের উপরি কুঠারাঘাত করিলে যেরূপ তাহা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া প্রতিহত হয়, শোক-সন্তাপও সেইরূপ আপনকার অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে।

মহাত্মন! আমি আপনকার ন্যায় জ্ঞান-সম্পন্ন হই নাই; আমি মহারাজ দশরথের বিরহে এবং আপনকার বিরহে এতদূর দুঃখার্ত্ত ও শোক-সন্তপ্ত হইয়াছি যে, বিষাক্ত-বাণ-বিদ্ধ রুরু-মৃগের ন্যায় কোন ক্রমেই আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না।

মহাত্মন। আমার প্রতি কৃপা করুন; লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত আপনাকে বিজন বনে অবস্থান করিতে দেখিয়া আমি একান্ত-বিষণ্ণ-হৃদয় হইয়া যাহাতে জীবন-পরিত্যাগ

না করি—কাল-কবলে নিপতিত না হই, আপনি তাহা করুন; আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া পৃথিবী-মণ্ডলের পালন-ভার গ্রহণ করুন।

ভ্রাতৃ-বৎসল ভরত, এইরূপে রামচন্দ্রের মস্তকতলে চরণ স্থাপন পূর্ব্বক যদিও কাতর-ভাবে পুনঃপুন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যদিও তিনি তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, তথাপি পিতৃসত্য-পালনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মহাসত্ত্ব মহাত্মা রামচন্দ্র কোন ক্রমেই প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হইলেন না।

সুবিচক্ষণ মন্ত্রিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও প্রজাগণ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রামচন্দ্রের অদ্ভুত স্থৈর্য্য ও অদ্ভুত সত্যনিষ্ঠা অবলোকন করিয়া দুঃখিতও হইলেন, আনন্দিতও হইলেন। রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রতিগমন করিবেন না, চিন্তা করিয়া তাঁহাদের দুঃখের পরিসীমা থাকিল না; পরন্তু তাঁহার স্থির-প্রতিজ্ঞতা ও সত্য-সন্ধতা অবলোকন করিয়া তাঁহারা অপার আনন্দ-পারাবারেও নিমগ্ন হইলেন।

পঞ্চদশাধিক-শততম সর্গ।

রামচন্দ্র-বাক্য।

ভ্রাতৃ-বৎসল ভরত পুনর্ব্বার এইরূপ বলিতেছেন দেখিয়া, ভরতাগ্রজ শ্রীমান রামচন্দ্র সর্ব্বজন-সমক্ষে যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, মহাত্মন! তুমি রাজশ্রেষ্ঠ মহারাজ দশরথ হইতে কৈকেয়ীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, তোমার মুখ দিয়া যে এরূপ বাক্য নিঃসৃত হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। পরন্তু বৎস! পূর্ব্বকালে মহারাজ যখন তোমার জননীকে বিবাহ করেন, তখন, তাঁহার গর্ভে যে সন্তান হইবে, তাহাকে তিনি রাজ্য প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। অনন্তর একদা দেবাসুরের সংগ্রাম-কালে প্রভাবশালী মহারাজ তোমার জননী-কৃত শুশ্রূষায় পরিতুষ্ট হইয়া দুইটি বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তোমার জননী যশস্বিনী বরবর্ণিনী মাতা কৈকেয়ী সম্প্রতি মহারাজকে সেই বরদ্বয় স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, মহারাজ! আপনি আমাকে যে দুইটি বর দিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি বরে কুমার ভরতকে রাজ্য প্রদান করুন ও দ্বিতীয় বরে রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া বনে পাঠাইয়া দিউন।

পুরুষ-সিংহ! আমি মাতা কৈকেয়ীর সেই বর-অনুসারে মহাত্মা মহারাজের আজ্ঞা-ক্রমে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি পিতার সত্য-পালনে প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক এই ভীষণ দুর্গম অরণ্যে অবস্থান করিতেছি। তুমিও অবিলম্বে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সত্য-সঙ্কল্প পিতাকে সত্য-বাদী কর। ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি আমার প্রীতির নিমিত্ত প্রভাবশালী মহারাজকে আর্য্যা কৈকেয়ীর ঋণ হইতে মুক্ত কর; পিতাকে তাঁহার

কর; যাহাতে তোমার জননী আনন্দিতা হয়েন, তদ্বিষয়ে যত্নবান হও।

ভ্রাত! পূর্ব্বকালে গয় নামক যশস্বী অসুর যে সময়ে গয়া-ক্ষেত্রে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, সেই সময়ে পিতৃলোকের উদ্দেশে এই শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে, সন্তান পুন্নামক নরক হইতে পিতাকে উদ্ধার করে, এই কারণে স্বয়ং স্বয়ম্ভু, তাহার ‘পুত্র’ এই নামকরণ করিয়াছেন; গুণবান বহুশ্রুত বহুদর্শী বহু পুত্র কামনা করা কর্ত্তব্য; কারণ তাহাদের মধ্যে কোন না কোন ব্যক্তি কোন না কোন সময়ে গয়ায় গমন করিয়া পিণ্ডদান করিতে পারে। এইরূপ অন্যান্য রাজর্ষিগণও বলিয়াছেন যে, পুত্রই পিতাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। অতএব বৎস! এক্ষণে তুমি পিতাকে নরক হইতে উদ্ধার কর, অন্যথাচরণ করিও না।

মহাত্মন! তুমি শত্রুঘ্নের সহিত ও এই সমুদায় ব্রাহ্মণগণের সহিত অযোধ্যায় প্রতিগমন পূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া যাহাতে প্রজাগণের অনুরাগ-ভাজন হইতে পার, তদ্বিষয়ে যত্নবান হও; আমিও কাল-বিলম্ব না করিয়া বৈদেহীর সহিত ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইব।

ভ্রাত! তুমি অযোধ্যা-নগরীতে গমন পূর্ব্বক মনুষ্যগণের অধিপতি হও; আমিও দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বন্য মৃগগণের অধীশ্বর হইতেছি। অদ্য তুমি প্রহৃষ্ট হৃদয়ে অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ কর; আমিও প্রশান্ত হৃদয়ে দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইব। দিনকর-কর-বিনিবারক ছত্র তোমার মস্তকে শীতলচ্ছায়া প্রদান করিবে; আমিও বন্য-বৃক্ষ-সমুদায়ের অতি-শীতলচ্ছায়া আশ্রয় করিব। সর্ব্ব-কার্য্য-কুশল সুমিত্রানন্দন শত্রুঘ্ন তোমার এবং লক্ষ্মণ আমার প্রধান মন্ত্রী ও সহায় হইবে। এইরূপে আমরা চারি ভ্রাতা এক-বাক্য হইয়া মহারাজকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিব; ভ্রাত! বিষণ্ণ হইও না।

ষোড়শাধিক-শততম সর্গ।

জাবালি-বাক্য।

এইরূপে মহানুভব রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রতিগমনে একান্ত অনিচ্ছু হইলে, মহারাজ দশরথের প্রিয়তম, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, তর্কবিশারদ, নৈয়ায়িক পণ্ডিত জাবালি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বচনে, ভরতকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক, ধর্ম্মশীল রামচন্দ্রকে কহিলেন, রামচন্দ্র! তুমি এক্ষণে তপস্বী হইয়াছ বলিয়া তোমার বুদ্ধি প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় গর্হিত ও অনর্থমূলক হওয়া উচিত নহে। নরনাথ! পিতার বাক্য যতদূর পালন করা উচিত, যতদূর তোমাতে সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহা তোমার সম্পূর্ণ করা হইয়াছে; তুমি যখন পিতার বাক্যানুসারে এই বনে আসিয়াছ, তখন তাহাতেই সমুদায়ই হইয়াছে। নির্ব্বেদ দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া পুনর্ব্বার ক্লীবতা অবলম্বন করা তোমার উচিত নহে;

তপস্যা ও ধর্ম্মে রত হইয়া রাজভোগে উপেক্ষা করা তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য হইতেছে না।

বৎস! তোমার পিতা তোমাকেই পূর্ব্বে এই রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন; পরে তিনি যে ভরতের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই ভরতও আসিয়া এক্ষণে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছে; যে কৈকেয়ীর পরিতোষের নিমিত্ত অথবা বাক্যানুসারে তোমার পিতা ঈদৃশ অযশস্কর কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই কৈকেয়ীও পুত্রের সহিত আসিয়া তোমাকে রাজ্য প্রদান করিতেছেন। অতএব রাজকুমার! এক্ষণে বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করিও না; রাজ্য গ্রহণ কর; প্রজা-পালনে প্রবৃত্ত হও; আত্মীয় স্বজনগণকে সুখী কর; সুমিত্রা-নন্দন ও দেবী বৈদেহীর ভরণ-পোষণ-ভার হইতে মুক্ত হও।

বৎস! অতঃপর আর তুমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া প্রাজ্ঞ-জন-বিনিন্দিত এই অনর্থমূলক বুদ্ধির অনুবর্ত্তী হইও না। দেখ, পিতা মাতাও কাম ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অনুগত পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ঋচীক নামক কোন ব্রাহ্মণ শুনঃশেক নামক গুণসম্পন্ন পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তোমার পিতা স্বর্গলোক গমন করিয়াছেন, তিনি যে, আজ্ঞা পালন সম্পূর্ণরূপ হইল না বলিয়া, তোমাকে তিরস্কার করিবেন, কোন মতেই এমত সম্ভাবনা হইতে পারে না। কারণ তিনি মৃত্যুর পর শরীরান্তর পরিগ্রহ করিয়াছেন। তিনি যে নূতন শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন, সে শরীরের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই।

বৎস! কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিরই বন্ধু নয়; এক ব্যক্তি হইতে অপর কোন ব্যক্তির কোন উপকারই হয় না; মনুষ্য একাকী জন্ম পরিগ্রহ করে; একাকীই কালকবলে নিপতিত হয়। মাতা ও পিতা গৃহস্বরূপ মাত্র; কিছু দিন পিতৃ-শরীরে ও মাতৃগর্ভে বাস করা হইয়াছিল, পুত্রের সহিত পিতা মাতার এই মাত্র সম্বন্ধ। যে ব্যক্তি মাতা পিতার প্রতি আসক্ত হয়, তাহাকে উন্মত্ত ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে! ফলত এই সংসারে কেহই কাহারও নহে; যেমন মনুষ্যগণ দেশান্তরে যাইবার সময় কোন এক স্থানে আবাস গ্রহণ করে, এবং তাহারা সেই রাত্রি পরস্পর মিষ্টালাপ ও সম্ভাষণাদি পূর্ব্বক আহার করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার সেই আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তর-গমনে প্রবৃত্ত হয়, এই সংসারও সেইরূপ আবাসমাত্র; এখানে পিতা মাতা গৃহ ধন প্রভৃতির সহিত কিয়ৎকালের নিমিত্ত সমাগম হইয়া পুনর্ব্বার এক সময়ে সকলের সহিতই বিশ্লেষ হয়। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা কখনই অনিত্য সংসারে আসক্ত হয়েন না, কাহারও উপরোধ বা অনুরোধও রাখেন না।

বৎস! ভয়শূন্য নীরজস্ক সমতল পথ পরিহার পূর্ব্বক কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম কুপথে গমন করা তোমার উচিত হইতেছে না। নরোত্তম! উপস্থিত নিষ্কণ্টক পৈতৃক রাজ্য

পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখকর বিষম কুপথে যাওয়া তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির কি কর্ত্তব্য! এক্ষণে তুমি সমৃদ্ধিশালী অযোধ্যা নগরীতে আপনাকে অভিষিক্ত কর; অযোধ্যা নগরী বিধবা ও একবেণীধরা হইয়া তোমাকেই পতিত্বে বরণ করিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছে।'

রাজকুমার! দেবলোকে দেবরাজের ন্যায়, তুমি অযোধ্যা নগরীতে অপূর্ব্ব রাজভোগ সম্ভোগ পূর্ব্বক পরম প্রীত হৃদয়ে বিহার কর। ফল কথা, মহারাজ দশরথ তোমার কেহই নয়, তুমি বা অন্য কোন ব্যক্তিও তাঁহার কেহই নহে; মহারাজ দশরথ এক রাজা, তুমিও এক রাজা; উভয়েই পরস্পর স্বতন্ত্র; অতএব আমি যেরূপ উপদেশ দিতেছি, তাহার অনুবর্ত্তী হও; এই জগতে পিতা প্রাণিগণের বীজমাত্র; জননীর ঋতুকালে শুক্র-শোণিত সমবেত হইয়া মনুষ্যের জন্ম হয়।

বৎস! সমুদায় জীবকে যেখানে গমন করিতে হইবে, মহারাজও সেই স্থানে গমন করিয়াছেন; সকল জীবেরই এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। তুমি কেন এরূপে বৃথা কষ্ট ভোগ করিতেছ! যে সকল ব্যক্তি কায়ক্লেশে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের নিমিত্ত আমার শোক ও দুঃখ উপস্থিত হয়; কারণ তাহারা ইহ লোকে বিবিধ কষ্ট ও দুঃখ ভোগ করিয়া পরিণামে বিনষ্টই হইয়া থাকে।

বৎস! দেখ, মানবগণ অষ্টকাশ্রাদ্ধ প্রভৃতি পিতৃকৃত্য ও দেবার্চ্চনা প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত হইয়া অন্নের কতদূর অপচয় করে! মৃত্যুর পর সমুদায়ই ধ্বংস হইয়া যায়, কিছুই থাকে না; মৃত ব্যক্তি কি কখন আহার করিয়া থাকে! যদি এক ব্যক্তি আহার করিলে সেই ভুক্ত দ্রব্য অন্য শরীরে যাওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে বিদেশ-গমনের সময় পাথেয় বহন করিবার আবশ্যক কি! গৃহে বসিয়া তাহার স্ত্রী বা পুত্র শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ভোজন করালেই ত তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তি ও পুষ্টি হইতে পারে! যে সমুদায় ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ আছে যে, দেব-পূজা কর, যাগ কর, দান কর, দীক্ষিত হও, তপস্যাচরণ কর, বিতরণ কর, সেই সমুদায় শাস্ত্রই বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ সকলকে দানে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত ও স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত প্রণয়ন করিয়াছেন।

মহামতে! তুমি জটিল বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোক নাই এইটি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখ; বঞ্চক পণ্ডিতদিগের উপদেশ অনুসারে পরলোক আছে বলিয়া বিশ্বাস পূর্ব্বক বৃথা কষ্টকর কার্য্য করিও না; যাহা প্রত্যক্ষ, তাহাই বিশ্বাস করিবে। তুমি সর্ব্বলোক-সম্মত এইরূপ সদ্‌বুদ্ধির অনুবর্ত্তী হইয়া ভরতের প্রার্থনানুরূপ রাজ্য গ্রহণ কর।

রাজকুমার! যাহাতে আপনার হিতানুষ্ঠান হয়, তুমি তাদৃশ বুদ্ধির অনুবর্ত্তী হও; কষ্টকর পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎপথে আগমন কর।

রাজকুমার! ব্রহ্মার মানস পুত্র মহাযশা ক্ষুপ, মহাভাগ ইক্ষ্বাকু, পরন্তপ কাকুৎস্থ, পুরুষসিংহ রঘু, দিলীপ, সগর, দুষ্মন্ত, দুষ্মন্ত-

তনয় মহাযশা চক্রবর্ত্তী শ্রীমান ভরত, পুরুকুৎস, শিবি, ধীমান ধুন্ধুমার, ভগীরথ, বিষ্বক্সেন, অনরণ্য, বজ্রধর-সদৃশ মহারাজ অরিষ্টনেমি, ধর্ম্মাত্মা যুবনাশ্ব, বীর্য্যবান মান্ধাতা, বৈশ্রবণ-সদৃশ রাজা যৌবনাশ্বি, রাজর্ষি যযাতি, মহাযশা সম্ভূত, নরসিংহ লোক-বিশ্রুত মহাসত্ত্ব বৃহদশ্ব, এই সমুদায় রাজা ও অন্যান্য বহুসংখ্য রাজা, প্রিয়তম স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাল-কবলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা যে কোথায় গমন করিলেন, তাঁহারা গন্ধর্ব্ব হইলেন কি যক্ষ হইলেন অথবা রাক্ষস হইলেন, তাহা কেহই নিরূপণ করিতে পারে নাই। এই সকল রাজগণ যে রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই সমুদায় ভূপতিগণ কে কোথায় আছেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই; ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহাকে যিনি যে স্থানে থাকিবার উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তিনি তাঁহাকে সেই স্থানেই আছেন বলিয়া কল্পনা করিয়া লয়েন। ফলত এই জগৎ যে কোথায় কিরূপে অবস্থিতি করিতেছে, তাহার কোনই ব্যবস্থা নাই।

রামচন্দ্র! এই দৃশ্যমান মনুষ্যলোকই পরলোক; অতএব তুমি যাহাতে সুখভাগী হইতে পার, তদ্বিষয়ে যত্নবান হও। দেখ, এই পৃথিবীস্থ সকলেই সুখে আসক্ত রহিয়াছে; সুখনিরপেক্ষ হইয়া কোন ব্যক্তিই ধর্ম্মে রত হয় না। আরও দেখ, যাহারা পরিণামের সুখপ্রত্যাশায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারা যার পর নাই দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; পরন্তু যাহারা অধর্ম্মে নিরত, তাহাদিগকেই প্রকৃত সুখভাগী হইতে দেখা যায়। যদিও ইহা সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ হইতেছে, তথাপি এই পৃথিবীর সমুদায় লোকই অন্ধের ন্যায় বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া ব্যাকুলিত হইতেছে। পুরুষ-সিংহ! এই সমুদায় কারণে তুমি উপস্থিত লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিও না। তুমি অসন্দিহান হৃদয়ে বিপক্ষ-পরিশূন্য সুবিস্তীর্ণ নিষ্কণ্টক পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ কর।

মহানুভব রামচন্দ্র যদিও ক্রোধের বশীভূত ছিলেন না, তথাপি তিনি ঈদৃশ নাস্তিকতা-পূর্ণ যুক্তি ও উপদেশ শ্রবণমাত্র পরিকুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি একে পিতৃবিয়োগ-জনিত সন্তাপে সন্তপ্ত-হৃদয় ছিলেন, তাহার উপরি আবার কোপাকুলিত হইয়া, প্রভিন্ন কুঞ্জরের ন্যায় ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কহিলেন, জাবালে! সুশিক্ষিত অশ্ব যেরূপ পথিভ্রষ্ট হয় না, পতিব্রতা পত্নী যেরূপ পতির আশ্রয় পরিত্যাগ করে না, আমিও সেইরূপ পিতৃবাক্য হইতে কোন ক্রমেই বিচলিত হইব না; পিতা যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি সমাহিত হৃদয়ে তাহাই পালন করিব।

যতদিন পিতা জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার বাক্য পালন করিয়াছি; এক্ষণে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া, যদি আমি তাঁহার বাক্যের অন্যথাচরণ করি, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি না আমাকে ক্লীব ও কাপুরুষ বলিবে! বায়ুবলে মহীধর যেরূপ বিচলিত হয় না, সেইরূপ এই নিরর্থক হেতুবাদ ও বাক্য-

বিন্যাস দ্বারা আপনি আমাকে কখনই বিচলিত করিতে পারিবেন না। আপনি সৎকর্ম্ম সমুদায়ের বিফলতা-প্রতিপাদন পূর্ব্বক আমাকে যে বহুবিধ বাক্যে হিতকর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই হিতোপদেশও অর্থ-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। আমার নিকট এরূপ উপদেশ প্রদান করা আপনকার উচিত নহে। শত ক্রতুর অনুষ্ঠান করিয়া যখন দেবরাজ মহেন্দ্র ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন কর্ম্ম কিরূপে বৃথা হইল! এস্থলে এ প্রমাণ কি সত্য নহে? আমার পরম-মিত্র কৌশিক, স্বস্ত্যাত্রেয়ের পুত্র ও অন্যান্য মহর্ষিগণ তপস্যা দ্বারা কত দূর মাহাত্ম্য ও কত দূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন!

আমি যেরূপ আচরণ করিতেছি, তাহা কর্ত্তব্যই হউক, অথবা নিষ্ফলই হউক, কিংবা আপনি যেরূপ ভাবেন, তাহাই হউক; তথাপি, মহর্ষি যেরূপ সঙ্কল্পিত ব্রত হইতে বিনিবৃত্ত হয়েন না, আমিও সেইরূপ সমাদর পূর্ব্বক পরিগৃহীত পিতৃ-নিয়োগ হইতে বিচলিত হইব না।

পিতা, ভরতের প্রতি যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, ভরত তদনুসারে রাজ্য-শাসন করুন। মহারাজ, আমাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে নিবারণ করিয়াছেন, সুতরাং আমি কি নিমিত্ত রাজ্য-ভোগ ইচ্ছা করিব? ভাস্কর-বংশ-বর্দ্ধন মহারাজ আমার প্রতি এই রূপই আদেশ করিয়াছিলেন; আমি কোন ক্রমেই তাঁহার আদেশ অতিক্রম করিব না। এই সমুদায় কথোপকথন হইতেছে, এমত সময় দিবাকর অস্তমিত হইলেন; রজনী উপস্থিত হইল।

সপ্তদশাধিক-শততম সর্গ।

ভরত-বাক্য।

পুরুষ-সিংহ রাজকুমারগণ সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া, এইরূপে কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহাদিগের জাগ্রদবস্থাতেই রজনী প্রভাত হইল। অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন মন্দাকিনী নদীতে স্নান-আহ্নিক সমাধান পূর্ব্বক মহানুভব রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই নীরব হইয়া উপবিষ্ট আছেন, কেহই কোন কথা কহিতেছেন না, এমত সময় ভ্রাতৃ-বৎসল ভরত, পুনর্ব্বার সুহৃদ্‌গণ-মধ্যে কহিলেন, আর্য্য! মহাপ্রাজ্ঞ সত্যবাদী মহারাজ আমাকে নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা আমি আপনাকেই প্রদান করিতেছি; আপনি নিরুপদ্রবে এই রাজ্য ভোগ করুন।

আর্য্য! আমি আপনকার চরণতলে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমার জননী যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আমি তাহার কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলাম না। আর্য্য! আমি আপনকার শিষ্য, দাস, প্রেষ্য ও প্রেষ্যানুপ্রেষ্য; আপনি যে রাজ্য ভোগ করিতে

পরাঙ্মুখ হইতেছেন, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই। আমার অনার্য্যা জননী আপনাকে যে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, আমি সে রাজ্য ভোগ করিতে অভিলাষ করি না; আপনি ইহা গ্রহণ করুন; আমি আপনকার এই রাজ্য আপনাকেই প্রত্যর্পণ করিতেছি। যেরূপ মহা-সমুদ্রের দুর্ব্বার মহা-স্রোতে সেতু ভগ্ন হয়, সেইরূপ এই পৈতৃক রাজ্য আপনি ব্যতিরেকে দুর্ব্বার হইয়া পড়িয়াছে। গর্দ্দভ যেমন অশ্বের ন্যায় গমন করিতে পারে না, পক্ষিগণ যেমন গরুড়ের ন্যায় কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, হীনবল হইয়া আমিও সেইরূপ আপনকার ন্যায় কার্য্য-দক্ষতা প্রদর্শন করিতে অথবা কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব না। মহীপতে! আমি আপনকার রাজ্য আপনাকেই সমর্পণ করিতেছি। এই রাজ্য পরকীয় ভূষণের ন্যায় আমার প্রীতিকর ও সন্তোষ-জনক হইতেছে না।

মহাত্মন! আপনি অদ্যই এখানে যথাবিধানে অভিষিক্ত হইয়া, আমাদিগের সহিত ও পরম প্রীত বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত অকণ্টক রাজ্য ভোগ করুন। মহামতে! অপরে যাঁহার আশ্রয়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, তাঁহার জীবনই সার্থক; যে ব্যক্তি পরের নিকট প্রতিপালিত হয়, তাহার জীবনই বৃথা। অতএব আপনি রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাপালন করিতে প্রবৃত্ত হউন।

আর্য্য! ফলার্থী হইয়া কোন পুরুষ কোন বৃক্ষ রোপণ করিলে সেই বৃক্ষ যখন হ্রস্ব থাকে, তৎকালে ধর্ষণীয় হয় বটে, কিন্তু কালসহকারে উহা পরিবর্দ্ধিত ও দুরারোহ হইলে কেহই তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারে না। তৎকালে ঐ বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়াও যদি অভিমত ফল প্রসব না করে, তাহা হইলে যে নিমিত্ত তাহা রোপিত হইয়াছিল, সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ না হওয়াতে রোপণ-কর্ত্তার মনে কিছুমাত্র প্রীতি হয় না। এই উপমা আপনকার প্রতিই প্রদত্ত হইতেছে; আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন; মহারাজ দশরথ ফল-প্রত্যাশাতেই আপনাকে যত্ন পূর্ব্বক বাড়াইয়াছেন; এক্ষণে আপনি তাঁহার অভিপ্রেত ফল প্রদর্শন না করিলে কি তাঁহার মনে পরিতোষ হইতে পারে? অতএব আপনি ধুর্য্যের ন্যায় আমাদের বংশের গুরুতর ভার বহন করুন। মহারাজ! আপনি রাজ্যস্থিত হইয়া শত্রু-সংহারে প্রবৃত্ত হইলে, নানাজাতীয় জনগণ ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সকলেই আপনাকে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অবলোকন করুন।

ভূপতে! আপনি যখন যাত্রা করিবেন, তখন মত্ত মাতঙ্গগণ গর্জ্জন করিতে করিতে আপনকার অনুগমনে প্রবৃত্ত হউক; অন্তঃপুরচারিণী রমণীরা ও বৈতালিক সকল আপনকার গুণগান ও স্তুতি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হউক। পরন্তপ! আপনি আমাদের অধীশ্বর; আমরা সকলেই আপনকার বশবর্ত্তী; আপনি কি নিমিত্ত আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন! আমরা আপনকার নিকট কি অপরাধে অপরাধী হইয়াছি!

আর্য্য! আমার প্রবাসে অবস্থান-কালে আমার জননী যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলেন,

তাহাতে আমার অপরাধ কি? আপনি স্বয়ংই এ বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন। যাহাকে কেহই পরিচালিত করিতে পারে না, যাহা সম্পূর্ণরূপেই দুরতিক্রমণীয়, এই ত্রিলোক যাহার বশীভূত, সেই দুর্দ্দৈবই এস্থলে সম্পূর্ণ রূপ অপরাধী।

নরনাথ! নগরবাসী প্রধান প্রধান জনগণ প্রায় সকলেই আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন; ঈদৃশ অবস্থায় আপনকার যাহা সদ্বিবেচনা হয়, করুন। জ্ঞাতিগণ, বন্ধু-বান্ধবগণ, সুহৃদ্গণ, পৌরগণ, দ্বিজগণ ও ভ্রাতৃগণ, সকলেই আপনাকে এই অরণ্য হইতে লইয়া যাইতে ঐকান্তিক প্রয়াস পাইতেছেন; আপনি এই সকল অনুগত আশ্রিত জনগণের হৃদয় আনন্দিত করুন। সুদুঃখিত লোকনাথ পিতা যদিও শোকার্হ, তথাপি আপনি তাঁহার নিমিত্ত শোক করিবেন না। এক্ষণে আপনি মহারাজ-শূন্য রাজধানীতে গমন পূর্ব্বক প্রজাগণকে পালন করুন।

আর্য্য! আমি নিজের নিমিত্ত শোক করিতেছি না; পরন্তু আমার শোকের কারণ এই যে, মহারাজ বহুপুত্র হইয়াও অন্তিমকালে কোন পুত্রের মুখ দেখিতে না পাইয়া, একান্ত-দুঃখিতান্তঃকরণেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন! যাঁহার চরমকালে কোন পুত্রই শুশ্রূষা করিতে পারে নাই, তাদৃশ শোচনীয় দেবলোক-গত মৃত পিতার নিমিত্তই আমি শোকাকুল হইতেছি।

বিজিতেন্দ্রিয় মহামতি রামচন্দ্র, যশঃসৌরভ-সম্পন্ন ভরতকে তাদৃশ কাতর ভাবে বিলাপ করিতে দেখিয়া, বহুবিধ বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। নাগরিক জনগণ, রামচন্দ্রের তাদৃশ আশ্বাস-বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল যে, এই রাজকুমার অবশ্যই আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন।

অষ্টাদশাধিক-শততম সর্গ।

সত্য-প্রশংসা।

মহাবীর্য্য রামচন্দ্র, জাবালি ও ভরতের বাক্য আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া, উত্তম যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বিপরীত-বাদী জাবালিকে কহিলেন, দ্বিজবর! আমার প্রিয়-কামনায় আপনি যে সকল বাক্য কহিলেন, তাহা অপথ্য হইলেও আপাতত পথ্যের ন্যায়, এবং অকার্য্য হইলেও আপাতত কর্ত্তব্য কর্ম্মের ন্যায়, প্রতিপন্ন করিতেছেন। পরন্তু যে পুরুষ মর্য্যাদা-রহিত, পাপাচারী ও সাধু-চারিত্র্য হইতে স্খলিত, তিনি কখনই সাধু-সমাজে সম্মান লাভ করিতে পারেন না। সকল পুরুষের নিজ নিজ চরিত্রই তাহাদিগকে কুলীন বা অকুলীন, শুভ বা অশুভ রূপে প্রকাশ করিয়া দেয়। আপনি যেরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে অন্তরে অনার্য্য, বাহিরে আর্য্য-সদৃশ; অন্তরে অশুচি, বাহিরে শুচি-সদৃশ; অন্তরে নির্লক্ষণ, বাহিরে সুলক্ষণ; এবং অন্তরে দুঃশীল ও বাহিরে সুশীল, হইতে হয়।

বিবেচনা করুন, আমি যদি বাহিরে ধর্ম্ম-কঞ্চুক ধারণ পূর্ব্বক সদাচার ও বিধি পরিত্যাগ

করিয়া লোক-বিগর্হিত অশুভ কার্য্যের অনুবর্ত্তী হই, তাহা হইলে কার্য্যাকার্য্য-বিচক্ষণ চৈতন্যশালী কোন্ পুরুষ আমাকে ঈদৃশ লোক-গর্হিত ও দুর্ব্বৃত্ত জানিয়াও সম্মানিত করিবে! আমি পিতৃ-বাক্য মিথ্যা করিয়া এবং প্রতিজ্ঞা-চ্যুত ও সত্যভ্রষ্ট হইয়া, কোন্ নদীতে করতল দ্বারা জল উদ্ধৃত করিয়া পান করিব! রাজা যেরূপ ব্যবহার করেন, পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্যই সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে; রাজ-চরিতের অনুবর্ত্তী হইতে কেহই পরাঙ্মুখ হয় না। দয়া এবং সত্যই রাজার সনাতন ধর্ম্ম; এই জন্য রাজ্যও সত্যাত্মক; সমুদায় লোকও সত্যেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দান, যজ্ঞ, হোম, তপস্যা, এতৎসমুদায়ই সত্য-মূলক; সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ তপস্যা আর কিছুই নাই; ঋষিগণ ও দেবগণ সকলেই সত্যের উপাসনা করিয়া থাকেন; সত্যবাদী পুরুষই ইহলোকে ও পরলোকে সদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন। সকলে সর্প হইতে যেরূপ ভীত হয়, অনৃতাচারী ব্যক্তি হইতেও সেইরূপ ভীত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম, সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; সত্যই সকলের মূল; ইহলোকে সত্যই সকলের ঈশ্বর; সত্যেই লক্ষ্মী নিয়ত বাস করিতেছেন; সত্য ব্যতিরেকে কিছুই থাকিতে পারে না; অতএব সত্য-পরায়ণ হওয়া মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

মনুষ্য একাকীই রাজ্য পালন করে; একাকীই নিজ কুল উদ্ধার করে; একাকীই নরকে নিমগ্ন হয়; একাকীই স্বর্গে পূজ্যমান হইয়া থাকে। এই কারণে আমি সত্যের বশীভূত, সত্য-সঙ্কল্প ও সত্য-প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। অধুনা আমি কি নিমিত্ত পিতৃ-নিয়োগ পালন না করিব? আমি লোভ-হেতু, মোহ-হেতু অথবা অজ্ঞান-হেতু সত্য-সন্ধ পিতার সত্যময় সেতু কখনই ভেদ করিব না।

যে ব্যক্তি অসত্য-সন্ধ, যে ব্যক্তি চঞ্চল ও যে ব্যক্তি অস্থির-চিত্ত, তাহার প্রতি দেবগণ ও পিতৃগণ কখনই প্রীত হয়েন না। ক্ষুদ্র নৃশংস লুব্ধ ও পাপ-কর্ম্ম-নিরত জনগণ কর্ত্তৃক সেবিত, ধর্ম্মবৎ প্রতীয়মান, অধর্ম্ম ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম আমি পরিত্যাগ করিতেছি। আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, সত্যই পরম-ধর্ম্ম; এবং সুকৃতি-সম্পন্ন রঘুবংশীয়দিগের মন, এই সত্যেই সর্ব্বদা রত রহিয়াছে। অনৃতাচারে প্রথমত মনে মনে পাপ কার্য্যের মনন, পশ্চাৎ জিহ্বা দ্বারা মিথ্যাকথন, পশ্চাৎ শরীর দ্বারা সেই অনৃতাচারের অনুষ্ঠান, এই কায়িক, মানসিক ও বাচনিক ত্রিবিধ মহাপাতক ঘটিতেছে। ভূমি, কীর্ত্তি, যশ ও লক্ষ্মী, ইঁহারা সকলেই সত্যের অনুবর্ত্তী হইয়া, সত্য-নিষ্ঠ পুরুষের সমাগম প্রার্থনা করেন; অতএব সত্য অবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আপনি আমাকে যাহা বুঝাইয়া দিলেন, এবং আপনি যে আমাকে অহিতকর বাক্যে বলিলেন, 'রাম! এইরূপ কর্ম্ম কর।' ইহা অনার্য্য-নিষেবিত ও অস্বর্গ্য; ইহা হইতে কখনই শ্রেয়োলাভ হইতে পারে না। আমি গুরুর নিকট অগ্রে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে,

আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইব ; এক্ষণে গুরুবাক্য লঙ্ঘন পূর্ব্বক কিরূপে ভরতের বাক্যানুসারে কার্য্য করিব !

আমি পিতার সম্মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমি অরণ্যে গমন করিতেছি ; আমার সেই বাক্য-শ্রবণে দেবী কৈকেয়ীও তৎকালে প্রহৃষ্ট-হৃদয়া হইয়াছিলেন ; সুতরাং আমি এক্ষণে বিশুদ্ধাচার ও নিয়ম-পরতন্ত্র হইয়া, বন্য ফল, মূল, পুষ্প দ্বারা পিতৃগণের ও দেবগণের অর্চ্চনা পূর্ব্বক এই অরণ্যেই অবস্থান করিব। আমি পঞ্চেন্দ্রিয় অব্যাহত রাখিয়া কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা পূর্ব্বক অক্ষুদ্র ও সাবধান হইয়া, লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। আমি যখন এই কর্ম্ম-ভূমিতে আসিয়াছি, তখন যাহা শুভকর্ম্ম, তাহারই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব।

দেখুন, অগ্নি, বায়ু ও সোম নিজকৃত পুণ্য কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছেন ; দেবরাজ ইন্দ্র, একশত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, দেবলোকের অধিপতি হইয়াছেন ; মহর্ষিগণ উগ্রতর তপস্যার অনুষ্ঠান দ্বারা দেবলোকে গমন করিয়াছেন।

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পিতামহ-গণও, প্রজাগণের হিত-সাধন পূর্ব্বক বহুবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, নিজ নিজ তপোবলে সমুপার্জ্জিত পরম লোকে গমন করিয়াছেন। দেখুন, সর্ব্বদা-ধর্ম্ম-সাধন-নিরত সৎপুরুষ-সেবিত তেজঃসম্পন্ন বদান্য গুণি-গণাগ্রগণ্য অহিংসক নিষ্পাপ বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ সকলেরই পূজ্য হইয়াছেন।

সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে, সত্য, ধর্ম্ম, পরাক্রম, সর্ব্বভূতানুকম্পা, প্রিয়বাদিতা, ব্রাহ্মণ-পূজা, দেবার্চ্চনা ও অতিথি-সেবা, এই সমুদায়ই স্বর্গের সোপান-স্বরূপ।

ঊনবিংশত্যধিক-শততম সর্গ।

ইক্ষ্বাকু-বংশ-কীর্ত্তন।

মহানুভব রামচন্দ্রের মুখে তাদৃশ ক্রোধ-বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজকুমার! জীবগণ যে নিয়ত সংসারে গতায়াত করিতেছে, তাহা জাবালিও অবগত আছেন ; পরন্তু ইনি কেবল তোমাকে অরণ্য-বাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়েই ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। লোকনাথ! কিরূপে জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে সমুদায়ই জলময় ছিল ; সেই সলিল হইতেই পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে। অনন্তর অব্যয় স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন ; ইনিই বিষ্ণু। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া জল-মধ্য হইতে পৃথিবী উদ্ধার পূর্ব্বক স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা শাশ্বত, নিত্য, অব্যয় ও আকাশ-সমুৎপন্ন। এই ব্রহ্মা হইতে মরীচির উৎপত্তি হইল। মরীচির পুত্র কশ্যপ ; কশ্যপের পুত্র সূর্য্য ; সূর্য্যের পুত্র মনু ; মনুর দশটি পুত্র হইয়াছিল ; এই দশ পুত্রের মধ্যে ইক্ষ্বাকুই ধর্ম্মানুসারে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ।

ভগবান মনু সর্ব্বপ্রথমে ইক্ষ্বাকুকেই এই সমগ্র মহীমণ্ডল প্রদান করিয়াছিলেন। তোমার পূর্ব্ব-পুরুষ এই ইক্ষ্বাকুই অযোধ্যায় প্রথম রাজা হয়েন। আমরা শুনিয়াছি, ইক্ষ্বাকুর এক পুত্র হইয়াছিল, এই পুত্রের নাম কুক্ষি। কুক্ষি হইতে মহারাজ বিকুক্ষির জন্ম হয়। মহাতেজা রেণু* বিকুক্ষি হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; রেণুর পুত্র পুষ্য। পুষ্য হইতে অনরণ্য জন্ম পরিগ্রহ করেন; পরম-সাধু মহাভাগ অনরণ্যের রাজ্যাধিকার-কালে অনাবৃষ্টি-ভয়, দুর্ভিক্ষ-ভয় বা তস্কর-ভয় ছিল না। অনরণ্য হইতে মহারাজ পৃথুর* জন্ম হয়। পৃথু হইতে মহারাজ ত্রিশঙ্কু জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; সর্ব্বহিতৈষী সত্য-বাদী ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গারোহণ করেন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র মহারাজ ধুন্ধুমার। ধুন্ধুমার হইতে মহাপ্রাজ্ঞ যুবনাশ্ব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুবনাশ্বের পুত্র মহারাজ মান্ধাতা। মান্ধাতার পুত্র মহাতেজা সুসন্ধি। সুসন্ধির দুই পুত্র হইয়াছিল; এই দুই পুত্রের মধ্যে এক পুত্রের নাম ধ্রুবসন্ধি ও অপর পুত্রের নাম প্রসেনজিৎ। রামচন্দ্র! ধ্রুবসন্ধি হইতে যশস্বী ভরতের জন্ম হয়। ভরত হইতে সুমহারথ অসিত জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। মহাবীর হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দু নামে বিখ্যাত রাজগণ ইহাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহীপতি অসিত হৈহয়গণ, তালজঙ্ঘগণ ও শশবিন্দুগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াও শত্রুবাহুল্য-প্রযুক্ত পরিশেষে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়া হিমালয় পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমরা শুনিয়াছি, তৎকালে তাঁহার দুই মহিষীই গর্ভবতী ছিলেন। তন্মধ্যে প্রিয়তমা মহিষী কালিন্দী গর্ভাবস্থাতেই সপত্নীকর্ত্তৃক বিষ প্রয়োগ দ্বারা দূষিত হইয়াছিলেন।

এই সময় পরম-ধার্ম্মিক ভৃগুবংশীয় মহর্ষি চ্যবন হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থান পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছিলেন। মহারাজ অসিত স্বর্গারোহণ করিলে রাজমহিষী কালিন্দী এই মহর্ষি চ্যবনের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। একদা তিনি প্রণাম করিয়া পুত্রোৎপত্তি-রূপ বর প্রত্যাশা করিলে মহর্ষি কহিলেন, দেবি! তোমার গর্ভে ত্রিলোক-বিশ্রুত এক মহাত্মা পুত্র উৎপন্ন হইবে। তোমার এই পুত্র মহাবীর শত্রুসংহারকারী, পরম-ধার্ম্মিক ও বংশধর হইয়া উঠিবে। কালিন্দী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিছু দিন পরে তাঁহার গর্ভে একটি পুত্র হইল। গর অর্থাৎ বিষের সহিত প্রসূত হইয়াছিলেন বলিয়া এই পুত্র সগর নামে বিখ্যাত হয়েন। এই ধর্ম্মাত্মা সগর ষষ্টিসহস্র পুত্র দ্বারা সমুদ্র খনন করাইয়াছিলেন। পরন্তু মহর্ষি কপিলের কোপে ইহাঁর সেই ষষ্টিসহস্র পুত্র ভস্মসাৎ হয়েন।

আমরা শুনিয়াছি, সগরের অপর একটি পুত্রের নাম অসমঞ্জা; অসমঞ্জা নিয়ত পাপ-

* পাশ্চাত্য পাঠে রেণুর পরিবর্ত্তে বাণ শব্দ আছে; এবং বাণের পুত্র অনরণ্য, ও অনরণ্যের পুত্র পৃথু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণান্তরে কথিত হইয়াছে, বেণের পুত্র পৃথু।

কর্ম্মে নিরত ছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। ইনিই হতাবশিষ্ট একমাত্র পুত্র। অসমঞ্জার পুত্র সুবিখ্যাত অংশুমান। অংশুমানের পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। রাজকুমার! এই ককুৎস্থ হইতে তোমরা কাকুৎস্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছ। ককুৎস্থের পুত্রের নাম রঘু। এই রঘু হইতে তোমরা রাঘব নামে অভিহিত হইয়া থাক। কল্মাষপাদ নামে বিখ্যাত তেজস্বী পুরুষাদক প্রবৃদ্ধ, রঘু হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; ইহাঁর আর একটি নাম সৌদাস। ইনি অভিশাপগ্রস্ত হইয়া নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন।

কল্মাষপাদের পুত্রের নাম খনিত্র। সর্ব্বত্র বিখ্যাত খনিত্র, বিধি-বিড়ম্বনায় দৈবদুর্ব্বিপাকে সৈন্য-সমূহের সহিত বিনষ্ট হইয়াছিলেন।[১৮] মহাবীর শ্রীমান সুদর্শন, খনিত্র হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ। অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ। শীঘ্রগের পুত্র মরু। মরুর পুত্র প্রশুশ্রুব। প্রশুশ্রুবের পুত্র অম্বরীষ। অবিতথ-পরাক্রম নহুষ, অম্বরীষ হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। পরমধার্ম্মিক নাভাগ নহুষের ঔরসে উৎপন্ন হয়েন্। মহা-সমৃদ্ধিশালী অজ নাভাগের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করেন। পরম-ধার্ম্মিক মহারাজ দশরথ অজ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তুমি সেই মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মহারাজ তোমার 'রাম' এই নাম রাখিয়াছেন। ধর্ম্মানুসারে তুমিই এই রাজ্যের অধিকারী। লোকনাথ! তুমি এক্ষণে নিজ রাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ কর। রাজকুমার! আমি যাহা কহিলাম, তাহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ; প্রথম অবধি ইক্ষ্বাকু বংশের নিয়ম এই যে, জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। তুমি মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। অতএব তুমি ধর্ম্মানুসারে এক্ষণে অযোধ্যা রাজ্যে অভিষিক্ত হও।

রাজকুমার! এক্ষণে তুমি রঘুবংশীয়দিগের সনাতন কুলধর্ম্ম ও আপনার বংশমর্য্যাদা অতিক্রম করিও না। তুমি স্বীয় পিতার ন্যায় সর্ব্বত্র যশোবিস্তার পূর্ব্বক প্রভূত-ধন-রত্ন-বিমণ্ডিত সুসমৃদ্ধ-রাজ্য-সম্পন্ন মেদিনী-মণ্ডল পালন কর।

বিংশত্যধিক-শততম সর্গ।

ভরত-প্রায়োপবেশন।

রাজপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ, রামচন্দ্রকে এইরূপ বাক্য বলিয়া ধর্ম্মানুগত বচনে পুনর্ব্বার কহিলেন, রাজকুমার! মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিলেই তাহার মাতা পিতা ও আচার্য্য এই তিন জন গুরু হইয়া থাকেন। মনুষ্য, পিতা হইতে উৎপন্ন, মাতা হইতে পরিবর্দ্ধিত ও আচার্য্য হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই কারণে এই তিন জনেরই গুরুত্ব সমান। মহামতে! আমি তোমার পিতার এবং তোমারও আচার্য্য। তুমি যদি আমার আদেশ-অনুসারে কার্য্য কর, তাহা

হইলে কখনই সাধু পথ হইতে বিচ্যুত বা স্খলিত হইবে না।

রাজকুমার! এই সমুদায় রাজ-সদস্যগণ ও জ্ঞাতিগণ, সকলেই সমাগত হইয়াছেন। ইহাঁরা যাহা বলিতেছেন, তাহাই সাধুজনাবলম্বিত ধর্ম্ম। বৎস! এই সজ্জনাবলম্বিত পথ অতিক্রম করা তোমার উচিত হইতেছে না। এই তোমার জননী কৌশল্যা বৃদ্ধা ও ধর্ম্মশীলা। ইহাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য করা, ইহাঁর আদেশ অতিক্রম করা তোমার বিধেয় হইতেছে না। তুমি এই জননীর বাক্য প্রতিপালন করিলে কখনই সৎপথ হইতে বিচ্যুত হইবে না। বৎস! এই ভরত আসিয়া তোমার নিকট অবনত মস্তকে প্রার্থনা করিতেছে। তুমি যদি এই ভ্রাতৃ-বাক্য রক্ষা কর, তাহা হইলে কোন ক্রমে লোক-সমাজেও দূষিত বা কলঙ্কিত হইবে না। ইহাতে তুমি সত্য-ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাতই থাকিবে।

স্বয়ং গুরু বশিষ্ঠ সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া এইরূপ মধুর বাক্যে উপদেশ প্রদান করিলে পুরুষসিংহ রামচন্দ্র কহিলেন, মহর্ষে! মানবগণ মাতা-পিতার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাতে কোন ক্রমেই মাতা-পিতার পুর্ব্বকৃত কর্ম্মের পরিশোধ হইতে পারে না। আমার জন্মদাতা পিতা দশরথ আমার জন্মাবধি ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান দ্বারা, শয়নাচ্ছাদন দ্বারা ও নিয়ত প্রিয় বচন দ্বারা আমাকে বিবিধ উপায়ে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। আমি যাহা কিছু করিব, কিছুতেই তাঁহার ঋণ পরিশোধ হইয়া উঠিবে না। অতএব আমি ঈদৃশ পিতার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা করিতে পারিব না।

মহানুভব রামচন্দ্র এইরূপ বাক্য কহিলে, পরম-দুর্ম্মনায়মান বিপুলোরস্ক ভরত, সুমন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, সূত! আপনি অবিলম্বে এই স্থানে পরিষ্কৃত ভূমিতে কুশাস্তরণ করুন। আর্য্য রামচন্দ্র যে পর্য্যন্ত না প্রসন্ন হয়েন, সে পর্য্যন্ত আমি ইহাঁর সমক্ষেই প্রায়োপবেশন করিব। আর্য্য যে পর্য্যন্ত রাজধানীতে প্রতিগমন না করিবেন, সে পর্য্যন্ত আমি ধনহীন অলস মনুষ্যের ন্যায় নিরাহার ও নিরুদ্যম হইয়া এই পর্ণশালার সমীপেই নিপতিত থাকিব।

অনন্তর মহানুভব ভরত যখন দেখিলেন, সুমন্ত্র রামচন্দ্রের মুখাপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহার বাক্যানুরূপ কার্য্য করিতেছেন না; তখন তিনি স্বয়ংই ভূতলে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাজর্ষিনন্দন মহাতেজা রামচন্দ্র ভরতকে কহিলেন, ভ্রাত! আমি কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি যে, তুমি আমার সম্মুখে প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত হইতেছ! যদি কোন ব্রাহ্মণ প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত হইয়া, এক পার্শ্বে শয়ান থাকে, তাহা হইলে সমুদায় পুরী দগ্ধ হইয়া যায়। ক্ষত্রিয়-কুল-সম্ভূত মূর্দ্ধাভিষিক্ত* বীর পুরুষের ত প্রায়োপবেশনের বিধি নাই।

* অতিপূর্ব্বকাল হইতেই ক্ষত্রিয়দিগের এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে, রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবার পূর্ব্বে সপ্ত নদীর জল, মধু, নবনীত প্রভৃতি দ্বারা অভিষিক্ত হইতে হয়। কালক্রমে এই প্রথা হইতে ক্ষত্রিয় মাত্রই মূর্দ্ধাভিষিক্ত পদে অভিহিত হইয়া থাকেন।

রাজশার্দূল! এক্ষণে তুমি ঈদৃশ দারুণ ব্রত পরিহার পূর্ব্বক উত্থিত হও। কাল-বিলম্ব না করিয়া অযোধ্যায় গমন কর। যাহাতে পিতার সত্য রক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে প্রাণপণে যত্নবান হও। ভ্রাত! আমি তোমার প্রতি যে প্রকার আদেশ করিয়াছি, তুমি তাহার অতিক্রম করিও না। তুমি ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে মনোমত নিজপুত্রের ন্যায় পালন কর।

অনন্তর ভ্রাতৃ-বৎসল ভরত সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়াই চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পৌরগণকে ও জনপদবাসী জনগণকে কহিলেন, তোমরা কি জন্য নীরব হইয়া রহিয়াছ! তোমরা সকলে মিলিয়া আর্য্য রামচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা কর। পৌরগণ ও জনপদ-বাসী জনগণ, বাষ্প-লোহিত-লোচন মহাত্মা ভরতকে রামানুনয়-সাধনে একান্ত-বিহ্বল দেখিয়া মৃদু বাক্যে কহিলেন, রাজকুমার! মহাত্মা রামচন্দ্র যতদূর সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ, আমরা তাহা বিশেষরূপে অবগত আছি। আমরা জানি, ইনি কোন ক্রমেই আমাদের বাক্য রক্ষা করিবেন না, শুনিবেনও না; এই নিমিত্তই আমরা কোন কথাই বলিতে পারিতেছি না; ঐকান্তিক স্নেহ নিবন্ধন আমাদিগের মুখ দিয়া বাক্যও নিঃসৃত হইতেছে না।

এই মহাভাগ রাজকুমার রামচন্দ্র এক্ষণে পিতৃবাক্য-পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এসময়ে গুরুর বাক্য, জননীর বাক্য, আপনকার বাক্য, অথবা আমাদের সকলের বাক্য ইহাঁর কর্ণে স্থান প্রাপ্ত হইবে না। ইনি পৃথিবীর কাহারও কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। ইনি যদিও বন্ধু-বান্ধবগণের প্রতি নিরন্তর দয়াশীল, তথাপি ইনি এতদূর সত্য-নিষ্ঠ ও ধৈর্য্যশালী যে, আমরা কোন ক্রমেই ইহাঁকে অধ্যবসায় হইতে বলপূর্ব্বক বিনিবর্ত্তিত করিতে পারিব না।

বায়ু-বলে বৃক্ষসমূহ বিকম্পিত হয় বটে, কিন্তু মহাশৈল হিমালয় কখনই বিচলিত হয় না; এইরূপ অচলের ন্যায় অচল সত্য-পরায়ণ সত্যসন্ধ এই রামচন্দ্রকে আমরা কোন ক্রমেই সত্য-নিষ্ঠা হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হইব না।

একবিংশত্যধিক-শততম সর্গ।

ভরতানুশাসন।

পৌর-বৎসল মহানুভব রামচন্দ্র, পৌরগণের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, এবং প্রহৃষ্ট ও প্রীত-হৃদয়ে কহিলেন, যে সমুদায় ব্রাহ্মণ তপস্বী ও বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী, যাঁহারা জ্ঞান-নেত্র দ্বারা সমুদায় অবলোকন করিয়া থাকেন, যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও দেবতার ন্যায় পূজ্য, এবং যে সকল পৌরজন রাজভক্ত, যাঁহারা পিতা-কর্ত্তৃক প্রযত্ন সহকারে পুত্র-নির্ব্বিশেষে পরিপালিত হইয়া আসিয়াছেন, এইরূপ সত্য-যুক্ত, যুক্তি-যুক্ত, উপপত্তি-যুক্ত, বিশেষত ধর্ম্ম-যুক্ত বাক্য তাঁহাদের উপযুক্তই হইয়াছে,—আত্ম-সদৃশই হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

ভরত! আমি তোমাকে পুনর্ব্বার বলিতেছি, তুমি অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। আমি পিতৃ-আজ্ঞা-পালনে—প্রতিজ্ঞা-পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছি; আমি অবশ্যই এই বনে বাস করিব; কিছুতেই ইহার অন্যথা হইবে না। আমি তোমাকে পুনঃপুন দিব্য দিতেছি, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত আমাকে আশ্রয় করিতেছ! এই সকল ব্রাহ্মণগণ ও পৌরগণ, আমাদের হিতৈষী ও পরম-সুহৃৎ; ইহাঁরা সর্ব্বতোভাবে সমীচীন বাক্যই বলিয়াছেন। ভরত! তুমি কি নিমিত্ত আমাদিগকে ক্লেশ দিতেছ! এক্ষণে অযোধ্যায় প্রতিগমন কর।

ভ্রাত! যদিও নদ-নদী-পতি সমুদ্রকে শোষণ করিতে পারা যায়, যদিও বসুধা-নিবদ্ধ বিন্ধ্য পর্ব্বতকেও স্থানান্তরিত করিতে পারা যায়; তথাপি আমি পিতার আদেশ—পিতার বাক্য বিতথ করিতে পারিব না। আমি এ বিষয়ে পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সত্য-দ্বারাও দিব্য করিতেছি; আমি পিতৃ-বাক্য হইতে কোন ক্রমেই বিচলিত হইব না। তুমি আমার এই প্রতিজ্ঞা ও দিব্য শ্রবণ করিলে; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর।

রাজকুমার ভরত, রামচন্দ্রের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত-কাতর ও বিবর্ণ-বদন হইয়া পড়িলেন। পরে তিনি দর্ভ-শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া সলিল স্পর্শ পূর্ব্বক আচমন করিয়া কহিলেন, রাজ-সদস্যগণ! সচিবগণ! মাতৃগণ! পৌরগণ! জানপদগণ! সুহৃদ্গণ! ও সমুদায় অনুরক্ত জনগণ! আপনারা সকলেই আমার বাক্য শ্রবণ করুন; আমার জননীর দোষে আমার যে সমুদায় গর্হিত কার্য্য হইয়া গিয়াছে; আমি এক্ষণে তাহা পরিশোধ করিতে ও আত্ম-শুদ্ধি করিতে অভিলাষ করিতেছি। আমি রাজ্য প্রার্থনা করি না; পিতাকেও প্রার্থনা করি না; জননীর গর্হিত কার্য্যের নিমিত্ত অনুতাপও করিতেছি না; পরম-ধার্ম্মিক আর্য্য রামচন্দ্রের বাক্যও অবহেলা করিতেছি না; পরন্তু, যদি একান্তই পিতৃ-বাক্য পালন করিতে হয়, যদি পিতৃ-আজ্ঞা-অনুসারে একান্তই চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যবাসী হইতে হয়, তাহা হইলে আমিই রামচন্দ্রের প্রতিনিধি হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর এই বনে বাস করিব।

ধর্ম্মশীল রামচন্দ্র, ভ্রাতা ভরতের মুখে তাদৃশ অবিতথ বাক্য শ্রবণ করিয়া, যার পর নাই বিস্ময়াভিভূত হইলেন, এবং পৌরগণের প্রতি ও জনপদ-বাসী জনগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, আমাদের পিতা জীবন-কালে যাহা বিক্রয় করিয়াছেন, যাহা দান করিয়াছেন, অথবা যাহা অর্পণ করিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করা আমারও সাধ্য নহে, ভরতেরও সাধ্য নহে। পিতা স্বয়ং যাহা করিয়াছেন, তাহা উত্তমই করিয়াছেন। আমি মাতা কৈকেয়ীর সমক্ষে দিব্য করিয়া বলিয়াছি যে, আমি চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিব; আমি এক্ষণে সেই বনবাস-ভোগের প্রতিনিধি করিতে পারি না। তাদৃশ ব্যবহার নিতান্ত কুৎসিত ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ।

মহাত্মা ভরত যে গুরু-সৎকার-পরায়ণ ও প্রশান্ত-প্রকৃতি, তাহা আমার অবিদিত নাই।

এই মহানুভব ভরতে আমি সমুদায় সদ্‌গুণের ও সমুদায় কল্যাণেরই প্রত্যাশা করিয়া থাকি। চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে, যখন আমি এই অরণ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব, তখন এই ধর্ম্ম-শীল ভ্রাতা ভরতের সহিত সমবেত ও ভূপতি হইয়া, রাজ্য-শাসন করিব।

ভরত! মাতা কৈকেয়ী, মহারাজের নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমি এই চতুর্দ্দশ বৎসর তাহা পালন করিব। তুমিও রাজ্যস্থ হইয়া, পিতাকে অনৃত বচন হইতে এবং প্রতিজ্ঞা-ঋণ হইতে মুক্ত কর।

দ্বাবিংশত্যধিক-শততম সর্গ।

ভরত-বিসর্জ্জন।

এদিকে গন্ধর্ব্বগণ, মুনিগণ, সিদ্ধগণ, পরমর্ষিগণ ও মহর্ষিগণ অন্তর্হিত থাকিয়া, অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন ভ্রাতৃদ্বয়ের অতীব বিস্ময়-জনক লোমহর্ষণ সমাগম অবলোকন পূর্ব্বক যার পর নাই বিস্ময়াভিভূত হইলেন, এবং তাঁহারা মহাত্মা রামচন্দ্র ও ভরত, উভয় ভ্রাতাকেই পুনঃপুন প্রশংসা করিতে লাগিলেন, ও কহিলেন, এই ধর্ম্মজ্ঞ সত্য-বিক্রম পুত্রদ্বয় যাঁহার ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তিনিই ধন্য। আমরা উভয়ের পরস্পর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, উভয়কেই স্পৃহণীয় বোধ করিতেছি।

অনন্তর রাবণ-বধাভিলাষী মুনিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ আকাশ-পথে অবস্থান পূর্ব্বক রাজশার্দ্দূল ভরতকে কহিলেন, বৎস! তুমি মহাবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ; তুমি অতীব জ্ঞানবান; তোমার চরিত্র স্পৃহণীয়; তোমার নির্ম্মল মহাযশে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইবে। বৎস! তুমি যদি পিতার অপেক্ষা কর, তাহা হইলে রামচন্দ্র যাহা বলিতেছেন, তাহা স্বীকার করা তোমার কর্ত্তব্য। বৎস! তোমার স্বর্গীয় পিতা কৈকেয়ীর নিকট সত্য-প্রতিজ্ঞ হয়েন এবং রামচন্দ্র পিতার নিকট অনৃণী থাকেন, ইহাই আমাদের অভিপ্রেত।

গন্ধর্ব্বগণ, মহর্ষিগণ ও রাজর্ষিগণ এইরূপ বাক্য বলিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। শুভদর্শন রামচন্দ্র, তাদৃশ শুভ বাক্যে আনন্দিত হইয়া, প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে তাঁহাদের সকলকেই প্রণাম করিলেন। ভ্রাতৃ-বৎসল ভরত, তাদৃশ আকাশ-বাণী শ্রবণ করিয়া অবসন্ন ও শিথিলাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। পরে তিনি সুসজ্জিত বাক্যে পুনর্ব্বার কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্য! রাজধর্ম্ম ও কুল-ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, আমার ও আমার জননীর প্রার্থনা পূরণ করা আপনকার কর্ত্তব্য হইতেছে। আমি একাকী এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য রক্ষা করিতে সাহসী হইতেছি না। পৌরগণ, জনপদবাসী জনগণ ও রাজ্যস্থিত সমুদায় প্রজাগণকে অনুরক্ত রাখিতেও আমি সমর্থ হইব না। দেখুন, কৃষকগণ যেরূপ মেঘের প্রতীক্ষা করে; জ্ঞাতিগণ, যোধ-পুরুষগণ, মিত্রগণ এবং সুহৃদ্গণও সেইরূপ আপনাকেই অধীশ্বর করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি এই রাজ্য গ্রহণ করিয়া, প্রজাপালন

করুন; আমি কোন ক্রমেই লোক-পালনে সমর্থ হইব না।

প্রিয়ংবদ ভরত এই কথা বলিয়া রামচন্দ্রের চরণতলে নিপতিত হইলেন এবং সেই অবস্থাতেই তিনি রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত কায়-মনো-বাক্যে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন উদারমতি রামচন্দ্র, নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম, পদ্ম-পলাশ-লোচন, মত্ত-হংস-গতি, কলহংস-নিস্বন ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন, বৎস! আমার বুদ্ধি অপেক্ষা তোমার বুদ্ধি কোন ক্রমেই ন্যূন নহে; তোমার বুদ্ধি স্বভাবতই রাজনীতির অনুবর্ত্তিনী; এই বুদ্ধি দ্বারা তুমি ত্রিলোকও রক্ষা করিতে পারিবে।

বৎস! পুরন্দর, দিবাকর, বায়ু, যম, বরুণ, সোম ও পৃথিবী যে যে কার্য্য করেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবরাজ ইন্দ্র, সংবৎসরের মধ্যে চারি মাস মাত্র জল-বর্ষণ করিয়া প্রজাগণকে রক্ষা করেন; পরন্তু ভূপতি, দ্বাদশ-মাসই প্রজাগণের প্রতি কৃপা-বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া থাকেন। দিবাকর, অষ্ট মাস কর দ্বারা জল হরণ করিয়া থাকেন; আদিত্য-ব্রতধারী রাজাও প্রজাগণের নিকট ধর্ম্মানুসারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর গ্রহণ পূর্ব্বক ধন সঞ্চয় করেন। বায়ু যেরূপ সর্ব্বভূতে প্রবেশ পূর্ব্বক বিচরণ করেন, বায়ু-ব্রতধারী রাজাও সেইরূপ সর্ব্বস্থান-সঞ্চারিত চার-দ্বারা সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। যম যেরূপ প্রিয় অপ্রিয় বিচার না করিয়াই যথা-সময়ে দণ্ড বিধান করেন, সেইরূপ যম-ব্রতধারী রাজাও দণ্ড প্রদানের সময় আত্মীয় বা শত্রু বিবেচনা করেন না। বরুণ যেরূপ পাশ দ্বারা সকলকে বদ্ধ করেন, সেইরূপ বারুণ-ব্রতধারী রাজাও পাশ দ্বারা দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণকে বদ্ধ করিয়া থাকেন। পরিপূর্ণ-মণ্ডল চন্দ্রকে দেখিয়া যেরূপ সকলেই আহ্লাদিত হয়, সেইরূপ চন্দ্র-ব্রতধারী রাজাকে দেখিয়াও সকল প্রজাই পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হইয়া থাকে। সর্ব্বংসহা পৃথিবী যেরূপ নিরন্তর সর্ব্ব জীবকে ধারণ করেন, সেইরূপ পৃথিবী-ব্রতধারী পৃথিবীপতিও বাস-প্রদান দ্বারা সমুদায় প্রজাকে ধারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন।

ভ্রাত! তুমি বুদ্ধিমান অমাত্যগণের সহিত, সুহৃদ্‌গণের সহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত পূর্ব্বে মন্ত্রণা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, সুমহৎ কার্য্যও অনায়াসেই সম্পাদন করিতে পারিবে।

বৎস! চন্দ্র হইতে লক্ষ্মী অপসৃত হইতে পারেন, হিমালয়ও স্থানান্তরে গমন করিতে পারে, মহাসমুদ্রও বেলা লঙ্ঘন করিতে পারে, কিন্তু আমি কোন ক্রমেই পিতার প্রতিজ্ঞা—পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না। তোমার জননী যদিও কামবশত অথবা লোভ বশত এই কার্য্য করিয়াছেন, তথাপি তুমি তাহাতে কিছুমাত্রও মনে করিও না। জননীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তুমি তাঁহার প্রতি নিরন্তর সেইরূপ ব্যবহারই করিবে; কোন ক্রমেই তাহার অন্যথাচরণ করিও না। মহানুভব ভরত, আদিত্য-সদৃশ-তেজঃ-সম্পন্ন প্রতিপচ্চন্দ্র-সদৃশ-সৌম্যদর্শন রামচন্দ্রের মুখে তাদৃশ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া স্বীকার করিলেন।

অনন্তর, অলব্ধ-কাম, ভগ্ন-মনোরথ, বাষ্পাবরুদ্ধ-কণ্ঠ, মহাত্মা ভরত, পুনর্ব্বার দুঃখিত হৃদয়ে কৃতাঞ্জলি-পুটে মহাত্মা রামচন্দ্রের চরণ-দ্বয় মস্তকে গ্রহণ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিক-শততম সর্গ।

কুশ-পাদুকা-গ্রহণ।

মহানুভব রামচন্দ্র, ভরতকে পদতলে নিপতিত ও অবনত-মস্তক দেখিয়া, বাষ্প-পর্য্যাকুলিত লোচনে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন। ভ্রাতৃ-বৎসল ভরতও কাতর হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে স্থানচ্যুত নদী-তীরস্থ বৃক্ষের ন্যায় রামচন্দ্রের চরণ-যুগল স্পর্শ করিয়াই ক্ষিতি-তলে নিপতিত হইলেন। তিনি শোক-বাষ্পে পরিপ্লুত হইয়া, কাতরভাবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন পূর্ব্বক সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মুহুর্মুহু মহীতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। ভরতের সমুদায় মাতৃগণ ও জনক-নন্দিনী সীতাও এই সমুদায় অবলোকন করিয়া, বাষ্পপূর্ণ বদনে করুণস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় যোধ-পুরুষগণ, উপাধ্যায়গণ, পুরোহিতগণ ও অনুচরবর্গ, সকলেই দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা মনুষ্য, যাঁহাদের হৃদয় স্নেহ-ময়, তাঁহাদের কথা দূরে থাকুক; অরণ্যস্থিত বৃক্ষ-লতা সমুদায়ও পুষ্পারূপ নয়ন-জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর মহানুভব রামচন্দ্র, স্নেহাতিশয়ে বিহ্বল হইয়া, বাষ্পপূরিত-লোচন দুঃখার্ত্ত-হৃদয় ভরতকে গাঢ়তর আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি যতদূর সাধুতা প্রদর্শন করিয়াছ, তাহাতেই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে বাষ্প নিগৃহীত কর; আমরা নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়া পড়িতেছি; আমাদের মুখাপেক্ষা কর। এক্ষণে এখান হইতে রাজধানীতে প্রতিনিবৃত্ত হও। ভ্রাত! তুমি রাজকুমার হইয়া যেরূপ শোক-ভারাক্রান্ত ও যেরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছ, তাহাতে আমি তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইতেছি না। তোমার ঈদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া, আমার মন একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। ভ্রাত! আমি আপনা দ্বারা, সীতা দ্বারা ও লক্ষ্মণ দ্বারা তোমাকে দিব্য দিতেছি যে, তুমি যদি অযোধ্যায় প্রতিগমন না কর, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত কখনও কথা কহিব না।

সত্যসন্ধ রামচন্দ্র এইরূপ বাক্য কহিলে, ভ্রাতৃ-বৎসল ভরত নয়ন-জল মার্জ্জন পূর্ব্বক প্রথমত, প্রসন্ন হউন, এই কথা বলিয়া, পুনর্ব্বার রামচন্দ্রকে কহিলেন, আর্য্য! দিব্য দিবার প্রয়োজন নাই; যদি আপনকার পরিতাপ হয়, যদি আপনকার ক্লেশ হয়, তাহা হইলে আমাকে অযোধ্যায় প্রতিগমন করিতেই হইবে। প্রভো! আমার অভিপ্রায় এই যে, আমি এই জীবন দান করিয়াও আপনকার প্রিয়-কার্য্য করি।

আর্য্য! আমি এই সমুদায় সৈন্য সামন্ত লইয়া, মাতৃগণের সহিত অযোধ্যায় গমন করিব, সন্দেহ নাই; কিন্তু একটি নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রভো! আপনি স্মরণ করিয়া রাখিবেন যে, আপনি ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের রাজলক্ষ্মী আমার নিকট ন্যাস-স্বরূপ রাখিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ! অঙ্গীকৃত সময়ও যেন আপনকার স্মরণ থাকে। চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলেই আমি আপনকার রাজলক্ষ্মী আপনাকে প্রত্যর্পণ করিব।

অনন্তর রামচন্দ্র, ভরতের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতীব প্রহৃষ্ট-হৃদয় হইলেন; পরে তিনি ভরতকে গমনোন্মুখ দেখিয়া শ্রেয়স্কর বাক্যে সান্ত্বনা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অঙ্গীকার-পালনে সম্মত হইলেন।

এই সময়ে মহর্ষি শরভঙ্গের শিষ্যগণ উপায়ন-স্বরূপ কুশ-পাদুকা-দ্বয় লইয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন; রামচন্দ্রও মহর্ষি শরভঙ্গের কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক আপনার কুশল নিবেদন করিয়া, সেই কুশ-পাদুকা-দ্বয় গ্রহণ করিলেন। এই সময় মহামতি ভরত, শরভঙ্গ-প্রদত্ত সেই পাদুকাদ্বয় হস্তে লইয়া, রামচন্দ্রের চরণ-যুগলে প্রদান করিলেন। জনগণ-পরিবারিত বাক্য-কুশল মহর্ষি বশিষ্ঠ, এই সময় জনগণের হর্ষ ও বিষাদ পরিবর্দ্ধিত করিয়া কহিলেন, রাজকুমার! এই পাদুকা-দ্বয় রামচন্দ্রের চরণ-যুগলে পরাইয়া পশ্চাৎ ইহা গ্রহণ কর। এই পাদুকা-দ্বয়ই প্রজাগণের যোগ-ক্ষেম ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

অনন্তর মহাতেজা ধীমান রামচন্দ্র, পাদুকাদ্বয় চরণে দিয়া পশ্চাৎ উন্মোচন পূর্ব্বক মহাত্মা ভরতকে প্রদান করিলেন। মহামতি ভরত, পাদুকাদ্বয়কে প্রণাম পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিয়া, রামচন্দ্রকে কহিলেন, আর্য্য! আমি এই চতুর্দ্দশ বৎসর আপনকার প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় জটাচীর-ধারী হইয়া, ফল-মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক নগরের বাহিরে অবস্থান করিব। আমি এই চতুর্দ্দশ বৎসর আপনকার পাদুকার প্রতি সমুদায় রাজ্য-ভার সমর্পণ করিয়া রাখিব। চতুর্দ্দশ-বৎসর সম্পূর্ণ হইলে যদি আমি আপনাকে একদিনও দেখিতে না পাই, তাহা হইলে দ্বিতীয় দিনে আমি নিশ্চয়ই অগ্নি-প্রবেশ করিব।

অনন্তর রামচন্দ্র, সেই বাক্যে সম্মত ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে ও শত্রুঘ্নকে সাদরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি ও সীতা তোমাদিগকে দিব্য দিতেছি, তোমরা মাতা কৈকেয়ীকে রক্ষা করিবে; ইঁহার প্রতি কিছুমাত্র ক্রোধ করিও না। মহানুভব রামচন্দ্র, এইরূপ বলিয়া সজল নয়নে ভরতকে বিদায় করিলেন।

অনন্তর প্রতাপশালী দৃঢ়ব্রত ভরত, প্রীত হৃদয়ে পাদুকা-দ্বয় গ্রহণ করিয়া, প্রধান রাজহস্তীর মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। হিমালয়ের ন্যায় অচল স্বধর্ম্ম-স্থিত রঘুকুল প্রদীপ রামচন্দ্র, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুগণকে ও অমাত্যগণকে যথাবিধানে আনুপূর্ব্বিক পূজা করিয়া বিদায় দিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্রের মাতৃগণ দুঃখভরে ও শোক-ভরে নিরুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া রামচন্দ্রের সহিত সম্ভাষণ করিতেও সমর্থ হইলেন না। পরন্তু রামচন্দ্র রোদন করিতে করিতে সমুদায় মাতার চরণে প্রণাম করিয়া পর্ণ-কুটীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম সর্গ।

ভরত-প্রতিগমন।

অনন্তর ভ্রাতৃ-বৎসল ভরত, পাদুকা-যুগল মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক শত্রুঘ্নের সহিত সমবেত হইয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে রাজ-রথে আরোহণ করিলেন। ব্রত-পরায়ণ মহর্ষি বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, ও মন্ত্র-বিশারদ মন্ত্রিগণ, অগ্রে অগ্রে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা পবিত্রতমা মন্দাকিনী নদীতে গমন পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখ হইয়া মহাগিরি চিত্রকূট প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গিরিসানু-স্থিত বিবিধ বিচিত্র ধাতু সন্দর্শন করিতে করিতে সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া পর্ব্বতপার্শ্ব দিয়াই গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রঘুকুল-তিলক সুবুদ্ধি ভরত, চিত্রকূট পর্ব্বত হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আশ্রমস্থিত মহর্ষির চরণ-যুগলে প্রণাম করিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রহৃষ্ট হৃদয়ে ভরতকে কহিলেন, বৎস! তোমার ত কার্য্য-সিদ্ধি হইয়াছে? তুমি ত রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিয়াছ?

পরম-ধার্ম্মিক ভরত, ধর্ম্ম-বৎসল ধীমান মহর্ষি ভরদ্বাজের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন! এই সমুদায় গুরুগণ, মাতৃগণ ও আমি, নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে দৃঢ়-নিশ্চয় মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট পুনঃপুন যাচ্ঞা-বাক্যে কহিতে লাগিলাম যে, আপনি এক্ষণে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজ্য-শাসন করুন। পরন্তু, সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সত্য-পরায়ণ আর্য্য-রামচন্দ্র, কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মত হইলেন না; তিনি কহিলেন, আমার পিতা কৈকেয়ীর নিকট যে সত্য করিয়াছেন, আমি আলস্য-পরিশূন্য হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ সেই সত্য পালন করিব; কোন ক্রমেই তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারিব না।

অনন্তর বাক্য-বিশারদ মহাতেজা মহর্ষি বশিষ্ঠ, পরম-ধার্ম্মিক বাক্য-কুশল রামচন্দ্রের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মাত্মন! তুমি যেরূপ সুদৃঢ়-ব্রত, তাহাতে তোমার বাক্য ও সঙ্কল্পের অন্যথা করা কাহারো সাধ্য নহে; পরন্তু এক্ষণে তুমি, তোমার এই পাদুকা-যুগল প্রদান কর; এই পাদুকা-যুগলই অধুনা রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলে মহাযশস্কর রামচন্দ্র পূর্ব্বমুখবর্ত্তী হইয়া, রাজ্য-রক্ষার নিমিত্ত সুগঠিত নির্ম্মল পাদুকা-যুগল আমাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর আমি মহাত্মা রামচন্দ্রের অনুজ্ঞা-অনুসারে সেই পবিত্র পাদুকা-যুগল গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এক্ষণে অযোধ্যায় গমন করিতেছি।

মহর্ষি ভরদ্বাজ, মহাত্মা ভরতের মুখে তাদৃশ শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, পুরুষসিংহ! তুমি যেরূপ সচ্চরিত ও সুশীল, তাহাতে এই ব্যাপার তোমার পক্ষে অদ্ভুত নহে। বৃষ্টিজল যেরূপ নিম্নেই অবস্থিতি করে, সেইরূপ সরলতা-গুণ তোমাতেই অবস্থান করিতেছে; তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ। তোমাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া মহাভাগ মহারাজ দশরথ ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। যাঁহার ঈদৃশ-অলোক-সামান্য-গুণ-সম্পন্ন পুত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাকে কোন ক্রমেই মৃত বলা যাইতে পারে না।

মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষি ভরদ্বাজ এইরূপ প্রিয় বাক্য কহিলে রাজকুমার ভরত তাঁহার চরণে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর তিনি মহর্ষিকে পুনঃপুন প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক মন্ত্রিগণে সমবেত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভরতানুগামী সেই সুবিস্তীর্ণ সৈন্য-সমূহও পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুবিধ যানে, শকটে, তুরঙ্গে ও মাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক অরণ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল।

অনন্তর সৈন্যগণ-পরিবৃত কুমার ভরত, দ্রুততর-ঊর্ম্মিমালা-সমাকুলা বিশুদ্ধ-সলিলা পরম-রমণীয়া ত্রিপথগামিনী গঙ্গা সন্দর্শন করিলেন। তিনি বন্ধুবান্ধবগণের সহিত, নক্র-মকর-সমাকুল সেই ভাগীরথী পার হইয়া শৃঙ্গবের-পুরে উপস্থিত হইলেন। ভরত, শৃঙ্গবের পুর হইতে অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে করিতে দূর হইতেই অযোধ্যা-নগরী সন্দর্শন করিয়া দুঃখ-সন্তপ্ত হৃদয়ে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সারথে! ঐ দেখুন, পুরুষ-সিংহ মহারাজ দশরথ ও মহাত্মা রামচন্দ্র কর্তৃক বিরহিতা অযোধ্যা-নগরীর আর পূর্ব্বের ন্যায় আকার নাই! ঐ দেখুন, সকল স্থানই নিরানন্দ!—সকল স্থানই দীন-ভাবাপন্ন! সমুদায় কাননই শূন্যপ্রায়!—সমুদায় স্থানই নিঃশব্দ! সূত! আমি অযোধ্যার ঈদৃশ অবস্থা আর অবলোকন করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হইতেছি না।

পঞ্চবিংশত্যধিক-শততম সর্গ।

ভরতের অযোধ্যা-প্রবেশ।

প্রভাবশালী মহাযশা ভরত, স্নিগ্ধ-গম্ভীর-নির্ঘোষ স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে ক্রমশ অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, নগরীর সমুদায় অংশই মার্জার ও উলূক সমূহে আকীর্ণ হইয়াছে; মনুষ্যগণ ও বাহনগণ, সকলেই দীন ভাবে অবস্থান করিতেছে; নগরী তিমিরাবৃত কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর ন্যায় প্রভা-শূন্য হইয়াছে; রোহিণীনাথ চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলে পরম-শোভা-সম্পন্না রোহিণী যেরূপ প্রপীড়িতা ও হতপ্রভা হয়েন, নাথ-বিরহে এই নগরীরও তৎকালে সেই অবস্থা ঘটিয়াছে; শুষ্কপ্রায় গিরি-নদীর জল অল্প উষ্ণ ও কলুষিত হইলে মৎস্যগণ ও গ্রাহগণ যেরূপ এক স্থানে নিলীন হইয়া থাকে, এই নগরীস্থিত জনগণও সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া রহিয়াছে; বিহঙ্গমগণের

আর পূর্ব্বের ন্যায় সুমধুর রব শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না, সকলেই কর্কশ স্বরে রব করিতেছে; তপ্তকাঞ্চন-প্রভা বিধূম-যজ্ঞাগ্নি-শিখা হব্য দ্বারা অভ্যুক্ষিত হইয়া পশ্চাৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়, এই নগরীরও সেইরূপ অবস্থা লক্ষিত হইতেছে; গোষ্ঠ-মধ্য-স্থিতা ধেনু, বৃষ-বিরহিতা হইলে যেরূপ নব তৃণ পরিহার পূর্ব্বক উৎকণ্ঠিত ভাবে অবস্থিতি করে, এই নগরীর অবস্থাও সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছে; যদি অভিনব মুক্তামালা, প্রভাকর-কর-সদৃশ ও জ্বলন-শিখা-সদৃশ সমুজ্জ্বল সুজাতীয় মণি বিরহিত হয়, তাহা হইলে এই সময় তাহার সহিত এই নগরীর সৌসাদৃশ্য হইতে পারে; পুণ্যক্ষয়-নিবন্ধন সহসা নভোমণ্ডল হইতে মহীমণ্ডলে তারকা নিপতিত হইলে যখন তাহার প্রভা বিদূরিত হয়, তৎকালে তাহার সহিত এই নগরীর উপমা দেওয়া যাইতে পারে; বসন্তাবসানে মধুমত্ত-মধুব্রত-নিনাদিত বিকসিত-কুসুম-সুশোভিত অপূর্ব্ব-দর্শন বন-লতা, দ্রুম-সমুত্থ দাবাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়, তৎকালে এই নগরীরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে; বাণিজ্য-জীবী জনগণ শোকাকুলিত হইয়া সমুদায় পণ্য দ্রব্য নিভৃত স্থানে একত্র করিয়া রাখাতে, প্রচ্ছন্ন-চন্দ্র-নক্ষত্র জলধর-পটল-সমাচ্ছাদিত নভোমণ্ডলীর যেরূপ অবস্থা দৃষ্ট হয়, এই নগরীরও সেইরূপ অবস্থা লক্ষিত হইতেছে; সুরাপায়িগণ পানভূমি পরিত্যাগ করিলে মদিরা-শূন্য পাত্র-সমুদায় ভগ্ন ও ইতস্তত বিকীর্ণ থাকিলে সেই অসংস্কৃত পানভূমি যেরূপ শোভা-শূন্য হয়, এই নগরীও সেইরূপ শোভা-বিহীন হইয়া পড়িয়াছে; প্রপা (পানীয় শালা) জলশূন্য ও ভগ্ন হইলে সেই পরিত্যক্ত স্থান যেরূপ বৃক্ষপত্র-সমাবৃত ও রুক্ষ হইয়া থাকে, এই নগরীরও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে; সংগ্রাম-কালে যে বিশাল মৌর্ব্বীর মহাশব্দে দিগ্‌দিগন্ত পরিপূরিত হইত, তাহা বিপক্ষ-বাণ দ্বারা ছিন্ন ও শরাসন-চ্যুত হইয়া ভূতলে নিপতিত থাকিলে যাদৃশ অবস্থাপন্ন দৃষ্ট হয়, এই অযোধ্যা-নগরীও অবিকল সেইরূপ অবস্থায় পতিত রহিয়াছে; সংগ্রাম-বিশারদ বীরপুরুষ কর্ত্তৃক পরিচালিত তুরঙ্গ-কিশোরী, অসামর্থ্য-নিবন্ধন সহসা পরিত্যক্ত হইলে উহা ভাণ্ড (অশ্বসজ্জা) বিরহিত হইয়া যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়, এই অযোধ্যা পুরীরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে; বহুবিধ মহামৎস্য ও কূর্ম্ম-সমূহে পরিবৃত বাপী শুষ্ক-সলিলা, ছিন্ন-ভিন্না ও উৎপল-শূন্যা হইলে যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়, এই অযোধ্যানগরীরও অবিকল সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে; পরম-সুন্দর পুরুষের দুঃখ-সন্তপ্ত গাত্র-যষ্টি ভূষণ-বিরহিত ও অনুলেপন-শূন্য হইলে তাহার যেরূপ শোচনীয় অবস্থা দৃষ্ট হয়, এই নগরীও সেইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে; বর্ষাকালে খরতর-দিবাকর-প্রভা নীলজীমূত-মণ্ডলে প্রবিষ্ট ও প্রচ্ছন্ন হইলে যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়, এই অযোধ্যা-নগরীরও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে।

অনন্তর রথ-স্থিত দশরথ-তনয় শ্রীরাম ভরত, অশ্ব-সঞ্চালন-কার্য্যে নিযুক্ত সারথি

সুমন্ত্রকে কহিলেন, সূত! পূর্ব্বে এই অযোধ্যা নগরীতে যেরূপ বহুদূর-বিস্তীর্ণ গম্ভীর গীতধ্বনি ও বাদ্যধ্বনি সর্ব্বদা শ্রবণ-গোচর হইত, এক্ষণে তাহার কিছুই শুনা যাইতেছে না! পূর্ব্বে উত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত অপূর্ব্ব-পরিচ্ছদ-সুশোভিত তরুণ জনগণ গমনাগমন করাতে এই মহাপথের যেরূপ শোভা দৃষ্ট হইত, এক্ষণে তাহার কিছুই লক্ষিত হইতেছে না! এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় বারুণী-মদগন্ধ, মাল্যগন্ধ ও বহুদূর-বিস্তীর্ণ ধূপ অগুরু প্রভৃতির সদগন্ধ, কিছুই অনুভূত হইতেছে না!

সূত! আর্য্য রামচন্দ্র অরণ্য-গমন করিয়াছেন বলিয়া এক্ষণে এই নগরীতে রথ যান প্রভৃতির নির্ঘোষ, সুস্নিগ্ধ তুরঙ্গ-নিস্বন, অথবা সুদীর্ঘ মত্ত-মাতঙ্গ-নিনাদ কিছুই শ্রুত হইতেছে না! আর্য্য রামচন্দ্র বনগমন করিয়াছেন বলিয়া শোক-সন্তপ্ত বিলাসিগণ ও বিলাসিনীগণ পরম-রমণীয় অভিনব কুসুমমালা উপভোগ করিতেছে না; চন্দন অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য উপভোগেও প্রবৃত্ত হইতেছে না! এক্ষণে কোন মনুষ্যই বিচিত্র মাল্য ও অপূর্ব্ব বিভূষণে বিভূষিত হইয়া নগরের বহির্ভাগে গমন করিতেছে না! সারথে! রামচন্দ্রের শোকে একান্ত কাতর এই নগর উৎসব-শূন্য হইয়াছে! বোধ হইতেছে, এই অযোধ্যা পুরীর সমুদায় শোভাই আমার ভ্রাতার সহিত গমন করিয়াছে! এক্ষণে এই পুরী বৃষ্টিধারা-সমাকুল শারদীয় রজনীর ন্যায় শোভা-বিহীন হইয়া পড়িয়াছে! হায়! কবে মহোৎসবের সহিত আমার ভ্রাতা এই নগরে পুনরাগমন করিবেন! কবে আর্য্য রামচন্দ্র এই অযোধ্যাতে উপস্থিত হইয়া নবোদিত গ্রীষ্ম-কালীন মেঘের ন্যায় জনগণের হর্ষ-বর্দ্ধন করিবেন!

দুঃখার্ত্ত-হৃদয় ভরত, সুমন্ত্রের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে অযোধ্যা পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়াই সিংহ-বিরহিত গিরি-গুহার ন্যায় মহারাজ-বিরহিত মহারাজ-ভবনে অগ্রে গমন করিলেন।

ষড়্বিংশত্যধিক শততম সর্গ।

নন্দিগ্রাম-গমনের প্রস্তাব।

অনন্তর দৃঢ়-সংকল্প রাজকুমার ভরত, মাতৃগণকে অন্তঃপুরে রাখিয়া সমুদায় গুরুগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, গুরুগণ! আমি আপনাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা সকলে আমার প্রতি অনুমতি করুন, আমি নন্দিগ্রামে গমন করিব, এবং রামচন্দ্র-বিরহে আমি সেই স্থানেই অবস্থিতি করিয়া তাঁহার ন্যায় সমুদায় দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করিব। দেখুন, পিতা স্বর্গ গমন করিয়াছেন; এক্ষণকার আমার গুরু রামচন্দ্র বনে বাস করিতেছেন; আমি আর্য্য রামচন্দ্রের প্রতীক্ষায় নন্দিগ্রামেই থাকিয়া এই রাজ্য পালন করিব।

মহাত্মা ভরতের মুখে ঈদৃশ শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ কহিলেন, রাজকুমার! তুমি ভ্রাতৃ-বাৎসল্য-নিবন্ধন যেরূপ বাক্য কহিতেছ, তাহা তোমারই অনুরূপ ও অতীব শ্লাঘনীয় হইতেছে।

বৎস! তুমি ভ্রাতৃ-বাৎসল্য নিবন্ধন ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দে অবস্থান করিয়া আর্য্য-নিষেবিত পথে অগ্রসর হইতেছ, এ বিষয়ে কোন্ ব্যক্তি না তোমার প্রতি সম্মতি প্রদান করিবে।

মহানুভব ভরত, মন্ত্রিগণের মুখে তাদৃশ মনোমত প্রিয়-বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, সুমন্ত্র! এক্ষণে আপনি আমার রথ-যোজনা করুন।

সপ্তবিংশত্যধিক-শততম সর্গ।

নন্দিগ্রাম-নিবাস।

মহানুভব ভরত শত্রুঘ্নের সহিত সমবেত হইয়া প্রহৃষ্ট বদনে মাতৃগণকে প্রণাম পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা মন্ত্রিগণ ও পুরোহিতগণে পরিবৃত হইয়া পরম-প্রীত হৃদয়ে রথারোহণে গমন করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুগণ নন্দিগ্রামে গমন করিবার উদ্দেশে পূর্ব্বমুখ হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। রথ-তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-সমাকুল আহূত সৈন্যগণ ও পুরবাসিগণ ভরতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ভ্রাতৃ-বৎসল ধর্ম্মাত্মা ভরত রথে উপবেশন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের পাদুকা-যুগল লইয়া নন্দিগ্রামে গমন করিলেন।

রাজকুমার ভরত অনতিবিলম্বেই নন্দি-গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গুরুগণকে কহিলেন, গুরুগণ! আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র, এই রাজ্য আমার নিকট ন্যাস স্বরূপ রাখিয়াছেন। তাঁহার এই শুভ-দর্শন পাদুকা-যুগলই এই রাজ্যের যোগ-ক্ষেম ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

অনন্তর দুঃখ-সন্তপ্ত মহানুভব ভরত, রাম-চন্দ্রের পাদুকা-যুগল মস্তকে ধারণ করিয়া প্রকৃতি-মণ্ডলকে কহিলেন, তোমরা এই পাদুকা-যুগলের উপর শুভ রাজচ্ছত্র ধারণ কর; এই সমলঙ্কৃত পাদুকা-যুগলই এক্ষণে রাজ্য শাসন করিবেন। মহাত্মা রামচন্দ্র যে পর্য্যন্ত অরণ্য হইতে প্রত্যাগমন না করেন, সে পর্য্যন্ত আমি ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ নিবন্ধন নিক্ষেপ স্বরূপ—ন্যাস স্বরূপ এই ভ্রাতৃ-রাজ্য পালন করিব। রামচন্দ্র যখন প্রত্যাগমন করিবেন, তখন আমি তাঁহার চরণযুগলে এই পাদুকা-যুগল পরাইয়া দিয়া প্রীত হৃদয়ে সন্দর্শন করিব। সেই সময় আমি আর্য্য রামচন্দ্রের ন্যাসস্বরূপ এই রাজ্য আর্য্য রামচন্দ্রের নিকট প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক, ভার-মুক্ত হইয়া চিরকাল গুরু-নিদেশবর্ত্তী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিব। আমি যে দিন আর্য্য রামচন্দ্রের ন্যাসস্বরূপ এই রাজ্য ও পাদুকাদ্বয় তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিব, সেই দিন আমার সমুদায় মনের ব্যথা বিদূরিত হইবে। যে দিন আর্য্য রামচন্দ্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, এবং যে দিন আর্য্য রামচন্দ্রকে রাজসিংহাসনে উপ-বিষ্ট দেখিয়া প্রজাগণ প্রহৃষ্ট ও প্রমুদিত হইবে, সেই দিনই আমার আনন্দ ও প্রীতি রাজ্যভোগ অপেক্ষা চতুর্গুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে; সেই দিনই আমার যশও চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িবে।

মহানুভব মহাযশা ভরত, কাতরভাবে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে নন্দিগ্রামে অবস্থান পূর্ব্বক, মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া রাজ্য-পালন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভ্রাতৃবচনকারী গুরু-বৎসল্ প্রতিজ্ঞা-পারগ দৃঢ়ব্রত শ্রীমান ভরত, রামচন্দ্রের আগমন-প্রত্যাশায় বল্কল জটা চীরচীবর প্রভৃতি মুনি-বেশ ধারণ পূর্ব্বক সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া নন্দিগ্রামে কাতর হৃদয়ে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি আর্য্য রামচন্দ্রের পাদুকা-যুগলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া বালব্যজন ধারণ করিলেন। অনন্তর যাহা কিছু রাজকার্য্য উপস্থিত হইতে লাগিল, তৎসমুদায় তিনি ঐ অভিষিক্ত পাদুকা-যুগলের নিকট নিবেদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অদ্ভুত-কর্ম্ম-পরায়ণ রামচন্দ্র যে পর্য্যন্ত নন্দিগ্রামে প্রত্যাগমন না করিলেন, সে পর্য্যন্ত মহাত্মা ভরত এইরূপেই কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত।

না করি—কাল-কবলে নিপতিত না হই, আপনি তাহা করুন; আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া পৃথিবী-মণ্ডলের পালন-ভার গ্রহণ করুন।

ভ্রাতৃ-বৎসল ভরত, এইরূপে রামচন্দ্রের চরণতলে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক যদিও কাতর-ভাবে পুনঃপুন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যদিও তিনি তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, তথাপি পিতৃসত্য-পালনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মহাসত্ত্ব মহাত্মা রামচন্দ্র কোন ক্রমেই প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হইলেন না।

সুবিচক্ষণ মন্ত্রিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও প্রজাগণ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রামচন্দ্রের অদ্ভুত স্থৈর্য্য ও অদ্ভুত সত্যনিষ্ঠা অবলোকন করিয়া দুঃখিতও হইলেন, আনন্দিতও হইলেন। রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রতিগমন করিবেন না, চিন্তা করিয়া তাঁহাদের দুঃখের পরিসীমা থাকিল না; পরন্তু তাঁহার স্থির-প্রতিজ্ঞতা ও সত্য-সন্ধতা অবলোকন করিয়া তাঁহারা অপার আনন্দ-পারাবারেও নিমগ্ন হইলেন।

পঞ্চদশাধিক-শততম সর্গ।

রামচন্দ্র-বাক্য।

ভ্রাতৃ-বৎসল ভরত পুনর্ব্বার এইরূপ বলিতেছেন দেখিয়া, ভরতাগ্রজ শ্রীমান রামচন্দ্র সর্ব্বজন-সমক্ষে যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, মহাত্মন! তুমি রাজশ্রেষ্ঠ মহারাজ দশরথ হইতে কৈকেয়ীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, তোমার মুখ দিয়া যে এরূপ বাক্য নিঃসৃত হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। পরন্তু বৎস! পূর্ব্বকালে মহারাজ যখন তোমার জননীকে বিবাহ করেন, তখন, তাঁহার গর্ভে যে সন্তান হইবে, তাহাকে তিনি রাজ্য প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। অনন্তর একদা দেবাসুরের সংগ্রাম-কালে প্রভাবশালী মহারাজ তোমার জননী-কৃত শুশ্রূষায় পরিতুষ্ট হইয়া দুইটি বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তোমার জননী যশস্বিনী বরবর্ণিনী মাতা কৈকেয়ী সম্প্রতি মহারাজকে সেই বরদ্বয় স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, মহারাজ! আপনি আমাকে যে দুইটি বর দিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি বরে কুমার ভরতকে রাজ্য প্রদান করুন ও দ্বিতীয় বরে রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসন পূর্ব্বক বনে পাঠাইয়া দিউন।

পুরুষ-সিংহ! আমি মাতা কৈকেয়ীর সেই বর-অনুসারে মহাত্মা মহারাজের আজ্ঞা-ক্রমে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি পিতার সত্য-পালনে প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক এই ভীষণ দুর্গম অরণ্যে অবস্থান করিতেছি। তুমিও অবিলম্বে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সত্য-সঙ্কল্প পিতাকে সত্য-বাদী কর। ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি আমার প্রীতির নিমিত্ত প্রভাবশালী মহারাজকে আর্য্যা কৈকেয়ীর ঋণ হইতে মুক্ত কর; পিতাকে উদ্ধার

কর; যাহাতে তোমার জননী আনন্দিতা হয়েন, তদ্বিষয়ে যত্নবান হও।

ভ্রাত! পূর্ব্বকালে গয় নামক যশস্বী অসুর যে সময়ে গয়া-ক্ষেত্রে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, সেই সময়ে পিতৃলোকের উদ্দেশে এই শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে, সন্তান পুন্নামক নরক হইতে পিতাকে উদ্ধার করে, এই কারণে স্বয়ং স্বয়ম্ভু, তাহার 'পুত্র' এই নামকরণ করিয়াছেন; গুণবান বহুশ্রুত বহুদর্শী বহু পুত্র কামনা করা কর্ত্তব্য; কারণ তাহাদের মধ্যে কোন না কোন ব্যক্তি কোন না কোন সময়ে গয়ায় গমন করিয়া পিণ্ডদান করিতে পারে। এইরূপ অন্যান্য রাজর্ষিগণও বলিয়াছেন যে, পুত্রই পিতাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। অতএব বৎস! এক্ষণে তুমি পিতাকে নরক হইতে উদ্ধার কর, অন্যথাচরণ করিও না।

মহাত্মন! তুমি শত্রুঘ্নের সহিত ও এই সমুদায় ব্রাহ্মণগণের সহিত অযোধ্যায় প্রতিগমন পূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া যাহাতে প্রজাগণের অনুরাগ-ভাজন হইতে পার, তদ্‌বিষয়ে যত্নবান হও; আমিও কাল-বিলম্ব না করিয়া বৈদেহীর সহিত ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইতেছি।

ভ্রাত! তুমি অযোধ্যা-নগরীতে গমন পূর্ব্বক মনুষ্যগণের অধিপতি হও; আমিও দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বন্য মৃগগণের অধীশ্বর হইতেছি। এক্ষণে তুমি প্রহৃষ্ট হৃদয়ে অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ কর; আমিও প্রশান্ত হৃদয়ে দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইব। দিনকর-কর-বিনিবারক ছত্র, তোমার মস্তকে শীতলচ্ছায়া প্রদান করিবে; আমিও বন্য-বৃক্ষসমুদায়ের অতি-শীতল-ছায়া আশ্রয় করিব। সর্ব্ব-কার্য্য-কুশল সুমিত্রানন্দন শত্রুঘ্ন তোমার এবং লক্ষ্মণ আমার প্রধান মন্ত্রী ও সহায় হইবে। এইরূপে আমরা চারি ভ্রাতা এক-বাক্য হইয়া মহারাজকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিব; ভ্রাত! বিষণ্ন হইও না।

ষোড়শাধিক-শততম সর্গ।

জাবালি-বাক্য।

এইরূপে মহানুভব রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রতিগমনে একান্ত অনিচ্ছু হইলে, মহারাজ দশরথের প্রিয়তম, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, তর্ক-বিশারদ, নৈয়ায়িক পণ্ডিত জাবালি, ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বচনে, ভরতকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক, ধর্ম্মশীল রামচন্দ্রকে কহিলেন, রামচন্দ্র! তুমি এক্ষণে তপস্বী হইয়াছ বলিয়া তোমার বুদ্ধি প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় গর্হিত ও অনর্থমূলক হওয়া উচিত নহে। নরনাথ! পিতার বাক্য যতদূর পালন করা উচিত, যতদূর তোমাতে সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহা তোমার সম্পূর্ণ করা হইয়াছে; তুমি যখন পিতার বাক্যানুসারে এই বনে আসিয়াছ, তখন তাহাতেই সমুদায়ই হইয়াছে। নির্ব্বেদ দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া পুনর্ব্বার ক্লীবতা অবলম্বন করা তোমার উচিত নহে;

কাণ্ডৈঃ সপ্তভিরন্বিতোঽতিবিততো বিষ্যালবালোদিতঃ।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত

রামায়ণ।

অরণ্যকাণ্ড।

বাঙ্গালা-অনুবাদ।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

"বাল্মীকি-গিরি-সম্ভূতা রামাম্ভোনিধি-সঙ্গতা।
শ্রীমদ্রামায়ণী গঙ্গা পুনাতু ভুবনত্রয়ম্॥"

কলিকাতা
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫:
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১২৯০।

কলিকাতা
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

অরণ্যকাণ্ডের নির্ঘণ্ট।

নির্ঘণ্ট পত্র।

নির্ঘণ্ট পত্র।

অরণ্যকাণ্ডের নির্ঘণ্ট পত্র সমাপ্ত।

রামায়ণ।

অরণ্যকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

তাপস-বাক্য।

মহানুভব ভরত প্রতিনিবৃত্ত হইলে, দৃঢ়-ব্রত রামচন্দ্র সেই তপোবনেই বাস করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তিনি লক্ষ্য করিলেন, ঐ অরণ্য-নিবাসী ঋষিগণ সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে যে সকল ঋষি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সুখে ও নিরুদ্বেগে বাস করিতেছিলেন; তিনি দেখিলেন, তাঁহারা সকলেই নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলেই তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া নয়ন-সঞ্চালন ও ভ্রূকুটী-ভঙ্গ পূর্ব্বক মৃদুস্বরে পরস্পর কথোপকথন করিতে থাকেন। তাঁহাদিগের তাদৃশ উদ্বেগ দর্শন করিয়া রামচন্দ্রের আশঙ্কা হইল যে, হয় ত তাঁহার নিজেরই কোন রূপ অন্যায়াচরণ হইয়া থাকিবে। তখন তিনি কৃতাঞ্জলি-পুটে কুলপতি[1] ঋষিকে কহিলেন, ভগবন্! অধুনা ঋষিগণকে এরূপ উদ্বিগ্ন দেখিতেছি কেন? আমার চরিত্র-সম্বন্ধে কি কোন প্রকার ভাবান্তর লক্ষিত হইতেছে? অথবা, তাঁহারা কি দেখিয়াছেন যে, আমার অনুজ লক্ষ্মণ প্রমাদ বশত এরূপ কোন আচরণ করিয়াছেন, যাহা তাঁহার ন্যায় মহাত্মার কর্ত্তব্য নহে? কিংবা, গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণা পতিপ্রাণা জনক-তনয়া সীতা কি আপনাদিগের পরিচর্য্যা-কার্য্যে কোন প্রকার স্ত্রীজনের অনুচিত অনুষ্ঠান করিয়াছেন?

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তপস্যা-সর্ব্বস্ব তাপসগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে কোন প্রত্যুত্তরই প্রদান করিলেন না। তখন, তপস্যা দ্বারা সংযতেন্দ্রিয় জরাক্রান্ত তাপস-বৃদ্ধ কুলপতি, কম্পিত কলেবরে সর্ব্বভূতানুকম্পা-পরায়ণ রামচন্দ্রকে কহিলেন, ভদ্র! আমরা কোন দিন তোমার কিছুমাত্রও গর্হিতাচরণ দেখিতে পাই নাই; তুমি তপস্বিজনের প্রতি তপস্বীর ন্যায়ই যথাযথ সদ্ব্যবহার করিয়া থাক। অথবা, এ স্থানে

১ এখানে কুলপতি শব্দের অর্থ আশ্রম-স্বামী।

এরূপ একজন ঋষিও নাই, যিনি তোমার সদাচার-পরায়ণ দীর্ঘায়ু ভ্রাতা লক্ষ্মণের সদাচারে সন্তুষ্ট না হন। লক্ষ্মণ এবং তুমি আমাদিগের প্রতি গুরুর ন্যায় গৌরব করিতেছ। কল্যাণী বিদেহ-নন্দিনীর চরিত্র অতীব পবিত্র; তিনি বিখ্যাত মহাবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন; বৎস! তাঁহার চপলতার সম্ভাবনা কি! বিশেষত আমরা তপস্বী; আমাদিগের প্রতি তিনি যে কোন রূপ অনুচিত ব্যবহার করিবেন, তাহার কিছুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। বৎস প্রিয়দর্শন! আমরা তোমার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন নহি; সম্প্রতি রাক্ষসদিগের জন্যই এই সকল তপস্বীদিগের ভয় উপস্থিত হইয়াছে। রাক্ষসগণ উৎপীড়ন করিতেছে বলিয়াই ইহাঁরা ভীত ও ব্যথিত হইয়া পরস্পর সেই কথারই আন্দোলন করিয়া থাকেন।

রাঘব! রুধিরপায়ী বিবিধ প্রকার হিংস্র জন্তু ও নানারূপী নরমাংসভোজী অনেক রাক্ষস এই মহারণ্য-মধ্যে বসতি করে। ঐ রাক্ষসেরা সম্প্রতি এই মহারণ্যে বহুবিধ দৌরাত্ম্য করিয়া জনস্থান-নিবাসী তপস্বীদিগকে বিনাশ করিতেছে; অতএব, রঘুনন্দন! তুমি তাহার প্রতিবিধান কর। বন হইতে ফল মূল আহরণ করিবার মহর্ষিদিগের এই পথ; এই পথ দিয়াই মহর্ষিগণ অতি নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া থাকেন। রাম! সম্প্রতি এখানে রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা খর নামে রাক্ষস এই জনস্থানবাসী আমাদিগের সকলকেই অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সে দুষ্ট-স্বভাব, সংগ্রামবিজয়ী, ক্রূরপ্রকৃতি ও অতিশয় বলবান; তাহার হৃদয়ে কিছুমাত্র ভয় নাই। তাহার অনুচরবর্গও অত্যন্ত দর্পিত। বৎস! তোমায় সে দেখিতে পারে না। যে অবধি তুমি এই আশ্রমে আসিয়া বসতি করিয়াছ, সেই অবধি রাক্ষসেরা তাপসদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বিরূপাকৃতি ও অশুভ-দর্শন; তাহারা ক্রূরতানিবন্ধন ত্রাসজনক বিবিধ উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অতিবীভৎস রূপ প্রদর্শন করে। পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! তাপসজনের প্রতি নানাপ্রকার অপবিত্র পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া ঐ দুষ্ট দুরাচারেরা প্রাণ-সংহারের ভয় দেখায়। ঐ নিদারুণ বিকৃত-দর্শন রাক্ষসেরা গহন বনে ও আশ্রমের প্রান্তভাগে লুকায়িত থাকিয়া তপস্বীদিগকে ভয় দেখাইয়া আমোদ করে। তাহারা স্রুক স্রুব প্রভৃতি যজ্ঞ-সামগ্রী সকল দূরে নিক্ষেপ, হোমের পবিত্র ঘৃত দূষিত, এবং শোণিত বর্ষণ দ্বারা বলির উপকরণ সামগ্রী সকল নষ্ট করে। ঐ অবিশ্বস্তেরা, বিশ্বস্ত ও একাগ্র ভাবে তপঃসাধন-নিরত তাপসদিগের কর্ণমূলে আসিয়া সহসা বিকট ও ভীষণ চীৎকার করে। তপস্বিগণ অতি সাবধানে থাকিলেও ঐ সুদারুণ রাক্ষসেরা হোমকালে তাঁহাদের কলস, পুষ্প, সমিধ ও কুশ লইয়া প্রস্থান করে।

ঐ সকল দুরাত্মারা সম্প্রতি আশ্রমে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া তাপসগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া তোমার সহিত অন্য বনে যাইবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতেছেন। অতএব রামচন্দ্র! উহারা তপস্বীদিগের প্রাণের উপর কোন হানি করিবার পূর্ব্বেই, আমরা এই

আশ্রম স্থান পরিত্যাগ করিব। এই স্থানের অনতিদূরে এক সুন্দর বন আছে; তথায় বিবিধ প্রকার ফল-মূল প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ বনে বহুকালের এক আশ্রম আছে; চল, আমরা তোমার সহিত সেই আশ্রমে যাইয়া বসতি করি। বৎস! অতঃপর খর তোমার প্রতি নিতান্ত দুর্ব্যবহার করিলেও করিতে পারে; অতএব যদি তোমার বিবেচনা-সিদ্ধ হয়,' তাহা হইলে আইস, এই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের সমভিব্যাহারে গমন কর। এখানে আর কালবিলম্ব করা কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। সঙ্গে স্ত্রী রহিয়াছে; ঈদৃশ অবস্থায় একাকী এই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসদিগের নিকটে বাস করা নিতান্তই যুক্তি-বিরুদ্ধ। রাম! যদিও রাক্ষসদিগকে তুমি অনায়াসেই বিনাশ করিতে পার সত্য, তথাপি তোমার গমন করা উচিত; যেহেতু রাক্ষসদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই, তাহারা ছল-চিত্ত ও ছলান্বেষী।

কুলপতি এইরূপ কথা বলিলে রাজপুত্র রামচন্দ্র বিবিধ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই অধ্যবসায় হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। তিনি রাঘবকে অভিনন্দন, তাঁহার অভিমন্তি গ্রহণ ও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া নিজ অধীনস্থ মুনিগণের সমভিব্যাহারে আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

রাম আশ্রম হইতে কিয়দ্দূর অনুগমন করিয়া ঋষিদিগকে বিদায় প্রদান ও কুলপতিকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রতিগমন জন্য অনুমতি ও কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দান করিলে পর, তিনি নিজ পবিত্র আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

মুনিগণ সকলেই এককালে আশ্রম পরিত্যাগ করিলে ঐ আশ্রম-স্থান শূন্য হইয়া প্রভাহীন ও নিস্তব্ধ হইল; হিংস্র জন্তুগণ ও মৃগগণ ভিন্ন আর কেহই অধিবাসী রহিল না; তাহারাও নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। সুতরাং তৎকালে ঐ আশ্রম, মৌন-ব্রতাবলম্বি-ঋষিগণ-নিষেবিত আশ্রমের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

ক্ষমতাশালী রাঘব প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অবধি ঋষি-বিরহিত ঐ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্তও অন্যত্র গমন করিতেন না। তাঁহার ঋষির ন্যায় আচরণ দর্শন করিয়া, এবং তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া, যাঁহাদিগের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাদৃশ কতিপয়মাত্র ঋষি তাঁহার অনুগত হইয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

অনসূয়া-বাক্য।

তপস্বিগণ প্রস্থান করিলে পর ধীমান রামচন্দ্র বিবেচনা করিয়া নানা কারণে স্থির করিলেন, এ স্থানে আর অবস্থিতি করা উচিত নহে। এ স্থানে ভরত, মাতৃগণ ও নাগরিকদিগের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাঁহারা

এই স্থানে আমার নিমিত্ত বহুবিধ শোক তাপ করিয়া গিয়াছেন; সেই বৃত্তান্ত সর্ব্বদাই আমার স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে; সুতরাং ক্ষণকালের নিমিত্তও আমার হৃদয়ের পরিতাপ বিদূরিত হইতেছে না। অধিকন্তু সেই মহাত্মা ভরত, এই স্থানে স্কন্ধাবার[২] সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন বলিয়া, অশ্ব ও হস্তীর করীষে অত্রত্য ভূমি অতীব দূষিত হইয়াছে; অতএব অন্যত্রই গমন কর্‌া কর্ত্তব্য।

এইরূপ স্থির করিয়া রাঘব সীতা ও লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন; এবং কিয়দ্দূর গমন করিয়া তিনি অত্রি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সেই তপোধনকে প্রণাম করিলেন। ভগবান অত্রিও পিতার ন্যায় স্নেহ ও বাৎসল্য সহকারে তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তিনি স্বয়ং যথাবিধানে রামের আতিথ্য করিয়া, পরে সুমিত্রানন্দন এবং সীতাকেও সস্নেহ বচনে যথাবিধি সান্ত্বনা করিলেন। এই সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণী বৃদ্ধতমা সিদ্ধা শুদ্ধা তপস্বিনী সর্ব্বভূত-হিত-পরায়ণা মহাভাগা অনসূয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি অত্রি তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, মহাভাগে! তুমি এই যশস্বিনী বিদেহ-নন্দিনী সীতাকে সাদরে গ্রহণ কর; ইনি এই রামের পত্নী; ইহাঁকে তুমি যথাভিলষিত ভোগ্য বস্তু প্রদান কর। মহর্ষি অনসূয়াকে এইরূপ বলিয়া রামের নিকট সেই ব্রতচারিণী ব্রাহ্মণীরও পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন, বৎস! ইনিই আমার সহধর্ম্মিণী অনসূয়া; ইনি কঠোর তপস্যা ও অত্যুৎকৃষ্ট ব্রত সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বৎস! ইনি পূর্ব্বে দশসহস্র বৎসর অতি দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহাঁকে তোমার মাতার ন্যায় জ্ঞান করিবে। এক সময়ে দশবর্ষকাল অনাবৃষ্টি নিবন্ধন যখন সমস্ত লোক নিরন্তর দগ্ধপ্রায় হইতেছিল, তখন ইনি ফল-মূল সৃষ্টি ও জাহ্নবীকে পর্য্যন্ত আনয়ন করিয়াছিলেন। দেবকার্য্যসাধনের জন্য তৎপর হইয়া ইনি দশ রাত্রিকে এক রাত্রি করিয়াছিলেন।[৩] অনঘ! ইনি তোমার মাতার ন্যায়। সীতা এই সর্ব্বভূতহিত-কাঙ্ক্ষিণী ক্রোধ-সম্পর্ক-পরিশূন্যা আর্য্যা তপস্বিনীর নিকট গমন করুন; ইনি পরম সিদ্ধা ও সাধ্বী রমণীগণের অগ্রগণ্যা।

মহর্ষি অত্রি এই প্রকার কহিলে ধর্ম্মজ্ঞ রাম, যে আজ্ঞা বলিয়া, সীতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সীতে! এই মহাত্মা মহর্ষি যাহা কহিলেন, শুনিলে? এক্ষণে নিজের মঙ্গল লাভার্থ শীঘ্র এই তপস্বিনীর নিকট

২ রাজধানী হইতে নির্গত সেনাদিগের আবাস-স্থানকে স্কন্ধাবার কহে।

৩ শূলারোপিত অবস্থায় অবস্থিত মাণ্ডব্য মুনি, কোন মুনি-পত্নীকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, রাত্রি প্রভাত হইলেই তুমি বিধবা হইবে। এই শাপ শ্রবণ করিয়া ঐ মুনিপত্নীও প্রতিশাপ দিয়াছিলেন যে, আমি যদি পতিব্রতা হই, তাহা হইলে রাত্রি যেন প্রভাত না হয়। তাহাতে দশ দিন কাল রাত্রি প্রভাত না হইলে দেবকার্য্য রহিত হওয়ায় দেবতারা ব্যাকুল ও অগতগতি হইয়া পরিশেষে পতিব্রতা অনসূয়ার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তখন অনসূয়া তাঁহাদিগের প্রার্থনায় এরূপ করিলেন যে, প্রাণিগণ, ঐ দশ রাত্রিকে এক রাত্রিই জ্ঞান করিল; এবং মুনিপত্নীরও বৈধব্য নিবারণ হইল।—বিশেষ বিবরণ, মহাভারত ভবিষ্যপুরাণ পদ্মপুরাণ প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য।

গমন কর; ইহাঁর অসূয়া নাই বলিয়া ইনি লোকে অনসূয়া নামে বিখ্যাত হইয়াছেন; তুমি ইহাঁর নিকট শীঘ্র গমন কর; ইনি ক্রোধ-পরিশূন্যা; ইহাঁর নিকট গমনে কিছুমাত্র শঙ্কা নাই।

যশস্বিনী সীতা রামচন্দ্রের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মজ্ঞা অত্রি-পত্নীর সহিত সম্ভাষণ করিবার নিমিত্ত সমীপবর্ত্তিনী হইলেন; এবং দেখিলেন, তিনি অতিশয় বৃদ্ধা; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল ও বলি-পলিত; বার্দ্ধক্য বশত তাঁহার কেশ সমস্ত শুভ্র হইয়া গিয়াছে; এবং তাঁহার কৃশ দেহ ঝঞ্ঝাবাতে কদলীর ন্যায় সতত বেপমান হইতেছে। সীতা, 'আমার নাম সীতা' এই বলিয়া সেই ব্রতাচারিণী ধর্ম্মনিষ্ঠা তপঃ-পরায়ণা মহাভাগা শান্তচিত্তা অনসূয়াকে প্রণাম করিলেন; এবং কৃতাঞ্জলিপুটে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনন্তর, মহাভাগা সীতা পতিব্রতা-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন দেখিয়া, তাপসী অনসূয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, তুমি ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছ। সীতে! অতি-সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি আত্মীয়বন্ধু এবং সুখ ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, অনুরাগ নিবন্ধন পতির অনুগামিনী হইয়া বনে আগমন করিয়াছ। নগরবাসীই হউন, অথবা বনবাসীই হউন, সৌভাগ্যশালীই হউন, অথবা দুর্দ্দশাগ্রস্তই হউন, পাপীই হউন অথবা বিশুদ্ধাচারই হউন, অনুকূলই হউন, অথবা প্রতিকূলই হউন, একমাত্র স্বামীই যে সকল কামিনীর সতত প্রিয়, তাঁহারা অতি উৎকৃষ্ট লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পতি দুশ্চরিত্র হউন, যথেচ্ছাচারী হউন, ধর্ম্মবিরহিত হউন অথবা ধনহীনই হউন, আর্য্যস্বভাবা কামিনীদিগের পক্ষে তিনিই পরম-দেবতা। স্বামী অপেক্ষা, কুলস্ত্রীদিগের আর বিশিষ্ট বন্ধু দেখিতে পাই না। কুলস্ত্রীদিগের পতিই বন্ধু, পতিই প্রভু, পতিই দেবতা, এবং পতিই গুরু। চরিত্র-দোষ-হেতু, অসৎ-কামিনীদিগের এ বোধ নাই। তাহাদের চিত্ত নিয়তই কামে কলুষিত; তাহারা স্বামীর প্রতি নিরন্তর দুর্ব্যবহারই করিয়া থাকে। মৈথিলি! এই প্রকার পাপশীলা মহিলারা দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হইয়া নিশ্চয়ই ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট ও অপযশ প্রাপ্ত হয়। সুভগে! আর যে সকল কামিনী তোমার ন্যায় গুণবতী, ও লোকব্যবহার-নিপুণা, তাঁহারা পুণ্যশালী সাধু ব্যক্তিদিগের ন্যায় স্বর্গে বাস করেন।

অতএব জানকি! তুমি সাধ্বী ও পতিব্রতাদিগের নিয়মানুবর্ত্তিনী হইয়া স্বামীর অনুবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বামীর সহিতই ধর্ম্মাচরণ কর; তাহা হইলেই যশ ও ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে।

তৃতীয় সর্গ।

প্রীতিদান।

ভগবতী অনসূয়া ঐ প্রকার কহিলে, বিদেহনন্দিনী সমাদর সহকারে তাঁহার বাক্য গ্রহণ পূর্ব্বক প্রহৃষ্ট হৃদয়ে বলিতে আরম্ভ করিলেন;

আর্য্যে! আপনি যে এরূপ কথা বলিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। আমিও জ্ঞাত আছি যে, পতিই স্ত্রীদিগের একমাত্র গতি। পূজনীয়ে! আমার এই স্বামী যদি গুণহীনও হইতেন, তাহা হইলেও আমি অনন্যচিত্তে নিয়ত ইহাঁর পরিচর্য্যা করিতাম; কিন্তু তাহা না হইয়া যখন ইনি বিবিধ সদ্‌গুণ নিবন্ধন অতীব প্রশংসনীয়, দয়ালু-হৃদয়, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মাত্মা, পিতা-মাতার নিয়ত অতিপ্রিয় এবং স্থিরানুরাগ-সম্পন্ন, তখন ত কোন কথাই নাই। মহাযশা রাম কৌশল্যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, রাজার অন্যান্য পত্নীদিগের প্রতিও অবিকল সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। রাজা যে সকল রমণীর প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন, পিতৃবৎসল শৌর্য্যশালী সম্মানপ্রদ রামচন্দ্র, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদিগের সকলকেই মাতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন।

আর্য্যে! আমার শ্বশ্রূ পূর্ব্বে ত আমায় অনেক শিক্ষাই দান করিতেন; বিশেষত, আমি যখন এই বিজন বনে আগমন করি, তখন তিনি আমায় যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহা আমি সমাহিত হৃদয়ে দৃঢ়তর রূপে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি; এবং আমার বিবাহ-সময়ে অগ্নি-সমক্ষে আমার জননী আমায় যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাও আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে; আর আমার আত্মীয়গণও পতি-সেবা-সম্বন্ধে আমায় যে সকল সদুপদেশ দিয়াছিলেন, আমি তাহাও বিস্মৃত হই নাই। ধর্ম্মচারিণি! আজি আপনকার কথায় সেই সমস্ত সদুপদেশ পুনরুদ্দীপিত হইয়া যেন আবার নূতন হইয়া উঠিল। আর্য্যে! পতি-সেবা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠতর তপস্যা আর কিছুই নাই। পতিসেবা করিয়া সাবিত্রী স্বর্গে পূজনীয়া হইয়াছেন। আপনকারও সাবিত্রীর ন্যায় আচরণ; পতি-শুশ্রূষা-বলে আপনিও স্বর্গলোক হস্তগত করিয়াই রাখিয়াছেন। পতিসেবা-প্রভাবে অরুন্ধতীও স্বর্গে গমন করিয়াছেন। নারীকুলের শিরোমণি এই যে রোহিণী আকাশ-মণ্ডলে বিরাজমানা আছেন; পতি-শুশ্রূষা-প্রভাবেই ইনি পতি-সালোক্য লাভ করিয়াছেন; চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া ইনি ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি করিতে পারেন না। এইরূপ পতিব্রতা-ধর্ম্ম-নিরতা অন্যান্য অনেক কামিনীও স্ব স্ব পুণ্য-কর্ম্ম-প্রভাবে দেবলোকে পূজনীয়া হইয়াছেন।

সীতার মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অনসূয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন; এবং মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক সীতাকেও আনন্দিত করিয়া হর্ষ-গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন; মৈথিলি! তোমার বাক্য সর্ব্বতোভাবেই যুক্তিযুক্ত ও উপপত্তি-সমুদ্ভাসিত; আমি ইহাতে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; অতএব বল, আমি তোমার কিরূপ প্রিয়সাধন করিব। বিবিধ-নিয়মাচরণ করিয়া আমি প্রভূত তপোবল উপার্জ্জন করিয়াছি; সীতে! সেই বলের উপর নির্ভর করিয়াই আমি তোমাকে বলিতেছি যে, তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।

তপঃপ্রভাব-সম্পন্না অনসূয়ার মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতার বিস্ময় জন্মিল;

তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, আর্য্যে! আপনকার অনুগ্রহই আমার যথেষ্ট লাভ হইয়াছে;—আপনকার প্রসন্নতাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম। ধর্ম্মজ্ঞা অনসূয়া এই কথা শুনিয়া সমধিক সন্তুষ্টা হইলেন; এবং সীতাকে কহিলেন, সীতে! তথাপি, আমার প্রসন্নতা যাহাতে নিষ্ফল না হয়, আমি তাহা করিতেছি। বৈদেহি! এই যে দিব্য উৎকৃষ্ট মাল্য, বস্ত্র ও আভরণ এবং অঙ্গরাগের নিমিত্ত এই যে মহামূল্য অনুলেপন আমি তোমায় দান করিতেছি, এই সমস্ত নিয়ত তোমার সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিবে; তোমারই অনুরূপ হইবে; এবং উপভোগেও কদাপি অশুচি বা মর্দ্দিত, কি ম্লান, কোন রূপ দোষাশ্রিত হইবে না। সুভগে জনকাত্মজে! তুমি আমার প্রদত্ত এই দিব্য অঙ্গরাগে রঞ্জিতাঙ্গী ও এই দিব্য বিভূষণে বিভূষিতা হইয়া সুখে বিচরণ করিবে। অদ্যাবধি তোমার এই আভরণ শাশ্বত হইবে, এবং এই অনুলেপনও কখনও গাত্র হইতে অপনীত হইবে না। জনকনন্দিনি! আমার প্রদত্ত এই দিব্য অঙ্গরাগে রক্তাঙ্গী হইয়া তুমি মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় স্বামীর প্রীতিসাধন করিতে পারিবে।

তখন বিদেহ-রাজ-নন্দিনী সীতা সেই প্রীতি-প্রদত্ত উৎকৃষ্ট বস্ত্র, অঙ্গরাগ, ভূষণ ও মাল্য গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে জনক-নন্দিনী মৈথিলী আনন্দিতা ও প্রসন্ন-চেতা হইয়া অত্রি-পত্নী অনসূয়ার নিকট হইতে নবোদিত-সূর্য্য-সঙ্কাশ নিয়ত-নির্ম্মল পবিত্র বসনযুগল এবং মাল্য, অঙ্গরাগ ও ভূষণ সকল গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ সর্গ।

সীতা-বাক্য।

জনকনন্দিনী সীতা সেই অত্যুৎকৃষ্ট প্রীতিদান গ্রহণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তপোনিরতা অনসূয়ার নিকটে উপবেশন করিলেন। কঠোর-ব্রতচারিণী অনসূয়াও কমল-লোচনা সীতাকে বিনয়নম্রা ও সুখোপবিষ্টা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন; বৎসে! আমি শুনিয়াছি, যশস্বী রামচন্দ্র তোমায় স্বয়ম্বরে লাভ করিয়াছেন। জনকনন্দিনি! আমি সেই স্বয়ম্বর-বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; যেরূপ ঘটিয়াছিল, তুমি আনুপূর্ব্বিক সেই সমস্ত বর্ণন কর।

তপোব্রহ্মচারিণী অনসূয়া এই প্রকার কহিলে সীতা 'শ্রবণ করুন' বলিয়া আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিতে আরম্ভ করিলেন; আর্য্যে! ধর্ম্ম-পরায়ণ মহাবীর মিথিলাধিপতি জনক, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে নিরত থাকিয়া ন্যায়ানুসারে মেদিনীমণ্ডল পালন করেন; তিনিই আমার পিতা। একদা তিনি ধর্ম্ম-পত্নীগণ সমভিব্যাহারে যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত লাঙ্গলাকর্ষণ করিতে গমন করিয়া একটি অতি অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, দিব্যরূপা মনোহারিণী অপ্সরা মেনকা দেহপ্রভায় দশ দিক উদ্ভাসিত করিয়া আকাশ-

পথে গমন করিতেছেন। মন্মথ-মনোহারিণী রতির ন্যায় অপরূপ-রূপ-সম্পন্না সেই অপ্সরাকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তখন তাঁহার মনোমধ্যে দৃঢ় বাসনা জন্মিল যে, আমি অপুত্রক; ইহাঁর গর্ভে যদি আমার কীর্ত্তিবর্দ্ধন একটি সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত ও চরিতার্থ হই। এই সময় অন্তরীক্ষে উচ্চৈঃস্বরে দৈববাণী হইল যে, তুমি এই অপ্সরার গর্ভ-সম্ভূত অনুরূপ-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন অপত্য লাভ করিতে পারিবে।

অনন্তর তিনি যেমন লাঙ্গল হস্তে করিয়া যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি আমি, জীবলোকের আশ্রয়ভূতা মেদিনী ভেদ করিয়া উত্থিত হইলাম। তখন আমি বারংবার মুষ্টি-বিক্ষেপ করিতেছিলাম; আমার সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত ছিল। রাজা জনক আমায় দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরক্ষণেই আমায় উত্তোলন করিয়া স্নেহভরে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন, নিশ্চয়ই এ আমার অপত্য, তাহা না হইলে ইহার প্রতি আমার অপত্য-স্নেহ হইতেছে কেন? এই সময় নভোমণ্ডলে দুন্দুভি-ধ্বনি ও পুষ্প-বৃষ্টি সহকারে অলক্ষিত স্থান হইতে দৈববাণী হইল যে, এই কন্যাটি মেনকার গর্ভ-সমুৎপন্না; এটি তোমারই মানসী কন্যা; পরম-সৌন্দর্য্য-শালিনী এই কন্যা ত্রিলোকে যশোবিস্তার করিবে। সীতার (লাঙ্গল-পদ্ধতির) ন্যায় ক্ষেত্রভূমি ভেদ করিয়া ইহার উৎপত্তি হইল, অতএব তোমার এই কন্যা লোকে সীতা নামে বিখ্যাতা হইবে।

পরে আমায় প্রাপ্ত হইয়া আমার পিতা ধর্ম্মাত্মা মিথিলাধিপতি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; সেই অবধি উত্তরোত্তর তাঁহার শ্রীবৃদ্ধিও হইতে লাগিল। 'অপত্য স্বরূপে পরিপালন কর' বলিয়া তিনি আমায় জ্যেষ্ঠা মহিষীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনিও আদর করিয়া মাতৃস্নেহে আমাকে ভরণ পোষণ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। সঞ্চিত অর্থনাশ হইলে দীন-দরিদ্র ব্যক্তি যেরূপ চিন্তাকুলিত হয়, ক্রমে আমার পতি-সংযোগ-সুলভ বয়স হইল দেখিয়া, আমার পিতাও সেইরূপ একান্ত চিন্তা-পরায়ণ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ভূমণ্ডলে সাক্ষাৎ বাসবের ন্যায় অবস্থা-সম্পন্ন হইলেও কন্যার পিতাকে সমান অবস্থাপন্ন বা হীনাবস্থাপন্ন বর-পক্ষীয় ব্যক্তির নিকট অবমাননা স্বীকার করিতে হয়। পিতা জনক সেই অবমাননা অদূরবর্ত্তিনী দেখিয়া অপার চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইলেন;—নৌকা-বিরহিত ব্যক্তির ন্যায় পার গমনের কোন উপায়ই দেখিতে পাইলেন না। আমাকে অযোনি-সম্ভবা জানিয়া তিনি বিস্তর চিন্তা করিয়াও আমার অনুরূপ সমযোগ্য বর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

অনন্তর নিরন্তর চিন্তানলে দগ্ধ হইয়া অবশেষে তিনি সঙ্কল্প করিলেন, ধর্ম্মানুসারে সীতার স্বয়ংবর করাইব। পূর্ব্বকালে যজ্ঞানুষ্ঠান-সময়ে মহাত্মা বরুণ, আমার পিতার পূর্ব্ব-পুরুষ দেবরাতের নিকট এক ধনু ও দুই অক্ষয় তূণীর গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। অতিভার নিবন্ধন, তেজস্বী মহাবল ক্ষিতিপালগণের এক-

শত অপেক্ষাও অধিক যুবা পুরুষ অতিকষ্টে যে শরাসন বহন করিত; বাণ-যোজনার কথা দূরে থাকুক, হীনবল হীনসাহস হীনবংশ-সমুৎপন্ন ব্যক্তিগণ মনেও যাহা বহন করিতে পারিত না; রাজগণ এবং অন্যান্য শিক্ষিতাস্ত্র বীরদর্প-পরায়ণ বীরপুরুষগণের মধ্যে কোন ব্যক্তিই যাহাতে জ্যারোপণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই; আমার পিতা সেই ধনু পণ স্বরূপে স্থাপিত করিয়া সকল মন্ত্রি-গণকে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমক্ষে উর্জ্জস্বল বচনে কহিলেন, পৃথিবী-মধ্যে যে ব্যক্তি এক হস্তে এই ধনু উত্তোলন করিয়া ইহাতে জ্যারোপণ করিবেন, তিনিই সীতার স্বামী হইবেন। এইরূপে স্বয়ম্বরের নিমিত্ত ধনু স্থাপন করিয়া আমার পিতা যুদ্ধ-বিক্রান্ত নরপতিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ঐ সকল রাজা নিমন্ত্রিত হইয়া যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই সম্মাননার যোগ্য; আমার পিতা, সকলেরই বরের ন্যায় সম্মাননা করিলেন। পরে রাজগণ সকলে একত্র হইয়া স্বয়ম্বর-গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক শোভা-সমুদ্ভাসিত সেই হর-শরাসন সন্দর্শন করিলেন। হস্তি-শুণ্ডের ন্যায় প্রকাণ্ড ঐ মহাধনু দর্শন করিয়া ভূমিপালগণ পরস্পরের মুখাবলোকন পূর্ব্বক মনোমধ্যে খিন্ন হইলেন। তাঁহারা মহীধর-সদৃশ মহাভার দুর্ব্বহ ঐ শ্রেষ্ঠ ধনু দর্শন করিয়া, জ্যারোপণে অসমর্থ হইয়াই নমস্কার পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে স্বয়ম্বর-সভা ভগ্ন হইলে এবং রাজগণ স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলে পিতা বিশেষ চিন্তা করিয়াও আমার অনুরূপ বর দেখিতে পাইলেন না।

অনন্তর বহুদিন অতীত হইলে কাকপক্ষ-ধারী মহাদ্যুতি ধনুষ্পাণি এই রঘুনন্দন রামচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সেই স্থানে উদিত হইলেন। আমার পিতা মহাত্মা জনক তখন যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন; অমোঘ-পরাক্রম রামচন্দ্র ধনুর ভার ও দৃঢ়তার কথা শ্রবণ করিয়া, ধীমান গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে ঐ যজ্ঞে আগমন করিলেন। তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, এবং বিশেষ করিয়া জানিয়াও ছিলেন যে, আমার পিতা জনক তাঁহার পিতা দশরথের প্রিয়-বয়স্য; অতএব ধীমান রামচন্দ্র অগ্রেই তাঁহার কুশল ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা জনকও রামচন্দ্রকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বিশ্বামিত্রের পূজা করিলেন। বিশ্বামিত্র বিধিবৎ পূজা প্রাপ্ত হইয়া ঐ যজ্ঞ-সভা-মধ্যে আমার পিতাকে কহিলেন, বিদেহরাজ! ইঁহারা মহারাজ দশরথের পুত্র; ইঁহাদিগের নাম রাম ও লক্ষ্মণ; ইঁহারা আপনকার গৃহ-স্থিত হর-শরাসন দর্শনের অভিলাষ করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া আমার পিতা ঐ দিব্য ধনু আনয়ন করাইয়া রামচন্দ্রকে দেখাইলেন। তদ্দর্শনে, এই সেই হরধনু, এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া অবলীলাক্রমে ঐ ধনু উত্তোলন করিলেন; তাহা দেখিয়া পিতা জনক ও মন্ত্রিগণ সকলেই বিস্ময়াভিভূত হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া ঈদৃশ বলপূর্ব্বক

আকর্ষণ করিলেন যে, ঐ মহাধনু মধ্যস্থলে দুই ভাগে ভগ্ন হইয়া গেল। তাহাতে বজ্রপাতের ন্যায় ঘোরতর শব্দ হইয়া উঠিল। ঐ শব্দ-শ্রবণ করিয়া, তিন জন ব্যতীত, তত্রত্য সকল ব্যক্তিই বধির ও মোহিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। রাম, লক্ষ্মণ, আর আমার পিতা রাজর্ষি জনক, কেবল এই তিন জনই তৎকালে ব্যাকুল হয়েন নাই; তদ্ভিন্ন আর আর সকলেই ভীত ও মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।

শ্রীমান রামচন্দ্রের ঈদৃশ অনন্য-সাধারণ বিক্রম দর্শন করিয়া আমার পিতা পরিতুষ্ট হইলেন, এবং মন্ত্রীদিগের সমভিব্যাহারে ভূয়োভূয় তাঁহার গুণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত পিতা জলপাত্র হস্তে লইয়া ঐ স্থলেই আমায় ভার্য্যা-স্বরূপে রামচন্দ্রকে সম্প্রদান করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। কিন্তু পিতা দান করিতে ইচ্ছা করিলেও, রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র অগ্রে নিজ পিতা অযোধ্যাধিপতির অভিপ্রায় না জানিয়া, তৎকালে আমায় গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। অনন্তর পিতা, আমার শ্বশুর বৃদ্ধ মহারাজ দশরথকে আনাইয়া মহাত্মা রামচন্দ্রকে আমায় ধর্ম্মপত্নী স্বরূপে সম্প্রদান করিলেন; এবং প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণের সহিত আমার কনিষ্ঠা ভগিনী প্রিয়দর্শনা বালা ঊর্ম্মিলার বিবাহ দিলেন।

পিতা এইরূপে স্বয়ম্বরে আমায় রামচন্দ্রকে দান করিয়াছেন; আমিও অসাধারণ-বল-বীর্য্য-সম্পন্ন স্বামীর প্রতি একান্ত হৃদয়ে অনন্যমনে অনুরক্ত রহিয়াছি।

পঞ্চম সর্গ।

দণ্ডকারণ্য-প্রবেশ।

অত্রিপত্নী তপস্বিনী অনসূয়া, বিদেহ-নন্দিনীর মুখে তাদৃশ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন, এবং স্নিগ্ধ বচনে কহিলেন, বৎসে! তুমি যে সমুদায় কথা কহিলে, তাহা অনুরাগ-ব্যঞ্জক, অতীব অদ্ভুত, অতীব পবিত্র, সরলতাপূর্ণ ও আমার পরম-প্রীতিকর। মধুর-ভাষিণি! তোমার কথায় আমি যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে সূর্য্য অস্ত গমন করিয়াছেন; বিমল-বদনে! গ্রহনক্ষত্রগণে পরিপূর্ণা বিমলা রজনীও এই উপস্থিত। দিবাভাগে পক্ষি-সকল আহারাহরণার্থ নানা দিকে ধাবিত ও বিকীর্ণ হইয়াছিল; ঐ শ্রবণ কর, এক্ষণে তাহারা স্ব স্ব কুলায়ে প্রত্যাগমন করিয়া মনোহর রব করিতেছে। মুনিগণ কলস হস্তে লইয়া সায়ন্তন স্নান করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন; ঐ দেখ, তাঁহারাও সলিলার্দ্র বল্কলে প্রত্যাগমন করিতেছেন। ঋষি-সকল যথাবিধানে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ দিকে ঐ দেখ, পারাবতকণ্ঠ-সদৃশ শ্যামবর্ণ তাহার ধূম-পটল নির্ম্মল নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইতেছে। চারি দিকেই চাহিয়া দেখ, বিরল-পত্র বৃক্ষসকলও যেন নিবিড় হইয়া গিয়াছে; এবং দৃষ্টি-পথের অতিদূরবর্ত্তী প্রদেশে তাহারা যেন পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে।

ইতস্তত রাত্রিচর পশু-সকল সঞ্চরণ করিতেছে। ঐ দেখ, তপোবনের মৃগসকল বেদী-মধ্যে শয়ন করিয়াছে। সীতে! গ্রহ-নক্ষত্র-বিভূষিতা যামিনী উপস্থিত হইয়াছে; ঐ দেখ, চন্দ্রমা জ্যোৎসা-রূপ প্রাবরণেপ্রাবৃত হইয়াই যেন গগনতলে উদিত হইতেছেন। মৈথিলি! আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি, তুমি এক্ষণে পতি-সন্নিধানে গমন কর। সাধ্বি! তুমি মধুর কথা কহিয়া আমায় তুষ্ট করিয়াছ। এক্ষণে আমার সমক্ষেই তুমি এই অলঙ্কার-গুলি পরিধান কর, আমি তোমাকে এই সমুদায় দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা দেখিলেই পরম-পরিতুষ্টা হইব।

অনন্তর সুরসুতা-সদৃশী সীতা স্বয়ং সেই অলঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক অনসূয়াকে প্রণাম করিয়া রাম-দর্শনার্থ গমন করিলেন। প্রিয়বাদী রামচন্দ্র দেখিলেন, সীতা তাপসীর প্রীতিদায় দ্বারা অতি অপূর্ব্বরূপে ভূষিতা হইয়াছেন। অনন্তর সীতা, তপস্বিনীর প্রীতি-প্রদত্ত ভূষণ ও অঙ্গরাগের কথা সমুদায় রামচন্দ্রের নিকট আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। মৈথিলী অত্রিপত্নীর নিকট রমণীজন-দুর্লভ সৎকার ও বেশ-ভূষা প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া মহাযশা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র প্রিয়া-সমভিব্যাহারে পরম প্রীত হৃদয়ে সেই মহর্ষির আশ্রমেই সেই পবিত্রা রজনী যাপন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে রামচন্দ্র আসিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ভগবান অত্রি তৎকালে অগ্নিহোত্র সমাধান করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন; তিনি রামচন্দ্রকে প্রত্যুত্তর করিলেন, রাঘব! বিবিধরূপী মনুষ্যাশী রাক্ষস ও রুধির-পায়ী নানাপ্রকার হিংস্র জন্তু এই মহারণ্য-মধ্যে বাস করে। রাম! ধর্ম্মাচারী তপস্বীদিগকে অশুচি বা অসাবধান পাইলেই রাক্ষসেরা সংহার করিয়া থাকে। অতঃপর তাহারা আর যাহাতে অত্যাচার করিতে না পারে, তুমি তাহার উপায় কর। মহর্ষিগণ এই পথ দিয়া অরণ্য হইতে ফল-মূল আহরণ করিয়া থাকেন; এই পথ দিয়াই তোমার এস্থান হইতে গহন বনে গমন করা কর্ত্তব্য। রাজকুমার! তুমি সুখে বাস করিবার নিমিত্ত নিজ মনোমত অরণ্যে নির্ব্বিঘ্নে গমন কর; আশীর্ব্বাদ করি, পথে তোমার যেন কোন উপদ্রব না ঘটে। তুমি যে সময় কৃতকৃত্য হইয়া আশ্রম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে, তৎকালে আমরা আবার তোমায় এই স্থানেই দর্শন করিব।

তত্রত্য মহাত্মা ঋষিগণ সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রকার বলিয়া মাঙ্গলিক আশীর্ব্বাদ করিলে, সূর্য্য যেমন মেঘমণ্ডলে প্রবেশ করেন, ভার্য্যা ও লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে শত্রুতাপন রামচন্দ্রও তেমনি বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

আশ্রম-দর্শন।

রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্য[৪] নামক মহারণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে তাপস-গণের দুর্দ্ধর্ষ আশ্রম-মণ্ডল দেখিতে পাইলেন। কুশ ও বস্ত্রখণ্ড ইহার সর্ব্বত্রই বিকীর্ণ রহিয়াছে। ব্রহ্ম-বিদ্যাভ্যাস-জনিত তেজঃপ্রভাবে আশ্রম-মণ্ডল এমনি সমুজ্জ্বল হইয়াছে যে, গগনতল-স্থিত প্রদীপ্ত-সূর্য্য-মণ্ডলের ন্যায় উহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও নিতান্ত দুঃসাধ্য; বিশেষত রাক্ষস প্রভৃতি দুরাচার ব্যক্তিদিগের পক্ষে উহা একান্তই দুষ্প্রবেশ্য। সমস্ত আশ্রম এতাদৃশ সুশ্রী ও অতিসমৃদ্ধি-সম্পন্ন যে, সকল প্রাণীই তথায় সুখে বাস করিতে পারে। ইহার রমণীয়তা দর্শনে অপ্সরোগণ ইহার সন্নিহিত প্রদেশে নৃত্যাদি করিয়া থাকে, এবং তাহারা সময়ে সময়ে আশ্রমস্থিত ঋষিগণের সেবা-শুশ্রূষাও করে। বিস্তৃত অগ্নিহোত্র-গৃহ, সুদৃশ্য পবিত্র স্রুক স্রুব প্রভৃতি যজ্ঞসামগ্রী, বৃহৎ বৃহৎ জলের কলস ও বিবিধ ফল-মূল সকল এই আশ্রম-মণ্ডলের সর্ব্বত্রই শোভা সম্পাদন করিতেছে। যে সকল বৃক্ষে নানাপ্রকার পবিত্র সুস্বাদু ফল উৎপন্ন হয়, তাদৃশ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আরণ্য বৃক্ষে ইহার চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। অভ্যন্তর ভাগে বিচিত্র-পুষ্প পাদপ-সমূহও অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রফুল্ল-পঙ্কজ-পরিশোভিত সরসী সকল, সকলেরই নয়ন মন হরণ করিতেছে। ফল-মূলাহারী জিতেন্দ্রিয় চীর-কৃষ্ণাজিনধারী সূর্য্যাগ্নি-সদৃশ-তেজঃসম্পন্ন শতসহস্র প্রাচীন মুনি তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া আছেন। ইহার চতুর্দ্দিকই পবিত্র বেদধ্বনি দ্বারা অনুনাদিত; এবং সর্ব্বত্রই বিশ্বদেবের উদ্দেশে হোমানুষ্ঠান ও পূজোপহার প্রদত্ত হইতেছে। নিয়তাহারী অনেকানেক ঋষিগণ বাস করিয়া এই আশ্রমের শোভা সম্পাদন করিতেছেন। ব্রহ্মভূত মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিশোভিত এই আশ্রম-মণ্ডল ব্রহ্মলোকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ইহার চতুর্দ্দিকেই বিবিধ-প্রকার মৃগগণ ইতস্তত বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে; এবং সর্ব্বত্রই বিবিধ বিহঙ্গমগণ শ্রবণ-মনোহর সুমধুর রব করিতেছে। মহাতেজা শ্রীমান রাঘব, দূর হইতে ঐ তাপসাশ্রম-মণ্ডল দর্শন করিয়া বিশাল-শরাসনের জ্যা উন্মোচন পূর্ব্বক লক্ষ্মণ ও সীতার সমভিব্যাহারে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন মহর্ষিগণ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে দর্শন করিয়া, আনন্দিত হৃদয়ে তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। ধর্ম্মাচারী রামচন্দ্র সাক্ষাৎ সূর্য্যের ন্যায় তথায় উদিত হইলেন দেখিয়া ব্রতাচারী মহর্ষিগণ আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ সহকারে তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ

[৪] কথিত আছে, পূর্ব্বকালে দণ্ডক নামক রাজা এই স্থানে রাজ্য-শাসন করিতেন; শুক্রের শাপে তাঁহার রাজ্য অরণ্যময় হয়; তদবধি ঐ অরণ্য দণ্ডকারণ্য নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ এক্ষণে মহারাষ্ট্রদেশ রূপে পরিণত হইয়াছে।

করিলেন। বনবাসী তাপসগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহার অপরূপ রূপ, অপূর্ব্ব অবয়ব-সমাবেশ, অসামান্য লাবণ্য, অলৌকিক সৌকুমার্য্য এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব সুন্দর বেশ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিদেহ-নন্দিনী এবং লক্ষ্মণকেও আশ্চর্য্য-দর্শনের ন্যায় নির্নিমিষ লোচনে দর্শন করিয়াছিলেন।

অনন্তর মুনিগণ সকলে একত্র হইয়া, স্বয়ং-অভ্যাগত অতিথি পুণ্যচারী রামচন্দ্রকে লইয়া পর্ণ-শালা-মধ্যে তাঁহার আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। পরে তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া পবিত্র জল, সুরম্য পুষ্প, ফল ও মূল আহরণ পূর্ব্বক যথাবিধানে তাঁহার অতিথি-সৎকার করিলেন। তাঁহারা এইরূপে ধর্ম্মানুসারে আশ্রম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বন্য ফল-মূল ও পুষ্প প্রদান করিয়া পরম-প্রীত হৃদয়ে মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাম! তুমি রাজা, দণ্ডধর ও জগতের গুরু; সুতরাং তুমিই আমাদিগের ধর্ম্ম, তুমিই আমাদিগের পিতা, তুমিই আমাদিগের আশ্রয়, তুমিই আমাদিগের সখা, তুমিই আমাদিগের পূজনীয় এবং তুমিই আমাদিগের মাননীয়। রাঘব! দেবরাজের চতুর্থাংশই রাজরূপে প্রজা পালন করেন; সেই জন্য সর্ব্বলোকের নমস্য রাজা পৃথিবীর যাবদীয় শ্রেষ্ঠ ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া থাকেন। রঘুনন্দন! আমরা তোমারই অধিকার-মধ্যে বাস করিতেছি, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা করা তোমার অবশ্য-কর্ত্তব্য। রঘুশ্রেষ্ঠ! তুমি নগরেই থাক, আর বনেই থাক, তুমিই আমাদিগের রাজা। রাম! আমরা ধর্ম্ম-নিষ্ঠ তপস্বী; আমরা ক্রোধ এবং ইন্দ্রিয় দমন করিয়াছি, আমরা কাহারও নিগ্রহ বা দণ্ডবিধানও করি না। অতএব আমাদিগকে রক্ষা করা তোমারই কর্ত্তব্য।

ঐ সকল ন্যায়-পরায়ণ সিদ্ধ তাপসগণ এই প্রকার বলিয়া অভ্যাগত অগ্নিকল্প রামচন্দ্রের যথাবিধি অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহর্ষিগণ-সৎকৃত জনক-সুতা-সহায় রামচন্দ্র, দেবগণ-সমর্চ্চিত দেবরাজের ন্যায় পরম সুখে সেই রাত্রি সেই আশ্রমেই অবস্থান করিলেন।

সপ্তম সর্গ।

বিরাধ-দর্শন।

রামচন্দ্র এইরূপে মুনিগণের নিকট অতিথি-সৎকার লাভ করিয়া পরদিন সূর্য্যোদয় হইলে, তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিদায় লইয়া লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। তিনি বন-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, নানাপ্রকার মৃগ, ভল্লুক, শার্দ্দুল, ধ্বাঙ্ক্ষ (দাঁড়কাক) ও গৃধ্র সকল ইতস্তত বিচরণ করিতেছে।

অনন্তর কিয়দ্দূর গমন করিয়া রামচন্দ্র, হংস-কারণ্ডব-সমাকীর্ণ এক সুবিস্তীর্ণ জলাশয় অতিক্রম করিয়া, বহুবিধ-ভীষণ-শ্বাপদ-নিষেবিত, বিবিধ-বিহঙ্গম-রাব-বিরাবিত, সিংহনাদ-বিনিনাদিত, ঘোরতর অরণ্যানী-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে দেখিলেন, বৃক্ষ, লতা ও

গুল্ম সমস্ত দলিত হইয়া আছে; জলাশয়-মাত্রই শ্রীহীন; শকুন-সকল ভীষণ কলরব করিতেছে, এবং ঝিল্লীরবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

রামচন্দ্র, ভীষণ-হিংস্র-জন্তু-সমাকীর্ণ এতাদৃশ মহারণ্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক গিরিশৃঙ্গ-প্রমাণ ঘোর-দর্শন ভীমরাবী এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। উহার দুই চক্ষু কোটরাভ্যন্তর্গত, নাসিকা বক্র ও মুখমণ্ডল প্রকাণ্ড; দেহ যেমন দীর্ঘ, তেমনি বিস্তৃত; উদর স্থূল ও বিকৃত; জঙ্ঘাদ্বয় সুদীর্ঘ; আকৃতি অতিকুৎসিত; দেহ অপ্রাকৃতিক নিম্নোন্নত; মূর্ত্তি অতি ভয়ানক; বেশ বিপরীত। এই রাক্ষস, বসালিপ্ত রুধিরোক্ষিত সপাদ ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া আছে। ব্যাদিত-মুখ অন্তককে দর্শন করিলে যেরূপ ভয় হয়, তাহাকে দেখিলেও সকল প্রাণীর সেইরূপ ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। মৃগব্যাঘ-বিনাশক এই রাক্ষস রুধিরোক্ষিত আটটা সিংহ, চারিটা ব্যাঘ্র, দুইটা তরক্ষু, দশটা মৃগ এবং একটা বসাক্লিন্ন সবিষাণ প্রকাণ্ড হস্তি-মুণ্ড লৌহশূলে বিদ্ধ করিয়া ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে যাইতেছে।

যুগান্ত-কালে অন্তক যেমন মুখব্যাদান পূর্ব্বক জীবগণের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ ঐ রাক্ষসও রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে দর্শন করিবামাত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাদিগের প্রতি ধাবিত হইল; এবং অতিভীষণ বিকট চীৎকার দ্বারা মেদিনী কম্পিত করিয়া আগমন পূর্ব্বক সহসা সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া প্রস্থান করিল, এবং কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া কহিতে লাগিল; তোরা দুই জন জটাচীরধারী এবং ক্ষীণজীবী হইয়াও কি নিমিত্ত ধনুর্ব্বাণ ও অসি ধারণ পূর্ব্বক স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া দণ্ডকারণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিস? এ কি! তাপসদিগের নিকট তাপসবেশে প্রমদার সহিত বাস! রে পাপিষ্ঠদ্বয়! তোরা কে? কি নিমিত্ত অধর্ম্মাচরণ করিয়া মুনিবৃত্তি দূষিত করিতেছিস্? আমি রাক্ষস; আমার নাম বিরাধ; মুনিমাংস আহার করিয়া আমি নিত্য এই দুর্গম বনমধ্যে সশস্ত্র বিচরণ করিয়া থাকি। এই সুন্দরী নারী আমার ভার্য্যা হইবে; আর আমি যুদ্ধে তোদের রুধির পান করিব। এই কথা বলিয়াই বিরাধ গগনমার্গে উত্থিত হইল।

দুরাত্মা বিরাধের এইরূপ গর্ব্বিত দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া জনক-নন্দিনী সীতা ভীত হইয়া ঝঞ্ঝাবাতে কদলীর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন।

শুভ-লক্ষণা সীতাকে বিরাধের অঙ্কগতা দেখিয়া রামচন্দ্রের মুখকমল ম্লান ও পরিশুষ্ক হইল। তিনি লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌম্য! দেখ, রাজর্ষি জনকের তনয়া, আমার ভার্য্যা, মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, বিশুদ্ধ-চরিতা, অত্যন্ত-সুখ-লালিতা, যশস্বিনী, মনস্বিনী, রাজনন্দিনী, পতিব্রতা, দেবী সীতাকে দুরাচার রাক্ষস বিরাধ ক্রোড়ে লইয়াছে! লক্ষ্মণ! মাতা কৈকেয়ী যে আমাদিগকে দুঃখদান এবং নিজের অভীষ্ট-সাধনের অভিপ্রায়ে বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই আজি তাহা সুসম্পন্ন হইল। যিনি কেবল

পুত্রের নিমিত্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াই সন্তুষ্ট হয়েন নাই, প্রত্যুত দূর দৃষ্টি নিবন্ধন সর্ব্বভূত-হিতাভিলাষী আমাকেও বনে প্রেরণ করিয়াছেন; আজি আমার সেই কনিষ্ঠা মাতার মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইল। পরপুরুষ-স্পর্শে সীতার যে অবমাননা হইল, ইহা অপেক্ষা আমার আর সমধিক দুঃখের বিষয় কি আছে। পিতার মৃত্যু বা রাজ্যনাশেও আমার সেরূপ দুঃখ হয় নাই।

দুঃখাশ্রু-প্লাবিত-বদন রামচন্দ্র এই কথা কহিলে মহাবীর ক্রোধাভিভূত লক্ষ্মণ, রুদ্ধ ভোগীর ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কহিলেন, আর্য্য! আপনি ইন্দ্রের ন্যায় জীবমাত্রেরই সহায়; তাহাতে আবার আমি আপনকার আজ্ঞাকারী রহিয়াছি; তথাপি আপনি অনাথের ন্যায় এরূপ পরিতাপ করিতেছেন কেন? আজি আমি ক্রোধ-নিবন্ধন এই বিরাধ রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিব; এই রাক্ষসাধম আমার বাণে নিহত হইয়া পতিত হইলে আজি পৃথিবী ইহার শোণিত পান করিবেন। রাজ্যকামী ভরতের উপর আমার যে মহাক্রোধ জন্মিয়াছিল, পুরন্দর পর্ব্বতের প্রতি যেরূপ বজ্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই মহাক্রোধ আজি আমি বিরাধের প্রতি পরিত্যাগ করিব।

আমার বাহুবলের বেগে বেগবান মহাশর ইহার বিশাল বক্ষোদেশে নিপতিত হইয়া দেহ হইতে জীবন বিয়োজিত করিবে; এবং এই দুরাচার রাক্ষসও তৎক্ষণাৎ ঘূর্ণিত হইতে হইতে ভূতলে নিপতিত হইবে।

অদ্য আমি এই রাক্ষসের প্রতি বজ্রসদৃশ বেগবান মহাবাণ পরিত্যাগ করিতেছি; আপনি অবিলম্বেই সংগ্রামস্থলে দেখিতে পাইবেন যে, এই শূলধারী উগ্রমূর্ত্তি দুরাচার রাক্ষস বিরাধ নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে।

অষ্টম সর্গ।

বিরাধ-বধ।

অনন্তর বিরাধ আকাশপথে দণ্ডায়মান হইয়া কণ্ঠস্বরে দশদিক পূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিল; আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল্; তোরা কে, কোথায় যাইবি? সেই জ্বালা-করাল-মুখ রাক্ষস এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে অতি-তেজস্বী রামচন্দ্র কহিলেন, দুরাচার! আমরা দুইজন ইক্ষ্বাকুবংশীয় সদাচার-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়; কোন কারণ বশত বনবাসী হইয়াছি। এক্ষণে আমি বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করি, তুই কে, কি নিমিত্ত এই দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছিস্? এবং কি নিমিত্তই বা ঈদৃশ ঘোররূপ ধারণ করিয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্?

রাক্ষস বিরাধ, সত্য-পরাক্রম রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত হৃদয়ে নিজ বৃত্তান্ত যথাযথ রূপে বলিতে আরম্ভ করিল; সে কহিল, ক্ষত্রিয়! বলিতেছি শোন্; আমি কালের[c] পুত্র; আমার মাতার নাম শতহ্রদা; পৃথিবীর

c পাশ্চাত্য রামায়ণে জয়ের পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।

রাক্ষসগণ আমাকে বিরাধ বলিয়া ডাকে। আমি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট বরলাভ করিয়াছি যে, অস্ত্রশস্ত্রে ছিন্ন, কি বিদ্ধ হইয়া আমার মৃত্যু হইবে না। তোরা এক্ষণে এই কামিনীর প্রতি মমতা এবং যুদ্ধের আশা পরিত্যাগ করিয়া, যে পথে আসিয়াছিলি, সেই পথেই সত্বর পলায়ন কর্; নচেৎ এখনই তোদের প্রাণ হরণ করিব।

তখন ক্রোধে রামচন্দ্রের লোচন-যুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বিকৃতাকার দুষ্টাত্মা বিরাধকে প্রত্যুত্তর করিলেন, অরে নীচাশয়! তোকে ধিক্! তোর আসন্নকাল উপস্থিত! নিশ্চয়ই তুই মৃত্যুর অন্বেষণ করিতেছিস্। তুই সীতাকে লইয়া পলায়ন করিতে পারিবি না; ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্: এখনই তুই সংগ্রামে মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইবি; তুই জীবন লইয়া এস্থান হইতে কখনই গমন করিতে সমর্থ হইবি না।

এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ, গরুড় ও পবন তুল্য শীঘ্রগামী, মহাবেগশালী, সুবর্ণ-পুঙ্খ, সুশাণিত সপ্ত বাণ সন্ধান করিয়া রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পিচ্ছ-পুঙ্খ অনল-সদৃশ ঐ সকল বাণ বিরাধের শরীর ভেদ পূর্ব্বক রক্তাক্ত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল। রাক্ষস বাণবিদ্ধ হইয়া, ভীষণ চীৎকার পূর্ব্বক বিদেহনন্দিনীকে পরিত্যাগ করিল এবং তৎক্ষণাৎ প্রভা-সমুদ্ভাসিত স্বীয় ভীষণ শূল উদ্যত করিয়া ক্রোধে রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইল। ইন্দ্র-ধ্বজাকৃতি শূল গ্রহণ করিয়া যখন সে ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল, তখন তাহাকে ব্যাদিত-বদন কৃতান্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

এই সময় রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা সেই কালান্তক-যম-সদৃশ বিরাধের প্রতি প্রদীপ্ত শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিরাধ দণ্ডায়মান হইয়া বিকট হাস্য সহকারে গাত্র-ভঙ্গ করিল। সে গাত্র-ভঙ্গ করিবামাত্র শর সকল তাহার গাত্র হইতে স্খলিত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। পরে সে বরদান-প্রভাবে প্রাণবায়ু স্তম্ভন পূর্ব্বক শূল উদ্যত করিয়া রাম লক্ষ্মণের প্রতি ধাবিত হইল; বজ্রপ্রতিম সেই শূল শূন্যমার্গে অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। অস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র দুই বাণে ঐ শূল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রামবাণ-বিচ্ছিন্ন ঐ ভীষণ শূল, বজ্রভগ্ন মেরু-শৃঙ্গের ন্যায়, ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ সময় রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা কৃষ্ণসর্প-সদৃশ সুশাণিত দুই খড়্গ লইয়া বেগে রাক্ষসের নিকট গমন করিয়া বল পূর্ব্বক তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। ভীমকর্ম্মা রাক্ষস নিদারুণ আহত হইয়া সেই দুই নির্ভীক পুরুষশ্রেষ্ঠকে দুই বাহুতে উত্তোলন করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিল। তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! ব্যস্ত হইও না; রাক্ষস এই পথেই আমাদিগকে লইয়া যাউক। সৌমিত্রে! ইহার ইচ্ছানুসারে বহন করুক; নিশাচর যে পথে লইয়া যাইতেছে, ইহাই আমাদিগেরও যাইবার পথ।

এদিকে প্রভূত-বল-দর্পিত নিশাচর বিরাধ নিজ ভুজবীর্য্য দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাকে বালকের ন্যায় উৎক্ষেপ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমেই স্কন্ধে করিল, এবং বিকট চীৎকার করিতে করিতে কাননাভিমুখে ধাবিত হইল।

কানন নিবিড় মেঘের তুল্য কৃষ্ণবর্ণ; নানা-প্রকার বৃক্ষ-সমূহে সমাকীর্ণ; বিবিধ-রূপ পক্ষি-নিকরে মনোরম; এবং শিবা ও বহু-সংখ্য হিংস্র জন্তুগণে অধিবাসিত; বিরাধ ঐ কাননে প্রবেশ করিল।

রাক্ষস বিরাধ, ককুৎস্থ-নন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে হরণ করিয়া লইয়া চলিল দেখিয়া, দেবী সীতা বাহুদ্বয় উৎক্ষেপ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, 'হায়! ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষস, সত্যবান বলবান পবিত্রচেতা রাম ও লক্ষ্মণকে ঐ হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে! এক্ষণে ব্যাঘ্র ও তরক্ষু গণ আমাকে ভক্ষণ করিবে! রাক্ষস-বর! তুমি রাম-লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই ভক্ষণ কর; তোমাকে নমস্কার করিতেছি।'

বিদেহ-নন্দিনীর ঈদৃশ কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ সেই দুরাত্মাকে সংহার করিবার জন্য সত্বর হইলেন। সুমিত্রা-নন্দন ঐ প্রচণ্ড রাক্ষসের বামবাহু এবং রাম-চন্দ্র দক্ষিণ বাহু তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বাহু ছিন্ন হইলে সেই মেঘসঙ্কাশ রাক্ষস ব্যাকুলেন্দ্রিয় ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া, বজ্রাহত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন রাম-লক্ষ্মণ রাক্ষসকে বারংবার পদাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, চপেটাঘাত ও কূর্পরাঘাত দ্বারা নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং তাহাকে বারংবার উত্তোলন করিয়া ভূমি-তলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন।

রাক্ষস এইরূপে বহুসংখ্যক সুতীক্ষ্ণ শর-নিকরে মর্ম্মবিদ্ধ এবং খড়্গ দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হইল; পুনঃপুন ভূমিতে নিপাতিত, ঘর্ষিত, কর্ষিত ও নিষ্পেষিত হইতে থাকিল; কিন্তু সে কিছুতেই মরিল না। পর্ব্বতাকৃতি সেই রাক্ষস কিছুতেই মরিবার নহে দেখিয়া, অভয়প্রদ শ্রীমান রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, পুরুষ-ব্যাঘ্র! এই রাক্ষস নিশ্চয়ই প্রবল-তপো-বল-সম্পন্ন; অতএব ইহাকে যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা বধ করিতে পারা যাইবে না; সুতরাং ভূগর্ভে নিখাত করা যাউক। লক্ষ্মণ! তুমি, কুঞ্জরের ন্যায় প্রকাণ্ড এই প্রচণ্ড রাক্ষসের নিমিত্ত এই স্থানে একটি প্রকাণ্ড গর্ত্ত খনন কর। লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ করিয়া বীর্য্য-বান রামচন্দ্র স্বয়ং পাদ দ্বারা বিরাধের কণ্ঠ চাপিয়া রহিলেন।

পুরুষ-প্রধান ককুৎস্থ-নন্দন রামচন্দ্রের মুখে ঈদৃশ অনুকূল বাক্য শ্রবণ করিয়া বিকলে-ন্দ্রিয় বিরাধ সফেন রুধির বমন করিতে করিতে কাতর বচনে কহিল; পুরুষব্যাঘ্র! আপনি ইন্দ্রতুল্য-বলশালী; আমি আপনকার হস্তে নিহত হইলাম। পুরুষ-সিংহ! মোহ-বশত আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাকে জানিতে পারি নাই; এক্ষণে জানিলাম, আপনি কৌশল্যা-নন্দন রামচন্দ্র, আর ইনি মহাত্মা

জনকনন্দিনী সীতা, এবং ইনি মহাযশা লক্ষ্মণ। মহাভাগ! অভিশাপ হেতু আমাকে এই ভীষণ রাক্ষস-শরীর গ্রহণ করিতে হইয়াছে; ফলতঃ, আমি গন্ধর্ব্ব; আমার নাম তুম্বুরু; কুবের আমাকে এইরূপ শাপ দিয়াছিলেন। শেষে আমি অনুনয়-বিনয় সহকারে প্রার্থনা করিলে মহাযশা কুবের প্রসন্ন হইয়া কহিয়াছিলেন, মহাবল দশরথ-নন্দন রামচন্দ্র যখন তোমাকে সমরে সংহার করিবেন, তখনই তোমার শাপান্ত হইবে, এবং সেই সময় তুমি স্বীয় স্বাভাবিক পূর্ব্ব দেহ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্লোকে প্রত্যাগমন করিবে। আমি অপ্সরা রম্ভাতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া যথাসময়ে কুবেরের সেবায় অবহেলা করিয়াছিলাম; সেই জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি আমাকে ঈদৃশ শাপ দিয়াছিলেন। এতদিনে আপনকার প্রসাদে আমি সেই নিদারুণ অভিসম্পাত হইতে মুক্ত হইলাম। শত্রু-নিসূদন! আপনকার মঙ্গল হউক। এক্ষণে আমি নিজ ভবনে গমন করি। রামচন্দ্র! এই স্থান হইতে সার্দ্ধ যোজন দূরে সূর্য্য-সদৃশ-তেজঃ-সম্পন্ন প্রতাপবান ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি শরভঙ্গ বাস করেন; আপনি সত্বর তাঁহার নিকট গমন করুন, তিনি আপনকার মঙ্গল করিবেন। মহাত্মন! আপনি আমার এই শরীর গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া কুশলে গমন করুন। রাক্ষসদিগের সনাতন ধর্ম্ম এই যে, মৃত্যুর পর যাহাদের দেহ গর্ত্তমধ্যে নিখাত হয়, তাহাদিগের সদগতি লাভ হইয়া থাকে। অস্ত্রশস্ত্রাদি-প্রপীড়িত মহাবল বিরাধ, ককুৎস্থ-নন্দন রামচন্দ্রকে এই কথা কহিয়া, গর্ত্তমধ্যে নিক্ষিপ্ত-দেহ হইয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিল।

বিরাধের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে পুনর্ব্বার আজ্ঞা করিলেন, লক্ষ্মণ! কুঞ্জরের ন্যায় প্রকাণ্ড এই ভীমকর্ম্মা প্রচণ্ড রাক্ষসের জন্য এই বনমধ্যে তুমি একটি বৃহৎ গর্ত্ত খনন কর। এইরূপ আদেশ করিয়া রামচন্দ্র এই জন্য স্বয়ং পাদ দ্বারা বিরাধের কণ্ঠ চাপিয়া রহিলেন যে, সে বিলুণ্ঠিত হইতে হইতে দূরে গড়াইয়া না যায়। অনন্তর লক্ষ্মণ খনিত্র লইয়া প্রকাণ্ড-দেহ বিরাধের পার্শ্বেই এক বৃহদাকার গর্ত্ত খনন করিলেন। গর্ত্ত খনন হইলে রামচন্দ্র কণ্ঠদেশ পরিত্যাগ করিলেন। এই সময় যখন লক্ষ্মণ তাহাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করেন, তখন সেই শঙ্কুকর্ণ ভীমরাবী বিরাধ, অতি ভীষণ আর্ত্তনাদে বনস্থলী পরিপূরিত করিয়া গর্ত্তমধ্যে নিপতিত হইল; এবং তৎক্ষণাৎ দিব্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করিল।

অনন্তর মহাবীর রামচন্দ্র সীতাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিয়া প্রদীপ্ত-তেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! অতঃপর আর এই ঘোরতর দুর্গম বনে অবস্থান করা উচিত নহে। বিরাধ, রাক্ষস হইয়াও শাপ-মোচন-কালে যেরূপ বলিয়াছে, তদনুসারে, চল আমরা এক্ষণে কাল-বিলম্ব না করিয়া তপোধন শরভঙ্গের আশ্রমে গমন করি।

এইরূপে কাঞ্চন-চিত্রিত কার্ম্মুকধারী রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ রাক্ষস সংহার পূর্ব্বক মৈথিলীকে

পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে, নভোমণ্ডলে বিরাজমান চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায়, সেই মহাবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

নবম সর্গ।

শরভঙ্গাশ্রমে গমন।

এইরূপে মহানুভব রামচন্দ্র, মহাবল রাক্ষস বিরাধকে নিহত করিয়া মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্র, তপঃশুদ্ধচেতা দেব-সদৃশ-প্রভাবশালী সেই মহর্ষির সন্নিকটে এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি দেখিলেন, শরীর-শোভা-সমুদ্ভাসিত, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন, সমুজ্জ্বল-ভূষণ-বিভূষিত, এক শুভ্রবাসা পুরুষ তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু ভূমি স্পর্শ করেন নাই; ঐ প্রকার পরিচ্ছদধারী অনেক পুরুষ চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন; কিয়দ্দূরে আকাশ-পথে হরিদ্বর্ণ-বাজি-বিরাজিত বাল-সূর্য্যসঙ্কাশ একখানি রথ অবস্থিতি করিতেছে; অদূরে ধবল-জলদ-কান্তি চন্দ্র-মণ্ডল-মণ্ডিত বিচিত্র-মাল্য-দাম-বিভূষিত ছত্র বিধৃত রহিয়াছে; উভয় পার্শ্বে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী দুই রমণী সুবর্ণ-দণ্ড মহামূল্য ব্যজন ও চামর তাঁহার মস্তকে বীজন করিতেছে; দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও মহর্ষিগণ দিব্য-বাক্যে সেই অন্তরীক্ষস্থ মহাপুরুষের স্তব করিতেছেন; মহর্ষি শরভঙ্গের সহিত তাঁহার কথোপকথন হইতেছে।

শ্রীমান রামচন্দ্র ঈদৃশ অদ্ভুত ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! আশ্চর্য্য দর্শন কর; ঐ দেখ, দীপ্তিশালী অত্যাশ্চর্য্য সুন্দর রথ, স্বর্গচ্যুত আদিত্যের ন্যায় অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিতেছে। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, ইন্দ্রের অশ্ব সকল হরিদ্বর্ণ; অন্তরীক্ষচারী ঐ সকল দিব্য অশ্বও হরিদ্বর্ণ; অতএব বোধ হইতেছে, উহারা দেবরাজ ইন্দ্রেরই অশ্ব। ঐ যে সকল দিব্য পুরুষ খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক রথের সন্নিধানে বিচরণ করিতেছেন, উহাঁরা সকলেই শুভদর্শন, কুণ্ডল-ধারী ও পূর্ণযৌবন-সম্পন্ন, এবং সকলেরই বক্ষঃস্থলে অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল নিষ্ক-সমূহ শোভা পাইতেছে। লক্ষ্মণ! ইহাঁদের সকলকেই পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয়ের ন্যায় রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন দেখিতেছি; সৌমিত্রে! দেবতারাও চিরকালই পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয়ের ন্যায় রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন থাকেন। ইহাঁরা যেরূপ সৌম্যদর্শন ও কারুণ্য-সম্পন্ন, দেবগণও চিরকাল এইরূপই হইয়া থাকেন। লক্ষ্মণ! তুমি জানকীর সহিত এই স্থানেই ক্ষণকাল অপেক্ষা কর; এই পুরুষ কে, আমি অসন্দিগ্ধ রূপে জানিয়া আসি।

রামচন্দ্র এই প্রকার আদেশ করিয়া শরভঙ্গের আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া দেবরাজ, শরভঙ্গের নিকট বিদায় লইয়া দেবতাদিগকে কহিলেন, রাম আসিয়া আমার সহিত সম্ভাষণ করিবার পূর্ব্বেই আমি প্রস্থান করিব। এই রামচন্দ্র অবিলম্বেই

শত্রু-বিজয়ী ও কৃতকার্য্য হইবেন, তখন ইহাঁর সহিত আমি সাক্ষাৎ করিব। ইনি দেবগণেরও দুষ্কর অতি মুহৎ কার্য্য সাধন করিবেন। যত দিন না কার্য্য শেষ করিতেছেন, ততদিন ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত হয় না।

বজ্রপাণি দেবরাজ এই কথা বলিয়া মুনির নিকট বিদায় গ্রহণ ও তাঁহার সম্মাননা করিয়া হরিদশ্বযুক্ত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

সহস্র-লোচন প্রস্থান করিলে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া শরভঙ্গের নিকট উপস্থিত হইলেন। মুনি অগ্নিহোত্র-গৃহে আসীন ছিলেন; তাঁহারা গিয়া মহর্ষির পাদ-বন্দনা করিলেন; মহর্ষি যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন; তাঁহারা উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র শরভঙ্গের নিকট ইন্দ্রের আগমন-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন; মহর্ষিও তাঁহাকে সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলেন। তিনি কহিলেন, রাম! আমি কঠোর তপস্যা দ্বারা, আত্মজ্ঞান-বিহীন ব্যক্তিদিগের দুষ্প্রাপ্য অতি উৎকৃষ্ট লোক উপার্জ্জন করিয়াছি। এই দেবরাজ আমাকে পৃথিবী হইতে সেই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি যোগবলে জানিয়াছিলাম, তুমি অদূরেই অবস্থিতি করিতেছ; সুতরাং তোমার ন্যায় প্রিয় অতিথির সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রত্যাশাতেই আমি ব্রহ্মলোকে গমন করি নাই। নরসিংহ! আমি যে সকল অক্ষয় পুণ্যলোক লাভ করিয়াছি; তোমার আতিথ্য করিয়া আমি সেই সমুদায় তোমাকে সম্প্রদান করিব। রাম! আমি যে সকল স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোক উপার্জ্জন করিয়াছি, তোমাকেই তৎসমুদায় সমর্পণ করিতেছি, গ্রহণ কর। রাম! তুমি রাজা, সুতরাং মান, গৌরব ও অর্চ্চনার পাত্র; অতএব আমার প্রদত্ত এই সুদুর্ল্লভ রত্ন গ্রহণ কর।

মহর্ষি শরভঙ্গ এই প্রকার কহিলে, মহাতেজা সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ রামচন্দ্র উত্তর করিলেন, ব্রহ্মন! আমি স্বয়ংই উৎকৃষ্ট লোক সকল উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিব; আমার সমুচিত আতিথ্য করা হইয়াছে; আপনি পরম লোকে গমন করুন। এক্ষণে কেবল এইমাত্র প্রার্থনা করি, আমরা বনমধ্যে কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিব, আপনি উপদেশ প্রদান করুন।

মহাপ্রাজ্ঞ শরভঙ্গ ইন্দ্রতুল্য-বলশালী রামচন্দ্রের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রাম! এই অরণ্য-মধ্যেই তপঃসিদ্ধ তপোধন মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ বাস করিতেছেন; তুমি সেই পরম-ধার্ম্মিক মহর্ষির নিকট গমন কর; তিনিই এই রমণীয় মহারণ্য-মধ্যে তোমার আবাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। রাম! সম্মুখে এই যে পবিত্র মন্দাকিনী নদী দেখিতেছ, তুমি ইহার স্রোতের প্রতিকূল দিকে গমন কর; সামান্য উড়ুপ দ্বারাই এই নদী পার হইতে পারা যাইবে; সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে যাইবার এইই পথ। কিন্তু রাম! এই স্থানে মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর; সর্প যেমন পুরাতন নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আমিও এই জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিব।

তপঃ-সিদ্ধ মহর্ষি শরভঙ্গ এই কথা বলিয়া অন্ত্যেষ্টি-বিধানানুসারে অগ্নি-স্থাপন পূর্ব্বক অন্ত্যেষ্টি মন্ত্রে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া সেই হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। ভগবান অগ্নি, তাঁহার অস্থি, লোম, নখ, ত্বক, মাংস, মেদ ও রুধির, সমুদায় দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। শরভঙ্গ পাবক-প্রতিম-প্রভাসম্পন্ন তরুণ দেহ ধারণ পূর্ব্বক অগ্নি হইতে সমুত্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে তিনি ক্রমে ক্রমে পিতৃলোক, ঋষিলোক, সূর্য্যলোক ও দেবলোক অতিক্রম করিয়া শুভ ব্রহ্মলোকে উপনীত হইলেন।

এইরূপে পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষি শরভঙ্গ, পবিত্র ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া পার্ষদগণ-পরিবৃত পিতামহ ব্রহ্মাকে সন্দর্শন করিলেন। পিতামহও তেজঃপুঞ্জ-সমুদ্ভাসিত মহর্ষিকে দর্শন করিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন।

দশম সর্গ।

অভয়-প্রদান।

মহর্ষি শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে চারি দিক হইতে দণ্ডকারণ্যবাসী তপোনিরত মুনিগণ, মহাতেজা রামচন্দ্রের নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বৈখানস,[৬]* কেহ কেহ বালখিল্য,[৭]* কেহ কেহ সংপ্রক্ষাল,[৮]* কেহ কেহ মরীচিপ[৯], কেহ কেহ অশ্মকুট্ট,[১০] কেহ কেহ দন্তোলূখল,[১১] কেহ কেহ অভ্রাবকাশী,[১২] কেহ কেহ গাত্রশয্য,[১৩] কেহ কেহ অশয্য,[১৪] কেহ কেহ অনবকাশিক,[১৫] কেহ কেহ উদ্মজ্জক,[১৬] এবং কেহ কেহ বা ঊর্দ্ধবাসী।[১৭] কেহ কেহ কেবল গলিত পত্র মাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকেন; কেহ কেহ কেবল জলমাত্র পান করিয়া কালাতিপাত করেন; কেহ কেহ কেবল বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিয়া শরীর ধারণ করেন; কেহ কেহ সর্ব্বদাই অনাবৃত প্রদেশে অবস্থিতি করেন; কেহ কেহ কেবল স্থণ্ডিলশায়ী; কেহ কেহ নিয়ত ব্রতোপবাস করেন; কেহ কেহ কল্পান্ত পর্য্যন্ত জলে বাস করিয়া থাকেন; কেহ কেহ সর্ব্বদাই আর্দ্র বসনে

---

৬ যাঁহারা কৃষি জাত দ্রব্য ভক্ষণ করেন না, কেবল বন্য ফল মূল ভক্ষণ করিয়া শরীর ধারণ করেন।

৭ যাঁহারা নূতন খাদ্য পাইলেই পূর্ব্ব-সঞ্চিত খাদ্য পরিত্যাগ করেন।

৮ যাঁহারা ধৌতি প্রভৃতি প্রক্ষালন কার্য্য করেন। কেহ কেহ বলেন, সংপ্রক্ষাল শব্দের অর্থ অশ্বস্তনিক, অর্থাৎ যাঁহারা পর্য্যুষিত দ্রব্য ভক্ষণ করেন না।

* বেদে কথিত আছে, প্রজাপতির নখ হইতে বৈখানস, প্রজাপতির লোম হইতে বালখিল্য এবং প্রজাপতির পাদপ্রক্ষালন হইতে সংপ্রক্ষাল নামক ঋষিগণ সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন।

৯ যাঁহারা স্বয়ং-পতিত ফলাদি ভক্ষণ দ্বারা শরীর ধারণ করেন, অথবা যাঁহারা সূর্য্য অথবা চন্দ্রের রশ্মি পান করিয়া প্রাণ ধারণ করেন।

১০ যাঁহারা অপক্ব অন্ন প্রস্তর দ্বারা কুট্টিত করিয়া ভক্ষণ করেন।

১১ দন্তই যাঁহাদের উলূখল, অর্থাৎ যাঁহারা স্বস্ব দন্তাতিরিক্ত উলূখল ঢেঁকী প্রভৃতি অন্য কোন প্রকার কুট্টন যন্ত্রে কোন দ্রব্যই কুট্টন করিয়া ভক্ষণ করেন না।

১২ যাঁহারা পর্ব্বত-শিখরে মেঘমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া তপস্যা করেন।

১৩ যাঁহারা আস্তরণ-শূন্য ভূমিতলে শয়ন করেন।

১৪ যাঁহারা একবারেই নিদ্রা যান না।

১৫ যাঁহারা একপাদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করেন।

১৬ যাঁহারা কণ্ঠ-পরিমিত জলে অবস্থান পূর্ব্বক তপস্যা করেন।

১৭ যাঁহারা গিরি-শিখরাদি ঊর্দ্ধ প্রদেশেই নিয়ত বাস করেন।

অবস্থিতি করেন; কেহ কেহ নিয়তই জপপরায়ণ; কেহ কেহ পঞ্চাগ্নির মধ্যে অবস্থিতি করিয়া তপস্যা করেন; কেহ কেহ চারি মাস অন্তর আহার করিয়া থাকেন; এবং কেহ কেহ বা নিরাহারেই কালাতিপাত করেন। কেহ কেহ বৃক্ষাগ্রে পাদ আসক্ত করিয়া নিয়ত অধোমুণ্ডে অবস্থিতি করেন; কেহ কেহ নিষ্কাম; কেহ কেহ বা সকাম; এবং কেহ কেহ বা একমাত্র অঙ্গুষ্ঠে পৃথিবী অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

এই প্রকার বহুবিধ-তপঃসাধন-পরায়ণ প্রজ্বলিত-পাবক-সদৃশ-তেজঃসম্পন্ন মহাত্মা মুনিগণ বহুসংখ্যায় আসিয়া শরভঙ্গাশ্রমে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, রাম! তুমি ইক্ষ্বাকু-বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; তুমি ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই সুবিখ্যাত। ইন্দ্র যেমন দেবগণের, তুমিও তেমনি মনুষ্যগণের অধিপতি। তুমি বিক্রম এবং যশোবিস্তার দ্বারা ত্রিলোক-বিখ্যাত হইয়াছ। তুমি পিতার আজ্ঞানুসারে ভীষণ দুর্গম বনে আগমন করিয়াছ। নাথ! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্ম-বৎসল এবং মহাত্মা; অদ্য আমরা তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি; আমাদের কিঞ্চিৎ প্রার্থনা আছে; অদ্য আমরা তাহা তোমার নিকট ব্যক্ত করিব; তাহাতে যদি কোন রূঢ় কথা হয়, অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবে।

প্রভো! যে রাজা কর-স্বরূপে প্রজার নিকট ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করেন, অথচ প্রজাদিগকে রক্ষা করেন না, তাঁহার অতীব অধর্ম্ম হয়। যে দুর্ব্বুদ্ধি মহীপতি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় পুত্রের ন্যায় পৌর ও জনপদবাসীদিগের রক্ষা না করেন, পৃথিবীতে লোকে তাঁহার নিন্দা করে। আর যে রাজা তেজঃ-সহকারে দণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক ভয় নিবারণ করিয়া ঔরস পুত্রের ন্যায় প্রজাবৃন্দকে ধর্ম্মানুসারে পালন করেন, ইহ এবং পরলোকে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ হয়; তিনি ইহলোকে নানা সুখ-ভোগ করিয়া পরলোকে ইন্দ্র-সালোক্য লাভ করিয়া থাকেন। রাজা যথারীতি রক্ষা করিলে প্রজারাও সুখ-সচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে। প্রজা পালন করেন বলিয়া রাজা সমুদায় দ্রব্যের ষষ্ঠভাগ করস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর ফলমূলাহারী মুনিগণ যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালক ভূপতি তাহার চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হয়েন। রাম! এই যে বনবাসীদিগকে দেখিতেছ, ইহাঁদিগের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ; তুমি ইহাঁদিগের নাথ; কিন্তু তুমি সম্মুখে বিদ্যমান থাকিতে রাক্ষসেরা অনাথের ন্যায় ইহাঁদিগের অনেককেই সংহার করিতেছে।

রাম! তুমি সকলেরই শরণ্য; আমরা রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম। এস, দেখিতে পাইবে, দুরাত্মা রাক্ষসেরা বিশুদ্ধ-চিত্ত বহুসংখ্যক মুনিকে নানাপ্রকারে বধ করিয়াছে, তাঁহাদিগের শরীর বনমধ্যে নিপতিত রহিয়াছে। ঐ দুরাত্মারা পম্পা ও মন্দাকিনীর তীর-বাসী

এবং চিত্রকূটনিবাসী মুনিদিগের প্রতি মহা অত্যাচার করিতেছে। এইরূপ দারুণ অত্যাচারে প্রবৃত্ত রাক্ষসেরা জনস্থানবাসী ঋষিদিগের এতদূর অবমাননা করিতেছে যে, আমরা তাহা কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেছি না। রাম! এক্ষণে আমরা একান্ত কাতর হইয়া তোমারই শরণাপন্ন হইলাম। নিজ ভুজবল অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ ও পালন কর। রাঘব! শৌর্য্য প্রকাশ করাই প্রভাবশালী অধীশ্বরের প্রধান ধর্ম্ম।

মহাত্মা তাপসদিগের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র তাঁহাদের সকলকেই কহিলেন; তপোধনগণ! আমাকে এরূপ বলা আপনাদিগের উচিত হয় না; আমি আপনাদের আজ্ঞাবহ; আপনারা তপস্যা, শাস্ত্রজ্ঞান ও বয়সে বৃদ্ধ; আমিই লক্ষ্মণের সহিত আপনাদিগের শরণ লইলাম। আমি আপনাদিগের কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্তই যদৃচ্ছাক্রমে নানা-জন্তু-নিষেবিত এই দণ্ডকারণ্যমধ্যে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে এই বনবাসে রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া মুনিদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেই আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি ও কীর্ত্তিখ্যাপন হয়।

মহাত্মা রামচন্দ্র বনবাসী মুনিদিগকে এই রূপে অভয় প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত একত্র হইয়া মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে গমন করিলেন।

একাদশ সর্গ।

সুতীক্ষ্ণ-দর্শন।

অনন্তর মহাবল রামচন্দ্র সীতা, লক্ষ্মণ ও ঋষিদিগের সমভিব্যাহারে সুতীক্ষ্ণের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি দূর-পথ অতিক্রম করিয়া প্রখর-বেগশালিনী মন্দাকিনী নদী পার হইয়া পর্ব্বতোপরি বহুদূর-বিস্তৃত এক নীলবর্ণ নিবিড় বন দেখিতে পাইলেন। ইক্ষ্বাকুনন্দন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত নানা-তরুলতাচ্ছন্ন ঐ বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া বহু-পুষ্প-ফল-সমন্বিত প্রচুর-চীর-চীবর-পরিচিহ্নিত আশ্রম-স্থান দেখিতে পাইলেন। ঐ আশ্রম-মধ্যে মল-পঙ্কিল-জটামণ্ডল-মণ্ডিত তপস্বী সুতীক্ষ্ণ বসিয়া আছেন। সত্যবিক্রম রামচন্দ্র সেই তপোবৃদ্ধ তাপসের সমীপে গমন করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়-সহকারে 'আমার নাম রাম' এই বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধ তপস্বী সুতীক্ষ্ণ, ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন, এবং কহিলেন, ককুৎস্থ-নন্দন ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র! তোমার কুশল? তোমার আগমনে আমি পরম-পরিতুষ্ট হইলাম; তুমি পদার্পণ করাতে এই আশ্রম এতদিনে সনাথ হইল। রাম! আমি শুনিয়াছি, তুমি রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া চিত্রকূটে আগমন করিয়াছ; তোমার অপেক্ষাতেই আমি এতকাল

পর্য্যন্ত, এই জরা-জীর্ণ দেহ মহীতলে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে আরোহণ করি নাই।

তখন রামচন্দ্র সেই উগ্র-তপস্বী কঠোর-ব্রতাচারী বৃদ্ধ মহর্ষিকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিবেন; পরন্তু মহর্ষে! এক্ষণে আমার প্রার্থনা, আপনি আদেশ করেন, আমরা বনমধ্যে কোন্ স্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিব। তপঃসিদ্ধ ধীমান শরভঙ্গ আমাকে বলিয়াছেন, আপনি জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন এবং সর্ব্বজ্ঞ।

লোক-বিখ্যাত মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ, রামচন্দ্রের উক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মহা আনন্দিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, রাম! তুমি এই আশ্রমেই বাস করিতে পার; এই আশ্রমের নানা গুণ; এখানে প্রচুর পুষ্প, সুমধুর পানীয়, সুস্বাদু-ফলমূল-সম্পন্ন পাদপসমূহ এবং প্রভূত ফল-ভোজন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থান নানা-প্রকার সদ্গন্ধে সর্ব্বদাই আমোদিত রহিয়াছে; এখানে স্থানে স্থানে বিচিত্র-পদ্মিনী-সমূহ-সমলঙ্কৃত সরোবর সকল শোভা বিস্তার করিতেছে; ইহার প্রান্তভাগ বনরাজি দ্বারা অতীব মনোহর; এবং নানাবিধ সুন্দর কাননও ইহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। এই আশ্রমে বহুসংখ্যক মহর্ষির সমাগমও হইয়া থাকে; এবং কোন সময়েই এস্থানে ফলমূলের অভাব হয় না। এই আশ্রমে চতুর্দ্দিক হইতে বহুসংখ্যক মৃগযূথ আগমন করিয়া অকুতোভয়ে ইচ্ছানুসারে ইতস্তত বিচরণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রতিগমন করিয়া থাকে; রাম! যদি তুমি তাহাদের হিংসা কর, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা আর পাপকর্ম্ম কি আছে! রামচন্দ্র! একাশ্রমে তোমার অধিক দিন অবস্থান করা উচিত হইতেছে না।

মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিয়া, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত দেখিয়া সন্ধ্যাবন্দনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সন্ধ্যোপাসনা সমাপ্ত হইলে তিনি রামচন্দ্রের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অনন্তর সন্ধ্যাবসানে রজনী উপস্থিত হইলে মহাত্মা মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ, পুরুষ-সিংহ রামচন্দ্রের সৎকার পূর্ব্বক স্বয়ংই তাপস-ভোজ্য সুপবিত্র অন্ন তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

দ্বাদশ সর্গ।

সুতীক্ষ্ণাশ্রম-নিবাস।

মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তৃক সমাদৃত মহাভাগ রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে সেই আশ্রমে সেই রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে জাগরিত হইলেন। তাঁহারা যথাসময়ে গাত্রোত্থান করিয়া পদ্মসুবাসিত সলিলে মুখপ্রক্ষালনাদি শৌচক্রিয়া সমাপন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা তপস্বীদিগের অগ্নিশরণে অগ্নিত্রয়ের উপাসনা পূর্ব্বক নবোদিত-সূর্য্য-সন্দর্শনে বীত-পাপ হইয়া সুতীক্ষ্ণের সমীপে গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন! আপনি পূজনীয় হইয়াও আমাদের যথেষ্ট পূজা ও সৎকার করিয়াছেন; আমরা গত রাত্রি পরম সুখে যাপন করিয়াছি; এক্ষণে আপনকার অনুমতি

প্রার্থনা করি, আমরা গমন করিব; ঋষিগণ আমাদিগকে ত্বরা দিতেছেন। আমরা সত্বর দণ্ডকারণ্যবাসী পুণ্যশীল মুনিদিগের সমস্ত আশ্রম-মণ্ডল সন্দর্শন করিব। প্রার্থনা করি, আপনি আমাদিগকে ও এই সকল জ্বলন্ত-পাবক-সদৃশ তপোবৃদ্ধ ধর্ম্মাচারী মহর্ষি-দিগকে গমনানুমতি করেন। আমাদিগের ইচ্ছা, সূর্য্যের কিরণ অসহ্য হইবার পূর্ব্বেই আমরা আপনকার অনুমতি লইয়া এস্থান হইতে যাত্রা করি।

মহাদ্যুতি রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সমভিব্যাহারে মুনির চরণে প্রণাম করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ সুতীক্ষ্ণ, চরণ-পতিত রাম ও লক্ষ্মণকে উত্থাপন পূর্ব্বক স্নেহ-ভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, রাম! তুমি লক্ষ্মণ ও ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী এই সীতার সমভিব্যাহারে নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা কর; এবং এই সমস্ত দণ্ডকারণ্য-বাসী তপঃ-শুদ্ধ-চেতা তপস্বীদিগের আশ্রমপদ সন্দর্শনে প্রবৃত্ত হও। তুমি সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে ফল-পুষ্প-ভূয়িষ্ঠ প্রশান্ত-মৃগযূথ-নিষেবিত কমনীয়-পক্ষি-কুল-পরিকূজিত বিবিধ বিচিত্র কানন, প্রফুল্ল-পঙ্কজ-খণ্ড-পরিশোভিত প্রসন্ন-সলিল হংস-কারণ্ডব-নিনাদিত তড়াগ ও সরোবর, রমণীয়-দর্শন গিরি-প্রস্রবণ, এবং ময়ূর-বিরাবিত রমণীয় অরণ্যানী সকল পরিদর্শন কর। বৎস রাম!—বৎস সৌমিত্রে! তোমাদের মঙ্গল হউক; তোমরা সুখে গমন কর। আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তোমরা পুনর্ব্বার এই আশ্রম-মণ্ডলে আগমন করিও।

রামচন্দ্র, মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যে আজ্ঞা বলিয়া লক্ষ্মণ-সমভি-ব্যাহারে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমনের উপক্রম করিলেন। তখন, আয়ত-লোচনা জানকী, রাম-লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতার হস্তে অতি-সুন্দর তূণীর, দুইখানি শরাসন এবং শত্রু-নিসূদন দুইখানি খড়্গ প্রদান করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ পৃষ্ঠে তূণীর বন্ধন পূর্ব্বক চাপদ্বয় ধারণ করিয়া, আশ্রম-দর্শন জন্য, বহির্গত হইলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

সীতা-বাক্য।

রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ শরাসন ধারণ পূর্ব্বক যাত্রা করিতেছেন দেখিয়া, জনক-তনয়া সীতা স্নেহপূর্ণ মনোহর বাক্যে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! যদিও আপনি মহা-পুরুষ; তথাপি সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, আপনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহাতে অধর্ম্ম লাভেরই সম্ভা-বনা। আর্য্য! সাধুগণ অহিংসা দ্বারাই পরম-পবিত্র ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া থাকেন; পরন্তু সপ্ত-বিধ ব্যসন দ্বারা আবার ঐ ধর্ম্ম সমূলে উন্মূলিত হয়। কথিত আছে যে, এই সপ্তবিধ ব্যস-নের মধ্যে চারিটি কামজ ও তিনটি ক্রোধ-জনিত। কামজ ব্যসন-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম মিথ্যা বাক্য, ইহা সাধুদিগের একান্ত পরি-হার্য্য; দ্বিতীয় ব্যসন পরদারাভিগমন; তৃতীয়

অকারণে শক্রতা; এবং চতুর্থ রৌদ্রতা। রামচন্দ্র! জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ অনায়াসেই ঐ সমুদায় ব্যসন নিবারণ করিতে সমর্থ হয়েন। আর্য্য! আপনি যে জিতেন্দ্রিয় এবং সৎকার্য্যেই যে আপনকার দৃঢ় অধ্যবসায় আছে, তাহা আমার অপরিজ্ঞাত নাই। আপনি জন্মাবচ্ছিন্নে কদাপি মিথ্যা বাক্য কহেন নাই, কখন কহিবেনও না। আপনকার অন্যান্য ব্যসনও নাই। ধর্ম্ম-হানিকর পরদার-গমনেরই বা আপনাতে সম্ভাবনা কি? কিন্তু এক্ষণে আপনি যে পরহিংসা ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতেই আপনকার অকারণে শক্রতাচরণরূপ ব্যসন উপস্থিত হইতেছে। বিশেষত, এক্ষণে রাক্ষসগণের সহিত শক্রতা-সাধন কোন ক্রমেই আপনকার শ্রেয়স্কর নহে।

বীরাগ্রগণ্য! দণ্ডকারণ্যনিবাসী ঋষিদিগের রক্ষার জন্য আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যুদ্ধে রাক্ষসদিগকে সংহার করিবেন; এবং এই জন্যই আপনি সশর শরাসন ধারণ করিয়া ভ্রাতার সহিত যাত্রা করিতেছেন। আর্য্য! আপনাকে যাত্রা করিতে দেখিয়া, আপনকার সর্ব্বাঙ্গীণ-মঙ্গল-বিষয়ে সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে; দণ্ডক-বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেও আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না; কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি যখন ভ্রাতার সমভিব্যাহারে সশর শরাসন ধারণ করিয়া বনে প্রবেশ করিতেছেন, তখন বনচরদিগকে দর্শন করিয়া যে বাণক্ষেপ করিবেন না, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। ইন্ধন-সম্পর্কে অগ্নির যেরূপ তেজোবৃদ্ধি হয়, কথিত আছে, শরাসন-সংসর্গও সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের অতীব তেজো-বৃদ্ধি করে। আপনাকে এতাদৃশ বিক্রমশালী দর্শন করিলে, বনচরেরা সুতরাং ভীত হইবে; এবং অতিদূরবাসী হইলেও তাহারা আপনকার অনিষ্ট চেষ্টা করিবে।

মহাবাহো! পূর্ব্বকালে কোন তপোবনমধ্যে এক জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধ তপস্বী বাস করিতেন। বহুতর মৃগ ও পক্ষী সকল একান্ত অনুরক্ত হইয়া ঐ পবিত্র কাননে অবস্থিতি করিত। একদা শচীপতি পুরন্দর ঐ তপস্বীর তপোবিঘ্ন করিবার জন্য সৈনিকবেশে খড়্গহস্তে ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; এবং ঐ খড়্গ পবিত্র-তপস্যাচারী মুনির নিকট গচ্ছিত রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। মুনি গচ্ছিত খড়্গ প্রাপ্ত হইয়া উহার রক্ষা-বিষয়ে তৎপর হইলেন, এবং নিজ বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অরণ্য-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন;—ফলমূল আনয়ন করিবার নিমিত্ত যে যে স্থানে গমন করেন, পাছে অপহৃত হয়, এই ভয়ে তিনি গচ্ছিত খড়্গও সঙ্গে লইয়া যান। এইরূপে নিয়ত অস্ত্র বহন করিয়া ক্রমে ক্রমে মুনির উগ্র প্রবৃত্তি জন্মিল; তিনি তাপস-সুলভ প্রশান্ত ভাব পরিত্যাগ করিলেন; এবং উত্তরোত্তর প্রমাদ-গ্রস্ত ও ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইয়া নিষ্ঠুর কার্য্যেই নিতান্ত-নিরত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে অস্ত্র-সাহচর্য্য নিবন্ধন পরিণামে মুনি নিরয়গামী হইয়াছিলেন।

প্রভো! অস্ত্র-সংসর্গ-বিষয়ে আমি এই একটি পুরাবৃত্তের উল্লেখ করিলাম। ফলত

সচরাচর কথিতও হইয়া থাকে যে, অগ্নি-সংযোগে যেরূপ কাষ্ঠের বিকার জন্মে, অস্ত্র-সংযোগে অস্ত্রধারীরও সেইরূপ চিত্ত-বিকার জন্মিয়া থাকে। নাথ! আমি আপনাকে শিক্ষা দিতেছি না; স্নেহ এবং বহুমান বশত আপনাকে কেবল স্মরণ করাইয়া দিতেছি মাত্র। আপনি ধনুর্দ্ধারণ করিয়াছেন, যেন আপনকার কদাপি সেরূপ বুদ্ধি না হয়। অপরাধ ব্যতীত দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসদিগকে বধ করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। মহাবাহো! বিনাপরাধে কাহাকেও বধ করা উচিত হয় না। স্বধর্ম্ম-নিরত শৌর্য্যশালী ক্ষত্রিয়দিগের ধনুর্দ্ধারণের উদ্দেশ্য এই যে, আর্ত্তদিগকে রক্ষা করিবেন। নাথ! অস্ত্র-শস্ত্রই বা কোথায়, যুদ্ধ-বিগ্রহই বা কোথায়, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই বা কোথায়, আর জটা-বল্কলাদি-ধারণ পূর্ব্বক তপশ্চরণই বা কোথায়! আপনি সম্প্রতি তাপস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, সুতরাং আপনকার পক্ষে এক্ষণে উগ্রতর ক্ষাত্র ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবেই প্রতিষিদ্ধ; আপনি এক্ষণে এই শাস্ত্র-গর্হিত কলুষিত বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাপস-ধর্ম্মই প্রতিপালন করুন। আর্য্য! আপনি অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলে পুনর্ব্বার ক্ষাত্র ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন; তাহা হইলেই আমার শ্বশ্রূর পরম আনন্দ, এবং শ্বশুরেরও অক্ষয় প্রীতি জন্মিবে। নাথ! নিয়ত অস্ত্র-সাহচর্য্যে অধর্ম্ম-কলুষিত বুদ্ধি জন্মে; অতএব, আপনি যখন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন এক্ষণে শস্ত্রসেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়ত মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই আপনকার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আর্য্য! অহিংসা-প্রধান ধর্ম্ম হইতেই অর্থ, অহিংসা-প্রধান ধর্ম্ম হইতেই সুখ, এবং অহিংসা-প্রধান ধর্ম্ম হইতেই স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে; অহিংসা-প্রধান ধর্ম্মই এই জগতের সার। শাস্ত্রোক্ত বিবিধ নিয়ম দ্বারা যত্ন পূর্ব্বক আত্মাকে কর্ষণ করিতে পারিলেই লোকে স্বর্গ লাভ করিতে সমর্থ হয়; সুখসেবা হইতে কখনই সুখ লাভ করা যায় না। অতএব, সৌম্য! আপনি নিয়ত অহিংসা-নিরত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করুন। আপনি সকলই জানেন; ত্রৈলোক্যের সমুদায় তত্ত্বও আপনকার অবিদিত নাই।

প্রভো! আপনাকে কে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে পারে? তবে স্ত্রী-সুলভ-চপলতা বশতই আমি যৎকিঞ্চিৎ বলিলাম; এক্ষণে অনুজের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা হয়, করুন।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

রামচন্দ্র-বাক্য।

বিদেহ-নন্দিনীর মুখে ঈদৃশ ধর্ম্মসংযুক্ত মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র উত্তর করিলেন, ধর্ম্মজ্ঞে দেবি জনকাত্মজে! তুমি প্রণয়বশত নিজ বংশের অনুরূপ হিতকর বাক্যই কহিয়াছ। সুশ্রোণি! আমি তোমার আর ইহার কি উত্তর দিব, তুমি নিজেই যথোচিত উত্তর দিয়াছ যে, 'আর্ত্ত' এই শব্দ মাত্রও না থাকে, এই জন্যই ক্ষত্রিয়েরা অস্ত্র

ধারণ করেন। কিন্তু সীতে! দেখ, দণ্ডকারণ্য-বাসী কঠোর-ব্রতাচারী মুনিগণ আমাদের শরণ্য হইলেও আর্ত্ত হইয়াছেন বলিয়াই স্বয়ং আসিয়া আমার শরণ লইয়াছেন। তাঁহারা ফল-মূল আহার পূর্ব্বক তপোবনে বাস করিয়া নিয়ত ধর্ম্মাচরণ করেন; কিন্তু রাক্ষসেরা নিরতিশয় পীড়ন করাতে কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা সকল সময়েই বিবিধ প্রকার নিয়মাচরণ পূর্ব্বক বিবিধ প্রকার ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কিন্তু বনচারী বিকৃতাকার ঘোররূপী রাক্ষসেরা তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়াই দণ্ডকারণ্য-নিবাসী মুনিগণ ভয়-বিহ্বল হইয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, আমাদিগকে রক্ষা কর। আমিও তাঁহাদিগের মুখ-বিনিঃসৃত তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পাদ-বন্দন পূর্ব্বক কহিলাম, আপনারা প্রসন্ন হউন; আপনারা তপঃ-প্রভাব-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, আমাদিগের উপাস্য; আমিই আপনাদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিব, কিন্তু তাহা না হইয়া আপনারাই আমার শরণার্থী হইতেছেন; ইহা অপেক্ষা আমার আর কষ্টকর বিষয় কি আছে! যাহা হউক, এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

ব্রাহ্মণেরা সকলেই সমান উৎপীড়ন সহ্য করিতেছিলেন, আমি তাঁহাদিগের নিকট এই কথা বলিবামাত্র তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, রাম! দণ্ডকারণ্য-বাসী ক্রূর-কর্ম্মা বহুতর রাক্ষস আমাদিগের উপর নিতান্ত অত্যাচার করিতেছে, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণদিগের হোমের সময় এবং দর্শ-পৌর্ণমাসাদি যাগ করিবার সময় মাংসাশী রাক্ষসেরা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করে। অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, রাক্ষস-নিপীড়িত তপস্বীদিগের পক্ষে তুমি ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। তপোবলে আমরা অনায়াসেই নিশাচরদিগকে বিনাশ করিতে পারি; কিন্তু অনেকদিন কষ্ট করিয়া যে তপঃ-সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা ক্ষয় করিতে প্রবৃত্তি হয় না। রামচন্দ্র! তপস্যায় অনেক বিঘ্ন, অতিকষ্ট করিয়া তপস্যা করিতে হয়; এই জন্যই, রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভক্ষণ করিলেও, আমরা অভিসম্পাত করি না। অতএব, তুমিই ধনুর্দ্ধারণ করিয়া, দণ্ডকারণ্য-বাসী নিশাচরদিগের উৎপীড়ন হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর; এই বনমধ্যে তুমিই আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা।

ঋষিদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক আমিও সকলের সাক্ষাতেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, দণ্ডকারণ্য-মধ্যে ঋষিদিগকে আমি যত্ন সহকারে পরিপালন করিব। সীতে! মুনিগণের নিকট আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন জীবিত থাকিতে, আমি সেই প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণ করিতে পারিব না; আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত বলিতেছি, সত্য অপেক্ষা আমার প্রিয়তর আর কিছুই নাই। জানকি! আমি জীবন ত্যাগ করিতে পারি; তোমাকে এবং লক্ষ্মণকেও পরিত্যাগ করিতে পারি; কিন্তু কদাপি প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিতে পারি

না; বিশেষত ব্রাহ্মণগণের নিকট যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন তাহার ত কোন কথাই নাই। অতএব আমায় অবশ্যই ঋষিদিগকে রক্ষা করিতে হইবে; যাহাতে তাঁহারা নিরুদ্বেগে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সর্ব্বতোভাবেই যত্নবান হইতে হইবে। মুনিদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই আমি এরূপ বলিয়াছি। অতএব, মৈথিলি! যাহা বলিয়াছি, তাহা করা আমার সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। ঋষিগণ না বলিলেও আমার এইরূপ করা উচিত, তাহাতে আবার যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন আর কথা কি? জনক-নন্দিনি! আমার প্রতি অসাধারণ ভক্তিবশতই তুমি আমাকে তোমার নিজের এবং তোমার বংশের অনুরূপ হিত বাক্য উপদেশ করিয়াছ। স্নেহ ও প্রণয়ের অনুরোধে তুমি যে সকল কথা কহিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; কারণ, অপ্রিয়কে কেহ কখন হিতোপদেশ প্রদান করে না।

মহাত্মা রামচন্দ্র মৈথিল-রাজ-নন্দিনী সীতাকে এই সকল কথা কহিয়া লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে শরাসন-হস্তে বিবিধ মনোরম আশ্রমোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ।

অগস্ত্য-সঙ্কীর্ত্তন।

অগ্রে মহাত্মা রামচন্দ্র, মধ্যে সুমধ্যমা সীতা এবং পশ্চাৎ মহাবীর লক্ষ্মণ ধনুর্হস্তে গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে তাঁহারা নানাপ্রকার মনোহর বন, উপবন, পর্ব্বত, নদী, নদীর পুলিনচারী সারস ও চক্রবাক, বিবিধ-জলচর-পক্ষি-নিষেবিত প্রফুল্ল-পঙ্কজ-পরিশোভিত সরোবর, বিবিধ-প্রকার পক্ষী, বানর-যূথপতি, মৃগযূথ, মদমত্ত মাতঙ্গ, মহিষ, বরাহ, গবয় ও চমর সকল সন্দর্শন করিলেন। ক্রমে বহুদূর গমন করিতে করিতে দিবাকর, অস্তগমনোন্মুখ হইলে তাঁহারা যোজন-বিস্তৃত গজযূথ-বিলোড়িত একটি সুরম্য সরোবর দেখিতে পাইলেন। পদ্মবনে উহার প্রান্তভাগ অতীব বিচিত্র হইয়া আছে; এবং শরারি, হংস ও কুরর প্রভৃতি জলচর পক্ষি-সকল উহাতে দলে দলে বিচরণ করিতেছে।

সেই রমণীয় স্বচ্ছ সরোবরে গীতবাদ্য-শব্দ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইতে লাগিল; কিন্তু কেহই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন মহাযশা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ কৌতূহল নিবন্ধন ধর্ম্মভৃত-নামক মুনির সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাদ্যুতে! এই অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া আমাদের সকলেরই নিরতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন, এ কি।

মহাত্মা রাঘব এই কথা কহিলে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মভৃত ঐ সরোবরের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, রাম! এই সরোবর অতি পুরাতন, ইহার নাম পঞ্চাপ্সর; মন্দকর্ণি[১৮] মুনি তপোবলে এই সরোবর

[১৮] পাশ্চাত্য রামায়ণে এই মুনির নাম মাণ্ডকর্ণি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এক সময় মহামুনি মন্দকর্ণি শিলাতলে উপবেশন পূর্ব্বক বায়ু-মাত্র আহার করিয়া দশসহস্র বৎসর ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; ইন্দ্রাদি দেবগণ তদ্দর্শনে ভীত ও ব্যথিত হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিলেন, নিশ্চয়ই এই মুনি আমাদিগের কাহারও পদ কামনা করিতেছেন। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা মুনির তপোবিঘ্ন করিবার জন্য প্রচলিত-বিদ্যুৎ-কান্তি ক্ষীণমধ্যা দিব্যাভরণ-ভূষিতা পঞ্চ প্রধান অপ্সরাকে নিয়োগ করিলেন। তাহারা আশ্রমে আগমন করিয়া দেবকার্য্য সাধনের জন্য নৃত্যগীতাদি দ্বারা তীব্র-তপো-ব্রত মুনির প্রলোভনে প্রবৃত্ত হইল; এবং ক্রমে ক্রমে, সেই ঐহিক ও পারলৌকিক ধর্ম্মাধর্ম্ম-দর্শী মুনিকে মদনের বশবর্ত্তী করিয়া আনিল। অনন্তর সেই পাঁচ অপ্সরাই মুনির পত্নী হইল। তখন মন্দকর্ণি তপোবলে স্বয়ং যুবক-রূপ ধারণ করিলেন; এবং তাহাদিগের জন্য এই সরোবরের অভ্যন্তরে এক গুপ্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এক্ষণে সেই পঞ্চ অপ্সরাই যথাসুখে এই সরোবর-মধ্যে বাস করিয়া মুনির সহিত বিহার করিতেছে। সেই ক্রীড়া-পরায়ণা অপ্সরাদিগেরই এই ভূষণ-শব্দ-মিশ্রিত শ্রোত্র-মনোহর গীত-শব্দ শুনা যাইতেছে।

মহাবল রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, ভাবিতাত্মা ধর্ম্মভৃত মুনির ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা রামচন্দ্র ধর্ম্মভৃত মুনির নিকট এইরূপ উপাখ্যান শ্রবণ পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে কুশচীর-পরিক্ষিপ্ত বিবিধ-বৃক্ষলতা-পরিবৃত ব্রহ্মতেজঃ-সমুদ্ভাসিত আশ্রম-মণ্ডল দেখিতে পাইলেন। তিনি আশ্রম দেখিবামাত্র, সীতা, লক্ষ্মণ ও মুনিগণের সহিত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। আশ্রম-বাসী মুনিগণ সকলেই তাঁহার পূজা করিলেন। রামচন্দ্র এইরূপে পূজিত ও সৎকৃত হইয়া ঐ সুন্দর আশ্রম-মণ্ডলে পরম-সুখে আবাস গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তিনি এক এক করিয়া ঐ সমস্ত মহাত্মা মুনিগণের পাদ-বন্দনার্থ তাঁহাদিগের প্রত্যেকের আশ্রমে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি কোথাও দশমাস, কোথাও এক সংবৎসর, কোথাও চারিমাস, কোথাও পাঁচমাস, কোথাও ছয়মাস, কোথাও একমাসের অধিক, কোথাও অর্দ্ধমাস, কোথাও তিনমাস, কোথাও আটমাস, কোথাও দুই-মাস, কোথাও সংবৎসরের অধিক, কোথাও একপক্ষ, এবং কোথাও বা এক মাস কাল সুখে বসতি করিয়া চিত্তবিনোদন পূর্ব্বক কাল যাপন করিলেন। এইরূপে আমোদ-প্রমোদে পরম-সুখে নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার দশ বৎসর কাল অতিবাহিত হইল।

শ্রীমান রামচন্দ্র এইরূপে সেই আশ্রম-মণ্ডলের স্থানে স্থানে দশবৎসর কাল অতি-বাহিত করিয়া, সীতা সমভিব্যাহারে পুন-র্ব্বার সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তত্রত্য মুনিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তথায় কিছু কাল বাস করিলেন। এই আশ্রমে অব-স্থান-কালে ধর্ম্মাত্মা অরিন্দম রামচন্দ্র, এক দিন মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের সন্নিধানে উপবেশন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন! আমি পূর্ব্বে সাধু-

দিগের মুখে শুনিয়াছিলাম, এই অরণ্যে মুনি-শ্রেষ্ঠ মহর্ষি অগস্ত্য বাস করেন। কিন্তু এই অরণ্য অতীব বিস্তীর্ণ; ইহার কোন্ প্রদেশে সেই ধীমান মহর্ষির পবিত্র আশ্রম, তাহা আমি জানি না। এক্ষণে যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলেই সীতা ও লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে তাঁহার পাদ-বন্দনার্থ গমন করিতে পারি। অনেক দিন হইতেই আমার কামনা আছে যে, অন্তত ক্ষণকালের জন্যও আমি সেই মহর্ষির চরণ-শুশ্রূষা করি।

দশরথ-নন্দন রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ আনন্দিত হইয়া উত্তর করিলেন, রাম! আমারও ইচ্ছা ছিল যে, আমিই তোমাকে, লক্ষ্মণকে এবং সীতাকে অগস্ত্যের নিকট গমন করিতে বলিব; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, এক্ষণে তুমি নিজেই আমার নিকট প্রস্তাব করিলে। বৎস! যে স্থলে মহর্ষি অগস্ত্য বাস করেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই আশ্রম হইতে দক্ষিণাভিমুখে চারি যোজন গমন করিলে অগস্ত্যের ভ্রাতার আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। সেই তপোধন অতি-ধর্ম্মাত্মা এবং অগস্ত্যের প্রাণ-তুল্য প্রিয়তম; তিনি পরম-ধার্ম্মিক বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তাঁহার আশ্রম তৃণ-বহুল, পিপ্পলী-বন-পরিশোভিত এবং অতীব পবিত্র। ঐ রমণীয় আশ্রমে পুষ্প, ফল, মূল প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়; নানাপ্রকার বিহঙ্গমগণ তন্মধ্যে কলরব করিতেছে; স্বচ্ছসলিল সরসী-সমূহে সুন্দর-দর্শনা পদ্মিনী সকল বিকসিত হইয়া আছে। রামচন্দ্র! তুমি তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া পরদিন প্রভাতে যাত্রা করিবে। ঐ অরণ্যের পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণাভিমুখে এক যোজন গমন করিলেই তুমি মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। ঐ আশ্রমপদ বিবিধ-উত্তুঙ্গ-পাদপ-নিকর-সমাচ্ছন্ন অতিরমণীয় প্রদেশে সংস্থাপিত, বহুতর বিহঙ্গগণের কলরবে অনুনাদিত এবং বিবিধ প্রকার কুরঙ্গসমূহ-নিষেবিত। সীতা, লক্ষ্মণ এবং তুমি তথায় অতুল আনন্দ অনুভব করিতে পারিবে। ঐ বন-প্রদেশ অতীব রমণীয়, এবং বিবিধ-প্রকার ফলমূলও তথায় অতিসুলভ। মহামতে! যদি সেই মহামুনিকে দর্শন করিবার জন্য তোমার একান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে অদ্যই গমনে উদ্‌যোগী হও।

ষোড়শ সর্গ।

অগস্ত্য-ভ্রাতৃ-দর্শন।

রামচন্দ্র, মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া অনুজ ও সীতার সমভিব্যাহারে অগস্ত্যের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। গমন করিতে করিতে পথি-মধ্যে বিবিধ বিচিত্র বন, মেঘ-সঙ্কাশ পর্ব্বত এবং সরোবর ও নদী সকল সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সুতীক্ষ্ণোপদিষ্ট সমস্ত পথ অক্লেশে অতিক্রম পূর্ব্বক অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ইহাই পুণ্যকর্ম্মা মহাত্মা

অগস্ত্য-ভ্রাতার আশ্রম। এই দেখ, মহর্ষি-সুতীক্ষ্ণ-নির্দ্দিষ্ট সহস্র সহস্র বৃক্ষ পথ-প্রান্তে ফল-পুষ্প-ভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে। লক্ষ্মণ! এই সকল বৃক্ষের ছায়া কি সুখজনক! সমুদায় বৃক্ষ হইতেই সুগন্ধ বহির্গত হইতেছে; হস্ত দ্বারাই ইহাদিগের ফলপুষ্প চয়ন করা যায়; সকল বৃক্ষের ফলই সুস্বাদু; এবং সকল বৃক্ষেই নানাপ্রকার পক্ষী সুমধুর রব করিতেছে। নিকটবর্ত্তী বন হইতে সুপক্ক পিপ্পলীর কটু গন্ধও বায়ুবেগে প্রবাহিত হইয়া সহসা নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, স্থানে স্থানে কাষ্ঠরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে; পথিপ্রান্তে ছিন্ন কুশস্তম্ব বৈদূর্য্য মণির ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। ঐ ওদিকে দেখ, আশ্রমস্থ অগ্নির ধূমশিখা ঐ বেগে উত্থিত হইতেছে। ঋষিগণ নির্জ্জন তীর্থ সকলে স্নান করিয়া স্বহস্ত-সঞ্চিত পুষ্পে যে পূজোপহার প্রদান করিয়াছেন, ঐ এদিকে দেখ, সেই সকল দেখা যাইতেছে। সৌম্য! সুতীক্ষ্ণ আমাকে যেরূপ বলিয়া দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, এইই সেই অগস্ত্য-ভ্রাতার আশ্রম, সন্দেহ নাই। ইহাঁর অগ্রজ ভ্রাতা, প্রাণীদিগের হিতসাধন জন্য, সাক্ষাৎ কাল-স্বরূপ দানবকে তপোবলে সংহার করিয়া এই দক্ষিণদিকের ভয় দূর করিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে এই স্থানে বাতাপি ও ইল্বল নামে ক্রূরস্বভাব ব্রহ্মঘাতী দুই মহাসুর একত্রে বাস করিত। নিষ্ঠুর ইল্বল ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ উপলক্ষ করিয়া সংস্কৃত বাক্যে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিত; এই সময় তাহার ভ্রাতা বাতাপি মেষের রূপ ধারণ করিত; ইল্বল তাহাকে সংস্কার পূর্ব্বক পাক করিয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইত। ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিলে, ‘বাতাপে! নির্গত হও;’ বলিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে ভ্রাতাকে আহ্বান করিত। ভ্রাতার স্বর শ্রবণ করিবামাত্র বাতাপি মেষের ন্যায় শব্দ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের শরীর ভেদ করিয়া নির্গত হইত।

এইরূপে মাংসাশন-লালসায় তাহারা দুইজনে মিলিয়া নিত্য নিত্য শতসহস্র ব্রাহ্মণের প্রাণ সংহার করিতে লাগিল।

অনন্তর, পাপাচারী বাতাপি ও ইল্বল ব্রাহ্মণদিগকে ভক্ষণ করিতেছে শ্রবণ করিয়া, মহর্ষি অগস্ত্য ত্বরান্বিত হইয়া ঐ দুই দুরাত্মার নিকট আগমন করিলেন। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া তাহারা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া আমন্ত্রণ পূর্ব্বক বলিল, ভগবন! আপনি অদ্য এই স্থানে আহার করুন। অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাহারা এই কথা বলিলে, বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষি ‘তথাস্তু’ বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন ইল্বল হাস্য করিয়া কহিল, ব্রহ্মন! আপনি একাকী কিরূপে এই একটি মেষ সমগ্র আহার করিবেন? অগস্ত্যও হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, আমি অনায়াসেই সমস্ত আহার করিতে পারিব, তুমি প্রস্তুত কর। দানপতে! বহু বৎসর তপশ্চরণ করিয়া আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছি; অতএব, তুমি শ্রাদ্ধে যে মেষ দান করিবে, আমি একাকীই অক্লেশে তাহা সমগ্র ভোজন করিতে পারিব।

মহর্ষি অগস্ত্যের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ইল্বল কহিল, যে আজ্ঞা, আমি তাহাই করিতেছি; যদি সমর্থ হয়েন, আপনি আহার করুন। এই বলিয়া ইল্বল মেষরূপী বাতাপিকে বলিদান করিয়া ভক্ষ্য প্রস্তুত করিল। ভগবান্ অগস্ত্য তাহার সমক্ষেই সমস্তই ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মনে মনে ভগবতী ভাগীরথী গঙ্গাকে আহ্বান করিলেন। বরদাত্রী গঙ্গা তৎক্ষণাৎ তাঁহার কমণ্ডলু-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন মহর্ষি ঐ কমণ্ডলু-মধ্যস্থ প্রচ্ছন্ন গঙ্গাজল লইয়া আচমন ও জপ করিয়া গণ্ডুষ পূর্ব্বক সমস্ত মেষমাংসই আহার করিয়া ফেলিলেন; বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট রহিল না। মহর্ষি অগস্ত্য যে তাহাদের সংহারের নিমিত্তই কুপিত হইয়া আসিয়াছিলেন, ইল্বল তাহা জানিতে পারে নাই; সুতরাং তাঁহার ভোজনান্তে, 'বাতাপে! নির্গত হও, বাতাপে! নির্গত হও!' বলিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিল। এই প্রকারে ইল্বল ব্রহ্মঘাতী ভ্রাতাকে আহ্বান করিতেছে দেখিয়া, মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য হাস্য করিয়া কহিলেন, দানব! কে নির্গত হইবে? আর কি তাহার নির্গমন-শক্তি আছে? আমি সেই রাক্ষসকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। আর কি সে আছে? সে যমালয়ে গমন করিয়াছে। তোমার মেষরূপী ভ্রাতা আর নির্গত হইতে পারিবে না। রাক্ষস! আমি যাহাকে জঠরানলে আহুতি দিয়াছি, তাহার আর নির্গমনের সম্ভাবনা কোথায়? যদি ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তথাপি তাঁহারাও ইহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। ইহা আমার স্থির সিদ্ধান্ত আছে।"

অগস্ত্যের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মদ্রোহী রাক্ষস ভ্রাতৃনিধন জন্য দুঃখে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া দীপ্ততেজা মহর্ষিকে সংহার করিবার জন্য যেমন দৌড়িয়া আসিল, অমনি তাঁহার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দগ্ধ ও ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

এইরূপে ব্রহ্মঘাতী পাপকারী রাক্ষসদ্বয়কে সংহার করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ অগস্ত্য এই স্থানে এই রমণীয় আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ! অলৌকিক-তেজঃ-সম্পন্ন যে মহর্ষি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দয়া করিয়া এই অনন্য-সাধ্য দুষ্কর কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহারই ভ্রাতার এই বহু-পুষ্প-ফল-শালী নির্জ্জন আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে। দেখ, এই আশ্রমের জল কেমন উৎকৃষ্ট! সুদৃশ্য তড়াগ ও সুবিন্যস্ত বন-রাজিতে ইহার কি অপূর্ব্ব শোভাই হইয়াছে!

মহাত্মা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময় সূর্য্য অস্তগমন করিলেন; সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। তখন রামচন্দ্র ভ্রাতৃ-সমভিব্যাহারে সায়ং-সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিয়া আশ্রমাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক মুনির চরণে প্রণাম করিলেন। মুনি যথাবিধানে তাঁহার অভ্যর্থনা পূর্ব্বক অতিথি-সৎকার করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রও পবিত্র ফলমূল ভক্ষণ করিয়া পরম-পরিতুষ্ট হৃদয়ে সেই রাত্রি সেই মহামুনি অগস্ত্য-ভ্রাতার আশ্রমে বাস করিলেন।

এইরূপে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা যথা-বিধানে আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক মহানুভব মহর্ষি অগস্ত্য-ভ্রাতার সহিত একত্র সুখে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে মহর্ষি-অগস্ত্য-দর্শনার্থ পুন-র্ব্বার যাত্রা করিলেন।

সপ্তদশ সর্গ।

অগস্ত্যাশ্রম-বর্ণন।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, যখন ভগ-বান অংশুমালী বিমল প্রভাজাল বিস্তার পূর্ব্বক উদিত হইলেন; তখন রামচন্দ্র, অগস্ত্য-ভ্রাতা ঋষিকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করি-লেন ও কহিলেন, ভগবন! আপনকার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছি; আমরা গত রাত্রি সুখে যাপন করিয়াছি, এক্ষণে ইচ্ছা যে, আপন-কার অগ্রজ ভ্রাতা মহর্ষি অগস্ত্যকে দর্শন করি-বার নিমিত্ত গমন করিব।

অনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য-ভ্রাতা গমনানুমতি করিলে রামচন্দ্র যথোপদিষ্ট পথে যাত্রা করি-লেন। গমন করিতে করিতে তিনি পথিমধ্যে শত শত বিকসিত-কুসুম-সুশোভিত অরণ্য সন্দর্শন করিয়া সন্নিকটবর্ত্তী শুভলক্ষণ লক্ষ্ম-ণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, এই স্থানের কানন সকল কেমন সুন্দর!—বিবিধ-প্রকার-ফল-মূল-সম্পন্ন বৃক্ষে কেমন রমণীয়-দর্শন হইয়া আছে! দেখ, চারিদিকেই শত শত সৌরভ-সম্পন্ন সুস্বাদু-ফলশালী সুন্দর-দর্শন তরুরাজি বিরাজিত রহিয়াছে। কোথাও বানীর, তিনিশ, নিম্ব, মধুক, শিমুল, অসন, আম্র, আম্রাতক, তিন্দুক, আমলক প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ শোভা বিস্তার করিতেছে; কোন কোন স্থানে বা জম্বু, তাল, কপিত্থ, পনস, বীজপূর, খদির, কর্ণিকার ও পিয়াল প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ বিরাজমান রহিয়াছে; কোথাও খর্জ্জুর, বদরী, শাল, ভল্লাতক, কদলী, বেত্র, বেণু, দাড়িম্ব, করবীর, অশোক, তিলক, অঙ্কোঠ, কুঠের, নীলাশোক, লোধ্র, শিরীষ, মুচুকুন্দ, পাটল, চম্পক, প্রিয়ঙ্গু ও সপ্তপর্ণ প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে; এবং কোথাও বা গুল্ম-লতা-সমাচ্ছন্ন অন্যান্য বহুবিধ পাদপ-সমূহও শোভা পাইতেছে।

মহাযশা রাজীব-লোচন রামচন্দ্র এইরূপে বিবিধ-বিকসিত-কুসুমালঙ্কৃত লতাজালে পরি-বেষ্টিত পুষ্পপুঞ্জ-পরিশোভিত বহুবিধ বৃক্ষ সন্দর্শন পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে আরও কিছু দূর অতিক্রম করিয়া এক অতি মনোরম কানন সন্দর্শন করিলেন; এবং অনুচর লক্ষ্মী-বর্দ্ধন লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সৌম্য! দেখ, পথি-প্রান্ত-স্থিত প্রশান্ত প্রিয়-দর্শন এই বন কি পরম রমণীয়! ইহা লোচনা-নন্দ নন্দন-বনের ন্যায় অতীব শোভা পাই-তেছে; বৃক্ষ-সকলের পত্র-নিকরও অতিস্নিগ্ধ; দেখ, এই স্থানের মৃগগণও অতি সুন্দর; ইহা-তেই বোধ হইতেছে, সেই বিখ্যাত-কীর্ত্তি মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম নিকটবর্ত্তী। যিনি নিজ লোকাতীত কর্ম্ম দ্বারা লোকে অগস্ত্য[১৪] নামে

---

১৪ অগ = পর্ব্বত, অর্থাৎ বিন্ধ্যপর্ব্বতকে যিনি স্তম্ভিত করিয়াছিলেন।

বিখ্যাত হইয়াছেন, ঐ দেখ, তাঁহার শ্রান্তজন-শ্রমাপনোদন আশ্রম-স্থান দৃষ্ট হইতেছে। দেখ, অত্রত্য মৃগ-সমূহ কেমন প্রশান্ত! ঐ দেখ, এখানকার নানাপ্রকার পক্ষি-সমূহ কেমন সুমধুর রব করিতেছে! সমস্ত বনই হোমধূমে সমাচ্ছন্ন। ঐ দেখ, চতুর্দ্দিকেই সুরুচির চীর-চীবর-মালা শোভা বিস্তার করিতেছে। যে পুণ্যকর্ম্মা অগস্ত্য প্রাণিজনের হিত-সাধনার্থ সাক্ষাৎ কৃতান্ত-স্বরূপ দানবকে তপোবলে সংহার করিয়া দক্ষিণদিকের ভয় দূর করিয়াছেন, তাঁহারই এই আশ্রম। বৎস! তাঁহার প্রভাবে রাক্ষসেরা এই দাক্ষিণাত্য প্রদেশের প্রতি সভয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করে, কিন্তু নিজ দেশ বলিয়া উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না। যে দিন হইতে পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষি এই দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বাস করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই এখানে নিশাচরগণের উৎপাত দূর হইয়াছে। এক্ষণে ত্রিলোকস্থ লোক জানিয়াছে যে, ভগবান অগস্ত্যের প্রভাবে এই দক্ষিণ দিক প্রশান্ত হইয়াছে; এবং ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসেরা এদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেও ভীত হয়।

এক সময় পর্ব্বত-প্রধান বিন্ধ্য, ক্রোধ-নিবন্ধন সূর্য্যের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া তাঁহার পথ রোধ করিবার উদ্দেশে পরিবর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করে; কিন্তু মহর্ষি অগস্ত্যের আদেশ-পালনে প্রবৃত্ত হইয়া তৎপরে আর বর্দ্ধিত হইতে পারে নাই।[২০] একদা দানবগণের সংহারজন্য ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রার্থনায় মহর্ষি অগস্ত্য তিমি-নক্র-সমাকুল সাগর ও পান করিয়াছিলেন।[২১] এই সেই ত্রিলোক-বিখ্যাত তেজঃ-প্রভা-সমুদ্ভাসিত তপঃ-প্রভাব-সম্পন্ন অগস্ত্য মুনির,প্রশান্ত-মুনিসঙ্ঘ-নিষেবিত সুন্দর আশ্রম। মহর্ষি অগস্ত্য সর্ব্বলোক-পূজিত, সাধু ও নিয়ত সাধুজনের হিতসাধনে নিরত; আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি অবশ্যই আমাদিগের মঙ্গল করিবেন। আমাদের বনবাসের যত দিন অবশিষ্ট আছে, তত দিন আমরা এই স্থানেই বাস করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিব। দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, গুহ্যক ও বিদ্যাধর প্রভৃতি মহাত্মগণ এই আশ্রমে বাস পূর্ব্বক নিয়তাহারী হইয়া সতত মহর্ষি অগস্ত্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। মিথ্যাবাদী, ক্রূর-স্বভাব, পাপাচারী, অপবিত্র, নিষ্ঠুর বা পরহিংসা-নিরত অথবা ঐরূপ পাপাচার-পরায়ণ কোন ব্যক্তিই এই আশ্রমে স্থান প্রাপ্ত হয় না। কত শত মহাত্মা মহর্ষি এই আশ্রমে তপশ্চরণ দ্বারা সিদ্ধ হইয়া, দেহ-ত্যাগান্তে নূতন কলেবর ধারণ পূর্ব্বক সূর্য্য-সমপ্রভ বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এই আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক আরাধনা করিলে আরাধিত দেবতারা অত্যল্প-কালের মধ্যেই মনুষ্যদিগকে কামনানুরূপ যক্ষত্ব, দেবত্ব, রাজত্ব ও ধনসম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

রাজেন্দ্র-নন্দন রামচন্দ্র, তেজঃ-পুঞ্জ-বিভাসিত-কলেবর মহাত্মা মহর্ষি অগস্ত্যের এইরূপ বহুবিধ গুণাবলী বর্ণন করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার আশ্রম-দ্বারে উপনীত হইলেন।[২২]

অষ্টাদশ সর্গ।

ধনুঃ-প্রদান।

মহাবল-পরাক্রম অমর-প্রভ রামচন্দ্র সীতা সমভিব্যাহারে আশ্রম-দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! আমরা এই আশ্রম-দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি; তুমি অগ্রে প্রবেশ করিয়া মহর্ষিকে সংবাদ দাও যে, আমি সীতা সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছি। লক্ষ্মণ রামের আদেশক্রমে আশ্রমাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক মহর্ষি অগস্ত্যের এক শিষ্যকে দেখিয়া কহিলেন, মহাভাগ! রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবল আর্য্য রামচন্দ্র, মহর্ষিকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে সহধর্ম্মিণী সীতার সহিত আগমন করিয়াছেন। ইনি সর্ব্বজন-প্রিয় ধর্ম্ম-বৎসল প্রভাবশালী এবং সকলেরই অনুরাগ-ভাজন। আমি ইঁহার শুভানুধ্যায়ী অনুকূল ও অনুরক্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা; আমার নাম লক্ষ্মণ। আপনি শুনিয়াছেন কি না বলিতে পারি না, পিতৃসত্য-পালনের নিমিত্ত আমরা এই তিন জনে বনবাসী হইয়াছি; এক্ষণে আমরা ভগবান মহর্ষিকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাঁহার নিকট সংবাদ দান করুন।

লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তপস্বী 'তথাস্তু' বলিয়া সংবাদ-প্রদানার্থ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; এবং অগ্নি-গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই দুর্দ্ধর্ষ মহর্ষি অগস্ত্যকে বিনীত-বচনে নিবেদন করিলেন, মহর্ষে! মহা-রাজ দশরথের পুত্র মহাযশা রামচন্দ্র, ভ্রাতা ও ভার্য্যার সমভিব্যাহারে আশ্রমদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন; তাঁহার ইচ্ছা, আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করেন; আপনকার সেবা করিবার উদ্দেশেই তিনি এস্থানে আগমন করিয়াছেন। মহর্ষে! এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, আজ্ঞা করুন।

মহর্ষি, শিষ্যের মুখে যখন শ্রবণ করিলেন যে, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও মহাভাগা বৈদেহী উপস্থিত হইয়াছেন; তখন উত্তর করিলেন, পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, মহাবাহু রাম-চন্দ্র ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে আমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন; আমিও মনোমধ্যে কামনা করিয়াছিলাম যে, তিনি এস্থানে আগমন করেন। যাহা হউক, শীঘ্র যাও, যথা-বিধি অভ্যর্থনা করিয়া অবিলম্বে সীতার সহিত রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে আশ্রম-মধ্যে লইয়া আইস; তুমি কি নিমিত্ত এতক্ষণ তাঁহাকে প্রবেশ করাও নাই?

ধর্ম্মজ্ঞ তপস্বী অগস্ত্য এইরূপ আদেশ করিলে শিষ্য কৃতাঞ্জলিপুটে, যে আজ্ঞা বলিয়া প্রণাম পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইলেন; এবং সসম্ভ্রমে লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! মহাবাহু রামচন্দ্র কোথায়?—তাঁহার ভার্য্যা নিয়ত-পতি-পরায়ণা বৈদেহীই বা কোথায়? আমাকে দেখাইয়া দাও; মহর্ষির আজ্ঞানুসারে আমি তাঁহাদিগের উভয়-কেই দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

তখন লক্ষ্মণ শিষ্যের সমভিব্যাহারে আশ্রম-দ্বারে গমন পূর্ব্বক রামচন্দ্র ও সীতাকে দেখাইয়া দিলেন। মুনি ইক্ষ্বাকু-তনয় রাজ-

চন্দ্রকে দর্শন করিয়া কহিলেন, রাজেন্দ্র! আপনারা ত কুশলে আগমন করিয়াছেন? এক্ষণে আপনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সচ্ছন্দে প্রবেশ করুন।

অগস্ত্য-শিষ্য, গুরুর আদেশানুসারে এই প্রকার উদার বচনে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া সৎকারার্হ রামচন্দ্রকে আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। রামচন্দ্রও সমন্তাৎ প্রশান্ত-মৃগযূথ-নিষেবিত আশ্রম-পরিসর সন্দর্শন করিতে করিতে পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষির আশ্রমাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশ করিয়া তিনি আশ্রম-মধ্যে ব্রহ্মার স্থান, রুদ্রের স্থান, বিষ্ণুর স্থান, মহেন্দ্রের স্থান, সূর্য্যের স্থান, সোমের স্থান, ভগদেবের স্থান, কুবেরের স্থান, প্রজাপতির স্থান, বিশ্বকর্ম্মার স্থান, বায়ুর স্থান, পাশহস্ত মহাত্মা বরুণের স্থান, গায়ত্রী, সরস্বতী ও সাবিত্রীর স্থান, বসুগণের স্থান, বাসুকির স্থান, গরুড়ের স্থান, কার্ত্তিকেয়ের স্থান ও ধর্ম্মের স্থান প্রভৃতি দেবস্থান অবলোকন করিলেন।

এই সময় মহামুনি অগস্ত্য শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া অগ্নি-গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এই সমুদায় শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কৃষ্ণাজিন, কেহ চীর, কেহ বা বল্কল পরিধান করিয়াছিলেন। জ্বলন্ত অনলের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ-বিভাসিত কঠোর-তপঃ-পরায়ণ মহর্ষি অগস্ত্যকে সন্দর্শন করিবামাত্র রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! ঐ দেখ, আমরা এই স্থানে আগমন করিয়াছি বলিয়া বোধ হয়, তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন মহর্ষি অগস্ত্য আমাদিগের প্রত্যুদ্গমন জন্য বহির্গত হইতেছেন; দেখ, ইনিই অগ্নি, ইনিই সোম, ইনিই সনাতন ধর্ম্ম। অনন্য-সুলভ উদার ভাব ও অনলসদৃশ তেজোরাশি সন্দর্শন করিয়া নিঃসন্দেহ জানিলাম, ইনিই সেই লোকাতীত-তপোনিধান মহাপ্রভাব মহর্ষি অগস্ত্য; অহো! ভগবানের কি অদ্ভুত তেজঃপ্রভাব! রামচন্দ্র এই বলিয়া নিকটে গমন পূর্ব্বক পরম প্রীতি সহকারে মহর্ষির চরণ-যুগলে প্রণিপতিত হইলেন; লক্ষ্মণ এবং সীতাও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। এইরূপে যথাবিধানে অভিবাদন করিয়া রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। সুমহাতপা অগস্ত্য কৃতপ্রণাম রাঘবের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বলিলেন, বৎস! উপবেশন কর। অনন্তর তিনি রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে আসন প্রদান পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া কুশল ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি শিষ্যকে কহিলেন, অগ্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া শোধিত হুতশেষ হব্য সৎকার পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে প্রদান কর; ধীমান রামচন্দ্র প্রথমত মন্ত্রপূত ঘৃতই ভক্ষণ করিবেন। রামচন্দ্র এক্ষণে বনবাসী, সুতরাং বানপ্রস্থ-বিধানানুসারে ইহাঁর অতিথিসৎকার করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য; অতএব অদ্য আমি এইরূপ বিধানেই অভ্যাগত রামচন্দ্রের অতিথি-সৎকার করিব। রামচন্দ্র সকলেরই পূজনীয় ও মান্য; অদ্য আমাদিগের এই অভীষ্ট অতিথি উপস্থিত হইয়াছেন; ইনি সর্ব্বলোকের আশ্রয়, নাথ ও একমাত্র গতি; অধুনা আমি যথাবিধানে এই অভ্যাগত

লোকনাথের অর্চ্চনা করিব। রামচন্দ্র! তপস্বী অভ্যাগত হইলে যিনি তাঁহার অর্চ্চনা না করেন, কূট-সাক্ষীর ন্যায়, তাঁহাকে পরলোকে নিজ মাংস ভোজন করিতে হয়। যাঁহার যেরূপ সামর্থ্য, তিনি যদি তদনুসারে গৃহাগত অতিথির অর্চ্চনা না করেন, তাহা হইলে ঐ অতিথি তাঁহাকে নিজ পাপরাশি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পুণ্যপুঞ্জ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করেন।

মহর্ষি এই কথা বলিয়া হুতশেষ হব্য প্রদানের পর ফল-মূল ও পুষ্প প্রদান পূর্ব্বক যথাবিধানে পুনর্ব্বার রামচন্দ্রের অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, পুরুষ-সিংহ! ইতিপূর্ব্বে দেবরাজ, বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত সুবর্ণ-মণি-মণ্ডিত এই দিব্য উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব ধনু,[22] ব্রহ্ম-প্রদত্ত এই সমুদায় সুপ্রভ ব্রহ্মাস্ত্র, দেদীপ্যমান-পন্নগ-সদৃশ-সুশাণিত-শরনিকরে পরিপূর্ণ এই দুই অক্ষয় তূণীর, আর মহাকোষ-পিহিত সুবর্ণ-খচিত এই মহাখড়্গ, আমার নিকট ন্যস্ত রাখিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র! পূর্ব্বে দেবদেব বিষ্ণু এই শরাসন দ্বারা সংগ্রামে মহাসুরদিগকে সংহার করিয়া দেবতাদিগের অপহৃত লক্ষ্মী পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। আমি এক্ষণে এই ধনু, এই তূণীর ও এই খড়্গ তোমাকে প্রদান করিতেছি; বজ্রী যেমন বজ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনি শত্রু-বিজয়ের নিমিত্ত এই সকল সংগ্রাম-সামগ্রী গ্রহণ কর। ইতিপূর্ব্বে ইন্দ্র আমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, রামচন্দ্র যখন এই স্থানে উপস্থিত হইবেন, আপনি তখন তাঁহাকে এই সমুদায় অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রদান করিবেন। রাম! বহুবিলম্বে এক্ষণে তুমি আমাদিগের আশ্রমে আগমন করিয়াছ, অতএব এই অনুত্তম দিব্য অস্ত্রশস্ত্রাদি গ্রহণ কর। পরন্তপ! ত্রিলোকের মধ্যে সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও যাহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারেন না, এই দিব্য শরাসন দ্বারা তুমি তাহাকেও পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে।

মহাতেজা ভগবান অগস্ত্য, এই কথা বলিয়া রামচন্দ্রকে সশর শরাসন প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, কাকুৎস্থ! যখন তুমি এই ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রাম-ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিবে, তখনই ত্রিলোকের উপদ্রব দূর হইবে ও ত্রিলোক শান্তি লাভ করিবে। এইরূপে ধনু, শর, খড়্গ, ও বাণ-পূর্ণ তূণীর-দ্বয় অর্পণ করিয়া মহাত্মা অগস্ত্য, ইন্দ্র-দত্ত দিব্য বস্ত্র এবং কুণ্ডল-যুগলও রামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন।

মহাদ্যুতি মহাবীর্য্য রামচন্দ্র, মহর্ষি-প্রদত্ত তাদৃশ মহার্হ দান গ্রহণ করিলেন এবং মহর্ষি আর কি বলিবেন, আনন্দিত চিত্তে তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

২২ রামায়ণের অন্যতম টীকাকার কতকাচার্য্য বলেন, পূর্ব্বে রামচন্দ্র এই বৈষ্ণব ধনু পরশুরামের নিকট গ্রহণ করিয়া বরুণের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। দেবরাজ মহেন্দ্র বরুণের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া অগস্ত্যের নিকট গচ্ছিত রাখেন।

ঊনবিংশ সর্গ।

অগস্ত্যোপদেশ।

মহর্ষি অগস্ত্য ন্যায়ানুসারে দৈববিধানে রামচন্দ্রের অর্চ্চনা করিয়া উদার বাক্যে বিস্তারিতরূপে পুনর্ব্বার কহিলেন, পুত্র রাম-লক্ষ্মণ! তোমরা যে সীতা সমভিব্যাহারে আমাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছ, তাহাতে আমি তোমাদিগের প্রতি সাতিশয় প্রীত ও পরম-পরিতুষ্ট হইয়াছি। রঘুনন্দন! প্রচুর পথিশ্রম তোমাদিগকে কষ্ট দিতেছে, সন্দেহ নাই; শ্রান্তা ও ক্লান্তা সীতা দেবী বিশ্রামের জন্য নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। রাজনন্দিনী সীতা অতীব সুকুমারাঙ্গী; পূর্ব্বে ইনি কখনও কিছুমাত্র দুঃখানুভব করেন নাই। ইনি পতিপ্রেম-পরবশা হইয়াই বহুবিধ-ক্লেশাকর বিপৎপূর্ণ এই মহারণ্যে আগমন করিয়াছেন। অতএব রামচন্দ্র! যাহাতে এই সুকুমারী সীতার কোন রূপ কষ্ট না হয়, যাহাতে ইনি সুখে কাল যাপন করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে তুমি সর্ব্বদা সবিশেষ যত্নবান হইবে। বনে তোমার অনুগমন করিয়া এই জনকনন্দিনী অতি দুষ্কর কর্ম্মই করিয়াছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ! স্ত্রীজাতি সচরাচর ভীরু, কাতর ও চঞ্চলপ্রকৃতি; তাহাদিগের স্বভাব ও প্রকৃতিই এই যে, তাহারা সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির আনুগত্য করে, আর দুরবস্থায় পতিত হইলে প্রিয়তম ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাহারা বিদ্যুতের চাঞ্চল্য, অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা, এবং অনল ও অনিলের ক্ষিপ্রতার অনুকরণ করিয়া থাকে। কিন্তু তোমার এই ভার্য্যার এ সকল দোষ কিছুমাত্র নাই। ইনি দেবগণের মধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায় প্রশংসনীয়া ও পতিব্রতার অগ্রগণ্যা। রাম! তুমি, সাধ্বী সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে অবস্থান পূর্ব্বক আমার এই আশ্রম সমলঙ্কৃত কর।

অবিতথ-পরাক্রম রামচন্দ্র, মহর্ষির ঈদৃশ প্রীতিপূর্ণ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বচনে উত্তর করিলেন, মহর্ষে! আপনি আমাদিগের গুরু; আপনি যে আমার এবং আমার ভ্রাতা ও ভার্য্যার গুণে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তাহাতে আমি ধন্য হইলাম, কৃতার্থম্মন্য হইলাম, যার পর নাই অনুগৃহীতও হইলাম। মহর্ষে! এক্ষণে আদেশ করুন, কোন্ স্থানে জল সুলভ এবং ফল-মূল-বিভূষিত বহুবিধ বৃক্ষও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। মহর্ষে! এরূপ স্থান প্রাপ্ত হইলেই আমি তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া সুখে বাস করিতে পারিব; আমার আর কোন উৎকণ্ঠা থাকিবে না।

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধীমান ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা পূর্ব্বক সস্নেহ-মধুরতর বাক্যে কহিলেন, বৎস! এই স্থান হইতে দুই যোজন দূরে পঞ্চবটী নামে এক বন আছে; ঐ স্থানের জল অতিনির্ম্মল; সেখানে সুস্বাদু ফল-মূলও প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুমি সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সাহায্যে আশ্রম নির্ম্মাণ কর,

এবং তথায় বাস পূর্ব্বক পিতৃ-বাক্য প্রতি-পালনে নিযুক্ত থাক।

আমি মহারাজ দশরথের প্রতি স্নেহবশত তপঃ-প্রভাবে তোমার সমস্ত বৃত্তান্তই জানিতে পারিয়াছি। তুমি এই তপোবনেই বাস করিবে, পূর্ব্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াও এক্ষণে যে অভিপ্রায়ে আমাকে অন্য কোন সুরম্য স্থান নির্দ্দেশ করিতে প্রার্থনা করিতেছ, তাহাও আমি তপোবলে অবগত হইয়াছি; সেই জন্যই বলিতেছি, তুমি এক্ষণে পঞ্চবটী গমন কর। পঞ্চবটী বন অতি মনোরম এবং প্রশংস-নীয়; সেই বন এস্থান হইতে অধিক দূর-বর্ত্তীও নহে; এবং উহার সম্মুখেই গোদাবরী নদী প্রবাহিত হইতেছে; সেই অরণ্যে উৎ-কৃষ্ট ফল-মূলও অতি সুলভ; সেখানে নানা-প্রকার মৃগগণ যূথে যূথে নিয়ত বিচরণ করি-তেছে। সেই নির্জ্জন রমণীয় প্রদেশেই সীতার মনস্তুষ্টি হইবে। আর তুমিও সদাচারী; সকলকে রক্ষা করিতেও তোমার সম্পূর্ণ সামর্থ্য আছে; অতএব তুমি তথায় বাস করিয়া তত্রত্য তপস্বীদিগকেও রক্ষা করিতে পারিবে।

রাম! এই যে সম্মুখে নিবিড় মধূক-বন দৃষ্ট হইতেছে; এই বনের উত্তর দিক হইয়া ন্যগ্রোধ আশ্রমে[২৩] গমন করিবে। তাহার পর কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়াই পার্ব্বত্য ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিবে। সেই স্থানেই দিব্য-পুষ্প-পরি-শোভিত-পাদপপুঞ্জ-বিরাজিত পঞ্চবটী। রাম! এক্ষণে শীঘ্র গমন করিয়া তুমি সেই পঞ্চবটী দর্শন কর। বৎস! তোমার মঙ্গল হউক; যাত্রা কর, আর বিলম্ব করিও না। সত্য-পরায়ণ মহর্ষি অগস্ত্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম-চন্দ্র ও লক্ষ্মণ তাঁহার অর্চ্চনা পূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ঋষি অনুমতি প্রদান করিলে তাঁহারা তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া, বাস-স্থান নির্ব্বাচনের নিমিত্ত পঞ্চবটীর অভি-মুখে যাত্রা করিলেন।

সমরে অকাতর মহাবল রাজকুমার রাম-চন্দ্র ও লক্ষ্মণ পৃষ্ঠে তূণীর বন্ধন পূর্ব্বক ধনু-র্দ্ধারণ করিয়া সমাহিত হৃদয়ে সতর্ক ভাবে যথোপদিষ্ট পথে পঞ্চবটী গমন করিতে লাগিলেন।

বিংশ সর্গ।

জটায়ু-সমাগম।

মহানুভব রামচন্দ্র পঞ্চবটী গমন করিতে-ছেন, ইত্যবসরে পথিমধ্যে জটায়ু নামে বিখ্যাত মহাকায় গৃধ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মহাভাগ রাম-লক্ষ্মণ বনমধ্যে ঐ বৃহদাকার বিহঙ্গমকে দর্শন পূর্ব্বক রাক্ষস মনে করিয়া কহিলেন, তুমি কে? পক্ষী স্নেহ-পূর্ণ প্রশান্ত সুমধুর বাক্যে আনন্দোৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তর করিলেন, বৎস!

---

[২৩] ন্যগ্রোধ-বৃক্ষ-সন্নিধানে নির্ম্মিত আশ্রম। কোন বৃহৎ বৃক্ষ বা পর্ব্বত অথবা তীর্থ বা দেবালয় প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া যে আশ্রম নির্ম্মিত হয়, তাহা প্রায়ই ঐ বৃক্ষাদির নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি। এক্ষণেও এই রীতি প্রচলিত আছে, যথা, বটতলা পঞ্চাননতলা প্রভৃতি।

আমি তোমাদিগের পিতার বয়স্য। পিতার সখা, এই পরিচয় পাইয়া রামচন্দ্র পূজা করিয়া বিনীত ভাবে তাঁহার কুশল-বার্ত্তা ও কুলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং কৌতূহল সহকারে কহিলেন, তাত! আপনি স্বীয় বংশ-বিবরণ ও উৎপত্তির বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পক্ষিশ্রেষ্ঠ জটায়ু, নিজ বংশ ও জন্ম বৃত্তান্ত যথাযথ বলিতে আরম্ভ করিলেন; তিনি কহিলেন, মহাবাহো! সৃষ্টির প্রারম্ভে যে সমুদায় প্রজাপতি সৃষ্ট হইয়াছিলেন, আমি প্রথম হইতে তাঁহাদিগের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রজাপতি কর্দ্দম সকলের প্রথম; তাঁহার পর ক্রমান্বয়ে বিক্রীত, শেষ, সুব্রত, বীর্য্যবান বহুপুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, মহাবল পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, বীর্য্যবান প্রচেতা, দক্ষ, বিবস্বান, অরিষ্টনেমি ও সর্ব্বকনিষ্ঠ মহাভাগ কশ্যপ, এই ষোড়শ প্রজাপতি সৃষ্ট হয়েন।

আমরা শুনিয়াছি, মহাযশা প্রজাপতি দক্ষের যশস্বিনী ষষ্টি কন্যা জন্মে; প্রজাপতি কশ্যপ তন্মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু[২৪] ও অনলা,[২৫] এই অষ্ট সুমধ্যমা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অঙ্গিরা প্রভৃতি প্রজাপতিগণ প্রত্যঙ্গিরা প্রভৃতি অন্যান্য কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিণয়ান্তে প্রজাপতি কশ্যপ পরিতুষ্ট হইয়া অদিতি প্রভৃতি অষ্টপত্নীকে কহিলেন, আমা হইতে তোমাদের গর্ভে ত্রিলোক-পালক পুত্র সকল উৎপন্ন হইবে। অদিতি, দিতি, দনু ও কালকা, ইহাঁরা তন্মনা হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক পতি-বাক্য গ্রহণ করিলেন; পরন্তু অবশিষ্ট পত্নীগণ তাঁহার বাক্যে তাদৃশ আস্থা প্রদর্শন করিলেন না।

অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র ও অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রধান দেবতা জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। যশস্বিনী দিতি দৈত্যদিগকে প্রসব করিয়াছিলেন; প্রথমত এই সসাগরা বসুন্ধরা ঐ দৈত্যগণেরই অধিকারে ছিল। দনু অশ্বগ্রীব নামক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। কালকা নরক ও কালকঞ্জ নামে দুই পুত্র প্রসব করিলেন।

তাম্রার গর্ভে ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী, ত্রিলোক-বিশ্রুতা এই পঞ্চ কন্যা উৎপন্ন হইলেন। ক্রৌঞ্চী ক্রৌঞ্চগণকে, ভাসী ভাসগণকে, শ্যেনী শ্যেন গৃধ্র ও উলুক গণকে, ধৃতরাষ্ট্রী জলচর হংসদিগকে প্রসব করিয়াছিলেন। চক্রবাকগণ ও সারসগণ ঐ ধৃতরাষ্ট্রীর গর্ভেই উৎপন্ন হইয়াছিল। কল্যাণগুণ-সম্পন্ন সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত বিনয়ান্বিত শুকগণ শুকীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিল।

রাম! ক্রোধবশাও সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্না যশস্বিনী দশটি কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম মৃগী, মৃগমন্দা,[২৬] হরি,[২৭] ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভী, সুরসা

২৪ ইহাঁর নামান্তর বলা।

২৫ ইহাঁর নামান্তর অতিবলা।

২৬ ইহাঁর নামান্তর মৃগবতী।

২৭ ইহাঁর নামান্তর সিংহিকা।

ও কদ্রু[২৮]। যাবদীয় মৃগ, মৃগীর অপত্য। ঋক্ষগণ, চমরগণ ও সৃমরগণ মৃগমন্দা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ভদ্রমদা, ইরাবতী নামে কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন; লোকনাথ! মহাগজ ঐরাবত ঐ ইরাবতীর পুত্র।[২৯] হরির পুত্র মহাবল সিংহগণ, ত্রিলোক-বিখ্যাত বেগবান বানরগণ এবং গোলাঙ্গুলগণ। শার্দ্দূলী, ব্যাঘ্রদিগকে প্রসব করিলেন। পুরুষসিংহ! মাতঙ্গ-সকল, মাতঙ্গীর অপত্য। শ্বেতা, শ্বেতনামক দিগ্‌গজকে প্রসব করিয়াছিলেন। সুরভীর গর্ভে যশস্বিনী রোহিণী, ভদ্রা ও গন্ধর্ব্বী নামে তিন কন্যা জন্মিল। রোহিণী হইতে গোগণ উৎপন্ন হইয়াছে; এবং গন্ধর্ব্বী অশ্বদিগকে প্রসব করিয়াছেন। সুরসার গর্ভে নাগগণ[৩০] ও কদ্রুর গর্ভে পন্নগগণ[৩০] উৎপন্ন হইল।

মহাবাহো! কশ্যপের সপ্তম পত্নী মনু হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চতুর্বর্ণ মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রুতি আছে যে, ব্রাহ্মণগণ মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়গণ বক্ষঃস্থল হইতে, বৈশ্যগণ ঊরুদ্বয় হইতে আর শূদ্রগণ পাদদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। অনলা হইতে পবিত্র-ফলশালী সমুদায় বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে।[৩১]

রামচন্দ্র! কদ্রু যে নাগ-সহস্র প্রসব করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই ধরণী-ধারণ-সমর্থ। শ্যেনীর গর্ভে অন্যান্য পুত্রগণের সহিত বিনতা নাম্নী এক কন্যারও উৎপত্তি হইয়াছিল। বিনতা,[৩২] গরুড় ও অরুণ নামে দুই পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র! আমি সেই গরুড় হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সম্পাতি এবং আমার নাম জটায়ু; আমরা শ্যেনী-বংশ-সম্ভূত। বৎস! এক্ষণে যদি তোমার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে আমি তোমার সহায়তা করিতে পারি। বৎস! তুমি যখন লক্ষ্মণের সহিত স্থানান্তরে গমন করিবে, আমি তখন সীতাকে রক্ষা করিব।

রামচন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া পক্ষিশ্রেষ্ঠ জটায়ুকে সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক সানন্দে আলিঙ্গন করিলেন; এবং তাঁহার মুখে নিজ পিতার সহিত তাঁহার সখ্যভাবের কথা বারংবার শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বীর্য্যবান রামচন্দ্র সেই অতিবল-শালী পক্ষিরাজ জটায়ুর প্রতি সীতার রক্ষণ-ভার সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহার সহিত একত্র হইয়া পঞ্চবটী আশ্রমে গমন করিতে লাগিলেন।

তৎপরে, শলভ-দিধক্ষু পাবকের ন্যায় বিপক্ষপক্ষ-দিধক্ষু রঘুবংশ-বর্দ্ধন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সীতা সমভিব্যাহারে নিবিড়-বনরাজি-দুর্গম প্রদেশ দিয়া কিয়দ্দূর গমন পূর্ব্বক নানা-

২৮ ইহাঁর নামান্তর কদ্রুকা, ক্রোষ্টুকী ও ক্রোষ্টু।

২৯ কোন কোন মতে ভদ্রমদার নামান্তর মাতঙ্গী; মাতঙ্গীর গর্ভে ঐরাবণ নামক মহাগজ, এবং ঐরাবণ হইতে মৃগমন্দ প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট গজজাতি উৎপন্ন হইয়াছে।

৩০ রামায়ণের অন্যতম টীকাকার তীর্থ বলেন, যে সকল সর্পের বহু ফণা আছে, তাহাদিগকে নাগ, এবং তদ্ভিন্ন অন্য সমুদায় সর্পকে পন্নগ বলা যায়। কতকাচার্য্য বলেন, নির্বিষ সর্পদিগকে নাগ এবং সবিষ সর্পদিগকে পন্নগ বলে।

৩১ কোন কোন মতে অনলা হইতে সপ্তবিধ পিণ্ডফল বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল।

৩২ পাশ্চাত্য রামায়ণের মতে শুকীর কন্যা নতা এবং নতার কন্যা বিনতা; কিন্তু পূর্ব্বাপর সমন্বয় করিতে গেলে ইহা সংগত হয় না।

হিংস্র-জন্তু-নিষেবিত পঞ্চবটী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

একবিংশ সর্গ।

পঞ্চবটী-নিবাস।

মহাত্মা রামচন্দ্র, নানা-হিংস্র-জন্তু-সমাকীর্ণ পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করিয়া প্রদীপ্ত-তেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! মহর্ষি যে স্থানের কথা বলিয়া দিয়াছেন, বোধ হইতেছে, আমরা সেই স্থানেই উপস্থিত হইয়াছি। দেখ, বন কেমন মনোরম! পুষ্প ও ফল-মূল কেমন প্রচুর! দেখিতেছি, এখানে কোন কালেই ফল-পুষ্পাদির অভাব হয় না। ইহাতেই স্থির নিশ্চয় হইতেছে, পুষ্পিত-কানন-শোভিত এই স্থানই পঞ্চবটী। সৌমিত্রে! তুমি সুনিপুণ; চতুর্দ্দিকে উত্তমরূপে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখ, কোন্ স্থান বাসোপযোগী;—তোমার বিবেচনায় কোন্ স্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। লক্ষ্মণ! সীতা, তুমি ও আমি কোন্ স্থানে বসতি করিলে আনন্দে সময়াতিপাত করিতে পারিব। কোন্ স্থানে জলাশয়, কাষ্ঠ, পুষ্প ও ফল অতি নিকটবর্ত্তী; এবং কোন্ স্থানে বন ও ভূভাগও অতি মনোরম।

রামচন্দ্র এই কথা কহিলে ভ্রাতৃ-বৎসল লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে সীতার সমক্ষে উত্তর করিলেন, আর্য্য! আমি আপনকার অধীন; আপনি অযুতবর্ষ দীর্ঘজীবী হইয়া থাকুন; আমি চিরকালই আপনকার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিব; অতএব যে স্থানে আপনকার মন তুষ্টি হয়, আপনি স্বয়ং দর্শন করিয়াই এরূপ মনোরম স্থান নির্দ্দেশ করুন।

মহাদ্যুতি রামচন্দ্র লক্ষ্মণের তাদৃশ বাক্যে পরম-পরিতুষ্ট হইয়া, বিবেচনা পূর্ব্বক আশ্রম-নির্ম্মাণের উপযোগী এক সর্ব্বগুণান্বিত সুন্দর স্থান নির্ব্বাচন করিলেন; এবং ঐ সুন্দর স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, সৌম্য! এই স্থানেই যথারীতি আশ্রম নির্ম্মাণ কর। দেখ, এই স্থান অতি পবিত্র, রমণীয় ও বিবিধ কুসুমিত তরুসমূহে পরিবৃত। সন্নিকটেই ঐ সূর্য্য-সঙ্কাশ সুগন্ধি-প্রফুল্ল-পঙ্কজ-নিকরে পরিব্যাপ্তা পবিত্র-সলিলা রমণীয়া গোদাবরী নদী দৃষ্ট হইতেছে; অসংখ্য হংস-কারণ্ডবগণ ও চক্রবাকগণ উহার শোভা সম্পাদন করিতেছে; এবং ঐ দেখ, অনতিদূরে মৃগযূথ আসিয়া উহার জল বিলোড়ন করিতেছে। এদিকে দেখ, এই বহু-কন্দর-সম্পন্ন অত্যুচ্চ পর্ব্বত কেমন মনোরম! ইহা নানাপ্রকার লতা-বিতানে এবং বহুবিধ কুসুমিত তরুসমূহে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে; শাল, তাল, তমাল ও খর্জ্জুর প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষসমূহ ইহার শোভা সম্পাদন করিতেছে; এখানে ময়ূরগণ নিরন্তর কেকারব করিয়া বেড়াইতেছে; স্থানে স্থানে রজত প্রভৃতি নানা-বর্ণের ধাতু সকল লক্ষিত হইতেছে; বানীর, তিনিশ, পলাশ, অর্জ্জুন, ধব, চম্পক, কর্ণিকার, অশোক, তিলক, তিন্দুক প্রভৃতি সহস্র সহস্র বৃক্ষ ও গুল্ম চতুর্দ্দিকে শোভিত হইয়া

আছে; ঐ দেখ, ঐ স্থানে নানাজাতীয় মৃগ-যূথ দলে দলে বিচরণ করিতেছে। সৌমিত্রে! ঐ দেখ, এই মহাগিরির চতুর্দ্দিকে সুবর্ণ, রজত, তাম্র ও লৌহ প্রভৃতি নানাবিধ ধাতু সমুদায় দীপ্তি পাইতেছে; ইহার অতি সন্নিকটেই অতিবিস্তৃত সমতল ভূমি; শতসহস্র তাল, তমাল, খর্জ্জুর, বানীর, তিমীর, পুন্নাগ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পার্ব্বতীয় বৃক্ষ ঐ উপত্যকা ভূমিতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমার বিবেচনায় প্রচুর-পুষ্প-ফল-সম্পন্ন এই প্রদেশই অতি উৎকৃষ্ট। এখানে চন্দন, স্যন্দন, পিয়াল, বকুল, ধব, অশ্বকর্ণ, খদির, শমী, কিংশুক ও পাটল প্রভৃতি পাদপ-সমূহও অদৃষ্ট-পূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। এই স্থানই পবিত্র; এই স্থানই মনোরম; এবং এই স্থানই বহু-গুণ-সম্পন্ন; সুতরাং এই স্থানই আমাদের বাসোপযুক্ত। লক্ষ্মণ! আইস আমরা এই পিতৃসখ পতত্রীকে সহায় করিয়া এই স্থানেই আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করি।

শত্রু-সংহারক লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহার জন্য সত্বর অতি-মনোহর আশ্রম নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সংঘাত-(জমাট) মৃত্তিকা দ্বারা ভিত্তি ও সুন্দর স্তম্ভ রচনা করিয়া দীর্ঘ বেণু দ্বারা তদুপরি বংশ-কার্য্য (কাটাম) করিয়া দিলেন। ঐ বংশ-কার্য্যের উপরি শমীশাখা বিস্তার করিয়া লতাপাশ দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন পূর্ব্বক চাল প্রস্তুত করিলেন। তাহার উপরি কুশ, কাশ, শর ও পত্র বিস্তার পূর্ব্বক আচ্ছাদন করিয়া দিলেন; এবং তন্মধ্যবর্ত্তী ভূমি সমতল ও পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন।

মতিমান শ্রীমান লক্ষ্মণ, এইরূপে অতি বিশাল, অতি সুদৃশ্য, অতি রমণীয় ও অতিমনোহর পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া গোদাবরীতে গমন পূর্ব্বক স্নান করিলেন, এবং কতকগুলি প্রফুল্ল কমল আহরণ করিয়া সত্বর আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পরে তিনি যথাবিধানে পুষ্পোপহার প্রদান পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দিয়া রামচন্দ্রকে ঐ সুনির্ম্মিত আশ্রম স্থান প্রদর্শন করিলেন। রামচন্দ্র সীতা সমভিব্যাহারে সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক আশ্রম স্থান ও পর্ণশালা দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন; এবং প্রহৃষ্ট হৃদয়ে বাহু যুগল দ্বারা লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া অতিস্নিগ্ধ মনোহর স্নেহ-পূর্ণ বচনে কহিলেন, বৎস! তুমি যে এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলাম; অধুনা প্রীতিদায় স্বরূপ তোমাকে এই কোল দিতেছি, গ্রহণ কর। লক্ষ্মণ! তোমার ন্যায় গুণজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ সৎপুত্র উৎপন্ন হওয়াতে আমাদের পিতৃ-কুলের উদ্ধার হইল।

লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া, ধর্ম্মাত্মা মহাবীর রামচন্দ্র, দেবলোকে দেবরাজের ন্যায়, সীতা ও লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে বহু-পুষ্পফলোপশোভিত ঐ প্রদেশে কিয়ৎকাল নিরুদ্বেগে বাস করিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ।

হেমন্তবর্ণন।

রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্র, পঞ্চবটীর অন্তর্গত তপোবনে সুখসচ্ছন্দে বাস করিতেছেন; ইতিমধ্যে শরৎকালাবসানে অতীব মনঃপ্রহ্লাদন হেমন্তকাল আবির্ভূত হইল। এই সময় এক দিন শর্ব্বরী প্রভাত হইলে রঘুনন্দন রামচন্দ্র গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃস্নানার্থ গোদাবরী নদীতে গমন করিলেন; পতি-পরায়ণা সীতাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বিনয়-নম্র বীর্য্যবান সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ, কলস হস্তে লইয়া তৎপশ্চাতে গমন করিতে করিতে কহিলেন, প্রভো! এই দেখুন, আপনকার চিরপ্রিয় হেমন্তঋতু উপস্থিত; এই ঋতু-প্রভাবেই সংবৎসরই যেন অলঙ্কৃত হইয়া শোভা পাইয়া থাকে। দেখুন, এক্ষণে নীহার-সংযোগে বায়ু জগৎপ্রাণ হইয়াও অসহ্য-স্পর্শ হইয়াছে; পৃথিবী নানা শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছে; জল দুঃসেব্য এবং অগ্নি সুখসেব্য হইয়া উঠিয়াছে। এ সময় আর্য্যগণ নবান্ন-শ্রাদ্ধে পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিয়া প্রীত হৃদয়ে নবান্ন ভোজন পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। সম্প্রতি জনপদ-সমুহে প্রভুত অন্ন এবং ক্ষীর প্রভৃতি গব্য রস সঞ্চিত হইয়াছে। অধুনা বিজিগীষু মহীপালগণ যুদ্ধ-যাত্রায় বহির্গত হইয়াছেন। দিবাকর এখন এই অগস্ত্য-সেবিত দক্ষিণ দিক আশ্রয় করিয়াছেন; সুতরাং তিলক-হীনা কামিনীর ন্যায় উত্তর দিকের আর তাদৃশ শোভা নাই। হিমালয় স্বভাবতই হিমরাশি-সমাচ্ছন্ন; এক্ষণে আবার প্রভাকর দূরবর্ত্তী হওয়াতে তিনি যথার্থই হিমের আলয় হইয়াছেন। এসময় প্রত্যূষে গমনাগমন করা দুঃসাধ্য; কিন্তু মধ্যাহ্নকালে বিচরণ করা অতীব সুখজনক। এক্ষণকার দিবাভাগ সুন্দর ও সুনির্ম্মল; দিবাকরের কিরণ-জাল অতীব মৃদু; এবং দিবস অতি শীঘ্র শীঘ্রই অতিবাহিত হইয়া থাকে। অধুনা নীহারাচ্ছন্ন তীক্ষ্ণস্পর্শ অসহ্য শীতল বায়ু সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইতেছে। সম্প্রতি এই প্রত্যূষ সময়ে এই অরণ্যানী হিমধ্বস্ত হইয়া যেন শূন্যের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। ত্রিযামার যাম সকল এখন অতীব দীর্ঘ হইয়াছে; শীঘ্র আর রাত্রি শেষ হয় না। সম্প্রতি রাত্রিকালে শীতেরও অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব; চারিদিক নীহার-নিকরে ধূসরবর্ণ হইয়া থাকে; সুতরাং পুষ্যা-নক্ষত্র দেখিয়াই রাত্রি-পরিমাণ নিরূপণ করিতে হয়। এক্ষণে কেহ আর অনাবৃত স্থানে শয়ন করিতে পারে না।

এক্ষণে চন্দ্রমণ্ডলের সমুদায় শোভাসম্পত্তি সূর্য্য-মণ্ডলে সংক্রমিত হইয়াছে; চন্দ্র-মণ্ডল সম্প্রতি তুষার-নিকরে ধূসরিত হইয়া নিশ্বাস-মলিন দর্পণের ন্যায় আভাহীন হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং তাহার আর পূর্ব্ববৎ শোভা পরিলক্ষিত হয় না। এক্ষণে তুষার-কলুষীকৃতা জ্যোৎস্না, তপঃকৃশা দেবী সীতার ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; পৌর্ণমাসীতেও ইহার পূর্ব্ববৎ অপূর্ব্ব শোভা দৃষ্ট হয় না।

পশ্চিম বায়ু স্বভাবতই শীতল ; তাহাতে আবার সম্প্রতি উহা নীহার-মিশ্রিত হইয়া প্রাতঃকালে দ্বিগুণতর শীতল ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। সূর্য্য উদিত হইলে যে সময় ক্রৌঞ্চ ও সারস গণ সুমধুর রব করিতে থাকে, সেই সময় যব-গোধূম-সম্পন্ন হিমাচ্ছন্ন অরণ্যানী সকল কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করে! এক্ষণে সুবর্ণবর্ণ পরিপুষ্ট-তণ্ডুল ধান্য-বৃক্ষ-সকল, খর্জ্জুর-পুষ্প-সদৃশ আনত শিখা-সমূহে অতীব রমণীয় দর্শন হইয়াছে। বৃষ সকল এ সময় কেদার ভূমিতে শালিশূকের (ধান্যের সোঁর) ভয়ে চক্ষু ঈষৎ নিমীলন পূর্ব্বক নিশ্বাস-তরল সলিল পান করিয়া থাকে।

সম্প্রতি দূরোদিত সূর্য্য, হিমাচ্ছন্ন কিরণ-জাল বিকীর্ণ করিয়া হিমাংশুর ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বাহ্নে সূর্য্য-কিরণের তেজ প্রায় গ্রাহ্য বা লক্ষ্যই হয় না ; মধ্যাহ্নকালে তাহা সুখস্পর্শ হইয়া থাকে ; এবং সায়ং-কালে ঈষৎ পাণ্ডু বর্ণ ধারণ করিয়া যখন পৃথিবী-পৃষ্ঠে সংলগ্ন হয়, তখন উহার কি অপূর্ব্ব শোভাই দৃষ্ট হইয়া থাকে! প্রাতঃ-কালে নীহার-বিন্দুপাতে তৃণসকল ঈষৎ সিক্ত হইয়া থাকে; উহাতে যখন নবোদিত সূর্য্যের কিরণ পতিত হয়, তখন বনভূমি কি অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তিই ধারণ করে!

ঐ দেখুন, বন্য হস্তি-সকল অত্যন্ত তৃষার্ত্ত হইয়াও অতিশীতপ্রযুক্ত সুশীতল তৃষ্ণা-নিবারক সুবিমল বারি শুণ্ড দ্বারা স্পর্শ করিয়াই শুণ্ড সঙ্কোচ করিতেছে। এই দেখুন, জলচর পক্ষি-সকল তীরেই উপবেশন করিয়া রহিয়াছে; ভীরু ব্যক্তি যেমন সংগ্রাম-ভূমিতে অবতীর্ণ হইতে অগ্রসর হয় না, সেইরূপ ইহারাও জলে অবগাহন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে। চারি দিকেই দর্শন করুন, নীহার-পরিক্লিন্না বনরাজি নীহারান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে; বোধ হইতেছে যেন উহারা নিদ্রা যাইতেছে। নদীসকলের জল কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন, এবং বালুকাময় তীরও তুষারনিকরে পরিব্যাপ্ত হই-য়াছে; সুতরাং তীরচারী সারসগণ কেবল শব্দদ্বারাই অনুমিত হইতেছে। তুষার-পাতে, দিবাকর-করের মৃদুতায় এবং শৈত্যপ্রযুক্ত পর্ব্বত-শিখরের জলও সুস্বাদু হইয়াছে। কমলাকর জলাশয়ের আর পূর্ব্ববৎ শোভা নাই ; হিমপাতে পদ্মপত্র-সমুদায় জর্জ্জরিত এবং কেশর ও কর্ণিকা সকল বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে ; কেবল হিমদগ্ধ নালমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

পুরুষসিংহ! এই হেমন্ত কালেও ধর্ম্মাত্মা ভরত আপনকার প্রতি অসাধারণ ভক্তি-নিবন্ধন যার পর নাই ক্লেশ সহ্য করিয়া নন্দিগ্রামে তপশ্চরণ করিতেছেন। রাজ্য, ভোগ ও সমুদায় বিষয়-সুখ পরিত্যাগ করিয়া তিনি আহার সংযমন পূর্ব্বক তপস্বী হইয়া এই শীতকালেও ভূতলে শয়ন করিতেছেন। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তিনিও এই সময় অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া প্রাতঃ-স্নানের নিমিত্ত পবিত্রতোয়া সরযূ নদীতে গমন করিতেছেন। তিনি চিরকাল অশেষ সুখে লালিত হইয়া আসিয়াছেন; তাঁহার শরীরও অতি সুকুমার; আহা! তিনি ঈদৃশ

দুঃসহ শীতে পরিক্লিষ্ট হইয়া এই প্রত্যূষ সময়ে কিরূপে সরযূতে স্নানাবগাহন করিবেন! তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, লজ্জাশীল এবং জিতেন্দ্রিয়; তিনি সম্প্রতি সমুদায় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বতোভাবে আপনাতেই প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন। আপনি এক্ষণে যদিও বনচারী; তথাপি আমার ভ্রাতা মহাত্মা ভরত নগরে থাকিয়াও যে অনন্য-সাধারণ ভক্তিসহকারে আপনকার অনুবৃত্তি করিতেছেন, ইহাতে নিশ্চয়ই তাঁহার স্বর্গলোক লাভ হইবে। সচরাচর মনুষ্যগণ পিতৃ-স্বভাব প্রাপ্ত না হইয়া, মাতৃ-স্বভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; লোকে এই যে একটি চিরপ্রবাদ আছে, ভরত তাহার অন্যথা করিয়াছেন। আর্য্য! মহারাজ দশরথ যাঁহার স্বামী, এবং ঈদৃশ-সাধু-চরিত মহাত্মা ভরত যাঁহার গর্ভ-সম্ভূত, আমার সেই মাতা কৈকেয়ীর প্রকৃতি কি নিমিত্ত এরূপ হইল!

ধর্ম্মশীল লক্ষ্মণ স্নেহ নিবন্ধন এইরূপ বলিলে, রামচন্দ্র মাতার নিন্দা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কহিলেন, ভ্রাত! আমার সমক্ষে মধ্যমা মাতার নিন্দা করিও না; ইক্ষ্বাকুবংশ-ধুরন্ধর ভরতের কথা বলিতেছিলে, তাহাই বল। লক্ষ্মণ! আমার মন বনবাসে এক প্রকার সুস্থিরই হইয়াছিল; এক্ষণে অশেষ-গুণ-নিধান ভরতের স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। অহো! তাঁহার সেই মনোরম অমৃতময় হৃদয়ানন্দ-জনক সুমধুর প্রিয় বাক্য সকল আমার স্মৃতি-পথে উদিত হইতেছে! ভ্রাত! কবে মহাত্মা ভরত, মহাবীর শত্রুঘ্ন, তুমি এবং আমি, আমরা সকলেই আবার একত্র মিলিত হইব!

এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে রামচন্দ্র, গোদাবরীতে উপস্থিত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে স্নান করিয়া যথা-বিধানে পিতৃগণ ও দেবগণের তর্পণ পূর্ব্বক উদিতপ্রায় সূর্য্যের উপাসনা করিলেন।

সীতা সমভিব্যাহারে কৃতাভিষেক লক্ষ্মণ-সহচর রামচন্দ্র, গৌরী সমভিব্যাহারে কৃত-স্নান বিষ্ণু-সহচর ভগবান রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

শূর্পণখা দর্শন।

শত্রু-সংহারক রামচন্দ্র, সীতা এবং লক্ষ্মণ স্নান করিয়া গোদাবরী-তীর হইতে পুনর্ব্বার আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পূর্ব্বাহ্ন কৃত্য সমাপন পূর্ব্বক পর্ণশালায় উপ-বিষ্ট হইয়া পরস্পর নানাবিধ বিচিত্র কথোপ-কথন করিতেছেন, এমন সময় গৃধ্ররাজ জটায়ু সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহাভাগ! তুমি মহেষ্বাস মহাবল মহাভুজ মহাত্মা ও পুরুষশ্রেষ্ঠ; অধুনা আমি তোমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছি, নিজ গৃহে গমন করিব, সম্মতি প্রদান কর। রামচন্দ্র! তুমি এখানে সকল প্রাণীর প্রতিই অতি সাবধান হইয়া ব্যবহার করিবে। শত্রুসংহারিন! সম্প্রতি আমি আত্মীয় স্বজন দর্শন করিতে উৎসুক

হইয়াছি। তোমার নিকট সত্য বলিতেছি, আমি জ্ঞাতি-কুটুম্ব ও আত্মীয় স্বজনদিগকে একবার দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার এস্থানে আগমন করিব; তোমার মঙ্গল হউক।

রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ গৃধ্ররাজকে কহিলেন, পতগশ্রেষ্ঠ! আপনি এক্ষণে গমন করুন; কিন্তু পুনর্ব্বার শীঘ্রই দর্শন দিবেন।

অনন্তর গৃধ্ররাজ প্রস্থান করিলে প্রিয়-দর্শন রামচন্দ্র সীতা সমভিব্যাহারে পর্ণশালা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাবাহু লক্ষ্মণও গাত্রোত্থান করিয়া, গিরিগুহা-মধ্য-গামী সিংহের ন্যায় মনোহর-চতুঃশাল-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবাহু রামচন্দ্র পর্ণশালা-মধ্যে প্রণয়িনী সীতার সহিত উপবেশন করিয়া রোহিণী-সহচর চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

এই সময় এক দারুণা রাক্ষসী যদৃচ্ছাক্রমে ঐ স্থানে আগমন করিল, উহার নাম শূর্পণখা; সে দশানন রাবণের ভগিনী। সে ঐ স্থানে আগমন করিয়া রামচন্দ্রকে সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় দর্শন করিল। সিংহস্কন্ধ আজানু-লম্বিত-বাহু পদ্মপলাশ-লোচন দেব-প্রতিম রামচন্দ্রকে দর্শন করিবামাত্র রাক্ষসী মন্মথের বশবর্ত্তিনী হইয়া পড়িল।

ঐ নিশাচরী, স্বভাবতই কৃষ্ণবর্ণা, দুষ্ট-প্রকৃতি, দুষ্টচারিণী, এবং দুষ্কুল-জাতা। সে কেবল নামমাত্রেই স্ত্রী, কিন্তু কোন রূপ ব্যবহারেরই উপযুক্ত নহে। তাহার মুখ অতি কদাকার, রামচন্দ্রের মুখ অতিসুন্দর; সে স্থূলোদরী, রামচন্দ্রের কটিদেশ সুগঠিত; সে বিরূপাক্ষী, রামচন্দ্রের লোচন-যুগল আকর্ণ-বিশ্রান্ত; তাহার কেশ তাম্রবর্ণ, রামচন্দ্রের কেশ কৃষ্ণ ও সুচিক্কণ; সে বিকৃতাকৃতি, রামচন্দ্র সৌম্যদর্শন; তাহার কণ্ঠস্বর অতিভীষণ ও কর্কশ, রামচন্দ্র সুস্বর; সে দারুণ বৃদ্ধা, রামচন্দ্র তরুণ যুবা; সে প্রতিকূলবাদিনী, রামচন্দ্র অনুকূলবাদী; সে দুর্ব্বৃত্তা, রামচন্দ্র ন্যায়-পরায়ণ; সে অপ্রিয়-দর্শনা, রামচন্দ্র অতি প্রিয়দর্শন।

রাক্ষসী রাজ-লক্ষণ-লাঞ্ছিত মহাবল সুকুমার রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়াই মন্মথাবেগভরে একান্ত আক্রান্তা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, এই যুবা পরম-রূপবান ও যৌবন-গর্ব্বে গর্ব্বিত; এই সুপুরুষ আপনাকে দেবগন্ধর্ব্বের সমান বোধ করিতেছে। আমি ইহার অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া এই লোকাতীত-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষের মদনোদ্দীপন করিব। ইহার এই প্রকৃতি-কল্যাণী সীতা নামে বিখ্যাতা ভার্য্যা, সাক্ষাৎ অমর-সুন্দরী লক্ষ্মীর ন্যায় রূপ-যৌবন-সম্পন্না; যাহাতে আমার অপরূপ রূপ-সম্পত্তি দর্শন করিয়া এই পুরুষ সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকেই ভজনা করে, তদ্বিষয়ে আমাকে সর্ব্বতোভাবে যত্নবতী হইতে হইল। দেবগণের লক্ষ্মী রূপ-যৌবন-সম্পন্না সত্য; কিন্তু আমার বিবেচনায় রাক্ষস-দিগের মায়ালক্ষ্মীই তাহা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠা। অতএব আমি ভূতলে অবতীর্ণা সাক্ষাৎ মায়ালক্ষ্মীর ন্যায় রূপ ধারণ করিয়া, শর্ম্মিষ্ঠা যেমন নহুষকে মোহিত করিয়াছিল, সেইরূপ ইহাকেও মোহিত ও উন্মত্ত করিব।

রাক্ষসী এইরূপ স্থির করিয়া মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিল; এবং নিকটে উপস্থিত হইয়া স্ত্রীজন-সুলভ হাব-ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক সস্মিত বদনে মহাবাহু রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, সৌম্য! তুমি কে? দেখিতেছি, তোমার তাপস-বেশ, অথচ তুমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিতেছ; পত্নীও তোমার সমভিব্যাহারে আছে। তুমি কে? এবং কি নিমিত্তই বা তুমি রাক্ষসাকীর্ণ এই দুর্গম প্রদেশে আগমন করিয়াছ! এই স্থানের অনতিদূরে ভীম-বিক্রম মহাবল মহাসুর রাক্ষস সকল বাস করে; তাহারা অতিক্রূর-স্বভাব; তাহারা জন-স্থান-বাসী ঋষিদিগকে নিয়ত সংহার করিয়া থাকে; লোচনানন্দ! এই নিমিত্তই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি দেবকল্প হইয়াও কি জন্য এরূপ ভীষণ স্থানে আগমন করিয়াছ! আমি বিবেচনা করি, গোদাবরী-তীরনিবাসী হুতাশন-কল্প ঋষিগণ তোমারই বাহুবল আশ্রয় করিয়া এই দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেছে।

রামের মন অতিসরল; তিনি রাক্ষসীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন;—তিনি বলিলেন, আমি ভূমণ্ডল-বিখ্যাত পরম-ধার্ম্মিক মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র; আমার নাম রাম; ইহাঁর নাম সীতা, ইনি আমার ধর্ম্মপত্নী; আর ঐ আমার ভ্রাতা, উহাঁর নাম লক্ষ্মণ। ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য; ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই আমি, ভ্রাতা ও ভার্য্যা সমভিব্যাহারে পিতা ও মাতার আদেশক্রমে বনে বাসার্থ আগমন করিয়াছি। ভীরু! এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করি, তুমি কে? দেখিতেছি, তুমি যুবতী, রূপবতী, সুলক্ষণা এবং সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী। তুমি কি নিমিত্ত এই ঘোরতর দণ্ডকারণ্য-মধ্যে বিচরণ করিতেছ? আমি জানিতে অভিলাষ করি, তুমি কে, কাহার কন্যা এবং কি জন্যই বা একাকিনী নির্ভয়ে এই অতিভীষণ বনমধ্যে বিচরণ করিতেছ।

রাক্ষসী রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মদ-বিহ্বলা হইয়া উত্তর করিল, রাম! বলিতেছি, শ্রবণ কর; তোমার ভ্রাতাও শ্রবণ করুন। আমি রাক্ষসী, আমি ইচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে পারি; আমার নাম শূর্পণখা; সর্ব্বপ্রাণীর ভয়োৎপাদন এবং পবিত্র তীর্থ ও আশ্রম স্থান সকল উৎসাদন পূর্ব্বক আমি একাকিনী এই দণ্ডকারণ্য-মধ্যেই বিচরণ করিয়া থাকি। প্রবল-প্রতাপ রাক্ষসেশ্বর রাবণ আমার ভ্রাতা; বিভীষণ নামে আমার আর এক ভ্রাতা আছেন বটে, কিন্তু তিনি নিতান্ত ধার্ম্মিক; রাক্ষসের ন্যায় তাঁহার আচরণ দেখিতে পাই না। আমার আর এক ভ্রাতার নাম কুম্ভকর্ণ; তিনি মহাবলশালী; কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল নিদ্রাতেই অতিবাহিত করেন। খর ও দূষণ নামে আমার আরও দুই ভ্রাতা আছে; তাহাদিগের বলবীর্য্যও সর্ব্বত্র বিখ্যাত। রাম! এই আমার আত্ম-পরিচয় দিলাম। প্রিয়দর্শন! এক্ষণে তোমাকে দর্শন করিয়া আমি পঞ্চশর-শরে একান্ত জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছি, এবং সেই জন্যই তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া—তাঁহাদের নাম

অপমানের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াই অনুরাগ-বশত তোমাকেই স্বামিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। রাম! আমি তোমাকে পতি-রূপে ভজনা করিতেছি, তুমি আমাকে ভজনা কর; সীতাকে লইয়া কি করিবে? এই সীতা কদর্য্য-রূপা এবং বিকৃতাকৃতি। তুমি যেরূপ সুপুরুষ, তাহাতে সীতা কোন ক্রমেই তোমার যোগ্যা নহে; আমিই তোমার অনুরূপ-রূপ-গুণ-সম্পন্না ভার্য্যা। দেখ, আমার কেমন দিব্য রূপ! আমি কেমন দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়াছি! আমার মূর্ত্তি কেমন মনোহারিণী! ঊরু ও নয়ন কেমন মনোহর! পয়োধর এবং নিতম্ব কেমন পীনোন্নত! কান্ত! আমি, এই কুরূপা অসতী মানুষীকে এবং তোমার এই অল্পায়ু সহচর ভ্রাতাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলি; তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া আমার সহিত বিবিধ মনোরম পর্ব্বত-শৃঙ্গ ও মনোহর বনস্থলীসমূহ সন্দর্শন পূর্ব্বক সমস্ত দণ্ডকারণ্যে যথেচ্ছ বিচরণ কর।

রাক্ষসীর এইরূপ অতি-নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্য বিশারদ মহাবাহু রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পরিহাস করিবার অভিপ্রায়ে শূর্পণখাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুর্বিংশ সর্গ।

শূর্পণখা-বিরূপণ।

শূর্পণখা কাম-শরে নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়াছে দেখিয়া রামচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া যুক্তিসঙ্গত মধুর বাক্যে কহিলেন, ভদ্রে! এই দেখ, আমি বিবাহ করিয়াছি; ইনি আমার ভার্য্যা; আমি ইহাঁকে অত্যন্ত ভালও বাসি; তোমার মত নারী কখনও সপত্নী সহ্য করিতে পারে না। পরন্তু আমার ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ যুবা, বীর্য্যশালী এবং সুশীল; দেখিতেও অতি সুশ্রী এবং প্রিয়দর্শন; ইহাঁর বিবাহও হয় নাই; ইনি ভার্য্যালাভের জন্য অভিলাষীও আছেন; ইনিই তোমার অপরূপ রূপের অনুরূপ স্বামী হইবেন। অতএব বিশালাক্ষি! সূর্য্যপ্রভা যেমন সুমেরুকে সেবন করে, তুমিও তেমনি আমার এই ভ্রাতাকেই স্বামিভাবে ভজনা কর; ইহা হইলেই তোমাকে সপত্নী-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

কামরূপিণী রাক্ষসী রামচন্দ্রের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইল, এবং কহিল, মানদ! আমিই তোমার অনুরূপ উপযুক্ত ভার্য্যা; তুমি যদি আমাকে ভজনা কর; তাহা হইলে তুমি আমার সমভিব্যাহারে দণ্ডকারণ্য-মধ্যে সুখে বিচরণ করিতে পারিবে।

শূর্পণখা এইরূপ কহিলে বাক্য-কোবিদ সুমিত্রা-নন্দন তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, ভাবিনি! আমার এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার প্রভু; আমি ইহাঁর দাস; তুমি দাসের ভার্য্যা হইয়া দাসী হইতে ইচ্ছা করিতেছ কেন? বিশালাক্ষি! আমার জ্যেষ্ঠ স্বাধীন; অতএব

তুমি তাঁহারই ভার্য্যা হও; তাহা হইলেই তোমার সমুদায় মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে; তুমি পরমানন্দে কালযাপন করিতে পারিবে। তোমাকে পাইলে তিনি কুরূপা কুশ্রী বিকৃতোদরী বৃদ্ধা অসতী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই ভজনা করিবেন। বিলাসিনি! তোমার এই অপূর্ব্ব অপরূপ রূপ অগ্রাহ্য করিয়া কোন্ সহৃদয়ের হৃদয় ঐ প্রকার মনুষ্য-রমণীতে সমাসক্ত হয়!

কাম-বিমোহিতা নির্ণতোদরী ভীষণাকৃতি ক্রূর-স্বভাবা পরিহাসানভিজ্ঞা অদক্ষিণা শূর্পণখা লক্ষ্মণের সেই পরিহাস বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যই মনে করিল; এবং সীতাসহচর মহাদ্যুতি দুর্দ্ধর্ষ রামচন্দ্রের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, রাম! তোমাকেই প্রথম দর্শন করিয়া আমি মদন-বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছি; আমি তোমাকেই কামনা করি; তোমাতেই আমার মন আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে; অতএব আর বৃথা বিলম্ব করিও না; আমার স্বামী হও। এই সীতাকে লইয়া কি করিবে? সীতা অসতী, কুরূপা, কুশ্রী, ভীষণাকৃতি, বিকৃতোদরী এবং বৃদ্ধা; কি আশ্চর্য্য! তথাপি তুমি ইহাতে অনুরক্ত হইয়া আমাকে অগ্রাহ্য করিতেছ? এই দেখ, আজি তোমার সমক্ষেই আমি ইহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলি; তাহার পর সপত্নী-শূন্যা হইয়া মনোমত সুখে নিরুদ্বেগে তোমার সহিত বিহার করিব।

মহতী উল্কা যেমন রোহিণীর প্রতি ধাবিত হয়, অলাত-লোচনা রাক্ষসীও সেইরূপ ঐ কথা কহিয়াই মৃগশাব-নয়না জানকীর প্রতি ধাবমানা হইল। তখন মহাবল রামচন্দ্র রাক্ষসীকে মৃত্যু-পাশের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সবলে নিবারণ পূর্ব্বক ক্রোধপূর্ণ-বচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! এরূপ ক্রূর এবং অতিদুষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিত পরিহাস করা কখনই কর্ত্তব্য নহে; দেখ, সৌভাগ্যক্রমেই অদ্য জানকীর জীবন রক্ষা হইয়াছে। পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি শীঘ্রই এই কুরূপা, দুশ্চারিত্রা, অতিমত্তা, প্রকাণ্ডোদরী রাক্ষসীকে নিবর্ত্তিত কর।

রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র লক্ষ্মণ ক্রোধভরে তাঁহার সমক্ষেই শূর্পণখাকে নিগৃহীত করিয়া খড়্গ দ্বারা তাহার কর্ণ ও নাসা ছেদন করিয়া দিলেন।

ছিন্ন-কর্ণ-নাসা করাল-দর্শনা শূর্পণখা বিকট চীৎকার করিতে করিতে, যে পথে আগমন করিয়াছিল সেই পথ দিয়াই, দুর্গম বনমধ্যে ধাবিত হইল। প্রভূততর-রুধির-ক্ষরণে তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হইয়া গেল। বিরূপাকৃতি অতি-ভীষণ-দর্শনা ভীমরাবিণী নিশাচরী, বর্ষা-কালীন মেঘের ন্যায় বিবিধ-প্রকার ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল, এবং এইরূপে সে বাহুদ্বয় উৎক্ষেপ পূর্ব্বক ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে নিবিড় বন-মধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর বিরূপিতা সেই রাক্ষসী জনস্থানোপবিষ্ট রাক্ষসগণ-পরিবেষ্টিত উগ্রতেজা ভ্রাতা খরের নিকট উপস্থিত হইয়াই আকাশচ্যুত অশনির ন্যায়, ভূমিতলে নিপতিত হইল।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

রাক্ষস-প্রয়াণ।

ভগিনী শূর্পণখাকে তাদৃশ বিরূপিত ও রুধিরাক্ত কলেবরে নিপতিত দেখিয়া রাক্ষস-রাজ খর, ক্রোধসংরক্ত নয়নে কহিল, ভগিনি! গাত্রোত্থান কর; মোহ এবং সংভ্রম পরিত্যাগ কর। কে তোমায় এরূপ বিরূপ করিল, স্পষ্ট করিয়া বল। কোন্ ব্যক্তি ক্রীড়াচ্ছলে সম্মুখ-শয়ান নিরপরাধ দন্তবিষ কৃষ্ণসর্পকে অঙ্গুলি দ্বারা নিপীড়িত করিল! আজি যে দুরাচার তোমাকে পাইয়া কালকূট পান করিয়াছে, সে অজ্ঞানবশত জানিতে পারিতেছে না যে, সে স্বয়ং কণ্ঠে কালপাশ বন্ধন করিয়াছে! তুমি বলবতী ও বিক্রমশালিনী, সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় পৃথিবীতলে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাক; কে তোমার এরূপ দুর্দ্দশা করিল! ভগিনি! দেব, গন্ধর্ব্ব, ভূত বা মহাত্মা মুনি-গণের মধ্যে এরূপ মহাবীর্য্যশালী কোন্ ব্যক্তি আছে যে, আজি তোমায় এই প্রকার বিরূপ করিতে সাহসী হইল! একমাত্র সহস্র-লোচন পাক-শাসন মহেন্দ্র ব্যতিরেকে আমি আর এমন কোন ব্যক্তিকেই দেখিতেছি না যে, আমার অনিষ্ট করিতে পারে! সূর্য্য যেমন কিরণ-জাল দ্বারা সরোবর হইতে অল্পে অল্পে সলিল আকর্ষণ করেন, আমিও তেমনি আজি জীবিতান্তকর শর-সঙ্ঘ দ্বারা কাহার প্রাণ হরণ করিব? আজি আমি শর দ্বারা কোন্ ব্যক্তির মর্ম্ম-স্থান ছেদন পূর্ব্বক সংহার করিলে মেদিনী তাহার প্রভূত সফেন শোণিত পান করিবে? অদ্য ক্রব্যাদ ও শকুনি সকল, যুদ্ধে নিহত কোন্ ব্যক্তির দেহ হইতে মাংস উৎপাটন করিয়া পরমানন্দে আহার করিবে? মহাযুদ্ধে আমি যাহাকে আক্রমণ করিব, সে নিশ্চয়ই একান্ত-কাতর ও শোচনীয় অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িবে; তখন কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি দানব, কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি সংজ্ঞা লাভ করিয়া আমাকে বল, কোন্ দুঃসাহসী দুর্বিনীত দুরা-চার তোমার মুখ এরূপ বিরূপ করিয়া দিয়াছে?

ভ্রাতা খর ক্রুদ্ধ হইয়া এই প্রকার কহিলে শূর্পণখা বাষ্পগদ্গদ স্বরে উত্তর করিল, রাবণানুজ! দেখিলাম, দুই জন বলবান যুবাপুরুষ তোমার এই বন আক্রমণ করিয়া আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতেছে। তাহারা তরুণবয়স্ক, গন্ধর্ব্বরাজ সদৃশ রূপবান, সুকুমার এবং মহাবলশালী; তাহারা চীর ও কৃষ্ণাজিন পরিধান করিয়া আছে; তাহা-দিগের লোচন-যুগল পদ্মপলাশ-সদৃশ বিশাল; দেখিলাম, তাহাদিগের দেহে রাজলক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতেছে; তাহারা দেবতা কি মানুষ তাহা আমি অসন্দিগ্ধ রূপে নিরূ-পণ করিতে পারি নাই। তাহারা গর্ব্বিত, বীর ও মনস্বী; বোধ হয়, রাজপুত্রই হইতে পারে। তাহাদিগের তাপস-বেশ, কিন্তু হস্তে শরাসন আছে; তাহারা সিংহ-বিক্রমে পাদ-ক্ষেপ করে।

আমি, সেই দুই পুরুষের মধ্যে এক রূপবতী সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা সুমধ্যমা যুবতী নারীকে দর্শন করিয়া, তাহাকে এবং ঐ দুই পুরুষকেও বল পূর্ব্বক ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলাম; তাহাতেই তাহারা অনাথার ন্যায় আমার এই দশা করিয়াছে! হায়! তাহারা যখন যুদ্ধে আকর্ষণ করিয়া আমার এই দশা করে, তখন আমি কতই ক্রন্দন—কতই আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক ছটফট করিয়াছি! ভ্রাত! তুমি আমার রক্ষক; দেখ, তাহারা আমার রূপের কি হানিই করিয়াছে!—কতদূর অপমান করিয়াছে! নিশাচর! এক্ষণে তোমার অনুগ্রহে, রণস্থলে ঐ সুকোমলাঙ্গী কামিনীর এবং ঐ দুই সুকোমলাঙ্গ পুরুষের সফেন উষ্ণ শোণিত পান করিব, এই আমার বাসনা। মহাবীর! তোমাকে আমার এই বাসনা পূর্ণ করিতেই হইবে, আমি যুদ্ধে ঐ ললনার ও ঐ দুই পুরুষের রুধির পান করিব।

শূর্পণখার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক খরকর্ম্মা খর ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ-কালান্তক-সদৃশ চতুর্দ্দশ রাক্ষসকে আজ্ঞা করিল, বীরগণ! দুই জন চীর-কৃষ্ণাজিন-বাসা অস্ত্রধারী মনুষ্য, প্রমদা সমভিব্যাহারে আমাদের এই ঘোরতর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তোমরা গিয়া এইক্ষণেই সেই প্রমদাকে এবং সেই দুই দুর্ব্বৃত্ত দুরাচারকে সংহার করিয়া আইস; আমার এই ভগিনী, তাহাদিগের উষ্ণ শোণিত পান করিতে অভিলাষিণী হইয়াছেন। রাক্ষসগণ! তোমরা বীর পরাক্রমে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া, অবিলম্বে আমার ভগিনীর প্রিয় মনোরথ পরিপূর্ণ কর। তোমরা সমরে সেই দুই ভ্রাতাকে সংহার করিয়াছ দর্শন করিলেই, ইনি পরমপ্রীতা ও পরিতুষ্টা হইয়া তাহাদের ভরল শোণিত পান করিবেন।

এই প্রকার আজ্ঞা পাইবামাত্র রাক্ষসগণ হস্তে শূল লইয়া শূর্পণখার সমভিব্যাহারে বায়ু-চালিত মেঘের ন্যায়, রামচন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

এইরূপে সংগ্রাম-বিশারদ রাক্ষসগণ, খরের আজ্ঞানুসারে রামচন্দ্রকে সমরে সংহার করিবার নিমিত্ত উদ্‌যোগী হইয়া, সংগ্রামে কৃতোদ্যম দানবেন্দ্রগণের ন্যায়, সকাননা মেদিনী কম্পিত করিয়া গমন করিতে লাগিল।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

প্রহিত-রাক্ষস-বধ।

অনন্তর ঘোর-দর্শনা শূর্পণখা রামচন্দ্রের আশ্রম-সমীপে উপস্থিত হইয়া দূর হইতেই রাক্ষসদিগকে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেখাইয়া দিল। রাক্ষসেরা দেখিল, মহাবল রামচন্দ্র ধীমান লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে পর্ণশালা-মধ্যে উপবিষ্ট আছেন।

এদিকে রঘুনন্দন রামচন্দ্রও সেই ক্রূর-দর্শন রাক্ষসদিগকে এবং সেই ঘোররূপা বিকট-দর্শনা রাক্ষসীকে দর্শন করিয়াই দীপ্ততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! তুমি

মুহূর্ত্তকাল বৈদেহীর রক্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত হও; আমি ক্ষণকালের মধ্যেই সংগ্রামে ঐ সকল ভীষণ রাক্ষসকে সংহার করিতেছি।

অমিত-তেজা রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ 'যে আজ্ঞা বলিয়া' সীতার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রও সুবর্ণ-বিমণ্ডিত সুবৃহৎ শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া রণভূমিতে অবতীর্ণ রাক্ষসগণকে কহিলেন, রাক্ষসগণ! আমরা দুই ভ্রাতা মহারাজ দশরথের পুত্র; আমাদিগের নাম রাম ও লক্ষ্মণ; আমরা পিতৃ-সত্য-পালনার্থ সীতা সমভিব্যাহারে এই দুশ্চর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। আমরা ফলমূল ভক্ষণ, আত্ম-সংযমন এবং ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক তাপসভাবে দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেছি; তথাপি তোমরা আমাদিগকে কি নিমিত্ত আক্রমণ করিতে আসিয়াছ। অথবা, ইতিপূর্ব্বে তোমরা যে সকল কঠোর-ব্রতাচারী ঋষিদিগের উপর উৎপীড়ন করিয়াছিলে, তাঁহাদিগের নিয়োগ-ক্রমেই আমরা এই ঘোরতর দুর্গম দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে তোমরা ঐ স্থান হইতেই নিবৃত্ত হও; আর এক পাও অগ্রসর হইও না; নিশাচরগণ! যদি জীবনের প্রত্যাশা থাকে, তাহা হইলে ঐ স্থান হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হও।

রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ চতুর্দ্দশ রাক্ষস নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; ক্রোধভরে তাহাদিগের লোচন জবা-কুসুমের ন্যায় লোহিতবর্ণ হইল। তাহারা স্বভাবতই পরুষভাষী ও উদ্ধত-স্বভাব; তাহারা শূল ও পট্টিশ উদ্যত করিয়া মধুরভাষী অবিসহ্য-পরাক্রম লোহিতান্ত-লোচন রামচন্দ্রকে কহিল, দুরাচার! তুই সম্প্রতি আমাদিগের অধিপতি সুমহাত্মা খরের ক্রোধোৎপাদন করিয়াছিস্; অতএব এইক্ষণেই তোকে আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। তুই একাকী, আমরা অনেক; আমাদের সহিত তোর যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, রণস্থলে আমাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেই সমর্থ হইবি না। আমাদিগের বাহু-ক্ষিপ্ত শূল, পট্টিশ ও মুদ্গর-নিকর দ্বারা তুই এখনি আহত ও হতচেতন হইয়া প্রাণ, বীর্য্য, এবং ঐ সুদৃশ্য সশর-শরাসন পরিত্যাগ করিবি।

চতুর্দ্দশ রাক্ষস এই কথা বলিয়াই নিতান্ত ক্রোধভরে অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া রামচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইল, এবং নিকটে উপস্থিত হইয়াই তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শূল, পট্টিশ ও মুদ্গর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। নির্ভীকচেতা লঘুবিক্রম রামচন্দ্র, ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধস্থলে চতুর্দ্দশ বাণ দ্বারা এককালে চতুর্দ্দশ রাক্ষসের চতুর্দ্দশ অস্ত্র ছেদন করিয়া তৎক্ষণাৎ অপর চতুর্দ্দশ বাণ গ্রহণ করিলেন, এবং নিমেষ-মধ্যেই বজ্রকল্প ঐ চতুর্দ্দশ বাণ শরাসনে সন্ধান পূর্ব্বক রাক্ষসদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। সুবর্ণপুঙ্খ, সুবর্ণখচিত, ঐ সকল বাণ আকাশপথে উত্থিত হইয়া মহোল্কার ন্যায় দেদীপ্যমান হইতে লাগিল, এবং পন্নগণেই সর্পগণ যেমন বল্মীক-মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ মহাবেগে চতুর্দ্দশ রাক্ষসের দেহ ভেদ করিয়া, ভূতলে প্রবিষ্ট হইল।

মহাকায় চতুর্দ্দশ রাক্ষস সংগ্রামে এইরূপে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরাজিত, এবং শর-নির্ভিন্ন-হৃদয়, শোণিতাক্ত-কলেবর ও গতপ্রাণ হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় সকলেই ভূমিতলে নিপতিত হইল। এদিকে স্বর্ণ-খচিত সুবর্ণ-পুঙ্খ সমুজ্জ্বল বাণ-সকলও রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার তূণীর মধ্যে প্রত্যাগমন করিল।

ক্রোধ-মূর্চ্ছিতা রাক্ষসী শূর্পণখা রাক্ষসদিগকে নিহত ও ভূমি-পতিত দেখিয়া ভীত হইয়া পুনর্ব্বার ঘোরতর চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ধাবিত হইয়া মহাবেগে মহাবল ভ্রাতা খরের নিকট গমন করিল।

এইরূপে, কিঞ্চিৎ-সংশুষ্ক-শোণিতা বিকট-দর্শনা রাক্ষসী শূর্পণখা, মহাবেগে খরের সমীপে উপস্থিত হইয়াই, সনির্যাসা শল্লকীর ন্যায়, পুনর্ব্বার কাতরভাবে ভূমিতলে নিপতিতা হইল।

সপ্তবিংশ সর্গ।

খরোদ্দীপন।

অনর্থাপাত-মূল শূর্পণখাকে পুনর্ব্বার ভূপতিতা ও রোরুদ্যমানা দেখিয়া রাক্ষস খর ক্রোধভরে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, ভদ্রে! যখন তোমার বাক্যানুসারে তোমার প্রিয়কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত আমি বলদর্পিত নর-মাংস-ভক্ষণ-লোলুপ মহাবীর চতুর্দ্দশ রাক্ষসকে প্রেরণ করিয়াছি; তখন তুমি আবার রোদন করিতেছ কেন? ঐ রাক্ষসগণ আমার ভক্ত ও অনুরক্ত; তাহারা নিয়তই আমার হিত চেষ্টা করিয়া থাকে; তাহারা যে প্রাণের ভয়ে আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে না, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। ভগিনি! অতএব, কি জন্য তুমি পুনর্ব্বার আগমন করিলে বল; আমি যখন তোমার সহায় রহিয়াছি, তখন কি কারণেই বা তুমি অনাথার ন্যায় বাষ্প-কলুষিত লোচনে বিলাপ করিতেছ? উঠ, এরূপ অবস্থায় অবস্থান করিবার প্রয়োজন নাই; মনঃক্ষোভ দূর কর; কাতর হইও না।

শোক-কাতরা শূর্পণখা রাক্ষসপতি খরের এতাদৃশ সান্ত্বনা বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্রু-মার্জ্জন পূর্ব্বক কহিল, ভ্রাত! তুমি যে শূল-ধারী শূর রাক্ষসদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলে, রাম একাকীই শরাগ্নি দ্বারা তাহাদিগের সকলকেই দগ্ধ করিয়াছে। ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় তাহাদিগকে নিপতিত, এবং রামের সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত ত্রাস হইয়াছে। রাক্ষসরাজ! সেই জন্য আমি ভীতা, বিষণ্ণা এবং নিতান্ত উদ্বিগ্না হইয়া পুনর্ব্বার তোমার শরণাগত হইয়াছি; বলিতে কি, আমি এক্ষণে ভয়ে চতুর্দ্দিকই যেন রামময় দেখিতেছি! ভ্রাত! আমি এক্ষণে বিষাদরূপ-নক্র-সমাকীর্ণ পরিত্রাস-রূপ-তরঙ্গাকুল দুষ্পার শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; তুমি আমাকে কি নিমিত্ত উদ্ধার করিতেছ না!

রাক্ষসাধিপতে! যদি তুমি আমার [illegible] শত্রু রামকে সমরে সংহার না কর, তাহা

হইলে আমি তোমার সমক্ষেই এখনই এই জীবন পরিত্যাগ করিব। যদি আমার প্রতি এবং যে সকল রাক্ষস রণস্থলে রামের নিশিত শর-নিকরে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি তোমার স্নেহ থাকে, তাহা হইলে এখনই ইহার প্রতিবিধান কর। যদি তোমার পূর্ব্বের ন্যায় তেজ থাকে, তাহা হইলে তুমি এখনই দণ্ডকারণ্য-নিবাসী সেই রাক্ষস-কুল-কণ্টক সমূলে উন্মূলন কর। তোমাকে যে অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল, রাম তাহা হরণ করিয়াছে; এক্ষণে তুমি আর এই স্থানে কিরূপে বাস করিতে পারিবে? তুমি ক্ষুদ্র-প্রাণী, হীনবল এবং অল্পবীর্য্য; সুতরাং সবান্ধবে জনস্থান পরিত্যাগ করিয়া সত্বর প্রস্থান কর; এক্ষণে রাম হইতে তোমার ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি অসাবধান, অল্প-বীর্য্য, অল্পপ্রাণ এবং অল্প-পরাক্রম; সুতরাং রামের তেজে পরাভূত হইয়া তোমাকে অবিলম্বেই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

দশরথাত্মজ রাম তেজস্বী এবং বীর্য্যশালী; লক্ষ্মণ নামে তাহার ভ্রাতাও বীর্য্যবান; সেই আমাকে এরূপ বিরূপ করিয়াছে; অতএব দেখিতেছি, তুমি অস্ত্র ধারণ করিয়া মুহূর্ত্ত-মাত্রও রামের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ নহ। তুমি বীর বলিয়া অভিমান করিয়া থাক; কিন্তু বাস্তবিক তোমার কিছুমাত্র তেজ নাই, বীর্য্যও নাই; তুমি বৃথা বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাক। কি আশ্চর্য্য! তুমি দুইটা মানুষ রাম-লক্ষ্মণকেও বিনাশ করিতে পারিতেছ না। নিশাচর! যদি যথার্থই তোমার তেজ এবং শক্তি থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে দণ্ডকারণ্য-নিবাসী এই রাক্ষসকুল-কণ্টক উদ্ধার কর। বীরম্মন্য! আমার এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া তোমার লজ্জা হইতেছে না! যদি অদ্যই তুমি আমার পরম শত্রু রামকে সংহার না কর; তাহা হইলে এখনি আমি তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব।

ভ্রাত! লঙ্কেশ্বর মহাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ জানেন যে, রাক্ষসদিগের মধ্যে তুমি এক জন গণনীয় বীর, তেজস্বী এবং অভিমানী। তোমার সেই দুর্বিবহ প্রতাপ, সেই মনস্বিতা, সেই বল, সেই ধৈর্য্য, সেই পরাক্রম, সেই সমর-প্রীতি, সেই বৈরনির্যাতন এবং সেই যশো-লালসা এক্ষণে কোথায় গেল!

বিপুলোদরী রাক্ষসী শূর্পণখা ভ্রাতার সমীপে এই প্রকার বহুবিধ বিলাপ করিয়া শোকে একান্ত-কাতর ও দুঃখিত হইয়া দুই করে উদর তাড়ন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

খর-নির্বাণ।

খরতর-পরাক্রম খর রাক্ষসগণের সমক্ষেই শূর্পণখা কর্ত্তৃক এইরূপে ধর্ষিত, তিরস্কৃত ও উত্তেজিত হইয়া খরতর বচনে কহিল, ভগিনি! বেলা-ভূমি যেমন অতিস্ফীত মহাসমুদ্রের আগম-জলকে নিবারণ করিতে পারে না, সেইরূপ আমিও তোমার অপমান-জনিত অতুল্য মহা-

ক্রোধ সংবরণ করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হইতেছি না। রাম মানুষ, এবং স্বল্পবীর্য্য; আমি তাহাকে গণনাই করি না। সে আত্মকৃত দুষ্কর্ম্ম নিবন্ধন অদ্য অবিলম্বেই সংগ্রামে নিহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। ভগিনি! তুমি বাষ্পবারি সংবরণ এবং মনঃক্ষোভ নিবারণ কর। আমি অবিলম্বেই রামকে ও তাহার ভ্রাতাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। তুমি এখনই, গদাভিহত গতপ্রাণ ভূতল-নিপতিত রামের উষ্ণ শোণিত পান করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। আমি বাণ দ্বারা তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গই পৃথক পৃথক ছেদন করিব; তুমি ঐ সকল আনয়ন পূর্ব্বক এক এক খানি করিয়া মহানন্দে ভক্ষণ করিবে; এবং ভ্রাতার সহিত রাম নিহত হইলে পাচকেরা সীতার সুস্নিগ্ধ কোমল মাংস রন্ধন করিয়া দিবে, তুমি তাহা মনের সুখে পরমানন্দে আহার করিবে।

খরের মুখে ঈদৃশ মনোমত হৃদয়ঙ্গম বাক্য শ্রবণ করিয়া শূর্পণখা প্রহৃষ্ট হৃদয়ে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ভ্রাতাকে পুনঃপুন প্রশংসা করিতে লাগিল; এবং কহিল, রাক্ষসেশ্বর! পরম সৌভাগ্য যে, এখন তোমার শত্রুবধার্থ পরাক্রম-সহকৃতা সমর-প্রবৃত্তি উপস্থিত হইল। মহাবীর! সৌভাগ্যক্রমেই শত্রু-সংহার-বিষয়ে তুমি মনোনিবেশ করিলে। বলবীর্য্যে ও পরাক্রমে তুমি লঙ্কেশ্বর রাবণ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহ। মহাবাহো! ভীম-পরাক্রম রাক্ষসগণ তোমার বাহুবলেই সুরক্ষিত হইয়া জন-স্থান-মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ ও বিহার করিতেছে। পূর্ব্বে ত্রৈলোক্য-বিজয় সময়ে তুমি রাবণের সমভিব্যাহারে যুদ্ধে দৈত্য, দানব ও নাগদিগকে পরাজয় করিয়াছিলে। রাক্ষসরাজ রাবণ তোমার হস্তেই জনস্থানের রক্ষাভার সমর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া লঙ্কায় আত্মীয় স্বজনের সহিত নিদ্রা যাইতেছেন। মহাবীর! তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া যখন রণভূমিতে অবতীর্ণ হও, তখন তোমার মুখ দর্শন করিয়া সকল প্রাণীই ভয়ে ব্যাকুল হইয়া দশদিকে পলায়ন করে। ভীমবিক্রম ঘোর-দর্শন রাক্ষসদিগকে সঙ্গে লইবার কথা দূরে থাকুক, তুমি একাকীই অল্লায়ু রামকে অনায়াসেই সংহার করিতে পার। অতএব আর বিলম্ব করিও না; সেই দুরাত্মা রামকে বধ করিবার জন্য তুমি অবিলম্বেই বহির্গত হও; আমি রণ-স্থলে তাহার শোণিত পান করিতে ইচ্ছা করি।

রাক্ষস খর, শূর্পণখার মুখে ঈদৃশ শ্রুতি-মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী দূষণ নামক সেনাপতিকে কহিল, সৌম্য! তুমি, আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী, প্রভূত-বেগ-শালী, সমরে অপরাঙ্মুখ, নীলজীমূতবর্ণ, ঘোর-দর্শন, ক্রূর-কর্ম্মা; লোক-হিংসা-বিহারী, বিবিধ-অস্ত্র-শস্ত্র-ধারী, মুনি-হিংসা-নিরত, বলিষ্ঠ, কামরূপী, সিংহ-দর্প, দুঃসহ, মহাতেজস্বী, বজ্র-প্রতিম-বেগশালী, জনস্থান-নিবাসী, উদ্ধত-স্বভাব, চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে যুদ্ধার্থ শীঘ্র সজ্জিত হইতে বল; এবং সত্বর আমার রথও আনয়ন কর। আমার মহাধনু, প্রকাণ্ড দিব্য শক্তি, [illegible] বর্ণ খড়্গ, লৌহময়ী দিব্য গদা, [illegible]

শতঘ্নী, সুতীক্ষ্ণ কুঠার, ভীম-দর্শন নারাচ, শাণিতাগ্র ভিন্দিপাল; পাষাণ, বৃহৎ উপল, প্রাস, পাশ, পরশু, কুম্ভ, কুণপ, ত্রিকণ্টক, ভুশুণ্ডী, লৌহময় মুষল, পরিঘ, তোমর, মুদ্গর, কূট মুদ্গর, বিচিত্র তনুত্রাণ, কবচ, জালিক, এবং অন্যান্য যে কিছু প্রধান প্রধান দিব্য অস্ত্রশস্ত্র আছে, তুমি কোন খানিই পরিত্যাগ না করিয়া সমস্তই রথোপরি স্থাপন কর। দুর্ব্বিনীত রণাকাঙ্ক্ষী রামকে বিনাশ করিবার জন্য আমি স্বয়ংই সৈন্যদিগের নেতা হইয়া যাইতে ইচ্ছা করি।

খরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দূষণ অবিলম্বেই মহাবল-অত্যুৎকৃষ্ট-জাতীয়-অশ্ব-যোজিত মহারথ আনয়ন করিল; এবং কহিল, মহাবীর! রথ প্রস্তুত। তখন খর, সেই মেরু-শিখরাকার, তপ্ত-কাঞ্চন-ভূষণ, সুবর্ণ-চক্র-সম্পন্ন, বৈদূর্য্যমণিময়-কূবর-বিশিষ্ট, নানা রত্নে খচিত, কামগামী, গগন-সদৃশ-সমুন্নত, কাঞ্চনময় কৃত্রিম মৎস্য পুষ্প বৃক্ষ পর্ব্বত চন্দ্র ও সূর্য্য এবং রজতময় বিবিধ পক্ষী ও তারকা দ্বারা বিচিত্রিত, ধ্বজদণ্ডোপশোভিত, অস্ত্র-শস্ত্রে পরিপূর্ণ, শতশত-কিঙ্কিণী-মণ্ডিত, সদশ্ব-যুক্ত, সুপ্রশস্ত রথে ক্রোধভরে আরোহণ করিল। ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ তাহাকে রথারূঢ় দর্শন করিয়া তাহার এবং মহাবল দূষণের চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। রথারূঢ় রাক্ষসরাজ খর বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও ধ্বজ সমাকীর্ণ সেই মহারাক্ষস সৈন্য দর্শন পূর্ব্বক প্রহৃষ্ট বদনে আজ্ঞা করিল, 'যাত্রা কর'।

অনন্তর শক্তি-শূল-গদাধারী সেই ঘোরতর ভীষণ রাক্ষস-সৈন্য মহাসাগরের ন্যায় ভীষণ কোলাহল করিতে করিতে জনস্থান হইতে বহির্গত হইল। খরের বশবর্ত্তী ভীষণ দর্শন করাল-মূর্ত্তি চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসদিগের মধ্যে কেহ কেহ মুদ্গর, কেহ কেহ শক্তি, কেহ কেহ খড়্গ, কেহ কেহ সুতীক্ষ্ণ কুঠার, কেহ কেহ শূল, কেহ কেহ পট্টিশ, কেহ কেহ পরিঘ, কেহ কেহ অসি, কেহ কেহ ধনু, কেহ কেহ গদা, কেহ কেহ মুষল, এবং কেহ কেহ বা চক্র ধারণ করিয়া জনস্থান হইতে যাত্রা করিল।

ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ যাত্রা করিতেছে দেখিয়া বল-দর্পিত খরও সত্বর স্বরথারোহণে বহির্গত হইল। সারথি খরের অভিপ্রায় বুঝিয়া তপ্তকাঞ্চন-ভূষিত মহাবল অশ্বদিগকে চালনা করিল। রিপুঘাতী খরের রথ যে সময় বহির্গত হয়, সে সময় তাহার শব্দে দিগ্‌বিদিক পরিপূরিত হইয়া উঠিল।

শত্রু-সংহারাভিলাষী প্রবর্দ্ধিত অতি-কুপিত কৃতান্ত-কালান্তক-সদৃশ খরস্বরী খর, 'বেগে গমন কর—বেগে গমন কর' বলিয়া মহাবল সারথিকে বারংবার উত্তেজনা করিতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

(উৎপাত-দর্শন।)

খর-বিক্রম খর জয়াভিলাষে যাত্রা করিতেছে, এমত সময় সহসা আকাশে মহামেঘ

আবির্ভূত হইয়া অমঙ্গল-সূচক শোণিতোদক ও শিলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। অশ্বগণ সমতল ক্ষেত্রে সুপরিষ্কৃত প্রশস্ত পথেও বারংবার স্খলন-স্খলিত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। এই সময় এক মহাকায় গৃধ্র তাহার অত্যুন্নত হিরণ্ময়-ধ্বজ-দণ্ডের উপরি পতাকা আক্রমণ পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া শোণিত বমন করিতে থাকিল। দিবাকরের চতুর্দ্দিকে অলাত-চক্রপ্রতিম রক্তপ্রান্ত শ্যামবর্ণ পরিবেশ আবির্ভূত হইল। মাংসভোজী ঘোর-রাবী বিবিধ-প্রকার পশুপক্ষি-সকল জন-স্থানের সন্নিকটে আগমন করিয়া বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। দক্ষিণদিক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; ঐ দিকে মহাঘোর শিবা সকলও অগ্নি বমন পূর্ব্বক ভীষণ রব করিতে আরম্ভ করিল। ভীষণ মেঘ সকল আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ভগ্ন ভেরীর ন্যায় শব্দ এবং মাংস ও শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল। সহসোত্থিত ঘোর অন্ধকারে সমন্তাৎ সমাচ্ছন্ন হইয়া জনস্থান স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইল না। সন্ধ্যা ব্যতীত আকাশ রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। আকাশে কর্কশরাবী পক্ষি-সকল খরের দিকে মুখ করিয়া শব্দ করিতে লাগিল। ভূতলে যুদ্ধে নিয়ত-অমঙ্গল-সূচক, ঘোরদর্শন, অশিব শিবা সকল মুখ দ্বারা জ্বালা উদ্গীরণ করিতে করিতে পালে পালে সৈন্যদিগের সম্মুখীন হইয়া শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। সূর্য্যের সন্নিকটে পরিঘ-সদৃশাকার ধূমকেতু সকল আবির্ভূত হইল। মহাগ্রহ রাহু অমাবস্যা ব্যতীতও সূর্য্যকে গ্রাস করিল। পবন প্রচণ্ড বেগে বহিতে লাগিল। দিবাকর প্রভাহীন হইলেন। দিবাভাগে খদ্যোত-প্রভ-তারা-সমূহ-সমন্বিত চন্দ্রোদয় হইল। পদ্মাকর সরোবরের পদ্মিনী সকল শুষ্ক হইয়া গেল এবং মীন ও জলচর বিহঙ্গম সকল একান্ত নিলীন হইয়া থাকিল। পাদপগণ ফলপুষ্প-বিহীন হইয়া শোভা-শূন্য হইয়া পড়িল। বায়ু বিনা জলধর-সদৃশ ধূসর-বর্ণ ধূলি-পটল উড্ডীন হইল। সারিকা সকল 'চীচীকূচী' শব্দ করিতে লাগিল। উল্কা-সকল ঘোর গর্জ্জন করিয়া নির্ঘাতের সহিত পতিত হইতে থাকিল। পৃথিবী পর্ব্বত ও কাননের সহিত কম্পিত হইতে লাগিল। সেনাপতি রথারূঢ় খর, বিজয়-লিপ্সু হইয়া গর্জ্জন করিতেছিল, তাহার বামবাহু অকস্মাৎ কম্পিত হইতে লাগিল; শর ভঙ্গ হইল; চক্ষু অশ্রুপূর্ণ ও কাতর হইয়া পড়িল; মুখ শুষ্ক হইয়া গেল; এবং ললাট ব্যথিত হইতে লাগিল; তথাপি সে মোহবশত যুদ্ধ-যাত্রা হইতে বিনিবৃত্ত হইল না।

এই সমস্ত আবির্ভূত অতি দারুণ মহোৎ-পাত সকল দর্শন করিয়া রাক্ষস খর হাস্য করিতে করিতে রাক্ষসদিগকে কহিল, নিজের বলবীর্য্যের উপর আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে, সুতরাং এই যে সকল ভীষণ-দর্শন মহোৎপাত আবির্ভূত হইয়াছে; আমি ইহা গ্রাহ্যই করি না। আমি এখনই নভস্তল হইতে চন্দ্রকে নিপাতিত করিতে পারি। আমি ক্রুদ্ধ হইলে সাক্ষাৎ মৃত্যুরও মৃত্যু বিধান করিতে পারি। আমি ইন্দ্রকে কি,[illegible]ও

ভয় করি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, কোন প্রাণীই আমার সমকক্ষ নহে। আজি আমি বলবীর্য্য-দর্পিত রামকে ও তাহার ভ্রাতা লক্ষ্মণকে শায়ক দ্বারা নিশ্চয়ই সংহার করিয়া যম-সদনে প্রেরণ করিব। যাহার জন্য রাম ও লক্ষ্মণের এই মহাবিপদ উপস্থিত, আজি আমার সেই কামচারিণী ভগিনী রাক্ষসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। তোমরা সকলেই জান, যুদ্ধে আমি কোন কালেও পরাজিত হই নাই; আমি মিথ্যা বলিতেছি না; তোমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছ। রাম ত মানুষ; সাক্ষাৎ বজ্রপাণি ক্রুদ্ধ হইয়া মত্ত-ঐরাবত-পৃষ্ঠে রণ-স্থলে উপস্থিত হইলেও আমি তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারি।

মৃত্যু-পাশ-সংযত সেই মহতী রাক্ষস-সেনা খরের তাদৃশ তর্জ্জন গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিল।

এই সময় ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্ব-গণ, অপ্সরোগণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান স্বর্গবাসিগণ যুদ্ধ-দর্শনার্থ আগমন করিলেন; এবং সকলে একত্র হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, গো-ব্রাহ্মণের মঙ্গল হউক; সকল জীবের মঙ্গল হউক; পাকশাসন যেমন দানবদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রও সেইরূপ নিশাচর রাক্ষসদিগের সকলকেই রণ-স্থলে সংহার করুন।

দেবর্ষি ও দেবতাগণ ইত্যাকার বহুবিধ জল্পনা করিতে করিতে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বিমানে অবস্থিতি পূর্ব্বক সতায় রাক্ষসদিগের সেনা দর্শন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে খর রথারোহণে সৈন্য-মধ্য হইতে বেগে বহি-র্গত হইয়া পড়িল। তাহাকে অগ্র-প্রস্থিত দর্শন করিয়া সৈন্যগণও বেগে অনুসরণ করিতে লাগিল। শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞ-শত্রু, মহারথ, দুর্জ্জয়, কালক, পরুষ, কালিকা-মুখ, মেঘমাল, মহাবাহু, সর্পাস্য এবং বিকৃতোদর, এই দ্বাদশ মহাবীর খরের চতু-র্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল; এবং মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথী ও ত্রিশিরা, এই চারি মহাবীরও সেনাগ্রগামী দূষণের পৃষ্ঠ-রক্ষক হইল।

এইরূপে, সমর-লোলুপা ভীমবেগা অতি-দারুণা সেই রাক্ষস-বীর-সেনা, চন্দ্র-সূর্য্যের প্রতি রাহুর ন্যায়, রাজপুত্র রাম-লক্ষ্মণের প্রতি বেগে ধাবিত হইল।

ত্রিংশ সর্গ।

খর-সৈন্য-দর্শন।

খর-বিক্রম-শালী খর আশ্রম-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণও ঐ সমু-দায় উৎপাত দর্শন করিলেন। অমিত্রগণের অহিতকর লোম-হর্ষণ মহাঘোর উৎপাত সকল অবলোকন করিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, মহাবাহো! দেখ, সর্ব্বভূতের অম-ঙ্গলের নিমিত্ত বিবিধ মহাঘোর উৎপাত সকল সমুপস্থিত হইয়াছে; যোধ [illegible], ইহাতে নিশ্চয়ই লোকক্ষয় হইবে। ঐ দেখ, গর্দ্দভ-সদৃশ ধূম্রবর্ণ [illegible] মেঘ সকল

রুধির-ধারা বর্ষণ পূর্ব্বক আকাশ-তলে বিচরণ করিতেছে। এই দেখ, আমার বাণ-সকল মহাযুদ্ধের নিমিত্ত আনন্দিত হইয়া ধূমোদ্গীরণ করিতেছে; সুবর্ণ-পৃষ্ঠ শরাসনও যেন বিস্ফুরিত হইতেছে। বনচারী বিহঙ্গমগণ যে প্রকার রব করিতেছে; তাহাতে অনুমিত হইতেছে, আমাদিগের মঙ্গল ও শত্রুগণের জীবন সংশয় উপস্থিত। সম্প্রতি অতি তুমুল দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ! আমার দক্ষিণ বাহু স্ফুরিত হইতেছে, এবং বদন প্রসন্ন হইয়া সুন্দর কান্তি ধারণ করিতেছে; ইহাতেই বোধ হইতেছে, আমাদিগের জয়, আর শত্রুদিগের পরাজয় অতি নিকটবর্ত্তী। লক্ষ্মণ! সংগ্রামে কৃতোদ্যম হইলে যাহাদিগের বদনমণ্ডল প্রভাশূন্য হয়, তাহাদিগের প্রাণ নাশ হইয়া থাকে। আর শরীরে যে সকল লক্ষণের আবির্ভাব হইলে, ঘোরতর প্রাণি-হত্যা হয়, আমার শরীরে সেই সকল লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে।

সৌমিত্রে! ঐ শুন ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণ ভীম রবে গর্জ্জন করিতেছে; এবং উহাদের গম্ভীর ভেরী-ধ্বনিও শ্রুতিগোচর হইতেছে। লক্ষ্মণ! বিপৎপাতের পূর্ব্ব হইতেই সম্ভাবিত বিপদের প্রতিবিধান করা বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব তুমি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সীতাকে লইয়া বৃক্ষাচ্ছাদিত দুর্গম গিরিগুহা-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অবস্থিতি কর; দেখিতেছ না, অধুনা আমাদিগের [illegible] উপস্থিত। অথবা জ্যাশব্দে দশদিক পূর্ণ করিয়া তুমি অতি সাবধানে অবস্থিতি করিবে। তুমি এ কথার প্রতিবাদ করিও না। আমি তোমাকে সীতার দিব্য দিতেছি, তুমি সত্বর গমন কর; বিলম্ব বা কোন উত্তর করিও না; তুমি আমার বীর্য্য অবগত আছ। যদিও তুমিও মহাবীর এবং মহাবল-পরাক্রান্ত, যদিও তুমিই একাকী এই সমস্ত দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকে সংহার করিতে পার; কিন্তু আমার ইচ্ছা হইয়াছে, আমিই ইহাদিগকে সংহার করিব।

রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক সীতাকে লইয়া, গিরি-গুহা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ সীতা সমভিব্যাহারে গুহায় প্রবিষ্ট হইলে, রামচন্দ্র, উপস্থিত মত কর্ত্তব্য কার্য্য একপ্রকার সুসম্পন্ন হইল বলিয়া, দৃঢ়রূপে কবচ বন্ধন করিলেন। রঘুনন্দন রামচন্দ্র অগ্নিসঙ্কাশ কবচে বিভূষিত হইয়া, অন্ধকার-সংহার পূর্ব্বক সমুদিত দিবাকরের ন্যায় দীপ্তি ধারণ করিলেন। তিনি মহাধনু এবং আশীবিষ-সদৃশ করাল দর্শন বাণ সকল উদ্যত করিয়া জ্যাশব্দে দশদিক পরিপূরণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ ও গুহ্যকগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন। ভীমকর্ম্মা রাক্ষসগণ চতুর্দ্দশ সহস্র, এদিকে ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র একাকী; কি প্রকারে যুদ্ধ হইবে? রামচন্দ্র কে এবং কি কারণে ইনি অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা যদিও আমরা

অবগত আছি, তথাপি আপাতত ইহাঁর মনুষ্যভাব দেখিয়া কারুণ্য-নিবন্ধন আমাদের হৃদয় নিরতিশয় ব্যথিত হইতেছে।

দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং চারণগণ এই প্রকার কথোপকথন করিতেছেন; ইত্যবসরে বিকৃত-বেশধারী কামরূপী বর্ম্মাবৃত বিবিধ-অস্ত্রশস্ত্র-সম্পন্ন ঘোর-দর্শন রাক্ষসদিগের মহতী সেনা, গম্ভীর ও বিকট চীৎকার করিতে করিতে রামচন্দ্রের আশ্রম-পরিসরে প্রবেশ করিল। 'রাম! তুই দাঁড়া, এখনি তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি' উচ্চৈঃস্বরে এই-রূপ চীৎকার করিতে করিতে বলদর্পিত রাক্ষস-সৈন্যগণ অতিবেগে চারিদিক হইতে প্রবিষ্ট হইল।

এইরূপে মহতী রাক্ষসসেনা বিশৃঙ্খল-ভাবে চারিদিকে প্রকীর্ণ হইয়া পড়িল দেখিয়া, খর চতুরতা ও রাক্ষস-বুদ্ধি-সহকারে সকলকে নিবর্ত্তিত করিল। তখন সমস্ত সৈন্য পিণ্ডা-কারে সমবেত হইয়া মেঘসজ্ঘের ন্যায় ও গজযূথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চারিদিকেই গম্ভীর কোলাহল উত্থিত হইল; এবং সর্ব্বত্রই ভীষণাকার বর্ম্ম, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও বিচিত্র ধ্বজপতাকা দৃষ্ট হইতে লাগিল। সৈনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ মুহুর্মুহু গর্জ্জন, কেহ কেহ সিংহনাদ, কেহ কেহ শরাসন বিস্ফারণ, কেহ কেহ অঙ্গাস্ফালন, কেহ কেহ চীৎকার, কেহ কেহ বাহ্বাস্ফোটন এবং কেহ কেহ বা পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন ও প্রহারোদ্যম করিতে লাগিল। তাহাদিগের তুমুল শব্দে বনস্থলী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বনচারী শ্বাপদসঙ্ঘ সেই শব্দে বিত্রস্ত হইয়া নানা-দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, তাহারা আর পশ্চাৎ দৃষ্টি করিতে সাহসী হইল না। দিবা-কর অন্ধকার-সমাচ্ছন্নের ন্যায় প্রভাশূন্য হইয়া পড়িলেন; বায়ু রাক্ষসদিগের প্রতিকূলে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

নানা-অস্ত্র-শস্ত্র-ধারিণী মহাবেগশালিনী ঐ রাক্ষসী সেনাও ক্রমশ বর্দ্ধমান সাগরের ন্যায় মহাবেগে মহাবীর রামচন্দ্রের অভিমুখে অগ্র-সর হইতে আরম্ভ করিল। তখন রামচন্দ্র চতু-র্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিলেন, তুমুল রাক্ষস-সৈন্য যুদ্ধার্থী হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি হস্তে ধনুর্দ্ধারণ এবং তূণ হইতে বাণ উত্তোলন করিয়া জ্যা-শব্দে দশদিক পরিপূরণ পূর্ব্বক সহাস্য বদনে রাক্ষসদিগের দৃষ্টিপথেই অব-স্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্রোধে তাঁহার মূর্ত্তি যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। দক্ষযজ্ঞ-সংহার-সমুদ্যত পিনাক-পাণি মহাদেবের ন্যায় তাঁহার তেজোময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বন-দেবতা সকলও ভীত ও ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। ক্রোধ-নিবন্ধন তাঁহার মুখ-মণ্ডল যুগক্ষয়-কালীন সাক্ষাৎ মহাকালের মুখের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল; বিমান-চারিগণ তদ্দর্শনে বিস্ময়াভিভূত ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

যুদ্ধদুর্ম্মদ পর্ব্বত-প্রতিম ভীষণ রাক্ষসগণও রামচন্দ্রের তাদৃশ করাল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলেই ভীত ও বিস্মিত হইয়া সহসা দণ্ডায়-মান হইল। রাক্ষসাধিপতি খর, সৈন্যদিগকে

হঠাৎ তাদৃশ বিস্মিত ভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া খরতর স্বরে দূষণকে কহিল, সেনাপতে! এ কি! সম্মুখে ত কোন নদী নাই যে, পার হইতে হইবে! সৈন্যগণ হঠাৎ এরূপে দণ্ডায়মান হইল কেন! তুমি ইহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় কর।

রথারোহী দূষণ তৎক্ষণাৎ সৈন্য-মধ্য হইতে অগ্রসর হইয়া দেখিল; সম্মুখে দুর্দ্ধর্ষ দুর্নিরীক্ষ্য মহাতেজা রামচন্দ্র অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন। দূষণ যখন দেখিল যে, রাম-দর্শনে ভীত হইয়াই সৈন্যগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তখন সে রাবণানুজ খরের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, রাক্ষসরাজ! রাম সশর শরাসন-হস্তে সৈন্যগণের দৃষ্টিপথে সমর-মস্তকে অবস্থিতি করিতেছে; তাহার তাদৃশ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করিয়াই রাক্ষসগণ আর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতেছে না।

ক্ষিপ্র-বিক্রম খর দূষণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র, সূর্য্যের প্রতি ধাবমান রাহুর ন্যায় সত্বর রথারোহণে রামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইল। রাক্ষসাধিপতি খরকে যুদ্ধার্থ বদ্ধপরিকর দেখিয়া মহামেঘ-সঙ্ঘ-সদৃশ-গম্ভীর নাদিনী রাক্ষসী-সেনাও বেগে ধাবমান হইল।

রিপুকুল-প্রমাথী উৎকৃষ্টায়ুধধারী মহারথ মহাযশা দাশরথি রামচন্দ্র, মহাসাগরসদৃশী সেই মহাচমূ সন্দর্শন করিয়া কোন রূপেই ব্যথিত বা বিচলিত হইলেন না।

একত্রিংশ সর্গ।

খরসৈন্য-বিধ্বংসন।

খর-বিক্রম খর, অনুচর নিশাচরগণের সমভিব্যাহারে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বভূতের অবধ্য অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রকে দর্শন করিল। দর্শনমাত্র সে দ্বিগুণিত ক্রোধভরে মহা শরাসন উদ্যত করিয়া সারথিকে কহিতে লাগিল, সারথে! তুমি শীঘ্র রামাভিমুখে রথ চালনা কর। তাহার আজ্ঞাক্রমে সারথি অশ্বদিগকে দ্রুততর চালনা করিতে লাগিল; শীঘ্রগামী অশ্বগণও অবিলম্বেই দাশরথির সন্নিধানে রথ লইয়া গেল। খর-কর্ম্মা খর সমরে অবতীর্ণ হইল দেখিয়া, তাহার সচিব রজনীচরগণ তৎক্ষণাৎ তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। রথারূঢ় খর সেই সকল রাক্ষসের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, তারকাগণ-মধ্যবর্ত্তী লোহিতাঙ্গ মঙ্গল গ্রহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর খর, অপ্রতিম-তেজা রামচন্দ্রের প্রতি যুগপৎ সহস্র শর পরিত্যাগ করিয়া রণস্থলে মহা চীৎকার করিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে রাক্ষসগণ সকলেই এককালে ক্রোধভরে রামচন্দ্রের উপরি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। ভীষণকর্ম্মা অতিদুর্জ্জয় কোন কোন রাক্ষস ক্রোধাভিভূত হইয়া লৌহ-মুদ্গর, কেহ কেহ শূল, কেহ কেহ প্রাস, কেহ কেহ খড়্গ, কেহ কেহ বা পরশ্বধ প্রভৃতি প্রহার

করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে মেঘসঙ্কাশ মহাতেজা মহাকায় রাক্ষসগণ ককুৎস্থ-নন্দন রামচন্দ্রকে সংহার করিবার জন্য মহাশব্দ করিতে করিতে সকলেই এককালে ধাবিত হইল; এবং মেঘরাজি যেরূপ শৈলরাজের উপরি জলধারা বর্ষণ করে, তাহারাও সেইরূপ রামচন্দ্রের উপরি শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।

রাজকুমার রামচন্দ্র, ঘোরতর নিশাচরগণ-কর্তৃক আক্রান্ত ও চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া প্রমথগণ-পরিবেষ্টিত শ্মশান-মধ্যগত মহাদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাসাগর যেমন নদী সকলের প্রবাহ-গ্রহণ করে, রামচন্দ্রও সেইরূপ রাক্ষসগণ-নিক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র অকাতরে সহ্য করিতে লাগিলেন। সহস্র-সহস্র-প্রদীপ্ত-বজ্রসম্পাতে অবিচলিত মহাচলের ন্যায় রামচন্দ্র শতশত প্রদীপ্ত ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও ব্যথিত বা বিচলিত হইলেন না। রুধিরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পরিপ্লুত হইয়া উঠিল; তৎকালে তিনি আকাশমণ্ডল-স্থিত সান্ধ্য-মেঘ-রঞ্জিত দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। একাকী রামচন্দ্রকে বহু সহস্র রাক্ষস একবারে আক্রমণ করিল দেখিয়া দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ, সকলেই নিতান্ত বিষণ্ণ ও ব্যথিতহৃদয় হইলেন।

অনন্তর মহাতেজা রামচন্দ্র, শরাসন মণ্ডলীকৃত করিয়া, বজ্রসমূহবর্ষী পুরন্দরের ন্যায়, এককালে শত শত নিশিত নারাচ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এইরূপে রণে দুর্নিবার দুর্ব্বিষহ মৃত্যুপাশ-সদৃশ কনক-ভূষিত বহু সহস্র বাণ ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। কঙ্ক-পত্র-মণ্ডিত ঐ সকল বাণ, শত্রু-সৈন্য-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া তপস্বিজন-প্রযুক্ত অভিসম্পাতের ন্যায়, রাক্ষসগণের প্রাণ হরণ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল-রামচন্দ্র-শরাসন-বিনির্ম্মুক্ত নিশিত শরসমূহ, নিশাচরদিগের দেহ ভেদ করিয়া রুধিরে রঞ্জিত হইয়া আকাশ-পথে উত্থান পূর্ব্বক প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। রামচন্দ্রের মণ্ডলীকৃত শরাসন হইতে এককালে সহস্র সহস্র রাক্ষস-সংহারক বাণ মহাবেগে নির্গত হইতে লাগিল; কতকগুলি বাণ পৃথক্ পৃথক নিক্ষিপ্ত হইয়া ভীষণ রাক্ষসদিগের দেহ বিদারণ পূর্ব্বক ভূমি-মধ্যে প্রবেশ করিল; রণভূমির কোন কোন স্থানে রামবাণে কর্ত্তিত ও নিপতিত সহস্র সহস্র শত্রুমুণ্ড, ওষ্ঠপুট আকুঞ্চিত করিয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল; কোন কোন স্থানে রাম-চাপ-বিনিক্ষিপ্ত রুধিরাশন শায়ক-সমূহে ছিন্নভিন্ন সহস্র সহস্র রাক্ষস ধরাতলে নিপতিত হইল। মহাবাহু রামচন্দ্র বিবিধ-প্রকার বাণ দ্বারা এককালেই রাক্ষসগণের ধ্বজাগ্র, ধনু, কবচ ও বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। নিশাচরগণ তীক্ষ্ণাগ্র নালীক, নারাচ ও বিকর্ণি দ্বারা ছিদ্যমান হইয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কেহ কেহ ছিন্নকবচ হইয়া বাণবেগে প্রথমত আকাশতলে অতি ঊর্দ্ধে উত্থান পূর্ব্বক পশ্চাৎ ভূমিতলে নিপতিত হইল।

এইরূপে রামচন্দ্র, মহাদ্রি-শিখরাকার ও অঞ্জন-গিরি-সন্নিভ বিস্তর খেচর রাক্ষসকে ধরণীতলে নিপাতিত করিলেন। রাম-চাপ-বিনির্ম্মুক্ত শায়ক সকল মহারাক্ষসদিগের শরীর পুনঃপুন ভেদ করিয়া বেগে ভূমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। রাক্ষসী সেনা মর্ম্মভেদী নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া অগ্নি-দাহের ন্যায় দগ্ধ হইতে লাগিল, কোন ক্রমেই শান্তি লাভ করিতে পারিল না।

রামচন্দ্র এইরূপে নিশিত-শরনিকর দ্বারা ক্রমে ক্রমে রাক্ষসাধিপতির সৈন্যমধ্যে বিস্তর বীর রাক্ষসের প্রাণ হরণ করিলেন। তিনি অবলীলাক্রমেই বিবিধাকার বলবান বহু রাক্ষসকে মহানিদ্রার বশবর্ত্তী করিয়া ফেলিলেন। অল্পমাত্র যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহারা সকলেই শরাঘাতে কাতর, বিষণ্ণ ও শরণার্থী হইয়া রাক্ষসপতি খরের নিকট আগমন করিল।

তৎকালে খর-দূষণ-রক্ষিত রাক্ষসসৈন্য এইরূপে গজযূথের ন্যায় একত্র পিণ্ডীকৃত হইল।

মহাবল খর, সৈন্যদিগকে রাম-বাণে নিতান্ত-নিপীড়িত দেখিয়া শৌর্য্য-সম্পন্ন প্রচণ্ড-বিক্রম সেনাপতি দূষণকে কহিল, মহাবীর! সৈন্যদিগকে আশ্বাস দান করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ উদ্‌যোগ কর; আমি দাশরথি রামকে এখনই যমসদনে প্রেরণ করিতেছি।

তখন দুর্জ্জয় দূষণ, সমস্ত সৈন্যগণকে পুনর্ব্বার সুশৃঙ্খল করিল; এবং বহুবিধ বাগাড়ম্বর পূর্ব্বক তাহাদিগকে আশ্বাস দান ও উত্তেজনা করিয়া ইন্দ্রের প্রতি নমুচি দানবের ন্যায় মহাবেগে রামের প্রতি ধাবিত হইল। রণস্থলে দূষণের আশ্রয়ে নির্ভীক হইয়া রাক্ষসগণ সকলেই পুনর্ব্বার বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিল; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিশিত শূল, কেহ কেহ প্রাস, কেহ কেহ খড়্গ এবং কেহ কেহ বা পরশ্বধ উদ্যত করিয়া ক্রোধভরে রামচন্দ্রের উপরি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। রামচন্দ্রও রণস্থলে নিশিত-শর-নিকর দ্বারা ঐ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সত্বর খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাদের প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন। মহাবাহু মহাবল রামচন্দ্র, রাক্ষস-মণ্ডলী-মধ্যে অবলীলাক্রমে যেন ক্রীড়া করিয়াই বিচরণ করিতে করিতে মহাবেগে কাহারও বাহু কাহারও বা মস্তক ছেদন করিলেন।

এই সময় রাক্ষসগণ-মধ্যে তুমুল হলহলা শব্দ সমুত্থিত হইল। পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিকে ভীষণ কোলাহল শব্দ হইতে লাগিল; রাক্ষসগণ ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল; পুনর্ব্বার তূর্য্য সকল মহারবে বাদিত হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে অস্ত্রশস্ত্রের নিষ্পেষণ-ধ্বনি, রথ-সমূহের ঘর্ঘর-শব্দ এবং বলদর্পিত রাক্ষসগণের তুমুল সিংহনাদ, ঐ সকল শব্দে মিশ্রিত ও চারিদিকে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুনর্ব্বার আকাশ-মণ্ডল পরিপূরণ পূর্ব্বক রসাতল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল। পরক্ষণেই খর-দূষণ-রক্ষিত সেই ভীষণ রাক্ষস-সৈন্য পুনর্ব্বার মহাবেগে রঘুনন্দন রামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইল। তৎকালে পুনর্ব্বার ভীষণ আবর্ত্তের ন্যায় ঘোরতর রাক্ষস-

বিনাশন অতীব ভীষণ লোমাঞ্চকর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন আয়ত-লোচন মহাবাহু রামচন্দ্র, মহা-বেগ-সম্পন্ন সুবিখ্যাত গান্ধর্ব্ব অস্ত্র শরাসনে সন্ধান করিয়া রাক্ষসগণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই গান্ধর্ব্ব অস্ত্রে রাক্ষসগণ এককালে মোহাভিভূত হইয়া পড়িল। তাহারা তৎকালে কাল-প্রেরিত হইয়াই এই রাম, এই রাম, বলিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তীক্ষ্ণতর অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। তাহাতে কাহারও নয়ন বিদ্ধ, কাহারও বাহু ভগ্ন এবং কাহারও বা মস্তক ছিন্ন হইয়া গেল; এইরূপে তাহারা প্রায় সকলেই ক্রমে ক্রমে পরশুচ্ছিন্ন পাদপের ন্যায় রণস্থলে নিপতিত হইল।

এই প্রকারে সেই রাক্ষস-সৈন্য ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল; খর-দূষণ ব্যতীত হতাবশিষ্ট সমস্ত রাক্ষসই নিতান্ত নিস্তেজ ও হীনবল হইয়া পড়িল; তখন স্থির-ধর্ম্মা স্থির-পৌরুষ রামচন্দ্র, দুষ্প্রতিবার্য্য শরনিকর দ্বারা সেই স্বল্পাবশিষ্ট সৈন্যগণকে অনায়াসেই সংহার করিতে লাগিলেন।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

দূষণ-বধ।

খর-দূষণ-পালিত সেই স্বল্পাবশিষ্ট রাক্ষস-সৈন্য দুর্ব্বল হইয়াও পুনর্ব্বার নব উদ্যমে মহাবল রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিল। গর্ব্বিত রাক্ষসগণ সগর্ব্বে তাঁহার সমীপে আগমন করিতে লাগিল; কিন্তু অগর্ব্বিত অবিচলিত-পরাক্রম দৃঢ়-অধ্যবসায় রামচন্দ্র, রণস্থলে স্থির ভাবেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাহারা পুনর্ব্বার লোমহর্ষণ ভীষণ শর-বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল; রামচন্দ্র প্রহৃষ্ট চিত্তে নিশিত শরনিকর দ্বারা সমস্তই নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাশৃঙ্গ মহাবৃষ যেমন শৃঙ্গ পাতিয়া অকাতরে শরৎকালীন অবিরল স্থূল বারিধারা সহ্য করে; মহা-ধনুর্দ্ধর শত্রু-নিসূদন রঘুনন্দন রামচন্দ্রও সেইরূপ সেই ঘোরতর বাণ-বর্ষণ অকাতরে সহ্য করিলেন। অবশেষে তিনি কালান্তক-যম-সদৃশ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, সর্ব্ব-রাক্ষস-সংহারক এক দিব্য অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। নিশাচর-বিনাশন দিব্য অস্ত্র উদ্যত দেখিয়া, খরও রামচন্দ্রের প্রতি দিব্য মায়াময় অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। রামচন্দ্রও প্রদীপ্তপ্রভ মায়াস্ত্র দ্বারাই সেই মায়াময় অস্ত্র সংহার করিয়া পুনর্ব্বার সেই রাক্ষস-বিনাশন দিব্যাস্ত্রই সন্ধান করিলেন; এবং খর-দূষণ-রক্ষিত প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিয়া, অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। তখনও বলদর্পিত অকুতোভয় রাক্ষসগণ সমীপবর্ত্তী হইয়া, অবজ্ঞা সহকারে শত্রুসংহারী রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র ক্রোধে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া, বাণ বর্ষণ দ্বারা খর-দূষণ-পালিত সমগ্র সৈন্য আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর, সাক্ষাৎ-কালান্তক-সদৃশ ভীম-পরাক্রম বলবান সেনাপতি দূষণ, ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণ-পট্ট-বেষ্টিত, সর্ব্বতঃ-সুতীক্ষ্ণ-লৌহশঙ্কু-

পরিবারিত, হিরণ্ময়-বলয়-বিভূষিত, বজ্র-সম-স্পর্শ, শত্রু-দেহ-বিদারণ, সর্ব্ব-ভূত-বিত্রাসন, ঘোরদর্শন, গিরি-শৃঙ্গাকার পরিঘ গ্রহণ করিল; এবং হস্তে সেই মহোরগ-প্রতিম মহাপরিঘ ধারণ করিয়া ইন্দ্রের প্রতি বৃত্রাসুরের ন্যায় রামচন্দ্রের প্রতি মহাক্রোধভরে ধাবিত হইল।

পরিঘ-হস্ত দূষণকে যুদ্ধার্থ ধাবমান দেখিয়া ক্রোধমূর্চ্ছিত রামচন্দ্র শরপাতে তাহার পরিঘ পরিপূরণ করিলেন; পরন্তু পরিঘ স্পর্শ করিবামাত্র রাম-নিক্ষিপ্ত সুশাণিত শায়ক সকল কুণ্ঠিতধার (ভোঁতা) হইয়া নতমুখ সর্পের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন পরিঘ-হস্ত রোষ-প্রদীপ্ত দূষণ দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় বধ-কামনায় আগমন করিতে লাগিল দেখিয়া, রামচন্দ্র নিশিত শায়ক-যুগল দ্বারা তাহার আভরণ-বিভূষিত সশস্ত্র বাহুযুগল ছেদন করিলেন। হস্ত-ছিন্ন হইবামাত্র মহাঘোর পরিঘও ভ্রষ্ট হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় রণস্থলের সম্মুখভাগে পতিত হইয়া গেল; এবং ছিন্নবাহু খরও ভগ্নদন্ত হৈমবত হস্তীর ন্যায়, ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। পরিঘের সহিত দূষণ ভূপতিত হইল দেখিয়া সকল প্রাণীই সাধু সাধু বলিয়া রঘুনন্দন রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে মহাকপাল, স্থূলাক্ষ এবং প্রমাথী, এই তিন বিক্রমশালী রাক্ষস, মৃত্যু-পাশ-সংযত হইয়া, এককালে রামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইল। মহাকপাল প্রকাণ্ড শূল, স্থূলাক্ষ পট্টিশ, আর প্রমাথী পরশু লইয়া আক্রমণ করিল।

মহাশূর রাক্ষসত্রয় মহাবেগে ধাবমান হইয়া আসিতেছে দেখিয়া, রামচন্দ্র তীক্ষ্ণাগ্র-শরবর্ষণ-রূপ অভ্যর্থনা পূর্ব্বক অভ্যাগত অতিথির ন্যায় তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। তিনি এক বাণেই মহাকপালের মস্তক ছেদন করিয়া, কতিপয় সুতীক্ষ্ণ বাণে প্রমাথীকে প্রমথিত করিয়া ফেলিলেন; পরে কতকগুলি বাণ দ্বারা স্থূলাক্ষের অক্ষি-পূরণ করিলেন। তাহারা তিনজনই শায়ক-ছিন্ন হইয়া কুঠারছিন্ন মহা-বৃক্ষের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল।

সেনাপতি দূষণ অনুচরবর্গের সহিত নিহত হইল দেখিয়া, খর ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল সেনাধ্যক্ষদিগকে অগ্রসর হইতে আজ্ঞা করিল; এবং কহিল, মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সেনাপতি দূষণ, নরাধম রামের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে নিহত হইয়া এই সমর-ভূমিতে শয়ন করিয়াছে; এক্ষণে তোমরা সমুদায় রাক্ষসই এককালে সমবেত হইয়া নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রামকে প্রহার কর।

এইরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়া খর স্বয়ংও ক্রোধভরে রামের অভিমুখে ধাবিত হইল। শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, মহারথ, দুর্জ্জয়, কালক, পরুষ, কালিকামুখ, মেঘমালী, মহাবাহু, সর্পাস্য ও বিকৃতোদর, মহাবীর্য্য-সম্পন্ন এই দ্বাদশ রাক্ষস-সেনাপতিও স্ব স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে বিবিধ উৎকৃষ্ট শর বর্ষণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিল। তখন মহাতেজা রামচন্দ্র, সুবর্ণ-মণ্ডিত পাবক-প্রতিম শায়ক-সমূহ বর্ষণ করিয়া সংগ্রামস্থলে অবশিষ্ট সৈন্য সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বজ্র যেরূপ বৃক্ষরাজি বিনাশ করে, আকাশ-চারী ধূমকেতু-সদৃশ সুবর্ণ-পুঙ্খ শায়ক সকলও

সেইরূপ সেই রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। রাম শতবাণে একশত প্রধান রাক্ষস এবং সহস্র বাণে অপর একসহস্র রাক্ষসকে সংহার করিলেন। রাক্ষস সকল শরাঘাতে ছিন্নবর্ম্ম ও ছিন্নভিন্ন হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। নিপতিত মুক্তকেশ শোণিতলিপ্ত নিশাচরগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া রণভূমি কুশাচ্ছন্ন যজ্ঞ-বেদীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রামচন্দ্রের বাণাগ্নিদগ্ধ হইয়া চারিদিক শূন্য হইয়া পড়িল; সকল স্থানেই মাংস এবং শোণিতে কর্দ্দমময় হইল; সুতরাং তৎকালে রণস্থলী নরকের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। রাক্ষসগণের মধ্যে কেহ কেহ শরপীড়িত ও হতজীবন হইয়া শয়ন করিয়া রহিল; কেহ কেহ করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল, এবং কেহ কেহ বা উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এইরূপে রামচন্দ্র পদাতি ও মানুষ হইয়াও একাকীই চতুর্দ্দশ সহস্র উগ্রকর্ম্মা রাক্ষস সংহার করিলেন। রণস্থলে কেবল মহাবল খর আর ত্রিশিরা এই দুই রাক্ষসমাত্র অবশিষ্ট রহিল।

অনন্তর, মহাবল রামচন্দ্র সেই মহাযুদ্ধে রণোদ্ধত অপ্রতিম-তেজঃ-সম্পন্ন সেই সমগ্র ভীষণ রাক্ষস-সৈন্য বিনাশ করিলেন দেখিয়া, রাক্ষসরাজ খর মহারথে আরোহণ পূর্ব্বক পুরন্দরের প্রতি নমুচির ন্যায় রামচন্দ্রের অভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইল।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

ত্রিশিরোবধ।

বাহিনীপতি খর স্বয়ং রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইল দেখিয়া ত্রিশিরা নামে রাক্ষস সহসা সম্মুখে আগমন করিয়া কহিল, বিক্রমশালিন! আপনি এই অধ্যবসায় হইতে ক্ষান্ত হউন; আমাকে নিযুক্ত করুন; দেখুন, আমি এখনই এই বীর রামকে যুদ্ধে বিনাশ করিতেছি। মহাবীর! আমি আপনকার নিকট প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক এই অস্ত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, আমি এই যুদ্ধেই পাপাত্মা রামকে নিশিত শায়ক দ্বারা নিশ্চয়ই সংহার করিব। অথবা, সমরে হয় আমি তাহার, না হয় সে আমার কালস্বরূপ হইবে। আপনি মুহূর্ত্তমাত্র রণোৎসাহ পরিত্যাগ করিয়া মধ্যস্থ ভাবে আমাদিগের যুদ্ধ অবলোকন করুন। এখনই রাম নিহত হইলে, আপনি হৃষ্টান্তঃকরণে জনস্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন; না হয়, আমি নিহত হইলে আপনিই যুদ্ধে রামকে বিনাশ করিবেন।

ত্রিশিরা মরণ-লালসায় খরকে এইরূপ প্রার্থনা বাক্যে প্রসন্ন করিলে খর তুষ্ট হইয়া তাহার বাক্যেই সম্মত হইল; কহিল, তাহাই হউক; তুমিই যুদ্ধে গমন কর।

খরের এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া ত্রিশিরা ভাস্বর-কান্তি রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরাসন উদ্যত করিয়া, ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায়, রামের প্রতি ধাবিত হইল। এই সময় হতাবশিষ্ট

এক দল রাক্ষস-সৈন্য ত্রিশিরার অনুগামী হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মহা-মেঘ-রাবী সেই সুবিপুল সৈন্য শতধা বিভক্ত হইয়া জলার্দ্র দুন্দুভির ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে চতুর্দ্দিক হইতে রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিল।

যুদ্ধ-গর্ব্বিত ঐ সকল রাক্ষস-সেনা বেগে আগমন করিতেছে দেখিয়া অপ্রতিহত-পরাক্রম রামচন্দ্র তাহাদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষে অতীব ভীষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল; রক্তের নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল; রণ-স্থল অতি বীভৎস-দর্শন হইয়া উঠিল; বাণ-বর্ষণে আচ্ছন্ন হইয়া সহস্র-কিরণ দিবাকরের আর তাদৃশ প্রভা রহিল না; সমীরণ-সঞ্চার রুদ্ধ হইল; এবং সমুজ্জ্বল শরজালে সুবিস্তীর্ণ নভস্তলও সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

অনন্তর, ত্রিশিরা সুনিশিত শায়কত্রয়ে রামচন্দ্রের ললাট-দেশ বিদ্ধ করিল; তাহাতে ক্রুদ্ধ ও অমর্ষান্বিত হইয়া রামচন্দ্র কহিলেন, অহো! সেনাপতে! তোমার কি বিক্রম!—তোমার কি বিক্রম-সাধন বল! তোমার কি বীর্য্য! আমি এই সংগ্রামে তোমার মহা-শরাসন-বিনিঃসৃত ক্রোধ-নিক্ষিপ্ত বাণ-ত্রয় দ্বারা ললাটে বিদ্ধ হইয়া যেন পুষ্প দ্বারাই বিভূষিত হইলাম! তোমার ধনুর্গুণ-বিনিক্ষিপ্ত বাণত্রয় আমি অনায়াসেই সহ্য করিলাম। মহাবাহো নিশাচর! আমি তোমার হস্তলাঘব দর্শনে তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু শত্রু অতিদুর্ব্বল হইলেও, তাহাকে অবজ্ঞা করা উচিত হয় না। এতক্ষণ অবজ্ঞা করিয়াই আমি এরূপ বঞ্চিত হইলাম। যাহা হউক, নিশাচর! এক্ষণে মুহূর্ত্ত মাত্র আমার সম্মুখে অবস্থিতি কর।

মহাবল রামচন্দ্র এই কথা বলিয়াই রাক্ষস ত্রিশিরাকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন; সে হতজ্ঞান হইয়া পড়িল। ত্রিশিরাকে তাদৃশ-অবস্থাপন্ন দেখিয়া রাক্ষস-সৈন্যগণ ব্যাকুল, ইতিকর্ত্তব্যতা-শূন্য ও একত্র পিণ্ডীকৃত হইল। তদ্দর্শনে রঘুনন্দন রামচন্দ্র তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক প্রাণ হরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা ছিন্ন-ধ্বজ, ছিন্ন-বর্ম্মা ও ছিন্ন-মস্তক হইয়া, গরুড়ের পক্ষ-পবন-পাতিত পাদপ-শ্রেণীর ন্যায় ভূমিতলে নিপতিত হইতে লাগিল। হত-শেষ রাক্ষসগণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ব্যাঘ্র-ভীত ক্ষুদ্র মৃগ-যূথের ন্যায় দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে পুনর্ব্বার রামচন্দ্র ও রাক্ষসগণের অতি অদ্ভুত লোমাঞ্চকর তুমুল যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মহাবল খর, ত্রিশিরা আর শত্রু-নিসূদন রামচন্দ্র, এই তিনজন মাত্র সংগ্রাম-ভূমিতে অবশিষ্ট রহিলেন।

পিশিতাশী সমস্ত রাক্ষস-সৈন্য নিঃশেষ হইল দেখিয়া ত্রিশিরা মহাক্রুদ্ধ হইয়া সারথিকে পুনর্ব্বার রথ-চালনা করিতে আদেশ করিল। কহিল, সারথে! আজি আমি প্রভু খরের সমক্ষেই তাঁহার অন্নের ঋণ পরিশোধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; তুমি আর বিলম্ব করিও না। আমি এই অস্ত্র স্পর্শ করিয়া

তোমার নিকট শপথ করিতেছি, হয় আমি আজি রামকে বিনাশ করিব, না হয় রাম আমাকে বিনাশ করিবে, ইহার অন্যথা হইবে না।

এই প্রকার আজ্ঞা পাইয়া সারথি সত্বর অশ্বদিগকে চালন করিল। ত্রিশিরা এইরূপে দ্রুতগামী অশ্ব দ্বারা পুনর্ব্বার রামের প্রতি ধাবিত হইল।

ত্রিশিরা রাক্ষস পুনরাগমন করিতেছে দেখিয়া রঘুকুলতিলক বীর্য্যবান রামচন্দ্র শরাসন উদ্যত করিয়া শর যোজনা করিলেন। তখন সিংহ ও মাতঙ্গের যুদ্ধের ন্যায়, বলদর্পিত রাম ও ত্রিশিরার তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 'এইবার তোমাকে তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা যমসদনে প্রেরণ করিতেছি, তুমি আমার শরাসনচ্যুত এই শরবেগ সহ্য কর,' এই বলিয়া তেজস্বী রামচন্দ্র ক্রোধভরে ত্রিশিরার বক্ষঃস্থলে আশীবিষ-সদৃশ চতুর্দ্দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর তিনি চারি চারি বাণে তাহার প্রত্যেক অশ্বকে ছেদন করিয়া, এক বাণে অত্যুন্নত রথধ্বজ এবং শত বাণে রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ও আর আট বাণে সারথিকে নিপাতিত করিলেন। তাঁহার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত কর্ম্ম দর্শনে ত্রিশিরা মনে মনে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা পূর্ব্বক অসি উদ্যত করিয়া বেগে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল।

রাক্ষস রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক মহাবেগে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়া আসিতেছে দেখিয়া, রাজীবলোচন রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ দশ বাণে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সহাস্য বদনে তিন তিন তীক্ষ্ণ বাণে তাহার তিন মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাম-বাণে তাহার জীবন শেষ হইল; সে শোণিত বমন করিতে করিতে পতিত হইল; বোধ হইল যেন, প্রথমত শৃঙ্গত্রয় ভগ্ন করিয়া পরে মহাগিরিকে পাতিত করা হইল। তাহার মস্তকহীন-অচলসঙ্কাশ-কবন্ধ-দেহ-পতন-কালে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল।

বীর ত্রিশিরা পতিত হইল দেখিয়া খরের হৃদয় কোপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; সে যুদ্ধার্থ নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া পড়িল।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র কর্ত্তৃক ত্রিশিরা নিহত, দূষণ নিপাতিত, এবং চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সকলেই বিনাশিত হইল দেখিয়া, খর, চন্দ্রের প্রতি রাহুর ন্যায়, রামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইল; কিন্তু রাম একাকী হইয়াও সমস্ত সৈন্য, এবং সেই দুই দুর্জ্জয় মহাবীরকে সংহার করিলেন ভাবিয়া বিস্মিত ভাবে ক্ষণকাল চিন্তা করিল; পরন্তু মহাত্মা রামচন্দ্রের তাদৃশ অদ্ভুত কার্য্য পর্য্যালোচনা এবং তাদৃশ অনন্য-সাধারণ বিক্রম দর্শন করিয়া তাহার মনে কিঞ্চিৎ ত্রাসও জন্মিল।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

খর-বিরথীকরণ।

অনন্তর রাক্ষসাধিপতি মহাবীর খর-পরাক্রম খর ধৈর্য্য ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ

উদ্যত হইল, ও 'সত্বর রামের নিকট রথ লইয়া চল' বলিয়া সারথিকে উত্তেজনা করিতে লাগিল; পরে অবিলম্বেই ইন্দ্রের নিকট বৃত্রাসুরের ন্যায় সে রামের নিকট উপস্থিত হইল; এবং উপস্থিত হইয়াই ক্রোধভরে মহাধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ-আশীবিষ-কল্প তীক্ষ্ণ-তেজঃ-সম্পন্ন নারাচ-সমূহ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল; এবং জ্যাকম্পন ও বিবিধ মহাস্ত্র-প্রদর্শন করিয়া রথারোহণে বিবিধ গতিতে বিচরণ করিতে লাগিল। বলবান মহারথ খর সংগ্রাম-ভূমিতে সাক্ষাৎ রাবণের ন্যায় বাণ-জাল বর্ষণ করিয়া দিগ্বিদিক পরিপূরণ করিল।

অনন্তর, মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, রামচন্দ্রও সেইরূপ স্ফুলিঙ্গোদ্‌গারি-পাবক-সদৃশ-দুর্ব্বিষহ শাণিত শরজাল বর্ষণ করিয়া খরের শর সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রামের ও খরের বিসর্জ্জিত শায়ক-সমূহে সমাচ্ছন্ন আকাশ-মণ্ডল বিদ্যুৎ-শিখা-প্রদীপ্ত মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় লক্ষিত হইল। তাঁহাদিগের প্রহিত শর-সমূহের গমনাগমনে পরিব্যাপ্ত আকাশমণ্ডল সর্ব্বত্রই বাণময় হইয়া উঠিল। উভয়ের শরসমূহ-সম্পাতে আকাশ-মণ্ডল পরিপূর্ণ হইলে, দিবাকর সুতরাং শরাচ্ছাদিত হইয়া আর তাদৃশ প্রকাশ পাইলেন না।

হস্তিপক অঙ্কুশাঘাতে যেমন উদ্দাম মহাগজকে দমন করে; উত্তরোত্তর নালীক, নারাচ ও তীক্ষ্ণাগ্র বিকর্ণিসকল নিক্ষেপ করিয়া ক্রমে রামচন্দ্রও সেইরূপ রাক্ষসকে নিবারণ করিলেন। ফলত, তৎকালে শরাসনহস্তে রথোপরি অবস্থিত রাক্ষস খরকে প্রাণিমাত্রেই দণ্ডহস্ত অন্তকের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল; কিন্তু সিংহ যেমন অপর সিংহকে দেখিয়া ভীত হয় না, রামচন্দ্রও তেমনি সিংহ-বিক্রমগামী ঐ রাক্ষসকে ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় দেখিয়াও ব্যাকুল বা ভীত হইলেন না।

যেমন পতঙ্গ পাবকের অভিমুখীন হয়, সেইরূপ খরও কিয়ৎক্ষণ পরে সূর্য্য-সঙ্কাশ মহারথ চালন করিয়া রামচন্দ্রের অভিমুখীন হইল। অদ্ভুতকর্ম্মা রামচন্দ্র তাহার উপরি অজস্র বাণ ক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাবল রাক্ষস তাঁহার সমস্ত বাণ শতধা—সহস্রধা ছেদন করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্র পরমাস্ত্র দ্বারা খরের সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন; সে নিবারণ করিতে বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই সফল-প্রযত্ন হইল না। অনন্তর খর ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের উপরি আশীবিষ-সদৃশ তীক্ষ্ণবেগ শত শত বাণ নিক্ষেপ করিল। এককালে সেই বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া মহাবাহু রামচন্দ্র কুঞ্জরের ন্যায় ঘনঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন; প্রাণ-বায়ু ধারণ তাঁহার পক্ষে কষ্ট-সাধ্য হইয়া উঠিল; বাণসম্পাতে তাঁহার সূর্য্যসম-প্রভ সুকঠিন বর্ম্ম শতধা ছিন্নভিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন রাক্ষস খর উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল; এবং তাঁহার বর্ম্মহীন দেহ বাণজালে

বিদ্ধ করিয়া প্রবৃদ্ধ মহামেঘের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল।

রাক্ষস খর এইরূপে অগ্নিশিখা-সদৃশ শর-নিকর দ্বারা পরিপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলে রঘুনন্দন রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া সমর-স্থলে বিধুম প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে খর হাস্য করিতে করিতে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিল; তিনি নিবারণের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন তিনি অতিসত্বর অগস্ত্য-মুনি-প্রদত্ত বৈষ্ণব শরাসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ পূর্ব্বক আকর্ণ বিস্ফারণ এবং শর-সন্ধান করিয়া যুদ্ধার্থ খরের প্রতি ধাবিত হইলেন। তিনি অবিলম্বেই সুবর্ণ-পুঙ্খ আনত-পর্ব্ব বাণ সকল নিক্ষেপ করিয়া খরের ধ্বজ-দণ্ড শত শত খণ্ডে ছেদন করিলেন; ইন্দ্রধ্বজ-সদৃশ অত্যুন্নত সুবর্ণ-সমুজ্জ্বল সুন্দর-দর্শন ধ্বজ-দণ্ড তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

পরক্ষণেই দশরথ-নন্দন মহাবাহু রামচন্দ্র দশবাণে খরের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; রাক্ষস নিবারণের বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃত-কার্য্য হইল না। তাহাতে খর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আশু-গতি সপ্ত বাণে শত্রু-তাপন ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্রের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া অজস্র-বাণ-বর্ষণ করিতে লাগিল। খর-ধনু-বিনিঃসৃত বহুবাণে বিদ্ধ হইয়া রঘুনন্দনের সর্ব্বাঙ্গ শোণিতে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। তৎকালে তিনি প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় আভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর ইন্দ্র-ধনুঃ-প্রতিম মহাধনু বিস্ফারণ করিয়া মহাধনুর্দ্ধর দশরথ-নন্দন রামচন্দ্র যুগপৎ একবিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন।—তিনি এক বাণে খরের বক্ষঃস্থল ও দুই বাণে দুই বাহু বিদ্ধ করিয়া, চারি অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে চারি অশ্ব বিনাশ করিলেন; এবং দুই বাণে সারথিকে যমসদনে প্রেরণ, ছয় বাণে সশর ধনু ছেদন ও এক ভল্লে রথের যুগ ভগ্ন করিয়া, অপর পঞ্চ বরাহকর্ণ বাণ দ্বারা পঞ্চ পতাকা ছেদন করিলেন। এইরূপে ধনু ছিন্ন, রথ ভগ্ন, এবং অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে মহাবল রাক্ষস খর গদা হস্তে করিয়া রণভূমিতে সদর্পে দণ্ডায়মান হইল। তখন দেবগণের বিমান সকলে কলকল-শব্দ-মিশ্রিত দেব-দুন্দুভিধ্বনি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; খরও সেই সঙ্গে চীৎকার আরম্ভ করিল; রাক্ষসের রথ ভগ্ন হইল দেখিয়া ভূতভাবন দেবগণ ও মুনিগণ আকাশে রামচন্দ্রের স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবাসুর-সংগ্রামে দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে প্রহৃষ্ট হৃদয়ে ইন্দ্রের যেরূপ স্তব করিয়াছিলেন, এক্ষণে দেবগণ ও মহর্ষিগণও সকলে সমবেত হইয়া আনন্দিত চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে সেইরূপ মহারথ রামচন্দ্রের ঐ অদ্ভুত কর্ম্মের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

খর-বধ।

এদিকে রামচন্দ্র রথহীন গদা-হস্তে দণ্ডায়মান খরকে মিষ্ট ভর্ৎসনা পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন; রাক্ষসরাজ! গজাশ্ব-রথ-সঙ্কুল মহাসৈন্য সহায় ছিল বলিয়া নিদারুণ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করা তোমার কর্ত্তব্য হয় নাই। যে পাপকর্ম্মা নিষ্ঠুর ব্যক্তি নিয়ত প্রাণীদিগকে উত্ত্যক্ত করে, ত্রিলোকের অধীশ্বর হইলেও সে অধিকদিন জীবিত থাকিতে পারে না। নিশাচর! যে নিয়ত লোকের অনিষ্ট আচরণ করে, সমাগত কৃষ্ণসর্পের ন্যায় সর্ব্বজনেই সেই নিষ্ঠুরকে বিনাশ করিবার চেষ্টা পায়। রাক্ষস! লোভ বা কামহেতু চৈতন্য-শূন্য হইয়া যে নিরন্তর অপকর্ম্ম করে, আচার-ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের ন্যায় অবিলম্বেই সৌভাগ্য-চ্যুত হইয়া তাহাকে মহা-বিপদে পতিত হইতে হয়। দুর্ব্বুদ্ধে! অদ্য তুমি যেমন হতবল ও হতানুচর হইয়া পরিতপ্ত হৃদয়ে অনুতাপ করিতেছ, সেই দুরাত্মাকেও সেইরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া নিরন্তর অনুতাপানলে দহ্যমান হইতে হয়।

রাক্ষস! মহাভাগ তাপসগণ দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; তাঁহাদিগকে বধ করিয়া তোমার কি অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছে! লোক-নিন্দিত ক্রূর-স্বভাব পাপাচারী ব্যক্তিগণ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া মূলচ্ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় অধিক দিন অবস্থিতি করিতে পারে না। ঋতু-সমাগমে যেরূপ বৃক্ষের ফল জন্মে, পাপকর্ম্ম করিলেও সেইরূপ কর্ত্তাকে যথাসময়ে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। নিশাচর! ভক্ষিত বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায়, পাপকর্ম্মের ফল অবিলম্বেই প্রাপ্ত হইতে হয়।' তুমি লোকের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া নিয়ত অপকর্ম্ম করিয়া আসিতেছ; তোমার প্রাণ হরণ করিবার জন্যই ঋষিগণ আমাকে আনয়ন করিয়াছেন; আমি রাজা; দুষ্ট দমন করা আমার কর্ত্তব্য। সর্পগণ যেমন বল্মীক ভেদ করিয়া নির্গত হয়; আজি আমার শরাসন-নির্ম্মুক্ত স্বর্ণবিভূষিত শাণিত শরনিকরও তেমনি তোমার দেহ বিদ্ধ করিয়া নিপতিত হইবে। তুমি এত দিন দণ্ডকারণ্য-মধ্যে যে সকল ধর্ম্মচারী তপস্বীকে বিনাশ করিয়াছ; অদ্য সংগ্রামে আমার হস্তে নিহত হইয়া সসৈন্যে তাঁহাদিগের অনুগমন করিবে। পূর্ব্বে যে সকল পরমর্ষিকে সংহার করিয়াছ; অদ্য তাঁহারা বিমানারূঢ় হইয়া দেখিতে পাইবেন যে, তুমি আমার বাণে নিহত হইয়া নিরয়গামী হইতেছ। দুষ্টাত্মন রাক্ষসাধিপতে! তুমি রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে নিরন্তর মুনিদিগের হিংসা করিয়া এত দিন যে দণ্ডকারণ্যের দশদিক তাপিত করিয়াছ; আজি তাহার নিদারুণ ফল লাভ করিবে। ক্ষণকাল আমার সম্মুখে অবস্থিতি কর; তোমার যতদূর শক্তি আছে, চেষ্টা ও যত্ন করিতে ক্রটী করিও না; আমি এখনই বাণপাতে তোমার মস্তক চূর্ণ করিব।

রামচন্দ্রের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র খরের লোচনযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

সে ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া সহাস্য বদনে উত্তর করিল, দশরথ-নন্দন! তুমি কোন প্রশংসার কার্য্যই কর নাই; যুদ্ধে কতিপয় মাত্র সামান্য রাক্ষসকে সংহার করিয়া বৃথা কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছ? যে সকল রাজা বাস্তবিক বলবান ও বিক্রমশালী, তাঁহারাও যুদ্ধ-স্থলে কখনও নিজমুখে নিজগুণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন না। রাম! কুলাঙ্গার অকর্ম্মণ্য নীচ ক্ষত্রিয়েরাই তোমার ন্যায় অনর্থক আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে। যাহা হউক, যখন তোমার সাক্ষাৎ কাল স্বরূপ ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইবে, তখন আর তোমার এরূপ নিজের প্রশংসা করিবার শক্তি থাকিবে না; তৎকালে কে আর তোমার প্রশংসা করিবে? পিত্তল প্রভৃতি সুবর্ণ-প্রতিরূপ ধাতু সমুদায় দেখিতে সুবর্ণের ন্যায় বটে; কিন্তু তুষাগ্নি-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেই ঐ সকলের যেমন অপকৃষ্টতা প্রকাশ পায়; আজি আত্মশ্লাঘা দ্বারা তোমারও সেইরূপ লঘুতা ও নীচতা স্পষ্ট প্রকাশ পাইল। রাম! আমি এখনই তোমার সমস্ত পৌরুষ নাশ করিতেছি; তুমি কি দেখিতেছ না যে, আমি গদা-হস্তে লইয়া দুশ্চাল্য একশৃঙ্গ অচলের ন্যায় তোমার কালান্তক-স্বরূপ সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছি! গদাহস্ত হইয়া আমি একাকীই অনায়াসে তোমার জীবন নাশ অথবা কেবল তোমার কেন,—সাক্ষাৎ কালান্তকের ন্যায় ত্রিলোকেরও—প্রাণ হরণ করিতে পারি। রাম! তোমাকে বলিবার অনেক কথা আছে, কিন্তু পাছে সূর্য্যাস্তকাল উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের ব্যাঘাত ঘটে, এই আশঙ্কায় আমি আর এক্ষণে তোমাকে কিছুই বলিব না; বিশেষত তুমি যখন আমার সম্মুখে যুদ্ধার্থ অবস্থিতি করিতেছ, তখন তোমাকে আর অধিক বলিবারও প্রয়োজন বোধ করি না; কারণ যুদ্ধে আমি যাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হই, তাহাকে মুহূর্ত্তমাত্রও জীবিত থাকিতে হয় না। রাম! তুমি আমার অনিষ্ট করিয়াছ; সুতরাং অনাবৃষ্টিকালে তৃষাতুর চাতকের পক্ষে বারিবর্ষণ যেমন দুর্লভ, আমার সহিত সংগ্রামে তোমার প্রাণ ধারণও সেইরূপ সুদুর্লভ। তুমি যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বিনাশ করিয়াছ, আজি তোমার জীবন সংহার করিয়া আমি তাহাদিগের স্ত্রী-পুত্রগণের অশ্রু মার্জ্জন করিব। রাম! বৃষ্টি যেমন সমুড্ডীন ধূলিরাশি নিবারণ করে, আমিও সেইরূপ এখনই নিশিত শরনিকর দ্বারা তোমার মৌলি-বিভূষিত মস্তক ছেদন করিয়া ধরাতলে পাতিত করিব; এবং তৎপরে তোমার দেহ-বিনিঃসৃত রুধির-ধারায় এই সকল নিহত রাক্ষসের তর্পণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইব।

রণস্থলে রাক্ষসাধিপতির ঈদৃশ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক নরনাথ রামচন্দ্র বিস্ময়াভিভূত হইয়া সহাস্য বদনে কহিলেন, নিশাচর! যুদ্ধে বিজয় লাভ হইলে তোমার এই সকল বাক্য শোভা পাইত; কিন্তু তুমি প্রত্যক্ষ করিলে, তোমার সমক্ষেই আমি তোমার অধীনস্থ এই সকল রাক্ষসকে সংহার করিলাম। ইহারা বলবীর্য্যে কেহই তোমা অপেক্ষা ন্যূন নহে; ইহারা সকলেই ভীষণ-পরাক্রম-

শালী; সকলেই দেবতাদিগের নিকট বর ও দিব্য অস্ত্রশস্ত্র লাভ করিয়াছিল; এবং সকলেই ক্রোধভরে প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; তথাপি তোমার সমক্ষেই আমি ইহাদের সকলকেই নিপাত করিয়াছি। রে ব্রহ্মঘাতিন রাক্ষসাধম! আর বৃথা আত্মশ্লাঘা করিবারই বা প্রয়োজন কি? তোমার যতদূর শক্তি, যতদূর বীর্য্য; প্রকাশ কর, বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। এখনই অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা আমি সমুজ্জ্বল-কুণ্ডল-বিভূষিত শিরস্ত্রাণ-মণ্ডিত তোমার ঐ মস্তক ছেদন করিয়া সমুজ্জ্বল গ্রহের ন্যায় পাতিত করিব।

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া খর-পরাক্রম খরের লোচনযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; সে যেন কোপে প্রজ্বলিত হইয়াই পুনর্ব্বার কহিল, রাম! আমি তোমাকেও জানি, লক্ষ্মণকেও জানি, তোমার পিতা রাজা দশরথকেও জানি; তোমরাও আমাকে বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছ। নরাধম! আমি এই গদা নিক্ষেপ করিলাম, যদি শক্তি থাকে, ইহার ভীম বেগ ধারণ কর।

এই কথা বলিয়াই খর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের প্রতি সেই প্রজ্বলিত-বজ্র-সদৃশী কনক-বলয়-বেষ্টিতা সুমহতী গদা নিক্ষেপ করিল। মহাভীষণ মহাগদা উল্কার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া পার্শ্বস্থিত বৃক্ষ ও গুল্ম সমুদায় ভস্মসাৎ করিতে করিতে রামাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। এই দিব্য গদা খরের তপস্যোপার্জ্জিত। পূর্ব্বে মহাত্মা কুবের, অসাধারণ তপস্যায় তুষ্ট হইয়া অতিযত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন। কালদণ্ড স্বরূপ ঐ গদা আগমন করিতেছে দেখিয়া রাজেন্দ্র রামচন্দ্র ব্যাকুলিত হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, রাক্ষসের এই দিব্য গদার বেগ অনিবার্য্য; সামান্য-বাণ-বেগে এই গদা নিবারণ করা যাইতে পারিবে না। ইহার নিবারণের নিমিত্ত আমায় মহাবেগ-সম্পন্ন দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিতে হইল।

গদা-নিবারণ-বিষয়ে এইরূপ স্থির করিয়া রঘুনন্দন রামচন্দ্র আশীবিষ-সদৃশ পাবকপ্রতিম দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। সেই মহতী গদা আকাশ-পথে বেগে আসিতেছিল, অগ্নি-সমতুল্য এই আগ্নেয়াস্ত্রে প্রতিহত হইয়া তাহা আকাশ-পথেই বারংবার পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

এইরূপে মহাতেজা রামচন্দ্র আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা রণস্থলে আপতন্তী কালপাশ-সদৃশী সেই সুমহতী গদা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। আগ্নেয়াস্ত্র, দিব্য গদা প্রতিসংহার করিয়াই আকাশ-পথে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল, তাহাতে দশদিকে ভীষণ হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; সহস্র সহস্র অগ্নি-শিখা-সমূহে আকাশ-মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। রাক্ষসের ভীষণ গদাও হতপ্রভ ও বিশীর্ণ হইয়া পৃথিবীতলে নিপতিত হইল।

প্রলয়কালে দীপ্যমান কেতু কর্ত্তৃক আক্রান্ত আর্দ্রানক্ষত্র-সহকৃত বিমল চন্দ্রমা যেরূপ বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হয়েন, সেইরূপ দিব্য আগ্নেয় অস্ত্রে দগ্ধ বিশীর্ণাবয়-

ভূষণ হুতাশনকল্প সেই রাক্ষসী গদাও বিধ্বস্তা হইয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল।

কুবের-প্রদত্তা মহতী গদা আগ্নেয়াস্ত্রে বিনষ্ট হইল দেখিয়া রামচন্দ্র নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং বুঝিলেন, খর তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে; রাক্ষসও বুঝিতে পারিল যে, আমি অদ্য রণস্থলে প্রাণশূন্য হইয়া শয়ন করিয়াছি।

অনন্তর পরম-তেজস্বী শত্রু-নিসূদন রঘুনন্দন রামচন্দ্র বহুতর কঠোর বাক্যে খরকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন; তিনি কহিলেন, রাক্ষসাধম! তুমি যে আমাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে আত্মশ্লাঘা করিয়া বলিয়াছিলে, যুদ্ধে তোমার রক্তপান করিব; সে কথা কোথায় রহিল! তোমার সেই মহতী গদা আমার এক বাণেই দগ্ধ, ভস্মীভূত ও বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে।—তুমি যাহার বলে বিশ্বাস করিয়া এ পর্য্যন্ত বিবিধ বাক্যে আত্মশ্লাঘা করিয়াছিলে; এই দেখ, সেই গদা এক বাণেই বিশীর্ণ অবস্থায় ভূমিপতিত হইয়া তোমার সে বিশ্বাস বিদূরিত করিল। রে রাক্ষসাধম! এই ত তোমার বল-সর্ব্বস্ব প্রদর্শন করিলে! তুমি যে বলিয়াছিলে, আমি এখনই নিহত রাক্ষসদিগের স্ত্রী-পুত্রাদির অশ্রু মার্জ্জন করিব; তোমার সে প্রতিজ্ঞা, সে কথাই বা কোথায় রহিল! তুমি নীচ, নীচপ্রকৃতি ও মিথ্যাবাদী; তোমার জীবন রক্ষা করিতে আমি ইচ্ছুক নহি। আর একবার যুদ্ধোদ্যোগ কর; গরুড় যেমন অমৃত হরণ করিয়াছিল, আমিও সেইরূপ তোমার প্রাণ হরণ করিব; তুমি নীচ, দুষ্ট-স্বভাব এবং সদাচার-দ্বেষী। তুমি আজি আমার বাণে বিদীর্ণ হইলে এই পৃথিবীই তোমার কণ্ঠ-বিনিঃসৃত ফেন-বুদ্‌বুদ-ভূষিত শোণিত পান করিবে। তুমি ধূলি-ধূসরিত শরীরে বাহুদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক, সুদুর্লভা বল্লভা কামিনীর ন্যায় মেদিনীকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা যাইবে।

রে মাংসাদ! তুমি মুনিজনের কণ্টক; আজি তুমি আমার হস্তে নিহত হইয়া অনন্ত নিদ্রায় শয়ন করিয়াছ প্রচার হইলে সমস্ত দণ্ডকারণ্যই নিরাশ্রয় নিরীহ মুনিদিগের আশ্রয়-স্থান হইবে। আমার বাণবলে জনস্থান হইতে দুরাচার রাক্ষসের বাস উচ্ছিন্ন হইলে, মুনিজন নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিবেন। আজি লোক-ভয়ঙ্করী রাক্ষসী সকলও পতিপুত্র প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবের বিনাশ জন্য শোকার্ত্ত ও দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে আমার ভয়ে জনস্থান হইতে পলায়ন করিবে। তুমি যেমন নীচ-কুলজাত ও নীচ-প্রকৃতি, তোমার পত্নী সকলও সেইরূপ নীচ-কুল-জাতা ও নীচ-প্রকৃতি, সন্দেহ নাই; অদ্য তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকার ঐহিক সুখই নষ্ট হইল; এখনই তাহারা শোক-রসের আস্বাদ গ্রহণ করিবে। রে ব্রাহ্মণ-কণ্টক! তোমার ভয়ে ঋষিদিগের যে অপার দুঃখ জন্মিয়াছে, আজি আমি তাহার মূলোৎপাটন করিব। রে নিষ্ঠুর-স্বভাব দুষ্টাত্মন! আজি তুমি জীবন লইয়া আমার হস্ত হইতে পলায়ন করিতে পারিবে না। মুনিগণ

যাহাদের জন্য সভয়ে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন, পরম সৌভাগ্য যে, আজি সেই সকল মুনিকণ্টক যুদ্ধে আমার বাণে এই নিহত হইয়া অধর্ম্মের ফললাভ করিয়াছে। রে ব্রাহ্মণ-দ্বেষিন মহাপাপ-কারিন ক্রূরাত্মন ধর্ম্ম-ত্যাগিন! তুমিও অবিলম্বেই আত্ম-কর্ম্মের অনুরূপ এইরূপ ফলপ্রাপ্ত হইবে।

রণ-স্থলে রামচন্দ্র ক্রোধভরে এইরূপ বলিলে রাক্ষস খর কুপিত হইয়া পরুষ বাক্যে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল ও কহিল, রাম! তুমি নিতান্তই গর্ব্বান্ধ হইয়াছ; সম্মুখে তোমার মহাভয় উপস্থিত, তথাপি তোমার চেতনা নাই।—তুমি কাল-পাশে সংযত হইয়া বক্তব্য অবক্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিতেছ না। যে সকল ব্যক্তি তোমার ন্যায় কাল-পাশে বদ্ধ হয়, তাহা-দিগের কিছুমাত্র কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেচনার শক্তি থাকে না; সুতরাং তাহারা কার্য্যাকার্য্য স্থির করিতেও সমর্থ হয় না। তুমি নির্ব্বোধ, সেই জন্যই আমাকে নিরস্ত্র বোধ করিতেছ; কিন্তু তুমি জান না যে, আমি এই বৃক্ষ-পর্ব্বত-পরিপূরিত সিংহ-সর্পাদি-পশু-ভূয়িষ্ঠ সমগ্র কাননকেই অস্ত্র স্বরূপে ব্যবহার করিতে পারি! এই দেখ, শৈল উৎপাটন পূর্ব্বক বেগে নিক্ষেপ করিয়া তোমার জীবন সংহার করিতেছি।

এই বলিয়া খর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রুকুটি বন্ধন পূর্ব্বক অস্ত্রের জন্য রণস্থলের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল, নিকটে এক মহাশাল বৃক্ষ রহিয়াছে। নিশাচর বাহু-দ্বয়ে ঐ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া ওষ্ঠ-পুট-দংশন পূর্ব্বক বেগে ধাবিত হইল, এবং 'এই বার তুমি নিহত হইলে!' এই বলিয়া মহাশব্দ করিয়া ঐ মহাবৃক্ষ রামচন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিল। প্রতাপশালী রামচন্দ্র বাণ-জাল বর্ষণ পূর্ব্বক বেগে আপতিত ঐ মহাবৃক্ষ ছেদন পূর্ব্বক খরকে সংহার করিবার জন্য ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। নিশাচর যত বৃক্ষ গ্রহণ করিতে লাগিল, রামচন্দ্র আনত-পর্ব্ব সায়ক-সমূহ দ্বারা তৎসমস্তই তিল তিল করিয়া ছেদন করিতে লাগিলেন। অগস্ত্য যে অদ্ভুত বৈষ্ণব ধনু প্রদান করিয়াছিলেন, রিপু-নিসূদন রামচন্দ্র সেই ধনুর্দ্বারা পুনঃপুন বাণবর্ষণ করিয়া অবলীলা-ক্রমেই শিলা বৃক্ষ সমস্তই তিল তিল করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর ঘর্ম্মাক্ত এবং লোচন-যুগল ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি এককালে সহস্র শরে খরকে বিদ্ধ করিলেন। পর্ব্বত হইতে সহস্র সহস্র প্রস্রবণ-ধারার ন্যায় তাহার শরীরের ক্ষত স্থান হইতে প্রভূত শোণিত-ধারা নির্গত হইতে লাগিল। এইরূপে রামচন্দ্রের বাণ-পাতে নিতরাং বিদ্ধ হইয়া খর একান্ত অস্থির ও বিহ্বল হইয়া পড়িল; তখন সে রুধিরগন্ধে অন্ধ ও উন্মত্ত হইয়া বেগে তাঁহার প্রতিই ধাবমান হইল।

রুধিরাক্ত-কলেবর নিশাচর মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক বেগে আগমন করিতেছে দেখিয়া, ক্ষিপ্র-বিক্রম রামচন্দ্র দুই তিন পদ অপসৃত হইতে হইতেই, ইতিপূর্ব্বে স্বয়ং ইন্দ্র তাঁহার রক্ষার্থ যে বজ্র-সদৃশ বাণ প্রদান করিয়াছিলেন,

সেই দীপ্ত-পাবক-সঙ্কাশ জ্বলন্ত-সর্প-প্রতিম পঞ্চ-পর্ব্ব-সম্পন্ন পঞ্চ-পক্ষ-সংযুক্ত সরলগামী শর সন্ধান করিয়া শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক রাক্ষসের বিনাশ জন্য নিক্ষেপ করিলেন। সুপর্ণানিল-তুল্য-বেগ-সম্পন্ন নির্ঘাত-সম-নিস্বন মহাশর নিক্ষিপ্ত ও খরের বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া কার্ত্তিক-নির্ভিন্ন ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের ন্যায় তাহার অস্থি-সংঘ ও মর্ম্মস্থান ভেদ করিল। —বজ্রপ্রতিম ঐ বাণ তরুবরোপরি পুরন্দর-প্রমুক্ত সাক্ষাৎ বজ্রেরই ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া রাক্ষসের উপরি পতিত হইল। খর সেই বাণাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে হইতে পূর্ব্বকালে শ্বেতারণ্য-মধ্যে রুদ্র-দগ্ধ অন্ধকাসুরের ন্যায়,[৩৩] বজ্র-তাড়িত বৃত্রাসুরের ন্যায়, সফেন-বজ্র-নিহত নমুচির ন্যায়,[৩৪] ইন্দ্রাশনি-বিনিপাতিত বল-দানবের ন্যায়, ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিল। অমনি আকাশে কলকল-শব্দ-সম্বলিত দেব-দুন্দুভি-শব্দ ও সাধু সাধু শব্দ সমুত্থিত হইল; এবং রণস্থলে রামচন্দ্রের মস্তকোপরি দিব্য পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। ‘দুরাত্মা নিহত হইয়াছে, অহো! আত্ম-বল-বিজ্ঞাত রামচন্দ্রের কর্ম্ম কি অদ্ভুত!—বীর্য্যই বা কি অদ্ভুত! দেখিতেছি, সাক্ষাৎ বিষ্ণুর ন্যায় ইহাঁর ধৈর্য্য।’ এই প্রকার শব্দ চারিদিকেই শ্রুত হইতে লাগিল।

অনন্তর সেই কার্য্য সন্দর্শন করিয়া রাজর্ষি মহর্ষি দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি গণ সকলে সমবেত হইয়া প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন; এবং রামচন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনন্দিত চিত্তে কহিলেন, ‘ধর্ম্মজ্ঞ রঘুনন্দন! সৌভাগ্যক্রমেই তুমি ক্ষত্র-ধর্ম্মানুসারে মহোন্নতি লাভ করিতেছ। দেবর্ষিগণ যে স্বস্তি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, সৌভাগ্যক্রমেই আজি তাহা সফল হইল। অতীব আনন্দের বিষয় যে, আজি ব্রাহ্মণ-কণ্টক খর সদলবলে তোমার হস্তে নিহত হইল। তোমার প্রসাদে এক্ষণে তাপসেরা এই দণ্ডকারণ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিবেন। রাম! সৌভাগ্যক্রমেই তুমি মহাত্মা লক্ষ্মণ, সীতা ও এই সকল মহানুভব তাপসদিগের সহিত পুনর্ব্বার মিলিত হইলে। মহারাজ! পাকশাসন পুরন্দর দেবরাজ এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই শরভঙ্গের পবিত্র আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। ঋষিগণ এই সকল নিদারুণ-কর্ম্মা নিষ্ঠুর রাক্ষসদিগের বিনাশের জন্যই কৌশলক্রমে তোমাকে এই প্রদেশে আনয়ন করিয়াছেন। দশরথ-নন্দন! তুমি আমাদিগের সেই কার্য্য সাধন করিলে। এক্ষণে মুনিগণ দণ্ডকারণ্য-মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারিবেন। রাঘব! ঐ দেখ, দেব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ আকাশে অবস্থিতি করিয়া জয় শব্দ ও আশীর্ব্বাদ পুরঃসর তোমার স্তুতি গান করিতেছেন। বেদবিৎ-শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাও দেবগণ সমভিব্যাহারে বিমানে অবস্থিতি পূর্ব্বক তোমার এই আশ্চর্য্য যুদ্ধ দর্শন করিয়া

৩৩ পুরাণে প্রসিদ্ধি আছে, দেবাদিদেব মহাদেব কাবেরীতীরবর্ত্তী শ্বেতারণ্যে অন্ধকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

৩৪ পুরাণে কথিত আছে, ব্রহ্মা নমুচি দানবকে তাহার প্রার্থনানুসারে বর দিয়াছিলেন যে, শুষ্ক বা আর্দ্র অশনি দ্বারা তোমার মৃত্যু হইবে না। এই নিমিত্ত দেবরাজ ফেনাচ্ছাদিত বজ্র দ্বারা তাহার প্রাণ সংহার করেন।

তোমার প্রশংসা করিতেছেন। প্রমথগণ-পরিবৃত বিমানস্থিত মহাদেবও ঐ তুষ্ট হইয়া জয়-শব্দে তোমার সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন।

ধর্ম্ম-বৎসল মুনিগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র দূরস্থিত বিমানারূঢ় দেবগণকে দর্শন পূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। এই সময় মহাবীর লক্ষ্মণ সীতা সমভিব্যাহারে গিরি-গুহা হইতে বহির্গত হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। রামচন্দ্রও রাক্ষস খরকে সংহার পূর্ব্বক মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া আশ্রমে পুনঃপ্রবিষ্ট হইলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; এবং জনক-নন্দিনী সীতাও, রামচন্দ্র রাক্ষস সংহার পূর্ব্বক মহর্ষিগণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন দেখিয়া, যার পর নাই প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে ভর্ত্তাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং কহিলেন, আর্য্য-পুত্র! ভাগ্যক্রমেই আজি আপনি মুনিজনের চিরশত্রু খর রাক্ষসের প্রাণ বিনাশ করিয়া প্রতিজ্ঞা সত্য ও সফল করিলেন। জিতেন্দ্রিয় মুনিদিগের কণ্টক নাশ হইল; এক্ষণে তাঁহারা এই বনমধ্যে আপনকার বাহুবল আশ্রয় করিয়া নিরুদ্বেগে ধর্ম্মাচরণ করিবেন।

এই কথা বলিতে বলিতে জনক-নন্দিনীর বদন-কমল আনন্দে অধিকতর প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি তখন রাক্ষস-কুল-প্রমাথী প্রমুদিত-মহাত্মা-মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তুয়মান রামচন্দ্রকে পুনর্ব্বার গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

এইরূপে মহারণে বিপক্ষ-পক্ষ-বিমর্দ্দক মহা-ধনুর্দ্ধর রামচন্দ্র সমাগত মুনিগণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক যথাবিহিত অর্চ্চনা করিয়া দেবলোক-স্থিত দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর প্রহৃষ্টান্তঃকরণ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ মৃগচারু-লোচনা সীতাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত ঋষিগণ কর্ত্তৃক সভাজিত হইয়া প্রমুদিত হৃদয়ে সেই আশ্রমেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।৩৫॥*

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

রাবণ-বর্ণন।

এদিকে শূর্পণখা যখন দেখিল, রামচন্দ্র মানুষ, পদাতি ও একাকী হইয়াও চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন; খর, ত্রিশিরা এবং দূষণও তাঁহার হস্তে নিপাতিত হইল;—রামচন্দ্র অন্যের সুদুষ্কর অদ্ভুত কার্য্য সাধন করিলেন; তখন সে নিতান্ত ভীত, উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হইয়া রাবণ-পালিতা লঙ্কায় উপস্থিত হইল। দেখিল, লোকরাবণ রাবণ দেবগণের সমভি-

---

* এই স্থলে পাশ্চাত্য রামায়ণে "রাবণের লঙ্কাগমন" নামে একটি অতিরিক্ত সর্গ আছে। তাহাতে ভগ্ন পাইক অকম্পন ও রাবণের কথোপকথন, তাহার পরামর্শানুসারে সীতা-হরণ-বিষয়ে সাহায্য-প্রার্থনায় রাবণের মারীচের নিকট গমন, এবং রামের সহিত বিরোধ করিতে মারীচের নিষেধানুসারে রাবণের লঙ্কায় প্রতিগমন বর্ণিত আছে। ঐ সর্গটি যে প্রক্ষিপ্ত, পূর্ব্বাপর পাঠ করিলে তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় থাকে না। রামায়ণের টীকাকারদিগের মতেও উহা প্রক্ষিপ্ত। বাস্তবিকও ঐ সর্গ পরিত্যাগ না করিলে পূর্ব্বাপর সমন্বয় থাকে না এবং সংলগ্নও হয় না। এই জন্য আমরাও এস্থলে ঐ সর্গের অনুবাদ করিয়া দিলাম না; কৌতুহলী পাঠকবর্গের কৌতুহল পরিতৃপ্তির নিমিত্ত গ্রন্থ সমাপ্তির পরে উহাদির যথাস্থানে অনুবাদ করিয়া দিবার মানস রহিল।

ব্যাহারে পুরন্দরের ন্যায়, মন্ত্রিগণ সমভি-ব্যাহারে বিমান-গৃহের উপরি তলে উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহার কাঞ্চনময় দিব্য আসন সূর্য্যের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিতেছে; তিনি ঐ আসনে উপবেশন করিয়া স্বর্ণবেদী-স্থিত জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় প্রকাশ পাইতে-ছেন। তাঁহার দশ বদন; বিংশতি বাহু; এবং পরিচ্ছদ দেখিতে অতীব সুন্দর। তাঁহার লোচন সকল রক্তবর্ণ; বক্ষঃস্থল বিশাল; এবং শরীরে রাজ-লক্ষণ সকল লক্ষিত হই-তেছে। তাঁহার কান্তি স্নিগ্ধ-জীমূত-সঙ্কাশ; ভূষণ সকল তপ্ত-কাঞ্চন-নির্ম্মিত; বাহু সুগ-ঠিত; দশন শ্বেতবর্ণ; মুখমণ্ডল প্রকাণ্ড; এবং আকার পর্ব্বত-প্রতিম। তিনি মহা-বীর; তিনি যুদ্ধে মহাবল দেব দানব যক্ষ ও ঋষি গণেরও অজেয়; তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ কৃতান্ত মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছেন। তিনি কতবার দেবাসুর-সংগ্রামে বজ্র দ্বারা আহত হইয়াছিলেন, সুতরাং গাত্রে বজ্র-ক্ষতের চিহ্নও রহিয়াছে; ঐরাবতের দন্তাঘাত এবং বিষ্ণুর চক্র নিপা-তের চিহ্ন সকলও লক্ষিত হইতেছে; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গই দেবগণের সমগ্র অস্ত্রাঘাতের চিহ্নে পরিচিহ্নিত। তিনি মহাশূর, মহাবলশালী এবং ক্ষিপ্রকর্ম্মা। তিনি অক্ষোভ্য সাগরকেও ক্ষুভিত, পর্ব্বত শিখরকেও বিদারিত ও অতি-বিক্রান্ত যোদ্ধাদিগকেও বিমর্দ্দিত করিতে পারেন। ধর্ম্মের উচ্ছেদ এবং পরদার-হরণ করাই তাঁহার স্বভাব। যুদ্ধে কি দৈত্যগণ কি দানবগণ কি রাক্ষসগণ, কেহই তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না; তিনি মহারথ, এবং সকল অস্ত্রই প্রয়োগ করিতে পারেন।

পুরাকালে যিনি ভোগবতীতে গমন পূর্ব্বক বাসুকিকে পরাজয় করিয়া তক্ষকের প্রেয়সী ভার্য্যা হরণ করিয়াছিলেন; যিনি সংগ্রামে বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক যক্ষরাজ কুবেরকে জয় করিয়া পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ কৈলাস অধিকার ও তাঁহার কামচারী পুষ্পক বিমান অপহরণ করিয়াছিলেন; এবং যিনি ক্রোধভরে বাহুবলে বিবিধ প্রাসাদ ও পাদপ শ্রেণী বিচিত্রিত নানা-মৃগ-পক্ষি-সমাকুল দিব্য চৈত্ররথ কানন, ঐ কানন-মধ্যস্থ নলিনী নামক সরোবর, নন্দন-বন ও দেবগণের অন্যান্য উপবন সমস্ত ভগ্ন করিয়াছিলেন; যাঁহার আকৃতি পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড; যে পরন্তপ মহাবীর উদয়ো-ন্মুখ চন্দ্র সূর্য্যকেও বাহু দ্বারা নিবারণ করিতে পারেন; যিনি গোকর্ণ তীর্থের মহারণ্যে পঞ্চাগ্নি-মধ্যে ঊর্দ্ধপাদে দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন; ব্রহ্মা অতিব্যস্ত হইয়া পুনঃপুন আগমন পূর্ব্বক বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলে যিনি তাঁহার নিকট ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছিলেন; যে বীর্য্যশালী রাক্ষসরাজ নবোদিত-ইন্দু-কলা-সদৃশ-দন্তরাজি-বিরাজিত ভাস্করপ্রভ দশ মুণ্ড অকাতরে ছেদন করিয়া ব্রহ্মাকে উপহার দিয়াছিলেন; ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থলে মন্ত্রপূত ঘৃত হোম করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যিনি কতবার বলপূর্ব্বক সোমরস অপহরণ করিয়াছেন; যাঁহার নগরীমধ্যে

দিবাকর ভয়প্রযুক্ত নিজ কিরণ-জাল সঙ্কোচ করিয়া আকাশ পথে বিচরণ করেন; যিনি পবিত্র যজ্ঞের হন্তা, ক্রূরস্বভাব, ব্রাহ্মণঘাতী, পাপকর্ম্মা, নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় এবং নিয়ত জীবগণের অনিষ্ট-সাধনে নিরত; কেবল হীনবল মানুষ ব্যতীত কি দেব, কি দানব, কি যক্ষ, কি পিশাচ, কি নাগ, কি রাক্ষস, অন্য কাহারও হইতে যাঁহার যুদ্ধে মৃত্যু-ভয় নাই; যিনি ত্রিলোকেরই ত্রাস-জনক; যাঁহাকে দর্শন করিলে প্রাণিমাত্রই ভীত হয়; প্রদীপ্ত-বিশাল-লোচনা অকুণ্ঠ-ভাষিণী ছিন্ন-কর্ণ-নাসিকা ভয়-বিহ্বলা বিষণ্ণ-বদনা শূর্পণখা সেই মহাবল রাক্ষস-রাজ ভ্রাতাকে দর্শন করিয়াই ক্রোধভরে সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

রাবণোদ্দীপন।

দুঃখ-ভাব-সম্পন্না শূর্পণখা ক্রুদ্ধ হইয়া অমাত্যগণের সমক্ষেই লোক-রাবণ রাবণকে পরুষ বাক্যে কহিতে লাগিল, লঙ্কেশ্বর! তোমাকে দমন করিবার কেহই নাই; সুতরাং তুমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া সদাসর্ব্বদা কাম-ভোগেই উন্মত্ত রহিয়াছ; সেই জন্যই, তোমার জানা উচিত হইলেও, জানিতেছ না যে, সম্প্রতি মহাবিপদ উপস্থিত। যে রাজা স্বেচ্ছাচারী ও লুব্ধস্বভাব; যিনি নিয়ত গ্রাম্য সুখ সম্ভোগেই আসক্ত থাকেন; প্রজাগণ শ্মশানাগ্নির ন্যায় তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া থাকে। যে রাজা স্বয়ং উদ্‌যোগী হইয়া যথাসময়ে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান না করেন; তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হয় না, রাজ্যভ্রংশ হয়, এবং অবশেষে তাঁহাকেও বিনষ্ট হইতে হয়। যাঁহার চর নিযুক্ত নাই; যিনি ভ্রষ্টাচার; যিনি প্রয়োজন হইলেও প্রজাদিগকে দর্শন দান করেন না; অবশ হইয়া নিরন্তর সুখ সম্ভোগেই আসক্ত থাকেন; হস্তী যেরূপ দূর হইতেই নদী-পঙ্ক পরিহার করে, লোকেও সেইরূপ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-বশীভূত হইয়া যে সকল ভূপতি বিষয় রক্ষা করিতে না পারেন, সাগর-নিমগ্ন পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহাদিগের উন্নতি দৃষ্ট হয় না। মহাবল গন্ধর্ব্ব ও দানব গণের সহিত যে সকল রাজার বিরোধ, চার নিযুক্ত না রাখিলে তাঁহারা কিরূপে নিরাপদে থাকিতে পারেন!

রাক্ষসরাজ! তুমি বালক-স্বভাব ও বুদ্ধি-হীন; তুমি জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত নহ; তবে কি করিয়া রাজত্ব করিবে! ত্রৈলোক্য-বিজয়িন! যে সকল রাজার কাম, ক্রোধ এবং নীতি বশীভূত নহে; সাধারণ ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহাদের প্রভেদ কি? নৃপতিগণ চার দ্বারা দূরস্থিত সমস্ত ঘটনাই দর্শন করেন; এই জন্যই তাঁহারা চার-চক্ষু বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। কিন্তু দেখিতেছি তোমার চার নিযুক্ত নাই; বোধ হয়, তোমার মন্ত্রিবর্গও নিতান্ত অনুপযুক্ত; তাহা না হইলে তোমার এতাদৃশ মূর্খতা ও অজ্ঞানতা কেন! তুমি জানিতেছ

না যে, সমস্ত জনস্থান উৎসন্ন হইয়াছে! খর ও দূষণ নিহত হইয়া শর-নিপীড়িত কলেবরে যুদ্ধ-ভূমিতে শয়ন করিয়া আছে। মানুষ পদাতিক রাম একাকী দীপ্ততেজা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে বিনাশ, ঋষিদিগকে অভয় দান, দণ্ডক বনের ভয় দূর এবং সমস্ত জনস্থান ধ্বংস করিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম সাধন করিয়াছে! কিন্তু রাবণ! তুমি লুব্ধ-স্বভাব; তুমি ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়া বিষয়-ভোগেই উন্মত্ত রহিয়াছ; তোমার নিজ অধিকার-মধ্যেই এই ঘোর বিপদ উপস্থিত; কিন্তু তুমি ইহার বিন্দুবিসর্গও অবগত নহ। যে রাজা ক্রোধন-স্বভাব, ক্রূর-প্রকৃতি, কার্য্যে অমনোযোগী, এবং অহঙ্কৃত; যিনি দানাদি দ্বারা স্বপক্ষদিগকে সন্তুষ্ট না রাখেন; বিপৎ-কালে তাঁহাকে সকল ব্যক্তিই পরিত্যাগ করে। অহঙ্কারী, কার্য্যে অমনোযোগী, আত্মশ্লাঘী, শঠ ও ক্রুদ্ধ-স্বভাব নৃপতির বিপদ উপস্থিত হইলে স্বপক্ষীয়েরাও তাঁহার অনিষ্ট করে। তুমিও কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতেছ না; এতদূর ভয় উপস্থিত, তথাপি ভীত হইতেছ না; সুতরাং তুমি অবিলম্বেই রাজ্যভ্রষ্ট ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া তৃণের তুল্য মানহীন হইবে। শুষ্ক কাষ্ঠ, কি পাংশু বা লোষ্ট্রেও বরং কার্য্য হয়; কিন্তু রাজ্যভ্রষ্ট রাজা দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। রাজ্যভ্রষ্ট রাজা পুরাতন বস্ত্র বা নির্ম্মাল্যোজ্ঝিত মাল্যের সমান; শক্তি থাকিতেও পুরুষার্থ সাধন করিতে সমর্থ হয়েন না। যে রাজা ইন্দ্রিয়-বিজয়ী, ধর্ম্মশীল, সতত কর্ত্তব্য কার্য্যে সাবধান, এবং সর্ব্বজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ; তিনিই দীর্ঘ কাল রাজ্য ভোগ করিতে পারেন। চর্ম্মচক্ষে নিদ্রিত হইয়াও যে নরপতি নীতি-চক্ষে সর্ব্বদা জাগরিত থাকেন, এবং যাঁহার ক্রোধ বা প্রসাদের ফল প্রত্যক্ষ লক্ষিত হয়, তিনিই প্রশংসনীয়। কিন্তু রাবণ! তুমি দুর্ব্বুদ্ধি, এই সমুদায় রাজগুণের কোন গুণই তোমাতে নাই; কারণ রাক্ষসগণের এতাদৃশ হত্যাকাণ্ডের বিন্দুবিসর্গও তুমি অবগত নহ। তুমি শত্রুকে উপেক্ষা কর; রাজকার্য্যে তোমার মনোযোগ নাই; দেশ কাল বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবারও তোমার ক্ষমতা নাই; আপনার বা পরের গুণদোষ দর্শনেও তোমার বুদ্ধি নিযুক্ত নহে; তবে কি করিয়া তুমি রাক্ষসগণের উপর দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারিবে!

অতুল-ঐশ্বর্য্যশালী, মহাবল, মহাগর্ব্ব, নিশাচর-রাজ রাবণ শূর্পণখার মুখে স্বদোষকীর্ত্তন শ্রবণ পূর্ব্বক অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তত্তদ্বিষয়ে পর্য্যালোচনা ও চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

শূর্পণখা-বাক্য।

রাক্ষসী শূর্পণখা ক্রুদ্ধ হইয়া অমাত্যগণমধ্যে তাদৃশ পরুষ বাক্যে তিরস্কার করিলে রাবণ কুপিত হইয়া কহিলেন, রাম কে? রাম কোথা হইতে আসিয়াছে? তাহার পরাক্রম কিরূপ? বীর্য্যই বা কি প্রকার?

সে সুদুর্গম দণ্ডক বনেই বা কি জন্য আগমন করিয়াছে? তাহার অস্ত্রশস্ত্রই বা কি প্রকার যে, সে যুদ্ধে সমস্ত রাক্ষসগণ, খর, দূষণ এবং ত্রিশিরাকেও সংহার করিয়াছে?

রাক্ষস-রাজের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসী ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া যথাতত্ত্ব কহিতে আরম্ভ করিল। সে কহিল, রাম দশরথের পুত্র; সে কৃষ্ণাজিন পরিধান করিয়া আছে; তাহার বাহু আজানু-লম্বিত; চক্ষু আকর্ণ-বিশ্রান্ত; রূপ কন্দর্পের তুল্য; সে যুদ্ধে ইন্দ্র-ধনু-সদৃশ সুবর্ণবলয়-বেষ্টিত মহাধনু আকর্ষণ করিয়া মহাবিষ-সর্প-সঙ্কাশ সমুজ্জ্বল নারাচ সকল নিক্ষেপ করে। সমরে সেই মহাবল যে কখন ভীষণ শর সকল গ্রহণ, কখন ক্ষেপণ, কখন বা শরাসন আকর্ষণ করে, আমি তাহার কিছুই লক্ষ্য করিতে পারি নাই। কেবল দেখিয়াছি, করকা বর্ষণ দ্বারা দেবরাজ যেমন সুপুষ্ট শস্য সমুহ নাশ করেন, শরজাল বর্ষণ করিয়া রামও তেমনি রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতেছে। পদাতি রাম একাকী তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর বর্ষণ দ্বারা ভীমকর্ম্মা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস, এবং খর ও দূষণকে সার্দ্ধ মুহূর্ত্তমধ্যেই সংহার করিয়াছে; ঋষিদিগকে অভয় দান, এবং দণ্ডকারণ্যের ভয় দূরও করিয়াছে। একমাত্র আমিই কেবল অতি কষ্টে জীবন লাভ করিয়াছি; স্ত্রীলোক বলিয়া দয়া করিয়া সে আমার নাসা কর্ণ মাত্র ছেদন করিয়া আমাকে মুক্তি দিয়াছে; আমাকে অপমান করিয়া সে এই রূপ অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে।

লক্ষ্মণ নামে রামের এক ভ্রাতা আছে; সেও রামের সমান গুণবান, বীর্য্যবান ও সুলক্ষণ-সম্পন্ন; তাহারও ক্রোধ অতিভীষণ; সমরে তাহাকেও জয় করা দুঃসাধ্য; সেও বীর্য্যবান, বিক্রমশালী, বলবান ও নির্ভীকচিত্ত। শক্রু জয় করিতে তাহারও ক্ষমতা আছে। রামে তাহার অচলা ভক্তি ও অনুরাগ। সে রামের দক্ষিণ বাহু। অধিক কি, সে রামের বহিশ্চর প্রাণ।

রামের এক প্রেয়সী ধর্ম্মপত্নীও আছে; তাহার নাম সীতা। যশস্বিনী সীতা নিয়ত স্বামীর হিতসাধনে নিরতা। তাহার লোচন আকর্ণ-বিশ্রান্ত, বদন পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ, এবং কেশ-পাশ, নাসিকা, ঊরু ও রূপ অতি সুন্দর। দ্বিতীয় লক্ষ্মী-রূপিণী, সর্ব্বাঙ্গ-প্রশংসনীয়া সীতা সাক্ষাৎ বন-দেবতার ন্যায় বিরাজ করিতেছে। তাহার দেহকান্তি সুবর্ণের তুল্য। সমস্ত শুভ লক্ষণই তাহাতে দেদীপ্যমান। তাহার নখ সকল উত্তম রক্তবর্ণ ও উত্তুঙ্গ। বরারোহা সীতার মধ্যদেশ বেদী-মধ্যের ন্যায় ক্ষীণ। কি দেবী, কি গন্ধর্ব্বী, কি যক্ষী, কি কিন্নরী, কেহই তাহার সমান সৌন্দর্য্য-শালিনী নহে। ফলত তাহার ন্যায় রূপবতী নারী আমি পৃথিবীতলে কখনও দর্শন করি নাই। আহা! সীতা যাহার প্রণয়িনী হইবে, বা সহর্ষে যাহাকে আলিঙ্গন করিবে; দেবলোক-স্থিত দেবরাজের ন্যায় তাহারই জীবন সার্থক!

মহারাজ! সীতার রূপ এই প্রকার; ভুবনে তাহার রূপের তুলনা নাই। সে তোমারই ভার্য্যা হইবার উপযুক্ত; তুমিও তাহার উপযুক্ত স্বামী। তাহার জঘন-স্থল

প্রশস্ত; এবং লোচনের প্রান্তভাগ রক্ত-পদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণ। অধিক কি বলিব, মনোযোগ পূর্ব্বক দর্শন করিয়া আমিও তাহার রূপে বিমুগ্ধ হইয়াছি। তুমি যে সেই পূর্ণচন্দ্র-বদনা বিদেহ-নন্দিনীকে দর্শনমাত্রই কাম-শরের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সেই অলোক-সামান্য-রূপ-লাবণ্যবতীর মধুর-স্বর-সম্বলিত বাক্য শ্রবণ করিলে অকাম ব্যক্তিও অবশ হইয়া তৎক্ষণ-মাত্রে নিরতিশয় সকাম হইয়া উঠে। আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তোমার ভার্য্যা করি-বার জন্যই সেই বিপুল-নিতম্বিনী পীনোন্নত-পয়োধরা সুন্দর-বদনা সীতাকে এই লঙ্কা-পুরীতে আনয়ন করি; মহাবাহো! দেখ, সেই জন্যই আমার এই দুর্দ্দশা!—সেই জন্যই ক্রূর লক্ষ্মণ আমাকে এই প্রকার বিরূপ করিয়াছে। যদি তাহাকে ভার্য্যা করিবার জন্য তোমার মন হয়, তাহা হইলে বিজয়-লাভার্থ যাত্রার জন্য সত্বর দক্ষিণ পদ উত্তোলন কর। রাক্ষসরাজ! বৈরনির্য্যাতন কর; ভ্রাতৃবধ হেতু রাম-লক্ষ্মণের সহিত তোমার বৈরভাব উৎপন্ন হইয়াছে; তুমি আশ্রমনিবাসী নিষ্ঠুর রামকে বিনাশ করিয়া রাক্ষস-বধের প্রতি-শোধ কর। সুনিশিত সায়কে রাম-লক্ষ্মণকে নিপাত করিলে সীতা অনাথা হইয়া পড়িবে; তখন তুমি তাহাকে নিরুদ্বেগে যথাসুখে উপ-ভোগ করিতে পারিবে। রাক্ষসেশ্বর! যদি আমার বাক্যে তোমার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে নিঃশঙ্ক চিত্তে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; এরূপ অভীষ্ট আর প্রাপ্ত হইবে না। বিবেচনা করিয়া দেখ, রাম-লক্ষ্মণ নিঃসহায়; অত-এব তুমি ভার্য্যা করিবার জন্য অনিন্দিত-সর্ব্বাঙ্গী অবলা সীতাকে বলপূর্ব্বক হরণ কর।

রাম সরল-গামী শায়ক-সমূহ দ্বারা জন-স্থান-নিবাসী যাবদীয় রাক্ষস, এবং খর ও দূষণকে বিনাশ করিয়াছে; তুমি এই বিষয় সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা হয় কর।

রাক্ষসেশ্বর! অগ্রে যুদ্ধ-গর্ব্বিত দুরাত্মা রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। ফলত মনোযোগ পূর্ব্বক উত্তম রূপে যুদ্ধের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া মনোরথ সম্পাদন কর।

শূর্পণখা-কথিত রাক্ষসবংশ-বিনাশন বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট-হৃদয় রাজকুল-তাপন দশানন রাবণের হৃদয়ে নিজবংশ-ধ্বংস-বিষ-য়িনী বুদ্ধি সমুদিত হইল।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

মারীচাশ্রম-প্রবেশ।

শূর্পণখার তাদৃশ লোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত কর্ত্তব্য বিষয়ে মন্ত্রণা, বিবেচনা, যথারীতি কার্য্য পর্য্যা-লোচনা এবং দোষ-গুণের বলাবল নির্দ্ধারণ করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। এইরূপে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তিনি মন্ত্রিগণের অনু-মোদনক্রমে প্রচ্ছন্নরূপে [illegible] যানশালায়

গমন করিলেন। তথায় প্রবেশ করিয়াই সারথিকে আজ্ঞা করিলেন, 'আমার রথ যোজনা কর।' আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র ক্ষিপ্রকর্ম্মা সারথি অবিলম্বেই তাঁহার মনোমত সুন্দর রথ যোজনা করিল।

অনন্তর রাক্ষসাধিপতি শ্রীমান রাবণ, সর্ব্বোপকরণ-সম্পন্ন পতাকা-শ্রেণী-সমলঙ্কৃত হিরণ্ময়-সজ্জা সুসজ্জিত পিশাচাস্য-অশ্বতর-যোজিত সেই কামগামী হেম-মণ্ডিত কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া আকাশপথে সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অদিতি-নন্দন মহেন্দ্র-প্রতিম রাক্ষসরাজ দশানন দিব্য-কাঞ্চন-ভূষণে বিভূষিত; তাঁহার মস্তকে শ্বেত ছত্র; এবং উভয় পার্শ্বে শুভ্রবর্ণ চামর ব্যজন। কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া তিনি বিদ্যুদ্দাম-সমলঙ্কৃত বকরাজি-বিরাজিত আকাশ-চারী মেঘের ন্যায় শোভিত হইলেন। স্নিগ্ধ-বৈদূর্য্য-সঙ্কাশ তপ্ত-কাঞ্চন-ভূষণ রাক্ষসাধিপতি দশানন, গ্রীষ্মাবসানে বায়ু-পরিচালিত বিদ্যুন্মালা-বিমণ্ডিত সজল জলধরের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

বীর্য্যশালী রাবণ এইরূপে পর্ব্বত ও সাগর-সন্নিহিত অনূপ ভূমি দর্শন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন; সম্মুখে সুরম্য সরিৎপতি সাগর গর্জ্জন করিতেছে; বিবিধাকার-বিবিধ-প্রকার-জলচর-সঙ্কুল-সমাকুল এই সাগর কোথাও চঞ্চল-তরঙ্গমালা-বিক্ষিপ্ত এবং কোথাও বা সমতল হইয়া আছে; বেলাভূমি নিবিড়-পল্লবাক্ত সহস্র সহস্র সুন্দর কেতক, নারিকেল, শাল, তাল, হিন্তাল, অর্জ্জুন, প্রিয়ক ও অন্যান্য নানা প্রকার বৃক্ষ সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া শোভা পাইতেছে; স্থানে স্থানে মহর্ষিগণ-সমধিষ্ঠিত সুবিস্তৃত সুপবিত্র আশ্রমপদসমূহ সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে; সহস্র সহস্র সুশীতল-স্বচ্ছ-তোয়া নদী নানাদিক হইতে আসিয়া সঙ্কুল ভাবে সঙ্গত হইতেছে; স্থানে স্থানে সহস্র সহস্র নাগ, সুপর্ণ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, চারণ ও পুণ্যাত্মা জিতেন্দ্রিয় মহাত্মগণ বেলাভূমির শোভা সম্পাদন করিতেছেন; স্থানে স্থানে শত শত পাণ্ডুরবর্ণ দিব্যমাল্য-বিমণ্ডিত বিচিত্র ক্রীড়াগৃহ অপ্সরোগণে বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে; দিব্যরূপা দিব্য-মাল্যাভরণ-ভূষিতা কামকলা-সুনিপুণা অপ্সরা সকল সর্ব্বত্রই দলে দলে বিহার করিতেছে।

ধনদানুজ রাক্ষসাধিপতি রাবণ এই সমস্ত সন্দর্শন পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে ক্রমে উত্তর কুরু প্রদেশ এবং প্রধান প্রধান পর্ব্বত সকল দেখিতে পাইলেন। তিনি নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, হংস-সারস-সমূহে অনুনাদিত অমৃতার্থি-দেব-দানব-সঙ্ঘ-সেবিত সাগর শোভা বিস্তার করিতেছে। তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের, এবং যাঁহারা তপোবলে দিব্য লোক লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের, পুষ্পশোভিত-নির্মিত বিমান সকল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। তিনি তীরপ্রদেশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, স্থানে স্থানে রত্ন-ব্যবসায়ী পণ্যজীবিগণ কোথাও শঙ্খ, কোথাও বৈদূর্য্য, কোথাও মুক্তা, কোথাও প্রবাল এবং কোথাও বা অন্যান্য

প্রকার বিবিধ রত্ন-সমূহ রাশীকৃত করিয়া রাখিয়াছে ; স্থানে স্থানে ত্বক, ককোল, অগুরু ও তমালের বন এবং মরিচের গুল্ম সকল অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে ; কত স্থানে কত সুবর্ণ ও রজত পর্ব্বত,—কত নির্ম্মল-জল জলাশয়,—কত গিরি-প্রস্রবণ,—ধনধান্য-পরিপূর্ণ হস্ত্যশ্ব-রথ-সঙ্কুল স্ত্রীরত্নে সমাকীর্ণ কত শত নগর শোভা পাইতেছে।

রাক্ষসরাজ দশানন এই সমস্ত অবলোকন করিতে করিতে জটাজূটধারী পুণ্যকর্ম্মা সিন্ধুরাজ নামক মহামুনির আশ্রম প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। গগনচারী রাবণ অতিবেগে ঐ আশ্রম অতিক্রম করিয়া অবিদূরেই ঋষিগণ নিষেবিত নীল-জীমূত-সঙ্কাশ মহাবট বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। উহার শাখা সকল সমন্তাৎ শত যোজন বিস্তৃত হইয়া আছে। মহাবল পন্নগরাজ গরুড় মহাকায় গজ-কচ্ছপ লইয়া ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত উহারই একটি শাখায় উপবেশন করিয়াছিলেন। তাহাতে অতিভার নিবন্ধন সেই পত্রবহুলা মহাশাখা সহসা ভগ্ন হইয়াছিল। বৈখানস, সিদ্ধ, বালিখিল্য, মরীচিপ এবং ঊর্দ্ধরেতা অজ[৩৬] বাজিমেষ[৩৭] প্রভৃতি সমবেত বহুসহস্র তপঃকৃশ মহর্ষি ঐ শাখায় লম্বমান হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন। পাছে তাঁহাদিগের প্রাণ নাশ হয়, এই আশঙ্কায় ধর্ম্মাত্মা গরুড় শত-যোজন-বিস্তৃতা ঐ শাখা, এবং গজ-কচ্ছপকেও ধারণ করিয়া বেগে উড্ডীন হয়েন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা গরুড় ক্রমে নিষাদ দেশে উপস্থিত হইয়া গজ-কচ্ছপকে ভক্ষণ পূর্ব্বক শাখাঘাতে সমগ্র নিষাদ-নিবাস বিনাশ করেন[৩৮]। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত মহর্ষিদিগের প্রাণরক্ষা ও শাখা দ্বারা সমস্ত নিষাদ-বসতি ধ্বংস করিয়া মতিমান পক্ষিরাজ গরুড়ের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। এই আনন্দ নিবন্ধন তাঁহার স্বভাবত অদ্ভুত বিক্রম দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। তখন তিনি অমৃতাহরণে তৎপর হয়েন; এবং লৌহজাল ছেদন ও কাঞ্চনময় গৃহ ভেদ করিয়া ইন্দ্রালয় হইতে গুপ্ত অমৃত আহরণ করেন। এই প্রকারে নিজ বীর্য্য প্রকাশ এবং ঋষিদিগকে মুক্ত করিয়া পক্ষিরাজ আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।

কুবেরানুজ রাবণ গরুড়কৃত-উক্তরূপ-চিহ্নে চিহ্নিত মহর্ষিগণ-নিষেবিত সুচন্দ্র নামক ঐ বট-বৃক্ষ দর্শন করিলেন। তখন তিনি সরিৎপতি সাগরের পর পারে গমন করিয়া বনমধ্যে নির্জ্জন-স্থান-স্থিত অতি পবিত্র একটি আশ্রম দেখিতে পাইলেন। ঐ আশ্রম-মধ্যে কৃষ্ণাজিনবাসা জটামণ্ডলধারী নিয়মিতাহারী মারীচ রাক্ষস তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। অবিলম্বেই তিনি মারীচের নিকট উপস্থিত হইলেন। মারীচ স্বহস্তে বিবিধ দিব্য ভোগ্য বস্তু এবং জল ও খাদ্য প্রদান পূর্ব্বক যথাবিধানে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল; এবং যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিল ; রাক্ষসরাজ! তোমার কুশল ত? লঙ্কার মঙ্গলত? তোমার সহসা এরূপে এ স্থানে আগমন করিবার উদ্দেশ্য কি?

মারীচের বাক্য শ্রবণ করিয়া, অচলের ন্যায় সার-সম্পন্ন, রাক্ষস-দলের অধিনায়ক,

দেবশত্রু, মহাবল দশানন ধৈর্য্যের ভাণ করিয়া অন্যান্য কথা প্রসঙ্গে অচল-বলাশ্রয় অচল-বল মারীচকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

চত্বারিংশ সর্গ।

রাবণ-বাক্য।

রাবণ বলিলেন, মারীচ! আমি যে উদ্দেশে আগমন করিয়াছি, বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি এক্ষণে একান্ত কাতর হইয়াছি; এ সময় তুমিই আমার একমাত্র গতি। মহাবীর! যুদ্ধে বহু সহস্র রাক্ষস আমার সহায় আছে বটে, কিন্তু তোমার ন্যায় সহায় আমার অন্য কেহই নাই। মারীচ! বলবান এক সহস্র মদ-মত্ত-মাতঙ্গের যে বল, ক্রুদ্ধ হইলে তোমাতেও সেই বল প্রকাশ পাইয়া থাকে। যুদ্ধস্থলে শত্রু-সৈন্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়া তুমি যখন ক্রুদ্ধ হও, তখন তোমার অতি অদ্ভুত বলবীর্য্য দেখিয়া আমি পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। তুমিই আমার প্রকৃত সহায় হইবার যোগ্য ব্যক্তি; পরাক্রমেও তুমিই যোগ্য। আমি লঙ্কায় তোমার তুল্য বলশালী কাহাকেও দেখিতে পাই না। উপস্থিত কার্য্য উপলক্ষে আমার সহিত প্রণয় ভঙ্গ করাও তোমার কর্ত্তব্য হয় না। অদ্য আমি অর্থী হইয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি; তুমি আমার বাক্য রক্ষা কর।

আমার ভ্রাতা মহাবীর্য্যশালী খর ও দূষণ, ভগিনী শূর্পণখা, এবং পিশিতাশন মহাতেজা ত্রিশিরা ও অন্যান্য বহুতর লব্ধলক্ষ্য বীর রাক্ষসগণ আমার আজ্ঞাক্রমে যে মহারণ্য মধ্যে বাস করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ঋষিদিগের উপর উৎপীড়ন করিত, সেই জনস্থান তোমার অবিদিত নাই।

ভীমকর্ম্মা অব্যর্থ-সন্ধান চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস খরের বশবর্ত্তী ছিল। এই সমস্ত পরম-ক্রুদ্ধ-স্বভাব মহাবল জনস্থান-নিবাসী রাক্ষস, সকলে সমবেত হইয়া সম্প্রতি রামের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাহাতে জাতক্রোধ রাম, পদাতি ও মানুষ হইয়াও, কোনরূপ রূঢ় বাক্য না বলিয়াই, আশীবিষ-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ সায়কসমূহ দ্বারা রণস্থলে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকেই বিনাশ করিয়াছে; খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকেও নিপাত করিয়াছে; ঋষিদিগকে অভয়দান করিয়াছে; এবং দণ্ডক বনের ভয়ও দূর করিয়াছে।

রাম দুর্ভগা মহিষীর সন্তান; তাহার পিতা সুভগা মহিষীর বচনানুসারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভার্য্যা ও লক্ষ্মণের সহিত নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে। ক্ষত্রিয়কুল-পাংসন সেই রাম ঐ রাক্ষসসৈন্য সমুদায় সংহার করিয়াছে। সে দুঃশীল, কর্কশ-স্বভাব, মূর্খ, লুব্ধ, তীক্ষ্ণ-প্রকৃতি ও অজিতেন্দ্রিয়। সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে; সর্ব্বদা অধর্ম্মেই তাহার মতি। সে নিরন্তর প্রাণিদিগের অহিতাচরণেই নিরত। সে চীরবাসা তপস্বী; অথচ ধনুর্দ্ধারণ করিতেছে; পত্নীও তাহার সমভিব্যাহারে আছে। ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল বলের উপর নির্ভর করিয়াই সে বিনা অপরাধে কর্ণ নাসা ছেদন করিয়া আমার ভগিনীকে বিরূপা

করিয়াছে। তাহার ভার্য্যার নাম সীতা; বিশালাক্ষী রূপ-যৌবন-সম্পন্না সীতা পদ্মে অনুপবিষ্টা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। আমি অদ্য জনস্থানে গমন করিয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সেই ত্রিলোক-সুন্দরী সীতাকে আনয়ন করিব; এই বিষয়ে তুমি আমার সহায়তা কর। মহাবল! তুমি যদি আমার পার্শ্বে থাকিয়া সাহায্য কর, তাহা হইলে আমি যুদ্ধে ইন্দ্র-সহায় সমস্ত দেবগণকেও লক্ষ্য করি না; অতএব তুমিই আমার সহায় হও। রাক্ষস-প্রবর! তুমিই আমার সহায়তা করিবার যোগ্য ব্যক্তি; বীর্য্যে, শৌর্য্যে এবং বুদ্ধিতে তোমার সমান কেহই নাই। তুমি মহামায়াবিশারদ; এবং কূটযুদ্ধেও পারদর্শী। অরিন্দম! অদ্য এই উদ্দেশেই আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তাত মারীচ! এক্ষণে তুমি আমার এই প্রিয়কার্য্য সাধন কর; অন্যথা করিও না। তুমি নিয়মধারী হইয়া তপোবনে বাস করিতেছ, তাহা আমি জানি; কিন্তু তুমি মহাবল, এবং কার্য্যও অতি গুরুতর; এই জন্যই আমি তোমাকে এই কথা বলিতেছি। মহাবাহো মহাবীর্য্য! তথায় গমন করিয়া তোমাকে আমার যে অভিপ্রেত প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে, বলিতেছি, শ্রবণ কর।

তুমি বিচিত্র-রজত-বিন্দু-খচিত সুবর্ণময় মৃগ হইয়া রামের আশ্রমে সীতার সম্মুখে চরিতে আরম্ভ কর। তোমাকে মৃগরূপী দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই সীতা, ভর্ত্তা ও লক্ষ্মণকে বলিবে যে, তোমরা বহির্গত হইয়া ঐ মৃগ ধরিয়া আন। এইরূপে রাম-লক্ষ্মণ প্রস্থান করিলে আশ্রম শূন্য হইবে; তখন রাহু যেমন চন্দ্রপ্রভাকে হরণ করে, আমিও তেমনি নিরাশ্রয়া সীতাকে অনায়াসেই হরণ করিতে পারিব। তুমি লঘুবিক্রম, সুতরাং পলায়নেও বিলক্ষণ পটু; অথচ তুমি বলবান্, সুতরাং কার্য্য-গৌরব উপস্থিত হইলে যথোপযুক্ত বিক্রম প্রকাশ করিতেও পার। কি খর, কি দূষণ, কি ত্রিশিরা, কি জনস্থান নিহত অন্যান্য ভীম-পরাক্রম রাক্ষস, কেহই তোমার সমান ছিল না।

রাম-লক্ষ্মণ তোমার অনুগমন করিলে আমি সীতাকে হরণ করিয়া শূর্পণখার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব, এবং ভার্য্যা-হরণ জন্য দুঃখে দুঃখিত রামের তেজ খর্ব্ব হইলে আমি মনোমধ্যে নিশ্চিন্ত হইয়া নিরুদ্বেগে ও সুখে বিহার করিতে পারিব।

আমি যাচ্ঞা করিতেছি; তুমি আমার এই প্রিয়কার্য্য সাধন কর। তোমা হইতে উৎকৃষ্ট সহায় আমার আর কেহই নাই। তুমি নিয়ত বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য ও কালাকাল বিবেচনা করিয়া উপায় সকল প্রয়োগ করিয়া থাক।

নিশাচর মারীচ রামের বলবীর্য্য বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিল; অতএব রাবণ মহাযুদ্ধে নিয়োগ করিলে ভয়ে তাহার চেতনা লোপ হইল। সে কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে প্রবল-যুক্তি-সঙ্গত হিতবাক্য বলিতে আরম্ভ করিল।

একচত্বারিংশ সর্গ।

মারীচ-বাক্য।

রাজন! সতত প্রিয় বাক্য বলে, এরূপ ব্যক্তি অতি সুলভ; কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিত বাক্যের বক্তা এবং শ্রোতা, উভয়ই দুর্ল্লভ। তোমার চর নিযুক্ত নাই; তুমি চঞ্চল-প্রকৃতি; তুমি নিয়ত অনবধান হইয়াই কাল যাপন করিতেছ; সেই জন্যই রামের যে কতদুর বলবীর্য্য, তোমার তাহা জ্ঞান নাই; তিনি মহেন্দ্র ও বরুণের তুল্য তেজস্বী। রাক্ষস-রাজ! রামের সহিত যদি তোমার বিরোধ বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিবে, সমস্ত রাক্ষসকুল সংশয়ারূঢ় হইয়াছে।

তাত! পৃথিবীতে রাক্ষসকুলের যেন মঙ্গল হয়; যেন রাম ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবী রাক্ষস-শূন্যা না করেন। রাক্ষসেশ্বর! তোমার বল-বীর্য্য অপেক্ষাকৃত অল্প, কিন্তু রাম মহাবীর্য্য-সম্পন্ন; তাঁহার বল এবং পৌরুষও উৎকৃষ্ট; অজ্ঞান বশতই তুমি তাঁহাকে সমরে অবতারণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ। কুবেরানুজ! বুঝি তোমারই জীবন হরণ করিবার জন্য জনক-নন্দিনী জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! বুঝি সীতাই তোমার ঘোরতর বিপদের মূল হইবে। রাক্ষসরাজ! তোমার বংশের মঙ্গল হউক,—তোমার সন্তান-সন্ততিগণের মঙ্গল হউক! যেন মহতী রাজলক্ষ্মী তোমাকে পরি-ত্যাগ না করেন। তুমি স্বেচ্ছাচারী ও নিরঙ্কুশ; তোমাকে অধীশ্বর প্রাপ্ত হইয়া যেন লঙ্কানগরী তোমার সহিত ও সমস্ত রাক্ষস-গণের সহিত বিনষ্ট না হয়। তোমার ন্যায় দুশ্চরিত্র পাপাত্মা স্বেচ্ছাচারী অজিতেন্দ্রিয় দুর্ব্বুদ্ধি রাজাই আপনাকে এবং রাজ্য ও স্বজনদিগকে বিনাশ করে।

রাক্ষসরাজ! এই মাত্র তুমি ধীমান রামের যে সকল দোষ উল্লেখ করিলে, সে সকল তোমার মিথ্যা শ্রবণ করা হইয়াছে। রাম মহাত্মা এবং মহাযশা; তাঁহার পিতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই; তিনিও কখনও সদা-চার লঙ্ঘন করেন না; প্রজাগণ তাঁহার প্রতি বিরক্তও নহে; ব্রাহ্মণগণও তাঁহার প্রতি বিমুখ নহেন। তাত! সেই মহাবীর মর্য্যাদাহীন বা রাজ-লক্ষণ-বিহীনও নহেন; তিনি পাপাত্মা, দুঃশীল, ক্ষত্রিয়কুল-পাংসন, কর্কশ-স্বভাব, অজ্ঞান বা অজিতেন্দ্রিয়ও নহেন। রাক্ষসেশ্বর! তুমি রামের সম্বন্ধে যাহা বলিলে, তাহার একটিও সত্য নহে, সমুদায়ই মিথ্যা; শ্রবণ করিবার দোষেই তোমার ওরূপ কু-সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে।

কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন রাম ধর্ম্ম-গুণ-বর্জ্জিত উগ্র-প্রকৃতি কি সর্ব্বপ্রাণীর অহিত-সাধনে নিরত নহেন। বীরশ্রেষ্ঠ! আমি নিশ্চয় জানি, রামের এ সকল দোষ নাই। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার একটিও সত্য নহে; তোমার শ্রবণ করিবারই ভ্রম হইয়াছে। রাম গুণবান-দিগের অগ্রগণ্য। কৈকেয়ী কর্ত্তৃক সত্যবাদী পিতা প্রবঞ্চিত হইয়াছেন অবগত হইয়া, পিতা সত্যভ্রষ্ট না হয়েন, এই অভিপ্রায়ে ধর্ম্মাত্মা রাম স্বয়ংই বনবাসী হইয়াছেন।

রাম কৈকেয়ীর ও পিতা দশরথের প্রিয় সাধন করিবার জন্যই রাজ্য ও অশেষ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডক বনে প্রবেশ করিয়াছেন। রাম মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম; তিনি সাধু, সত্যপ্রতিজ্ঞ, স্নিগ্ধ-প্রকৃতি, সচ্চরিত ও পরাপকারবিরত; তাঁহার অহঙ্কার মাত্র নাই; তিনি সমস্ত গুণেগুণবান এবং দোষস্পর্শ-পরিশূন্য। দেবগণের অধিপতি দেবরাজের ন্যায় রাম সর্ব্বলোকের রাজা। তিনি স্বীয় তেজে জানকীকে রক্ষা করিতেছেন; দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি কি সাহসে সিংহদংষ্ট্রার ন্যায় সেই জানকীকে হরণ করিবার অভিপ্রায় করিতেছ! অগ্নির দীপ্তি কে অপহরণ করিতে পারে। দশরথের পুত্রবধূ রামের অনুরূপা মহিষীকে হরণ করিয়া স্বর্গে পলায়ন করিলেও—সমুদায় দেবগণ সহায় হইলেও কোন ব্যক্তিই জীবন রক্ষা করিতে পারে না।

রাক্ষসাধিপ! রণস্থলে রাম সহসা-প্রদীপ্ত দুর্ব্বার অগ্নিস্বরূপ; ভীষণ শরাসন তাঁহার ইন্ধন এবং শরজাল তাঁহার জ্বালা; সেই রামাগ্নিতে প্রবেশ করা কোন ক্রমেই তোমার কর্ত্তব্য নহে। তাত! বনমধ্যে রাম সিংহস্বরূপ; ধনু তাঁহার ব্যাদিত দীপ্ত বদন, শর তাঁহার জিহ্বা, এবং অস্ত্রশস্ত্র তাঁহার কেশর; সেই রামরূপী সিংহকে আক্রমণ করা তোমার সর্ব্বতোভাবেই অকর্ত্তব্য। লঙ্কেশ্বর! তুমি দুঃশীল হইয়া প্রজ্ঞারূপ-ধাতু-বিমণ্ডিত শীলরূপ-শৃঙ্গ-সম্পন্ন সৌন্দর্য্য-রূপ-পুষ্পিত-কাননভূষিত রাম-গিরিকে বিকম্পিত করিবার প্রয়াস পাইও না। রাম অগাধ অক্ষোভ্য সাগরস্বরূপ; বুদ্ধি তাঁহার বেলা, ধনুর্ব্বিস্ফারণশব্দ তাঁহার কোলাহল; তুমি বাহুমাত্র সহায় করিয়া সেই রাম-সাগর পার হইতে চেষ্টা করিও না। প্রভাবশালী রাম সাক্ষাৎ কাল-স্বরূপ; খড়্গ তাঁহার দণ্ড, ধনু তাঁহার পাশ, শরজাল তাঁহার জঠর; তুমি অকালে তাঁহাকে কুপিত করিও না। তাত! রাজ্য, সুখ, ভোগ ও জীবনে যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে প্রতাপশালী রামের নিকটেও যাইও না।

লঙ্কেশ্বর! নিয়ত পতির হিতসাধনে নিরতা সেই জনক-নন্দিনী যাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা ভার্য্যা; তাঁহার তেজের ইয়ত্তা নাই। প্রদীপ্ত হুতাশনের শিখা অপহরণ করা যেমন দুঃসাধ্য; তুমিও সেইরূপ রামের বাহুবলাশ্রিতা ক্ষীণ-মধ্যা সীতাকে কখনই হরণ করিতে সমর্থ হইবে না।

রাক্ষসরাজ! বৃথা কেন চেষ্টা করিবে। রণভূমিতে যদি আমরা দুই জনে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হই, তাহা হইলে সেইই আমাদিগের জীবনের শেষ। রাঘবের সহিত শত্রুতা জন্মিলে তোমার সুদুর্লভ জীবন, রাজ্য এবং সুখ-সৌভাগ্য, সমস্তই সংশয়াপন্ন হইবে। অতএব রাক্ষসপতে! নিজ নগরীতে গমন কর; রোষ পরিহার পূর্ব্বক ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাক; মন্ত্রিগণের সহিত গৌরব-লাঘব বিষয়ে পরামর্শ কর। অন্যান্য মন্ত্রিগণে তাদৃশ প্রয়োজন নাই; সকল কার্য্যেই রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ বিভীষণের সহিত মন্ত্রণা করিবে। তিনিই তোমার হিতকর বাক্য বলিবেন। রাজেন্দ্র!

তুমি, মহাতপস্বিনী সর্ব্বদোষ-বিরহিতা সিদ্ধা ত্রিজটাকেও জিজ্ঞাসা করিবে; তিনিও তোমার শ্রেয়স্কর পরামর্শ দিবেন। দূষণ, খর, ত্রিশিরা, শূর্পণখা ও অন্যান্য রাক্ষসগণের জন্য তোমার যে কোপ হইয়াছে, তুমি তাহাকে হৃদয়ে স্থান দান করিও না; রাক্ষসরাজ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। সমস্ত মন্ত্রিগণের সমভিব্যাহারে দোষগুণের বলাবল, নিজের বল এবং রামের পরাক্রম বিষয়ে মন্ত্রণা করিয়া পরিণামের হিত নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক কার্য্য করা তোমার কর্ত্তব্য।

রাক্ষসেশ্বর! আমার বিবেচনায়, কোশলরাজ-পুত্রের সহিত সমরে সঙ্গত হওয়া তোমার উচিত হয় না। নিশাচর-নাথ! আরও যুক্তিসঙ্গত হিত বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

মারীচ-বাক্য।

মহাপ্রাজ্ঞ মারীচ, রাক্ষসরাজ রাবণকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার কহিল;—লঙ্কেশ্বর! আমার জন্ম-বৃত্তান্ত, বল, তেজ, পরাক্রম, কিছুই তোমার অবিদিত নাই। তুমি জান, পূর্ব্বে আমি দেখিতে প্রলয়-জলধর-সদৃশ ভীষণ-দর্শন ছিলাম; তখন আমি তপ্ত-কাঞ্চনময় কুণ্ডল পরিধান পূর্ব্বক মাংস-শোণিত ভক্ষণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতাম। আমার পর্ব্বত-প্রমাণ দেহে সহস্র মত্ত মাতঙ্গের বল ছিল। আমি মস্তকে কিরীট ও হস্তে পরিঘ ধারণ করিয়া জীবলোকের ভয়োৎপাদন করিতাম। মানুষ-ভক্ষক ভীষণ-দর্শন সহস্র সহস্র করাল রাক্ষস আমার সহচর ছিল। এইরূপে ঋষিমাংস ভক্ষণ করিয়া আমি দণ্ডকারণ্যে বাস করিতাম।

এই প্রকারে কিছুকাল অতীত হইলে, যেখানে ধর্ম্মাত্মা মহামুনি বিশ্বামিত্র বাস করেন, আমি একদা সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলাম; অজ্ঞান বশতই আমি দল বল সমভিব্যাহারে সেই আশ্রমে গমন করিয়াছিলাম। ঋষিগণ আমাদিগকে দর্শন করিয়াই সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন। রাক্ষসেন্দ্র! তাঁহারা যখন অসাবধান, অশুদ্ধ-দেহ, বা হোম হইতে বিরত থাকিতেন, তখনই আমরা তাঁহাদিগের উপর যথেচ্ছ নিগ্রহ ও উৎপীড়ন করিতাম। কিন্তু রাজন! যখন তাঁহারা পবিত্র-দেহ ও সাবধান থাকিতেন, তখন তাঁহাদিগকে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বোধ হইত। মনে করিতাম, ক্রুদ্ধ হইলেই তাঁহারা আমাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। ফলত প্রাণিহত্যা এবং তপস্যা-ক্ষয় হইবে ভাবিয়া সেই সকল পাবকপ্রতিম তপোধনগণ আমাদের উপর ক্রোধ পরিত্যাগ করিতেন না।

কিছুকাল পরে জিত-ক্রোধ ধর্ম্মাত্মা মহামুনি বিশ্বামিত্র, রাজা দশরথের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি এই পর্ব্বকালে সমাহিত হইয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিব; রাম সেই যজ্ঞে আমাকে রক্ষা করুন। নরেশ্বর! মারীচ আমার উপর ঘোরতর উপদ্রব করিতেছে; সেই জন্য

আমার ইচ্ছা, যজ্ঞ আরম্ভ হইলে রাম আমায় তাহার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবেন। রাজশ্রেষ্ঠ! আমারও এই যজ্ঞকাল উপস্থিত হইয়াছে, আমি সমুদায় আয়োজন করিয়াছি; আর মারীচ রাক্ষস দলবল সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছে। সেই জন্য ভয়ার্ত্ত হইয়া আমি আপনকার নিকট উপস্থিত হইয়াছি; প্রার্থনা, আপনি অভয় দান পূর্ব্বক সেই রাক্ষসের হস্ত হইতে আমাকে পরিত্রাণ করেন।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাতেজা ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ, মহামুনি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহামুনে! সেই ঘোরবিক্রম নিশাচরকে ভয় করিবেন না। এই বলিয়া তিনি ধীমান বিশ্বামিত্রকে বলাধ্যক্ষের সহিত চতুরঙ্গিণী সেনা প্রদান করিলেন; কিন্তু বিশ্বামিত্র রাজদত্ত সেনা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। অনন্তর ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রমশালী রাজসিংহ দশরথ সুবিপুলা বাহিনী সমভিব্যাহারে স্বয়ং যাত্রা করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র মহাদ্যুতি মহেন্দ্র-প্রতিম রাজসিংহকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, নরব্যাঘ্র! আপনি সৈন্য সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলে, আমার অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে, সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনকার এতাদৃশ ক্লেশ স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? একমাত্র রামকেই প্রেরণ করুন।

মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথ পুনর্ব্বার উত্তর করিলেন, রামের বয়ঃক্রম এখনও ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই; অস্ত্রশস্ত্রও রাম এখনও ভালরূপ শিক্ষা করে নাই; অতএব সে একাকী কি প্রকারে সেই রাক্ষসকে দমন করিতে পারিবে। মৃগ-শাবক-লোচন রাম বালক; তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এখনও সম্যক পরিপুষ্ট হয় নাই; অতএব সে রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে কোনক্রমেই সমর্থ হইবে না; ভগবন! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমাকে ক্ষমা করুন।

এই কথা শুনিয়া মহর্ষি পুনর্ব্বার রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! এই পৃথিবীতে রামচন্দ্র ভিন্ন আর এমত কেহই নাই যে, যে ব্যক্তি সংগ্রামে সেই মহাবল রাক্ষসের সমকক্ষ হইতে পারিবে। মহাবাহু রাম বালক হইলেও সেই রাক্ষস-নিগ্রহে সম্যক সমর্থ; অতএব আমি রামকেই লইয়া যাইব; রাজন! তোমার মঙ্গল হউক। বিশেষত আমি রক্ষা করিলে, কাহার সাধ্য রামচন্দ্রকে বলপূর্ব্বক পরাস্ত করে।

তখন রাজা দশরথ প্রসন্ন হইয়া রামকে কহিলেন, বৎস! এই মহর্ষির সমভিব্যাহারে তোমায় তপোবনে গমন করিতে হইবে। পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলেন। রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা মনোমধ্যে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, আপনি রামচন্দ্রকে লইয়া গমন করুন।

রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কঠোর-ব্রতাচারী মহর্ষি বিশ্বামিত্র পরম পরিতুষ্ট হৃদয়ে রাজকুমার রামকে লইয়া গমন করিলেন। অনন্তর যজ্ঞোপলক্ষে

[illegible] নানা স্থান হইতে দণ্ডকারণ্য-মধ্যে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বলশালী রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকট অস্ত্র-শস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক ঐ আশ্রমে উপনীত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখনও তাঁহার শ্মশ্রু প্রভৃতি পুরুষ-চিহ্ন সকল প্রকাশ পায় নাই; তিনি অতি বালক, শ্যামবর্ণ, দীর্ঘলোচন, সৌন্দর্য্য-শালী ও কাকপক্ষধারী ছিলেন; তাঁহার কর্ণে কুণ্ডল, গলদেশে মালা এবং হস্তে শরা-সন শোভা পাইতেছিল। এইরূপে তৎকালে শ্রীমান রাম স্বীয় প্রদীপ্ত তেজে দণ্ডকারণ্য শোভিত করিয়া নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

রাক্ষসরাজ! ইত্যবসরে, কামরূপিত্ব-প্রযুক্ত আমি এক দিন ইচ্ছামত মহাশৈল-সঙ্কাশ রূপ ধারণ করিয়া শারদীয় সান্ধ্য জীমূতের ন্যায় আকাশপথে ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। একে আমি স্বভাবত বলবান, তাহাতে বর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; সুতরাং আমি দর্প-সহকারে আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বেগে যখন প্রবেশ করিলাম, রাম তখন আমায় দেখিতে পাইলেন। দর্শন করিয়াই তিনি অণুমাত্রও ভীত ও সম্ভ্রান্ত না হইয়া শরাসনে জ্যারোপণ করিলেন। যে সকল মহাবল রাক্ষস আমার সঙ্গে ছিল, তাহারা [illegible] বালককে দর্শন করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল; এবং অজ্ঞান-বশত বালক বিবেচনায় তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া বিশ্বামিত্রের [illegible] অভিমুখে ধাবিত হইয়া [illegible]। তখন রাম বজ্রাশনি-সম-নিস্বন মহাবাণ [illegible] নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সকল বাণে আমি হৃদয়ে তাড়িত হইয়া আকাশ-পথ হইতে অপসারিত হইলাম। সেই সময় দীর্ঘলোচন রাম আমার উপরি উপর্য্যুপরি সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; এবং আমার দেহ সহস্রধা বিদারিত ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া আমাকে পক্ষীর ন্যায় গগনতলে ভ্রমণ করাইয়া বেগে সাগরের পর-পারে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে উপর্য্যুপরি শরপাতে হত-চেতন হইয়া আমি নিরস্ত হইলাম। পরে অতি কষ্টে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া লঙ্কানগরী প্রবেশ করিলাম। যে সকল মহাবল রাক্ষস আমার সমভিব্যাহারে ছিল; রাম ক্ষণমাত্রেই তাহাদিগকেও বিনাশ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে আমি তৎকালে যুদ্ধে তাঁহার হস্ত হইতে কোন প্রকারে মুক্ত হইয়াছিলাম।

রামচন্দ্র যখন বালক; যখন তিনি অস্ত্র-শস্ত্র ভালরূপ শিক্ষা করেন নাই; তখনই তিনি আমার এই দশা করিয়াছিলেন। এখন ত তাঁহার অস্ত্র-শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে; এখন তাঁহার পরাক্রমও অব্যর্থ হইয়াছে। অতএব রাক্ষসরাজ! আমি তোমায় নিবারণ করিতেছি; তুমি যদি আমার নিবারণ না শুনিয়া রামের সহিত শত্রুতা কর, তাহা হইলে অচিরকালেই অত্যন্ত ঘোর বিপদ-সাগরে নিপতিত হইবে। রাক্ষসেশ্বর! বিবিধ-বিহার-বিভূষিত [illegible] [illegible] করিতেছে, [illegible] তাহাদিগের দ্বন্দ্ব উৎপাদন [illegible] না লঙ্কেশ্বর! তুমি যদি আমার [illegible]

না কর; তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, হর্ম্ম্য ও প্রাসাদে পরিব্যাপ্তা, বিবিধ পণ্যদ্রব্যে বিভূষিতা লঙ্কাপুরী জানকীর জন্য আকুলিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে; তুমি দেখিতে পাইবে, দিব্য-চন্দন-চর্চ্চিত দিব্যাভরণ-ভূষিত রাক্ষস সকল রামের হস্তে নিহত হইয়া রণ-ভূমিতে শয়ন করিয়াছে। সাধু ব্যক্তিগণ স্বয়ং পাপাচরণ করেন না; কিন্তু পাপীর সংসর্গ হইলে, তাঁহারাও সর্পহ্রদে মৎস্যগণের ন্যায় পরপাপে নিহত হয়েন।

মহারাজ! তুমি রাক্ষসগণের মহাশোক ও শত্রুগণের আনন্দ বর্দ্ধন এবং নিজের ও কুলের স্থায়িত্ব-বিষয়ে সন্দেহ উপস্থাপন করিও না। আমার পরামর্শের অন্যথাচরণ করিলে তুমি অবিলম্বেই দেখিবে, হতাবশেষ নিরাশ্রয় নিশাচরগণ কেহ কেহ স্ত্রীপুত্র লইয়া, কেহ কেহ বা স্ত্রীপুত্র হারাইয়া দশদিকে পালয়ন করিতেছে; নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে, শরজালে লঙ্কা আকুলিত হইয়াছে; চারিদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে; বাস-ভবন সমস্ত দগ্ধ হইয়াছে। রাজন! তোমার সহস্র সহস্র মহিষী; দেখিতেছি, এক সীতার জন্য তাহারা সকলেই দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হইবে। মহারাজ! তুমি নিজের, নগরীর, অন্তঃপুরের এবং রাক্ষসকুলের বিনাশের নিমিত্তই সীতাকে আনয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তোমায় অবিলম্বেই মান, সৌভাগ্য, রাজ্য, স্ত্রী, এমন কি নিজের অভীষ্ট জীবন পর্য্যন্ত সমস্তই হারাইতে হইবে। মহারাজ! 'আমি অনেকবার দেবগণকে পরাজয় করিয়াছি' বলিয়া তোমার যে গর্ব্ব আছে, রাম নিশ্চয়ই তাহা চূর্ণ করিবেন। রাক্ষসরাজ! এক্ষণে যদি তোমার দীর্ঘকাল সুখ, সৌভাগ্য-সম্পৎ, রাজ্য এবং আপনার অভিলষিত জীবন ভোগ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে রামের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইও না।

রাক্ষসরাজ! আমি তোমার সুহৃৎ; তোমায় বার বার নিবারণ করিতেছি; যদি একান্তই আমার নিবারণ অগ্রাহ্য করিয়া তুমি সহসা সীতাকে হরণ কর; তাহা হইলে রামশরে নিহত হইয়া দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক অবিলম্বেই তোমাকে সবান্ধবে যমালয়ে গমন করিতে হইবে।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

মারীচ-বাক্য।

মারীচ তৎকালে রাক্ষসরাজ রাবণকে এইরূপ বলিয়া পুনর্ব্বার তথ্য পথ্য ও হিত বাক্য বলিতে লাগিল। সে কহিল, মহারাজ! দেব-সংগ্রামে দেবরাজের বজ্রপাতে আমার শরীর যে কেমন দারুণ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল, তোমার তাহা বিদিত আছে; বিষ্ণুর চক্র কেমন আমার অঙ্গ লেহন করিয়াছে, শর-বৃষ্টি-পাতে আমি কেমন পরিক্ষত হইয়াছি, দৈত্য-দানবদিগের বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে আমি কেমন সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ হইয়াছি, তাহাও তোমার অবিদিত নাই। বর-প্রাপ্তি নিবন্ধন

পূর্ব্বেও আমি কতদূর গর্ব্বিত ছিলাম, তাহাও তুমি জান। রাক্ষসরাজ! তথাপি, অশিক্ষিতাস্ত্র কাকপক্ষধারী বালক মানুষ পদাতি রাম একাকীই শর দ্বারা হৃদয় বিদ্ধ করিয়া আমায় সাগর-পারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তৎকালে আমি ঐরূপে অতি কষ্টে মুক্তি পাইয়াছিলাম। কিন্তু, দশানন! সম্প্রতি আবার যাহা ঘটিয়াছিল; বলিতেছি,শ্রবণ কর।

উক্তরূপে পরাজিত হইয়াও তৎকালে আমার বৈরাগ্য জন্মে নাই। আমি পুনর্ব্বার দুই রাক্ষসের সমভিব্যাহারে মৃগরূপ ধারণ করিয়া দণ্ডকবনে প্রবেশ করিলাম। আমার শরীর প্রকাণ্ড; শৃঙ্গদ্বয় সুতীক্ষ্ণ; জিহ্বা যেন জ্বলিতে লাগিল। এই প্রকার মহাবল মৃগরূপ ধারণ করিয়া আমি ঋষিদিগের মাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম। লঙ্কেশ্বর! অগ্নিহোত্র, বেদী ও চৈত্য-বৃক্ষ, এই সকল স্থলে অত্যন্ত-নিয়তাহারী তাপসদিগকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলাম; কাহারও বা রুধির পান করিয়া প্রাণ নাশ পূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। রাক্ষসরাজ! আমি কাহাকেও ভয় করিতাম না; রুধির পানে মত্ত হইয়া ধর্ম্ম-পরায়ণ মুনিজনের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিঘ্নিত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে—বিশ্বস্তচিত্তে দণ্ডকবনে বিচরণ করিতে লাগিলাম।

এই প্রকারে ধর্ম্মকর্ম্ম দূষিত করিয়া বিচরণ করিতে করিতে আমি এক দিন বন-মধ্যে ধর্ম্মাচারী তাপস রাম, মহাভাগা বৈদেহী এবং চীর-কৃষ্ণাজিন-বাসা নিয়তাহারী তপস্বী মহাবল লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলাম। অমিত-তেজা রামকে বনচারী তপস্বী বোধে অজ্ঞানবশত আমি অবজ্ঞা করিলাম; পূর্ব্ব বৈরও আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল; তখন ক্রোধে আমার তেজ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল; আমি সহচর রাক্ষসদ্বয়কে বলিলাম, নিশাচরদ্বয়! এই দেখ, আমাদিগের মহাভক্ষ্য উপস্থিত।

ক্রব্যাদগণ-মোদন আমি এই কথা বলিয়াই পূর্ব্বের প্রহার স্মরণ পূর্ব্বক মানুষ-মাংস-লোলুপ হইয়া মহাবল রামকে সংহার করিবার জন্য রাক্ষসদ্বয়ের সমভিব্যাহারে তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গ-সম্পন্ন মৃগরূপে অতি ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলাম। আমি একে ভীষণাকৃতি, তাহাতে ভয়ানক নীলবর্ণ; ব্যাদিত-বদন রাক্ষসদ্বয়ের সহিত আমাকে সমীপবর্ত্তী হইতে দেখিয়া মহাবল রাঘব কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত বা বিস্মিত হইলেন না। পরন্তু অবলীলাক্রমে সুমহান শরাসন বিস্ফারণ করিয়া সুপর্ণ ও অনিল-সদৃশ বেগ সম্পন্ন, শত্রুজন-ভয়ঙ্কর, সন্নত, শাণিত, পঞ্চ-পর্ব্ব, তিন বাণ ক্ষেপণ করিলেন। অক্লিষ্ট-কর্ম্মা রামের শরাসন-বিনির্ম্মুক্ত আশীবিষ-সদৃশ ঐ তিন বাণে সমগ্র দণ্ডকারণ্যের অন্ধকার বিদূরিত হইল। রুধিরপায়ী অতিভয়ানক অশনি-সঙ্কাশ সন্নত-পর্ব্ব সেই শাণিত বাণ-ত্রয় এক সঙ্গে বেগে আগমন করিতে লাগিল। আমি পূর্ব্ব হইতেই রামের পরাক্রম বিলক্ষণ অবগত ছিলাম; এবং রাম হইতে যে কতদূর ভয় হইতে পারে, তাহাও আমার

অবিদিত ছিল না। সুতরাং মেঘ-সদৃশ-গম্ভীররাবী বাণ আগমন করিতেছে দেখিয়াই আমি তৎক্ষণাৎ বায়ুর ন্যায় বেগে নিমেষ-মধ্যে সাগর-পারে পলায়ন করিলাম। বাণ সাগর তীর পর্য্যন্ত আগমন করিয়া নিবৃত্ত হইল। পরন্তু সেই যে দুই রাক্ষস আমার সমভিব্যাহারে দণ্ডকবনে গমন করিয়াছিল, তাহারা দুই বাণে নিহত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে ভূমিতে শয়ন করিল।

এই প্রকারে অতি কষ্টে রামের বাণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আমি জীবন লইয়া নিরতিশয় ভীত চিত্তে লঙ্কায় আগমন পূর্ব্বক সুস্থ হইলাম। মহাবাহো! পূর্ব্বে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রাম যে আমার বক্ষঃস্থলে প্রহার করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহারও বেদনা রহিয়াছে।

যাহা হউক, মানুষের নিকট তাদৃশী প্রাণান্তকরী ধর্ষণা এবং তাদৃশী মহতী যাতনা প্রাপ্ত হইয়া দারুণ দুঃখ নিবন্ধন অবশেষে আমার মনে বৈরাগ্য জন্মিল। তখন আমি লঙ্কা, গৃহ, স্ত্রী, রাক্ষসসমাজ, বন্ধুবান্ধব, এবং অতিদুর্ল্লভ সুখভোগ, সমস্তই পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর এই মহাবনে আগমন করিলাম। রাজেন্দ্র! আমি সেই নির্ব্বেদ-নিবন্ধনই বানপ্রস্থ হইয়াছি। লঙ্কেশ্বর! আমি রামের প্রভাব উত্তমরূপ জানিয়াছি; তাঁহার বলও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছি; তাঁহার শর-সংস্পর্শের ফলও এখনও ভোগ করিতেছি; সুতরাং এক্ষণে আবার কোন্ সাহসে তাঁহারই সমীপবর্ত্তী হইব। রাক্ষসরাজ! বলিতে কি, আমি এতাদৃশ ভীত হইয়াছি যে, চারিদিকেই যেন সহস্র সহস্র রামকে দর্শন করিতেছি; এই সমস্ত অরণ্যই যেন রাম-ময় বলিয়া আমার প্রতীয়মান হইতেছে; আমি দেখিতেছি, যেন চীর-কৃষ্ণাজিন-বাসা রামচন্দ্র পাশহস্ত অন্তকের ন্যায় শরচাপ হস্তে প্রত্যেক বৃক্ষেই অবস্থিতি করিতেছেন! রাক্ষসরাজ! কি নির্জ্জন, কি জনতা, সকল স্থানেই আমি কেবল রামকেই দর্শন করি; অধিক কি, স্বপ্নেও রামকে দর্শন করিয়া আমি ভয়ে হতজ্ঞান ও উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া থাকি। লঙ্কেশ্বর! রামে আমার এতদূর ভয় যে, রকার আদ্য অক্ষর বলিয়া রত্ন রমণী প্রভৃতি শব্দও আমার ভয়োৎপাদন করে। আমি তাঁহার প্রভাব বিলক্ষণ জানি; সুতরাং বলিতেছি, তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। যদি আমার কথা গ্রাহ্য কর, তাহা হইলে রামের নামও করিও না।

কোন কোন ব্যক্তিতে কেবল ধর্ম্ম ও অর্থ, কোন কোন ব্যক্তিতে কেবল ধর্ম্ম ও কাম, কোন কোন ব্যক্তিতে কেবল কাম ও অর্থ, এবং কোন কোন ব্যক্তিতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনই একত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ইচ্ছা হইতে কামের, চেষ্টা হইতে অর্থের, এবং শ্রদ্ধা হইতে ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়; এই তিনই ঐ তিনের ফল।[৩৯]

আমি দেখিতেছি, রামের হস্তে বিনিপাত ভিন্ন অন্য কোনরূপে তোমার বীর্য্য-হানির কোনই আশঙ্কা নাই। অতএব রাবণ! তুমি বিনিবৃত্ত হও। তোমাকে এই উন্মুক্ত মৃত্যুদ্বার

কে প্রদর্শন করিল! এই দ্বারে উপস্থিত হইলে সমগ্র রাক্ষসকুলের সহিত আমরা সকলেই বিনষ্ট হইব, সন্দেহ নাই।

লঙ্কেশ্বর! এই পৃথিবীতলে জিতেন্দ্রিয় নিয়ত-ধর্ম্মাচারী পরাপকার-পরাঙ্মুখ অনেক সাধু ব্যক্তিও অপরের অপরাধ নিবন্ধন সগণে বিনষ্ট হইয়াছেন। নিশাচররাজ! দেখিতেছি, সেইরূপ তোমার অপরাধে আমাদিগকেও বিনষ্ট হইতে হইবে! অতএব তোমার যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় কর; আমি কিন্তু তোমার অনুগামী হইব না। রাম মহাতেজস্বী, মহাবুদ্ধি এবং মহাবলশালী; তিনি সমগ্র রাক্ষস-বংশেরও উচ্ছেদ করিতে পারেন। আর দেখ, শূর্পণখা বাস্তবিকই অপরাধিনী; তথাপি জনস্থানবাসী খর, চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সমভিব্যাহারে তাহার পক্ষ হইয়া বিনাপরাধে একক রামকে আক্রমণ করিয়াছিল; সুতরাং অক্লিষ্ট-কর্ম্মা রাম তাহাকে সদলবলে বিনাশ করিয়াছেন; ইহাতে রামের দোষই বা কি!

রাজন! যদিও তুমি বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবগণকে, যমকে, কুবেরকে এবং বরুণকে পরাজয় করিয়াছ; তথাপি রামের সহিত যুদ্ধ করিতে তুমি কোন ক্রমেই সমর্থ হইবে না। রাম কুপিত হইলে স্বর্গ হইতে ইন্দ্রকেও আকর্ষণ করিতে পারেন; যমেরও সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয়েন; বরুণকেও বন্ধন করিতে পারেন; কালেরও কাল হইতে পারেন। অধিক কি, তিনি সমস্ত লোক সংহার করিয়া পুনর্ব্বার নূতন লোকও সৃষ্টি করিতে পারেন।

রাক্ষসরাজ! বন্ধু-বান্ধব-স্বজনগণের হিত-কামনাতেই আমি এই সকল কথা বলিলাম; কিন্তু যদি তুমি আমার বাক্য গ্রাহ্য না কর, তাহা হইলে রামের সরল-পাতি সায়ক-সমূহ দ্বারা তোমায় অবিলম্বেই স্বীয় প্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

রাবণ-বাক্য।

মুমূর্ষু ব্যক্তি যেরূপ ঔষধ ভক্ষণ করে না; অভিমান বশত রাক্ষসরাজ রাবণও সেইরূপ মারীচের হিত বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না। প্রত্যুত তিনি মৃত্যু-প্রেরিত হইয়াই পথ্য ও হিত বাদী মারীচকে অযৌক্তিক পরুষ বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, মারীচ! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে এপ্রকার অযুক্তার্থ বাক্য বলিতেছ! ঊষরে রোপিত বীজের ন্যায় তোমার এই সকল বাক্য নিতান্তই নিষ্ফল। তোমার কথায় আমি রামকে যুদ্ধে ভয় করিতে পারি না; বিশেষত রাম মানুষ, ধর্ম্মশীল এবং মূর্খ। যে রাম সামান্য স্ত্রীর বাক্য শুনিয়া বন্ধুজন, রাজ্য, মাতা, পিতা, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া একবারে বনে আগমন করিয়াছে; আমি যুদ্ধে খরঘাতী সেই রামের প্রাণ-প্রতিমা প্রিয়া ভার্য্যাকে তোমার সমক্ষেই অবশ্যই হরণ করিব। মারীচ! ইহাই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; ইন্দ্র-প্রভৃতি সুরাসুরগণও আমাকে নিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইবে না।

মারীচ! আরো শুন, কর্ত্তব্য-নিরূপণ-বিষয়ে গুণ, দোষ, অপায়, অনপায়, উপায় বা অনুপায়, এই সকল বিষয়ে যদি রাজা মন্ত্রীকে যথান্যায়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, নিজের মঙ্গললিপ্সু সুবিজ্ঞ মন্ত্রী, তাহা হইলেই কৃতাঞ্জলিপুটে হেতুপ্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার যথাযথ প্রত্যুত্তর দিবেন। রাজাকে অতি বিনীতভাবে এবং মৃদুবাক্যে অপ্রতিকূল সুমিষ্ট হিতবাক্য বলাই কর্ত্তব্য। রাজার সম্মান রক্ষা করিয়া কথা কহা উচিত; অতএব পরিণামে হিতজনক আপাতত প্রতিকূলবৎ প্রতীয়মান বাক্য যদি সম্মাননার সহিত কথিত না হয়, তাহা হইলে রাজা তাহা গ্রাহ্য করেন না। অপরিমেয়-তেজঃসম্পন্ন রাজগণ পঞ্চরূপী;—তাঁহারা যথাসময়ে অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম ও কুবের, এই পঞ্চ প্রধান দেবতার রূপ ধারণ করেন। রাজাদিগের ক্রোধ এবং প্রসন্নতাও তাঁহাদিগেরই সমান। অতএব সকল অবস্থাতেই রাজাদিগকে পূজা ও সম্মাননা করা কর্ত্তব্য। পরন্তু তুমি রাজধর্ম্ম পরিজ্ঞাত নহ; তুমি কেবল মোহেই আচ্ছন্ন হইয়া আছ; তোমার অন্তঃকরণও অত্যন্ত দূষিত; সেই জন্যই তুমি অভ্যাগত আমার প্রতি যথেচ্ছ নানা পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ।

মারীচ! আমি তোমাকে গুণ, দোষ বা নিজের মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে কিছুই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছি না; কেবলমাত্র আজ্ঞা করিতেছি, আমার এই কার্য্যে তোমায় সাহায্য করিতে হইবে। তুমি রজত-বিন্দু-বিচিত্রিত সুবর্ণময় মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক জানকীর লোভোৎপাদন করিয়া আমার অভীষ্ট সাধন কর। তুমি এইরূপ স্বর্ণময় মায়ামৃগ রূপ ধারণ করিলে, তোমাকে দেখিয়া জানকী নিরতিশয় বিস্মিত হইবে, এবং সত্বর ইহাকে আনিয়া দেও বলিয়া নিশ্চয়ই রামকে অনুরোধ করিবে। সীতার অনুরোধে রাম এবং লক্ষ্মণ বহির্গত হইলে গরুড় যেমন সর্পিণীকে হরণ করে, আমিও সেইরূপ অনায়াসে বিদেহ-নন্দিনীকে হরণ করিতে পারিব। এইরূপ করিলে আমার অভীষ্ট কার্য্যের কোন বিঘ্নই হইবে না। অতএব সৌম্য! চল, অভিপ্রেত কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তৎপর হও; পথে তোমার মঙ্গল হউক।

মারীচ! রামকে প্রবঞ্চনা করিয়া আমি বিনা যুদ্ধেই সীতাকে প্রাপ্ত হইয়া অভীষ্ট সাধন পূর্ব্বক তোমার সমভিব্যাহারে লঙ্কায় প্রত্যাগমন করিব। আমি তোমায় অবশ্যই এই কার্য্য করাইব; যদি বল-প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাতেও ক্রুটি করিব না। যে ব্যক্তি রাজার অবাধ্য, তাহার কখনই মঙ্গল হয় না। কিন্তু মারীচ! এই কার্য্য সংসিদ্ধ হইলে, আমি সিদ্ধকাম ও অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিব। অতএব, তাত! যাহাতে আমি জানকীকে প্রাপ্ত হইতে পারি, তুমি তাহার চেষ্টা কর; আমাকে আশ্রয় করিয়াই তুমি কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

মারীচ! তুমি আমার বল, কৌলীন্য, শৌর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য, সমস্ত অবগত থাকিয়াও

কি জন্য নিরুপায় রাম হইতে দারুণ বিপদের আশঙ্কা করিতেছ! আমি মৈথিলীকে লইয়া আকাশপথে যথায় গমন করিব, রাম বা অন্য কোন মনুষ্যই তথায় গমন করিতে পারিবে না। তুমিও মায়াবী, সেই দুই বীরকে আশ্রম হইতে বহির্গত ও বনমধ্যে বিমোহিত করিয়া সত্বর প্রস্থান করিবে। অপ্রমেয় অপার পারাবারের অপর পারে উত্তীর্ণ হইলে রাম লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে চেষ্টা করিয়াও কি করিতে পারিবে! মারীচ! তুমি দেখিয়াছ, আমি সমস্ত-দেবগণ-সহায় পুরন্দরকে এবং কুবের ও যমকেও যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছি; তথাপি তুমি একটা সামান্য মানুষ রামকে ভয় করিতেছ কেন! যাবদীয় প্রাণী অবলোকন করিবে, মৎকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক অপহৃতা সীতা কম্পিত কলেবরে আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছে। আমি যখন সিদ্ধগণ-নিষেবিত অবাধ আকাশপথে ধাবমান হইব, তখন গরুড় বা সমীরণও আমার অনুগমন করিতে পারিবে না।

মারীচ! রামের নিকট গমন করিলে তোমার জীবন সংশয় হইতে পারে; কিন্তু আমার অবাধ্য হইলে তোমার মৃত্যু নিশ্চয়। অতএব এক্ষণে বুদ্ধি পূর্ব্বক এই উভয় পক্ষ পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর বিবেচনা হয় কর।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

মারীচ-বাক্য।

রাক্ষসরাজ রাবণ বিপরীত বোধে এইরূপ তিরস্কার করিলে মারীচ তাঁহাকে পরুষ বাক্যে কহিল, দশানন! কোন্ পাপাত্মা তোমাকে নগর, রাজ্য ও অমাত্যগণের সহিত বিনষ্ট হইবার উপদেশ দিয়াছে! রাজন! তোমাকে সুখী দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত নহে! কোন্ ব্যক্তি তোমায় দেখিতে পারে না! কে তোমায় এই উন্মুক্ত মৃত্যুদ্বার দেখাইয়া দিল! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তোমার শত্রু হীনবল রাক্ষসগণই, বলবানের সহিত বিরোধ ঘটাইয়া তোমায় নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা তোমাকে অতি উত্তম সহজ মৃত্যুর উপায় উপদেশ করিয়াছে! রাবণ! যাহাদিগের ইচ্ছা, তুমি নিজের কর্ম্ম-দোষেই বিনষ্ট হও; তুমি উন্মার্গগামী হইলে, শাস্ত্রানুসারে তোমাকে নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও তোমার যে সকল অমাত্য তোমায় নিবারণ করিতেছে না; তাহাদিগকে বধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু তুমি তাহা করিতেছ না। যথেচ্ছাচারী উৎপথগামী-রাজাকে দমন করা সদমাত্যগণের উচিত কার্য্য; কিন্তু তোমার দমন বিধেয় হইলেও তাহারা তোমায় দমন করিতেছে না। নিশাচররাজ! প্রভু কুশলে থাকিলেই মন্ত্রিগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও বিপুলকীর্ত্তি লাভ করে; আর অনীতিবশতঃ প্রভুর

বিপদ উপস্থিত হইলে মন্ত্রিগণও সবান্ধবে বিনষ্ট হয়। বিজয়িশ্রেষ্ঠ! রাজাই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তির মূল; অতএব সকল অবস্থাতেই রাজাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

রাক্ষসরাজ! আর রাজাও মন্ত্রণার অবাধ্য, অবিনীত এবং উগ্রস্বভাব হইলে কখনই রাজ্য পালন করিতে সমর্থ হয়েন না। যাহারা উগ্রস্বভাব রাজার অনুবর্ত্তন করে, দুঃসারথি-কর্ত্তৃক বিষম-মার্গ-চালিত রথের ন্যায় তাহারাও তাঁহার সহিত বিশীর্ণ হয়। সচ্চরিত্র সাধুগণ স্বয়ং পাপাচরণ না করিলেও পাপীর সংসর্গ হেতু, সর্পহ্রদস্থিত মৎস্যগণের ন্যায় পর-দোষে বিনষ্ট হয়েন। এই পৃথিবী-তলে নিত্য-নিয়মাচারী ধর্ম্মানুষ্ঠান-নিরত অনেক সাধু ব্যক্তিও পরের অপরাধে সবান্ধবে বিনষ্ট হইয়াছেন। রাবণ! প্রতিকূলাচারি-উগ্রস্বভাব-রাজ-রক্ষিত প্রজা, গোমায়ু-রক্ষিত মেষগণের ন্যায় কখনই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না। রাবণ! তুমি অজিতেন্দ্রিয় উগ্রস্বভাব ও দুর্ব্বুদ্ধি; তুমি যখন রাক্ষসগণের রাজা, তখন তাহারা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। সেই জন্যই কাকতালীয় ন্যায়ে তুমি এই বৈর-সংঘটন করিয়াছ! ইহার প্রকৃত ফল আর কি; তুমি সসৈন্যে বিনষ্ট হইবে! এই বৈর-নিবন্ধন সেই দিব্যাস্ত্র-বেত্তা মহাধনুর্দ্ধর পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম যে আমাকে মৃত্যু-পথে প্রেরণ করিবেন, তাহাতে আমি কৃতকৃত্যই হইব; পরন্তু তুমি কালপাশে পরিবেষ্টিত হইয়াই, মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধের ন্যায়, অজ্ঞানবশত আমার বাক্য গ্রাহ্য করিতেছ না। নিশ্চয় জানিবে, আমি রামের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইবামাত্র নিহত হইয়াছি; তুমিও সীতাকে হরণ করিলেই সবান্ধবে বিনষ্ট হইয়াছ। ফল কথা, আমার সমভিব্যাহারে গিয়া তুমি যদি আশ্রম হইতে সীতাকে আনয়ন কর; তাহা হইলে তুমি, আমি, লঙ্কা বা রাক্ষসগণ, কিছুই থাকিবে না, সমুদায়ই বিধ্বস্ত হইবে!

দশানন! আমি তোমার হিতৈষী বলিয়া তোমায় নিবারণ করিতেছি; কিন্তু আমার বাক্য তোমার মনোমত হইতেছে না। যাহারা মৃতকল্প ও গতায়ু, তাহারা কখনই সুহৃদগণের হিত বাক্য গ্রহণ করে না।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

মারীচের অভ্যুপপত্তি।

মারীচ পুনর্ব্বার রাক্ষসরাজ রাবণকে ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত হিতবাক্য বলিতে আরম্ভ করিল। সে বলিল, রাজন! তুমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার কেশ ধারণ না করিতেছ, আমি ততক্ষণ পর্য্যন্ত যাহাতে তোমাকে এবং আমাকে রামের হস্তে বিনষ্ট হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ চেষ্টা করিব। আমি ইতিপূর্ব্বেই তোমার নিকট রামের বিবিধ গুণের কথা কহিয়াছি; এক্ষণে সেই মহাত্মার আরও গুণ-গ্রামের কথা পুনর্ব্বার বলিতেছি। সেই সত্য-ধর্ম্ম-পরায়ণ রামের দারাপহরণ করা কোমক্রমেই তোমার উচিত হয় না। লক্ষ্মণাগ্রজ

রামচন্দ্রের অদ্ভুত কর্ম্মের বিষয় শুন, তাদৃশ কর্ম্ম দেবতারাও সম্পন্ন করিতে পারেন না। তিনি, বলবান বিরাধ রাক্ষসকে বিনাশ পূর্ব্বক জনস্থান আয়ত্ত করিয়া বিজন অরণ্য মধ্যে সুখে বাস করিতেছেন। তুমি যদি দারাপহরণ করিয়া তাঁহার অবমাননা কর, তাহা হইলে দেখিতেছি, অবিলম্বে তুমি নিজেই বিনষ্ট হইবে। অন্য কোনরূপ অপরাধ হইলে, রাঘব সাধু-চরিত-অনুসারে ক্ষমা করিলেও করিতে পারিতেন; কিন্তু দার-প্রধর্ষণ তিনি কখনই সহ্য করিবেন না। এই কার্য্য সর্ব্বস্বাপহরণ অপেক্ষাও গুরুতর ও জুগুপ্সিত; প্রাণিগণ নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াও ইহার প্রতিবিধানার্থ বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং তুমি পত্নীহরণ করিয়া অবমাননা করিলে, রাম তোমার অন্তক-স্বরূপ হইবেন। অতএব অগ্র হইতেই তোমার ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তেজস্বী রামের বিক্রম স্বভাবতই অপ্রতিবার্য্য; তাহাতে আবার কাম ও ক্রোধ নিবন্ধন উদ্দীপিত হইলে তিনি সাগরকেও শোষণ করিবেন। অতএব তুমি রামের পত্নী হরণ করিবার জন্য এই যে উদ্‌যোগ করিতেছ, আমি বিস্তর বিবেচনা করিয়াও ইহাতে অণুমাত্রও সুযুক্তি দর্শন করিতেছি না।

লঙ্কেশ্বর! আর যদিই বা আমি মৃগরূপে প্রতারণা করিয়া রামকে অন্যত্র লইয়া যাইতে পারি, তথাপি তুমি সীতাকে স্পর্শ করিতেও পারিবে না। রাবণ! আমি রামকে দূরে লইয়া যাইলেও, লক্ষ্মণ জীবিত থাকিতে তুমি কখনই সীতাকে হরণ করিতে সমর্থ হইবে না। অথবা দুই জনই স্থানান্তরিত হইলে তুমি যদিও কথঞ্চিৎ সীতাকে লাভ করিতে পার, কিন্তু তাহা হইলে যদি তুমি ব্রহ্মলোকেও গমন কর, তথাপি তোমার নিস্তার নাই। সুরসুতা-সদৃশী বরবর্ণিনী সীতাকে আনয়ন করিলে ত্রৈলোক্য-বিজয়ীরও স্বাধিকার রক্ষা করা দুঃসাধ্য জানিবে। যে রাজা মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা না করিয়া বিপত্তি-জনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, পদ্মপত্র-স্থিত জলের ন্যায় তিনি অধিককাল রাজ্যে অবস্থিতি করিতে পারেন না। অতএব রাবণ! আমি,সাধুজন-বিগর্হিত ঈদৃশ অনুচিত পথে সহসা প্রবর্ত্তিত হইতে ইচ্ছা করি না; আমার নিজের স্বভাবও সেরূপ নহে। আর যদি আমার বধজন্য দুঃখ প্রাপ্তিই তোমার প্রয়োজনীয় হয়; যদি এতাবন্মাত্রই এই কার্য্যের পরিণাম হয়; তাহা হইলে আমি বলিতেছি, তুমি অন্যায় পূর্ব্বকও আমাকে বধ করিয়া রাক্ষসগণ-মধ্যে নিজ আবাসে প্রতিগমন কর; রাম-রূপ বিপৎ-সাগরে ঝম্প প্রদান করিও না।

অথবা, রণপ্রিয়! আমি বার বার বলিলেও যদি তুমি আমার কথা গ্রাহ্য না কর; তাহা হইলে গত্যন্তর কি, কি করিব, অগত্যা আমি তোমারই অভিপ্রেত কার্য্য সাধন করিব; আমার ভাগ্য নিতান্ত মন্দ; কিন্তু রাক্ষসরাজ! নিশ্চয়ই তোমার বিনাশ উপস্থিত। কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, প্রভুর সে বিষয়ে দৃষ্টি থাকে না; তাঁহার কার্য্য হইলেই হইল।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

মারীচ-সান্ত্বনা।

রাক্ষসরাজ রাবণ মারীচের মুখে 'কার্য্য সাধন করিব' এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া তাহাকে কহিলেন, মারীচ! এক্ষণে রামের রাজ্য নাই, ধন নাই, মিত্র নাই; সে বনে বনে বিচরণ করিতেছে; সুতরাং সে ইন্দ্রের ন্যায় বলশালী হইলেও বা এক্ষণে কি করিতে পারে! মারীচ! তুমি তোমার নিজের ও আমার বল-বিক্রম অবগত আছ, সন্দেহ নাই; তথাপি তুমি যে সহায়-সম্পত্তি-বিহীন রামকে ভয় করিতেছ কেন, বলিতে পারি না।

মারীচ! মনুষ্যগণ যে স্থানে গমন করিতে সমর্থ হয় না, রাক্ষসেরা সে স্থানেও গতিবিধি করিতে পারে; সুতরাং আমি জানকীকে লইয়া আকাশপথে আরোহণ করিব। আমি সমুদ্রের অপর পারে উপস্থিত হইলে রাম নিরুপায় হইয়া পড়িবে; তখন সে যতদূর সাধ্য বল-প্রয়োগ করিলেই বা কি করিতে পারিবে! কি সুরগণ, কি অসুরগণ, যুদ্ধে কেহই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না; আমি একত্র সমবেত ত্রিলোককেও পরাজয় করিতে পারি। মত্ত-ঐরাবত-সমারূঢ় বজ্রপাণি পুরন্দরও বিক্রম প্রকাশ করিতে আসিয়া সমস্ত দেবগণের সহিত আমার নিকট পরাজিত হইয়াছেন। আমি আমার ভ্রাতা ধনেশ্বরকে এবং যম, বরুণ ও পৃথিবীর সমুদায় রাজগণকেও রণে পরাজয় করিয়া বশবর্ত্তী করিয়াছি। যে ব্যক্তি ত্রিলোক জয় করিয়া স্ববশে স্থাপন করিয়াছে, তুমি তাহার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছ; তথাপি তোমার ভয় কেন বলিতে পারি না!

মারীচ! এক দিন মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত কৈলাস পর্ব্বতে ক্রীড়া করিতেছিলেন; আমি সেই সময় বল প্রকাশ পূর্ব্বক বাহুযুগল দ্বারা সেই গিরিবরকে উত্তোলন করিয়াছিলাম; তাহাতে দেবাদিদেব মহাদেব আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। আমি ত্রিলোক উপভোগ করিতেছি; স্বর্গে দেবগণ-মধ্যে, অথবা যক্ষলোকে যক্ষাদি মধ্যে, কিংবা পাতালে নাগগণ মধ্যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কাহাকেও দেখিতে পাই না; সামান্য মানুষকে আমার আশঙ্কা কি! আমি জানকীকে লইয়া ত্বরিত গতিতে নিমেষ মধ্যেই আকাশ পথে লঙ্কায় প্রত্যাগমন করিব। লঙ্কা চারিদিকেই শত যোজন সাগরে পরিবেষ্টিতা; স্বপ্নে অথবা মনোরথেও লঙ্কায় আগমন করিতে রামের বা কাহারও শক্তি কোথায়!

তুমিও মায়াবী, সমর্থ, বেগবান ও বুদ্ধিমান; বৈদেহীর লোভোৎপাদন করিয়া তুমি শীঘ্রই অন্তর্হিত হইবে। আমার এই আদেশ সম্পাদন ও রাম লক্ষ্মণকে প্রবঞ্চনা করিয়া তুমি পুনর্ব্বার আমার নিকটেই প্রত্যাগমন করিবে। তোমার মঙ্গল হউক; তুমি প্রত্যাগমন করিলে আমরা উভয়ে একত্রই লঙ্কাপুরীতে গমন করিব। এইরূপে রাম-লক্ষ্মণকে প্রতারণা পূর্ব্বক সীতা লাভ করিয়া আমরা দুইজনে কৃতকৃতার্থ হইয়া নিঃশঙ্ক ও আনন্দিত চিত্তে বিচরণ করিব।

রাবণ এইরূপে মারীচকে আশ্বাস প্রদান করিলেন; কিন্তু রাক্ষস মারীচ সম্মুখে মৃত্যু দর্শন নিবন্ধন মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অগত্যা অবিলম্বেই রাবণের সমভিব্যাহারে যাত্রা করিল।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

মারীচ-মৃগ-প্রবেশ।

মারীচ নিজের আসন্ন মৃত্যু চিন্তা করিয়া যার পর নাই উদ্বিগ্ন হইল; কার্য্যে তাহার প্রবৃত্তি হইল না; সে ভয়-ব্যাকুলিত হৃদয়ে বার বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কিন্তু রাবণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন দেখিয়া, ভয়ে বিহ্বল ও কাতর হইয়া অগত্যা বলিল, চল গমন করি।

রাক্ষসরাজ, মারীচের তাদৃশ বাক্যে আনন্দিত হইয়া গাঢ়তর আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন, মারীচ! তুমি যে এখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বাক্য বলিলে, ইহা তোমার স্বাভাবিক বীর্য্যের অনুরূপ। এক্ষণে তুমি যথার্থ মারীচ হইলে, ইতি পূর্ব্বে তুমি অন্য এক রাক্ষস ছিলে। অধুনা তুমি আমার সমভিব্যাহারে এই রত্ন-বিভূষিত পিশাচ-বদন-খরগণ-যুক্ত কাম-গামী রথে আরোহণ কর; আর বিলম্ব করিও না।

অনন্তর মারীচ ও রাবণ বিমান-সদৃশ সেই রথে আরোহণ করিয়া সত্বর সেই আশ্রম-মণ্ডল হইতে যাত্রা করিলেন। পরে বিবিধ মনোরম পত্তন, সরোবর, পর্ব্বত, নদী ও রাষ্ট্র সকল সন্দর্শন করিতে করিতে অবশেষে দণ্ডকারণ্যে উপনীত হইয়া রাঘবের আশ্রম দেখিতে পাইলেন। তখন রাবণ, মারীচ-সমভিব্যাহারে সেই রত্ন-বিভূষিত কাম-গামী রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মারীচের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, সখে! ঐ কদলীবন-বেষ্টিত রামের আশ্রম দৃষ্টিগোচর হইতেছে; অতএব যে জন্য আগমন করিয়াছি, সত্বর তাহার অনুষ্ঠান কর।

রাবণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মারীচ ত্বরান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাক্ষসরূপ পরিত্যাগ করিয়া শত-শত-রৌপ্য-বিন্দু-বিচিত্রিত সুবর্ণময় মৃগরূপ ধারণ করিল। ইন্দ্রনীল-চন্দ্রকান্ত-সূর্য্যকান্ত-মণি-সদৃশ বিচিত্র শতশত পদ্মসমূহে উহার দেহ সমলঙ্কৃত; উহার শৃঙ্গ চতুষ্টয় সুবর্ণময় ও মণি-মণ্ডিত। মারীচ এই প্রকার সর্ব্ব-প্রাণি-মনোহর মৃগরূপ ধারণ করিয়া রামের আশ্রম সন্নিধানে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহার আয়ুর শেষ হইয়া আসিয়াছিল; অতএব সে মনোমধ্যে স্থির করিল, 'কর্ত্তব্যই হউক, আর অকর্ত্তব্যই হউক, প্রভুর হিতসাধন বা সত্বর স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য আমি উপস্থিত কার্য্য অবশ্যই সম্পাদন করিব। রামের পরাক্রম আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে; কিন্তু প্রভুর আজ্ঞাও অতি নিদারুণ; এস্থলে দেখিতেছি, প্রভুর আজ্ঞা সম্পাদন করাই আমার শ্রেয়স্কর; নিজ জীবনে মঙ্গল নাই।' মারীচ বিবেচনা পূর্ব্বক এই প্রকার সিদ্ধান্ত ও নিজ মৃত্যু স্থির করিয়া সীতার মনোহরণ করিবার নিমিত্ত রামের সন্নিকটে বিচরণ করিতে লাগিল।

এইরূপে রাক্ষস মারীচ, সুখ-সম্ভোগ-বিরত, ধর্ম্মপথে অবস্থিত, প্রতিজ্ঞা-পালন-নিরত, বনবাসী, মহাবংশ-সম্ভূত, তীক্ষ্ণবীর্য্য, রাজনন্দন রামচন্দ্রের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইল।

সুন্দ-পুত্র মারীচ অনতিদূর হইতেই অস্তগামী সূর্য্যের প্রভার ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী রাম-মহিষী সীতাকে দেখিতে পাইল; সীতাও তৎপূর্ব্বেই তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

লক্ষ্মণ-সমাদেশ।

সুবর্ণ-কান্তি-সম্পন্ন, উভয় পার্শ্বে রজত ও হেমবিন্দু দ্বারা বিচিত্রিত, কনক-বর্ণ-সমুজ্জ্বল-শৃঙ্গদ্বয়ে বিভূষিত, বৈদূর্য্য-সম-প্রভ-কর্ণ-যুগলে সুশোভিত, কান্তি-বিরাজিত, সূক্ষ্ম-রোম-মণ্ডিত সূক্ষ্ম চর্ম্মে সমাবৃত, নানা রত্নে বিচিত্র-কলেবর সেই সুন্দর মৃগ দর্শন করিয়া সীতা নিরতিশয় চমৎকৃত হইলেন। তাহার রোম কাঞ্চনময়, শৃঙ্গ প্রবাল-মণিময়, জিহ্বার কান্তি বালসূর্য্য-সদৃশ এবং তেজোমণ্ডল নক্ষত্র-পথ-সদৃশ-সমুজ্জ্বল। সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী জনক-তনয়া সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরূপ-রূপ মৃগ দর্শন করিয়া নিতান্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া মৃদুমন্দ-হাস্য-বদনে রামচন্দ্রকে বলিলেন, আর্য্যপুত্র! দেখুন, কেমন এক আশ্চর্য্য সুবর্ণ-মৃগ যদৃচ্ছা-ক্রমে বিচরণ করিতে করিতে আশ্রমমধ্যে আগমন করিয়াছে! ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেমন নানা রত্নে বিচিত্রিত! রঘুনন্দন! দণ্ডকারণ্য-মধ্যে যদি এতাদৃশ সুবর্ণ-মৃগের আবাস থাকে, তাহা হইলে যে এই অরণ্য পৃথিবীর শোভা, সে কথা মিথ্যা নহে। এই অরণ্যমধ্যে সুবর্ণ-ভূষিত এই মৃগ দর্শন করিয়া আমার আনন্দ এবং তৎসহকারে লোভও উৎপন্ন হইতেছে। আর্য্যপুত্র! আমার ইচ্ছা, এই মৃগের সুবর্ণ-কান্তি চর্ম্ম শয্যায় আস্তীর্ণ করিয়া সুখে শয়ন করি। আমি স্ত্রীজনের অনুচিত নিষ্ঠুর বাক্য বলিলাম সত্য, কিন্তু এই মৃগের পরম-সুন্দর দেহ দর্শন করিয়া লোভে আমার মন একান্তই আকৃষ্ট হইয়াছে।

প্রমুদিতা সীতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র নিতান্ত আনন্দিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, এই মৃগের প্রতি সীতার লোভ জন্মিয়াছে। চর্ম্ম সুন্দর বলিয়া আজি এই মৃগকে মরিতে হইল। সৌমিত্রে! আমি এক সায়কেই ইহাকে সংহার করিয়া আনিব; পরন্তু আমি যতক্ষণ প্রত্যাগত না হইতেছি, ততক্ষণ তুমি অতি সাবধানে রাজনন্দিনী সীতাকে রক্ষা করিবে। লক্ষ্মণ! ইহাকে বধ করিয়া চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক আমি এখনই আগমন করিব; কিন্তু আমি যতক্ষণ প্রত্যাগমন না করি, তুমি ততক্ষণ কোথাও গমন করিও না। পূর্ব্বে সীতা অযোধ্যা-ভবনে রাঙ্কব আস্তরণে শয়ন করিয়া যেরূপ শোভা পাইতেন, আজি এই মনোরম মৃগচর্ম্মে শয়ন করিয়াও সেইরূপ শোভিত হইবেন।

ধীমান লক্ষ্মণ তারামৃগের ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন সেই মৃগ দর্শন পূর্ব্বক মনোমধ্যে

নানারূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন, বীরশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে পাবক-প্রতিম ঋষিগণ আমাদিগের নিকট যে মায়াবী মারীচ নামক রাক্ষসের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, আমি বোধ করি, এ সেই রাক্ষস। বনমধ্যে মৃগয়া-বিহারী ধনুষ্পাণি অনেক রাজাকেই এই মারীচ মৃগরূপ ধারণ করিয়া সংহার করিয়াছে। মহামতে! ইহার এই নানা-রত্ন-বিভূষিত দেহ দর্শন করিয়াই আপনকার বিচার পূর্ব্বক স্থির করা কর্ত্তব্য যে, এ হেমময় মৃগ নহে। নরসিংহ! পৃথিবী-তলে স্বর্ণ-মৃগের সদ্ভাব কোথায়! আপনি সম্যক্ বিবেচনা করুন। ইহার শৃঙ্গ প্রবাল-মণি-ময় এবং লোচন-যুগল রত্ন-বিনির্ম্মিত; অতএব এ নিশ্চয়ই মৃগ নহে। আমি বোধ করি, এ মায়ামৃগ; রাক্ষস মারীচই মৃগরূপ ধারণ করিয়াছে।

মায়ায় মুগ্ধ হইয়া চারুহাসিনী সীতা হৃত-চেতনা হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি লক্ষ্মণকে ঐ প্রকার কহিতে দেখিয়া প্রতিষেধ পূর্ব্বক প্রহৃষ্ট হৃদয়ে রামচন্দ্রকে বলিলেন, আর্য্য-পুত্র! এই সুন্দর মৃগ আমার মন হরণ করি-য়াছে। মহাবাহো! ইহাকে আনয়ন করুন; এইটি আমাদের ক্রীড়া-সামগ্রী হইবে। আমা-দিগের এই আশ্রমমণ্ডলে চমর ও সৃমর প্রভৃতি বিবিধপ্রকার সুন্দর-দর্শন মৃগ সকল দলে দলে বিচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু কান্ত! ইতিপূর্ব্বে আমি ইহার ন্যায় সতেজ, শান্ত-প্রকৃতি ও কান্তি-সম্পন্ন মৃগ আর কখনই দর্শন করি নাই। যদি আপনি ইহাকে জীবিতাবস্থায় ধরিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদিগের ইহা একটি অদ্ভুত সামগ্রী হয়; আমরা ইহাকে দেখিয়া কতই আশ্চর্য্যান্বিত হইব! বন-বাসের সময় অতীত হইলে আমরা যখন স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিব, তখনও অন্তঃপুর মধ্যে এ আমাদিগের শোভা-সামগ্রী হইবে। আর যদিই এই মৃগশ্রেষ্ঠ জীবিতাবস্থায় আপনকার হস্তগত না হয়, তাহা হইলে ইহার মনোহর চর্ম্মও আমাদের প্রীতিকর হইবে। আমার ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি এই মৃগকে সংহার করিলে আমি শষ্প-বিরচিত তাপসাসনে ইহার সুবর্ণ-কান্তি চর্ম্ম বিস্তার করিয়া উপবেশন করিব।

সীতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং সেই অদ্ভুত মৃগ দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া শ্রীমান রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! এই মৃগ যদি বাস্তবিক মায়ামৃগই হয়, তথাপি আজি আমি ইহাকে অবশ্যই বধ করিব; এ আমার নিতান্তই লোভোৎপাদন করি-তেছে। পৃথিবীর কথা কি, প্রসিদ্ধ নন্দন বা চৈত্ররথ কাননেও এ প্রকার মৃগ নাই যে রূপে ইহার সমান হইতে পারে। দেখ, এ বিশ্রব্ধ চিত্তে বনমধ্যে কেমন বিচরণ করি-তেছে! ইহার দেহ-সঞ্জাত মনোহর অনু-লোম ও প্রতিলোম লোমরাজি কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে! ঐ দেখ, জৃম্ভন করিতেছে; উহার প্রদীপ্ত-অগ্নিশিখা-সদৃশী জিহ্বা জ্বলন্ত উল্কার ন্যায় মুখ হইতে বহি-র্গত হইয়াছে। ইহার কান্তি তপ্তকাঞ্চনের তুল্য; চরণ-চতুষ্টয় বিদ্রুমের সদৃশ; পার্শ্বদ্বয় অর্দ্ধচন্দ্রাকার রৌপ্য-বিন্দু-সমূহে বিচিত্রিত;

শরীর চিক্কণ; এবং মুখ শঙ্খ ও মুক্তার ন্যায় শুভ্র। এতাদৃশ অদ্ভুত-রূপী মৃগ কাহার না লোভোৎপাদন করিবে! ইহার সর্ব্বাঙ্গই নানা রত্নে বিচিত্রিত। ইহার বিবিধ-রত্ন-খচিত অতীব মনোহর সুবর্ণ-কান্তি ঈদৃশ অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া কোন্ মনুষ্য না লোলুপ হইবে! এই অতীব সুন্দর-দর্শন মৃগ একবারেই আমার মন হরণ করিয়াছে।

লক্ষ্মণ! রাজগণ ধনুর্দ্ধারণ করিয়া মাংস বা কেবল বিহারের জন্যও উদ্যোগী হইয়া যে সকল বনচর মৃগদিগকে সংহার করিয়া থাকেন; পৃথিবীতে মনুষ্যগণ মহাবন মধ্যে যে বিবিধ রত্ন, মণিরত্ন, সুবর্ণ প্রভৃতি বিবিধ ধাতু, ত্বক্‌সার ও বহুমূল্য উদ্ভিদের অন্বেষণ করে; পুরন্দরও সংকল্প মাত্রে যে ধন ভোগ করেন; আমার বিবেচনায় সেই সমস্ত ধন লাভই এই এক মৃগ-লাভের সমান। আর রত্ন সমস্ত রাজগণেরই উপভোগ্য; সুতরাং আমরা যে রত্নলাভের উপযুক্ত পাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ক্ষীণমধ্যা জানকী এই মৃগের কাঞ্চনময় মহামূল্য চর্ম্মে আমার সমভিব্যাহারে উপবেশন করিবেন। পক্ষি-পত্র ঊর্ণা কৌশেয় অজলোম বা মেষলোম বিনির্ম্মিত কোন রূপ আস্তরণই আমার মতে ইহার ন্যায় সুখস্পর্শ নহে। এই এক পরম-সুন্দর বনচারী মৃগ, আর এক আকাশচারী তারামৃগ; তারামৃগ আর এই মহীমৃগ, এই দুই মৃগই অপূর্ব্ব-দর্শন।

আর লক্ষ্মণ! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই যদি সত্য হয়; যে মায়াবী রাক্ষস মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে মৃগয়ার্থ ধনুর্হস্তে সমাগত অনেকানেক বলবান রাজা ও রাজপুত্রকে সংহার করিয়াছে, এ যদি সত্যই সেই মারীচ হয়; তাহা হইলেও ইহাকে বধ করা আমার অবশ্য-কর্ত্তব্য; কারণ এ বনমধ্যে মৃগয়ার্থ সমাগত অনেক মহাধনুর্দ্ধারী রাজার প্রাণ সংহার করিয়াছে।

লক্ষ্মণ! তোমার অবিদিত নাই যে, নিজ-গর্ভ যেমন উদর স্ফীত করিয়া অশ্বতরীকে (কাঁকড়াকে) বিনাশ করে; বাতাপিও সেইরূপ দীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগকে সংহার করিত। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে, একদা তেজঃপ্রদীপ্ত মহামুনি মহাত্মা অগস্ত্য উপস্থিত হইয়া বাতাপিকে ভক্ষণ করিলেন। বাতাপি পূর্ব্ববৎ উদরমধ্যে স্ফীত হইবার উপক্রম করিল; তখন ভগবান অগস্ত্য হাস্য করিয়া কহিলেন, রে দুষ্টাত্মন বাতাপে! তুই ব্রাহ্মণের উদরে প্রবেশ করিয়াও অবজ্ঞা করিতেছিস; অতএব আমার উদরে জীর্ণ হ। যে কেহ আমার ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মনিরত মহাত্মার অবমাননা করিবে, সে নিশ্চয়ই তোর ন্যায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে।

সৌমিত্রে! এই মৃগ যদি বাস্তবিকই আমাকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাকে; তাহা হইলেও, অগস্ত্যের হস্তে রাক্ষসের ন্যায়, অদ্য এ আমার হস্তে নিহত হইবে। আমি এই মৃগশ্রেষ্ঠকে সংহার করিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বীর! তুমি সাবধান

হইয়া এই স্থানে জানকীকে রক্ষা কর; আমি যতক্ষণ প্রত্যাগমন না করি, তুমি ততক্ষণ কোন স্থানে গমন করিও না। রাক্ষসগণের অন্তঃকরণ দুষ্ট, তাহারা বনমধ্যে বিবিধ অপকারের চেষ্টা করিয়া থাকে।

উগ্র-তেজা রঘুবীর রামচন্দ্র, শুভ-লক্ষণ-সম্পন্ন লক্ষ্মণকে এই প্রকার আদেশ করিয়া, যত্নপূর্ব্বক বার বার বলিতে লাগিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! তুমি কোনরূপেই বিষণ্ণ বা অসাবধান হইও না।

পঞ্চাশ সর্গ।

মারীচ-বধ।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়া মৃগবধে স্থির-নিশ্চয় হইয়া মৃগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি স্বর্ণ-ভূষিত সজ্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পৃষ্ঠে অক্ষয় তূণীর-দ্বয়, কক্ষে হিরণ্ময়-মুষ্টি-সমলঙ্কৃত মহাখড়্গ ও সর্ব্বাঙ্গে কবচ বন্ধন করিয়া বনমধ্যে ধাবমান হইতে লাগিলেন। মনোমারুতের ন্যায় বেগগামী মারীচও অটবীমধ্যে পলায়ন করিতে লাগিল। রাম নিকটে নিকটেই তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। মারীচও রামভয়ে ভীত হইয়া দণ্ডক-বনমধ্যে ক্ষণে অন্তর্হিত ও ক্ষণে পুনর্ব্বার দৃষ্ট হইতে লাগিল। 'এই মৃগ! এই এইদিকেই আসিতেছে!' এই বলিয়া রামচন্দ্র মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মারীচ কিন্তু ক্ষণে দৃশ্য ক্ষণে অদৃশ্য হইতে লাগিল। দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস, রাম-বাণ-ভয়ে ভীত হইয়া, রামের লোভোৎপাদন পূর্ব্বক কখন দৃষ্ট, কখন অদৃষ্ট, কখন ভয়ে ধাবিত, কখন অবস্থিত, কখন লুক্কায়িত এবং কখন বা বেগে বহির্গত হইতে লাগিল। মহাভয়ে অভিভূত হইয়া, মারীচ এইরূপে বনমধ্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর রামচন্দ্র দেখিলেন, সে যেন অতি সন্নিকটেই গমন করিতেছে। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সশর শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার দিকে ধাবিত হইলেন। রাঘব ধনুর্হস্তে ধাবিত হইলেন দেখিয়া মৃগ মুহুর্মুহু অন্তর্হিত হইয়া পুনর্ব্বার দর্শন দিতে লাগিল; বার বার অতি সন্নিকটে দৃষ্ট হইয়া আবার অতি দূরে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ধনুষ্পাণি রামচন্দ্র দেখিতে দেখিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। এই প্রকারে অদর্শন ও দর্শন দান দ্বারা সে রামচন্দ্রকে বহুদূর লইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, মৃগ দৃষ্ট হইয়াই আবার শরৎকালীন ছিন্ন-মেঘখণ্ড-মধ্যগত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় বনমধ্যে অন্তর্হিত হইতেছে; এই এক স্থানে দৃষ্ট হয়, আবার তৎক্ষণমাত্রে অন্তর্দ্ধান করে।

ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র এই প্রকারে মারীচ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া নানাবনে ধাবিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বনমধ্যে কোন এক শাদ্বল স্থানে ছায়াতলে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান হইলেন। মারীচও মৃগযূথ-সমভিব্যাহারে অনতিদূরে পুনর্ব্বার দৃষ্ট হইল। মৃগগণ ভয়ত্রস্ত চঞ্চল-লোচনে তাহার সন্নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিল। মৃগকে শুদবস্থ

দর্শন করিয়াই মহাতেজা রামচন্দ্র উহাকে সংহার করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি শাণিত শর সন্ধান করিয়া সুদৃঢ় মুষ্টি দ্বারা শরাসন সবলে আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক মৃগকে লক্ষ্য করিয়া শর ত্যাগ করিলেন। ব্রহ্ম-বিনির্ম্মিত প্রদীপ্ত প্রজ্বলিত শক্রসংহারক সেই শর মারীচের হৃদয় ভেদ করিল। মারীচ অলোক-সামান্য শরে মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ ও আতুর হইয়া তালপ্রমাণ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইল। শরাহত হইবামাত্র সে সুন্দর-কেয়ূরধারী সর্ব্বাভরণ-ভূষিত সুবর্ণমালা-মণ্ডিত মহাদংষ্ট্রাশালী রাক্ষসরূপ ধারণ করিল; এবং ভূতলে পতিত হইয়া শরের বেদনায় বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। মৃত্যু উপস্থিত দেখিয়া প্রভুর অভীষ্ট সাধনোদ্দেশে পাপাত্মা অবিকল রামের স্বর অনুকরণ করিয়া এই-রূপ চীৎকার করিল যে, 'হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! মহাবনমধ্যে আমাকে পরিত্রাণ কর।' মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলেও সে বিবেচনা করিল, এই স্বর শ্রবণ পূর্ব্বক সীতা স্বামি-প্রণয়-বশত ব্যাকুল হইয়া যদি লক্ষ্মণকে এই স্থানে প্রেরণ করেন, তাহা হইলেই রাবণ লক্ষ্মণ-বিরহিতা সীতাকে অনায়াসেই হরণ করিতে পারিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে তৎকালে ঐ প্রকার শব্দ করিল। এইরূপে রাক্ষস মারীচ অন্তকালেও রাবণের ইষ্টচেষ্টা করিয়াছিল।

জীবন বিসর্জ্জন কালে রাক্ষস মারীচ এই প্রকারে মৃগরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি মহাকায় রাক্ষস রূপ ধারণ করিয়াছিল।

ভীষণ-দর্শন সেই রাক্ষস শোণিতাক্ত কলেবরে ভূমিতে পতিত হইয়া বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল দেখিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক দেহমাত্রে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মন তৎক্ষণাৎ সীতার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, দেখিতেছি, এ মারীচেরই মায়া; লক্ষ্মণ যে কথা বলিয়াছিল, এখন তাহাই ঘটিল। আমি মারীচকে সংহার করিলাম বটে; কিন্তু দুষ্টাত্মা, 'হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক জীবন ত্যাগ করিল! জানিনা, এই শব্দ শ্রবণ করিয়া সীতা কি করিবেন! মহাবাহু লক্ষ্মণেরই বা কি দশা হইবে! এইরূপ চিন্তা করিয়া রামের লোমাঞ্চ এবং বিষাদ-জনিত মহাভয়ের উৎপত্তি হইল।

অনন্তর রামচন্দ্র ক্ষণকাল সেই রাক্ষসের ঘোর ভীষণ আকার নিরীক্ষণ করিলেন; পরে তিনি, যে যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, অতীব বিষণ্ণ হৃদয়ে সেই সেই পথ দিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

একপঞ্চাশ সর্গ।

লক্ষ্মণপ্রয়াণ।

জনকতনয়া সীতা অরণ্যমধ্যে স্বামীর স্বর-সদৃশ আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি শীঘ্র যাও, রামের অনুসন্ধান কর। আমার হৃদয় অত্যন্ত অস্থির

হইয়াছে; আমি প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না; সৌমিত্রে! আমি শুনিতে পাইলাম, রামচন্দ্র নিতান্ত কাতর হইয়া দারুণ আর্ত্তনাদ করিলেন! তিনি তোমার সহায় ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; তোমরা উভয়ে এক পথ অবলম্বন করিয়াছ; তিনি আর্ত্তনাদ করিতেছেন, তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বৎস! তোমার সেই ভ্রাতা সিংহগ্রস্ত গোষ্পতির ন্যায়, রক্ষোগ্রস্ত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন; তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন কর।

ত্রাসোৎফুল্ল-লোচনা সীতার তাদৃশ স্ত্রী-স্বভাব-দূষিত অসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন, দেবি! ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ অথবা ত্রিলোক একত্র হইলেও কখনই আমার ভ্রাতাকে পরাভব করিতে সমর্থ হয় না। দেবি! আপনি কেন ভীত ও বিষণ্ণ হইতেছেন! কোন রাক্ষস আমার ভ্রাতার কনিষ্ঠাঙ্গুলিতেও বেদনা দিতে সমর্থ নহে।

সীতা যখন বার বার বলিলেও ভ্রাতৃ-আজ্ঞা-নিবন্ধন লক্ষ্মণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন না; তখন জনক-নন্দিনী সীতা কুপিতা হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! এ অবস্থাতেও তুমি যখন ভ্রাতার সাহায্যার্থ গমন করিতেছ না, তখন স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে, তুমি এক জন প্রকৃত শত্রু, কপটতা পূর্ব্বক মিত্রভাবে ভ্রাতার অনুবর্ত্তন করিতেছ। বুঝিলাম, ভ্রাতার বিপদই তোমার অভীষ্ট; ভ্রাতার প্রতি তোমার কিছুমাত্রও স্নেহ নাই; এই জন্যই সেই মহাদ্যুতি রামচন্দ্রকে না দেখিয়াও তুমি নিশ্চিন্ত মনে অবস্থিতি করিতেছ। লক্ষ্মণ! বোধ হইতেছে, আমার লোভেই তুমি ইচ্ছা করিতেছ যে, রামচন্দ্র বিনষ্ট হয়েন; এই জন্যই তুমি আমার আদেশ প্রতিপালন করিতেছ না; কিন্তু তুমি জাননা যে, রামচন্দ্রের বিরহে আমি মুহূর্ত্তমাত্রও জীবিত থাকিব না। অতএব বীর! তুমি আমার বাক্য রক্ষা কর; আর বিলম্ব করিও না; ভ্রাতাকে উদ্ধার করিতে তৎপর হও। তাঁহার কোন অমঙ্গল হইলে, আমাকে রক্ষা করিয়া তোমার কি হইবে! আমি ত তাঁহার বিরহে মুহূর্ত্তমাত্রও জীবিত থাকিব না! তবে কেন তুমি রামচন্দ্রের অনুসন্ধান করিতে বিরত হইতেছ!

সন্ত্রস্তা মৃগীর ন্যায় ভয়-চকিতা সীতা শোক-পরিপ্লুত-লোচনে এইরূপ বলিলে লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন, দেবি! মনুষ্যগণ যেমন ইন্দ্রের প্রতি-দ্বন্দ্বী হইতে পারে না; সেইরূপ দেবগণ, মনুষ্যগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পতগগণ, ঘোর রাক্ষসগণ, পিশাচগণ, কিন্নরগণ, নাগগণ কি দানবগণের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিই নাই যে, রামচন্দ্রের সমকক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। রামচন্দ্র সমরে অবধ্য; অতএব আপনি এরূপ বাক্য বলিবেন না। রামচন্দ্র এস্থানে উপস্থিত নাই; অতএব আমি আপনাকে এই শূন্য অরণ্য মধ্যে একাকিনী রাখিয়া যাইতে কোনক্রমেই সাহসী হইতেছি না।

জনক-তনয়ে! আপনি এক্ষণে নিক্ষেপ-বস্তু-স্বরূপ; সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাত্মা রামচন্দ্র আপনাকে

আমার নিকট নিক্ষেপ-স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন; সুতরাং আমি এক্ষণে আপনাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কোনক্রমেই সাহস করিতেছি না। আর কল্যাণি! আপনকার মঙ্গল হউক, আপনি জানেন, জনস্থানের তাদৃশ হত্যাকাণ্ড অবধি অতিক্রুদ্ধ-স্বভাব নিশাচরদিগের সহিত আমাদিগের শত্রুতা জন্মিয়াছে। হিংসাই তাহাদিগের আমোদ; তাহারা কানন মধ্যে নানাপ্রকার স্বরও অনুকরণ করিয়া থাকে; অতএব আপনি চিন্তা করিবেন না। রামচন্দ্রের তেজ এতদূর অপ্রমেয় যে তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য; অতএব তাঁহার বলের বিচার না করিয়া এপ্রকার বলা আপনকার উচিত হইতেছে না। আপনকার হৃদয় সুস্থির হউক, আপনি শোক-সন্তাপ পরিত্যাগ করুন; আপনকার স্বামী মৃগ বধ করিয়া এখনই প্রত্যাগমন করিবেন। দেবি! আপনি যে বিকট চীৎকার শ্রবণ করিলেন, ইহা কখনই রামচন্দ্রের স্বর নহে; নিতান্ত কষ্টের অবস্থাতেও তিনি কখনই এ প্রকার গর্হিত শব্দ করিবেন না।

এই সকল কথা শ্রবণ করিবামাত্র বিদেহ-নন্দিনীর লোচন-যুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধভরে হিতবাদী লক্ষ্মণকে পরুষ বাক্যে কহিলেন; 'হা অনার্য্য! হা নৃশংস! হা কুলপাংশন! তুমি যে দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করিবার সংকল্প করিতেছ, এ তোমার দূষিত দয়া। বুঝিলাম, আমার প্রতি তোমার অনুরাগ জন্মিয়াছে বলিয়াই তুমি এইরূপ বলিতেছ। লক্ষ্মণ! তোমার ন্যায় নিয়ত-কপটাচারী ব্যক্তিগণ জ্ঞাতিগণের যে অনিষ্ট-চেষ্টা করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। নিশ্চয়ই তুমি দুষ্ট অভিপ্রায়ে একাকী অরণ্য-মধ্যে রামচন্দ্রের অনুবর্ত্তন করিতেছ। হয় আমার লোভে, না হয় ভরতের প্রবর্ত্তনায় তুমি গুপ্তভাবে অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছ, সন্দেহ নাই। কিন্তু সৌমিত্রে! তোমার বা ভরতের অভিসন্ধি কখনই সফল হইবে না। আমি সেই ইন্দীবর-শ্যাম কমল-লোচন রামচন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহাতেই প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছি; আমি কি আবার ইতর জনে অভিলাষিণী হইব! আমি বরং প্রদীপ্ত পাবকেও প্রবেশ করিব; তথাপি রামচন্দ্র ভিন্ন অন্য পুরুষকে পাদ দ্বারাও স্পর্শ করিব না। সুরসুতোপমা সীতা লক্ষ্মণকে এই প্রকার তিরস্কার করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বক্ষস্থলে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

জনকতনয়া সীতা এই প্রকার লোমহর্ষণ দুর্ব্বাক্য বলিলে লক্ষ্মণের ইন্দ্রিয় সকল বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে উত্তর করিলেন, দেবি! আপনকার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিতে আমার সাহস হয় না; কারণ আপনি আমার পূজ্য দেবতা-স্বরূপ। ফলত আপনি যে অসঙ্গত বাক্য বলিলেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা আশ্চর্য্য নহে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীতে স্ত্রী-লোকের স্বভাবই এই যে, তাহাদিগের ধর্ম্ম-জ্ঞান নাই; তাহারা চপলা এবং ভ্রাতৃ-ভেদ-করী। জনকতনয়ে! আপনকার এই বাক্য আমার কর্ণকুহর-মধ্যে প্রতপ্ত নারাচাস্ত্রের

ন্যায় কষ্টকর বোধ হইতেছে; আমি কোনক্রমেই ঈদৃশ বাক্য সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না। বনচরগণ সকলে সাক্ষি-স্বরূপ হইয়া শ্রবণ করুন; আমি আপনাকে যথাযথ ন্যায় বাক্য বলিলাম, কিন্তু আপনি আমাকে অন্যায় দুর্ব্বাক্য বলিতেছেন। আপনাকে ধিক, দেবি! আমি গুরুবাক্য প্রতিপালন করিতেছি, কিন্তু আপনি দূষিত-স্ত্রীস্বভাব প্রযুক্ত যখন আমার প্রতি এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন, তখন আপনি বিনষ্ট হউন।

এই কথা বলিয়াই লক্ষ্মণের পশ্চাত্তাপ হইল; তিনি পুনর্ব্বার সান্ত্বনা পূর্ব্বক সীতাকে কহিলেন, দেবি! রঘুনন্দন যে স্থানে গিয়াছেন, আমি তথায় গমন করিতেছি; আপনকার মঙ্গল হউক। বিশাল-লোচনে! বনদেবতা সকল আপনাকে রক্ষা করুন। কিন্তু যেরূপ ঘোরতর ভীষণ দুর্নিমিত্ত সকল আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে, তাহাতে আমি রামচন্দ্রের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া আপনাকে কি পুনর্ব্বার আর দেখিতে পাইব!

লক্ষ্মণ এই কথা বলিলে জনকনন্দিনী সীতা অশ্রুপূর্ণ লোচনে উত্তর করিলেন, লক্ষ্মণ! রামচন্দ্রের বিরহে আমি গোদাবরীর জলে প্রবেশ করিব, কিংবা উদ্বন্ধনে, না হয় উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া দেহ বিসর্জ্জন করিব; অথবা প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিব; তথাপি সেই রাঘব ভিন্ন অন্য পুরুষকে পদ দ্বারাও স্পর্শ করিব না।[৪০] সীতা লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে উভয় করে বক্ষস্থল তাড়ন করিতে লাগিলেন।

বিশাল-লোচনা সীতাকে এইরূপে কাতর ভাবে রোদন করিতে দেখিয়া সুমিত্রানন্দন, বিবিধ আশ্বাস প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু সীতা দেবরের বাক্যে কোন উত্তরই করিলেন না।

তখন উন্নত-চেতা লক্ষ্মণ মনে মনে সীতাকে অভিবাদন ও কৃতাঞ্জলিপুটে কিঞ্চিৎ অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া বারংবার তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে রামের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

সীতা-রাবণ-সংবাদ।

রাঘবানুজ লক্ষ্মণ উক্তরূপ নিষ্ঠুর বাক্য-শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবন মধ্যে সীতাকে একাকিনী পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের উদ্দেশে গমন করিলেন। মারীচ কর্ত্তৃক রাম ও লক্ষ্মণ এইরূপে দূরে অপসারিত হইলে রাবণ মনে করিলেন, যেন তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পূর্ণ সিদ্ধই হইয়াছে।

এদিকে ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ অতীব ভয়-ব্যাকুলিত হৃদয়ে সীতার প্রতি পুনঃপুন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়াই সত্বর যাত্রা করিলেন। এই অবসরে প্রতাপশালী দশানন, পরিব্রাজক বেশে জানকীর নিকট গমন করিলেন। তমোরূপ দশানন, রামলক্ষ্মণ-বিরহিতা বিদেহ-নন্দিনীকে চন্দ্র-সূর্য্য-বিরহিতা সন্ধ্যার ন্যায় দেখিতে

পাইলেন। অপ্রতিম-রূপ-শালিনী বৈদেহীকে একাকিনী দর্শন করিয়াই দুর্ম্মতি দশানন মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই সময় এই চারু-বদনা ললনার স্বামী এবং লক্ষ্মণ কেহই নিকটে নাই, এইই আমার সমীপবর্ত্তী হইবার প্রকৃত অবসর।

মনোমধ্যে এই প্রকার স্থির করিয়া দশানন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ-বেশে সীতার সমীপবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার পরিধান সূক্ষ্ম কাষায় বস্ত্র, মস্তকে শিখাগুচ্ছ, বামস্কন্ধে ভিক্ষাভার (ভিক্ষার ঝুলী), কক্ষে ত্রিদণ্ড, এক হস্তে আতপত্র, অপর হস্তে কমণ্ডলু, এবং চরণে পাদুকা। উগ্রতেজা উগ্রকর্ম্মা দশাননকে এইরূপ ছদ্ম-বেশে আসিতে দেখিয়া জনস্থান-জাত যাবদীয় বৃক্ষলতা এবং পশু-পক্ষি প্রভৃতি সকলেই নিস্পন্দ হইয়া রহিল; বায়ু স্তম্ভিত হইল। লঙ্কেশ্বর অতি দ্রুতবেগে আগমন পূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন দেখিয়া প্রবলস্রোতা গোদাবরীও মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। জন-স্থান-সমীপবর্ত্তী পঞ্চবটী-তপোবনের-মৃগ-পক্ষি-সকল ভয়ে চারি দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

রাবণ অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; এক্ষণে উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়াই ভিক্ষুক রূপে আত্ম-গোপন পূর্ব্বক সীতার নিকট আগমন করিলেন। সীতা স্বামীর জন্য অনুশোচনা করিতেছিলেন; এমত সময় তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় ভিক্ষুক বেশে সমাচ্ছন্ন পাপাত্মা অভব্য রাবণ, চিত্রা-সমীপগামী শনৈশ্চরের ন্যায়, ভব্যরূপা বৈদেহীর সমীপবর্ত্তী হইলেন; দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্র-বদনা রুচির-দশনা রুচিরাধরা সীতা, রাম-লক্ষ্মণ-বিরহে চিন্তা ও শোকে নিমগ্ন হইয়া বাষ্প-পরিপ্লুত নয়নে নিশানাথ-বিরহিতা তমস্তোম-সমাচ্ছন্না নিশার ন্যায় পর্ণশালায় উপবিষ্টা আছেন। দুষ্টচেতা নিশাচর জানকীর লোচন-লোভনীয় যে যে অঙ্গে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, দৃষ্টি যেন তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া রহিল; তিনি কোনক্রমেই তাহা আর উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেন না।

ফুল্লারবিন্দ-নয়না জানকী পীতকৌশেয় বসন পরিধান করিয়াছিলেন; মন্মথশরে বিদ্ধ পাপাত্মা রাক্ষস ব্রহ্মঘোষ (বেদধ্বনি) উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। জানকী দেহ-প্রভায় হিরণ্ময়ী প্রতিমার ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন; তাঁহার ন্যায় নিরুপম-রূপবতী রমণী ত্রিলোক-মধ্যে কেহই ছিল না; তিনি যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী পদ্মাসন পরিত্যাগ করিয়া বিরাজ করিতেছিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ জানকীর তাদৃশ অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরূপ রূপ-লাবণ্য সন্দর্শন পূর্ব্বক মনে মনে বিস্তর প্রশংসা করিয়া নির্জ্জন পাইয়া বিনয়গর্ভ মধুর বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মুগ্ধে! তোমার মুখকমল কি মনোহর! তোমার নয়ন-যুগল কি সুন্দর! চারুহাসিনি! পুষ্পিতা বনরাজির ন্যায় তুমি অতীব শোভা পাইতেছ! বিলাসিনি! মণিরত্ন-বিভূষিত, মুক্তা-হেম-খচিত, অমূল্য-রত্নালঙ্কৃত, তোমার রুচির সুগোল পীনোন্নত পয়োধর-যুগল কেমন মনোহর ভাবে পরস্পর সংহত হইয়া বিরাজ করিতেছে! হেমগর্ভ-নিভে! তুমি কে?

তুমি কৌশেয় বসন পরিধান ও পদ্মোৎপলের মালা ধারণ করিয়া কি লোচন-লোভনীয়াই হইয়াছ!

চারুবদনে! হ্রী, কীর্ত্তি, শ্রী ও লক্ষ্মী, ইহাঁদিগের মধ্যে তুমি কে? অথবা সুন্দরি! তুমি কি ভূতি না রতি, স্বচ্ছন্দানুসারে বিচরণ করিতেছ? তোমার দন্তগুলি কেমন সমান, শিখরী (সূক্ষ্মাগ্র), মসৃণ ও শুভ্রবর্ণ! সুন্দরি! তোমার নয়ন-ভূষণ সুবিন্যস্ত ভ্রূ-যুগল কি কমনীয়! বরাননে! তোমার কপোলদ্বয়ও তোমার মুখের অনুরূপ; আহা! এই কপোল-যুগল কেমন সুপীন! কেমন সুপ্রভ! কেমন সুকুমার! কেমন সুসংলগ্ন! কেমন সুসংস্থিত! কেমন দর্শনীয়! কেমন পরস্পর তুল্যানুতুল্য! চারুহাসিনি! তোমার তপ্ত-কাঞ্চন-মণ্ডিত স্বভাব-সুন্দর সুদৃশ্য অনুরূপ ঈষৎ-সমুন্নত শ্রবণ-যুগল কেমন শোভা বিস্তার করিতেছে! পৃথু-নিতম্বিনি! তোমার করতল-যুগলও কোকনদের ন্যায় অরুণবর্ণ ও সুন্দর। সুন্দরি! তোমার মধ্যদেশও ক্ষীণ এবং তোমার আকৃতির অনুরূপ; বোধ হইতেছে, রোমরাজি দ্বারা যেন উহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সুশ্রোণি! তোমার জঘন-দেশ কেমন সুবিশাল ও সুপীন। তোমার করিকর-সদৃশ ঊরুদ্বয় কেমন সুন্দর শোভা পাইতেছে! তোমার চরণতল ও চরণাঙ্গুলি সমুদায় কি সুন্দর ও সুকুমার! তোমার পদ্মকোষ-সমপ্রভ দিব্য চরণ-যুগল কেমন সুগঠিত! ইহারা পরস্পর পরস্পরের শোভা সম্পাদন করিতেছে! তোমার লোচন-যুগল সুবিশাল ও সুবিমল; অপাঙ্গ রক্তবর্ণ; এবং তারক কৃষ্ণবর্ণ। তোমার মধ্যদেশ মুষ্টি দ্বারা ধারণ করা যায়। সুন্দরি! তোমার ন্যায় সুকেশী সংহত-স্তনী নিরুপম-রূপবতী রমণী এই জগতীতলে, দেবকন্যামধ্যে গন্ধর্ব্বকন্যা-মধ্যে যক্ষকন্যা-মধ্যে অথবা কিন্নরকন্যা-মধ্যেও, আমি ইতিপূর্ব্বে কখন দর্শন করি নাই।

সুন্দরি! ত্রিলোকের মধ্যে তোমার এতাদৃশ অত্যুত্তম রূপ, এতাদৃশী সুকুমারতা, এবং এই যৌবন! অথচ তুমি এই নিবিড় বন-মধ্যে অবস্থিতি করিতেছ দেখিয়া আমার মন অতীব চিন্তাকুলিত হইতেছে। কল্যাণি! তোমার মঙ্গল হউক; এ স্থানে বাস করা তোমার উচিত নহে। কামচারী ঘোর ভীষণ-স্বভাব রাক্ষসগণ এই স্থানে বাস করে। সুন্দরি! মনোরম অত্যুৎকৃষ্ট প্রাসাদ, নগর-স্থিত উপবন, প্রফুল্ল-পঙ্কজ-পরিশোভিত জলাশয়, নন্দনাদি দিব্য দেবোদ্যান, উৎকৃষ্ট মাল্য, উৎকৃষ্ট রত্ন, এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র; তুমি এই সমস্তই উপভোগ করিবার যোগ্য-পাত্রী। আমার বিবেচনায় সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন একজন প্রধান পুরুষই তোমার স্বামী হইতে পারেন। কল্যাণি! তুমি সুখ-সম্ভোগেরই পাত্রী; অতএব সর্ব্বসুখে বঞ্চিত হইয়া এই বনে ফল-মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া নিদারুণ ক্লেশে দিন যাপন করা কোনক্রমেই তোমার কর্ত্তব্য নহে। শুচি-স্মিতে! তুমি কি রুদ্রগণ, মরুদ্গণ বা বসুগণের কেহ হইবে? সুন্দরি! আমার বোধ

হইতেছে, তুমি দেবকন্যা। শুভে! এই সকল দেবতাদিগের তুমি কে? অথবা বরারোহে! তুমি কি গন্ধর্ব্বী, না অপ্সরা? সুমধ্যমে! গন্ধর্ব্ব, দেবতা, কি মানুষ, কেহই এস্থানে আগমন করে না; ইহা রাক্ষসদিগেরই বাসস্থান; তুমি কি জন্য এস্থানে আগমন করিয়াছ? ভীরু! এই দেখ, এই সমস্ত শৃগাল, সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী (চিতে বাঘ), ভল্লুক, তরক্ষু ও বৃক সমূহ ইতস্তত বিচরণ করিতেছে; ইহা দেখিয়া কি তোমার ভয় হয় না! চারু-হাসিনি! তুমি একাকিনী; মহারণ্যমধ্যে পর্ব্বতাকার বেগগামী মদমত্ত মাতঙ্গদিগকে দর্শন করিয়া কি তোমার ভয় হয় না! সুন্দরি! তুমি কে, কাহার কন্যা, কোথা হইতে কি কারণে একাকিনী রাক্ষস-নিষেবিত এই ঘোর দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছ?

দুষ্ট রাবণ এইরূপ বলিলে জনকতনয়া প্রথমত অবিশ্বাসবশত সশঙ্ক চিত্তে কিঞ্চিৎ অপসৃতা হইলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ দেখিয়া বিশ্বস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার নিকটে আগমন পূর্ব্বক ভিক্ষুরূপী রাবণকে প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্তা হইলেন।

সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী জনক-নন্দিনী সমাগত ব্রাহ্মণবেশী রাক্ষসকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বিবেচনা করিয়া প্রথমত সর্ব্বপ্রকার অতিথি-সৎকার দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। তিনি সেই সাধুবেশী পাপাত্মাকে অগ্রে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক পশ্চাৎ বন্য ফল-মূল প্রদান দ্বারা অতিথি সৎকার করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! অন্ন আমি কৃতার্থ হইলাম।

রাজনন্দিনী বিশ্বস্ত ও সরলভাবে সম্ভাষণ পূর্ব্বক অতিথি-সৎকার করিতেছেন দেখিয়া তাঁহাকে হরণ করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাবণ আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন।

এদিকে বরভোরু সীতা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, মৃগয়া-প্রস্থিত স্বামী লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে কতক্ষণে প্রত্যাগমন করিবেন। ওদিকে দশানন রাবণ মহাবনের চারিদিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া মনে মনে মহা সন্তুষ্ট হইলেন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

সীতা-রাবণ-সংবাদ।

অনন্তর রমণীরত্ন জনকতনয়া সীতা রাবণের তাদৃশ সুমধুর বাক্য ক্ষণকাল পর্য্যালোচনা করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন; ব্রহ্মন্! আমি মিথিলাধিপতি মহাত্মা মহারাজ জনকের দুহিতা এবং অযোধ্যাধিপতি-দশরথনন্দন ধীমান রামচন্দ্রের ধর্ম্মপত্নী; আপনকার মঙ্গল হউক, আমার নাম সীতা। রামচন্দ্রের গৃহে আমি মনুষ্য-লভ্য সর্ব্বপ্রকার সুখ-সম্পত্তি উপভোগ ও সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করিয়া এক বৎসরকাল[৪১] পরমসুখে বাস করিয়াছিলাম। সংবৎসর পূর্ণ হইলে মহারাজ দশরথ অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আমার স্বামীকে রাজ্যে অভিষেক করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার অভিষেকের আয়োজন হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে আমার কনীয়সী

শ্বশ্রূ পতি-প্রণয়িনী অনার্য্যা কৈকেয়ী আমার শ্বশুরকে শপথ দ্বারা ধর্ম্মপাশে বদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট আমার স্বামীর নির্ব্বাসনরূপ বর প্রার্থনা করিলেন; কহিলেন, মহারাজ! আপনি যদি রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, তাহা হইলে আর আমি শয়ন, পান বা ভোজন কিছুই করিব না; জানিবেন, এই আমার জীবনের শেষ। প্রভো! আপনি পূর্ব্বে দেবাসুর-সংগ্রামে আমাকে যে বরদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা সত্য ও সফল করুন; রাজেন্দ্র! প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হউন। এই যে অভিষেকের উদ্‌যোগ হইতেছে, এই উদ্‌যোগেই —এই অভিষেক-দ্রব্যেই আমার ভরতকে অভিষেক করুন; আর রাম এখনই চীর ও কৃষ্ণাজিন পরিধান করিয়া, চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য ঘোর অরণ্যে গমন করুন। মহারাজ! আপনি অবিলম্বেই রামকে নির্ব্বাসন পূর্ব্বক ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করুন।

কৈকেয়ী এইরূপ বলিলে আমার শ্বশুর মহারথ দশরথ ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিলেন; কিন্তু কৈকেয়ী কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। আমার স্বামী লোকমধ্যে রাম[৪২] নামে প্রসিদ্ধ। তিনি মহাবীর্য্যশালী, গুণবান, সত্যবাদী, সদাচারী ও সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনে নিরত; তথাপি মহাতেজা মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর পরিতোষের জন্য তাঁহাকে অভিষেক করিলেন না। অনন্তর আমার স্বামী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রামচন্দ্র অভিষেকের অনুমতি লইবার জন্য যখন পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন, কৈকেয়ী তখন তাঁহাকে বলিলেন, রাম! তোমার পিতা যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি বলিয়াছেন, ভরতকে নিষ্কণ্টক পৈতৃক রাজ্য দান করিবেন; তোমাকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে। অতএব কাকুৎস্থ! বনে গমন করিয়া পিতাকে মিথ্যা-বাদিতা হইতে মোচন কর। আমার ভর্ত্তা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রামচন্দ্র, পিতার সম্মুখেই কৈকেয়ীকে কহিলেন, তথাস্তু।

আর্য্য রামচন্দ্র দান করেন, কিন্তু কখনই প্রতিগ্রহ করেন না; কখনই মিথ্যা বাক্যও বলেন না; ব্রাহ্মণ! রামচন্দ্রের এই অনুত্তম দৃঢ়ব্রত। যাহা হউক, রামচন্দ্রের বৈমাত্র ভ্রাতা বীর্য্যবান পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ তাঁহার সহায় হইলেন। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন স্ত্রী-বশীভূত বৃদ্ধ মহারাজের বাক্য রক্ষা না করেন; কিন্তু তেজস্বী রামচন্দ্র উত্তর করিলেন, আমার মন সত্যেই অনুরক্ত; আমি কখনই সত্য হইতে বিচলিত হইতে ইচ্ছা করি না। তখন বুদ্ধিমান ধর্ম্মাচারী মহাবল লক্ষ্মণও শরাসন হস্তে, আমার সহিত বনপ্রস্থিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের অনুগামী হইলেন।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এইরূপে কৈকেয়ীর বাক্যে রাজ্যচ্যুত হইয়া আমরা তিন জনে বহু-হিংস্র-জন্তু-সমাকীর্ণ এই নিবিড় বনে আসিয়া নিরুদ্বেগে বাস পূর্ব্বক সুখ-স্বচ্ছন্দে বিচরণ

করিতেছি; আমরা মহাতেজা রামচন্দ্রের তেজঃপ্রভাবে কাহাকেও ভয় করি না। আপনি আশ্বস্ত হউন। এস্থানে আপনিও বাস করিতে পারেন। আমার স্বামী আপনকার আতিথ্যোপযুক্ত বন্য ফল মূল আহরণ করিয়া এখনই প্রত্যাগমন করিবেন। এক্ষণে আপনিও আপনকার নাম, গোত্র এবং কুল, তত্ত্বত উল্লেখ করুন; দ্বিজবর! আপনি কি অভিপ্রায়েই বা একাকী দণ্ডকারণ্যমধ্যে বিচরণ করিতেছেন? রামচন্দ্র আপনকার যথাযোগ্য অতিথি-সৎকার করিবেন, সন্দেহ নাই। আমার ভর্ত্তা অত্যন্ত প্রিয়বাদী এবং যতিদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ।

সীতা এই সকল কথা কহিলে পঞ্চশর-শর-পীড়িত মহাবল রাক্ষসরাজ উত্তর করিলেন, সুন্দরি! আমি যে, এবং যে স্থান হইতে আসিয়াছি, শ্রবণ কর; শ্রবণ করিয়া আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, কর। ভদ্রে! আমি কেবল তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্তই এই ছদ্মবেশে আগমন করিয়াছি। যিনি ইন্দ্র ও দেবগণের সহিত ত্রিলোক বিদ্রাবণ করিয়াছিলেন, আমি সেই সর্ব্বলোক-প্রতাপন রাবণ। চারু-নিতম্বিনি! আমারই আদেশ ক্রমে খর, দণ্ডকবন শাসন করিত। সুন্দরি! আমি কুবেরের বৈমাত্র ভ্রাতা; এবং মহাত্মা বিশ্রবার ঔরস-পুত্র। ভামিনি! পুলস্ত্য, ব্রহ্মার পুত্র; আমি সেই পুলস্ত্যের পৌত্র। আমি ব্রহ্মার নিকট অনন্য-সাধারণ বর লাভ করিয়াছি; আমি ইচ্ছামত রূপ ধারণ ও যথা ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারি। লোকে আমি দশানন নামে প্রসিদ্ধ; আমার পরাক্রম ত্রিলোকে কাহারও অপরিজ্ঞাত নাই। চারুহাসিনি! নিজের কর্ম্ম জন্যই আমি রাবণ[৪৩] নামেও বিখ্যাত হইয়াছি।

জানকি! তোমাকে পীত-কৌশেয়-বসনা, সুবর্ণ-গর্ভাভা অলোক-সামান্য-রূপ-লাবণ্যবতী নিরীক্ষণ করিয়া নিজ পত্নীদিগের প্রতি আমার আর অভিরুচি হইতেছে না। সুন্দরি! অনেক বরবর্ণিনী রমণী আমার ভার্য্যা; এক্ষণে তুমি আমার সর্ব্বপ্রধান মহিষী হও। সমুদ্রের প্রধান দ্বীপ লঙ্কা আমার রাজধানী; লঙ্কা সাগরে পরিবেষ্টিতা এবং পর্ব্বত-শিখরে অবস্থাপিতা। তপ্তকাঞ্চনময় অত্যুন্নত গিরি-শৃঙ্গ সকল লঙ্কার শোভা সম্পাদন করিতেছে। ইন্দ্রের যেমন অমরাবতী, গভীর-পরিখা-পরিবেষ্টিতা বিবিধ-প্রাসাদে ও অট্টালিকায় বিভূষিতা লঙ্কাও তেমনি ত্রিলোকে বিখ্যাত। সুন্দরি! নীল-জীমূত-বর্ণ রাক্ষসগণের ত্রিংশদ্‌যোজন-বিস্তৃতা ঐ দিব্যা মহাপুরী, স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সীতে! তুমি যখন আমার সমভিব্যাহারে সেই লঙ্কার উপবন-সকলে বিচরণ করিবে, ভাবিনি! তখন আর তোমার এই অরণ্যবাসে স্পৃহা কিছুমাত্র থাকিবে না। সুন্দরি! আমি মহাবল রাক্ষসগণের অধীশ্বর; আমার অনেক সুন্দরী ভার্য্যা আছে; তুমি তাহাদিগের সকলেরই অধীশ্বরী হও। সীতে! আমি তোমাকে সর্ব্ববিধ ভূষণে ভূষিত করিব; এবং পঞ্চশত দাসী

তোমার পরিচর্য্যা করিবে; সুন্দরি! তুমি আমার ভার্য্যা হও। আমি সপ্ত-সপ্তক-বেত্তা,[৪৪] চতুঃষষ্টি-কলায়[৪৫] কোবিদ এবং পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বজ্ঞ[৪৬]; তুমি আমাকে ভজনা কর।

রাবণ ঈদৃশ বাক্য বলিলে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী জানকী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া উত্তর করিলেন, রাক্ষসরাজ! মহাচলের ন্যায় অপ্রকম্প্য,মহাসাগরের ন্যায় অক্ষোভ্য, মহেন্দ্র-সদৃশ মহাদ্যুতি, আর্য্য রামচন্দ্র আমার পতি; আমি তাঁহারই সহধর্ম্মিণী। পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ, মহাবীর, মহাবীর্য্য, জিতেন্দ্রিয়, বিপুল-কীর্ত্তি, রাজপুত্র রামচন্দ্রকেই আমি কায়মনো-বাক্যে ভজনা করিয়া থাকি। সিংহী যেমন পরাক্রান্ত সিংহের, আমিও তেমনি সিংহ-বিক্রম-গামী মহোরস্ক মহাবল রামচন্দ্রেরই অনুবর্ত্তন করি। তুমি শৃগাল হইয়া সুদুর্ল্লভা ব্যাঘ্রীকে অভিলাষ করিতেছ! সূর্য্যের প্রভার ন্যায় তুমি আমাকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হইবে না।

দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি যখন রামচন্দ্রের প্রেয়সী ভার্য্যাকে হরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তুমি অসংখ্য কাঞ্চন-বৃক্ষ সন্দর্শন করিতেছ![৪৭] তুমি যখন বলপূর্ব্বক রামচন্দ্রের প্রেয়সী ভার্য্যা হরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছ, তখন তুমি মৃগশত্রু বলবান তেজস্বী কোপিত সিংহের মুখ হইতে মাংস আহরণ করিবার প্রয়াস পাইতেছ! যখন তুমি কু-অভিপ্রায়ে রামচন্দ্রের প্রিয়া ভার্য্যার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছ, তখন জিহ্বা দ্বারা ক্ষুরধার লেহন এবং সূচীদ্বারা লোচন স্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ! যখন তুমি রামচন্দ্রের প্রিয়া ভার্য্যার সতীত্ব নাশ করিতে অভিপ্রায় করিয়াছ, তখন তুমি নব-প্রসূতা ব্যাঘ্রীর বৎস হরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছ! যখন তুমি রামচন্দ্রের প্রেয়সী ভার্য্যা অপহরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তখন তুমি কণ্ঠে শিলা বন্ধন করিয়া অপার পারাবার পার হইতে ইচ্ছুক হইয়াছ! যখন তুমি রামচন্দ্রের অনুরূপা ভার্য্যাকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছ, তখন তুমি তীক্ষ্ণাগ্র অয়োমুখ শূল সকলের অগ্রভাগে বিচরণ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছ! যখন তুমি রামচন্দ্রের পতিব্রতা পত্নীকে হরণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছ, তখন তুমি বস্ত্রপ্রান্তে বন্ধন করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশন লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছ! যখন তুমি আমাকে বাঞ্ছা করিতেছ, তখন তুমি নিশ্চয়ই অতিক্রুদ্ধ গর্জ্জনকারী মহাবিষধর কৃষ্ণসর্পকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে অভিলাষী হইয়াছ!

নিশাচর! বনমধ্যে সিংহ ও শৃগালে যে প্রভেদ, সমুদ্র ও ক্ষুদ্র নদীতে যে প্রভেদ, অমৃত ও কাঞ্জীতে যে প্রভেদ, রামচন্দ্রে আর তোমাতেও সেইরূপ প্রভেদ। কাঞ্চন আর কৃষ্ণ-লৌহে যে প্রভেদ, চন্দন ও পঙ্কে যে প্রভেদ, হস্তী ও বিড়ালে যে প্রভেদ, রাঘবে আর তোমাতেও সেইরূপ প্রভেদ। গরুড় আর কাকে যে প্রভেদ, ময়ূর ও লাবপক্ষীতে যে প্রভেদ, সারস ও গৃধ্রে যে প্রভেদ, রামচন্দ্রে আর তোমাতেও সেইরূপ প্রভেদ। রাক্ষসাধম! মক্ষিকা যেমন হীরক-কণা উদরস্থ করিয়া জীর্ণ করিতে পারে না, ইন্দ্র-সম-

প্রভাবশালী সশর-শরাসন-ধারী রামচন্দ্র জীবিত থাকিতে আমাকে হরণ করিলেও তুমিও তেমনি জীবন ধারণ করিতে কোনক্রমেই সমর্থ হইবে না। রাবণ! বজ্রধর পুরন্দরের সচী, বা প্রজ্বলিত পাবকের শিখা, কিম্বা জগদীশ্বর ধূর্জ্জটির উমাকে হরণ করাও বরং সম্ভব, কিন্তু আমাকে তুমি কখনই হরণ করিতে পারিবে না।

শুদ্ধচিত্তা জানকী রাক্ষসরাজের অতি দুষ্ট বাক্যের এই প্রকার প্রত্যুত্তর করিয়া ব্যথিত হইয়া গজধুত উৎপাট্যমান কদলীর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন।

যম-সম-প্রভাবশালী রাবণ সীতাকে কম্পিত হইতে দেখিয়া, তাঁহাকে ভয় দেখাইবার অভিপ্রায়ে, নিজ কুল বল ও বীর্য্য পুনর্ব্বার বিশেষরূপে বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

সীতা-রাবণ-সংবাদ।

জনকতনয়া সীতা ক্রোধ-সহকারে তাদৃশ পরুষবাক্য বলিতেছেন দেখিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ ললাটে ভ্রুকুটীবন্ধন পূর্ব্বক বলিলেন, সুন্দরি! আমি কুবেরের বৈমাত্র ভ্রাতা; আমি প্রতাপশালী দশগ্রীব রাবণ। কল্যাণি! তোমার মঙ্গল হউক; মৃত্যুমুখ হইতে জীবগণের ন্যায়, আমার ভয়ে ভীত হইয়া দেবগণ গন্ধর্ব্বগণ পিশাচগণ ও পন্নগগণ, সকলেই পলায়ন করিয়া থাকে। কোন কারণ বশত বিরোধ উপস্থিত হইলে, আমি বিক্রম প্রকাশ করিয়া আমার বৈমাত্র ভ্রাতা কুবেরকে পরাজয় করিয়াছিলাম; সেই অবধি কুবের আমার ভয়ে ভীত হইয়া নিজ সুসমৃদ্ধ বসতি-স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বত-প্রধান কৈলাসে যাইয়া ব্যস করিতেছেন। ভদ্রে! তাঁহারই সুবিখ্যাত কামগামী সুমহৎ পুষ্পক নামক বিমান আমি বলপূর্ব্বক জয় করিয়া আনিয়াছি; সেই বিমানে আরোহণ করিয়া আমি আকাশপথে গমনাগমন করিয়া থাকি। মৈথিলি! আমি ক্রুদ্ধ হইলে, আমার ভ্রুকুটি-কুটিল মুখ সন্দর্শন করিয়া সমস্ত লোকই ভীত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করে। মত্ত-ঐরাবতারোহণ হেতু গর্ব্বিত সমস্ত-দেবগণ-সহকৃত ইন্দ্রকেও আমি সমরে পরাজয় করিয়াছি। সীতে! জলাধিপতি পাশহস্ত বরুণও রণে আমার নিকট পরাজিত হইয়া পাশাস্ত্র ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছেন। কাল-মুদ্গর-হস্ত মৃত্যুরূপ-অস্ত্রধারী যমও যুদ্ধে আমার নিকট পরাজিত হইয়া দক্ষিণদিক আশ্রয় করিয়াছেন, এবং আমারই ভয়ে নিশ্চেষ্ট-ভাবে কালযাপন করিতেছেন। আমি যখন গমন করি, তখন দুর হইতে আমাকে দর্শন করিয়াই এই সকল লোকপালগণ এবং সমস্ত দেবগণ শঙ্কিত হইয়া দশদিকে পলায়ন করেন। আমি যথায় অবস্থান ও বিচরণ করি, বায়ু তথায় সভয়ে প্রবাহিত হয়েন; তীক্ষ্ণাংশু দিবাকরও শীতাংশু ধারণ করেন; বৃক্ষ সকল নিস্পন্দভাবে অবস্থিতি করে; এবং নদীর জলও নিস্তব্ধ হইয়া থাকে।

মুগ্ধে! ভীষণ রাক্ষসগণে পরিপূর্ণা, সাগরের পর পারে অবস্থাপিতা, আমার মহানগরী লঙ্কা সাক্ষাৎ অমরাপুরীর সদৃশ পরমরমণীয়া। পাণ্ডরবর্ণ অত্যুন্নত প্রাকারে উহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত; উহার কক্ষা সকল কাঞ্চন-বিনির্ম্মিত; এবং তোরণ সমস্ত বৈদূর্য্যমণিময়। লঙ্কা, হস্তী অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণা; তথায় নিরন্তর তূর্য্যধ্বনি হইতেছে; এবং কাম-ফল-প্রদ বৃক্ষসমূহ ও মনোরম উদ্যান সকল সর্ব্বত্র শোভা সম্পাদন করিতেছে। সীতে! তুমি রাজপুত্রী; লঙ্কায় বাস করিলে মনুষ্য লোকের স্ত্রীলোকদিগকে আর তোমার স্মরণও থাকিবে না। সুন্দরি! তুমি বিবিধ দিব্য অমানুষিক ভোগ সকল উপভোগ করিবে, তখন অল্পায়ু মানুষ রাম আর তোমার মনেও পড়িবে না। রাজা দশরথ প্রিয়পুত্রকেই রাজ্যে অভিষেক করিয়া, অল্পবীর্য্য জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে বনে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। বিশাললোচনে! রাম এখন রাজ্যভ্রষ্ট ও হতবুদ্ধি হইয়া তপস্বী হইয়াছে; সেই রামকে লইয়া তপস্বিনী হইয়া তুমি এক্ষণে আর কি করিবে। সুন্দরি! আমি সমুদায় রাক্ষসগণের রাজা; আমি মন্মথ-শরাবিষ্ট ও উপযাচক হইয়া স্বয়ংই তোমার নিকট আগমন করিয়াছি; আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য হয় না। উর্ব্বশী পুরূরবাকে পদে তাড়ন করিয়া যেরূপ অনুতাপ করিয়াছিল,[৪৮] আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তোমাকেও সেইরূপ পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে।

রাক্ষসাধিপতি রাবণের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে জানকীর লোচনযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি একাকিনী হইলেও পুনর্ব্বার কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, দশানন! দেব কুবের সর্ব্বপ্রাণীর নমস্য; তুমি বলিতেছ, তুমি তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা; তবে কি বলিয়া পাপাচরণ করিতে সংকল্প করিতেছ! রাবণ! তুমি যখন রাক্ষসগণের রাজা হইয়াও দুর্ব্বুদ্ধি, অজিতেন্দ্রিয় ও ক্রূর-স্বভাব হইয়াছ, তখন সমস্ত রাক্ষসই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। ইন্দ্রের পত্নী সচীকে হরণ করিলেও বরং জীবিত থাকা সম্ভব, কিন্তু রামচন্দ্রের পত্নীকে অপহরণ করিলে তোমার জীবন সর্ব্বথাই অসম্ভব।

রাক্ষসরাজ! বজ্রীর ভার্য্যা সচীকে হরণ করিয়াও বরং কেহ অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু রামচন্দ্রের অপকার করিয়া স্বয়ং অন্তকও অধিক দিন জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়েন না।

নিশাচর! তুমি সংগ্রামে দ্বিজগণ ও সিদ্ধগণকে নির্ম্মন্থন করিয়াছ, সেই পাপে প্রজ্বলিত রামশরে দগ্ধ হইয়া বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমাকে এক্ষণে যমালয়ে গমন করিতে হইবে।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

সীতাহরণ।

সীতার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রতাপশালী দশস্কন্ধ রাবণ হস্তে হস্ত বিনিষ্পেষণ

করিয়া প্রকাণ্ড দেহ ধারণ করিলেন। পরিব্রাজক-বেশী কুবেরানুজ রাক্ষসরাজ রাবণ প্রকাণ্ড দেহ ও প্রকাণ্ড মস্তক প্রকাশ করিয়া নিজরূপ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রশান্ত ভিক্ষুরূপ পরিত্যাগ করিয়া কাল-মূর্ত্তি-সদৃশ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার ললাট প্রকাণ্ড, বক্ষঃস্থল প্রকাণ্ড, বাহু প্রকাণ্ড, লোচন রক্তবর্ণ, দংষ্ট্রা সিংহ-দন্ত-সদৃশ, স্কন্ধ বৃষস্কন্ধের ন্যায়, অঙ্গ চিত্র-বিচিত্রিত, এবং কেশ প্রদীপ্ত-পাবক-তুল্য তাম্রবর্ণ; তাঁহার পরিধান রক্তবস্ত্র, আকার ভয়ানক, এবং কর্ণে প্রতপ্ত-সুবর্ণ-কুণ্ডল। তাঁহার রোমাঞ্চিত কৃষ্ণবর্ণ দেহ যেন কৃষ্ণাঞ্জন পর্ব্বতের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিতে লাগিল।

নিশাচর-রাজ এই প্রকার ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কৃষ্ণকেশী প্রমার্জ্জিত-তিলকা রুচিরালঙ্কারালঙ্কৃতা সীতাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, অবলে! যদি তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে স্বামিত্বে বরণ না কর, তাহা হইলে আমি বলপ্রয়োগ করিয়া তোমাকে স্ববশে আনয়ন করিব। উন্মত্তে! তুমি যে স্বল্পগতপ্রাণ রামের বীর্য্য উল্লেখ করিয়া শ্লাঘা করিতেছ, তাহাতে বোধ করি, তুমি আমার অতুল পরাক্রমের বিষয় শ্রবণ কর নাই। আমি আকাশে অবস্থিতি করিয়া দুই হস্তে মেদিনীমণ্ডল উত্তোলন পূর্ব্বক বহন করিতে পারি; আমি মহাসাগর পান করিতে পারি; যুদ্ধে মৃত্যুরও মৃত্যুবিধান করিতে পারি; সুতীক্ষ্ণ শরজালে সূর্য্যের গতিরোধ করিতে পারি; এবং মেদিনী মণ্ডলকেও ভেদ করিতে পারি। বাতুলে! দেখ, আমি কামরূপী; ইচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে সমর্থ; তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ করিলে, আমি তোমার সকল বাসনাই পরিপূর্ণ করিতে পারিব।

লঙ্কেশ্বর রাবণের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া জানকী দৃষ্টি-নিক্ষেপ পূর্ব্বক দেখিলেন, ক্রুদ্ধ রাক্ষসরাজের রক্তপ্রান্ত লোচন অগ্নির ন্যায় আভা বিস্তার করিতেছে; তিনি রাক্ষস হইয়াছেন; তাঁহার দশ বদন, বিংশতি বাহু, হস্তে ধনুর্ব্বাণ; তাঁহার লোচন রক্তবর্ণ এবং কর্ণে তপ্তকাঞ্চন-কুণ্ডল।

সংরক্ত-লোচন নীল-জীমূত-সঙ্কাশ রক্তাম্বর-পরিহিত দুষ্টাশয় দশগ্রীব, স্ত্রীরত্ন মৈথিলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ স্থির-ভাবে অবস্থিতি করিলেন; পরে তিনি বসনাভরণ-ভূষিতা কৃষ্ণকেশী সূর্য্যপ্রভাসদৃশী মিথিল-নন্দিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৈদেহি! রামের বুদ্ধি অল্প, সে চীর-বল্কল পরিধান করিয়া আছে, এবং বাত ও রৌদ্রে তাহার শরীর ক্লিষ্ট হইতেছে, তথাপি তাহার প্রতি তোমার অনুরাগ কেন! যদি তোমার ত্রিলোক-বিখ্যাত পতি লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তুমি অবিলম্বে আমাকেই ভজনা কর; আমিই তোমার প্রসংশনীয় আশ্রয়। ভদ্রে! তুমি কোন রূপ ক্লেশ বা দুঃখ পাইবে না; তুমি মানুষের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করিয়া আমার প্রতি অনুরক্ত হও। সুন্দরি! আমি রাক্ষস বলিয়া তুমি কোনরূপ আশঙ্কা করিও না; ভীরু! আমি নিশ্চয়ই তোমার আজ্ঞাকারী হইব। সংবৎসরের মধ্যে

রামের প্রতি তোমার বিরাগ জন্মিতে পারে, অতএব তুমি লঙ্কায় গমন করিলে এক বৎসর কাল আমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথাই কহিব না। রাম রাজ্যভ্রষ্ট; সুতরাং আর সৌভাগ্য লাভ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য; তাহার পরমায়ুও অল্প; মূঢ়ে!—পণ্ডিতমানিনি! তথাপি কোন্ গুণে তুমি তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আছ! সুন্দরি! তাহার বুদ্ধি এত অল্প যে, সে সামান্য এক স্ত্রীলোকের কথায় রাজ্য এবং আত্মীয়-স্বজন, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া হিংস্র-জন্তু-নিষেবিত এই মহারণ্যে আসিয়া বাস করিতেছে!

এই সকল কথা বলিয়া দুষ্টাত্মা রাবণ কাম-মোহিত হইয়া,রোহিণীকে বুধের ন্যায়,[৪৯] সীতাকে ধারণ করিলেন। তখন সীতা অশ্রুপরিপূরিতা হইয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, দুরাত্মন! তুমি মহাত্মা রাঘবের তেজে নিহত হইলে! দুর্ব্বুদ্ধে রাক্ষসাধম! তুমি অবিলম্বেই সপরিবারে প্রাণত্যাগ করিবে!

সীতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দুরাত্মা রাবণের নীল-জীমূত-সঙ্কাশ বদন সকল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রূকুটীকুটিল সুবিভীষণ অগ্নিজ্বালা-সমপ্রভ লোচনপংক্তি দ্বারা যেন দগ্ধ করিতে করিতেই বাম হস্তে পদ্মপত্র-লোচনা কল্যাণী জানকীর কেশগুচ্ছ এবং দক্ষিণ হস্তে ঊরুদ্বয় ধারণ করিলেন।

বলবান রাক্ষস এইরূপে ধারণ করিলে জানকী,'হা আর্য্যপুত্র! হা বীর-বিমর্দ্দক লক্ষ্মণ! আমাকে পরিত্রাণ করিতেছ না কেন!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্র গিরিশৃঙ্গাকার মহাবল রাক্ষসেশ্বরকে দর্শন করিয়া বনদেবতা সকল ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। কামার্ত্ত রাবণ, রামপ্রাণা পন্নগরাজ-বধূপমা বিচেষ্টমানা জনকতনয়া সীতাকে লইয়া আকাশপথে আরোহণ করিলেন। মহাবল দশানন দুই বাহুতে জানকীকে ধারণ করিয়া, সর্পিণীকে লইয়া গরুড়ের ন্যায়, সত্বর উৎপতিত হইলেন। তখন তাঁহার অশ্বতর-যুক্ত কর্কশ-রাবী সুবর্ণ-বিনির্ম্মিত মায়াময় দিব্যরথ আকাশপথে আবির্ভূত হইল।

অনন্তর কর্কশকণ্ঠ রাবণ বিবিধ কর্কশ বাক্যে সীতাকে তিরস্কার করিয়া ক্রোড়ে গ্রহণ পূর্ব্বক রথে আরোহণ করাইলেন। শূদ্র যেমন বেদ-শ্রুতি অপহরণ করে, রাবণও সেইরূপ বিদেহনন্দিনীকে হরণ করিবামাত্র দিবা যেন অর্দ্ধ রাত্রির ন্যায়, এবং দিবাকর যেন অর্দ্ধ চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন।[৫০] মনস্বিনী জানকী রাক্ষসের বাহুমধ্যে বদ্ধ হইয়া দুঃখভরে 'হা আর্য্যপুত্র!' বলিয়া দূরবন-প্রস্থিত স্বামীকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, রাক্ষসরাজ রাবণ আকাশ-পথে এইরূপে হরণ করিয়া লইয়া চলিলে, সীতা একান্ত কাতর হইয়া উন্মত্তার ন্যায়, উদ্ভ্রান্তচিত্তার ন্যায় বলিতে লাগিলেন;—হা গুরুজনের চিত্ততোষক মহাবাহো লক্ষ্মণ! তুমি জানিতেছ না যে, দুরাত্মা রাক্ষস আমায় হরণ করিতেছে। হা রামচন্দ্র! হা শত্রুতাপন!

হা ধর্ম্মশীল! হা মহাবাহো! হা সত্যব্রত! হা মহাযশস্বিন! আপনি দুষ্ট জনের দণ্ড-কর্ত্তা; আপনি দেখিতেছেন না, রাক্ষস অনাথার ন্যায় আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে! হা শত্রু-নিসূদন! আপনি দুর্ব্বিনীত রাক্ষসদিগের শাসনকর্ত্তা, কিন্তু এতাদৃশ পাপাচারী রাবণের শাসন করিতেছেন না কেন! সনাতন-ধর্ম্ম-বিচ্যুত কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হইয়া থাকে, রাবণ নিশ্চয়ই মৃত্যু ফল প্রাপ্ত হইবে!

হা! আজি কৈকেয়ী ও তাঁহার বন্ধু-বান্ধব-বর্গের মনস্কামনা পূর্ণ হইল! আমি ধর্ম্মানুরাগী রামচন্দ্রের ধর্ম্মপত্নী; আজি আমি চিরকালের জন্য হৃতা হইলাম! ভার্য্যার সমভিব্যাহারে যিনি রামচন্দ্রকে নির্জ্জন বনে নির্ব্বাসন করিয়াছেন, আজি সেই দুষ্টচারিণী কৈকেয়ী আনন্দিতা হউন!

হে জনস্থান! আমি তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছি;—হে পুষ্পিত পাদপসমূহ! আমি তোমাদিগকে বন্দনা করিতেছি; তোমরা শীঘ্র গিয়া রামচন্দ্রকে বল, রাবণ সীতা হরণ করিতেছে! হে টঙ্ক-সম্পন্ন উন্নত-শিখর প্রস্রবণ গিরিবর! তোমাকে নমস্কার, তুমি ত্বরায় রামচন্দ্রকে সংবাদ দেও, রাবণ সীতা হরণ করিতেছে! অয়ি সৌরভময়ি সুকুসুমশালিনি বনরাজি! তোমাদিগকে বন্দনা করিতেছি, তোমরা শীঘ্র যাইয়া রামচন্দ্রকে বল, রাবণ সীতা হরণ করিতেছে! অয়ে হংস-সারস-নাদিতে গোদাবরি নদি! তোমাকে নমস্কার, তুমি সত্বর রামচন্দ্রকে সংবাদ দেও, রাবণ সীতা হরণ করিতেছে! বিবিধ-পাদপ-ভূয়িষ্ঠ এই মহারণ্য মধ্যে যে সকল দেবতা আছেন, আমি আপনাদের সকলকেই বন্দনা করিতেছি, আপনারা আমার স্বামীকে সংবাদ দান করুন, রাবণ আমায় হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে! এই মহাবন মধ্যে যে কোন প্রাণী বাস করিয়া আছ, আমি তোমাদিগের সকলেরই শরণাগত হইলাম; যে কোন মহাবল পক্ষী বা দংষ্ট্রী এই মহাবন মধ্যে অবস্থিতি করিতেছ, আমি তোমাদিগেরও সকলেরই শরণাগত হইলাম; ধীমান রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ নিকটে উপস্থিত নাই বলিয়া রাবণ আমাকে হরণ করিতেছে, আমি রামচন্দ্রকে এই সংবাদ জানাইতে ইচ্ছা করিতেছি! আমি ভর্ত্তার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তরা ভার্য্যা; রাক্ষস আমায় হরণ করিতেছে; আমি এক্ষণে নিরুপায়; তোমরা আমার ভর্ত্তা রামচন্দ্রকে শীঘ্র এই সংবাদ দান কর। আমাকে হরণ করিয়াছে জানিতে পারিলে সেই মহামনা বিক্রম প্রকাশ করিয়া যমের অধিকার হইতেও আমাকে প্রত্যানয়ন করিবেন।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

জটায়ু-রাবণ-যুদ্ধ।

এই সময় রমণীয় পর্ব্বতপৃষ্ঠোপরি লতা-মণ্ডপ-ভূয়িষ্ঠ কাননমধ্যে মহাবল-মহাপরাক্রমশালী মহাতেজা পক্ষিরাজ জটায়ু দেদীপ্যমান দিবাকর-কিরণে পৃষ্ঠপ্রসারণ করিয়া নিদ্রা

যাইতেছিলেন। সীতার ঐ সকল বাক্য যেন স্বপ্নবাক্যের ন্যায় তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল; কর্ণগোচর হইবামাত্র পক্ষিরাজ বোধ করিলেন, যেন তাঁহার হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইল; দশরথের প্রতি প্রণয়ও তাঁহাকে ব্যাকুলিত করিয়া তুলিল; সুতরাং তিনি সহসা জাগরিত হইলেন; জাগরিত হইয়াই তিনি মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় রথশব্দ শ্রবণ করিলেন। তখন জটায়ু ক্রমে দশদিক নিরীক্ষণ করিয়া অবশেষে নভোমণ্ডলে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক রাবণ এবং রোরুদ্যমানা জানকীকে দেখিতে পাইলেন। রাবণ পুত্রবধূকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিবামাত্র পক্ষিরাজ মহা-ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া বেগে উড্ডীন হইলেন। বলবান পক্ষী জটায়ু উড্ডীন হইয়া রাক্ষসের রথমার্গ অবরোধ পূর্ব্বক ক্রোধে যেন জ্বলিতে লাগিলেন।

পক্ষিরাজ জটায়ু এই প্রকারে পর্ব্বতের ন্যায় মার্গ রোধ করিয়া এক বনস্পতির অগ্রভাগে অবস্থিতি পূর্ব্বক যুক্তিযুক্ত বাক্যে রাবণকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, দশগ্রীব! আমি সনাতন-ধর্ম্মপথ-বর্ত্তী সত্যপ্রতিজ্ঞ মহা-বল জটায়ু নামে পক্ষিরাজ। তুমিও রাক্ষস-কুলের রাজা; বলও তোমার অতুল; রাজন! তুমি অনেকবার দেবতাদিগকেও যুদ্ধে জয় করি-য়াছ। পৌলস্ত্য! আমি বৃদ্ধ বলহীন পক্ষী; কিন্তু আজি তুমি আমার বিক্রম দর্শন করিবে; আজি তুমি জীবন লইয়া গমন করিতে পারিবে না। দশরথনন্দন রামচন্দ্র মহেন্দ্র ও বরু-ণের ন্যায় সকল লোকের রাজা এবং সকল লোকের হিতসাধনে নিরত; তুমি এই যে সুন্দরীকে হরণ করিতেছ, ইনি সেই লোক-নাথের সর্ব্ব-গুণ-সমলঙ্কৃতা ধর্ম্মপত্নী সীতা। ধর্ম্মমার্গানুসারী রাজার পক্ষে পরদার হরণ করা কি সম্ভব হয়! বরং পরদার বিশেষ রূপে রক্ষা করাই রাজাদিগের কর্ত্তব্য। অতএব নীচাশয়! তুমি পরদার-হরণ-বুদ্ধি দমন কর; নতুবা, বৃন্ত হইতে ফলের ন্যায়, আমায় যেন তোমাকে বিমান হইতে পাতিত করিতে না হয়। রাবণ! লোকে যে কর্ম্মের নিন্দা করে, বীরপুরুষগণ কখনই সে কর্ম্ম করেন না। আর যাঁহাদিগের বিবেচনা আছে, তাঁহারা স্ব স্ব দারেরই ন্যায় পরদারদিগকেও রক্ষা করিয়া থাকেন। যথার্থই বটে যে, যাহার যে স্বভাব, সে কখনও তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হয় না; এই জন্যই সাধু ব্যক্তিগণ দুরাত্মাদিগের আলয়ে অধিক দিন বাস করেন না।

পুলস্ত্যনন্দন! অর্থ বা কাম যদি নীতি-শাস্ত্রের অনুসারী না হয়, তাহা হইলে উহা পাপ; ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাদৃশ পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কোন বক্তিরই কর্ত্তব্য নহে। রাজা ধর্ম্ম, কাম ও অর্থের প্রধান আকর; মঙ্গলামঙ্গলও রাজা হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু রাক্ষসাধম! তুমি ত, এই রূপ পাপাচারী এবং চপল-স্বভাব; তবে, দুষ্কৃতি ব্যক্তির বিমান লাভের ন্যায়, তোমার রাজ্যপ্রাপ্তি কিরূপে ঘটিল! নিরীহ-স্বভাব ধর্ম্মাত্মা রাম-চন্দ্র তোমার রাজ্য বা নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমার কোন অপকারই

করেন নাই; তবে তুমি তাঁহার অনিষ্ট করিতেছ কেন? জনস্থানবাসী খর শূর্পণখার জন্য আততায়ী হইয়াছিল, সুতরাং রাম সেই পাপাত্মাকে বিনাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দোষ কি? চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস যখন রাম-লক্ষ্মণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিল, তখনই রামচন্দ্র তাহাদিগকে সংহার করিয়াছেন; সত্য করিয়া বল দেখি, ইহাতে রামচন্দ্রের অপরাধ কি যে, তুমি সেই লোকনাথের ভার্য্যা হরণ করিতেছ?

যাহাহউক, রাবণ! এক্ষণে তুমি শীঘ্র জানকীকে পরিত্যাগ কর; নতুবা বজ্র যেমন বৃত্রাসুরকে দগ্ধ করিয়াছিল, রামচন্দ্রও তেমনি অগ্নিস্তুত ঘোর দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে দগ্ধ করিবেন। রাক্ষসরাজ! তুমি জানিতেছ না যে, তুমি অঞ্চলে কালসর্প বন্ধন করিয়াছ! তোমার চৈতন্য নাই যে, তোমার গলদেশে কালপাশ বেষ্টিত হইয়াছে! মূর্খ! সেই ভারই বহন করা উচিত, যাহাতে শরীর অবসন্ন না হয়; সেই অন্নই ভোজন করা উচিত, যাহা জীর্ণ হয় এবং যাহা রোগোৎপাদন না করে; যে রত্নে জীবন নাশ হয়, সে রত্ন কণ্ঠনই ধারণ করা উচিত নহে। যে কর্ম্ম করিলে অর্থ বা যশ না হইয়া প্রত্যুত শরীরের হানি জন্মে, সে কর্ম্ম করা সর্ব্বতোভাবেই অকর্ত্তব্য।

রাবণ! পিতৃ-পিতামহ-ক্রমাগত রাজ্য যথারীতি প্রতিপালন করিতে করিতে আমার ষাটি হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল। সুতরাং এক্ষণে আমি বৃদ্ধ, আর তুমি যুবা; অধিকন্তু তুমি রথারূঢ়, এবং তোমার হস্তে ধনুঃশর ও দেহ কবচে সুরক্ষিত; তথাপি তুমি আজি জানকীকে লইয়া কখনই নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতে পারিবে না। ন্যায়াদি-হেত্বাভাস দ্বারা সনাতন বেদবাক্য হরণ করা যেমন দুঃসাধ্য, তুমিও তেমনি আজি আমার সমক্ষে বলপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। আমি জীবন দান করিয়াও আজি সেই মহাত্মা রামচন্দ্রের ও দশরথের অবশ্যই প্রিয়কার্য্য সাধন করিব। দশগ্রীব! মুহূর্ত্তকাল অবস্থিতি কর; দেখ, বৃন্তহইতে ফলের ন্যায়, আমি এখনই তোমাকে তোমার বিমান হইতে নিপাতিত করিতেছি। রাক্ষস! আমার যেরূপ বল, যেরূপ সামর্থ, আজি আমি তোমাকে তদনুরূপই যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিব।

জটায়ু এইরূপ যুক্তিসঙ্গত বাক্যই বলিলেন, কিন্তু তাহাতে রাক্ষসরাজ রাবণের বিংশতি লোচন ক্রোধে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া ভীষণ ভাব ধারণ করিল। তপ্ত-সুবর্ণ-কুণ্ডল-ধারী অমর্ষণ-স্বভাব রাক্ষসরাজ কোপ-সংরক্ত লোচনে পক্ষিরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন। গগনমণ্ডলে বায়ু-বিচালিত মেঘদ্বয়ের যেমন পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত হয়, মহাবন মধ্যে তেমনি সেই উভয় মহাবীরের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। চরণ জটায়ুর অস্ত্রশস্ত্র, আর রাবণ মহাবীর্য্যশালী; উভয়ে পরস্পর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; জটায়ু বৃদ্ধ, পক্ষ ও নখ দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন গৃধ্ররাজ

ও রাক্ষসরাজের অতি অদ্ভুত মহাযুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। গগনমণ্ডলে উভয়ে মেঘের ন্যায় ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাবণ তীক্ষ্ণধার নালীক নারাচ ও বিকর্ণি প্রভৃতি মহাভীষণ শরসমূহ গৃধ্র-রাজের উপর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পক্ষিরাজ গৃধ্র জটায়ু যুদ্ধস্থলে সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রই অনায়াসে সহ্য করিলেন। পরে তিনি রোষারুণিত নয়নে প্রসারিত পর্ব্বতের ন্যায় রাবণের পৃষ্ঠোপরি পতিত হইলেন; এবং তাঁহাকে নখ দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহাবলশালী পক্ষিরাজ সুতীক্ষ্ণ-নখ-সম্পন্ন চরণদ্বয় দ্বারা রাবণের সমস্ত গাত্র ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন; তাঁহার সমস্ত ক্ষত স্থান হইতে রুধির ধারা বহির্গত হইতে লাগিল। দশাননও নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণ-পুঙ্খ বজ্র-সঙ্কাশ সরলগামী সায়কসমূহ দ্বারা গৃধ্ররাজকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবলশালী পক্ষিরাজ জটায়ু রাবণ-বিনিক্ষিপ্ত-শর-প্রহার সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া রাবণকে আক্রমণ করিলেন। তিনি উৎপতিত হইয়া মস্তকোপরি পক্ষদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক অতি ক্রোধভরে তদ্দ্বারা রাবণকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাতেজা পতগরাজ চরণদ্বয় দ্বারা রাবণের মণি-মুক্তা-বিভূষিত সশর-শরাসন ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। অগ্নিসম-প্রভ দিব্য শরাসন ভগ্ন করিয়া, মহাতেজা মহাবল পতগরাজ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার পক্ষদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক রাবণকে আক্রমণ করিলেন, এবং পরক্ষণেই বারবার পক্ষাঘাত করিয়া রাবণের মস্তক হইতে সর্ব্বরত্নোপ-শোভিত সুবর্ণময় দিব্য কিরীট আকাশমার্গে পাতিত করিলেন। পতনকালে সেই দিব্য মুকুট সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর পক্ষিরাজ কাঞ্চনময়-প্রাবরণে আচ্ছাদিত পিশাচ-বদন দিব্য অশ্বতরদিগকে বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া বিনাশ করিলেন। পরে তিনি চক্র ও কূবর বিভূষিত মণি ও সুবর্ণ দ্বারা বিচিত্রিত কামগামী অতি প্রকাণ্ড মহা-রথ ভগ্ন করিলেন! তদনন্তর পতগেশ্বর সার-থিকে ঐ রথ হইতে আকর্ষণ করিয়া তৎক্ষণ-মাত্রে গজাঙ্কুশ-সঙ্কাশ পাদ দ্বারা তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন! এইরূপে ধনু ও রথ ভগ্ন এবং অশ্বগণ ও সারথি নিহত হইলে রাবণ সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। রথহীন রাবণ ভূমিতলে পতিত হইলেন দেখিয়া যাবদীয় লোক সাধু সাধু বলিয়া পক্ষিরাজের প্রশংসা করিতে লাগিল।

যিনি শত্রুর সৈন্য ও যান ভগ্ন করিয়া থাকেন; যুদ্ধে সুরাসুরগণও যাঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই; অদ্য পক্ষিরাজ তাঁহাকে পরাজয় করিলেন দেখিয়া দেবগণ ও দেবর্ষিগণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

তখন স্বর্গবাসিগণ, অতি দুষ্কর কর্ম্ম সাধন জন্য পক্ষি-প্রধান জটায়ুর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন; বিহগরাজ প্রশংসিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

জটায়ু-বধ।

জরা-জর্জ্জরিত গৃধ্ররাজ জটায়ু তাদৃশ অদ্ভুত কর্ম্ম সাধন করিয়া নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন; রাবণ তাহা বুঝিতে পারিলেন। পক্ষিরাজ বার্দ্ধক্য নিবন্ধন শ্রান্ত হইয়াছেন দেখিয়া, রাবণ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া সীতাকে গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আকাশে উত্থিত হইলেন। দশানন জনক-নন্দিনীকে ক্রোড়ে করিয়া প্রস্থান করিতেছে, দর্শন করিবামাত্র গৃধ্ররাজ জটায়ুও তৎক্ষণাৎ আকাশে উড্ডীন হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, রে অল্পবুদ্ধে রাবণ! রামচন্দ্রের বাণ বজ্রের ন্যায় নিদারুণ; তুই রাক্ষসকুলের বিনাশের জন্যই তাঁহার ভার্য্যা হরণ করিতেছিস্। জীব তৃষ্ণাতুর হইলে জল পান করে; তুই কিন্তু জলভ্রমে জ্ঞাতি, বন্ধু, সেনা, অমাত্য ও পার্শ্বদবর্গের সহিত একত্রে বিষপান করিতেছিস্। অবিচক্ষণ ব্যক্তিগণ যেমন কর্ম্মের ফলাফল না জানিয়া অবিলম্বেই বিনষ্ট হয়, তুইও সেইরূপ শীঘ্রই ধ্বংস হইবি। তুই কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস্; কোথায় গমন করিলে তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবি! মৎস্য যেমন বড়িশ-বিদ্ধ মাংসখণ্ড গ্রাস করিয়া পলায়ন করে, তুইও তেমনি সীতাকে লইয়া পলায়ন করিতেছিস্। সিংহ যেমন ধর্ষণা সহ্য করে না; ভুজঙ্গম যেমন পাদস্পর্শ সহ্য করে না; রামচন্দ্রও তেমনি জানকীর অবমাননা কখনই সহ্য করিবেন না। রামলক্ষ্মণকে পরাভব করা অতি দুঃসাধ্য; ধর্ম্মপত্নীর ও এই আশ্রমের অবমাননা তাঁহারা কখনই সহ্য করিবেন না। রে ক্রূর নিষ্ঠুর-কারিন পাপাত্মন! তুই যখন তস্কররূপে এই জানকীকে হরণ করিতেছিস্, তখন বধ্য পশুর ন্যায়, তোর গাত্রে জল প্রোক্ষণ হইয়াছে! যে ব্যক্তি বীর হয়, সে অগ্রে অধিকারীকে বিনাশ করিয়া পরে অধিকৃত বস্তু হরণ করে, না হয় শত্রুহস্তে স্বয়ং নিহত হইয়া রণস্থলে শয়ন করে। বীরপুরুষগণ কখনই তস্কর-বৃত্তি অনুসরণ করেন না। রাবণ! যদি বীর হইস্, যুদ্ধ কর্, ক্ষণ কাল অবস্থিতি কর্; তোর ভ্রাতা খরের ন্যায় তুই এখনই নিহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিবি। তুই অনেকবার দেব-দানবদিগকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছিস্; কিন্তু চীরবাসা শ্রীমান দশরথনন্দন রামচন্দ্র অবিলম্বেই তোর প্রাণ হরণ করিবেন; তিনি অবিচলিত ভাবে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন।

পক্ষিরাজের এইসকল বাক্য শ্রবণ করিয়া গর্ব্বিতস্বভাব রাবণের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি উত্তর করিলেন, জটায়ো! দশরথের প্রতি তোমার যে প্রণয় আছে, তাহা বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছ; রামেরও ঋণ শোধ করিয়াছ; এক্ষণে আর বৃথা শ্রম করিবার প্রয়োজন নাই; নিবৃত্ত হও!

রাবণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক খগপতি অণুমাত্রও ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, রাবণ! তোর যতদূর তেজ, বল, শক্তি ও পৌরুষ আছে, প্রদর্শন কর্; ক্রূর!

তুই কখনই জীবন লইয়া আমার নিকট হইতে গমন করিতে সমর্থ হইবি না। পরমায়ু শেষ হইলে মনুষ্য আত্মবিনাশের নিমিত্ত যে অধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তুই অদ্য সেই কর্ম্মই করিতেছিস্। পাপাত্মন! যে কর্ম্মের ফল পাপ, কোন্ ব্যক্তি সে কর্ম্মে হস্তার্পণ করে! পাপকে পুণ্য বা পুণ্যকে পাপ করিবার যাঁহার ক্ষমতা আছে, সেই লোকনাথ স্বয়ম্ভুও তাদৃশ কর্ম্মে হস্তার্পণ করেন না। করুণাহীন, মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ, পরদারাপহারী ও নিষ্ঠুরকর্ম্মা ব্যক্তিগণ, নিজ নিজ কর্ম্মদোষেই ভীষণ নরকে দগ্ধ হইয়া পচিতে থাকে।

এই প্রকার ধর্ম্মানুগত বাক্যে উপদেশ প্রদান করিয়া, বীর্য্যবান্ জটায়ু সেই রাক্ষস দশাননের পৃষ্ঠোপরি বেগে পতিত হইলেন; এবং গজাঙ্কুশসদৃশ সুতীক্ষ্ণ নখদ্বারা পৃষ্ঠদেশ ক্ষত বিক্ষত করিয়া পুনঃপুন নখ ও তুণ্ডাঘাতে তাঁহার দেহসন্ধি যেন বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলিলেন। হস্তিপক দুষ্ট হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক অঙ্কুশদ্বারা যেমন তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ করিয়া বিচলিত করে, তিনিও তেমনি সুতীক্ষ্ণ-নখসঙ্ঘাঘাতে রাবণের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। পক্ষ তুণ্ড এবং নখই তাঁহার অস্ত্র; তিনি তীক্ষ্ণ তুণ্ড ও নখাঘাত দ্বারা দশাননের পৃষ্ঠ ও গ্রীবা বিদারণ, বদন ও চক্ষু সকলে বেদনা উৎপাদন, এবং কেশ সকল উৎপাটন করিলেন।

গৃধ্ররাজ এইরূপে বার বার আকর্ষণ করিলে ক্রোধে রাবণের ওষ্ঠ এবং শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তখন তিনি জানকীকে বামক্রোড়ে রক্ষা করিয়া জটায়ুকে বেগে চপেটাঘাত করিলেন। জটায়ুও নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধস্থলে মুহুর্মুহু নখ ও তুণ্ডাঘাতে রক্তাক্ত করিয়া রাবণকে প্রস্ফুটিত অশোক বৃক্ষের সদৃশ করিয়া তুলিলেন। বীর্য্যবান দশানন পুনর্ব্বার ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুষ্টি ও চরণাঘাত দ্বারা পক্ষিরাজকে নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মুহূর্ত্তকাল রাক্ষসরাজ ও পক্ষিরাজ, উভয়ের অতি আশ্চর্য্য যুদ্ধ হইল। অনন্তর রাবণ খড়্গ উত্তোলন করিয়া, রামচন্দ্রের জন্য যত্নকারী পক্ষিরাজের পক্ষদ্বয়, চরণদ্বয়, ও পার্শ্বদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ভীমকর্ম্মা রাবণ সহসা পক্ষচ্ছেদন করিলে, পক্ষী জটায়ু ধরণীতলে পতিত হইলেন; তাঁহার জীবন প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

জটায়ু শোণিতে অভিষিক্ত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন দেখিয়া জানকী দুঃখিত হৃদয়ে আত্মীয়জনের ন্যায় তাঁহার নিকট ধাবিত হইলেন।

লঙ্কাধিপতি রাবণ দেখিলেন, কৃষ্ণমেঘের ন্যায় নীলকান্তি শ্বেতবক্ষা মহাপ্রাণ জটায়ু ভূমিপতিত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া অতি কাতরভাবে স্ফুরিত হইতেছেন।

এদিকে চন্দ্রবদনা জনকনন্দিনী সীতা রাবণ-খড়্গ-পরাজিত মহীতলে নিপাতিত গৃধ্ররাজকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

রাবণ-প্রতিপ্রয়াণ।

রাক্ষসরাজ রাবণ অবলোকন করিলেন, জটায়ু শোণিতে অভিষিক্ত এবং হতজ্ঞান হইয়া নিপাতিত হইয়াছেন; তাঁহার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে; তিনি ভূমিতলে শয়ন করিয়া অতি কষ্টে শ্বাস গ্রহণ করিতেছেন; জানকীও ভূমিতলে পতিত হইয়া আছেন; এবং পক্ষিরাজ-নিহত নিজ সারথি, পিশাচবদন অশ্বতর সকল, ছত্রধারী, ও দুইজন চামরধারী ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া আছে; মায়াময় রথও ভগ্ন ও বিশীর্ণ হইয়াছে।

এদিকে চন্দ্রমুখী সীতা অতি দুঃখিত হইয়া রাবণ-পরিক্ষত ভূমিপতিত গৃধ্ররাজের জন্য শোক করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, চক্ষুস্পন্দনাদি চিহ্ন, অঙ্গস্ফুরণাদি অনুভব, পশু-পক্ষীর গতিবিশেষ দর্শন ও শব্দবিশেষ শ্রবণ, এবং স্বপ্নবিশেষ দর্শন, এই সমস্ত নিশ্চয়ই মানবগণের সুখ বা দুঃখের জন্য প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। দেখিতেছি, আজি মৃগ-পক্ষিগণ আমারই অশুভ সূচনা করিয়া ধাবমান হইতেছে! তাত! তুমি নিশ্চয়ই মহাত্মা রামচন্দ্রের পিতৃ-স্বরূপ; পক্ষিরাজ! আমার জন্যই তোমার এইরূপে জীবন শেষ হইল! তুমি রাজা দশরথ; তুমি আমার পিতা মিথিলাধিপতি জনক; তুমি মহাত্মা নরনাথ রামচন্দ্রের সহায়; তুমি স্বয়ং মহাত্মা ও মহাপ্রাজ্ঞ; তুমি রাঘবের পক্ষপাতী হইয়াই যুদ্ধ করিলে; কিন্তু হায়! তোমার পরিণাম এরূপ সুদারুণ হইল! আমি এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া জীবিত আছি, একমাত্র যিনি রামচন্দ্রকে এই সংবাদ দান করিবেন, তিনিও নিহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিলেন! সুতরাং আমার মরণের এই উপযুক্ত অবসর! মহাবিপদ যে উপস্থিত হইয়াছে, নিশ্চয়ই সজ্যধন্বা রামচন্দ্র তাহা অবগত নহেন! আমি যে এই স্থানে বিচরণ করিতেছি, তিনি তাহাও জ্ঞাত নহেন!

জানকী সন্ত্রস্ত হইয়া এইরূপে একবার রামচন্দ্র, একবার শ্বশ্রূ, ও একবার লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করিয়া পুনপুন ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; তাঁহার মাল্য ও আভরণ পরিম্লান; —বদন বিবর্ণ। এই সময় রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাকে ধারণ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে সীতা একবার শাখাগ্র, একবার বা মহাবৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া, ধরিতে লাগিলেন; এবং 'আমাকে পরিত্যাগ কর!—পরিত্যাগ কর!' বলিয়া মধুর স্বরে বার বার চীৎকার করিতে থাকিলেন; কিন্তু কিছুতেই ফল দর্শিল না। কালান্তকযমতুল্য রাবণ, নিজ বিনাশের নিমিত্তই, বনমধ্যে রাম-বিরহিতা কাতরা ক্ষীণকণ্ঠী জনকতনয়ার কেশ-প্রান্ত ধারণ করিলেন! রাবণ সীতাকে বলে স্পর্শ করিলেন দেখিয়া দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ মনোমধ্যে ক্লেশ ও যাতনা অনুভব করিলেন। সীতার অবমাননায় চরাচর সমস্ত জগৎ অবমানিত ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া স্ব স্ব মর্য্যাদা (স্বভাব) পরিত্যাগ করিল। পিতামহ ব্রহ্মা দিব্যচক্ষে সীতার অবমাননা ও সুরবন্ধ্য

দর্শন করিয়া কহিলেন, এত দিনে কার্য্যসিদ্ধ হইল!

এদিকে রাবণ জনকনন্দিনীকে গ্রহণ করিয়া আকাশ-পথে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। জানকী 'হা রাম! হা রাম! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তপ্ত-কাঞ্চনময় আভরণে বিভূষিতা, পীত-কৌষেয়-বসনা সীতা আকাশতলে সৌদামিনীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। তাঁহার পীত বসন বায়ুবলে উড্ডীন হইতে লাগিল; রাবণ তাহাতে অগ্নি-প্রদীপ্ত পর্ব্বতের ন্যায় নিরতিশয় শোভিত হইলেন। নীলকান্তি রাক্ষসরাজ কর্ণে তপ্তকাঞ্চন-বিনির্ম্মিত কুণ্ডল পরিধান করিয়াছিলেন; বোধ হইতে লাগিল, যেন জলধর সৌদামিনী লইয়া বায়ুবশে চালিত হইতেছে। পরম-কল্যাণী সীতার রজত-কান্তি কৌষেয় বসন উদ্ধূত হইয়া সূর্য্যরশ্মি-সংযোগে আতপ-রঞ্জিত অরুণ বর্ণ মেঘের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার মাল্য হইতে স্খলিত হইয়া পরম-সুগন্ধি তাম্রবর্ণ নিরতিশয়-নির্ম্মল পদ্মপত্র সকল রাবণকে আচ্ছন্ন করিল। অনসূয়া যে দিব্য বসন অঙ্গরাগ ও মাল্য প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সমস্তও তৎকালে গগনতলে অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল। আকাশ-বক্ষে রাবণের ক্রোড়ে জানকীর নির্ম্মল মুখমণ্ডল, যেন নীলমেঘ ভেদ করিয়াই চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় উদিত হইল। রাক্ষসরাজ নীলবর্ণ, আর মিথিলনন্দিনী সুবর্ণবর্ণা; বোধ হইল, যেন নীলকান্তমণির উপর কাঞ্চনময় কাঞ্চীদাম নিহিত হইয়াছে। সমুজ্জ্বল-ভূষণা পদ্মকোষ-সমবর্ণা জনকতনয়া মেঘসঙ্কাশ রাবণের ক্রোড়ে অবস্থিত হইয়া জীমূত-বক্ষো-বিলাসিনী সৌদামিনীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। বিদেহনন্দিনীর ভূষণ সকল শব্দিত হইতে লাগিল, তাহাতে রাক্ষসরাজ গগনচারী সশব্দ নীল মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। হ্রিয়মাণা সীতার মস্তক-পরিচ্যুত মনোহর পুষ্পবৃষ্টি রাবণের গতিবেগে চারিদিকে পরিক্ষিপ্ত হইয়া আবার রাবণকেই অভিবর্ষণ পূর্ব্বক ভূমিতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তরুবর-পরিমুক্তা পুষ্পবৃষ্টি যেমন পর্ব্বতকে, ঐ পুষ্পের ধারাও তেমনি কুবেরানুজ রাবণকে অভিবর্ষণ করিল। বেগভরে অনল-কান্তি নূপুর বিদেহনন্দিনীর চরণ হইতে স্খলিত হইয়া বিদ্যুন্মণ্ডলের ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইল। কাঞ্চনময়ী বন্ধনরজ্জু যেমন হস্তীকে, সুতপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা জনকদুহিতা সীতাও তেমনি নীলবর্ণ রাক্ষসরাজকে পরিশোভিত করিলেন।

এইরূপে কুবেরানুজ রাবণ, স্বীয় তেজে জাজ্জ্বল্যমানা মহোল্কা-সদৃশী জানকীকে হরণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতে লাগিলেন। জনক-তনয়ার অত্যুৎকৃষ্ট অগ্নিবর্ণ দিব্য ভূষণ সকল স্খলিত হইয়া, ক্ষীণা তারকার ন্যায় আকাশ হইতে পৃথিবীতলে পতিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনোরম শুভ্র হার স্তনমধ্য হইতে বিভ্রষ্ট হইয়া পতনকালে আকাশ-পতিতা সুরধুনীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।

তৎকালে বাতাভিহত কম্পিতাগ্র পাদপ সকল বিবিধ বিহঙ্গমের কলরবে যেন বলিতে লাগিল, 'সীতে! ভয় নাই, ভয় নাই!' সরসী-সমূহে কমল মলিন, এবং মীনাদি জলচর সকল ত্রস্ত হইয়া উঠিল; তাদৃশী সরসী দর্শনে বোধ হইল, যেন সখীগণ জনকতনয়ার উদ্দেশে শোক করিতেছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ এবং হস্তী সকলও জানকীর ছায়া লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে মহাবনমধ্যে ধাবিত হইল। সীতাকে ম্রিয়মাণা দেখিয়া, পর্ব্বত সমস্ত শৃঙ্গরূপ বাহু উত্তোলন করিয়া জল-প্রপাত-শব্দে যেন উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। জানকীর হরণজন্য দিবাকর কাতর হইয়া পাণ্ডুবর্ণ হইলেন; তাঁহার কিরণ-জাল মলিন হইয়া পড়িল। রাবণ যশস্বিনী সীতাকে হরণ করিতেছেন দেখিয়া, আকাশে যাবদীয় প্রাণী, 'রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিল, তখন ধর্ম্ম আর নাই! সত্য আর কোথায়! সরলতাও নাই! দয়াও নাই!' এইরূপ বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

যশস্বিনী সীতা, 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া মধুর কণ্ঠে চীৎকার পূর্ব্বক বার বার পৃথিবীতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন; তাঁহার কেশপ্রান্ত বিস্রস্ত এবং তিলকবিন্দু প্রমার্জ্জিত হইয়াছিল; দশানন নিজ বিনাশের নিমিত্তই তাঁহাকে হরণ করিয়া চলিলেন।

বন্ধুজন কেহই নিকটে নাই, রাম বা লক্ষ্মণ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং শুচিস্মিতা জানকীর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে অবশেষে ভয়ে ও মোহে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

রাবণ-ভৎর্সন।

অনন্তর রোষ-রোদন-তাম্রাক্ষী ম্রিয়মাণা মনস্বিনী সীতা এইরূপে ভীষণ-লোচন রাক্ষসরাজ রাবণের ক্রোড়ে কিয়দ্দূর গমন করিয়া, পরিশেষে ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, রাবণ! তুমি বিলক্ষণ বীর্য্য প্রদর্শন করিলে! নীচ! তুমি যে আমাকে নিঃসহায় পাইয়া হরণ করিতেছ; ইহাতে তোমার লজ্জা হইতেছে না! দুষ্টাত্মন! তুমি ভীরু; আমাকে হরণ করিবার অভিপ্রায়ে মৃগরূপ ধারণ করিয়া তুমিই আমার স্বামীকে ছলনা করিয়াছ, সন্দেহ নাই! রাক্ষসরাজ! সত্যই তোমার অতুল বীর্য্য প্রকাশ পাইতেছে! যথার্থই বটে, তুমি যুদ্ধে আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক আমাকে জয় করিয়া লইয়া যাইতেছ! যাহাতে আমার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল, রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া তুমিই সেই আর্ত্তনাদ করিয়াছিলে। নীচাশয়! স্বামীর অসাক্ষাতে পরদার অপহরণ করিতেছ! এতাদৃশ নিন্দিত কার্য্য করিয়া তোমার লজ্জা হইতেছে না। তুমি মনে করিতেছ, বীরের কার্য্য করিলে; কিন্তু লোকে নিশ্চয়ই তোমার এই নিদারুণ ঘৃণিত অধর্ম্ম্য কার্য্যের

নিন্দা করিবে। তুমি স্বয়ং যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলে; তোমার সেই বীর্য্যে ধিক্! তোমার সেই বলে ধিক্! তোমার এই কুল-কলঙ্ক-কর চরিত্রে ধিক্! তুমি পলায়ন করিতেছ; সুতরাং এ অবস্থায় আর কি করা যাইতে পারে! মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর; জীবন লইয়া আর প্রতিগমন করিতে পারিবে না। সেই দুই পুরুষ-সিংহের নয়নপথে নিপতিত হইলে,তুমি সৈন্যসহকৃত হইলেও, ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে সমর্থ হইবে না। কানন-মধ্যে বিহঙ্গম যেমন অগ্নি-স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, তাঁহাদিগের বাণস্পর্শ সহ্য করিতে তোমারও তেমনি কখনই ক্ষমতা হইবে না। পাপাত্মন! তুমি যে অভিপ্রায়ে আমাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমার সেই অভিপ্রায় নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে। সেই দেবোপম স্বামীকে সন্দর্শন না করিয়া শত্রুর বশবর্ত্তিনী হইয়া আমি কখনই অধিক কাল জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না।

রাক্ষস! পৃথিবীতে একটি লোক-প্রবাদ আছে, তাহা সর্ব্বতোভাবেই সত্য; তুমি যদি উহা শ্রবণ করিয়া না থাক, এই অবলার নিকট শ্রবণ কর। যাহাদিগের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী; তাহারা দীপ-নির্ব্বাণের আঘ্রাণ পায় না; বন্ধুবাক্য শ্রবণ করে না; এবং অরুন্ধতী তারা দেখিতে পায় না। রাবণ! দেখিতেছি, নিশ্চয়ই তুমি নিজের মঙ্গল চিন্তা করিতে ইচ্ছুক নহ; কারণ আমার স্বামী মহাবীর; তথাচ তুমি আমাকে হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ! যাহাদিগের মৃত্যু উপস্থিত, পথ্যে তাহাদিগের কাহারই রুচি হয় না। আমি নিশ্চয় দেখিতেছি, তোমার কণ্ঠে মৃত্যুপাশ আবদ্ধ হইয়াছে; তথাপি দশানন! যখন ভয়স্থানেও তোমার ভয় হইতেছে না, তখন মূঢ়তা বশত তোমায় হিরণ্ময় বৃক্ষ সকল দর্শন করিতে হইবে। রাবণ! তুমি মৃত্যুপতি যমের ক্ষারবারি-পরিপূর্ণা গভীর-প্রবাহিণী বৈতরণী নদী, এবং তাহার তীরে ভীষণ খড়্গপত্রের বন দর্শন করিবে। তোমায় তপ্ত-কাঞ্চন-কান্তি বৈদূর্য্য-সদৃশ-হরিত-পত্র-সমাচ্ছন্ন সুতীক্ষ্ণ-লৌহময়-কণ্টক-পরিব্যাপ্ত শাল্মলী তরু দর্শন করিতে হইবে। রাবণ! তুমি দুর্নিবার কালপাশে বদ্ধ হইয়াছ; কোথায় গমন করিয়া আমার মহাত্মা স্বামীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। দশানন! দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি বিষপান করিয়া যেমন অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে না, তুমিও তেমনি আমার স্বামীর এতাদৃশ অনিষ্ট করিয়া কখনই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। যে মহাত্মা, ভ্রাতার সাহায্য না লইয়াও, এক নিমেষ মধ্যে যুদ্ধস্থলে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে নিপাত করিয়াছেন, সেই সর্ব্বাস্ত্র-সুনিপুণ মহাবীর মহাবল রঘুনন্দন প্রিয়-ভার্য্যাপহারী শত্রুকে কি সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা সংহার করিবেন না!

রাবণ-অঙ্কগতা মিথিল-নন্দিনী সীতা রাবণকে এই প্রকার ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার পরুষ বাক্য বলিয়া দুঃখশোকে পরিপূর্ণা হইয়া করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে পাপিষ্ঠ দশানন, তাদৃশ নিরতিশয় দুঃখার্ত্তা, অতিকাতরা, বিলপমানা, বিচেষ্টমানা, বাষ্পলোচনা, সুদুঃখিতা, দীনা, করুণবাদিনী, কম্পিত-গাত্রী সীতাকে হরণ করিয়া চলিলেন।

ষষ্টিতম সর্গ

সীতার লঙ্কা-প্রবেশ।

লঙ্কাধিপতি রাবণ জনকনন্দিনীকে গ্রহণ করিয়া নিতান্ত আনন্দিত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া মহাবেগে আকাশপথে গমন করিতে লাগিলেন। ঘোর-বিক্রমশালী জটায়ুকে যুদ্ধে জয় করিয়া, মূঢ়-চিত্ত দশানন জনস্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি অনিমিষলোচন-সমূহে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন; কিন্তু চিত্তের চাঞ্চল্যবশত দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পম্পা সরোবরের দিকে যাইতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে রাক্ষসরাজ দশানন, রোরুদ্যমানা জানকীকে গ্রহণ করিয়া পম্পা ও ঋষ্যমূক পর্ব্বতের ক্রমশ ঊর্দ্ধ দিয়া যাইতে লাগিলেন। ম্রিয়মাণা জানকী ইতিপূর্ব্বে কোন স্থানেই কাহাকেও সহায় দেখিতে পান নাই; এক্ষণে তিনি গিরিশৃঙ্গোপবিষ্ট পঞ্চ প্রধান বানরকে দেখিতে পাইলেন। তাহারা রামচন্দ্রকে সংবাদ দান করিলেও করিতে পারে, এই বিবেচনায় বিশালনয়না সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী জনকদুহিতা ঐ বানরদিগের মধ্যে সুবর্ণ-কান্তি কৃমিতন্তু-বিনির্ম্মিত উত্তরীয় বসন ও সুন্দর আভরণ সকল নিক্ষেপ করিলেন। তিনি পৃথিবীতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সত্বর ভূষণও বস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সীতা দিব্য চূড়ামণি ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আভরণ যে বানরদিগের নিকট নিক্ষেপ করিলেন, চিত্তচাঞ্চল্যবশত রাবণ তাহা দেখিতে পাইলেন না। বিশাল-নয়না জানকী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন; পিঙ্গললোচন বানরেরা অনিমিষ-লোচনে তাঁহাকেদর্শন করিতে লাগিল। বিচেষ্টমানা সীতার গাত্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া উৎকৃষ্ট বসন ও ভূষণ, এবং তাঁহার মাল্যও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পতিত হইল। অগ্নিজ্বালা-সমপ্রভ নক্ষত্রসদৃশ-বিমলকান্তি সুবর্ণময় ঐ সমস্ত আভরণ পর্ব্বতের প্রস্থদেশে নিপতিত হইল। রাবণ এতাদৃশ চঞ্চল হইয়াছিলেন, যে সীতা যে বানরগণের নিকট ভূষণ সমস্ত নিক্ষেপ করিলেন, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না।

ঋষ্যমূক পর্ব্বত ও পম্পা সরোবর সন্দর্শন করিয়া রাবণের দিগ্‌ভ্রম বিদূরিত হইল। তখন তিনি রোরুদ্যমানা জানকীকে লইয়া, পম্পা অতিক্রম পূর্ব্বক লঙ্কানগরীর অভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ধনুঃক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় অতি সত্বর বিবিধ বন নদী পর্ব্বত ও সরোবর সকল অতিক্রম পূর্ব্বক আকাশপথে গমন করিতে লাগিলেন। তখন অন্তরীক্ষচারী চারণগণ আনন্দে লোমাঞ্চিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, দশানন! এই তোমার শেষ।

এদিকে লঙ্কেশ্বর দশানন, তিমি-নক্রাদি-নিলয় অক্ষয় সরিৎপতি বরুণালয় সাগর নিমেষমধ্যেই পার হইলেন। রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছেন দেখিয়া, মহাসাগর ধূমে পরিপূর্ণ হইল; উত্তাল তরঙ্গ সকল উত্থিত হইতে লাগিল; মীন ও মহাসর্প সকল ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

রাবণ সাগর অতিক্রম পূর্ব্বক লঙ্কায় সমুপস্থিত হইলেন, এবং নিজ-মৃত্যু-রূপিণী সীতাকে গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ময়দানব যেমন আসুরী মায়াকে নিভৃত স্থানে রক্ষা করিয়াছিল, সুবিভক্ত সুপ্রশস্ত রাজপথে পরিশোভিতা লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক রাবণও সেইরূপ সীতাকে নিভৃত স্থানে স্থাপন করিলেন। পরে তিনি ভীষণ-দর্শনা রাক্ষসীদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক সীতাকে রক্ষা করিবার জন্য আদেশ করিলেন। রাক্ষসীগণ সকলে সমবেত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাক্ষসরাজের সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান হইল। রাক্ষসরাজ আজ্ঞা করিলেন, স্ত্রীই হউক, আর পুরুষই হউক, আমার অনুমতি ব্যতীত কেহই যেন সীতাকে দেখিতে না পায়; তোমরা সকলে সাবধান হইয়া তদ্বিষয়ে যত্নবতী থাকিবে; এবং মণি, মুক্তা, আভরণ, বস্ত্র, অজিন বা চন্দন প্রভৃতি বিদেহ-নন্দিনী যখন যাহা কিছু ইচ্ছা করিবেন, তোমরা তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাইয়া তাহাই প্রদান করিবে। আর জ্ঞানতই হউক অথবা অজ্ঞানতই হউক, তোমাদিগের মধ্যে যে কেহ বৈদেহীকে কোন অপ্রিয় কথা বলিবে, জানিবে তাহার নিজ জীবনে মমতা নাই।

প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ দশানন, রাক্ষসীদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক, অতঃপর কর্ত্তব্য কি, চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া, অবশেষে মহাবীর্য্যশালী অষ্ট প্রধান রাক্ষসকে আহ্বান করিলেন। বরদান-বিমোহিত দশানন, প্রথমত মধুর বাক্যে ঐ অষ্ট মহাবীর্য্যশালী ভীষণ রাক্ষসের বল ও বীর্য্যের বিস্তর প্রশংসা পূর্ব্বক পশ্চাৎ আদেশ করিলেন, রাক্ষসগণ! তোমরা বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া এস্থান হইতে, খরের ভূতপূর্ব্ব বাসস্থান বিধ্বস্ত জনস্থানে শীঘ্র গমন কর। জনস্থান এক্ষণে শূন্য; তত্রত্য রাক্ষস সমস্ত নিহত হইয়াছে; তোমরা ভয় দূরে পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত বল ও পৌরুষ অবলম্বন পূর্ব্বক তথায় গিয়া বসতি কর।

বীরগণ! আমি ইতিপূর্ব্বে জনস্থানে যে অতি মহতী সেনা সংস্থাপন করিয়াছিলাম; খর ও দূষণের সহিত সেই সমস্ত সেনা যুদ্ধস্থলে রামবাণে নিহত হইয়াছে। রাক্ষসগণ! আমার গঠিত সেই সমস্ত সৈন্যের বিনাশ জন্যই রামের সহিত আমার অতি নিদারুণ শত্রুতা জন্মিয়াছে। সেই দুরাত্মা যে শত্রুতা করিয়াছে, আমি তাহার প্রতিশোধ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। আমি রণস্থলে রামকে সংহার না করিয়া নিদ্রানুভব করিতে সমর্থ হইতেছি না। অতএব আমার শত্রু যাহাতে নিহত হয়, তোমরা তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা

করিবে। নির্দ্ধন ব্যক্তি ধনলাভ করিলে যেমন আনন্দিত হয়, খর-দূষণ-ঘাতী রাম নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিলে, আমিও তেমনি পরম-আনন্দিত হইব। রাম কি করে, জনস্থানে বাস করিয়া তোমরা আমাকে তাহার বিশেষ সংবাদ দান করিবে। সকলেই সাবধান হইয়া এই কার্য্য সাধন, এবং রামের বধ-জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। বীরগণ! অনেকবার আমি রণস্থলে তোমাদিগের বলের পরিচয় পাইয়াছি; সেই জন্যই এই কার্য্যে তোমাদিগকেই নিযুক্ত করিলাম।

রাবণের মুখে এইরূপ প্রকৃত প্রিয়বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অষ্ট নিশাচর তাঁহার চরণে প্রণাম করিল, এবং তৎক্ষণাৎ সকলে সমবেত হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অলক্ষিত রূপে জনস্থানে প্রস্থান করিল। এ দিকে মোহাভিভূত রাবণও জানকীকে হস্তগত করিয়া গৃহে স্থাপন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের সহিত বৈর-উৎপাদন করিয়া নিরতিশয় প্রহৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন।

একষষ্টিতম সর্গ।

সীতানুনয়।

রাক্ষসরাজ রাবণ, অষ্ট মহাবল রাক্ষসকে এইরূপ আদেশ করিয়া, বুদ্ধি-দৌর্ব্বল্য-বশত আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন। অনন্তর মনোমধ্যে জানকীর অনুপম রূপ ভাবনা করিতে করিতে তিনি কামবাণে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সত্বর পদে সেই মনোরম গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাক্ষসরাজ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, অর্ণবমধ্যে প্রবল-বায়ুবেগাক্রান্তা নিমগ্ন-প্রায়া তরণীর ন্যায়, শোকভার-প্রপীড়িতা দুঃখ-পরায়ণা সীতা, কুক্কুরগণে পরিবেষ্টিতা যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় রাক্ষসীদিগের মধ্যে দীনভাবে অবনত মুখে অবস্থিতি করিতেছেন; তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে।

তখন মহাবল রাক্ষসরাজ সন্নিহিত হইয়া চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত শোক-বিবশা কাতরা সীতাকে দেবভবন-সদৃশ নিজ ভবন দর্শন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। সীতার একান্ত অনিচ্ছা থাকিলেও রাবণ বল পূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহশ্রী দেখাইতে লাগিলেন। ভবনমধ্যে হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ যে কত, তাহার সংখ্যা করা যায় না; সহস্র সহস্র রমণীগণ তন্মধ্যে অবস্থান করিতেছে; উহার সর্ব্বত্রই নানাবিধ পক্ষী সকল সুমধুর রব করিতেছে; এবং বিবিধ মৃগকুল দলে দলে বিচরণ করিতেছে। উহাতে হীরক ও বৈদূর্য্যমণি খচিত সমুজ্জ্বল কাঞ্চনময় স্ফটিকময় গজদন্তময় ও রজতময় নয়ন-মনোহর রমণীয় স্তম্ভ সকল, এবং সুপ্রশস্ত সমুন্নত যথাপ্রমাণ-গঠিত সুসজ্জিত ক্রীড়াগৃহ সকল অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে; এবং উহা সূর্য্য ও চন্দ্রের বিচরণ পথ পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া শুভ্রবর্ণ মেঘের ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গের ন্যায় সমুজ্জ্বল কান্তি বিস্তার করিতেছে। উহার কাঞ্চনময়ী বড়ভী সূর্য্যের পথে অবস্থিত; এবং উহা সূর্য্য কিরণে প্রতিহত হইয়া প্রদীপ্ত-পাবক-সঞ্চয়ের ন্যায় প্রজ্বলিত

হইতেছে। উহার তপ্তকাঞ্চন-বেদি-সম্পন্ন কাঞ্চনাঙ্গদ-সংবীত পাণ্ডরবর্ণ প্রাসাদ-পরম্পরা সুন্দর-দর্শন চন্দ্রমার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। উহার কোন কোন স্থান কাঞ্চনে খচিত; কোন কোন স্থানে রজতের বেদী; কোন কোন স্থান বিবিধ মণি-মাণিক্যে বিচিত্রিত; এবং কোথাও বা মুক্তাফলে বিভূষিত।

সকাম লঙ্কেশ্বর রাবণ অকামা রামপত্নী সীতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাঞ্চনময় বিচিত্র মনোরম সোপানে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ঐ দিব্য ভবন দর্শন করাইতে লাগিলেন। উহার কোন কোন কক্ষের গবাক্ষ সকল দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত; এবং কোন কোন কক্ষের গবাক্ষ সকল বা রজতে বিনির্ম্মিত; ফলত সকল গবাক্ষই অতীব নয়ন-রঞ্জন ও সুবর্ণ-জালে সমাবৃত; এবং সকল গৃহই মনোহর ঝল্লর-যুক্ত চন্দ্রাতপে পরিশোভিত। দশানন ভবনমধ্যে রক্ষিত কামগামী কামরূপী দিব্য পুষ্পক বিমানও জানকীকে দেখাইলেন; তিনি স্থানে স্থানে বিবিধ-মণিমুক্তা-খচিত ভবন-মধ্যস্থ নানা ভূখণ্ডও তাঁহাকে দর্শন করাইলেন; এবং ইতস্তত নানাপ্রকার চিত্রশালিকা, কৃত্রিম পর্ব্বত, ও মনোরম ক্রীড়াগৃহ সকলও প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তপ্তকাঞ্চনময়-সোপান-শ্রেণী-পরিশোভিতা, নানা বৃক্ষে সমাকুলা, বিবিধ বিহঙ্গমে সমাচ্ছন্না, কমলে পিঙ্গলবর্ণা বাপী, দীর্ঘিকা এবং পুষ্করিণী সকলও দর্শন করাইলেন; এবং নন্দনবন-প্রতিম উদ্যান সকলও দেখাইলেন। প্রহৃষ্টান্তঃকরণ রাবণ নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে পুনঃপুন দেখ দেখ বলিয়া, দুঃখ-শোক-পরায়ণা বিবশা সীতাকে বলপূর্ব্বক এই সমস্ত দেখাইতে লাগিলেন; কিন্তু সীতার তাহাতে আনন্দমাত্র জন্মিল না; তাঁহার মুখকমল ম্লানই রহিল!

দুষ্টাশয় রাবণ, অকামা জানকীকে এই প্রকারে সেই দিব্য ভবন দর্শন করাইয়া, বলিতে আরম্ভ করিলেন, ভাবিনি মৈথিলি! আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। চারুবদনে! আমি রাক্ষসগণের সংখ্যা উল্লেখ করিতেছি। সমুদায় রাক্ষসগণের সংখ্যা দ্বিষষ্টি সহস্র কোটি; পিশাচগণের সংখ্যা ইহার দ্বিগুণ; ইহারা সকলেই আমার আজ্ঞাধীন; আমি ইহাদের সকলেরই অধীশ্বর। ইহাদের মধ্যে যাহারা বীর, তাহারা যুদ্ধে কখনই পরাঙ্মুখ হয় না; যুদ্ধ-যাত্রাকালে এক এক সহস্র যোধপুরুষ তাহাদিগের প্রত্যেকের অনুগমন করে। বিশালাক্ষি! তন্মধ্যে যে সমুদায় রাক্ষস লঙ্কার অধিবাসী, তাহারা সকলেই দেবদত্ত-বর-প্রভাবে ঘোর-পরাক্রমশালী ও সমরে অপরাঙ্মুখ; তাহাদের মধ্যে দশলক্ষ প্রধান; ইহাদের প্রত্যেকের পৃষ্ঠরক্ষক সপ্তচত্বারিংশৎ রাক্ষস।[৩১] সুন্দরি! আমার শত্রু-সংহারক অক্ষয় সুমহৎ সৈন্যের সংখ্যা এত অধিক। বৃদ্ধ, পীড়িত ও বালক রাক্ষসদিগকে ত গণনাই করিলাম না।

ভদ্রে! এই মনোরম লঙ্কা নগরী সমৃদ্ধিশালী জনসমূহে পরিপূর্ণা; আমার ভাণ্ডারও অক্ষয়; রত্নও অসংখ্য। বিশাল-লোচনে! এই রাজ্যতন্ত্র সমস্ত তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে; আমার জীবনও তোমাতেই সমর্পিত হইয়াছে; তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক। আমার যে বহু সহস্র ভার্য্যা আছে, সীতে! তুমি সেই সকলের, এবং আমারও অধীশ্বরী হও। ভদ্রে! আমি ভাল কথাই বলিতেছি; তুমি অন্য মত করিও না; আমার বাক্যে সম্মত হও। জানকি! আমি কামে নিতান্ত তাপিত হইতেছি; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আর দেখ, শতযোজনবিস্তীর্ণা এই লঙ্কার চতুর্দ্দিক সাগরে পরিবেষ্টিত; ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, এবং অসুরগণও ইহা আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, বা বিহঙ্গমের মধ্যে আমি এরূপ কাহাকেও দেখিতে পাই না। রাম মানুষ; তাহার তেজ অল্প, এবং পরমায়ুও সংক্ষিপ্ত; তাহাতে আবার সে রাজ্যভ্রষ্ট ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া তপস্বী হইয়াছে; তুমি তাহাকে লইয়া কি করিবে! আমাকেই ভজনা কর, তোমার মঙ্গল হইবে; আমিই তোমার যোগ্য স্বামী। ভীরু! যৌবন চিরস্থায়ী নহে; অতএব আমার সহিতই বিহার কর। সীতে! রামদর্শনের বাসনা হইতে মনকে বিনিবৃত্ত কর। স্বপ্নে, অথবা মনোরথেও এ স্থানে আগমন করিতে কাহার সামর্থ্য আছে! আকাশে মনের ন্যায় বেগসঞ্চারী বায়ুকে কে বন্ধন করিতে পারে! জাজ্বল্যমান পাবকের নির্ম্মল শিখা ধারণ করিতেই বা কাহার সামর্থ্য আছে! জানকি! আমার বাহুবল পরাভব পূর্ব্বক তোমাকে লইয়া যায়, ত্রিলোকের মধ্যে আমি এরূপ কাহাকেও দেখিতে পাই না। তুমি লঙ্কার এই সুবিস্তৃত সুদুর্লভ রাজ্য লাভ করিয়া, অভিষেক জলে স্নাত হইয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে আমার সহিত বিহার কর। সুন্দরি! পূর্ব্বজন্মে যে পাপ করিয়াছিলে, বনবাসে তাহার ভোগ শেষ হইয়াছে; যাহা কিছু পুণ্য করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার ফলভোগ কর। জানকি! এস্থানে সর্ব্বপ্রকার সুগন্ধি মাল্য ও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভূষণ সকল আমার সমভিব্যাহারে উপভোগ কর। চারু-নিতম্বিনি! আমার ভ্রাতা কুবেরের যে সূর্য্যসমপ্রভ পুষ্পক নামক বিমান ছিল, আমি তাহা বলপূর্ব্বক জয় করিয়া আনিয়াছি; ঐ বিমান সুবিস্তীর্ণ, রমণীয় ও কামগামী; সীতে! তুমি আমার সমভিব্যাহারে তাহাতে যথেচ্ছ বিহার কর। সুবদনে! তোমার বদন নির্ম্মল পদ্মের তুল্য দেখিতে অতীব সুন্দর; কিন্তু রম্ভোরু! এক্ষণে শোকে ম্লান হইয়া উহার আর তাদৃশ শোভা নাই।

এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতার পূর্ণ-চন্দ্র-সন্নিভ মুখমণ্ডল যেন রাবণের বাক্য-রূপ অনলে দগ্ধ হইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর রাবণ রাজতনয়ার বিবর্ণ ভাব দর্শন করিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন, জনকতনয়ে! ধর্ম্মলোপ হইবে ভাবিয়া লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই। কারণ, আমি যে তোমার প্রতি প্রণয়-প্রবণ হইয়াছি, তাহা ঋষিদিগেরও অনুমোদিত।[৫২] সুন্দরি! এই আমি তোমার সুস্নিগ্ধ চরণ

যুগলে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিলাম! তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ কর! প্রসন্না হও! আর কাল বিলম্ব করিও না! দেখ আমি তোমার পদানত দাস হইয়াছি। কামবশে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া, আমি তোমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিলাম, তুমি তাহা নিষ্ফল করিও না। জানিবে, রাবণ মস্তক অবনত করিয়া কখনও কোন কামিনীর নিকট প্রার্থনা করে না।

দশানন, জনক-দুহিতা মৈথিলীকে এই রূপ বলিয়া কৃতান্তের বশবর্ত্তী হইয়াই মনে করিতে লাগিলেন, সীতা আমারই।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

সীতা-বিভূতি-দর্শন।

শোক-পীড়িতা জানকী এই প্রকার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রাবণকে তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ-জ্ঞান করিয়া নির্ভয়ে কহিতে লাগিলেন, রাবণ! রাজা দশরথ অচলের ন্যায় ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ ছিলেন; সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া ত্রিলোকে তাঁহার খ্যাতি আছে। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্রও ধর্ম্মাত্মা বলিয়া ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত। সেই আজানুলম্বিত-বাহু দীর্ঘলোচন রামচন্দ্র আমার পতি ও দেবতা। ইক্ষ্বাকু-কুল-প্রসূত সিংহস্কন্ধ মহাবল রামচন্দ্র, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সাহায্যে শীঘ্রই তোমার প্রাণ হরণ করিবেন, সন্দেহ নাই। তুমি যখন আমাকে হরণ করিয়া আন, যদি তখন তুমি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমায় যুদ্ধস্থলে নিজ জীবনের সহিত আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইত। রাক্ষস! তোমার যে বহুসংখ্য ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র আছে, গরুড়ের নিকট সর্পগণের ন্যায়, রামচন্দ্রের নিকট সে সমস্তই বিফল হইত। যাহা হউক, ঊর্ম্মিপরম্পরা যেমন গঙ্গার কূল অধঃপাতিত করে, রামচন্দ্রের জ্যা-বিনির্ম্মুক্ত সুবর্ণ-ভূষিত সায়ক-সমূহও তেমনি তোমাকে শীঘ্রই নিপাতিত করিবে। তুমি যখন রামচন্দ্রের সহিত শত্রুতা করিয়াছ, তখন সুরাসুরগণ রক্ষা করিলেও, তুমি প্রাণ লইয়া তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। তুমি যখন সেই মহাত্মা রঘুনন্দন রাঘবের সহিত বিরোধ করিয়াছ, তখন তাঁহার শরে প্রেরিত হইয়া শীঘ্রই তোমায় যমালয়ে গমন করিতে হইবে। রাক্ষস! তোমার পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে; সেই মহাবল রামচন্দ্র শীঘ্রই তোমার জীবন শেষ করিবেন। বধ্যভূমি-সমানীত পশুর ন্যায়, তোমার জীবন এক্ষণে দুর্লভ হইয়াছে। যদি রামচন্দ্র রোষ-কষায়িত লোচনে একবার মাত্রও তোমার প্রতি দৃষ্টি-পাত করেন, তাহা হইলেই যে তাঁহার শরে দগ্ধ হইয়া তৎক্ষণমাত্রে তোমায় জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে, তাহাতে আর অন্যথা নাই।

রাক্ষসরাজ! সংসারে যে ব্যক্তি বল-পূর্ব্বক আকাশ হইতে চন্দ্রমাকে ভূমিতলে পাতিত বা সাগর শোষণ করিতে পারিবে, সেই ব্যক্তিই সীতাকে ভুলাইতে সমর্থ হইবে। যদিও সহস্র-রশ্মি প্রখর-কিরণ দিবাকর নিজ রশ্মি পরিত্যাগ করিতে পারেন;

তথাপি আমি কখনই মোহে অভিভূত হইব না। তুমি স্বয়ংই মোহে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছ। পাপাত্মন! আমি বরং জীবন ত্যাগ করিব, তথাপি তোমার বশবর্ত্তিনী হইব না। দেখিতেছি, তোমায় পরমায়ু, শ্রী, বল ও বুদ্ধি শেষ হইয়া আসিয়াছে; তোমার কর্ম্মদোষে লঙ্কা অবিলম্বেই অনাথা ও বিধবা হইবে। যদি মহাবীর রামচন্দ্রের সমক্ষে তুমি বলপূর্ব্বক আমাকে হরণ করিতে, তাহা হইলে তৎক্ষণমাত্রে সায়কসমূহে দগ্ধ হইয়া তোমায় আর ঈদৃশ বাক্য বলিতে হইত না। পাপাত্মন! তোমার এই কার্য্যের পরিণামে কখনই মঙ্গল হইবে না; যেহেতু তুমি আমার ইচ্ছা ব্যতীত, কেবল বলপ্রয়োগ করিয়াই আমাকে পতির আশ্রয় হইতে আনয়ন করিয়াছ। আমার সেই দিব্যভাব-সম্পন্ন মহাযশা স্বামী নিজ পৌরুষের উপর নির্ভর করিয়াই নির্ভয়ে জনশূন্য দণ্ডকারণ্যমধ্যে বসতি করিতেছেন; রাক্ষসাধম! তুমি আমাকে হরণ করিয়া নিজের, রাক্ষসকুলের, নিজ নগরীর, এবং নিজ অন্তঃপুরের কাল আনয়ন করিয়াছ। নিশাচর! সেই রামচন্দ্র যুদ্ধস্থলে শরবর্ষণ করিয়া তোমার দেহ হইতে দর্প, বল, বীর্য্য ও অভিমান, সমস্তই বিদূরিত করিবেন।

রাবণ! যখন দেবনির্দ্দিষ্ট বিনাশ কাল নিকটবর্ত্তী হয়, তখন মনুষ্য বিপরীত কার্য্যেই মনোনিবেশ করে; এবং আসক্ত হইয়া উহাকেই সঙ্গত জ্ঞান করিয়া থাকে। মৃত্যু-বুদ্ধিতে বিমোহিত হইয়াই মনুষ্য বিপরীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। পাপকারিন রাক্ষসাধম! আমার অবমাননা করিয়া তুমি নিজের ও রাক্ষসকুলের অনিবার্য্য মৃত্যু উপার্জ্জন করিয়াছ। দ্বিজাতিগণের মন্ত্রপূত স্রুক্‌ভাণ্ড-বিভূষিত যজ্ঞশালা-মধ্যস্থ বেদি যেমন চাণ্ডালে অভিমর্দ্দন করিতে সমর্থ হয় না, রাক্ষসাধম! তুমিও সেইরূপ সেই ধর্ম্মনিরত রামচন্দ্রের দৃঢ়পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নীকে কখনই ধর্ষণা করিতে পারিবে না। রাজহংসী প্রতিনিয়ত পদ্মবনমধ্যে রাজহংসের সহিতই বিহার করিয়া থাকে; সে কিরূপে তৃণমধ্যচারী জলকাকের প্রতি কটাক্ষ করিবে! রাক্ষসরাজ! পুরুষোত্তম রামচন্দ্র আমার জীবনের মূলাধার; তিনি এক্ষণে আমার এই দেহ পালন করিতেছেন না; সুতরাং ইহা এক্ষণে জড়স্বরূপ হইয়াছে; তুমি স্বচ্ছন্দে পীড়ন বা ভক্ষণ করিতে পার। বিশেষত এক্ষণে আমি তোমার অধিকারমধ্যে বাস করিতেছি, তুমি আমার শরীরের উপর যথেচ্ছ ক্রোধ প্রকাশ করিতে পার। অধিকন্তু, রাবণ! আমি এক্ষণে এই শরীর বা জীবন রাখিবও না; পৃথিবীতে আমার কলঙ্ক রটনা হইবে, আমি তাহা কখনই সহ্য করিতে পারিব না।

বিদেহ-নন্দিনী জানকী দারুণ ক্রোধে এইরূপ নিদারুণ কঠোর বাক্য বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন; আর কোন কথাই কহিলেন না। সীতার তাদৃশ লোমহর্ষণ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণের লোচন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি কহিলেন, মৈথিলি! আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর; আমি দ্বাদশ মাস মাত্র অপেক্ষা করিব;

চারুহাসিনি! এই সময়ের মধ্যে তুমি যদি আমার প্রণয়িনী না হও; তাহা হইলে পাচকগণ আমার প্রাতরাশের নিমিত্ত তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে।

শত্রুজন-ভয়ঙ্কর রাবণ এইরূপ নিদারুণ পরুষবাক্য বলিয়া ক্রোধভরে রাক্ষসীদিগকে আহ্বান করিলেন; কহিলেন, মাংস-শোণিত-ভোজনা ভীষণ দর্শনা বিকৃতাকৃতি রাক্ষসী সকল আগমন করুক; তাহারাই সীতার দর্প চূর্ণ করিবে।

আজ্ঞামাত্র রাক্ষসীগণ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে বন্দনা করিয়া মৈথিলীকে বেষ্টন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। রাক্ষসীদিগের পাদক্ষেপে পৃথিবীমণ্ডল ও নিশ্বাস-পবনে নভোমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ভীষণ-দর্শন রাক্ষসরাজ রাবণ চরণ-ক্ষেপে যেন পৃথিবী বিদারণ করিয়াই দুই তিন পদ বিচরণ পূর্ব্বক প্রস্ফুরমাণোষ্ঠী সেই সকল রাক্ষসীকে আজ্ঞা করিলেন, জানকীকে অশোক-বনিকাতেই লইয়া যাও; তোমাদিগের রক্ষাধীনে এ সেই স্থানে অবস্থিতি করুক; কখনও ঘোরতর তর্জ্জন, কখনও বা সান্ত্বনা দ্বারা, বন্য হস্তিনীর ন্যায়, তোমরা ইহাকে ক্রমে বশীভূত করিয়া আনিবে।

রাবণের এই প্রকার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া রাক্ষসীগণ সীতাকে লইয়া অশোকবনে গমন করিল। অশোকবন বিবিধ পুষ্প-ফলে সমাচ্ছন্ন ও সর্ব্ব-কামপ্রদ পাদপসমূহে সর্ব্বত্র পরিবৃত; উহাতে সর্ব্ব ঋতুতেই মদমত্ত নানাপ্রকার পক্ষী সকল আকুল ভাবে বিহার করিয়া থাকে; স্থানে স্থানে অতি-সুস্বাদু-সলিল-পূর্ণ জলাশয় সকল শোভিত হইয়া আছে; বিবিধ সুগন্ধি-কুসুম চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে।

জনক-তনয়া মৈথিলী রাক্ষসীগণের বশবর্ত্তিনী হইয়া, ব্যাঘ্রীগণের আয়ত্তাধীন মৃগবধূর ন্যায়, শোকে নিমগ্ন হইয়া থাকিলেন। বিকটাকার রাক্ষসীগণ চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া, তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল; সুতরাং তাদৃশ উপবন মধ্যেও জানকী ক্ষণকালের নিমিত্তও শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না; তিনি নিরন্তর প্রিয়তম পতি ও দেবরকে স্মরণ পূর্ব্বক ভয় ও শোকে একান্ত কাতর হইয়া অনবরত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

সীতা-সমাশ্বাসন।

জনক-তনয়া সীতা লঙ্কা মধ্যে আনীত হইলে পিতামহ ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইয়া, শতক্রতু দেবরাজকে কহিলেন, দেবরাজ! ত্রৈলোক্যের হিত-সাধন আর রাক্ষসকুলের অহিত সাধনের জন্য দুরাত্মা রাবণ সীতাকে লঙ্কা মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছে। মহাভাগা জানকী পতি-ব্রতা; চিরকাল সুখে অতিবাহন করিয়াছেন; এক্ষণে স্বামীকে দেখিতে পাইতেছেন না; কেবল রাক্ষসদিগকেই দর্শন করিতেছেন; রাক্ষসীগণ নিয়ত তর্জ্জন করিতেছে;

স্বামীর শোকে তিনি অতীব আকুল হইয়াছেন; সাগর-পরিবেষ্টিত দ্বীপে লঙ্কানগরী-মধ্যে তাঁহাকে অবরোধ করা হইয়াছে; রামচন্দ্র কিরূপে জানিতে পারিবেন যে 'আমি এই স্থানে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া অবস্থিতি করিতেছি,' এই চিন্তায় তিনি নিমগ্ন হইয়া বিবশা ও নিতান্ত-দুর্ব্বলা হইতেছেন; আহারাদি কিছুই করেন না; সুতরাং তিনি অনাহারে জীবন ত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব সম্প্রতি সীতার প্রাণ ধারণ বিষয়ে আমাদের সমূহ সন্দেহ উপস্থিত, সুতরাং, বাসব! তুমি এক্ষণে এস্থান হইতে শীঘ্র গমন করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক সীতাকে সান্ত্বনা, এবং তাঁহাকে এই অনুত্তম পরমান্ন প্রদান কর।

পিতামহের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভগবান পাকশাসন দেবরাজ, নিদ্রাদেবী-সমভিব্যাহারে, রাবণ-পরিপালিতা লঙ্কাপুরী-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, নিদ্রাদেবীকে আদেশ করিলেন, দেবি! তুমি এই রাক্ষসীদিগের চেতনা হরণ কর। ভগবান দেবরাজের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র নিদ্রাদেবী নিতান্ত আনন্দিত হইয়া, তাঁহার কার্য্য সিদ্ধির জন্য রাক্ষসী-দিগকে নিদ্রিত করিলেন। এই অবসরে শচী-পতি দেবরাজ সহস্র-লোচন সীতার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, শুচিস্মিতে! তোমার মঙ্গল হউক; চাহিয়া দেখ, আমি দেবরাজ; আমি তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। জনক-তনয়ে! রামচন্দ্র ভ্রাতৃ-সমভিব্যাহারে কুশলে আছেন। ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র সহস্র কোটি ঋক্ষ ও বানরে পরিবৃত হইয়া রাবণ-পালিতা লঙ্কায় আগমন পূর্ব্বক নিজ বাহুবলে যুদ্ধে সমস্ত রাক্ষস ও রাবণকে বিনাশ করিয়া তোমায় নিজ-নগরী লইয়া যাইবেন। জনক-নন্দিনি! ভ্রাতৃ-সহচর সসৈন্য বলবান রঘুনন্দন রাবণকে সসৈন্যে সংহার করিয়া তোমায় পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করাইয়া এস্থান হইতে লইয়া যাইবেন; তুমি মনোব্যথা পরিত্যাগ কর। কার্য্য-সিদ্ধির জন্য আমিও সেই মহাত্মা নরনাথের সহায়তা করিব; জনক-তনয়ে! তুমি শোক করিও না। আমার সাহায্যে সেই মহাবল রঘুবীর অনায়াসেই সাগর পার হইতে পারিবেন। অবলে! আমিই মায়া-বলে এই সকল রাক্ষসীর চেতনা হরণ করিয়াছি।

জনক-নন্দিনি! আমি তোমাকে এই অনুত্তম সুস্বাদু পায়স প্রদান করিতেছি; মহাভাগে! তুমি ইহা গ্রহণ করিয়া ভোজন কর; কাল বিলম্ব করিও না। কল্যাণি! এই পায়স ভোজন করিলে ক্ষুধা আর তোমাকে কখনই ক্লেশ প্রদান করিতে সমর্থ হইবে না; ধর্ম্মিষ্ঠে! তোমার কোনরূপ উৎকট রোগ বা বিবর্ণতাও ঘটিবে না।

দেবরাজের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া জানকী সশঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে উত্তর করিলেন, সৌম্য! আপনি যে শচীপতি দেবরাজ, এখানে আগমন করিয়াছেন, আমি তাহা কি করিয়া জানিতে পারিব! গুরুজনের মুখে আমি দেবতাদিগের যে প্রকার চিহ্নসকল শ্রবণ করিয়াছি, আপনি যদি প্রকৃত দেবরাজ

হয়েন, তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে সেই সকল চিহ্ন সত্বর প্রদর্শন করুন।

সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ তাহাই করিলেন; পৃথিবীর সহিত তাঁহার চরণ-সংযোগ রহিল না; চক্ষু নিমেষহীন হইল। তখন জানকী তাঁহাকে দেবরাজ বলিয়া জানিতে পারিয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, দেবরাজ! আপনাকে দর্শন করিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে, আমি আজি আমার শ্বশুর রাজা দশরথ, এবং পিতা মিথিল-রাজকে দর্শন করিতেছি! আপনকার সহায়তা আছে বলিয়াই আমার স্বামী নিরাশ্রয় হয়েন নাই। দেবরাজ! সৌভাগ্যক্রমেই আপনি আশ্রয় দান করিয়াছেন; এবং তাহাতেই রাম-চন্দ্র জীবিত রহিয়াছেন। ভাগ্যক্রমেই আজি মহাবীর্য্য রামচন্দ্রের ও তাঁহার ভ্রাতার সংবাদ আমার কর্ণপথে প্রবেশ করিল। শচীপতে! রঘুকুলের সমৃদ্ধির নিমিত্ত আপনি যে অনুত্তম পায়স প্রদান করিতেছেন, আপনকার আজ্ঞাক্রমে আমি ইহা অবশ্যই ভোজন করিব।

অনন্তর ইন্দ্রের হস্ত হইতে পায়স গ্রহণ করিয়া বিমলহাস্যা জানকী প্রথমত ভর্ত্তাকে ও লক্ষ্মণকে নিবেদন করিলেন। পশ্চাৎ, 'আমার মহাবল স্বামী ভ্রাতৃ-সমভিব্যাহারে দীর্ঘজীবী হউন,' এই বলিয়া সেই শুভ পায়স ভোজন করিলেন।

এই প্রকারে পায়স ভক্ষণ করিবামাত্র সীতার ক্ষুধা-তৃষ্ণা-জনিত ক্লেশ দূর হইল। এদিকে দেবরাজও সীতা দেবীকে পুনর্ব্বার রাম-লক্ষ্মণের সংবাদ প্রদান করিয়া আনন্দিত চিত্তে প্রস্থান করিলেন।

ইন্দ্রের নিকট রামলক্ষ্মণের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সীতার মন শান্ত ও সুস্থির হইল; দেবরাজও পরিতুষ্ট হইয়া সীতার সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত নিদ্রাদেবী সমভিব্যাহারে দেবলোকে গমন করিলেন।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ-সন্দর্শন।

এদিকে মহাবীর রামচন্দ্র মৃগরূপ-বিহারী কামরূপী মারীচ রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া অরণ্য-মধ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। জানকী-দর্শন-জন্য সমুৎসুক হইয়া তিনি সত্বর-পদ-সঞ্চারে আগমন করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে ভয়-সূচক গোমায়ু সকল ক্রূরস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। তিনি গোমায়ুগণের সেই লোম-হর্ষণ স্বর অশুভ-জনক বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, গোমায়ুগণ যে প্রকার অশুভ-সূচক কর্কশ স্বরে রব করিতেছে, তাহাতে রাক্ষসগণ হইতে সীতার কোন অনিষ্ট না হইয়া থাকিলেই মঙ্গল। লক্ষ্মণ শুনিতে পাইবে, ইহা বিলক্ষণ জানিয়া শুনিয়াই মৃগরূপী মারীচ আমার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিল। সেই স্বর শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই

নিতান্ত সন্তপ্ত ও হতজ্ঞান হইয়া জানকীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিবে, সন্দেহ নাই। প্রণয়পূর্ণ-হৃদয়া জানকীও আর্ত্তনাদ শুনিয়া সুস্থির থাকিতে কখনই সমর্থ হইবেন না; সুতরাং তিনি একান্ত-বিহ্বলা হইয়া শোক-কাতর বিবশ লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিবেন সন্দেহ নাই। সীতার প্রেরণায় প্রতাপশালী লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই সত্বর আমার নিকট আগমন করিবে। রাক্ষসেরা যে গোপনে সীতাকে বিনাশ করিবার পরামর্শ করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; সেই জন্যই মারীচ আমার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছে।

গোমায়ু-শব্দ শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বেগে আশ্রমাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং যে অতিদূরে আনীত হইয়াছেন, তদ্বিষয় চিন্তা করিয়াও নিতান্ত শঙ্কিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, রাক্ষস সুবর্ণ-মৃগের রূপ ধারণ পূর্ব্বক শরাহত হইয়া, 'হা লক্ষ্মণ! হত হইলাম!' বলিয়া যে আর্ত্তনাদ করিয়াছে, রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই সেই শব্দ-সূত্রে ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে মহাবন-মধ্যে একাকিনী সীতার কোন বিপদ না ঘটিয়া থাকিলেই মঙ্গল। জনস্থান-উপলক্ষে রাক্ষসদিগের সহিত আমার বিষম শত্রুতা জন্মিয়াছে।

এই প্রকারে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী সীতা ও মহাবল লক্ষ্মণের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মহাত্মা রঘুনন্দন রামচন্দ্র জনস্থানে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাঁহার মন নিতান্ত কাতর ও শূন্য। বিবিধ মৃগ-পক্ষিগণ, তাঁহাকে বামভাগে রাখিয়া ঘোর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

এই সকল মহাভয়-জনক দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতে করিতে রামচন্দ্র অবশেষে দেখিতে পাইলেন, লক্ষ্মণ আগমন করিতেছেন। তাঁহার আর তাদৃশ প্রভা নাই; তিনি নিতান্ত কাতর, বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইয়াছেন। তখন তদপেক্ষাও কাতরতর বিষণ্ণ-হৃদয় ও দুঃখিত-চিত্ত রামচন্দ্র অতীব শুষ্কমুখে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হা লক্ষ্মণ! তুমি সেই রাক্ষস-গণের বাসস্থান জনশূন্য অরণ্য-মধ্যে সীতাকে একাকিনী পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই স্থানে আগমন করিয়া আমাদিগকে কলঙ্কিত করিলে! মহাবীর! বনচারী রাক্ষসেরা এতক্ষণ সীতাকে বিনাশ বা ভক্ষণ করিয়াছে, তাহার কোন সন্দেহই নাই। যে প্রকার ভূরি ভূরি দুর্নিমিত্ত ও উৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে, তাহাতে এক্ষণে জানকীকে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় দর্শন করিতে পাইলেই মঙ্গল!

লক্ষ্মণ! মারীচ রাক্ষসই মৃগরূপে আমাকে প্রলোভিত করিয়া বহুদূর আনয়ন করিয়াছিল; আমি বহুকষ্টে তাহাকে সংহার করিবামাত্র সে মৃগরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়াছে।

সৌমিত্রে! আমার মনও অত্যন্ত কাতর হইয়াছে; মনে আর আমার কিছুমাত্রও আনন্দ নাই। আমার বামচক্ষুও স্পন্দন হইতেছে; অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমার সীতা আর নাই! সীতাকে কেহ হরণ

করিয়াছে, বা হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, না হয় তিনি জীবিত নাই!

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

রামোপযান।

ভয়-ব্যাকুল শোকাতুর কাতর-হৃদয় রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া, সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার একাকী আগমন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন, লক্ষ্মণ! বনবাস-কালে যিনি আমার অনুগমন করিয়াছিলেন, এবং এক্ষণে তুমি যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিয়াছ, আমার সেই জানকী এক্ষণে কোথায়! রাজ্যভ্রষ্ট ও কাতর হইয়া আমি যখন দণ্ডকারণ্যে আগমন করি, তখন যিনি আমার দুঃখ-সহচরী হইয়াছিলেন, সেই ক্ষীণমধ্যা বৈদেহী এক্ষণে কোথায়! সৌম্য! যাঁহার বিরহে আমি মুহূর্ত্তমাত্রও জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না, আমার সেই প্রাণসমা দেবকন্যা-সদৃশী জানকী এক্ষণে কোথায়! লক্ষ্মণ! সিদ্ধত্ব, অমরত্ব বা সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য, সেই নব-হেম-বর্ণা জানকী ব্যতিরেকে আমি কিছুতেই অভিলাষ করি না! আমার সেই প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তরা জানকী জীবিত আছেন কি! সৌম্য! আমার প্রব্রজ্যা ত নিষ্ফল হইবে না! সৌমিত্রে! তাহাই কি হইবে যে, আমি বনে আগমন করিয়া সীতার জন্য প্রাণত্যাগ করিলাম! মাতা কৈকেয়ী কি নিশ্চিন্ত হইলেন! তাঁহার মনস্কামনা কি সম্পূর্ণরূপ সিদ্ধ হইল! লক্ষ্মণ! যদি জানকী জীবিত থাকেন, তাহা হইলেই আমি পুনর্ব্বার রাজধানী গমন করিব; আর যদি সেই সুশীলার প্রাণ-হানি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু লক্ষ্মণ! আমি আশ্রমে উপস্থিত হইলে যদি সুকুমারী জনক-তনয়া পুনর্ব্বার সহাস্য বদনে আমার সহিত সম্ভাষণ করেন, তাহা হইলেই আমার প্রাণ রক্ষা হইবে। লক্ষ্মণ! জানকী জীবিত আছেন কি না, বল! তুমি পরিত্যাগ করিয়া আসিলে রাক্ষসেরা ত তাঁহাকে ভক্ষণ করে নাই! জানকী কোমলাঙ্গী এবং তরুণ-বয়স্কা; তিনি কখনও দুঃখের মুখ দর্শন করেন নাই; এক্ষণে আমার বিরহে তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া নিশ্চয়ই শোক করিতেছেন! দেখিতেছি, সেই কুটিলমতি অতি দুরাত্মা রাক্ষস 'হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া তোমারও বিলক্ষণ ভয়োৎপাদন করিয়াছে। অনুমান হইতেছে, জানকী আমার স্বরের ন্যায় সেই স্বর শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়াই তোমাকে প্রেরণ করিয়া থাকিবেন; তুমিও আমাকে দেখিবার জন্যই সত্বর আগমন করিতেছ। যাহা হউক, বনমধ্যে সীতাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া তুমি সমূহ বিপদ উপস্থাপিত করিয়াছ। তুমি নৃশংস রাক্ষসদিগকে প্রতিশোধ লইবার অবসর প্রদান করিয়াছ। লক্ষ্মণ! খর-বিনাশ জন্য পিশিতাশন রাক্ষসেরা সকলেই আমার অনিষ্টাচরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আছে; সুতরাং সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা এতক্ষণ সীতাকে

ভক্ষণ করিয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই। আমরা এখন অপার শোক-পারাবারে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হইলাম; এক্ষণে আমাদের উপায় কি! ঈদৃশ বিপদে পতিত হইয়া আমরা এক্ষণে কি করি!

রামচন্দ্র এই প্রকারে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী জানকীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে সত্বরপদে জনস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। ক্ষুধা, পরিশ্রম ও শোকে একান্ত-কাতর হইয়া তিনি পথিমধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ এবং লক্ষ্মণকে তিরস্কার করিতে করিতে শুষ্ক মুখে শূন্য আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর রামচন্দ্র নিজ আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্রমের সমস্ত বিহার-স্থান অন্বেষণ পূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন, হায়! যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে! এই বলিয়া তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ-গর্হণ।

অনন্তর রঘুনন্দন রামচন্দ্র আশ্রমের মধ্যে সমুদায় স্থান অন্বেষণ পূর্ব্বক কাতর হইয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, লক্ষ্মণ! আমি যখন বিশ্বাস পূর্ব্বক এই রাক্ষসাবাস নির্জ্জন কানন-মধ্যে শুভ-লক্ষণা জানকীকে তোমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলাম, তখন তুমি কেমন করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিকট গমন করিলে! সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার গমনেই যথার্থই মহা বিপদ আশঙ্কা করিয়া আমার মন ব্যথিত হইয়াছিল। সৌমিত্রে! সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুমি একাকী গমন করিতেছ, দূর হইতে দেখিয়াই আমার বাম নয়ন, বাম বাহু ও হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল।

শুভ-লক্ষণ সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দুঃখশোকে একান্ত আক্রান্ত হইয়া উত্তর করিলেন, আর্য্য! আমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া নিজের ইচ্ছায় সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করি নাই। সীতাই আমায় আদেশ করিয়াছিলেন; সেই জন্যই আমি আপনকার নিকট গমন করিয়াছিলাম। 'হা লক্ষ্মণ! পরিত্রাণ কর!' বলিয়া আপনকার স্বরের ন্যায় যে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ হইয়াছিল, মৈথিলী তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন; স্বামীর আর্ত্তনাদ শ্রবণে স্বামি-প্রণয় বশত ভয়ে বিহ্বলা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মৈথিলী আমাকে কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও! তিনি এইরূপে যাও যাও বলিয়া বার বার আমায় আদেশ করিলে আমি আপনকার হিত-কামনায় তাঁহাকে কহিলাম, সীতে! রামচন্দ্রের ভয়োৎপাদন করে, আমি এরূপ ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না। অতএব আপনি সুস্থ হউন; ইহা তাঁহার স্বর নহে; বোধ হয়, কোন রাক্ষসই এইরূপ আর্ত্তনাদ করিয়া

থাকিবে। আর্য্যের কি এতাদৃশ জুগুপ্সিত দীন বচন উচ্চারণ করা সম্ভব! আর্য্যে! যিনি দেবগণেরও ত্রাণ-কর্ত্তা, তাঁহার মুখ দিয়া কি কখনও 'ত্রাণ কর,' এ কথা নির্গত হইতে পারে! কোন অভিপ্রায়ে অন্য কোন ব্যক্তি আমার ভ্রাতার কণ্ঠস্বর অনুকরণ পূর্ব্বক 'লক্ষ্মণ! আমাকে পরিত্রাণ কর,' বলিয়া দীন স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া থাকিবে। অতএব আপনি ব্যাকুল হইবেন না; সুস্থ হউন; উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করুন। ত্রিলোকে এরূপ পুরুষ জন্ম গ্রহণ করে নাই, করিবেও না, যে, যুদ্ধে রামচন্দ্রকে পরাজয় করিতে সমর্থ।

কিন্তু জানকী হতজ্ঞান হইয়াছিলেন; তিনি এই সকল কথা শ্রবণ পূর্ব্বক অশ্রু পরিত্যাগ করিতে করিতে আমাকে পরুষ বচনে প্রত্যুত্তর করিলেন, লক্ষ্মণ! তোমার অভিপ্রায় মন্দ; আমার প্রতি তোমার নিতান্ত আসক্তি জন্মিয়াছে; কিন্তু জানিবে, আমার স্বামীর প্রাণ নষ্ট হইলেও তুমি আমাকে আয়ত্ত করিতে পারিবে না। বোধ হয়, ভরতের প্রবর্ত্তনাতেই তুমি রামের অনুবর্ত্তন করিতেছ; সেই জন্যই আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়াও তুমি তাঁহার নিকট যাইতেছ না। তুমি মনে করিয়াছ যে, আমার ভ্রাতা বিনষ্ট হইলে জানকী আমাতে অনুরক্তা হইবে; কিন্তু রে গুপ্তচারিন পাপাত্মন! আমি তোমার কামনা কখনই পূর্ণ করিব না। নিশ্চয়ই তুমি ছিদ্রান্বেষণ জন্য প্রচ্ছন্ন ভাবে রামচন্দ্রের অনুবর্ত্তন করিতেছ; সেই জন্যই তাঁহার নিকট গমন করিতেছ না।

আর্য্য! বৈদেহীর এই প্রকার লোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার ক্রোধ জন্মিল; আমার নয়ন-যুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল! তৎক্ষণাৎ আমি আশ্রম হইতে বহির্গত হইলাম!

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এইরূপ কহিলে, রামচন্দ্র শোকে অভিভূত হইয়া উত্তর করিলেন, সৌম্য! যাহাই হউক, আশ্রম ত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিয়া তুমি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ! রাক্ষসগণের দমন জন্যই আমি এই বনে অবস্থিতি করিতেছি, জানিয়া শুনিয়াও তুমি জানকীর এই ক্রোধবাক্য জন্য আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে! জানকী স্ত্রীলোক, তাহাতে আবার ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; তুমি যে তাঁহার রূঢ় বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইতেছি না। লক্ষ্মণ! সীতা যাহা আদেশ করিয়াছিলেন, তুমি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাই সম্পাদন করিলে; কিন্তু তুমি আমার বাক্য রক্ষা করিলে না! এইরূপ বলিতে বলিতে রামচন্দ্র দুঃখ ও শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন; তাঁহার ভ্রম হইল, যেন এখনও তিনি সেই নিহত মারীচের নিকটেই অবস্থিতি করিতেছেন; এইরূপ ভাবিয়া তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, সৌমিত্রে! যে রাক্ষস মৃগরূপে ছলনা করিয়া আমাকে আশ্রম হইতে দূরে আনয়ন করিয়াছিল, ঐ সে আমার বাণে নিহত হইয়া শয়ন করিয়াছে।

তুমি দূর হইতে যে নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মৈথিলীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আগমন করিয়াছ, বাণে আহত হইয়া ঐ নিশাচরই আমার স্বর অনুকরণ করিয়া কাতর স্বরে সেই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিল।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে রঘুনন্দন রামচন্দ্র উটজ ভূমির সকল স্থান পুনর্ব্বার পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, সীতা পর্ণশালা-মধ্যে নাই। পর্ণশালার আর সে শোভা নাই; উহা হেমন্ত-কালীন পদ্মিনীর ন্যায় বিধ্বস্ত ও শ্রীহীন হইয়াছে। তরুরাজির অবস্থা দর্শনে বোধ হইল, উটজ স্থান যেন রোদন করিতেছে; পুষ্প সকল ম্লান; মৃগ ও পক্ষিগণ বিষণ্ণ; বনদেবতা সকল শ্রীবিহীন পরিম্লান আশ্রম-স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃগ-চর্ম্ম, কুশ, কুশাসন ও কট (তৃণাসন) সকল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

আশ্রম-স্থান এইরূপ শূন্য দেখিয়া রামচন্দ্র পুনঃপুন বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন; হায়! হয় ত সীতাকে কেহ হরণ করিয়াছে! না হয় তিনি জীবিত নাই; অথবা তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন; কিংবা রাক্ষস বা কোন হিংস্র জন্তু তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে! অথবা ভীরু সীতা ভয়প্রযুক্ত ভূগর্ভে বা বন-মধ্যে ত লুক্কায়িত হয়েন নাই? কিংবা তিনি ত ফল আহরণ বা পুষ্পচয়ন করিবার জন্য গমন করেন নাই? অথবা পদ্ম আহরণের কি জল আনয়নের নিমিত্ত নদীতেই যান নাই?

অনন্তর শোক-সংরক্ত-লোচন রামচন্দ্র অতীব যত্ন সহকারে ঐ সমুদায় স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুত্রাপি প্রিয়াকে প্রাপ্ত হইলেন না। তৎকালে তাঁহাকে উন্মত্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি শোকরূপ পঙ্ক-সাগরে অভিপ্লুত হইয়া, এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষ, পর্ব্বতের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশ, এবং নদীর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ধাবমান হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; এবং উন্মত্তের ন্যায় কহিতে লাগিলেন; কদম্ব! চারুমুখী সীতা তোমাদিগকে ভালবাসেন, তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক ত বল! বিল্ব! তুমি কি স্নিগ্ধ-পল্লব-কান্তি পীত-কৌশেয়-বসনা সেই বিল্বস্তনীকে দর্শন করিয়াছ? অর্জ্জুন বৃক্ষ! আমার প্রিয়া ক্ষীণাঙ্গী জনকতনয়া তোমাকে বড় ভালবাসেন, তুমি কি বলিতে পার, তিনি জীবিত আছেন কি না? মৈথিলীর ঊরু মরুবকের ন্যায় মসৃণ; স্পষ্টই দেখিতেছি, এই মরুবক তাঁহাকে জানে; সেই জন্যই এই বনস্পতি লতাপল্লব ও পুষ্পে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, এবং ভ্রমরগণ উহার সমীপে ঝঙ্কার করিতেছে। মরুবক! বৃক্ষের মধ্যে তুমিই প্রধান! তিলক-পুষ্পও সীতার প্রিয়; অতএব এই তিলক বৃক্ষ অবশ্যই তাঁহাকে জানে। শোক-নাশন অশোক! শোকে আমার সংজ্ঞা লোপ হইয়াছে; তুমি প্রিয়াকে দর্শন করাইয়া আমায় শীঘ্রই তোমার নামের অনুরূপ (অশোক) কর! তাল! যদি আমার প্রতি

তোমার দয়া থাকে, তাহা হইলে সেই পক্বতালস্তনী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরীকে দেখিয়াছ কি না বল! জম্বো! আমার জাম্বুনদ-সমপ্রভা প্রিয়াকে যদি দেখিয়া থাক, এবং তিনি কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, যদি জান, তাহা হইলে অসঙ্কুচিত চিত্তে আমাকে বল! অহো কর্ণিকার! তুমি আজি পুষ্পিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছ! আমার কর্ণিকার-প্রিয়া সাধ্বী প্রিয়াকে তুমি যদি দেখিয়া থাক ত বল!

মহাযশা রামচন্দ্র বনমধ্যে চূত, নীপ, মহাশাল, পনস, কুরব, দাড়িম, বকুল, পুন্নাগ, চন্দন ও কেতক বৃক্ষ দর্শন ও তাহাদের নিকটে গমন পূর্ব্বক উক্ত রূপে জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞানহীন বাতুলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। তিনি পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন, অথবা মৃগ! তুমি কি সেই মৃগশাবলোচনা জানকীর সংবাদ জান? মৃগ-লোচনা কান্তা কি মৃগীদিগের সহিত বিচরণ করিতেছেন? গজ! তাঁহার ঊরু তোমার শুণ্ডাকৃতি; তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? বোধ হয় তুমিই তাঁহার সংবাদ জান; বরবারণ! আমাকে বলিয়া দাও। শার্দ্দূল! আমার সেই চন্দ্রমুখী প্রিয়া জানকীকে যদি দেখিয়া থাক, তাহা হইলে নিঃশঙ্ক চিত্তে আমাকে বল; তোমার ভয় নাই।

প্রিয়ে! আর পলায়ন করিতেছ কেন? কমল-লোচনে! আমি তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি! তুমি কি জন্য বৃক্ষের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছ, আমার সহিত আলাপ করিতেছ না! সুন্দরি! দাঁড়াও, দাঁড়াও! আমার প্রতি কি তোমার দয়া হইতেছে না। এত অধিক পরিহাস করা ত তোমার স্বভাব নহে! আমায় অগ্রাহ্য করিতেছ কেন! সুন্দরি! আমি পীত-কৌশেয় বসন দর্শন করিয়াই তোমায় চিনিয়াছি! তুমি পলায়ন করিতেছ বটে, কিন্তু আমি তোমায় দেখিয়াছি! অতএব যদি আমার প্রতি তোমার প্রণয় থাকে ত দাঁড়াও। অথবা ইনি সীতা নহেন! সেই চারু-হাসিনীকে রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই বিনাশ করিয়াছে! নতুবা ইনি যদি সীতা হইতেন, তাহা হইলে আমার এতাদৃশ কষ্ট দর্শন করিয়াও কখনই অপেক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন না।

হায়! আমি প্রিয়ার নিকটে ছিলাম না; মাংসাহারী রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই প্রেয়সীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে! নিশ্চয়ই রক্ষোগ্রস্ত হইয়া সেই সুন্দর-দন্তোষ্ঠ-বিরাজিত সুনাসা-সুশোভিত সুচারু-কুন্তল-ভূষিত পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ বদন মণ্ডলের প্রভা লোপ পাইয়াছিল! কান্তার চন্দন-কান্তি গ্রীবা-ভূষণ-বিভূষিত সেই সুন্দর কোমল গ্রীবা রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই ভক্ষণ করিয়াছে! আহা! প্রিয়া তখন কতই বিলাপ করিয়াছিলেন! হস্তাভরণ ও অঙ্গদে অলঙ্কৃত, কম্পিতাগ্র-বিক্ষিপ্যমাণ, সেই কিসলয়-কোমল বাহুযুগল নিশ্চয়ই নিশাচরগণ ভক্ষণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই! অহো! আমি রাক্ষসদিগের ভক্ষণের জন্যই কি বালাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছিলাম! হায়! বন্ধুবান্ধব সত্ত্বেও পরিত্যক্তা

অনাথা কামিনীর ন্যায় রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে! হা মহাবাহো লক্ষ্মণ! তুমি কি কোন্ স্থানে প্রিয়াকে দেখিতে পাইতেছ? হা প্রিয়ে! হা ভদ্রে! হা সীতে! হা হৃদয়বল্লভে! হা বনবাস-সহচরি! হা রামময়-জীবিতে! হা পতিপ্রাণে! হা সুকুমারশরীরে! হা লাবণ্যময়ি! হা লোচনানন্দকরি! হা রাম-হৃদয়-নিলয়ে! হা হৃদয়নন্দিনি! হা স্নেহময়ি! তুমি কোথায় গমন করিলে!

বারংবার এই প্রকার বিলাপ করিয়া রামচন্দ্র এক বন হইতে অন্য বনে ধাবিত হইতে লাগিলেন; বেগে তিনি কোথাও উৎপতিত, কোথাও বা ভ্রমিত হইতে থাকিলেন; প্রিয়তমা সীতার অন্বেষণে তৎপর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন; কোন স্থানেই স্থির হইতে সমর্থ হইলেন না; বেগে বিবিধ বন, নদী, পর্ব্বত, প্রস্রবণ ও কাননে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

রঘুনাথ রামচন্দ্র এইরূপে গহন বনে প্রবিষ্ট হইয়া জানকীর উদ্দেশে সমস্ত বন ভ্রমণ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার আশা নিবৃত্ত হইল না। তিনি পুনর্ব্বার দৃঢ়তর পরিশ্রম সহকারে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

রাম-বিলাপ।

জনস্থান শূন্য, পর্ণশালা শূন্য, ও আসন সকল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দর্শন করিয়া, এবং চারিদিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সীতাকে দেখিতে না পাইয়া দশরথ-নন্দন রামচন্দ্র কাতর হইয়া নিতান্ত শুষ্কমুখে লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! জানকী কোথায়! কোন্ স্থানেই বা গমন করিয়াছেন! সৌমিত্রে! তপস্বিনীকে নিশ্চয়ই কেহ হরণ বা ভক্ষণ করিয়াছে!

জনস্থান যেন ক্রন্দন করিতেছে; চতুর্দ্দিকেই এই ভাব দর্শন পূর্ব্বক রামচন্দ্র দুই বাহু উত্তোলন ও উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া কহিতে লাগিলেন, সীতে! বৃক্ষের অন্তরালে লুকায়িত হইয়া যদি আমার সহিত পরিহাস করিবার ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে ক্ষান্ত হও, যথেষ্ট হইয়াছে; আর না! প্রিয়ে! আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি; আমার নিকট হইতে অন্যত্র থাকিয়া পরিহাস করিবার প্রয়োজন নাই।

লক্ষ্মণ! সীতা যে সকল বিশ্বস্ত মৃগশিশুর সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিতেন, দেখিতেছি, তাহারা সকলেই রহিয়াছে; কিন্তু আমার সীতা নাই! সীতা-বিরহে আমি জীবিত থাকিব না! সীতার হরণ জন্য অপার শোকে প্রাণত্যাগ করিয়া যদি আমি পরলোকে গমন করি, তাহা হইলে আমার পিতা মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই আমাকে বলিবেন,

রাম! তুমি আমার সমক্ষে যে বনবাসের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে; এক্ষণে সেই প্রতিশ্রুত কাল পূর্ণ না করিয়া কি জন্য তুমি আমার নিকট আগমন করিলে! আমার পিতা পরলোকে নিশ্চয়ই আমাকে বলিবেন, তুমি যথেচ্ছাচারী, অসাধু, মিথ্যাবাদী ও অধার্ম্মিক; তোমাকে ধিক্!

লক্ষ্মণ! কীর্ত্তি যেমন কপট ব্যক্তিকে, এবং অস্ত সময়ে প্রভা যেমন দিবাকরকে পরিত্যাগ করে, চারুবদনা সুচারুরদনা সুলোচনা হিতভাষিণী আমার সেই অধীশ্বরীও সেইরূপ আমাকে শোকাবেগে নিপীড়ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন!

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

রাম-বিলাপ।

দশরথ-তনয় রামচন্দ্র অসীম দুঃখে কাতর হইয়া এইরূপে জনস্থানের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়াও যখন জনক-নন্দিনীকে প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তিনি মহাপঙ্কে নিপতিত মহাগজের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। নরশ্রেষ্ঠ রঘুনাথ সীতা-বিয়োগ-জনিত দারুণ মহাদুঃখে মগ্ন হইয়া চিত্তে ধৈর্য্য ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি নব-বদ্ধ মহাগজের ন্যায় মহাশোকে আক্রান্ত ও কাতর হইয়া অজস্র ক্রন্দন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূন্য চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণ হিত-কামনায় তাঁহাকে পুনঃপুন বলিতে লাগিলেন; রঘুবীর! বিষণ্ণ হইবেন না; আপনি আমার সমভিব্যাহারে যত্ন ও চেষ্টা করুন; সৌম্য! এই বন বহু পাদপে উপশোভিত; সীতাও বন-সন্দর্শন-লোলুপা; কাননে সঞ্চরণ করিতে অত্যন্ত ভালবাসেন; হয় ত তিনি কোন বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবেন; না হয় কোন সুপুষ্পিত পদ্মবনে অথবা বেত্রবন-বেষ্টিতা মীন-ভূয়িষ্ঠা নদীতে গমন করিয়াছেন। অথবা পুরুষশ্রেষ্ঠ! বিদেহনন্দিনী আপনকার এবং আমার চিত্ত পরীক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে ভয় দেখাইবার অভিপ্রায়ে বনের কোন স্থানে লুক্কায়িত হইয়া আছেন। আপনি আমার সমভিব্যাহারে যত্ন ও চেষ্টা করুন; জানকী যে স্থানে রহিয়াছেন, আমরা অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশ্যই সেই স্থানে উপস্থিত হইব।

লক্ষ্মণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র অধিকতর উদ্‌যোগী হইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সীতার সন্দর্শন-প্রাপ্তি-কামনায় তাঁহারা উভয়েই বিবিধ বন, পর্ব্বত, নদী ও সরোবর সকল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে বহু-শৃঙ্গ-সম্পন্ন বহুবিধ-শতশত-ধাতুরাগ-রঞ্জিত পর্ব্বত এবং তত্রত্য কানন ও বন, সমস্তই অন্বেষণ করিলেন। তিনি ঐ পর্ব্বতের যাবদীয় সানু, গুহা ও শিখর, এবং পদ্মবন অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও সীতাকে প্রাপ্ত হইলেন না।

সমস্ত শৈল অন্বেষণ করিয়া অবশেষে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! এই

মনোহর পর্ব্বতে ত বিদেহ-নন্দিনীকে দেখিতেছি না।

এদিকে লক্ষ্মণও দণ্ডকারণ্যমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে রামচন্দ্রের ন্যায়ই দুর্ভর দুঃখভারে তাপিত হইয়া একান্ত-কাতর ভ্রাতাকে উত্তর করিলেন, মহারাহো! বলিকে বন্ধন করিয়া মহাবীর্য্য বিষ্ণু যেরূপ এই পৃথিবী লাভ করিয়াছিলেন, আপনিও অচিরেই সেইরূপ জনক-দুহিতা মৈথিলীকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন।

দুঃসহ-দুঃখভার-হতচেতন রামচন্দ্র মহাবীর লক্ষ্মণের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কাতর বচনে প্রত্যুত্তর করিলেন, তেজস্বিন! সমুদায় অরণ্য, পঙ্কজ-পরিশোভিত পদ্মবন, কন্দর ও নির্ঝর ভূয়িষ্ঠ শৈল, সমস্তই অন্বেষণ করিলাম; কিন্তু প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা বিদেহনন্দিনীকে কোথাও ত দেখিতে পাইলাম না!

রামচন্দ্র সীতা-হরণ জন্য শোকে কাতর ও দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে এইরূপে সমস্ত পর্ব্বত ও মহাবন অন্বেষণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল শোকতাপে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া পড়িল; এবং প্রাণ ও চেতনা স্তম্ভিত হইল। তিনি কাতর, দুঃখিত এবং শোকে সন্তপ্তচিত্ত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বার বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রাজীব-লোচন রামচন্দ্র, হা প্রিয়ে! কোথায় নিরুদ্দেশ হইলে! কোথায় রহিলে! বলিয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূমিতে নিপতিত হইলেন। তখন ভ্রাতৃ-বৎসল ধর্ম্মজ্ঞ লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু রামচন্দ্র প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর দর্শন না পাইয়া, লক্ষ্মণের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াই বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, দেব—ত্রৈলোক্যাধিপতে—শক্র—ইন্দ্র—পুরন্দর! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমার প্রেয়সী ভার্য্যা বহুক্ষণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন! যে সময়ে যুবা ব্যক্তি ভার্য্যা লাভ করিয়া একান্ত-আনন্দানুভব করে, এক্ষণে আমার সেই সময় উপস্থিত; কিন্তু প্রিয়তমা ভার্য্যা আমাকে পরিত্যাগ করিলেন! যূথভ্রষ্ট মাতঙ্গের ন্যায়, উৎসবান্তে নগরীর ন্যায় এবং হতযূপ যজ্ঞভূমির ন্যায়, আমার আবাস-স্থানের আর সে শোভা নাই! কেহ সর্ব্বস্ব হারাইয়া বা অমৃত পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যেরূপ শোক করে, জানকীকে হারাইয়া আমিও সেইরূপ অনুশোচনা করিতেছি!

ধর্ম্মাত্মা মহাবাহু কমল-লোচন রামচন্দ্র সীতার দর্শন না পাইয়া, শোকে হতচেতন হইয়া, এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলেন। তিনি কামে নিপীড়িত হইয়া সীতাকে না দেখিয়াও যেন দেখিয়াই বিলাপ-সহকৃত কাতর বচনে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! অশোক-পুষ্প তোমার অত্যন্ত প্রিয়; সেই জন্য তুমি অশোক-শাখায় নিজশরীর আবরণ করিয়া রহিয়াছ; কিন্তু তাহাতে আমার

শোক বৃদ্ধি হইতেছে! দেবি! তোমার কদলীকাণ্ড-সদৃশ উরুযুগল কদলী-বৃক্ষের অন্তরালে গোপন করিয়াছ; কিন্তু আমি দেখিতে পাইতেছি; অতএব তুমি গোপন করিতে পারিলে না। ভদ্রে! তুমি পরিহাস করিয়া কর্ণিকার-বনে লুক্কায়িত হইয়াছ! আর পরিহাসে প্রয়োজন নাই; পরিহাসে আমার বেদনা উপস্থিত হইতেছে; বিশেষত আশ্রমস্থানে পরিহাস করা বিধেয় নহে। প্রিয়ে! স্বভাবত তুমি যে পরিহাস করিতে ভালবাস, আমি তাহা জ্ঞাত আছি। বিশাল-লোচনে! এক্ষণে আগমন কর; তোমার এই পর্ণকুটীর শূন্য হইয়াছে!

লক্ষ্মণ! নিশ্চয়ই রাক্ষসেরা সীতাকে ভক্ষণ বা হরণ করিয়াছে! নতুবা আমাকে বিলাপ করিতে দেখিয়াও তিনি নিকটে আগমন করিতেছেন না কেন! দেখ এই সকল মৃগযূথ ক্রন্দন করিয়া যেন বলিয়া দিতেছে যে, নিশাচরগণ জানকীকে ভক্ষণ করিয়াছে! হা প্রেয়সি! হা আর্য্যে! হা সাধ্বি! হা বরবর্ণিনি! কোথায় গমন করিলে! হা দেবি! আজি কৈকেয়ীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল! হায়! আমি সীতা সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছিলাম, সীতা ব্যতীত প্রতিগমন করিয়া কিরূপে শূন্য অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করিব! লোকে আমাকে নির্বীর্য্য ও নির্দ্দয় বলিবে, সন্দেহ নাই। সীতাকে হারাইয়া, আমার নির্বীর্য্যতা স্পষ্টই প্রকাশ পাইল। আমি বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে মিথিলাধিপতি জনক যখন আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিতে আসিবেন, আমি তখন কি করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব! সীতা ব্যতীত আমাকে দর্শন করিয়া দুহিতৃ-স্নেহ-সন্তপ্ত বিদেহরাজ, কন্যা-বিনাশ-জন্য শোকে নিতান্ত তাপিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইবেন, সন্দেহ নাই। এ সময় পিতা দশরথ, যখন স্বর্গে বসতি করিতেছেন, তখন তিনিই ধন্য!

অথবা, আমি ভরত-পালিতা নগরীতে আর গমনই করিব না; সীতার বিরহে আমি স্বর্গকেও শূন্য জ্ঞান করি। অতএব লক্ষ্মণ! তুমি আমাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া শুভ অযোধ্যানগরীতে প্রতিগমন কর। সীতা ব্যতীত আমি কোন প্রকারেই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। তুমি আমার হইয়া ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিবে, রাম অনুমতি করিয়াছেন, তুমিই রাজ্য পালন কর। আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি আমার মাতা কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও কৌশল্যাকে যথাবিধানে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিবে। শত্রু-নিসূদন। তুমি সীতার ও আমার বিনাশের কথা আমার জননীকে বিস্তার পূর্ব্বক নিবেদন করিবে।

কানন-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুকেশী জানকীর দর্শন না পাইয়া রামচন্দ্র এইরূপ কাতরভাবে বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ভয়ে লক্ষ্মণেরও মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি মনোমধ্যে ব্যথিত এবং নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন।

প্রিয়া-বিরহিত রাজকুমার রামচন্দ্র, শোক মোহে নিপীড়িত ও একান্ত কাতর হইয়া ভ্রাতাকেও বিষাদিত করিয়া পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণতর শোকে নিমগ্ন হইলেন। তিনি বিপুল শোকে নিমগ্ন হইয়া বিলাপ সহকারে ক্রন্দন করিতে করিতে দীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকাভিপন্ন লক্ষ্মণকে ব্যসনানুরূপ বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন, লক্ষ্মণ! বোধ হয়, পৃথিবীতলে আমার ন্যায় দুষ্কৃতকারী আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই! দেখ, ধারাবাহিক ক্রমে শোকের পর শোক হৃদয় মন ভেদ করিয়া আমাকে আক্রমণ করিতেছে! পূর্ব্ব জন্মে আমি নিশ্চয়ই ইচ্ছা করিয়া উপর্য্যুপরি বিস্তর পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; এক্ষণে তাহারই পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে; সেই জন্যই আমাকে ক্রমাগত দুঃখের উপর দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে! রাজ্যনাশ, আত্মীয়-বিরহ, পিতার মৃত্যু এবং জননীর বিচ্ছেদ, লক্ষ্মণ! আমি যখনই এই সমস্ত চিন্তা করি, তখনই শোক-প্রবাহে পরিপূর্ণ হইয়া পড়ি! কিন্তু বিজন বনমধ্যে আগমন করিয়া সকল দুঃখই আমার একপ্রকার সহ্য হইয়াছিল; এক্ষণে কাষ্ঠ-সংযোগে সহসা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় সীতা-বিরহে আমার সমুদায় দুঃখই পুনর্ব্বার, এককালে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। নিশ্চয়ই কোন রাক্ষস আমার সেই ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে; সুস্বর-সংবাদিনী ভীরু সীতা আকাশ-পথে নীতা হইয়া ভয়-নিবন্ধন বার বার বিস্বরে কতই আর্ত্তনাদ করিয়াছেন! আহা! যাহাতে সুন্দর-দর্শন উৎকৃষ্ট হরিচন্দনই শোভা পায়, প্রিয়ার সেই পয়োধর-যুগল শোণিতপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছিল! আমার এখনও মৃত্যু হইতেছে না! তাঁহার আকুঞ্চিত-কেশপাশ-বেষ্টিত মুখমণ্ডল হইতে সুমিষ্ট সুস্পষ্ট মধুর আলাপ বহির্গত হইত; রাক্ষসের আয়ত্তাধীন হইয়া, রাহুমুখে নিপতিত চন্দ্রমার ন্যায় নিশ্চয়ই সে মুখের আর সে শোভা ছিল না! যাহা তার-হার-মালায় ভূষিত হইবার যোগ্য; রুধিরাশন নিশাচরগণ নিশ্চয়ই আমার পতিব্রতা প্রিয়ার সেই গ্রীবা নির্জ্জন স্থানে ছিন্ন করিয়া নিঃশেষে তাঁহার রুধির পান করিয়াছে! আমি নিকটে ছিলাম না; নির্জ্জন বনমধ্যে রাক্ষসেরা চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া যখন আকর্ষণ করিয়াছিল, তখন সেই আয়ত-কান্ত-লোচনা কাতর হইয়া নিশ্চয়ই কুররীর ন্যায় আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন! লক্ষ্মণ! সেই উদারশীলা চারুহাসিনী পূর্ব্বে এই শিলাতলে আমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সহাস্য বদনে তোমাকে কত কথাই কহিয়াছিলেন! আমার প্রিয়া, এই সরিদ্বরা গোদাবরীকে নিয়ত ভালবাসিতেন; ভাবিতেছি, হয় ত তিনি গোদাবরীতেই গমন করিয়া থাকিবেন! কিন্তু তিনি ত কখন একাকিনী গমন করেন না! পদ্মপলাশ-নয়না পদ্মমুখী কি পদ্মাহরণ জন্য গমন করিয়াছেন! তাহারও ত সম্ভাবনা নাই! তিনি ত কখন আমাকে না লইয়া একাকিনী পদ্ম আনয়নার্থ গমন করেন না! তবে কি তিনি পুষ্পিত-পাদপ-বহুল বিবিধ-বিহঙ্গম-নিষেবিত এই বনমধ্যেই প্রবেশ করিয়াছেন! তাহাও ত

সম্ভাবিত নহে! তিনি স্বভাবত ভীরু; একাকিনী গমন করিতে তাঁহার অত্যন্ত ভয় হয়।

ভো আদিত্য! লোকের পাপপুণ্য আপনকার অগোচর নাই; আপনি লোকের সত্যমিথ্যার সাক্ষী; আমার প্রিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন, অথবা কেহ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, বলুন? আমি শোকে অভিভূত হইয়াছি! বায়ো! নিয়ত আপনকার গোচর না হয়, ত্রিলোকে এরূপ কোন পদার্থই নাই; অতএব আপনি বলুন, আমার সেই কুলপালিনী কি জীবিত নাই! না কেহ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে! অথবা এখনও পথিমধ্যে লইয়া যাইতেছে?

রামচন্দ্র শোকের বশীভূত ও হত-চেতন হইয়া এই প্রকারে বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া মহাত্মা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ যুক্তিপথ অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে কালোচিত উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, আর্য্য! আপনি শোক পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করুন; সীতার অন্বেষণে উদ্‌যোগী হউন; ভূমণ্ডলে যাঁহারা উদ্‌যোগী, তাঁহাদিগকে অতি দুষ্কর কার্য্যেও কখন অবসন্ন হইতে হয় না।

উদ্রিক্ত-তেজা লক্ষ্মণ কাতর বচনে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন; কিন্তু রঘুকুল-ধুরন্ধর রামচন্দ্র একান্ত অধীর হইয়া তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না; সুতরাং তিনি পুনর্ব্বার ঘোরতর দুঃখে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র একান্ত-কাতর হইয়া দীন বচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! শীঘ্র গোদাবরীতে গমন করিয়া জানিয়া আইস, সীতা পদ্ম আনয়ন করিবার জন্য সেখানে গমন করিয়াছেন কি না।

রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ সত্বর-পাদ-ক্ষেপে রমণীয় গোদাবরী নদীতে পুনর্ব্বার গমন করিলেন; এবং সেই পবিত্রতোয়া স্রোতস্বিনী অন্বেষণ করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে কহিলেন, আর্য্য! আমি সমস্ত অবতরণ-স্থান(ঘাট)ই অন্বেষণ করিলাম; কিন্তু কুত্রাপি তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না; উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়াও উত্তর পাইলাম না। আর্য্য! ক্ষীণমধ্যা জানকী যে কোন্ স্থানে গমন করিয়াছেন, কোথায় বা অবস্থিতি করিতেছেন, কিছুই জানা যাইতেছে না; এক্ষণে তাঁহার দর্শন পাইলেই আমাদিগের সকল কষ্ট দূর হয়।

সন্তাপ-বিমোহিত দীন-চেতা রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বয়ং গোদাবরী নদীতে গমন করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া, সীতা কোথায়? সীতা কোথায়? বলিয়া ঐ নদীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বধার্হ রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছেন জ্ঞাত হইয়াও প্রাণিবর্গ অথবা গোদাবরী কেহই তাহা ব্যক্ত করিলেন না। অনন্তর প্রাণিগণ গোদাবরীকে বলিল, তুমি ইহাঁকে জানকীর সংবাদ প্রদান কর; কিন্তু রামচন্দ্র বিলাপ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেও গোদাবরী তাঁহাকে বলিয়া দিলেন না। দুরাত্মা

রাবণের সেই ভীষণ মূর্ত্তি এবং সেই দারুণ কর্ম্ম স্মরণ করিয়া গোদাবরী ভয়ক্রমেই জানকীর সংবাদ প্রদান করিতে সাহস করিলেন না।"

গোদাবরী, সীতা-বৃত্তান্ত-পরিজ্ঞান-বিষয়ে এইরূপে নিরাশ করিলে রামচন্দ্র সীতা-দর্শন-জন্য কাতর ও একান্ত-সমুৎসুক হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌম্য! এই গোদবরী ত কোন উত্তরই করিলেন না। লক্ষ্মণ! সীতা ব্যতীত মহারাজ জনকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমি কি প্রত্যুত্তর করিব! মাতাকেই বা কিরূপে ঈদৃশ অপ্রিয় সংবাদ দান করিব! আমি রাজ্য-হীন হইয়া বন্য ফল-মূল আহার পূর্ব্বক বনে কালযাপন করিতেছি; এই অবস্থায় যিনি আমার সর্ব্বশোকই অপনয়ন করিতেন, আমার সেই জানকী এক্ষণে কোথায় গমন করিলেন! একে আমি বন্ধুবান্ধব-বিহীন; তাহাতে আবার জানকীর দর্শন পাইব না; দেখিতেছি, আমার জাগ্রদবস্থায় রাত্রি সকল দীর্ঘ বোধ হইবে। যাহা হউক, যদি সীতাকে লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমি প্রহৃষ্ট হৃদয়ে এই গোদাবরী, জনস্থান এবং প্রস্রবণ-পর্ব্বতে বিচরণ করিব। বীর! এই সকল মহামৃগ বার বার আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে; ইহাদিগের ইঙ্গিত, দর্শনে বোধ হইতেছে, যেন ইহারা আমাকে কিছু বলিবার ইচ্ছা করিতেছে।

ঐ সকল মৃগ দর্শন করিয়া রামচন্দ্র উহাদিগের চেষ্টাদি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, মৃগগণ! সীতা কোথায়? নরেন্দ্র রঘুনাথ এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র মৃগগণ সকলেই সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখী হইয়া নভস্তল প্রদর্শন করিতে করিতে, সীতা হৃতা হইয়া যে দিকে গমন করিয়াছেন, সেই দিকেই গমন করিতে আরম্ভ করিল; এবং রামচন্দ্রের প্রতি এক এক বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

যে কারণে মৃগগণ আকাশপথ এবং ভূমির দিকে ও রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক পরক্ষণেই শব্দ করিয়া গমন করিতে লাগিল; লক্ষ্মণ তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাহাদিগের স্বরের অর্থ ও ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া, ধীমান লক্ষ্মণ কাতর হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কহিলেন, দেব! সীতা কোথায়? আপনি এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র যখন এই সকল মৃগ সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পৃথিবী, আকাশ-পথ ও দক্ষিণদিক প্রদর্শন করিতেছে; তখন চলুন, আমরা এই দক্ষিণদিকেই যাত্রা করি; তাহাতে সীতার কোন সংবাদ বা সাক্ষাৎ তাঁহারই দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইলেও যাইতে পারে। তাহাই হউক বলিয়া, শ্রীমান ককুৎস্থ-নন্দন রামচন্দ্র বসুধাতল নিরীক্ষণ করিতে করিতে দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন; লক্ষ্মণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

উভয় ভ্রাতা পরস্পর এইরূপ কথোপ-কথন পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, পথে পুষ্প-বৃষ্টি পতিত রহিয়াছে। মহীতলে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত দর্শন করিয়া মহাবীর রামচন্দ্র দুঃখিত হইয়া কাতর বচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! কানন-মধ্যে আমি

প্রদান করিলে জানকী যে সকল পুষ্প অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন; আমি চিনিতে পারিতেছি, এ সেই সকল পুষ্প। অনুমান হয়, আমার হিত-কামনাতেই, সূর্য্য, বায়ু এবং যশস্বিনী মেদিনী, এই পুষ্প সকল তদবস্থাতেই রক্ষা করিয়াছেন।

মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র, পুরুষ-শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে এই কথা কহিয়া, প্রস্রবণ-পর্ব্বতকে কহিলেন, পর্ব্বতরাজ! তুমি কি এই রমণীয় কানন-মধ্যে মদ্‌বিরহিতা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী রামাকে দর্শন করিয়াছ? সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে, ক্রুদ্ধ রামচন্দ্রও সেইরূপ পর্ব্বতকে আজ্ঞা করিলেন, পর্ব্বত! সেই হেমবর্ণা হেমাঙ্গী সীতাকে প্রদর্শন কর; নতুবা এখনই তোমার সমস্ত সানু চূর্ণ করিয়া ফেলিব।[৫২]

রামচন্দ্র এইরূপে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, পর্ব্বত চিহ্ন দ্বারা জানকীর সংবাদ প্রদান করিল, কিন্তু সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কিছুই বলিল না। তখন দাশরথি রামচন্দ্র পর্ব্বতকে কহিলেন, তুমি আমার বাণাগ্নি দ্বারা সর্ব্বথা দগ্ধ হইয়া এখনই ভস্মসাৎ হইবে; তৃণ দ্রুম বা পল্লব তোমাতে কিছুই থাকিবে না; সুতরাং তোমার কোন স্থানেই আর কোন জীবই বাস করিবে না। আর লক্ষ্মণ! সেই চন্দ্রবদনা সীতা কোথায়! এই গোদাবরী যদি আমাকে না বলিয়া দেয়, তাহা হইলে আজি আমি ইহাকেও শোষণ করিব।

এই প্রকারে ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্র দৃষ্টি দ্বারা যেন দগ্ধ করিতেই লাগিলেন। ইতিমধ্যে তিনি দেখিতে পাইলেন, ভূপৃষ্ঠে রাক্ষসের সুবিস্তৃত পাদ-চিহ্ন পতিত রহিয়াছে; এবং রাক্ষস কর্তৃক অনুধাবিত ও ত্রস্ত হইয়া রাম-দর্শনাভিলাষে জানকী যে ইতস্তত ধাবিত হইয়াছিলেন, তাঁহারও চরণ-চিহ্ন সকল পতিত রহিয়াছে।

সীতা ও রাক্ষসের পাদ-চিহ্ন এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভগ্ন ধনু, তূণীর ও রথ সন্দর্শন করিয়া রামচন্দ্র চঞ্চল-চিত্ত হইয়া, প্রিয় ভ্রাতাকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! নিকটে আগমন কর; রাক্ষসের প্রকাণ্ড পদ-চিহ্ন দর্শন কর; পর্ব্বতকে অনর্থক তর্জ্জন করিয়াছি; সীতা গিরি-কন্দরে নাই! দেখ লক্ষ্মণ! জানকীর অলঙ্কারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবর্ণ-খণ্ড এবং বিবিধ মাল্য ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! সৌমিত্রে! দেখ, কাঞ্চন-বিন্দু-সঙ্কাশ বিবিধ-বর্ণ রুধির-বিন্দু পৃথিবীতলের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছে! লক্ষ্মণ! অনুমান হয়, কামরূপী রাক্ষসগণ জানকীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন, না হয় ভক্ষণ করিয়াছে! দেখ, সৌমিত্রে! সীতার নিমিত্ত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া এই স্থানে দুই রাক্ষসের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল! সৌম্য! কাহার এই মণি-মুক্তা-খচিত সুভূষিত মনোরম মহাধনু ভগ্ন হইয়া পৃথিবী-পৃষ্ঠে নিপতিত রহিয়াছে! বৎস! উহা কি রাক্ষসের না দেবগণের? বৈদূর্য্য-মণি দ্বারা অলঙ্কৃত বালসূর্য্য-প্রতিম এই কাহার কাঞ্চন-কবচ বিশ্লিষ্ট হইয়া ভূমিতলে বিকীর্ণ রহিয়াছে! দিব্য-মাল্যোপশোভিত শত-শলাকা-সম্পন্ন ছত্র ও দণ্ড ভগ্ন হইয়া ভূমিতে নিপাতিত হইয়াছে! ইহাই বা কাহার?

কাহার এই সকল কাঞ্চনময়-কবচধারী পিশাচ-বদন ভীষণ-মূর্ত্তি মহাকায় অশ্বতর রণস্থলে নিহত হইয়াছে! সমর-ধ্বজ-সমন্বিত প্রদীপ্ত-পাবকপ্রতিম দ্যুতিমান এই কাহার সাংগ্রামিক রথ ভগ্ন ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে! কাহারই বা এই সকল সুবর্ণ-বিভূষিত চতুঃশতাঙ্গুল-পরিমিত ভীষণ-দর্শন বাণ ভগ্ন হইয়া বিকীর্ণ রহিয়াছে! দেখ, লক্ষ্মণ! এই কাহার শরপূর্ণ তূণীরদ্বয় চূর্ণীকৃত হইয়াছে! এই বা কাহার সারথি কশা ও রশ্মি হস্তে নিপাতিত হইয়াছে! নিশ্চয়ই এই পথে কোন রাক্ষস-বীর সঞ্চরণ করিয়াছে! অতএব সৌম্য! দেখ, পূর্ব্বে অতি-নিষ্ঠুর-হৃদয় কামরূপী রাক্ষসগণের সহিত আমার যে শত্রুতা জন্মিয়াছিল, এক্ষণে তাহাদিগের নিধনের নিমিত্ত উহা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। তাহারা তপস্বিনী জানকীকে হয় হরণ, না হয় ভক্ষণ করিয়াছে; অথবা তিনি স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই!

অনন্তর লক্ষ্মণ, প্রত্যাগত পরাজিত বীরের ন্যায়, সলজ্জভাবে নিকটে উপস্থিত হইলেন দেখিয়া রামচন্দ্র মহাশরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে যম, বা দুরতিক্রমণীয় কাল, আমি জীবিত থাকিতে কেহই তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। বোধ হয়, রাক্ষস সীতাকে লইয়া অন্তরীক্ষ-পথেই গমন করিয়াছে; অতএব দেখিতেছি, সেই পথে আমাদিগের গমন করা অসম্ভব। অথচ, এই স্থানে কিরূপে কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করি! লক্ষ্মণ! কোন্ দিকেই বা গমন করি! যে দিকে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, সে দিকও ত জানিতে পারিতেছি না!

অমোঘ-বিক্রম লক্ষ্মণ, শোকাগ্নি-সন্তপ্ত রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! পণ্ডিত ব্যক্তি বিপদে পতিত হইলে বুদ্ধিই অবলম্বন করেন; আর বালকই বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে জলে শিলার ন্যায় নিমগ্ন হয়। সে, শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে; তখন দারুণ মনোব্যথা তাহাকে আক্রমণ করে; তাহার বুদ্ধি উত্তরোত্তর বিমূঢ় হইতে থাকে; সুতরাং সে শোক হইতে উদ্ধার হইতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি বিপৎকালেও সম্যক্ বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিতে সমর্থ, তিনিই প্রধান পণ্ডিত; তিনিই প্রধান বিজ্ঞ। আর্য্য! আপনি ভার্য্যার জন্য এরূপ অবিজ্ঞের ন্যায় বিমুগ্ধ হইতেছেন কেন!

লক্ষ্মণের ঈদৃশ উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোক-সন্তপ্ত-চেতা রামচন্দ্র উত্তর করিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, আমি তদনুরূপ আচরণ করিতেই যত্নবান হইলাম।

ঊনসপ্ততিতম সর্গ।

রামকোপ।

রামচন্দ্র স্বভাবত শান্তমূর্ত্তি হইলেও তৎকালে সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; বোধ

হইল, যেন চন্দ্রমা চন্দ্রিকা প্রতিসংহরণ পূর্ব্বক জ্বলন্ত সূর্য্যের ন্যায় উদয় হইলেন।

এইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া দাশরথি রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, লক্ষ্মণ! সর্ব্ব-ভূতাত্মা ধর্ম্ম নিশ্চয়ই আমায় অবজ্ঞা করিতেছেন; রাজনন্দন! আমার দয়ালুতা ও শান্তভাব দর্শনে একান্ত-মৃদুবোধে হেয়-জ্ঞান করিয়াই ধর্ম্ম আমায় উপেক্ষা করিতেছেন। দেখ, আমি স্বধর্ম্মকে প্রধান করিয়াই রাজ্য এবং শোকাতুরা জননীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই দণ্ডক-বনে প্রবেশ করিয়াছি; সজ্জনানুমোদিত ধর্ম্মপথের অনুবর্ত্তী হইয়াই পিতৃবাক্য পালন করিতেছি; কিন্তু কি, আশ্চর্য্য! মহাবন-মধ্যে ম্রিয়মাণা সীতাকে ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন না। সৌমিত্রে! ধর্ম্মই যে ব্যক্তির সারসর্ব্বস্ব, তাহার যখন ধর্ম্মসেতু ভগ্ন হয়, তখন সে সুতরাং খিন্নমনা হইয়া নাস্তিক হইয়া উঠে। লক্ষ্মণ! সীতাই যখন ভক্ষিতা বা হৃতা হইলেন, তখন দেবতারা আর কোন্ কার্য্য দ্বারা আমার ইষ্টসাধন করিবেন! লক্ষ্মণ! শৌর্য্যশালী ভূত-ভাবন ভগবান ভবানীপতি দেবাদিদেব মহাদেবও যদি নিরতিশয় ভূতানুকম্পা নিবন্ধন তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সকল প্রাণীই তাঁহাকেও অজ্ঞানবশত অবজ্ঞা করিয়া থাকে। আমি মৃদু-স্বভাব, লোকের হিত-সাধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত এবং জিতেন্দ্রিয়; আমি সকলকেই কৃপা-দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া থাকি; নিশ্চয়ই সেই কারণে দেবগণ আমায় বীর্য্যহীন ও অকর্ম্মণ্য জ্ঞান করিয়াছেন। দেখ, লক্ষ্মণ! সর্ব্বভূতের অজ্ঞানতাবশতই গুণ সমুদায় আমাতে দোষ হইয়া উঠিয়াছে! ইহাতে এক্ষণে ত্রিলোকের অমঙ্গলই হইবে। সৌম্য! যে সেই তপস্বিনী সীতাকে হরণ কি ভক্ষণ করিয়াছে, যদি তাহাকে দেখিতে পাই, তাহা হইলেই ত্রিলোকের মঙ্গল; লক্ষ্মণ! যদি সীতা জীবিত থাকেন, তাহা হইলেই লোকের কুশল; আর যদি তাঁহার নাশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিবে, অখিল ব্রহ্মাণ্ডও বিনষ্ট হইয়াছে। রাজ-কুমার! অদ্য আমার হস্তে কি যক্ষ, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কি কিন্নর, কি মনুষ্য, কেহই নিষ্কৃতি পাইবে না। দেখ, লক্ষ্মণ! আজি আমি নিশিত শরনিকর দ্বারা আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করিতেছি; আজি আমি ত্রিলোকের গতিবিধি রোধ করিব; ত্রিলোক ধ্বংস করিব। আজি গ্রহগণ রুদ্ধ, নিশাকর নিবারিত, অনল অনিল ও দিবাকরের তেজ বিলুপ্ত, ত্রিজগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, শৈলাগ্র বিচূর্ণিত, জলাশয় শুষ্যমাণ, বৃক্ষ লতা ও গুল্ম বিধ্বস্ত এবং সাগর শোষিত হইবে। সৌমিত্রে! আমি মানুষ; কিন্তু আজি আমি সীতার জন্য অনলশিখা-সদৃশ সায়ক-সমূহ দ্বারা অতিমানুষদিগকেও ব্যতি-ব্যস্ত করিব। লক্ষ্মণ! যদি দেবগণ কুশলে কুশলে আমার সীতাকে প্রদান না করেন, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই তাঁহারা আমার পরাক্রম দর্শন করিবেন। সৌমিত্রে! আকাশে যে সমস্ত ভূত বাস করেন, আমার শরাসন-নিক্ষিপ্ত সরলগামী সায়ক দ্বারা তাঁহারা

সকলেই এখনই বিনষ্ট হইবেন। জানকীর জন্য আজি আমি আকর্ণ-বিমুক্ত দুর্দ্ধর্ষ শরনিকর দ্বারা জীবলোক পিশাচশূন্য ও রাক্ষসশূন্য করিব। আজি দেবগণ আমার রোষ-নিক্ষিপ্ত শাণিতাগ্র সুদূরপাতী শিলীমুখ-সমূহের বল সন্দর্শন করিবেন। লক্ষ্মণ! আমার পরাক্রম দেখ; আজি আমার ক্রোধে কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি রাক্ষস, কেহই জীবিত থাকিবে না। অতিক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায়, আজি আমি প্রলয়াগ্নি-সমস্পর্শ সায়ক-সমূহ দ্বারা জগতের স্থিতি লোপ করিব। মৃত্যু, যম, কাল এবং বিধাতার ন্যায় আজি আমি রাক্ষসকুল সংহার করিব। অধিক কি, যিনি রাক্ষস-সমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন, আজি আমি তাঁহাকেও সংহার করিতে ক্রটি করিব না। লক্ষ্মণ! ঘোর দাবাগ্নি যেমন পর্ব্বতকে প্রদীপিত করে, সীতা-হরণ-জন্য বিপুল শোকও সেইরূপ আজি আমাকে প্রদীপিত করিতেছে। অদ্য হঠাৎ আমার যেরূপ ক্রোধ উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে আজি আমি নিশ্চয়ই শরসমূহ দ্বারা সমুদায় জগৎ সংহার করিব। আজি যদি ত্রিদশগণ হৃতা জানকীকে আমায় সহজে প্রদান না করেন, তাহা হইলে আজি ত্রিলোক যুদ্ধে আমার পরাক্রম দর্শন করিবে। আজি প্রদীপ্তমুখ পন্নগের ন্যায় মদীয় শরনিকর দ্বারা খণ্ড খণ্ড হইয়া লোক সকল দলে দলে নিপতিত হইবে। লক্ষ্মণ! আমি যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া এই শরাসন সন্ধান করিয়াছি, তাহাতে তুমি অবিলম্বেই দেখিতে পাইবে, জগৎ রাক্ষস-শূন্য হইয়াছে। লক্ষ্মণ! আমি এই অবমাননা কোনক্রমেই সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না; অখিল ব্রহ্মাণ্ড, এবং যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকেও আজি আমি সংহার করিব।

লক্ষ্মণ! আমি যদি আজি সুরূপা সহধর্ম্মিণী প্রিয়তমা ভার্য্যাকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য ও রাক্ষসগণের সহিত এই সশৈল নিখিল জগৎ আজি আমি বিপর্য্যস্ত করিব।

সপ্ততিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ-বাক্য।

রামচন্দ্র সীতা-হরণ-জন্য শোকে কাতর হইয়া ঐ প্রকার বলিতে লাগিলেন; তিনি সাক্ষাৎ সম্বর্ত্তক অনলের ন্যায় জগৎ ধ্বংস করিতে উদ্যুক্ত হইলেন, এবং দক্ষ-যজ্ঞে যজ্ঞ-পশু-সংহননেচ্ছু ক্রুদ্ধ রুদ্রদেবের ন্যায় বার বার জ্যাযুক্ত শরাসন আস্ফালন ও ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের তাদৃশ অদৃষ্ট-পূর্ব্ব কোপ সন্দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শুষ্ক মুখে তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, আর্য্য! আপনি চিরকালই শান্ত, দান্ত ও সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনে নিরত; অতএব, এক্ষণে শোকের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করা, আপনকার উচিত হইতেছে না। চন্দ্রে লক্ষ্মী, সূর্য্যে প্রভা, অনিলে গতি, আর পৃথিবীতে ক্ষমা যেরূপ নিয়ত বর্ত্তমান; সেইরূপ

আপনাতেও অবিচ্ছিন্ন যশঃ-পরম্পরা নিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমি শশিনিভাননা জনক-নন্দিনী বৈদেহী সীতাকে হিত বাক্যই বলিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি কোনক্রমেই তাহা গ্রাহ্য করেন নাই; প্রত্যুত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অযোগ্য নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছিলেন। তাঁহার সেরূপ বাক্যের প্রত্যুত্তর করিতে আমার কোন রূপেই সামর্থ্য হয় নাই। আর্য্য! সীতা যাও যাও বলিয়া বারংবার আদেশ করাতেই আমি অগত্যা তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া আপনকার নিকটে গমন করিয়াছিলাম!

আর্য্য! জানি না, কাহার এই অস্ত্রশস্ত্র-পরিপূর্ণ সপরিচ্ছদ সাংগ্রামিক রথ কি জন্য কে ভগ্ন করিয়াছে! আর্য্য! দেখিতেছি, এই স্থান রথ-চক্রে খণ্ডিত এবং রুধির-বিন্দুতে সিক্ত হইয়াছে; ইহাতেই অনুমান হইতেছে, এই স্থানে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু অধিক সৈন্য যে এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে, এরূপ পদ-চিহ্ন দেখিতেছি না; সুতরাং নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দুই এক জন পরস্পর পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল। অতএব একের অপরাধে ত্রিলোক উৎসাদন করা আপনকার কর্ত্তব্য হয় না। রাজগণ স্বভাবতই মৃদুস্বভাব ও শান্তপ্রকৃতি; তাঁহারা যুক্তি-অনুসারেই যথা-সময়ে দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। আর্য্য। কেবল বন আর পর্ব্বত সকল লইয়া রাজত্ব হয় না; অতএব সর্ব্ব-প্রাণি-বিনাশ-রূপ দণ্ডবিধান করা কোনক্রমেই আপনকার কর্ত্তব্য হইতেছে না।

আর্য্য! আপনি যখন শরণ-প্রার্থী সর্ব্ব-ভূতের শরণ্য, তখন কে আপনকার এই জায়া-বিয়োগে দুঃখিত না হইবে! যজ্ঞে দীক্ষিত সাধুগণ যেমন যজমানের অনিষ্ট করেন না; নদী, সাগর, পর্ব্বত, কি দেব, গন্ধর্ব্ব বা দানবগণও সেইরূপ আপনকার বিপ্রিয়াচরণ করিবে না। মহাবীর! যে আপনকার সীতাকে হরণ করিয়াছে, আমাকে সঙ্গে লইয়া শরাসন হস্তে উদ্‌যোগ সহকারে তাহারই অন্বেষণ করা আপনকার উচিত হইতেছে। আর্য্য! আসুন আমরা সমস্ত সাগর, পর্ব্বত, বন, বিবিধাকার গুহা, বিল এবং সরোবর, সমস্তই তন্ন-তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়া দেখি। যে পর্য্যন্ত আপনকার ভার্য্যাপহারীকে প্রাপ্ত হওয়া না যাইবে, সে পর্য্যন্ত আমরা ইতস্তত দেব, দানব এবং যক্ষদিগেরও অনুসন্ধান করিব। কোশলরাজ! দেবেশ্বরগণ যদি একান্তই সেই পাপিষ্ঠকে প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলেই তখন কালোচিত অনুষ্ঠান করিবেন। উপস্থিত বিষয়ে ধর্ম্মানুসারে যাহা কর্ত্তব্য, অগ্রে সর্ব্ব-লোকের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সেইরূপই আচরণ করুন; পশ্চাৎ নারাচ-নিকর দ্বারা রাক্ষস-কুলের সহিত সমস্ত জগৎ উৎসন্ন করিবেন।

মহাবাহো! সাম ও বিনয়াদি উপায় দ্বারা আপনি যদি আপনকার প্রিয়া জানকীকে প্রাপ্ত না হয়েন, তাহা হইলেই মহেন্দ্র-বজ্র-সদৃশ উৎকৃষ্ট শরনিকর দ্বারা ত্রিলোক ধ্বংস করিবেন।

একসপ্ততিতম সর্গ।

রামানুনয়।

মহাবীর লক্ষ্মণের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রামচন্দ্র যুক্তিযুক্ত বোধে তাহা গ্রহণ করিয়া বিবিধ বন অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মণ কক্ষে তরবারি বন্ধন ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক উদ্যতায়ুধ হইয়া শোকাতুর অগ্রজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে ক্ষুধা ও পিপাসায় পরিশ্রান্ত, ক্রোধে বিলাপে ও শোকে সমাকুল, সীতা-হরণ-জন্য দুঃখে অভিভূত একান্ত-কাতর ও ব্যথিতান্তঃকরণ এবং দৃষ্টি-বিষ সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর দেখিয়া পুনর্ব্বার যুক্তিযুক্ত তথ্য-বাক্যে বলিতে লাগিলেন, মহাবাহো! আশ্বস্ত হউন; আপদ্ সকল প্রাণীকেই অনলের ন্যায় স্পর্শ করে; কিন্তু পরক্ষণেই আবার অপগত হইয়া থাকে। কাকুৎস্থ! এই উপস্থিত দুঃখ যদি আপনকার ন্যায় মহাত্মা সহ্য না করেন, তাহা হইলে অল্প-প্রাণ সামান্য মনুষ্য কি করিয়া সহ্য করিবে! নরব্যাঘ্র! আপনি যদি ক্রুদ্ধ হইয়া তেজে ত্রিলোক দগ্ধ করেন; তাহা হইলে প্রজাগণ কাতর হইয়া আর কাহার শরণাপন্ন হইবে!—কোথায় শান্তি লাভ করিবে! আর্য্য! নহুষের তনয় যযাতি স্বীয় সৎকর্ম্ম-পরম্পরায় শক্র-সাযুজ্য লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্নীতি-নিবন্ধন তিনিও পশ্চাৎ পৃথিবী-তলে পতিত হয়েন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, যিনি আমাদিগের কুল-পুরোহিত, তাঁহার ঔরসে এক শত তপঃ-পরায়ণ পুত্র জন্মিয়াছিলেন; কিন্তু পশ্চাৎ সকলেই বিনষ্ট হয়েন। নরব্যাঘ্র! শুনিতে পাওয়া যায়, ইন্দ্রাদি দেবলোকেরও ক্ষয়োদয় আছে; অতএব আপনকার ন্যায় মহাত্মার ঈদৃশ শোক করা কোনক্রমেই উচিত হইতেছে না। দেব! জানকী যদি যথার্থই নিরুদ্দেশ বা নিহত হইয়া থাকেন, তথাপি ইতর-সাধারণ জনের ন্যায় শোকে অভিভূত হওয়া আপনকার কর্ত্তব্য হয় না। যাঁহারা আপনকার ন্যায় নিয়ত-তত্ত্বদর্শী; তাঁহারা কখনই শোক করেন না; অতি মহাবিপদেও তাঁহারা বিবেচনা পূর্ব্বক ইতি-কর্ত্তব্যতা-নিরূপণ করিয়া থাকেন। মহাবীর! যাঁহারা গুণ-দোষ বিবেচনা না করিয়া কেবল আগ্রহ সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, পরিণামে কখনই তাঁহাদিগের সেই কার্য্যের শুভ ফল উৎপন্ন হয় না। আর্য্য! আমি আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি মাত্র; উপদেশ প্রদান করিতেছি না; সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধি-সম্পন্ন হইলেও আপনাকে উপদেশ প্রদান করে, এরূপ যোগ্যতা কাহারো নাই। আপনকার বুদ্ধি ত্রিলোকের অগম্য; তবে শোকে এইরূপ প্রসুপ্ত হইয়াছে বলিয়াই আমি উহা প্রবোধিত করিয়া দিতেছি মাত্র।

রঘুশ্রেষ্ঠ! আপনি নিজের দিব্য ও মানুষিক অস্ত্রশস্ত্র ও পরাক্রম পর্য্যালোচনা করিয়া শত্রুনাশ-বিষয়ে যত্নবান হউন। পুরুষশ্রেষ্ঠ!

আপনকার সর্ব্বলোক সংহার করিবার প্রয়োজন কি ? যে পাপিষ্ঠ আপনকার শত্রু, কেবল তাহারই অনুসন্ধান করিয়া তাহাকেই বিনাশ করা আপনকার কর্ত্তব্য হইতেছে।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

জটায়ু-দর্শন।

মহাত্মা লক্ষ্মণ এইরূপ যুক্তি-সঙ্গত সারগর্ভ বাক্য বলিলে সারগ্রাহী মহাবাহু রামচন্দ্র তাহা গ্রহণ করিলেন। তখন তিনি নিতান্ত-বর্দ্ধিত নিজ ক্রোধ সংযমন পূর্ব্বক বিচিত্র শরাসনে দেহ-ভার রক্ষা করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, নরব্যাঘ্র! এক্ষণে করি কি! কোথায়ই বা গমন করি! লক্ষ্মণ! আমি কি উপায়ে সেই সুরসুতা-সদৃশী সীতার দর্শন লাভ করিব!

ধর্ম্ম-পরায়ণ রামচন্দ্র দুঃখে কাতর হইয়া এই প্রকার বলিতেছেন দেখিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে পুনর্ব্বার আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন, আর্য্য! পুনর্ব্বার এই জনস্থান সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অন্বেষণ করা আপনকার কর্ত্তব্য হইতেছে। জনস্থান বহু রাক্ষসে সমাকীর্ণ; নানা প্রাণী ইহাতে বাস করে। এই স্থানে বিবিধ গিরিদুর্গ ও শিলাচ্ছাদিত নির্ঝর, বিবিধ দ্রুমলতায় সমাচ্ছন্ন বিবিধাকার গুহা এবং কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণের আলয় আছে; উদ্‌যোগী হইয়া আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই সকল অন্বেষণ করা আপনকার উচিত হইতেছে। পর্ব্বত যেমন বায়ুবেগে কম্পিত হয় না; আপনকার ন্যায় ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাত্মা মহাপুরুষগণও সেইরূপ মনোব্যথায় বিচলিত হয়েন না।

লক্ষ্মণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রামচন্দ্র ভীষণ সশর মহাশরাসন ধারণ করিয়া সন্দিহান চিত্তে তাঁহার সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা ভূপতিত, পর্ব্বত-শৃঙ্গাকার, রুধিরাক্ত-কলেবর, ছিন্নপক্ষ, পক্ষিরাজ জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। পর্ব্বতাকার সেই পক্ষীকে দর্শন করিয়াই রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই রাক্ষসই বিদেহ-নন্দিনী সীতাকে ভক্ষণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে, এই রাক্ষস পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া কাননমধ্যে পরিভ্রমণ করে; এক্ষণে বিশালাক্ষী সীতাকে ভক্ষণ করিয়া সুখে শয়ন করিয়া আছে। লক্ষ্মণ! সহস্রলোচন ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন বজ্র দ্বারা মহাপর্ব্বত চূর্ণ করিয়াছিলেম, আমিও তেমনি প্রজ্বলিতাগ্র সরলপাতী শরনিকর দ্বারা অবিলম্বেই ইহাকে সংহার করিব।

এই কথা বলিয়াই রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসনে শর সন্ধান পূর্ব্বক অধীর-পদ-বিক্ষেপে মেদিনী কম্পিত করিয়া পক্ষীর নিকট ধাবিত হইলেন। তখন একান্ত-কাতর পক্ষিরাজ জটায়ু, মুখ দ্বারা রুধির বমন করিতে করিতে বিক্লব বচনে ক্রুদ্ধ রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাম! —রাম!—রাজকুমার! তুমি ওষধির ন্যায় বনমধ্যে যাঁহার অন্বেষণ করিতেছ, দুরাত্মা রাবণ সেই সীতা, এবং আমার প্রাণ উভয়ই হরণ

করিয়াছে। রাঘব! তুমি এবং লক্ষ্মণ নিকটে না থাকায়, বলবান রাক্ষস যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। বৎস! দেখিয়াই আমি সীতার নিকটে উপস্থিত হইলাম; এবং রণে রথ ভগ্ন করিয়া রাবণকেও ভূমিতলে পাতিত করিয়াছিলাম। ঐ দেখ তাহার ধনু ভগ্ন ও ছত্র চূর্ণীকৃত হইয়াছে। রাম! আমি তাহার এই যুদ্ধ-রথ ভগ্ন করিয়াছি। পক্ষ তুণ্ড ও নখ দ্বারা অতি ভীষণ ভাবে তাহার গাত্র ক্ষত-বিক্ষত করিয়া আমি এই স্থানে বারংবার নিযুদ্ধ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি বৃদ্ধ; সুতরাং অবশেষে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম; তখন রাবণ আমার পক্ষদ্বয় ছেদন করিয়া বৈদেহীকে ক্রোড়ে লইয়া আকাশ-পথে উত্থিত হইল! সীতাকে রক্ষা করিতে গিয়া আমি নিযুদ্ধে রাবণের হস্তে নিহত হইয়াছি! পূর্ব্বেই আমায় রাক্ষসে বিনাশ করিয়াছে, অতএব আর বিনাশ করা তোমার উচিত হয় না।

গৃধ্ররাজ জটায়ু এইরূপ কহিলে, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। জটায়ু একাকী একায়ন[৫৩] দুর্গম পথে পতিত হইয়া অতীব কষ্টে নিশ্বাস গ্রহণ করিতেছেন দেখিয়া রামচন্দ্র দুঃখিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! আমার কি অলক্ষ্মীই উপস্থিত! দেখ, রাজ্যনাশ এবং বনে বাস হইল; পিতা স্বর্গারোহণ করিলেন; সীতা অপহৃতা হইলেন; এবং পিতৃকল্প এই পক্ষিরাজও নিহত হইলেন! আমার এতদূর অলক্ষ্মী, এতদূর দুর্ভাগ্য যে, ইহা সর্ব্বদাহক অগ্নিকেও দগ্ধ করিতে পারে! আমি যদি জলের জন্য লবণ-সাগরেও গমন করি; নিশ্চয়ই সেই নদনদী-পতি সাগরও আমাকে দর্শন করিয়াই শুষ্ক হইবেন! চরাচর ব্রহ্মাণ্ডে আমা অপেক্ষা হত-ভাগ্য আর দ্বিতীয় নাই! আমি মহতী ব্যসন-বাগুরায় বিজড়িত হইয়াছি! আমারই ভাগ্য-বিপর্য্যয় বশত আমার পিতার সখা এই বৃদ্ধ পক্ষিরাজও নিহত হইয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন!

রামচন্দ্র এই প্রকার বলিয়া লক্ষ্মণ সমভি-ব্যাহারে পিতৃস্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক হস্ত দ্বারা পক্ষিরাজের গাত্র স্পর্শ করিতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

জটায়ু-সংস্কার।

উগ্রকর্ম্মা রাবণ কর্ত্তৃক পক্ষিরাজ জটায়ু ভূমিতে নিপাতিত হইয়াছেন দেখিয়া রামচন্দ্র, বন্ধু-বৎসল লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! আমারই কার্য্য সাধনের জন্য চেষ্টা করিয়া এই বিহঙ্গমরাজ যুদ্ধে রাক্ষসের হস্তে নিহত হইয়া দুস্ত্যজ প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছেন, সন্দেহ নাই! ইঁহার জীবন শেষ হইয়াছে; ইনি অতিকষ্টে প্রাণ ধারণ করিতেছেন! দেখি-তেছি, ইনি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ি-য়াছেন; ইঁহার স্বর রহিত, এবং শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে; ইনি ঘনঘন নিশ্বাস ত্যাগ

[৫৩] যে পথে একজন মাত্র চলিতে পারে।

করিতেছেন! অতএব, যতক্ষণ ইহাঁর চৈতন্য আছে, এবং যতক্ষণ ইহাঁর কথা কহিবার সামর্থ্য আছে, তাহার মধ্যেই ইহাঁকে সীতা ও রাক্ষসরাজের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করি।

রামচন্দ্র এইরূপ বলিয়া গৃধ্ররাজকে কহিলেন, জটায়ো! যদি আপনকার আর কথা কহিবার সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে সীতার বার্ত্তা এবং নিজের বধবৃত্তান্ত বিশেষরূপে বলুন; আপনকার মঙ্গল হউক; আমি মনে করিয়াছি, আপনকার ক্ষত শরীর সুস্থ করিয়া গমন করিব; পক্ষিরাজ! আপনি সহস্র বৎসর জীবিত থাকুন। রাবণ কি কারণে সীতাকে হরণ করিল; আমি তাহার কি অপকার করিয়াছি; কোন্ স্থানেই বা রাবণ আমার প্রিয়ার দর্শন পাইল? নিষ্ঠুর রাক্ষস যখন হরণ করে, তখন সীতার সেই চন্দ্র-প্রতিম মনোহর মুখমণ্ডলেরই বা কিরূপ শ্রী হইয়াছিল? সেই রাক্ষসের রূপ, বীর্য্য ও কর্ম্মই বা কি প্রকার? তাত! তাহার ভবনই বা কোথায়? আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সমস্ত বলুন। সেই রাবণ এই বিচিত্র-কানন-সম্পন্ন বহুবৃক্ষ-সমাকুল দণ্ডকবনেই বা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছিল?

দীনাত্মা পরমাতুর জটায়ু, অরিন্দম রামচন্দ্রকে বিলাপ করিতে দেখিয়া অতিকষ্টে উপবেশন করিলেন; এবং কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া অস্পষ্ট বাক্যে কহিলেন, রাম! বলবান রাক্ষসরাজ রাবণ মায়াবলে ঘোরতর বাত্যা ও দুর্দ্দিন উপস্থাপিত করিয়া সীতাকে হরণ করিয়াছে! আমি যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইলে নিশাচর আমার পক্ষদ্বয় ছেদন করিয়া সীতাকে লইয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে! রাঘব! আমার প্রাণবায়ু রুদ্ধ এবং দৃষ্টি ভ্রামিত হইতেছে! আমি এক্ষণে এই সকল বৃক্ষ সুবর্ণময় দর্শন করিতেছি! রাম! রাবণ যে মুহূর্ত্তে জানকীকে হরণ করিয়াছে, সে মুহূর্ত্তে ধনসম্পত্তি অপহৃত হইলে, ধনস্বামী সত্বরই উহা পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন, এবং অপহর্ত্তাও ধৃত ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। রাবণ জানিতে পারে নাই যে, উহা বিন্দ-নামক মুহূর্ত্ত। বড়িশ গলাধঃকরণ করিয়া মৎস্যের ন্যায়, রাবণ আর অধিক দিন জীবিত থাকিবে না। অতএব রাজপুত্র! দুঃখ বা শোক করিও না। রাম! তুমি অবিলম্বেই রাবণকে সংগ্রামে সংহার করিয়া বৈদেহীর সহিত বিহার করিতে পারিবে।

রামচন্দ্রকে এই কথা বলিতে বলিতে মুমূর্ষু গৃধ্ররাজের শরীর ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল; তাঁহার মুখ হইতে সমাংস রুধিরধারা স্রাবিত হইতে লাগিল! ম্রিয়মাণ হীনবল পক্ষিরাজ অতিকাতর হইয়া চতুর্দ্দিকে অস্থিরদৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু, "দক্ষিণদিকে সমুদ্রমধ্যস্থিত লঙ্কাদ্বীপের অধিপতি বিশ্রবার পুত্র ও কুবেরের সাক্ষাৎ ভ্রাতা রাক্ষসরাজ—" এইমাত্র বলিয়াই তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন! রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে পুনঃপুন বলুন, বলুন, বলিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রাণবায়ু জটায়ুর দেহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

পক্ষিরাজ মৃত্তিকায় মস্তক নিক্ষেপ, কন্ধরা প্রসারণ এবং চরণদ্বয় বিস্তার করিয়া ধরণী-পৃষ্ঠে শয়ন করিলেন।

পর্ব্বতোপম পক্ষিরাজ জটায়ু প্রাণত্যাগ করিয়া ভূতলে শয়ান হইলেন দেখিয়া রামচন্দ্র অসীম দুঃখে কাতর হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! রাক্ষসাবাস এই দণ্ডকারণ্যে বহু বৎসর বাস করিয়া এই পক্ষী এই অরণ্যের সর্ব্বত্রই বিচরণ করিয়াছেন। যিনি অনেক শত বৎসর জীবিত ছিলেন; যাঁহাকে চিরজীবী বলিলেই হয়, হায়! তিনিও আজি আমার নিমিত্ত নিহত হইয়া শয়ন করিলেন! অতএব কালকে অতিক্রম করা যে দুঃসাধ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই!

অভীষ্ট-হিতকার্য্য-সাধন-নিরত জটায়ুকে মৃত দর্শন করিয়া রামচন্দ্র নিতান্ত পরিশুষ্ক মুখে পুনর্ব্বার লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, এই উপকারী মহাবল পক্ষিরাজ সীতাকে রক্ষা করিতে গিয়া রাবণের হস্তে নিহত হইয়াছেন! এই বিহঙ্গম-রাজ আমার জন্যই পিতৃ-পিতামহ-ক্রমাগত গৃধ্র-রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করিলেন! সৌমিত্রে! ধর্ম্মাচারী আশ্রয়দাতা শূর এবং সাধু, সকল জাতিতেই দৃষ্ট হইয়া থাকেন; তির্য্যগ্-যোনিতেও ঈদৃশ মহাত্মার অসদ্ভাব নাই। আমার পিতার সখা এই স্নেহময় পক্ষিরাজ আমার উপকার-সাধনে কৃত-প্রযত্ন হইয়া আমার জন্যই পরাক্রম প্রকাশ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন, সন্দেহ নাই! স্ত্রীপুত্র-বিহীন ধর্ম্মাত্মা গৃধ্ররাজ আমার কার্য্য-সাধনের নিমিত্তই এই মহাবন-মধ্যে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন! পরন্তপ! আমার জন্যই এই পক্ষিরাজ জীবন হারাইলেন দেখিয়া আমার যেরূপ দুঃখ হইতেছে, সীতাহরণেও আমার সেরূপ দুঃখ হয় নাই! শ্রীমান মহাযশা মহারাজ দশরথ আমার যেরূপ পূজনীয় ও মান্য, এই পক্ষিরাজও সেইরূপ। অতএব লক্ষ্মণ! শীঘ্র কাষ্ঠ আহরণ কর; আমি মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিতেছি; আমার কার্য্য-সাধনের জন্য নিধন-প্রাপ্ত এই পক্ষিরাজের আমি সৎকার করিব। সৌমিত্রে! উগ্রকর্ম্মা রাক্ষসের হস্তে নিধন-প্রাপ্ত এই পক্ষিরাজকে চিতায় আরোহণ করাইয়া দাহ করিতে হইবে।

এই কথা বলিয়া, ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র বিহঙ্গরাজ জটায়ুকে সুসজ্জিত চিতায় আরোহণ করাইয়া যথাবিধি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নিপ্রদান করিয়া দাহ করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তিনি সত্বর জলাশয়ে গমন করিয়া অবগাহন পূর্ব্বক উভয় ভ্রাতায় তর্পণ-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। অবশেষে মৃগমাংস-চ্ছেদন পূর্ব্বক পিণ্ডীকৃত করিয়া মহাযশা রামচন্দ্র হরিদ্বর্ণ-তৃণাচ্ছাদিত বনভূমিতে শকুনদিগকে ভোজন করাইলেন। মৃত মানবের উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণ যে মন্ত্র জপ করেন, রামচন্দ্র বিহগরাজ জটায়ুর স্বর্গলাভের নিমিত্ত সেই মন্ত্রও জপ করিলেন।

অনন্তর নৃপনন্দন রাম-লক্ষ্মণ গোদাবরী নদীতে গমন করিয়া গৃধ্ররাজ জটায়ুর উদ্দেশে পুনর্ব্বার জলাঞ্জলি প্রদান করিলেন।

গৃধ্ররাজ জটায়ু রণে নিজ জীবন সমর্পণ পূর্ব্বক যেরূপ অতি দুষ্কর যশস্কর কার্য্য করিয়াছিলেন, মহর্ষি-কল্প রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সেইরূপ অনুত্তম পবিত্র সদ্‌গতিও প্রাপ্ত হইলেন!

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

কবন্ধাক্ষ-গোচর।

এই প্রকারে সেই গৃধ্ররাজ জটায়ুকে জলগণ্ডূষ দান করিয়া রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা মেঘসঙ্কাশ জনস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর দিবাকর অস্তমিত হইলে তাঁহারা নিজ আশ্রম-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

পরদিন প্রত্যূষে মহাবল ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জপ ও প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়া শূন্য জনস্থান পরিত্যাগ করিলেন, এবং সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে পশ্চিমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ধনুঃশর ও অসি ধারণ পূর্ব্বক পশ্চিম দিকে গমন করিতে করিতে ইক্ষ্বাকু-নন্দন ভ্রাতৃদ্বয় এক অক্ষুণ্ণ পথ প্রাপ্ত হইলেন; ঐ পথে কিয়দ্দুর গমন করিয়া তাঁহারা এক মহাবন দেখিতে পাইলেন। ঐ বন বহুতর গুল্ম বৃক্ষ ও লতাজালে সমাচ্ছন্ন; এবং পর্ব্বতশ্রেণীর উন্নতি নিবন্ধন তন্মধ্যে সহজে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। মহাবল রাম লক্ষ্মণ, দ্রুততর পদসঞ্চারে, ব্যাল ও সিংহগণের আবাস-স্থান ঐ অতিভয়ঙ্কর মহাবন অতিক্রম করিলেন। এইরূপে জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ বেগে অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাঁহারা ক্রৌঞ্চালয় নামক গহন-বন-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ বনের দৃশ্য বিবিধাকার-মেঘরাজি-সদৃশ; এবং উহা যেন সর্ব্বত্রই উল্লাসিত হইয়া আছে। বহুবিধ সুদৃশ্য বৃক্ষসমূহে সমাচ্ছন্ন ঐ বনমধ্যে বিবিধ মৃগ-পক্ষিগণ সঙ্কুল ভাবে বিচরণ করিতেছে। রাম-লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা জানকীর অনুসন্ধান করিতে করিতে ঐ বনমধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং মধ্যে মধ্যে সীতা-হরণ-দুঃখে একান্ত-কাতর হইয়া স্থানে স্থানে উপবেশনও করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শীলবান সত্যবাদী বিশুদ্ধ-স্বভাব মহাতেজা লক্ষ্মণ, দীনচেতা ভ্রাতাকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহাবাহো! আমার বাহু স্পন্দিত এবং মন উদ্বিগ্ন হইতেছে; আমি বিপরীত লক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি, ও ভয়ানক দৃশ্য সকল দৃষ্ট হইতেছে; অতএব মহাবীর! আপনি মন স্থির করুন। এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারা সূচিত হইতেছে, মহাসংগ্রাম আসন্ন-প্রায়। এই নিদারুণ বঞ্জুলনামক পক্ষীও আমাদিগের মহাবিপদ সূচনা করিয়া, দক্ষিণ ভাগে সত্বর উড়িয়া যাইতেছে।

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, মহাভীষণ বিকৃত্যাকার অতিদীর্ঘ অতিস্থূল এক কবন্ধ, পথ অবরোধ করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। উহার মস্তক নাই; গ্রীবা নাই; মুখ উদরে; এবং সর্ব্বশরীর তীক্ষ্ণ লোমে আচ্ছন্ন। কবন্ধ মহাপর্ব্বতের ন্যায় উন্নত। দেখিতে নীল মেঘের

সদৃশ ভয়ঙ্করমূর্ত্তি। উহার স্বরও মেঘ-গর্জ্জনের তুল্য ভীষণ। সে বক্ষঃস্থল-স্থাপিত বৃহদাকার অতিপিঙ্গলবর্ণ অতিস্ফীত অতিবিস্তৃত অতি-দীর্ঘ একমাত্র চক্ষে অতি দূরদেশ পর্য্যন্ত দর্শন করিতেছে। তাহার দংষ্ট্রা সকল স্থূল ও দীর্ঘ; বল অপরিসীম। সে যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই সংহার করে। তাহার শরীর প্রকাণ্ড; সে ভীষণাকার ভল্লূক ও মহামাতঙ্গ-দিগকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে। এক-যোজন-বিস্তৃত ভয়ঙ্কর ভুজদ্বয় বিস্তার করিয়া সে দুই করে বনমধ্য হইতে বিবিধ মৃগপক্ষী এবং অনেক মৃগ-যূথপতিকে আকর্ষণ করিতেছে।

রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ উভয়ে এক ক্রোশ মাত্র অন্তরে ছিলেন; প্রকাণ্ড-শরীর কবন্ধ সুদীর্ঘ বাহু বিস্তার করিয়া উভয় ভ্রাতাকেই ধারণ করিল। ক্ষুধার্ত্ত কবন্ধ, মহাবল বীর-দ্বয়কে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া যখন আক-র্ষণ করিতে লাগিল, তখন তাঁহারা পরিঘ-সঙ্কাশ দুই বাহু দেখিতে পাইলেন। মহা-গজের শুণ্ড-সদৃশ সেই বাহুদ্বয় খরস্পর্শ রোম দ্বারা সমাকীর্ণ; উহার নখ সকল শুষ্ক ও দীর্ঘ। অতীব ভয়ঙ্কর সেই বাহুদ্বয় দেখিলে বোধ হয় যেন পঞ্চমুখ ভুজঙ্গমদ্বয় গ্রাস করিতে আসিতেছে।

খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ ধারী রাম লক্ষ্মণ উভয়ে অতিকষ্টে আকৃষ্ট হইয়া ঐ কবন্ধের সন্নি-কটে উপনীত হইলেন; কিন্তু দুই বাহু দ্বারা ধারণ করিয়াও কবন্ধ তাঁহাদিগকে মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইল না; তাঁহারা নিজ বলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

অনন্তর বিপুল-বাহু দানবশ্রেষ্ঠ কবন্ধ, ধনুর্ব্বাণ-ধারী মহাবীর ভ্রাতৃদ্বয়কে কহিল, তোমরা দুই জন কে, আমার ভক্ষণের জন্য এই ঘোর-বন-মধ্যে উপস্থিত হইয়াছ? দেখি-তেছি তোমাদিগের স্কন্ধ বৃষভের স্কন্ধ-সদৃশ উন্নত; তোমরা মহাখড়্গ ও শরাসন ধারণ করিতেছ। তোমাদিগের অভিলাষ কি, এবং তোমরা কি অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করি-য়াছ, আমাকে বল? আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছি; কে তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইলে?

দুরাত্মা কবন্ধের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র নিতান্ত-শুষ্ক মুখে লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! আমরা সত্যই এক বিপদ হইতে গুরুতর দারুণ বিপদে উপস্থিত হইলাম! প্রিয়াকে ত প্রাপ্ত হইলাম না। প্রত্যুত প্রাণান্তকর বিপদে পতিত হইলাম! লক্ষ্মণ! দৈব সকল প্রাণীর উপরেই প্রভুতা করেন! দেখ সৌমিত্রে! তুমি এবং আমিও বিপদে হতজ্ঞান হইয়াছি! পৃথিবীতে মহা-বীর বলবান শিক্ষিতাস্ত্র মানবগণও দৈবের প্রতিকূলতাবশত বালুকা-সেতুর ন্যায় অব-সন্ন হইয়া থাকেন।

দৃঢ় ও অপ্রতিহত বিক্রমশালী প্রতাপবান মহাযশা দশরথ-নন্দন রামচন্দ্র এইরূপ বলিতে বলিতে উদার-দর্শন সৌমিত্রির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কবন্ধের বাহুদ্বয় ছেদন করি-বার মানস করিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

কবন্ধ-বাক্য।

রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা বাহু-পাশে বদ্ধ হইয়াও দণ্ডায়মান রহিলেন দেখিয়া কবন্ধ কহিল, ক্ষত্রিয়-প্রধান! তোমরা দুই জনে দণ্ডায়মান রহিলে কেন? দেখিতেছ, আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি; তোমরা আমার আহারের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াও নীরব রহিয়াছ কেন?

বিক্রম-প্রকাশে কৃতনিশ্চয় লক্ষ্মণ কবন্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাভিপন্ন রামচন্দ্রকে কালোচিত বাক্যে কহিলেন, আর্য্য! রাক্ষসাধম আপনাকে এবং আমাকে সত্বর আকর্ষণ করিতেছে! অতএব আসুন, দুই জনে দুই অসি দ্বারা শীঘ্রই ইহার দুই বাহু ছেদন করিয়া ফেলি; আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

অনন্তর দেশ-কালজ্ঞ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, দুই জনে দুই খড়্গ দ্বারা কবন্ধের দুই বাহু স্কন্ধ দেশ পর্য্যন্ত ছেদন করিলেন। দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ রামচন্দ্র দক্ষিণ বাহু, আর মহাবীর লক্ষ্মণ বাম বাহু নিরবশেষ করিয়া মহাবেগে ছেদন করিলেন। বাহুদ্বয় ছিন্ন হইলে মহাকায় মহাসুর কবন্ধ মেঘের ন্যায় আকাশ ও ভূমণ্ডল অনুনাদিত করিয়া পতিত হইল; এবং ভুজচ্ছেদন-নিবন্ধন সন্তুষ্ট হইয়া রুধিরাক্ত কলেবরে জিজ্ঞাসা করিল, মহাবীরদ্বয়! আপনারা দুই জন কে?

কবন্ধ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহাবল সুলক্ষণ লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন, ইনি ইক্ষ্বাকুবংশ-ধুরন্ধর মহাযশা রামচন্দ্র; আর আমি ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা; আমার নাম লক্ষ্মণ। এই দেবপ্রভাব রামচন্দ্র বিজন বনে বাস করিতেছিলেন; ইতিমধ্যে এক রাক্ষস ইহাঁর ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে; তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার জন্য আমরা এই স্থানে আগমন করিয়াছি। কবন্ধ! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে? কি জন্যই বা বনে বাস করিতেছ? দেখিতেছি তোমার প্রদীপ্ত মুখ-মণ্ডল উদর-স্থলে অবস্থাপিত এবং তোমার জঙ্ঘাদ্বয় ভগ্ন; তুমি দেখিতে অতীব ভয়ঙ্কর; ইহারই বা কারণ কি?

লক্ষ্মণের এই বাক্য শ্রবণে কবন্ধ ইন্দ্রের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক পরম-প্রীত হইয়া উত্তর করিল, বীরবর রঘুনন্দন! আপনাদিগের আগমনে আমি নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি; আপনারা আমার ভাগ্যক্রমেই এস্থানে আগমন করিয়াছেন, এবং সৌভাগ্যক্রমেই আমার এই পরিঘ-তুল্য বাহুদ্বয় ছিন্ন হইয়াছে। এই আকৃতিতে আমার নিজেরও অত্যন্ত ঘৃণা ও নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল। রঘুনন্দন! আমি মৃৎপিণ্ডের ন্যায় হইয়া এক স্থানেই অবস্থিতি করিতেছিলাম; সকল প্রাণীই আমায় ঘৃণা করিত! আমার আকার বিকৃত, আমি মাংস ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিতাম; জীবমাত্রেই আমাকে দর্শন করিয়া ভীত হইত। আমার বাহুদ্বয়ের মধ্যে যে কোন প্রাণী উপস্থিত হইত, আমি তাহাদের কাহাকেও পরিত্যাগ করিতাম না। মৃগ, ভল্লুক, মহিষ, শার্দ্দূল, মনুষ্য কি হস্তী, যে কেহ উপস্থিত

হইত, আমি এমনি হতভাগ্য যে, ক্ষুধায় কাতর হইয়া সকলকেই ভক্ষণ করিতাম। কিন্তু এক্ষণে আমার অপেক্ষা ধন্য আর কেহই নাই! বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া এবং এতকাল মহাশোকে কালযাপন করিয়া এত দিন পরে আমি আপনাদের দর্শন পাইলাম! আপনারা রঘুবংশাবতংস, কীর্ত্তিমান, মহাবীর্য্য-সম্পন্ন, ধার্ম্মিক ও সত্যবিক্রম; আপনাদের ভ্রাতৃদ্বয়কে এক সঙ্গে দর্শন করিয়া আমি এই পাপ জীবন হইতে মুক্ত হইলাম। রঘুবংশাবতংস! ভূমণ্ডলে আমিও পূর্ব্বে কন্দর্পের ন্যায় রূপবান ছিলাম; পরন্তু নিজের অপরাধেই আমি এই বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হই। আমার যে এই প্রকার সর্ব্বভূতের ভয়ঙ্কর বীভৎস বিকৃত রূপ, ইহা আমি শাপ দোষেই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আপনারা রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা; আপনাদিগকে মান্য করা আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য। আমি এক্ষণে যথাতথ্য নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শুক্র, চন্দ্র, সূর্য্য ও বৃহস্পতির ন্যায় আমার ত্রিলোক-বিখ্যাত অপূর্ব্ব রূপ ছিল। জানিবেন, আমি শ্রীনামক দানবের মধ্যম পুত্র; আমার নাম দনু। আমি ইন্দ্রের কোপ নিবন্ধন এইরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছি!

আমি কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলাম; তিনি আমায় দীর্ঘ পরমায়ু প্রদান করেন; তাহাতে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

অনন্তর আমি মনে করিলাম, যখন আমি দীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন ইন্দ্র আমার কি করিতে পারিবেন; এই ভাবিয়া আমি রণে পুরন্দরকে আক্রমণ করিলাম; পরন্তু তাঁহার বাহু-বিক্ষিপ্ত শত-পর্ব্ব-সম্পন্ন বজ্রের আঘাতে আমার দুই ঊরু এবং মস্তক শরীর-মধ্যে প্রবেশিত হইল! তখন আমি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলাম, আমায় যমালয়ে প্রেরণ করুন; কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না; আমায় উত্তর করিলেন, ব্রহ্মার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না।

আমি এইরূপে পরাজিত, নিস্তেজ ও এই প্রকার বীভৎস আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া, মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক দেবরাজকে কহিলাম, বজ্রপাণে! বজ্র দ্বারা আহত হইয়া, আমার ঊরু, মস্তক ও মুখ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; আমার পরমায়ুও দীর্ঘ; অতএব আহার না করিয়া আমি কি প্রকারে সুদীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিব?

আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাসব আমায় যোজন-বিস্তৃত এই দুই বাহু এবং বক্ষঃস্থলে এই তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্রা-সম্পন্ন প্রকাণ্ড মুখ প্রদান করিলেন। এই প্রকার বাহু ও মুখ প্রাপ্ত হইয়া, আমি এই মহাবন-মধ্যে চারিদিকের হস্তী, ব্যাঘ্র, মৃগ ও ভল্লুক দিগকে আকর্ষণ পূর্ব্বক আহার করিয়া মহাকষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। ফলত, ইন্দ্র আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যখন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ যুদ্ধে তোমার দুই বাহু ছেদন করিবেন, তুমি তখন স্বর্গে আগমন করিতে পারিবে। আপনি সেই রামচন্দ্র; আপনকার মঙ্গল হউক। দেবরাজ কহিয়াছিলেন, অন্য কোন

ব্যক্তিই আমাকে বধ করিতে সমর্থ হইবে না। নর-শ্রেষ্ঠ-দ্বয়! এক্ষণে আমিও আপনাদিগের সহায়তা করিব; এ অবস্থায় অগ্নি সাক্ষী করিয়া যাহার সহিত মিত্রতা করা আপনাদিগের কর্ত্তব্য, তাহাও বলিয়া দিব।

দনু এই প্রকার কহিলে ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র লক্ষ্মণের শ্রবণ-গোচর করিয়া তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, দনো! আমি এই ভ্রাতার সমভিব্যাহারে যদৃচ্ছাক্রমে জনস্থান হইতে অন্যত্র গমন করিয়াছিলাম; ইত্যবসরে রাবণ আমার যশস্বিনী সুশীলা ভার্য্যাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে! আমরা সেই রাক্ষসের কেবল নামমাত্র অবগত হইয়াছি, কিন্তু তাহার আকৃতি, কি নিবাস, কি প্রভাব, আমরা কিছুই জ্ঞাত নহি। তুমি যদি তৎসমুদায় প্রকৃত রূপে জ্ঞাত থাক, তাহা হইলে যে স্থানে যে ব্যক্তি সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, বল; আমার এই মহা উপকার কর। আমরা শোকে একান্ত কাতর হইয়া এই প্রকারে অনর্থক সর্ব্বত্র ধাবমান হইতেছি; আমাদিগের উপকার করিয়া দয়ার অনুরূপ কার্য্য কর।

রাবণ-বৃত্তান্ত-জিজ্ঞাসু রামচন্দ্র করুণ-বচনে এইরূপ বলিলে বাক্য-বিন্যাস-কুশল কবন্ধ উত্তর করিল, রঘুনন্দন! আমার সম্প্রতি দিব্য জ্ঞান নাই; সুতরাং জানকী কোথায়, এক্ষণে আমি তাহা জ্ঞাত নহি। আমার এই শরীর দগ্ধ হইলে আমি নিজ রূপ প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারিব, কে সীতার উদ্দেশ করিতে পারিবে। নরশ্রেষ্ঠদ্বয়! যে মহাবীর্য্য রাক্ষস বলপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়াছে, যতক্ষণ না আমার দেহ দাহ হইতেছে, ততক্ষণ আমার তাহাকে জানিবার ক্ষমতা নাই। রাঘব! শাপদোষে আমার দিব্যজ্ঞান বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। আমি নিজ-কর্ম্মদোষেই সর্ব্ব-লোক-বিগর্হিত ঈদৃশ কার্য্য রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহা হউক, রামচন্দ্র! এক্ষণে দিবাকর শ্রান্ত-বাহন হইয়া অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইতে না হইতে আপনি যথাবিধানে আমায় গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দাহ করুন। মহাবীর রঘুনন্দন! আপনি আমায় যথাবিধানে দাহ করিলে আমি বলিয়া দিব, কোন্ ব্যক্তি আপনাকে রাবণের কথা সবিশেষ বলিতে পারিবেন। রাঘব! সেই ব্যক্তির সহিত আপনকার যথারীতি মিত্রতা করিতে হইবে। বীর শত্রু-প্রমাথিন! সেই ব্যক্তি আপনকার সহায়তা করিবেন। রাঘব! ত্রিলোকে তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। কোন বিশেষ কারণে সেই মহাবীর সর্ব্বদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

কবন্ধরূপী দনুর মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল মহাবীর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ পর্ব্বতের এক প্রকাণ্ড প্রস্তর উৎপাটন পূর্ব্বক গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে কবন্ধ-শরীর নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর চিতা প্রস্তুত করিয়া কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ পূর্ব্বক অগ্নি উৎপাদন দ্বারা ঐ চিতা প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ স্থূল স্থূল উল্কা সকল প্রজ্বালিত করিয়া চিতার চারিদিকে অগ্নিদান করিতে লাগিলেন; চিতার সমুদায় অংশ জ্বলিয়া উঠিল। কবন্ধের সেই শরীর প্রকাণ্ড-ঘৃতপিণ্ড-সদৃশ; মেদোবাহুল্য প্রযুক্ত কৃশানু উহা মন্দ মন্দ দাহ করিতে

লাগিলেন। ইতিমধ্যে কবন্ধ দেবরূপী হইয়া, শুভ্র বসন ও উত্তরীয় এবং পারিজাতের মালা পরিধান পূর্ব্বক প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সত্বর চিতা পরিত্যাগ করিল। সে তৎক্ষণাৎ সমুদায় দিব্য-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সম্পন্ন হইয়া, শুক্ল বসন পরিধান পূর্ব্বক ভাস্বর মূর্ত্তিতে হৃষ্টান্তঃকরণে আকাশে উত্থিত হইল; এবং হংসযুক্ত মনোরম বিমানে নভস্তলে অবস্থিতি করিয়া মহাতেজঃ-প্রভায় দশদিক সমুদ্ভাসিত করিতে লাগিল।

এইরূপে মহাতেজা দনু অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিয়া রামচন্দ্রকে কহিল, রাঘব! যে ব্যক্তি যথাযথরূপে সীতার উদ্দেশ করিতে সমর্থ হইবেন, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই স্থান হইতে অনতিদূরে পম্পা নামে এক বাপী আছে; তাহার সন্নিকটে ঋষ্যমূক নামে বিখ্যাত এক পর্ব্বত রহিয়াছে; সুগ্রীব নামে প্রসিদ্ধ কামরূপী মহাবল এক মহাকপি সেই পর্ব্বতের অরণ্য-মধ্যে বাস করিতেছেন। আপনি তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিবেন। রামচন্দ্র! লোকে যে সমুদায় নীতি প্রচলিত আছে, তদনুসারেই সমস্ত কর্ত্তব্য বিষয়ের পর্য্যালোচনা করা হইয়া থাকে; যাঁহার যেরূপ অবস্থা, তিনি তদনুসারেই বিবেচনা করিয়া তন্মধ্য হইতে বিশেষ বিশেষ নীতি অবলম্বন করেন। রামচন্দ্র! আপনি ও লক্ষ্মণ সম্প্রতি অতিদুর্দ্দশায় নিপতিত হইয়াছেন; সেই দুর্দ্দশা-নিবন্ধনই আপনি এক্ষণে ভার্য্যাহরণ-জনিত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে সুহৃদ্‌বাক্য-অনুসারে কার্য্য করাই আপনকার উচিত হইতেছে। আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম; যদি তাহা না করেন, তাহা হইলে আপনকার কার্য্য-সিদ্ধি হইবে না। রামচন্দ্র! সেই ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব-নামক বানরের ভ্রাতা ইন্দ্রপুত্র বালী, ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিয়াছেন; সেই মনস্বী সুগ্রীব এক্ষণে অপর চারি প্রধান বানরের সমভিব্যাহারে পম্পা-পরিসর-শোভিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। রাঘব! আপনি এখনই এস্থান হইতে গমন করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা করুন। দেখিতেছি, তাঁহার সহায়তা পাইলেই আপনকার কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

সুচরিত! বেলা থাকিতে থাকিতেই, আপনারা এস্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই কৃতজ্ঞ বানর-প্রবীর সুগ্রীবের নিকট গমন করুন। বানর বলিয়া আপনারা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবেন না। তিনি উপকার স্মরণ রাখেন; ইচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে পারেন; উপযুক্ত সহায়েও তাঁহার প্রয়োজন আছে। সেই বলবান বানর-যূথপতিই আপনকার কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইবেন। নিজের বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্যই হউন, আর অকৃতকার্য্যই হউন, আপনকার কার্য্য তিনি অবশ্যই সম্পন্ন করিয়া দিবেন। সেই শ্রীমান বানরবর ভাস্করের ঔরস পুত্র; বালীর সহিত বিরোধ করিয়া শঙ্কিত-চিত্তে পম্পা-তীরে বিচরণ করিতেছেন। রাঘব! আপনি গিয়া অস্ত্র সাক্ষী করিয়া সত্বর সেই ঋষ্যমূক-নিবাসী

বানরাধিপতি সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করুন। সেই কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব ভূমণ্ডলমধ্যে নর-মাংসাশী রাক্ষসদিগের সর্ব্বস্থানই সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারিবেন। রাঘব! ইহলোকে তাঁহার অবিদিত কোন স্থানই নাই। অরিন্দম! সূর্য্যের আলোক থাকিতে থাকিতে, আপনি ভ্রাতার সমভিব্যাহারে সূর্য্যনন্দনের নিকট যাত্রা করুন। তিনি বানরগণের সহিত বিবিধ নদী, পর্ব্বত ও গিরিকন্দর অন্বেষণ করিয়া আপনকার জায়ার অনুসন্ধান করিতে পারিবেন। সেই বানর, আপনকার বিরহে কাতরা সেই সীতার অন্বেষণ করিবার জন্য মহাবীর্য্য-শালী বানরদিগকে দশদিকে প্রেরণ করিবেন।

রামচন্দ্র! আপনকার পতি-পরায়ণা প্রেয়সী সুমেরু-শৃঙ্গেই থাকুন, আর পাতালতলেই অবস্থিতি করুন, সেই বানরবীরই রাক্ষস-দিগকে পরাজিত ও প্রমথিত করিয়া তাঁহাকে আপনকার নিকট সমর্পণ করিবেন।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

কবন্ধোপদেশ।

কার্য্য-প্রয়োজন-তত্ত্ববিৎ কবন্ধ, রামচন্দ্রকে এইরূপে সীতা প্রাপ্তির উপায় নিবেদন করিয়া পুনর্ব্বার বলিল, রাম! এই পথ চলিয়া গিয়াছে; ঐ দেখুন, পশ্চিমদিকে ঐ পথে মনোহর বিল্ব, পিয়াল, পনস, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, তিন্দুক, অশ্বত্থ, কর্ণিকার, মধূক, ধব, চন্দন ও অন্যান্য কুসুমিত বৃক্ষ সকল অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। আপনারা বৃক্ষে আরোহণ বা ভূমিতে পাতিত করিয়া অমৃততুল্য ফল সকল ভক্ষণ করিতে করিতে গমন করিবেন। এক শৈল হইতে আর এক শৈল, এক বন হইতে আর এক বন, এইরূপে বহুদূর গমন করিয়া, অবশেষে আপনারা মনো-মোহিনী পম্পাসরসী প্রাপ্ত হইবেন। পম্পায় কঙ্কর নাই; উহার জল অতীব নির্ম্মল; এবং অবতরণ-স্থান সকল অবন্ধুর। উহাতে শৈবাল মাত্র নাই; শালূক উৎপল এবং কমলের শ্রেণী বিরাজিত রহিয়াছে। রাঘব! পম্পার জলে সুস্বর হংস, কারণ্ডব, ক্রৌঞ্চ ও সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষী সকল সুমধুর স্বরে রব করিতেছে। হত্যা কাহাকে বলে, এপর্য্যন্ত তাহারা তাহা জ্ঞাত নহে; সুতরাং মনুষ্য দর্শন করিয়া উহারা ভীত হয় না। আপনারা ঘৃতপিণ্ড-সদৃশ স্থূলকায় সেই সকল পক্ষী ভক্ষণ করিবেন। রাঘব! পম্পায় রোহিত, শাল ও নল প্রভৃতি নানা প্রকার মৎস্য আছে। রাম! লক্ষ্মণ বাণ দ্বারা তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৃহদাকার এককণ্টক মৎস্য সকল বধ, সুপাক ও ছেদন পূর্ব্বক করতলে রাখিয়া কণ্টক বাছিয়া আপনাকে প্রদান করিবেন। আপনি যখন পম্পা-তীরে পুষ্প-সঞ্চয়ের উপর উপবিষ্ট হইয়া সেই সুপক্ক মৎস্য-মাংস ভক্ষণ করিতে থাকিবেন, তখন লক্ষ্মণ পদ্মগন্ধি, স্বাস্থ্য-জনক, সুখকর, সুশীতল, নির্ম্মল বারি পদ্মপত্রে আন-য়ন করিয়া আপনাকে পান করিতে দিবেন।

রাম! পম্পাকূলে বৃক্ষতলাশ্রিত সুদৃশ্য বিচিত্রাঙ্গ পৃষত প্রভৃতি বিবিধ-প্রকার বনচারী মৃগদিগকে দর্শন করিয়া আপনকার শোক-

লাঘব হইবে। রাঘব! তথায় আপনি তিলক, কৃতমালক, এবং প্রস্ফুটিত উৎপল ও তামরস প্রভৃতি নানাবর্ণের পুষ্প সকল দর্শন করিবেন; এবং শব্দায়মান চক্রবাক, বলাকা, সারস ও কারণ্ডব গণের মনোহর রব শ্রবণ করিবেন। চতুর্দ্দিকেই তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণ দাবাগ্নি-কান্তি ব্যক্তকোষ পদ্ম-সমূহ দেখিতে পাইবেন; রাম! কোন ব্যক্তিই ঐ সকল পুষ্প-বৃক্ষ রোপণ করে নাই; কঠোর-নিয়মাচারী মহর্ষি মতঙ্গের শিষ্যগণ পূর্ব্বে তথায় বাস করিতেন; এক সময়ে বহুকাল বৃষ্টি হয় নাই; ইতিমধ্যে কোন দিন তাঁহারা গুরুর নিমিত্ত বন্য ফল মূল আহরণ করিবার জন্য গমন করিলে গুরু-তর-শ্রম-নিবন্ধন তাঁহাদিগের গাত্র হইতে অজস্র স্বেদ-বিন্দু সকল ভূমিতে নিপতিত হয়; আত্মজ্ঞানী মুনিদিগের ঐ সকল স্বেদ-বিন্দু হইতেই ঐ পুষ্পসমূহ সমুৎপন্ন হইয়া সেই মহাসরোবর সুশোভিত করিয়া আছে। কাকুৎস্থ! তাঁহাদিগের পরিচারিণী দীর্ঘ-জীবিনী শ্রমণা-নাম্নী শবরী অদ্যাপি সেই স্থানেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাম! আপনি নিত্য-ধর্ম্ম-নিরত সর্ব্বভূত-নমস্কৃত এবং দেব-কল্প; আপনাকে দর্শন করিলেই শবরী স্বর্গ লোকে গমন করিবে। রাম! আপনি ভ্রাতার সমভিব্যাহারে সত্বর এই পথ দিয়া বিবিধ-বৃক্ষ-ভূয়িষ্ঠ নানাকুসুম-সুগন্ধি বিবিধ বনস্থলী সন্দর্শন করিতে করিতে এই স্থান হইতে পম্পায় গমন করুন।

রাম! তদনন্তর আপনি পম্পার পশ্চিম তীরে উপস্থিত হইয়া এক অনুপম শূন্য আশ্রম দেখিতে পাইবেন। মানদ! ঐ আশ্রমে মুনিজন-পরিত্যক্ত যজ্ঞপাত্র সকল পতিত রহিয়াছে। মুনিগণ যে স্থানে পাক করিতেন, অন্বেষণ করিয়া আপনারা সেই স্থানে নীবার তণ্ডুল এবং পিপ্পলী ও লবণের সহিত মৎস্য পাক করিবেন। ঐ বন পিপ্পলীতে পরিব্যাপ্ত; তণ্ডুলও তথায় প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। হস্তী সকল ঐ প্রধান আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ সমস্ত কাননই মহর্ষি মতঙ্গের আশ্রম। দেবকানন-নন্দনকানন-সদৃশ নানা-বিহঙ্গম-নিনাদিত ঐ কাননে অব-স্থিতি করিলে মনুষ্য কখনই জরাগ্রস্ত হয় না। পম্পার সম্মুখেই ঋষ্যমূক পর্ব্বত। বিবিধ বৃক্ষ ঋষ্যমূকে পুষ্পিত হইয়া আছে। রাম! ঋষ্যমূকে আরোহণ করা দুঃসাধ্য। তেজস্বী বিষধর সকল ঐ স্থান রক্ষা করিতেছে। যদি কোন বিষমাচারী পাপকর্ম্মা ব্যক্তি উহাতে আরোহণ করে, অবিলম্বেই নিদ্রিতাবস্থায় রাক্ষসগণ তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। রাম! মনুষ্য ঐ পর্ব্বতের শিখর-দেশে নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নে যে কোন সম্পত্তি দর্শন করে, নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তাহাই প্রাপ্ত হয়। তথায় অতি প্রাচীন এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে; পূর্ব্ব-কালে মহাজ্ঞানী মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মের উদ্দেশে ঐ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে রাত্রিকালে নাগগণের অতীব ভীষণ গভীর গর্জ্জন কর্ণ-কুহরে আসিয়া প্রবেশ করে।

রাম! মতঙ্গের আশ্রম-সন্নিধানে পম্পার তীরে মেঘবর্ণ মহাবল বনহস্তী সকল পরস্পর

আঘাত করিয়া শোণিত-সিক্ত কলেবরে পৃথক পৃথক স্থানে অবগাহন করিয়া থাকে। তথায় জল পান এবং অঙ্গের ধূলি প্রক্ষালন করিয়া তীরে উত্থিত হইয়া তাহারা পুনর্ব্বার বন-মধ্যে প্রবেশ করে। রাম! ঐ পর্ব্বতে এক মহতী গুহা আছে। কাকুৎস্থ! ঐ গুহার দ্বার শিলায় আবৃত; উহাতে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। উহার সম্মুখ-দ্বার-সমীপে এক সুবিস্তীর্ণ সরোবর রহিয়াছে। ঐ সরোবরের জল সুশীতল; উহার তীরে নানাপ্রকার বৃক্ষসমূহ ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া আছে; এবং বিবিধপ্রকার ভুজঙ্গম-সমূহে উহার সর্ব্বত্রই সমাবৃত। বানরপ্রধান সুগ্রীব অপর চারি সচিব সমভিব্যাহারে ঐ গুহায় বাস করিয়া থাকেন। তিনি কখন কখন ঐ পর্ব্বতের শিখর দেশেও অবস্থিতি করেন।

দিব্য-মাল্যধারী বীর্য্যবান ভাস্কর-কান্তি কবন্ধ, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ উভয়কে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া গগনতলে শোভা পাইতে লাগিলেন। রাম-লক্ষ্মণ আকাশ-স্থিত মহাভাগ কবন্ধকে কহিলেন, দনো! গমন কর; তোমার মঙ্গল হউক। দনুও বলিলেন, আপনারা গমন করুন; আপনাদিগের কার্য্য-সিদ্ধি হউক।

তখন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ উভয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া দনুকে অভ্যর্থনা ও তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

শবরী-দর্শন।

অনন্তর আকাশ-স্থিত দিব্য-মাল্যধারী ভাস্করকান্তি কবন্ধ, কাকুৎস্থকে আমন্ত্রণ করিয়া নিজ পবিত্র আলয়ে প্রস্থান করিলেন। দশরথ-নন্দন রাম-লক্ষ্মণও বনমধ্যে কবন্ধোপদিষ্ট পম্পা-পথ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বাভিমুখী হইলেন। তাঁহারা সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সত্বর হইয়া পর্ব্বত-পরিব্যাপ্ত বহু প্রদেশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত প্রদেশের বৃক্ষ সকল মধুময় ফল উৎপাদন করে।

মহাবীর রাম-লক্ষ্মণ এক রাত্রি শৈল-পৃষ্ঠে বাস করিয়া রাত্রি প্রভাত হইলে পর-দিন প্রত্যূষে পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। তাঁহারা বহুদূর অতিক্রম করিয়া অবশেষে বিচিত্র-বন-বিভূষিত পম্পার পশ্চিম তীরে উপস্থিত হইলেন। পম্পা সরসীর পশ্চিম তীরে উপনীত হইয়া উভয়ে শবরীর মনোরম আশ্রম দেখিতে পাইলেন। অনন্তর বহু-বৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন ঐ সুরম্য আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্তত দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা শবরীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। সিদ্ধা শবরী তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমত ধীমান রামচন্দ্রের এবং পরে লক্ষ্মণের চরণ স্পর্শ করিল।

অনন্তর রামচন্দ্র দৃঢ়-ব্রতা শবরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাপসি! তুমি সমুদায় বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছ ত? তোমার তপস্যা

হইতেছে ত? গুরুবৎসলে! তোমার গুরু-শুশ্রূষার ফল ত ফলিয়াছে? তুমি বিনয় ত শিক্ষা করিয়াছ? ইন্দ্রিয় দমন করিতে ত সমর্থ হইয়াছ? তুমি ইতিপূর্ব্বে যে সকল সংযতাত্মা তপঃসিদ্ধ মহর্ষিদিগের উপাসনা করিয়াছিলে, এক্ষণে তাঁহারা কোথায়? আমি তাঁহাদিগের বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

রামচন্দ্র এইপ্রকার প্রশ্ন করিলে সিদ্ধজন-মাননীয়া সিদ্ধা শবরী উত্তর করিল, রাম! পূর্ব্বে আমি যাঁহাদিগের উপাসনা করিয়াছিলাম, আপনি যে সময়ে চিত্রকূটে উপস্থিত হয়েন, সেই সময় তাঁহারা অনুপমকান্তি-সমুজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া এই স্থান হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। সেই ধর্ম্মিষ্ঠ মহাভাগ মহর্ষিগণ আমায় বলিয়া গিয়াছেন, ককুৎস্থ-নন্দন রামচন্দ্র এই সুপবিত্র আশ্রমে আগমন করিবেন। তুমি লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারী সেই রামচন্দ্রের অভ্যর্থনা করিবে। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে নিশ্চয়ই তোমার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে। রঘুনন্দন! এই দেখুন, আমি আপনকার জন্য এই পম্পার তীরে বিবিধ বন্য ফলমূল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি।

তাপসানুগৃহীত শবরী এইরূপ বলিলে ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র কহিলেন, তাপসি! দনুর নিকট আমি মহাত্মা মহর্ষিদিগের প্রভাবের বিষয় যথাযথ রূপে শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে যথাযথ প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।

রাম-মুখ-বিনিঃসৃত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শবরী রাম-লক্ষ্মণ উভয়কে ঐ মহাবন প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল, এবং কহিল, রাম-লক্ষ্মণ! মেঘ-সঞ্চয়-সঙ্কাশ বিবিধ-মৃগ-পক্ষি-সমাবৃত পুষ্প-ফল-ভূয়িষ্ঠ দর্শনীয় এই মনোরম মহাবন দর্শন করুন। রাঘব! এই মহাবন মতঙ্গ-বন বলিয়া ভূমণ্ডলে বিখ্যাত। মহাদ্যুতে! আমার শুদ্ধ-সত্ত্ব মন্ত্রবিৎ গুরুগণ এই বনে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে হোম করিতেন। এই দেখুন, প্রত্যকস্থলী নাম্নী বেদী; তাঁহারা প্রণত হইয়া উদ্যত করে পুষ্পোপহার প্রদান করিয়া, এই বেদীতে দেবতার অর্চ্চনা করিতেন। রঘুশ্রেষ্ঠ! দর্শন করুন, তাঁহাদিগের তপঃ-প্রভাবে এই সকল পুষ্প কি কুশ ম্লান বা শুষ্ক হয় নাই। একদা উপবাস, শ্রম ও আলস্য নিবন্ধন গমনে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা সপ্তসাগরকে স্মরণ করিয়াছিলেন; ঐ দেখুন, স্মরণমাত্র সপ্তসাগর একত্র আগমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে এই স্থানে স্নান করাইয়াছিলেন। রাঘব! ঐ দেখুন, সেই মহর্ষিগণ স্নান করিয়া বৃক্ষাগ্রে যে সমস্ত বল্কল লম্বিত করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপি তাহা শুষ্ক হইতেছে না, সেই ভাবে সেই স্থানেই রহিয়াছে।

শবরী, আত্মজ্ঞানী রামচন্দ্রকে ঐ সমস্ত মুনিগণের তপস্যাজনিত প্রভাবের ঐ সকল ও অন্যান্য নানা নিদর্শন প্রদর্শন করিল। রামচন্দ্র তাহার সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য!—কি অদ্ভুত!

পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়া শবরী পুনর্ব্বার রামচন্দ্রকে কহিল, রাম! আপনি এই বনের সমস্ত দর্শন এবং যাহা শ্রবণ করিবার,

শ্রবণও করিলেন। এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি এই কলেবর পরিত্যাগ করি। আমি এই আশ্রমবাসী যে সকল শুদ্ধসত্ত্ব মুনিগণের পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম, আমার বাসনা, তাঁহাদিগের নিকট গমন করি।

তাহার সেই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম-লক্ষ্মণ প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, শবরি! আমরা অনুমতি করিতেছি, তুমি সচ্ছন্দে গমন কর।

রামচন্দ্রের অনুমতি পাইয়া শবরী হুতাশনে আত্ম-বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তেজোময় কলেবর ধারণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এবং সেই সকল পুণ্যবান মহর্ষি যে স্থানে বিহার করিতেছিলেন, সমাধিবলে সেই পুণ্য স্থানেই উপস্থিত হইলেন।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

পম্পা-গমন।

শবরী নিজ-পুণ্যকর্ম্ম-প্রভাবে স্বর্গারোহণ করিলে ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে মহর্ষিগণের আশ্চর্য্য প্রভাবের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অবহিত-চেতা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! আমরা এই পবিত্র আশ্রম দর্শন করিলাম; এই আশ্রমে মহাত্মাদিগের বিবিধ আশ্চর্য্য কার্য্যের নিদর্শন সকল জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। বিহঙ্গ, কুরঙ্গ ও শার্দ্দূল সকল এই আশ্রমে অসঙ্কুচিত চিত্তে বিশ্বস্ত ভাবে বিচরণ করিতেছে। লক্ষ্মণ! আমি এই সপ্ত সাগরের তীর্থে স্নান পূর্ব্বক যথাবিধানে পিতৃগণের তর্পণ করিলাম; আমার সমুদায় অমঙ্গল দূর হইল; এক্ষণে মঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে; দেখ লক্ষ্মণ! সেই জন্যই আমার মন প্রফুল্ল হইয়াছে। মঙ্গল কি অমঙ্গল ঘটিবে, লোকের মনই তাহা বলিয়া দেয়। পূর্ব্বে যাহা মনোমধ্যে উদিত হয়, পশ্চাৎ তাহাই ঘটিয়া থাকে। যে সকল বস্তু দর্শনে আমার শোক শান্তি হইতে পারে, আজি সেই সকল মনোরম বস্তুই চতুর্দ্দিকে এই দৃষ্ট হইতেছে। মন্দগতি নাতিশীত রজঃশূন্য বায়ু অনুকূল দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া যেন শ্রম দূরীকরণ পূর্ব্বক আমারই অনুগমন করিতেছে। আজি আমার মানসিক শোকেরও অল্পে অল্পে লাঘব হইতেছে। আজি আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল স্থির এবং ইন্দ্রিয় সকল প্রশান্ত ও প্রফুল্ল হইতেছে। এতাদৃশ অতি সন্তাপিত হইলেও আমার শোকাবেগ ন্যূন হইতেছে। শরীরে পূর্ব্বের ন্যায় শ্রী এবং ধৈর্য্য উপস্থিত হইতেছে। বোধ হয়, সেই সরসী সন্দর্শনেরও আর অধিক বিলম্ব নাই। দেখ পুরুষ-ব্যাঘ্র লক্ষ্মণ! এই সমস্ত চিহ্ন আমার শুভ সূচনা করিতেছে। দেখ, এই মহাপর্ব্বতে এই প্রফুল্ল সুন্দর-দর্শন মৃগ সকল আমায় প্রদক্ষিণ করিয়া মনোরম স্বরে আমার চতুর্দ্দিকে যেন গান করিতেছে। সুখকর সুশীতল অনুকূল বায়ু এই বনের নানা গন্ধ বহন করিয়া যেন আমায় পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! আজি

আমার মুখ সুপ্রসন্ন ও সুন্দর-প্রভাযুক্ত হইয়াছে। সৌমিত্রে! অনুপস্থিত শুভাশুভ, অন্তঃকরণ পূর্ব্বেই অনুভব করিয়া থাকে।

মহাদ্যুতে! মুনিগণের এই পবিত্র আশ্রমে চিরকালই বাস করা যাইতে পারে। এস্থানে অযুত বর্ষ বাস করিলেও আশা নিবৃত্তি পায় না। কিন্তু অনঘ! তোমার সমভিব্যাহারে আমায় জানকীর অনুসন্ধান করিতে হইবে। সুতরাং এস্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক কালাতিপাত করা কোনক্রমেই আমাদের উচিত হইতেছে না। অতএব আইস, আমরা সেই সুন্দর-কানন-সুশোভিতা পম্পায় গমন করি। পম্পার অনতিদূরেই ঋষ্যমূক পর্ব্বত দৃষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য্য-পুত্র সুবিজ্ঞ সুগ্রীব বালীর ভয়ে ভীত হইয়া, সচিব-চতুষ্টয়ের সমভিব্যাহারে ঐ ঋষ্যমূকে সতত বাস করিতেছেন। নিজ কার্য্যের ত্বরা-নিবন্ধন আমি ত্বরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি; সৌম্য! আমাদিগের সীতার অন্বেষণ তাঁহারই সাধ্যায়ত্ত।

রামচন্দ্র এই প্রকার বলিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, আর্য্য! চলুন, দুই জনে একত্র শীঘ্র গমন করি, আমারও মন ত্বরান্বিত হইতেছে।

অনন্তর রঘুনন্দন আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া নানা-পাদপ-পরিশোভিত পম্পা-সরোবরের অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি দেখিলেন, পথিমধ্যে চারিদিকেই নানাপ্রকার বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইয়া আছে; এবং বিবিধ-প্রকার লতা প্রমদার ন্যায় ঐ বৃক্ষ-সমূহের স্কন্ধদেশ আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। কোযষ্টিক, বঞ্জুলক, তিরীটক, শতপত্র, পুত্রপ্রিয়, পূর্ণমুখ, ভরদ্বাজ ও প্রিয়ম্বদ প্রভৃতি নানাপ্রকার বিহগ-গণের কলরবে ঐ মহাবন প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

বিক্রমশালী রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে ঐ মহাবন অতিক্রম করিয়া সুখকর-সুশীতল-সলিল-পূর্ণ পম্পা-সরোবর সন্দর্শন করিলেন। দেখিলেন, নানাপ্রকার পক্ষী সকল প্রফুল্ল হৃদয়ে পম্পার পবিত্র সলিলে বিহার করিতেছে; বহু-পাদপ-সঙ্কুল রমণীয় পম্পার জল মণির ন্যায় স্বচ্ছ; বিবিধ জলজ পুষ্প উহাতে সংঘট্টিত ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং বহুবিধ শ্বেতপদ্ম, কুমুদ ও উৎপল সকল উহার শোভা সম্পাদন করিতেছে; হংস ও কারণ্ডবগণ উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; মহর্ষিগণ উহার জলে অবগাহন করিতেছেন; চক্রবাক সকল উহাতে ক্রীড়া করিতেছে, এবং কলহংসগণ উহার সমন্তাৎ কলরব করিয়া বেড়াইতেছে।

রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সেই স্থানে সুখস্পর্শ সুশীতল বায়ু দ্বারা বীজ্যমান হইয়া শ্রান্তি পরিহার করিলেন। তাঁহারা পুষ্প-ফলোপশোভিত কোকিল-কুল-কূজিত বিবিধ বৃক্ষ, কোমল-শাদ্বল-নীল ভূমিতল, এবং বালার্ক-সদৃশ পদ্মসমূহে সর্ব্বত্র প্রদীপিতার ন্যায় সুমনোহারিণী পম্পা সরসী সন্দর্শন করিয়া নিতান্ত আনন্দিত হইলেন।

ঋষিসঙ্ঘ-নিষেবিতা বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা মহানদী গঙ্গা সন্দর্শন করিয়া মিত্রাবরুণ যেমন তুষ্ট হইয়াছিলেন, কর্দ্দম-শূন্যা মনোজ্ঞ-দর্শনা

পাবনী পম্পা সন্দর্শন করিয়া মহাবল রাম-লক্ষ্মণও সেইরূপ প্রফুল্ল হইলেন।

একোনাশীতিতম সর্গ।

রামোন্মাদকর।

সীতা-বিরহিত রামচন্দ্র সেই প্রসন্ন-সলিলা মনোহারিণী পম্পা-সরসীর চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া ব্যাকুলিতেন্দ্রিয় হইয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, সৌমিত্রে! দেখ, পম্পা তীরস্থিত কানন কেমন সুন্দর-দর্শন! অত্রত্য বৃক্ষ সকল সশিখর শৈলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সৌমিত্রে! সম্প্রতি মন্মথের প্রভাব একান্ত অপরিহরণীয়; এক্ষণে বায়ুর স্পর্শ অতীব সুখকর; সুগন্ধি গন্ধবহ নানা পুষ্পের সৌরভ হরণ করিয়া মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে; কাননে নানা-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সৌমিত্রে! ঐ দেখ, পুষ্পিত কানন-নিকরের পুষ্প-বৃক্ষ সকল যেন বর্ষাকালীন বারি-ধারার ন্যায় পুষ্পধারা বর্ষণ করিতেছে; রমণীয় প্রস্তর-প্রান্ত-সঞ্জাত বহুবিধ কাননদ্রুম বায়ুবেগে পরিচালিত হইয়া পুষ্প বর্ষণ দ্বারা আমায় যেন অভিষেক করিতেছে; চন্দন-সংসর্গ-সুশীতল সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; সুগন্ধিত কানন-সমূহে ষট্পদ-বৃন্দ গান করিতেছে। সৌমিত্রে! গিরিপ্রস্থ সকলে পুষ্পশালী মনোরম বৃক্ষ সকলের স্কন্ধ ও শাখা পরস্পর এতাদৃশ সংলগ্ন যে, নভস্তলও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছে; দেখ, চারি দিকে সুবর্ণ-প্রতিম কুসুম-সমূহে সমাচ্ছাদিত কর্ণিকার সকল, পীতাম্বরধারী নরগণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। বসন্তকাল এই উপস্থিত; এই কালে বিবিধ বিহঙ্গম সকল সুমধুর স্বরে গান করিতেছে। কিন্তু বিশালাক্ষী সীতা আমার নিকটে নাই; সুতরাং এই বসন্ত একান্তই আমার শোকবর্দ্ধন হইয়া উঠিয়াছে।

সৌমিত্রে! আমি দুঃখে অতীব কাতর হইয়াছি; মনোভবও আমায় অধিকতর সন্তাপিত করিতেছে। বসন্ত ও কামে উত্তেজিত প্রফুল্ল-হৃদয় প্রিয়া-সহচর কোকিলকুল হৃষ্টান্তঃকরণে কলরব করিয়া আমায় যেন আহ্বান করিতেছে। মনোরম কানন-নির্ঝরে আনন্দিত এই দাত্যূহ পক্ষী মন্মথাবিষ্ট হইয়া রব করিতে করিতে নিজ কান্তার অনুবর্ত্তন করিতেছে। সৌমিত্রে! এই কাননে বায়ু-সেবনে আনন্দিত মধুরস্বর পক্ষী সকল বিবিধ স্বরে গান করিতেছে, এবং ভৃঙ্গরাজ পক্ষিগণ অবিকল তাহাদের অনুকরণ করিতেছে। সৌমিত্রে! রাহু গ্রহ যেমন চিত্রাকে, এই সকল পক্ষীও তেমনি আমার বিরহে বাষ্প-জলে জড়ীকৃতা মৃগশাব-লোচনা সীতাকে নিতান্ত সন্তাপিত করিতেছে, সন্দেহ নাই। গিরিসানু সকলে ময়ূরগণ ময়ূরীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ লক্ষ্মণ! আমার শোক বৃদ্ধির জন্যই যেন মন্মথাবিষ্টা ময়ূরী সকল, নৃত্য-পরায়ণ ময়ূর-গণের সহিত নৃত্য করিতেছে। ময়ূরগণ নৃত্য

না করিবেই বা কেন! রাক্ষসে ত তাহাদের প্রেয়সী হরণ করে নাই! এই বসন্তকালে আমি যেমন সেই সুমধ্যমা সীতার বিরহ ভোগ করিতেছি, তাহাদের ত তাদৃশ দশা উপস্থিত হয় নাই! ঐ দেখ, নবসঙ্গম-সংহৃষ্ট কামী জন যেমন প্রণয়িনীকে চুম্বন করে, ভ্রমরও সেইরূপ নবচূত-মঞ্জরীকে উপভোগ পূর্ব্বক চুম্বন করিতেছে। দেখ লক্ষ্মণ! শীতাবসানে পুষ্পভারাক্রান্ত মহীরুহগণে এই যে সকল মনোরম পুষ্প দৃষ্ট হইতেছে, সীতাবিরহে আমার পক্ষে এতৎসমুদায়ই নিষ্ফল। আমি প্রেয়সীর নিমিত্ত নিতান্ত চিন্তাকুলিত; সুতরাং পুষ্পবাহী এই বায়ু সুখস্পর্শ এবং সুখজনক হইলেও আমার পক্ষে জ্বলন্ত-অনল-সদৃশ দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। পদ্মপলাশ-লোচনা শ্যামা[৫৫] প্রিয়া জানকী শত্রুর বশবর্ত্তিনী হইয়া আমার বিরহ ভোগ করিতেছেন; অতএব আমার ন্যায়, তাঁহারও যে শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই।

এই কালে দলবদ্ধ বিহঙ্গমকুল নিতান্ত প্রফুল্লিত হইয়া, আমার মদনোদ্দীপন করিয়াই যেন কলরবে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতেছে। পর্ব্বতশিখরে সুখোপবিষ্ট এই হৃষ্টান্তঃকরণ প্রমত্ত চঞ্চল বায়স, গ্রীবা অবনত করিয়া প্রফুল্লভাবে যেন আমায় অভিনন্দন করিতেছে। বোধ হয়, এই বায়স বৈদেহীর নিকট গিয়া আমার কুশল সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার কুশল সংবাদ আমার নিকট আনয়ন করিবে। দেখ লক্ষ্মণ! পক্ষিকুল পুষ্পিতাগ্র বৃক্ষসকলে উপবেশন পূর্ব্বক আমার মদনোদ্দীপনার্থই যেন মধুর স্বরে আলাপ করিতেছে। সৌমিত্রে! দর্শন কর, কোকিল সকল ঋতুদোষে মুখরিত হইয়া, পম্পার বিচিত্র বনরাজি-সমূহে কি সুমধুর কলরব করিতেছে! দেখ, এই পদ্মসরসীর জল কেমন নির্ম্মল! কতশত উৎপল ইহাতে উৎপন্ন হইয়াছে! ইহা হংস ও কারণ্ডবগণে সমাকীর্ণ, ও প্রফুল্ল-নীলোৎপল সমূহে সমাকুল; চক্রবাক সকল ইহাতে নিত্য বিহার করিতেছে; এবং বিবিধ বিচিত্র বিকসিত পুষ্প সকল ইহার শোভা বিস্তার করিতেছে। মাতঙ্গযূথ ও মৃগযূথ জলার্থী হইয়া ইহাতে অবগাহন করিয়া থাকে। লক্ষ্মণ! সীতার নয়নচ্ছদের ন্যায় পদ্ম ও অশোক পুষ্প সকল দর্শন করিয়া আমার চক্ষু যেন প্রবিদ্ধ হইতেছে। পদ্ম-পরাগ-পরিমিশ্রিত মনোরম বায়ু বৃক্ষান্তরাল হইতে বিনির্গত হইয়া সীতার নিশ্বাসের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। সৌমিত্রে! দেখ, পম্পার দক্ষিণতীরস্থিত গিরিসানু সকলে পুষ্পিত-কর্ণিকার-বৃক্ষনিকর কেমন অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে! ঐ দেখ, প্রচুর ধাতুনিবহে বিভূষিত এই শৈলরাজ বায়ুবেগে ঘর্ষিত হইয়া ধাতুজাত রেণু সকল ক্ষরণ করিতেছে। ঐ দেখ, পম্পার তীরজাত মধুগন্ধি

[৫৫] যে রমণীর শরীর শীতকালে উষ্ণ এবং উষ্ণকালে শীতল হয়, এবং যাঁহার দেহপ্রভা তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, তাঁহাকেই শ্যামা স্ত্রী কহে। যথা—

शीतकाले भवेदुष्णा उष्णकाले च शीतला ।
तप्तकाञ्चनवर्णाभा सा श्यामा परिकीर्त्तिता ॥

মল্লিকা মালতী ও করবীর বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইয়া কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই ধারণ করিয়াছে।

সৌমিত্রে! দেখ, ঐ দূরে গিরিপ্রস্থের সর্ব্বত্রই পত্রহীন কিংশুক বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইয়া যেন প্রজ্বলিত হইয়াছে। মধুমাসে পুষ্পিত হইয়া সুপুষ্পিত সিন্ধুবার, চিরবিল্ব, মধূক, বঞ্জুল, তিন্দুক, চম্পক ও তিলক বৃক্ষ সকল অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। সকল গিরি-সানুতেই নাগকেসর, অর্জ্জুন ও মুচুকুন্দ প্রভৃতি মহীরুহ-সমূহ বিকসিত কুসুম-নিকরে শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, কেতক, উদ্দালক, শিরীষ, শিংশপা, ধব, শাল্মলী, রক্ত কুরুবক, তিনিশ, নক্তমাল, চন্দন, পিচুল, তাল, তমাল, নাগবল্লী, করঞ্জক, উড়ুম্বর, কদম্ব, পূর্ণক, পারিভদ্রক, নীপ ও বরুণ বৃক্ষ সকল সর্ব্বত্র পুষ্পিত হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে। সৌমিত্রে! বনমধ্যে বৃক্ষনিকরের পুষ্প-সম্পত্তি দর্শন কর; পুষ্পমাস প্রচার করিবার জন্যই যেন ইহারা আনন্দে পুষ্প পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছে। দেখ, পম্পার কি সুন্দর-কান্তি! জল কেমন নির্ম্মল! পম্পা পদ্মে আচ্ছন্ন হইয়া আছে; ইহাতে চক্রবাক, হংস ও কারণ্ডব সকল নিয়ত বিহার, এবং প্লব, ক্রৌঞ্চ ও সারস কুল নিত্য নিনাদ করিতেছে। পরম রমণীয় বিহগ-গণের সুমধুর রবে পম্পার শোভা সমধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

লক্ষ্মণ! এই সকল বহুবিধ বিহঙ্গমগণ প্রমুদিত হইয়া আমার কাম উদ্দীপিত করিতেছে। শ্যামা পদ্মমুখী সীতাকে স্মরণ করিয়া আমার মনসিজ বৃদ্ধি পাইতেছে। দেখ, বিচিত্র সানু সকলে মৃগগণ মৃগীর সহিত অবস্থিতি করিতেছে; আর আমি মৃগশাব-লোচনা বৈদেহীর বিরহে একাকী নিরতিশয় অসুখে কালাতিপাত করিতেছি! সৌমিত্রে! যদি বৈদেহীর দর্শন পাই, তাহা হইলেই আমি মত্ত-বিহগ-গণ-নিষেবিত দুঃখ-শোকাপহারক সুখকর এই সানুজাত মনোরম বিবিধ উৎকৃষ্ট কাননে, এবং পদ্ম-সৌগন্ধিক-পরিশোভিত বিহঙ্গম-বিনিনাদিত প্রমোদকর এই নলিনী-বনে সুখে বিহার করি!

হা মৃগশাব-লোচনে! হা তপ্তকাঞ্চন-প্রতিমে! হা হৃদয়-বল্লভে! হা মনোজ্ঞ-দর্শনে! হা শুচিস্মিতে! হা প্রেয়সি! আমি হতজ্ঞান ও বিমূঢ় হইয়াছি! অতীব পরিতাপের বিষয় যে, আমি এতদূর কষ্টে পতিত হইয়াছি, তুমি ইহা জানিতে পারিতেছ না! কৈকেয়ী রাজ্য হরণ করিয়া নির্ব্বাসন করিলে যখন আমি বনে আগমন করি, তখনও তুমি আমাকে ত্যাগ কর নাই; তবে এখন আমায় পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইলে কেন! প্রিয়ে! আমি যে দুঃখশোকে কাতর হইয়াছি, তুমি তাহা জানিতে পারিতেছ না! অতএব এক্ষণে তোমার সে প্রণয় কোথায়! সে প্রিয়বাক্য কোথায়! সে ভক্তি কোথায়! সে স্নেহ কোথায়! সে দয়া কোথায়!

রামচন্দ্র সেই স্থানে শোক-মোহে হতজ্ঞান হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে রম্য-বারিবহা মনোজ্ঞ-দর্শনা পম্পা-সরসী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা রঘুবীর রামচন্দ্র সমস্ত বন প্রেদেশ পাদপ ও নির্ঝর সকল দর্শন পূর্ব্বক শোকে একান্ত আক্রান্ত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে উদ্বিগ্ন চিত্তে সেই স্থান হইতে যাত্রা করিলেন।

অবশেষে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ উভয়ে সুগ্রীব বানরের বাসস্থান ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। বানরগণ মহাতেজস্বী রাম-লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া নিরতিশয় ভীত হইল।

অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত।

অশুদ্ধ-শোধন।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৪৮	২	২৯	নহুষকে	নাহুষকে।
৬৭	১	১৯	খরও	দূষণও।